# প্রবাদ-রত্নাকর



★

সত্যরঞ্জন সেন

★

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স্

প্রবাদ-রত্নাকর

प्रबाद्-रत्नाकर

PRABAD-RATNAKAR

## PRABAD-RATNAKAR

This is a very fine study of Bengali proverbs. In any language its proverb-literature forms a very distinctive part.··· The present work is meant primarily for the use of students and writers of Bengali. It gives a very representative selection from Bengali proverbs.···In Professor Sen's book these proverbs are given alphabetically in thick type, and then he has explained the proverbs fully, and after that he has given the application of them. Finally, in many cases he has given apt quotations from some standard writers in Bengali showing the employ of the proverbs. In addition, he has given in many cases a Hindi or an English equivalent, which would enable one to appreciate the force of the proverbs.

Proverbs add to the picturesqueness of speech and they are a great embellishment in style. The genuine native spirit of the language is enshrined in the proverbs.···A full acquaintance with the proverbs of a language therefore is a very necessary qualification and preparation for any writer. In order to appreciate the beauty of a language, a knowledge of the proverbs which may be in use in a literary work will also be necessary. The lay public interested in Bengali, either as their mother-tongue or as a language which they want to acquire, will find this book very useful and valuable.

Such a work will be indispensable for any school or college library, and must also find a place on the desk of any writer of Bengali. It is a work of general utility.

**Dr. Suniti Kumar Chatterji,** M.A., D.Lit. (London)
*Chairman, Legislative Council, West Bengal ;*
*Emeritus Professor of Comparative Philology,*
*University of Calcutta.*

# প্রবাদ-রত্নাকর

বাংলাভাষার বহুল-প্রচলিত প্রবাদ, লোকোক্তি,
রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশ প্রভৃতির তাৎপর্য ও
প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত সংবলিত
কোষগ্রন্থ

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সত্যরঞ্জন সেন, এম্-এ, বি-এল্
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সারস্বত ক্ষত্রিয় বিদ্যালয়,
কলিকাতা



ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স্
বোম্বাই ● কলিকাতা ● মাদ্রাজ ● নতুন দিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স লিমিটেড
রেজি: অফিস : ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট, বোম্বাই-১
৩৬-এ, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২
১।২৪, আসফ আলী রোড, নতুন দিল্লী-১
সারাভাই এষ্টেট্, সাহাপুর রোড, আমেদাবাদ-১
১৭, উড্ ষ্ট্রীট, শুলে, বাঙ্গালোর
গান ফাউণ্ড্রী রোড, হায়দ্রাবাদ-১
৩৭৩।৩৭৪, নারায়ণ পেট, লক্ষ্মী রোড, পুণা-২
এবং
১৭, নাজিমুদ্দীন রোড, ঢাকা



চার খণ্ডে সম্পূর্ণ
মূল্য প্রতি খণ্ড ৩·৫০ টাকা
একত্রে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা

এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ঃ
সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-রত্নাকর
মূল্য চার টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ
মণ্ডল প্রেস
২৩, ডিক্সন লেন,
কলিকাতা-১৪

'নগেন্দ্র-নিরুপমা'

আমার ইহজীবনের আরাধ্য দেবতার

এই যুগল নামের স্মৃতির উদ্দেশে

সারা জীবনের সাধনার ফল

উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইলাম।

# মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের সংকলন ও প্রকাশনের ইতিহাস একান্তভাবে ব্যক্তিগত বিবৃতি হইলেও, মনে হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বাল্য ও কৈশোরের প্রবাস-জীবনে বাংলা প্রবাদ-বচনের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সে সময়টা কাটিয়াছিল উত্তর প্রদেশে,—প্রধানতঃ এলাহাবাদ ও কানপুরে। এলাহাবাদে বাঙালীদের একটি সুপরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় ছিল,—যাহা পরে কলেজে উন্নীত হয়। তথায় নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা শিক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল। পরে কানপুরে গিয়া দেখা গেল, কোনো বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা নাই,—উর্দু কিংবা হিন্দী পড়িতে হইবে। সে অঞ্চলে উর্দুর প্রচলন অধিক। কাজেই, কোনো বিদ্যালয়ে না গিয়া বাড়ীতে কিছুদিন উর্দু শিক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসের পর হিন্দী শিখিতে আরম্ভ করা গেল, এবং অল্পকালের মধ্যে তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম।

বাড়ীতে বাংলা লেখাপড়ার চর্চা চলিতে লাগিল মাতৃদেবীর তত্ত্বাবধানে। বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত হইল আমার পাঠ্য। সেই সঙ্গে তিনি মুখে মুখে শিখাইতেন বাংলা প্রবাদ ও ইডিয়ম (যাহার বাংলা প্রতিশব্দ নাই, কিন্তু হিন্দুস্থানীতে বলে 'মুহাওরা')। অল্প কথায় সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশের উপযোগী এই সকল প্রবাদ ও মুহাওরা এতো ভালো লাগিত যে, স্বহস্তে একটি ছোটো বাঁধানো খাতা তৈয়ারি করিয়া যাহা কিছু শুনিতাম অর্থসহ অকারাদিক্রমে লিখিয়া রাখিতাম।

পরে এলাহাবাদে ফিরিয়া পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া দেখা গেল যে, উচ্চ শ্রেণীতে বাংলা আর পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত নয়। বরং

প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের বিশেষ নির্দেশে হিন্দী অথবা উর্দু বাংলা-ভাষী ছাত্রছাত্রীরও অবশ্য-পাঠ্য হইয়াছে। পণ্ডিতজীর হিন্দী ক্লাসে সর্দার-পড়ুয়ার মর্যাদা লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চার পথ বন্ধ হইয়াই রহিল।

তবে অন্য পথ খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। সাধারণ বাংলা গ্রন্থাগারে বসিয়া সাময়িক পত্র পড়িতাম এবং বাড়ীতেও পুস্তক আনিয়া পড়িতাম এবং তাহা হইতে নূতন নূতন প্রবাদ ও তাহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত লিখিয়া লইতাম। এ সমস্ত সংগ্রহ করা তখন হইতে যেন একটা বাতিক হইয়া রহিল।

এই সময়ে আর একটা প্রেরণা আসে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মিত হইলে, সর্ববিধ উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইল। গ্রন্থাগার ছিল না বলিলেই হয়, এখন বহু নয়নাভিরাম পুস্তকের সমাবেশ হইল। ইহাদের মধ্যে আমার কিশোর চিত্তকে মুগ্ধ করিল স্বর্ণাক্ষরে নাম-লেখা একটি গ্রন্থ—Dr. Brewer's Dictionary of Phrase and Fable। সসম্ভ্রমে বইখানির দিকে চাহিয়া ভাবিতাম, এমন একখানি বাংলা বই কি রচনা করা যায় না? আমার সেই ক্ষুদ্র খাতাখানি বর্ধিত হইয়া কোনদিন কি এইরূপ আকার ধারণ করিতে পারে না? একটা দুরাকাংক্ষার বীজ উপ্ত হইল।

স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পরেও প্রবাদ ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহের অভ্যাস অব্যাহত রহিল। ক্রমে ছোটো খাতাখানি ভরিয়া গেল, বড়ো খাতা হইল। তারপর card index প্রণালীতে বর্ণানুক্রমে সাজানো চলিতে লাগিল। তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীস্থ কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রবাদ-পুস্তক হইতে অনেক প্রবাদ ও দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইল। কয়েকখানি প্রবাদ-পুস্তক পাওয়াও গেল। তাহাতে সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা অল্প হইলেও কিছু কিছু নূতন প্রবাদ পাওয়া গেল।

ক্রমে সংগ্রহ বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু গ্রন্থের আকারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সুযোগ ঘটিল অনেক বিলম্বে। খৃ° ১৯৪২ সালে, যখন যুদ্ধাতংকে কলিকাতা

তখন বারাণসীর শান্ত পরিবেশে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া থাকা কালে পাণ্ডুলিপি রচনা আরম্ভ হয়।

তিন বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সদ্যঃপ্রকাশিত "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থখানি পাইলাম। তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল না ; আলাপ করিতে গিয়া জানিলাম যে, তিনি কেবল আমার সমসাময়িকই নহেন, তাঁহার সহিত একটা সরস কুটুম্বিতার সম্পর্কও বিদ্যমান।

শ্রীযুক্ত সুশীলবাবুর নিকট যাতায়াত চলিতে লাগিল। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তিনি বলিলেন যে এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশন দুর্ঘট হইবে। কয়েকজন বিশিষ্ট পুস্তক-প্রকাশকের সহিতও আলাপ ক'রয়া দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যমের প্রধান ক্ষেত্র ছিল লঘুসাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক এবং অর্থ-পুস্তকের প্রকাশনে ; এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনের দায়িত্ব লইতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। বাজারের অবস্থাও তখন শোচনীয়। কাগজ কেবল দুর্মূল্যই নয়, দুষ্প্রাপ্যও বটে। মুদ্রণ-ব্যয় দ্বিগুণেরও উপরে গিয়াছে।

এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, দীর্ঘকালের শ্রম নিতান্ত ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে—এই গ্লানিকর চিন্তায় যখন মনে অবসাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব হইল। শ্রীযুক্ত সুশীলবাবুও তাহা অনুমোদন করিলেন। তিনি আরও পরামর্শ দিলেন যে, মেয়েলী বচন এবং যে সকল প্রবাদের নিত্য ব্যবহার নাই তাহা বাদ দিয়া, কিছু চলতি কথা বা মুহাওরা সন্নিবেশিত করিয়া ভাষা-শিক্ষার সহায়ক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা ছাত্রসমাজের বিশেষ উপযোগী হইবে। সেই পরামর্শ অনুসারে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে "সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-রত্নাকর" পুস্তকখানি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ইহার পরে মূল গ্রন্থখানি প্রকাশনের জন্য উৎসাহ পাইতে থাকি। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী শিক্ষাব্রতীর প্রস্তাব অনুসারে খৃঃ ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন করি। ফলে সরকারী তহবিল হইতে প্রকাশন ব্যয়ের

একাংশ এই গ্রন্থের মুদ্রাকর-প্রকাশক মণ্ডল প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ মহাশয়কে অগ্রিম প্রদত্ত হয় এবং তাঁহার উদ্যমে এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য আরম্ভ হয়।

এই গ্রন্থের সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দে মহাশয়ের দ্বারা বিলক্ষণ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার মতো বিদগ্ধজনের সহিত ভাবের ও তথ্যের আদান-প্রদানের ফলে বিশেষ লাভবান হইয়াছি। কতকগুলি নূতন প্রবাদের ও পাঠভেদের সন্ধান পাইয়াছি, কতকগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে ইঙ্গিত পাইয়াছি। আবার আমার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হইতেও কিছু কিছু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। তবে অবশ্য আমিই তাঁহার নিকট ঋণী এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

অন্যান্য যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের অগ্রগণ্য হইতেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এম্-এ। তিনি এই গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুদ্রণের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আমার পুত্রবধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী পুষ্পা সেন, এম্-এ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, এম্-এস্‌সি, শ্রীমিহিরকুমার বসু, এম্-এস্‌সি, প্রভৃতি অনেকেরই নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগীতা পাইয়াছি। তথাপি মুদ্রণকালীন অশুদ্ধি-সংশোধনের ত্রুটি এবং বর্ণানুক্রমের অসঙ্গতি কিছু কিছু থাকিয়া গিয়াছে, সেজন্য দুঃখিত।

দীর্ঘকালের শ্রম ও প্রতীক্ষার পর আজ আমার সত্তর বৎসর পূর্তির তিথিতে এই গ্রন্থের প্রকাশন আরম্ভ হইল। কয়েকটি কারণে গ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংকলনের কার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াই রহিয়াছে, সম্পাদনা ও মুদ্রণ সম্পর্কে এযাবৎ নানাদিক হইতে যেরূপ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, বয়সের বাধা অতিক্রম করিয়া আরব্ধ কার্য উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে পারিব, এরূপ ভরসা আছে।

কলিকাতা<br>
রাখীপূর্ণিমা,<br>
২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৪<br>
খৃঃ ১০ই আগষ্ট, ১৯৫৭

সত্যরঞ্জন সেন

# অবতরণিকা

## প্রবাদ কাহাকে বলে

প্রবাদ কাহাকে বলে, সে ধারণা বোধ হয় সকলেরই আছে। কিন্তু কেহ তাহার একটা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে চাহিবেন না। কারণ, প্রবাদ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা এতো বিভিন্ন বিষয় লইয়া নানা বিচিত্র ভাষায় প্রকাশিত যে, তাহাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো একটা সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ।

বস্তুতঃ, জাতির প্রাণকেন্দ্রে যে বিরাট জ্ঞানবাপী প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে স্মরণাতীত যুগ হইতে অসংখ্য উৎসমুখে বহির্গত হইয়া এবং বহু ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়া যাহা কিছু একত্র মিশিয়াছে, তাহাদের একের সহিত অপরের কোনো সংস্রব নাই। আর সে সমস্তই প্রবাদ নামে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে,—সহজে পৃথক করা যায় না।

## প্রবাদের লক্ষণ

তথাপি পূর্বসূরীগণ এ সম্বন্ধে যে সকল নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার সাহায্যে প্রবাদের কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং তাহা হইতে একটা সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায়।

লোকের মুখে সচরাচর যে সকল বচন বা বুলি শোনা যায়, তাহার কিছু হয়তো বক্তার স্বরচিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই অপরের নিকটে শোনা। শেষোক্তের মধ্যে যে সকল উক্তি বা বচনে চিরন্তন সত্য বা নির্ভুল তথ্য নিহিত আছে, যাহা আকারে সংক্ষিপ্ত, ভাষার মনোহারিত্বে মর্মস্পর্শী এবং জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত - তাহাই প্রবাদ বলিয়া স্বীকৃত। এই কয়টি লক্ষণের মধ্যে কোনো একটির অভাব থাকিলে তাহা খাঁটি প্রবাদ বলিয়া গণ্য নয়, তবে লোকোক্তি বা জনশ্রুতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

## প্রবাদে কাব্যের লক্ষণ

দেখা যায় যে, জ্ঞান ও সত্যের প্রচার এবং সেই সঙ্গে ভাষার লালিত্য দ্বারা জনগণের মনোরঞ্জনের যোগ্যতা,—এই দুইটি সার্থক কবিতারও লক্ষণ

বটে। সকল সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় আদিতে কবিতার জন্ম হইয়াছে। বাক্য রসাত্মক হইলে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আবার, শব্দবিন্যাসের সংযত সংক্ষিপ্ততাও কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ। এই সংক্ষিপ্ততার চরম পরিণতি দেখা যায় প্রবাদে। যে প্রবাদ যতো অল্প শব্দে রচিত তাহার সার্থকতা ততো অধিক। কাব্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাও প্রবাদের এক বিশেষ উপাদান। অতএব, এক একটি প্রবাদকে কবিতার ঘনীভূত নির্যাস বা কাব্য-কণিকা বলা যাইতে পারে।

## প্রবাদে সত্যের প্রচার

প্রবাদে সত্য প্রচারের প্রয়াস হইয়াছে নানা ভাবে। ধর্ম, নীতি, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালন সম্বন্ধে উপদেশ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষিকার্য সম্পর্কে ব্যবস্থা ও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে বহু প্রবাদের মাধ্যমে; যেমন,—ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণ ভজন; বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট; কখনো খেয়ো না তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো না ঢেমনের বোলে; পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গ'ণে; ভাত উথলাইলে দিহ কাঠি, তবে জ্বাল করিও ভাটি; রুয়ে কলা কেটো না পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। অনেক প্রবাদে সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশ না দিয়া অন্যায় বা অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়া কর্তব্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; যেমন, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই; বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো; আপনি পায় না শংকরারে ডাকে; যতো ছিল নাড়াবুনে, সব হলো কীর্ত্তুনে।

## প্রবাদের সংক্ষিপ্ত আকার

স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভাবের প্রকাশ প্রবাদের একটি প্রধান গুণ। দুই চারিটি শব্দের দ্বারা বক্তব্য প্রকাশিত হইলে তাহা যে অধিক হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা অনস্বীকার্য। তাই ক্ষুদ্র প্রবাদবচনের যে আদর অধিক তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যেমন, পরচিত্ত অন্ধকার; মন না মতি; নারীর বল চোখের জল; ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

ব্যতিক্রম দেখা যায় কেবল মেয়েলী বচনে। নারীজাতির অলংকার-প্রিয়তার খ্যাতি এবং প্রগল্‌ভতার অখ্যাতি উভয়ই আছে। তাই তাহাদের বক্তব্য একটু অলংকারমণ্ডিত করিতে গিয়া শব্দবহুল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, মেয়েলী বচন অনেক ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ছড়ার আকার ধারণ করিয়াছে; যেমন, যার হাতে খাইনি সে বড়ো রাঁধুনী, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড়ো ঘরণী।

## প্রবাদে ভাষার মনোহারিত্ব

নানারূপ বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর জন্য প্রবাদ-বচন জনগণের চিত্তাকর্ষক হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা প্রবাদ রচনা করিয়া গিয়াছেন,তাঁহারা বক্তব্য সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এই জন্যই সরল জনসাধারণের সহজ রসবোধ বংশপরম্পরায় উহাদের সাদর স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছে। অলংকার-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট যাবতীয় রচনাকৌশলের প্রয়োগে কোনো ত্রুটি হয় নাই,—কোথাও কোথাও জ্ঞাতসারে এবং বহু ক্ষেত্রে হয়তো অজ্ঞাতসারেই।

শব্দালংকারের প্রধান কৌশল অনুপ্রাসের সাহায্য লওয়া হইয়াছে সর্বাধিক পরিমাণে। তাহার মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল, যাহা সকল ভাষায় এবং সকল যুগের কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, প্রবাদের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাহার প্রয়োগ হইয়াছে। কেবল মনোহারিত্বের জন্য নয়, স্মৃতির সহায়ক বলিয়াও মিলের প্রয়োজনীয়তা বোধে পুরাকাল হইতে সর্ববিষয়ের রচনায় মিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। তাই জনগণের স্মৃতিতে প্রবাদ-বচনের স্থায়িত্ব লাভের অন্যতম প্রধান উপায় স্বরূপ এই মিলের অবাধ ব্যবহার দেখা যায়। বহু ক্ষুদ্রকায় প্রবাদও এই প্রকার মিলের জন্য অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হইয়া রহিয়াছে ; যেমন, নুন খাই, গুণ গাই ; ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে আপনার ; হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।

অন্ত্যানুপ্রাসের পরেই দেখা যায় আদ্যানুপ্রাসের আদর,—সকল দেশের কবিতাতেও যেরূপ দেখা যায় ; যেমন, চাল নেই চুলো নেই, পরের বাড়ী হবিষ্যি ; বামুন, বাদল, বান,—দক্ষিণা পেলেই যান।

প্রবাদে মধ্যানুপ্রাসের প্রাদুর্ভাব আরো অধিক। যেমন, খুচরা কাজের মুজরা নেই ; ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ ; বাড়া ভাতে নেড়া-গিন্নি ; যদি হয় লুচি, মুচির ঘরেও রুচি।

অর্থালংকারের মধ্যে প্রবাদে উপমা ও রূপকের তো ছড়াছড়ি। অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি ও ব্যাজস্তুতির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, চাঁদের হাট ; ঘরের ঢেঁকি কুমীর ; বাছার কি বা মুখের ছাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই।

অত্যুক্তির প্রয়োগ দ্বারাও প্রবাদে চমৎকারিত্ব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; যেমন, যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় দুজন।

এইরূপ প্রবাদের প্রকৃত বক্তব্য অর্থালংকারের অন্তরালে তেমন প্রচ্ছন্ন থাকে না, এবং সেজন্য প্রাকৃত জনগণের নিকটেও ইহাদের আবেদন আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় না।

## প্রবাদের প্রাচীনত্ব

কিন্তু, ভাবের গৌরবে সমৃদ্ধ, আকারে সংক্ষিপ্ত এবং ভাষার চমৎকারিত্বে সমুজ্জ্বল যে-কোনো বাক্যকেই প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, যদি তাহা জনগণের স্বীকৃতি না পাইয়া থাকে। এ যুগে এমন কুশলী কবি বা সাহিত্যকারের অপ্রতুল নাই, যাঁহাদের কর্তৃক প্রবাদের যাবতীয় লক্ষণযুক্ত বচন রচিত হইয়া নিজ রচনাবলীর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ অর্বাচীন বচন প্রবাদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

যদির কথা নদীতে ( অর্থাৎ, অনিশ্চিত )—এরূপ একটি বচন, যাহা সংক্ষিপ্ত, মধ্যানুপ্রাসে অলংকৃত এবং ভাবের গৌরবে সমৃদ্ধ, কেবল নবীনতার দোষে অপাংক্তেয়। ইহা স্থান-বিশেষে প্রচলিত বা স্বল্পসংখ্যক লোকের পরিচিত হইতে পারে ; তথাপি যতদিন মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া দূর দূরান্তরের বহুজনের পরিচিত না হইতেছে, ততদিন ইহাকে প্রবাদের মর্যাদা দেওয়া চলে না।

এরূপ একটি বচন বিস্তারলাভ করিয়া প্রবাদের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া বহু যুগ সাপেক্ষ। অতএব, প্রবাদের কৌলিন্য তাহার প্রাচীনত্বে।

## প্রবাদের উৎপত্তি

এই প্রাচীনত্বের জন্য কোনো একটি প্রবাদের উৎপত্তি কখন এবং কিরূপে হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ক্ষুদ্রতম স্রোতস্বিনীরও উৎসমুখের সন্ধান করা যাইতে পারে। কারণ, যে ধরণীপৃষ্ঠে তাহা প্রবাহিত, দুই-চার হাজার বৎসরে তাহার সামান্যই পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু প্রবাদের স্রোত কঠিন মৃত্তিকার উপর প্রবাহিত নয়, স্মরণাতীতকাল হইতে অসংখ্য ব্যক্তি স্মৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ধারাপথের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে অন্য কোনো কোনো সূত্রে কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে।

## প্রবাদের রচয়িতা

কোনো একটি প্রবাদের রচয়িতাকে আবিষ্কার করা একেবারেই অসম্ভব। যতো হাসি তভো কান্না, ব'লে গেছে রামশর্মা,—হয়তো বহু প্রবাদ এইরূপ ভণিতাযুক্ত হইয়া প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, প্রাচীনকালের বহু কবিতা ও গানে যেরূপ দেখা যায়। পরে কালক্রমে রচয়িতার নাম অপ্রয়োজনীয় বোধে বর্জিত হইয়াছে এবং রচয়িতা আপনাকে হারাইয়া আপন সৃষ্ট প্রবাদের মধ্যেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

## প্রবাদ নানাশ্রেণীর সৃষ্টি

রামশর্মা যাঁহাদের প্রতিনিধি, সমাজের নানা স্তরে যে তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের রচিত প্রবাদসমূহের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতা হইতে প্রমাণিত হয়। কেহ বা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কেহ সমাজপতি ভূম্যধিকারী, কেহ বিচক্ষণ গ্রাম্য মণ্ডল, কেহ বা জ্ঞানবৃদ্ধ কৃষক বা শিল্পী। আবার শুদ্ধান্তঃপুরের অন্তরালে থাকিয়া প্রবীণা গৃহকর্ত্রী এবং সুরসিকা বধূ-কন্যাগণের রচিত সরস বচন ও সুতীব্র মন্তব্য বাংলার প্রবাদ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

## কিরূপে প্রবাদের সৃষ্টি

প্রবাদের রচয়িতা ও রচনাকালের কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলেও, কিরূপে এবং কাহাদের দ্বারা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কিছু কিছু অনুমান করা যায়। প্রবাদের বিষয়বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

## উপনিষদ্-ধর্মী প্রবাদ

সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষিগণ কঠোর তপস্যা এবং একাগ্র ধ্যানের ফলে এক একটি শাশ্বত সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এক-একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া শ্রুতি ও উপনিষদের উৎপত্তি হয় এবং পিতা-পুত্র ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া আসিয়াছিল। তখনও লিপিবদ্ধ করিবার উপযোগী বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয় নাই।

সেইরূপে ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বহু উপদেশবাণী প্রবাদের আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। এগুলিকে উপনিষদ্-ধর্মী প্রবাদ বলা যায়। ইহাদের ভাব গভীর, ভাষা গম্ভীর ও সংযত,—চটুলতা-বর্জিত। জ্ঞানীজনের সাধনা-লব্ধ এই প্রকার সত্যের প্রকাশ আপ্তবাক্যরূপে সমাজে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপদেশমূলক বচনাবলীর অধিকাংশ তৎসম শব্দে গ্রথিত এবং বিশুদ্ধ গম্ভীর ভাষায় রচিত হওয়ায়, প্রাকৃতজনের রূঢ় হস্তক্ষেপে তাহাদের বিকৃতি বা মর্যাদাহানি ঘটে নাই; যেমন, অভাবে স্বভাব নষ্ট; চক্ষু বিনা যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনা সাধুসঙ্গ; কৃপণের ধনক্ষয়, চুরি কিংবা ডাকাতি হয়।

## প্রেরণালব্ধ প্রবাদ

আবার তমসাতীরবর্তী তপস্বীর শান্তিপূর্ণ আশ্রমে নির্দয় ব্যাধের শরবিদ্ধ

ক্রৌঞ্চের রক্তাক্ত দেহে মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রকাশ দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চবধূর করুণ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া মর্ম্মাহত আদিকবির কণ্ঠে সহসা যেমন রোষোদ্দীপ্ত প্রথম কবিতা উৎসারিত হইয়া কাব্য সৃষ্টির সূচনা হইয়াছিল, সেইরূপ আকস্মিক প্রেরণা হইতে বহু প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কোনো বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া বা কাহারো বিসদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া কোনো গ্রাম্য কবির প্রতিভার ক্ষণিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে এবং এক-একটি রসগর্ভ বচনের সৃষ্টি হইয়াছে ; যেমন, ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখোনি ! বড়ো বড়ো হাতী গেলো তল, মশা বলে কতো জল ; হায়রে কপাল একপেশে, সবাই বলে কেন খে'সে।

## ভূয়োদর্শন-জাত প্রবাদ

সামাজিক বা পারিবারিক নানা ব্যাপারে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যাহারা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, সমাজের অনুচ্চ স্তরের এমন লোকেরও নানাবিষয়ে নিজমত প্রকাশের অধিকার আছে এবং তাহারাও এক-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া এক একটি প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলিকে ভূয়োদর্শন-জাত প্রবাদ বলা যায়।

ছোটো একটি মেয়েকে বার বার পুকুরে গিয়া ঘটি ভরিয়া আনিয়া জালায় ঢালিতে দেখিয়া কৃষিজীবী প্রবীণ গৃহকর্তা হয় তো বলিলেন, এমন ক'রে ছাগলকে দিয়ে কি যব মাড়ানো হয় ? সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর উত্তর হইল, হয় গো হয়—কিছুটাও তো হয়। কেন, কাঠবেরালীতেও সাগর বাঁধেনি ? এই দুই পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য অন্য পরিজনবর্গের কানে গেল। তাহারাও সুযোগমতো ইহাদের প্রয়োগ করিল। তারপর মুখে মুখে আরও প্রচারিত হইয়া দুইটি বচন প্রবাদ-ভাণ্ডারে স্থান পাইল।

নবাগতা বধূটি হয়তো একটু অলস, কর্মবিমুখ, কলহপরায়ণা, এবং সেজন্য অহরহ গঞ্জনা পাইয়া থাকে। সূত্রধর শ্বশুর কিন্তু স্নেহশীল। শত অভিযোগ হাসিয়া উড়াইয়া দেয় ; রেঁদা চালাইতে চালাইতে বলিল, ও সব কালে ঠিক হয়ে যাবে'খন,—কুঁদের মুখে আর বাঁক থাকবে না। আর একটি প্রবাদের জন্ম হইল।

মনে হয়, প্রবাদ-বচনের অধিকাংশ এইরূপ ইতরে জনার রচিত এবং নানা বিষয় লইয়া নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত। সেজন্য, যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে,—কথাটা বোধ হয় প্রবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খাটে। আমাদের গ্রামসর্বস্ব সমাজ জীবনের নানাস্তরের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া প্রবাদাবলী প্রচলিত। তাহাদের স্বাভাবিক সহজ জীবনের তথ্যই প্রবাদ

সাহিত্যের উপজীব্য। তাই এমন কোনো বিষয়বস্তু নাই যাহা প্রবাদ-সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় নাই।

### প্রবাদ সর্বসাধারণের দান

প্রবাদের সর্বজনীন ভাণ্ডার সাধারণের সম্পত্তি। এই ভাণ্ডার হইতে সকলেই যেমন শিক্ষা ও উপদেশ পাইবার অধিকারী, তেমনি নিজ নিজ সাধ্যমত দান দিবারও অধিকারী। দেখা যায় এই অধিকারের প্রয়োগে কাহারো কোনো ত্রুটি হয় নাই।

### সকলেই সমালোচক

সকলের অধিকার যে সমান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের অপ্রিয় সমালোচনার অধিকার আছে হীনতম গ্রামীনেরও। অসাক্ষাতে রাজার মা-কেও ডাইন বলিবার সাহস কাহার নাই ?

আর পরের দোষ ধরিতে তো সকলেই পটু এবং আগ্রহশীল। তাই সমাজের প্রত্যেকেই অন্য সকলের সমালোচক। যে যখন সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের যে স্তরে তাহার স্থান সেই পরিবেশের মধ্য হইতেই পরিচিত ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা অবলম্বনে তাহার নিজের বক্তব্য দ্বিধাহীন চিত্তে প্রচার করিয়াছে—তাহার অভ্যস্ত ভাষায় এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে। ফলে, প্রবাদ-ভাণ্ডারে এমনও কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে যাহা বিকৃত রুচি, এমন কি, নগ্ন অশ্লীলতার জন্য ভদ্রসমাজে অচল।

### সমালোচনায় খাতির নাই

এইরূপ সমালোচনা করিতে গিয়া কাহারও খাতির রাখা হয় নাই। ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু, সমাজের পূজনীয় ; কিন্তু সম্মান কেবল খাঁটি ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য। যেখানে ভেজাল দেখা যায় সেইখানেই বিদ্রূপের শাণিতাস্ত্র উদ্যত আছে ;—লাখ টাকায় বামুন ভিখারী ; বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে ; বামুনের মরা জলে ভাসে, ফলারের নামে উঠে বসে।

রাজা, রাণী, রাজমাতাকেও ভয় নাই ;—আজ রাজা কাল ভিখারী, ফুটানি করে দিন দু-চারই ; রাজার আঙুল মোটা, তাই দেয় ফোঁটা ফোঁটা ; রাজা ধন বিলান অন্দরে, কুড়ায় কে ? না, রাণী ; বারো কাঁদি নারকেল, তেরো কাঁদি কলা,—আজ আমাদের রাণীর যে উপবাসের পালা ! রাজার মা চরকা কাটেন, সাতজন তার পাঁজ-ধরুণী।

### সমালোচনার পাত্র

সমাজের শীর্ষস্থানীয়দেরই যখন খাতির নদারৎ, তখন সাধারণ মানুষকে যে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। অবশ্য, সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু গলদ আছে। কিন্তু নিজের গলদ তো কেহ দেখে না ;—আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি। তাই পরছিদ্রা-ন্বেষীরা কোথাও একটু কিছু পাইলেই, তিলকে তাল করিয়া তোলে এবং সুযোগ পাইলেই হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া কাহাকেও অপদস্থ করিতে ছাড়ে না।

নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ দেখিয়া বলা হইয়াছে,—কাকে নিয়ে গেল কান, তো কাকের পিছনে ধাবমান ; বারো নারকেল তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে। অক্ষমের ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া বলা হইয়াছে.—হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায় ; যতো ছিল নাড়াবুনে সব হলো কীর্ত্তুনে,—কাস্তে ভেঙে গড়ালো করতাল। ধর্মের ভণ্ডামী দেখিয়া,—জপের সঙ্গে খোঁজ নেই, ফকিটে রাঙা থোপ।

এইরূপে মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, যাহারা ভাজে উচ্ছে তো বলে পটোল, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খায়, মোর বুদ্ধি তোর কড়ি ফলার করি আয়—বলিয়া বর্বরস্থ ধনক্ষয়ে সহায়তা করে, বিজ্ঞ মুরুব্বি সাজিয়া পরামর্শ দেয়—ঘরদোর সব ভেঙে ফেলে নটেশাক বোন্—তাহাদের কাহারও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে ছাড়ে নাই সমাজের টীকাটিপ্পনিকারগণ।

### চোর

যাহাদের অপরাধ আরো গুরুতর, যাহাদিগকে কেবল বাক্যবানে জর্জরিত করিয়া আশ মিটে না, এরূপ ঘোর দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে মনে হয় সর্বাধিক মনোযোগ পাইয়া আসিয়াছে চোর ;—ডাকাত-বাটপাড়-গাঁটকাটা নয়,—সিঁদেল চোর এবং ছিঁচকে চোর। এরূপ হওয়া স্বাভাবিকও বটে। কারণ, পরস্বাপহরণ বিদ্যায় পারদর্শীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা নাই। গৃহস্থের ঘরে চোর ধরা পড়িলে, পাড়ার কে আর রবাহুত হইয়া এই দুর্লভদর্শন ব্যক্তিটির সংবর্ধনা করিতে ছুটিয়া না যায়?—গৃহস্থকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে যতটা না হউক, অন্ততঃ অসহায় রাতের অতিথি বেচারির উপর দিয়া কিঞ্চিৎ হাতের সুখ করিয়া লইবার লোভে।

তাই দেখা যায়, এই রহস্যজনক লোকটিকে লইয়া যতো বচন ঝাড়া হইয়াছে, তেমন বোধ হয় আর কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হয় নাই। চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা,—এ সত্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে মানিয়া লয়,—বিশেষ করিয়া যাহারা নিজে ধরা পড়ে নাই।

অবশ্য, ধরা না পড়ার কৃতিত্বের ফলে যতো চুরি হয়, ধরা পড়ে তাহার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তথাপি চোরের মনস্তত্ত্ব, কর্মকুশলতা ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে এতো সূক্ষ্ম গবেষণা ও বিশ্লেষণ হইয়াছে যে, মনে হয় যাহারা এতটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহারা ঐ ধরা-না-পড়ার দলভুক্ত।

যেহেতু চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই, এবং এক চোরে বিয়ে করে আর এক চোরের শালী,- একের হাঁড়ির খবর অপরের অজানা নয়। তাই ধরা পড়ে নাই এমন মহাবিদ্যাবিশারদগণ—আর তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—সাধু-পরিচয়ে যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়া চলে, তেমনই পরহিতৈষণার প্রেরণার তাগিদে যাবতীয় গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া ইঙ্গিত করিয়াছে,—সাধু সাবধান!

সবাই জানে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাহাকে যতো উপদেশই দেওয়া হউক, এক কান দিয়া ঢুকিয়া আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। এ অবস্থায় তাহাকে নিরস্ত করিবার উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা গৃহস্থের সাবধান হওয়া ছাড়া গত্যন্তরও নাই। কিন্তু মানুষ কতো সাবধান হইতে পারে? এমন শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-বান্ধবের অভাব নাই, যাহারা চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

## চোরের কর্মপ্রণালী

চোর চায় ভাঙা বেড়া। কিন্তু হয়তো বেশী খুঁজিতে হয় না,—গৃহস্থের শুভানুধ্যায়ীরাই অনেক ক্ষেত্রে চোরকে দেখায় ভাঙা বেড়া। আবার চোর চায় ঈদের পরব। হিন্দুর তো বারো মাসে তেরো পার্বণ আছেই। শুভানুধ্যায়ীরাই হয়তো পরবের সময় গৃহস্থকে মাতাইয়া দিয়া চোরের জন্য সুযোগের সৃষ্টি করিয়া দেয়। আর এমন করিয়া ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইলে তো চোরের পক্ষে সোনায় সোহাগা!

স্বভাবতঃই চোর খোঁজে আঁধার রাত। শুধু চোর নিজে কেন, তাহার গোষ্ঠীবর্গও,-- বুড়ো মা পর্য্যন্ত। তাই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি, চোরের মায়ের কুরকুটি। সুযোগ্য পুত্রের রোজী-রোজগার বর্তিয়া থাকুক ইহাই তাহার আন্তরিক কামনা। কারণ, চোরের মায়ের বড়ো গলা, খেতে চায় দুধ-কলা। আঁধার রাতেরও কিছু অপ্রতুল নাই, মাসের অন্ততঃ অর্ধেক তো বটেই। তথাপি চোরের মন পুঁই আদাড়ে পড়িয়া থাকে,—কতক্ষণে আঁধার বেশ ঘনাইয়া আসে, চারিদিক নিশুতি হয়। তারপর শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে সাবধানে সন্তর্পণে যাইয়া প্রথমে বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা, তারপর কার্যে অগ্রসর হওয়া এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা।

কিন্তু এতো সাবধানে আটঘাট বাঁধিয়া গিয়া পুঁই-আদাড়ে মটকা মারিয়া বসিয়া, মশার কামড় সহিয়া, হাঁচি-কাশি রোধ করিয়াও অনেক সময়ে চোরের রাত্রিবাসই সার হয়। তখন প্রায় খালি হাতেই ফিরিতে হয়,—বড়ো জোর কপ্নি লাভ! আবার কতো যে হতভাগা চোর আছে, যে বাড়ীতেই যায়, হয় কুকুর ডাকে, নয় রাত পোহায়।

তবেই দেখা যাইতেছে, আর পাঁচরকম কারবারের মতন চুরি-ব্যবসাতেও তেজি-মন্দি আছে, হাজা-শুখা আছে। আর বিপদ তো আছেই;—যদি পড়ে ধরা, তবেই গেল মারা। ধর্মের জয় আর অধর্মের ক্ষয় চিরন্তন সত্য; তাই চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন, এবং শেষ পর্যন্ত চোর মরে সাত ঘর মজিয়ে।

## চোর ধরা

তাই বলিয়া চোর কি আর সহজেই ধরা পড়ে? সে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যায় না; ধরি মাছ না ছুঁই পানি—ইহাই তাহার নীতি। চোর ধরিবার সূত্র পাওয়াও দুষ্কর। চোরে-কামারে দেখা নেই, সিঁদকাঠি গড়া হয়। যাহার সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই কামারই যখন চোরকে কখনও চাক্ষুষ দেখে না, তখন চোরকে সনাক্ত করিবে কে?

বলে বটে—চোর দিয়ে চোর ধরা। কিন্তু এক চোর আর এক চোরকে ধরাইয়া দিবে কিসের গরজে? হাজার হউক মাসতুতো ভাই তো বটে! আর চোর ধরা পুলিশ-চৌকিদারেরও কাজ নয়। চোর ধরিয়া দিলে, তবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইবার পালা। আর সত্য বলিতে কি, চোর ধরা গোয়েন্দারও বিদ্যাতে কুলায় না। চোর যদি ফেরার হয় কিংবা সন্দেহক্রমে ধরা পড়ে, তথাপি তাহার পরিবারবর্গের কান্না উগরোবারও নয়, ফুকরোবারও নয়,—স্রেফ চাপিয়া যাইতে হয়। কাজেই চোরের পাত্তা পাওয়া যাইবে কিরূপে?

তাই চোর ধরার দায়িত্ব গৃহস্থের নিজের। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে গৃহস্থ চোর থুয়ে নিচোরাকে ধরে, চোর নাচে আপন ঘরে। তেমন তেমন চোরের পাল্লায় পড়িলে, উল্‌টে চোরা গৃহস্থকে বাঁধে, আর গৃহস্থের অদৃষ্টে তখন চোর ধ'রে চোর-দায়ে পড়া। অবশ্য, হাতে-নাতে ধরা পড়িলে তখনই চোরের বিপদ বটে। তবে কিছু ভরসাও আছে। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার সাফাই সাক্ষ্যের বলে বেকসুর খালাস পাওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

যাহা হউক, যদিও চোর ধরিতে অনেকেই অপারগ, গৃহস্থের একটা সান্ত্বনার কথাও আছে,—ঘরে-ঘরে চুরি, তাইতো প্রাণ ধরি। তাছাড়া ঘরে চুরি হইলে গৃহস্থের একটু শিক্ষাও হয়,—চোর নালে বুদ্ধি বাড়ে। গৃহস্থ তখন বেশী

করিয়া সজাগ থাকে, আর প্রতিবেশীদের দলবদ্ধ রক্ষণার দাপটে একদিকে যেমন চোর আসিতে পারে না, পাড়ার সকলের চক্ষে ঘুমও আসিতে পারে না। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থার উপরেও তেমন আস্থা রাখা যায় কই? অগত্যা গৃহস্থ অবশেষে চরম অসহযোগের নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়,—চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া। আর, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, —নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

চোর একান্তই অপরিচিত, নিঃসম্পর্কীয়, অনিষ্টকারী ব্যক্তি। তাহার প্রতি মায়া-মমতা না হইবারই কথা। তাই তাহার উপরে যে সকলেই একহাত লইবে তাহা আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু অতি নিকট আত্মীয়-কুটুম্বকেও কেহ ছাড়িয়া কথা কহে নাই,—অনেকেই ব্যঙ্গ-কৌতুকের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে।

## বেহাই

মাসতুতো ভাই, ভায়রা ভাই এবং বেহাই এই তিনজনের সহিত পরস্পর একই সম্পর্ক। তাহার মধ্যে আবার শেষোক্ত জনের সহিতই বিশেষ সরস সম্পর্ক। দুজনের মধ্যে প্রচুর পরিহাস ও প্রত্যুপহাসের অবকাশ থাকে। সময়ে-সময়ে একটু হুল ফুটাইবারও সুযোগ পাওয়া যায়। নিজের ভোজন-বিলাসিতার বর্ণনা করিতে গিয়া হয়তো শুনিতে হয়,—বেয়াই যে কতো ঘি খান, এক আঁচড়েই জানা যায়।

কিন্তু বেহাই যতোই আদর-যত্ন করুক, কথায়-বার্তায় যতোই অমায়িক হউক, তাহার মনের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না;—বেয়াইয়ের কি বা ভাও, মুখে কয় রও রও, পায়ে ঠেলে নাও। এইরূপ শান্তিপুরে লৌকিকতায় বোধ হয় দুজনেই সমান,—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। বেহাইয়ের অমায়িকতা যে কতদূর শূন্যগর্ভ, তাহা জানা যায় যদি দুই বেহাইয়ের মধ্যে প্রজা-ভূস্বামীর সম্বন্ধ থাকে। মারধর করিয়া বেহাইয়ের নিকট খাজনা আদায় করিয়া পরে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়া হয়, —আমি কি বলি বেহাইকে মারো? খাজনা যাতে আদায় হয় তাই শুধু করো। কর্মচারীকে এরূপ ইঙ্গিত করার অর্থ যে কি তাহা সুস্পষ্ট। কারণ, কে না জানে যে প্রহারের মতো খাজনা আদায়ের অমোঘ উপায় আর দ্বিতীয় নাই?

তবে বেহাইয়ে-বেহাইয়ে একটু সহানুভূতি অবশ্যই দেখা যায়, যখন বরযাত্র, কন্যাযাত্র এবং উভয় পক্ষের কুটুম্ববর্গ খাইয়া, ফেলিয়া, ছড়াইয়া ভুট করে;—বেয়াই, তোর খরচ আর মোর খরচ, আর যতো সব খায় আর চায়।

## জামাই

বেয়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যতই সরস হউক, সর্বাধিক আদরের পাত্র হইল তাহার পুত্র—জামাই। জামাই-আদরের তুল্য সমাদর আর নাই। জামাইয়ের পক্ষে তো, অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্। তাই চাঁপা ফুলের গন্ধে জামাই আসে আনন্দে। আর গৃহস্থের ঘরে আনন্দ উথলিয়া ওঠে,—রীতিমত উৎসব লাগিয়া যায়। জামাইয়ের নামে মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস!

প্রতিবেশী মহলও একটা উগ্র হুজুকে মাতিয়া ওঠে। যার ঝি তার জামাই, পাড়া-পড়শীর কাটনা কামাই। প্রবীণারা আসে গৃহস্থের সাহায্যে,—জামাইয়ের আদর-যত্নে কোনো ত্রুটি না ঘটে। নবীনাদের গাঁদি লাগে জামাইয়ের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিবার লোভে। তাহারা জামাইকে নানা কৌশলে ঠকাইয়া, নির্যাতন করিয়া, একটু নিষ্ঠুর কৌতুক উপভোগ করে। জামাইকে কিলাইয়া রসিকতা করিতে যে বড়ো ওস্তাদ, তাহার ডাক পড়ে;—কিল-দগড়ী ওঠ্, ওঠ্, জামাই এলো কিলে কোট্।

তাই বলিয়া বাহ্যতঃ জামাইয়ের যতই আদর দেখানো হউক, অন্তরে বোধ হয় কেহই তেমন সদয় নয়। মনে হয়, সোপকরণ সালংকারা কন্যাদান করিতে গিয়া শ্বশুরের ভিটামাটি চাটি হওয়ার স্মৃতি কোনদিনও ভোলা যায় না। তাই জামাই-আদর স্থায়ী হইতে পারে না। ফলে শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী, দিন পাঁচ-সাত আদর ভারী। বেশীদিন থাকিতে গেলে অবহেলা ও অবমাননার পালা শুরু হয়, যাহার চরম ব্যবস্থা—প্রহারেণ ধনঞ্জয়!

মোট কথা, আদরের জামাই ক্রমে বাজে লোকের সামিল হইয়া পড়ে;—জন, জামাই, ভাগনা,—তিন নয় আপনা। গৃহস্থের স্কন্ধে যে পঞ্চভূত চাপিয়া থাকে, জামাতা তাহার অন্যতম;—মামা, ভাগনে, জামাই, শালা আর পোষ্যপুত, ঘরে ঘরে বিরাজ করেন এই পাঁচটি ভূত। সংস্কৃত শ্লোকেও বলা হইয়াছে—জামাতা দশমো গ্রহঃ।

## ঘরজামাই

জামাইয়ের সহিত স্নেহের সম্পর্ক থাকিলেও, ন্যায়তঃ সে পুত্রস্থানীয় হইলেও, সে যদি গৃহপালিত বা ঘরজামাই রূপে গৃহস্থের পুষ্যি এঁড়ে হইয়া থাকে, তাহার আর অনাদরের সীমা থাকে না। কালেভদ্রে আসে এমন স্বগৃহবাসী বা দূরের জামাইয়ের মাথায় ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি। দূরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো; ভাত খাও'সে মধুসূদন, ভাত খে'সে রে মধো। যে জামাই মান খোয়াইয়া শ্বশুরবাড়ীর মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহার

আদরের নমুনা এই,—যা ছিল আমানি-পান্তা মায়ে-ঝিয়ে খেনু ; ঘরজামাই রামের তরে ধান শুখাতে দিনু।

এ সব ছাড়া পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত দোষত্রুটি আছে তাহার কিছুই সমালোচকদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া শ্বাশুড়ী-বধূ, ননদ-ভাজ, এবং সপত্নীগণের মধ্যে যে দ্বেষ ও ঈর্ষার সম্পর্ক চির-বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রবাদ-বচন দেখা যায়। তবে তাহার অধিকাংশ পরিবেশিত হইয়াছে মেয়েলী বচন ও ছড়ায়।

## মেয়েলী বচন ও ছড়া

বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যের জন্য মেয়েলী প্রবাদ-বচনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায়। অন্যান্য ভাষায় এই শ্রেণীর প্রবাদের কতদূর প্রাদুর্ভাব আছে বলা যায় না, তবে হিন্দুস্থানী বা ইংরাজী প্রবাদ-সাহিত্যে তেমন বাহুল্য দেখা যায় না, যেমন বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে।

এই শ্রেণীর প্রবাদ নারী-রচিত এবং প্রধানতঃ নারী-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া। বাংলার প্রবাদ-সাহিত্যে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য না হইলেও পুরুষ-সমাজে তেমন প্রচলিত নয়, এমন কি ভালো পরিচিতও নয়। বাংলার নারীগণ সেদিন পর্যন্ত, অসূর্যম্পশ্যা না হইলেও, পুরুষের রূঢ় দৃষ্টির অন্তরালে সসংকোচে আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছে। তাই, পুরুষ-বর্জিত অন্তঃপুরে তাহাদের যে আলোচনা হয় তাহা পুরুষের শ্রবণগোচর হয় না।

নারীজাতির অলংকারপ্রিয়তা এবং প্রগল্‌ভতা সর্বকালে এবং সকল সমাজে স্বীকৃত। সেই কারণে তাহাদের বাক্যবিন্যাসের রীতি পুরুষের মতো সরল ও সংক্ষিপ্ত নয় ; একটু বেশীমাত্রায় রসান দেওয়া, বাক্‌চাতুর্যে পূর্ণ। পুরুষ যেখানে বলে, নাচতে না জানলে উঠানের দোষ, নারীর মুখ দিয়া সেই কথাই বাহির হইবে একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত হইয়া, একটু ফেনিল হইয়া ;—নাচতে জানে না বামুন ড্যাকরা, উঠানকে বলে হেটাংটেংরা! একটি ক্ষুদ্র প্রবাদ ছড়ার আকার ধারণ করে,—রসনা সংযত করিতে না পারার জন্য।

মেয়েলী বচনে দেখা যায় একটা বেপরোয়া উদ্দামতা, যাহা পুরুষালী বচনে থাকে না। ভাব ও ভাষার অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা পুরুষের বচনে অল্পবিস্তর থাকিলেও, মেয়েলী বচনে যেন সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানই বোধ হয় এজন্য দায়ী। সর্বত্র নারীর প্রচ্ছন্ন অবস্থিতির জন্য নারীগণকে পুরুষেরা সর্বদা একটু সমীহ করিয়া কথা বলে, একটু বাক্‌সংযমের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাদের চূড়ান্ত উচ্ছৃংখলতার পৃথক

ক্ষেত্র আছে—নারী-বর্জিত খেউড়-খিস্তির আসরে। কিন্তু পুকুরঘাটে কিংবা মহিলা-মজলিসে পুরুষের সংস্রব কঠোরভাবে নিবারিত থাকায়, রসনাসংযমের কোনও প্রয়োজন থাকে না, শালীনতা ও শ্লীলতার কোনও বালাই থাকে না,—লজ্জাশীলা বঙ্গললনা তখন বেহায়াপনার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়ে।

আবার অবরোধবাসিনী নারীর মন অনিবার্যভাবেই দ্বেষ, হিংসা ও সংকীর্ণতায় পূর্ণ থাকে। তাহাদের আলোচনার প্রসঙ্গ প্রধানতঃ পরনিন্দা। সেখানে কাহারও রেহাই নাই। যাহাদের সঙ্গে বিদ্বেষের সম্পর্ক তাহাদের বাগে পাইলে তো ছাই পড়িয়া কাটার ব্যবস্থা।

### সপত্নী-বিদ্বেষ

যে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত, সেখানে সতীনের মতো বিদ্বেষের সম্পর্ক আর কাহার সঙ্গে হইবে? বহুবিবাহিত স্বামীর প্রতি যে আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক, তাহা মিটাইবার উপায় নাই। স্বামীর প্রসন্নতা লাভ করাই যাহার কাম্য, স্বামীকে ঘাঁটাইতে গেলে তাহার পক্ষে যে উল্‌টা উৎপত্তি হইবে। তাই অগত্যা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাল ঝাড়িয়াই নিবৃত্ত হইতে হইত।

বাল্যকালেই এই বিদ্বেষ শিক্ষার হাতেখড়ি হইত,—

সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলেও তুলে থো।

সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকেও চুপ ক'রে থাক।

সেঁজুতি ব্রতের মাধ্যমে জিঘাংসা-বৃত্তির পাঠও পড়িতে হইত,—অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি। এতো করিয়াও যদি অদৃষ্টে সতীন জোটে, কায়মনোবাক্যে এবং অহরহ তাহার মৃত্যু কামনা করিতে হয়;—উদ্‌বিড়ালী উদ্‌ খা, সোয়ামী রেখে সতীন খা। কিছু করিতে না পারিলে, অন্ততঃ সতীনের বাটিতে গু গুলিয়া খাইয়াও তাহার যতটুক্ ক্ষতি করিতে পারা যায় সেই চেষ্টায় থাকিতে হয়।

সপত্নীবিদ্বেষের চরম অভিব্যক্তি,—যমকে সোয়ামী দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে নারি। শেষ পর্যন্ত বিবাদের বিষয়বস্তুটিকে সত্যসত্যই যদি যমে লইয়া যায়, তবেই শান্তি;—সোয়ামী মলো ভালই হলো, দু-সতীনে ভাব হলো।

শাশুড়ী-বধূ, ননদ-ভাজ প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা এবং হিংসার মনোভাবও বহু মেয়েলী বচনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই বলিয়া নারীর শাণিত রসনা যে নারীগণকেই আঘাত হানে তাহা নয়,—পুরুষকেও ছাড়িয়া কথা কয় নাই। বধূর আঁচলধরা স্ত্রৈণ পুত্র, ব্যক্তিত্বহীন দুর্বলচিত্ত স্বামী, অকর্মণ্য কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর প্রভৃতি আরো অনেকেই নারীর নিক্ষিপ্ত বাণে জর্জরিত।

## প্রবাদের রূপান্তর

বলা হইয়া থাকে যে, এক-একটি প্রবাদ কোনো একজনের রচিত বাণী, কিন্তু বহুজনের জ্ঞানের উৎস। কিন্তু এরূপ কি মনে করা যায় যে, কোনো একটি প্রবাদের রচয়িতার মুখ দিয়া যেমন বাহির হইয়াছিল তাহা অপরিবর্তিত আকারে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে? বরং এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, একজনের রচনার উপর কলম চালাইবার লোভ অনেকেরই থাকা সম্ভব। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া বহু প্রবাদের ক্রমিক রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে সংস্কারও হইয়াছে।

আদি রচয়িতা হয়তো একটু অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন,—সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার পিতা! একজন হয়তো বলিলেন, পিতা বলা ঠিক হয় না। গোটা রামায়ণটা পড়িয়া যে শেষ করিয়াছে তাহার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই যে, সীতা পুরুষের নাম হইতে পারে না? বরং বলা যাক ভার্যা। আর একজন বলিলেন, ভার্যা বড়ো পণ্ডিতী কথা; তার চেয়ে পিসী কি মাসী ভালো। আবার আর একজন বিচক্ষণ সমালোচক হয়তো বলিলেন, যে ব্যক্তি এতোই কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাহার এতটুকু জ্ঞানও না থাকাই সম্ভব যে, সীতা পুরুষ কি স্ত্রী। তবে তেমন লোক পিতা বলিবে না, বলিবে বাবা। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল—সীতা কার বাবা! এইরূপে যে অনেক প্রবাদের বহু রূপান্তর ঘটিয়া থাকিবে, তাহার প্রমাণ এই যে, বহু প্রবাদের নানা পাঠভেদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

তবে অধিকাংশ প্রবাদের কোনও পাঠভেদ দেখা যায় না। সেগুলি হয়তো অর্বাচীন বচন, যাহার এখনও বেশী প্রচার না হওয়ার জন্য কলম চালাইবার সুযোগ ঘটে নাই, অথবা সুপ্রাচীন ও বহু-প্রচারিত বলিয়া সংস্কার-কার্য সম্পূর্ণ হইয়া একটিমাত্র রূপ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আবার মুখে মুখে ঘুরিয়া কতো প্রবাদের যে অজ্ঞাতসারে কতো রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্বত্রই যখন সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া যায়, তখন প্রবাদের ক্ষেত্রে তাহা যে আরও বেশী করিয়া ঘটিয়াছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এ ক্ষেত্রে হয়—অনুলিখন নয়—বাচনিক পুনরাবৃত্তি মাত্র।

## প্রবাদে ভেজাল

প্রবাদের বিরাট ভাণ্ডারে যাহা কিছু সঞ্চিত দেখা যায়, সমস্তই যে খাঁটি প্রবাদ এরূপ মনে করাও ঠিক হইবে না। বিস্তর মেকি প্রবাদও যে স্থান পাইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মেকির প্রাদুর্ভাব সর্বকালেই আছে।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই—বিশেষতঃ ধর্মগ্রন্থে—বহু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহা পণ্ডিতগণ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এমন কি ভণিতাযুক্ত রচনাও যে পরের নামে বিকাইতেছে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বলা যায় যে, বাংলা প্রবাদের অনেকগুলিই মেকি,—অর্থাৎ খাঁটি প্রবাদের লক্ষণাক্রান্ত নয়।

## বিদেশী প্রবাদের আমদানি

বাংলা প্রবাদ-ভাণ্ডারের কলেবর-বৃদ্ধি হইয়াছে আরও নানাভাবে। বিদেশী প্রবাদের সংগ্রহে এ দেশের বহু প্রবাদের মিল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সহজেই বোঝা যায় যে, ইহা নানা জাতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফল। অতি প্রাচীনকালেও যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু দেশের মধ্যে যোগাযোগ ছিল—বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের মধ্য দিয়া—তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। আর এইরূপ সংস্পর্শের ফলে পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত হওয়া অনিবার্য। কিন্তু এই প্রকার আদান-প্রদানের হিসাব করিয়া কে কাহার কাছে কতটা ঋণী তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আর, কেবল প্রবাদের ভাষা দেখিয়া বলা যায় না যে, কোন্‌টি জাতির নিজস্ব এবং কোন্‌টি বিদেশাগত।

## প্রবাদে মহাজন-বাণী

স্মরণাতীত যুগে যে সকল প্রাজ্ঞ এবং ভূয়োদর্শীর উচ্চারিত বাণী জাতির প্রবাদ-সাহিত্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাঁহাদের নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু পরবর্তী কালের যে মহাজনগণের বাণী বা সুভাষিতাবলী পরে প্রবাদ রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্টের বহু উপদেশ-বাক্য ইউরোপীয় নানা দেশের প্রবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপে আমাদের দেশেও রামকৃষ্ণদেবের কতকগুলি উপদেশ-বাক্য প্রবাদ-সাহিত্যে স্থান পাইতে চলিয়াছে।

আবার প্রতিভাবান সাহিত্যকারগণের রচনা হইতেও রসাশ্রিত বহু বাক্য কালক্রমে সার্থক প্রবাদের রূপ ধারণ করে। সেক্সপীয়র-মিল্টনের প্রযুক্ত বহু দৃষ্টান্তবাক্য জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের ফলে আজ প্রবাদ বলিয়া গণ্য হইতেছে। আমাদের দেশেও আছে—উপমা কালিদাসস্য। বাংলা প্রবাদ-সাহিত্যেও ভারতচন্দ্রের দান অল্প নয়। এমন কি বর্তমান যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত কোনো কোনো বাক্যকে নির্মীয়মান প্রবাদ বলা চলে।

## প্রবাদ-সাহিত্য জাতির সম্পদ

বহু যুগ ধরিয়া সর্বশ্রেণীর অগণিত ব্যক্তির জ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের ফলস্বরূপ অসংখ্য প্রবাদ-বচন সঞ্চিত হইয়া যে বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে আহরিত হইয়া যাহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে, তাহা জাতির অলিখিত লৌকিক শাস্ত্র। এই জ্ঞানভাণ্ডার জাতীয় সম্পদ,—সর্ব-সাধারণের হিতার্থে সদা উন্মুক্ত। এই সকল প্রবাদ জনগণকে শোকে সান্ত্বনা দেয়, বিপদে ধৈর্য দেয়, ধর্ম ও নীতির উপদেশ দেয়, বিভ্রান্তকে পথনির্দেশ করিয়া দেয়। এই লৌকিক শাস্ত্র দুর্বোধ্য কাঁটা-তারের বেষ্টনী দ্বারা সংরক্ষিত নয়, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, স্বতঃসিদ্ধ অথবা প্রমাণিত সত্য এবং নির্ভুল তথ্যসম্ভারে পূর্ণ।

## প্রবাদের ব্যবহার

উপদেশ বা পরামর্শ দিতে হইলে, মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, কাহাকেও নিজের বিচার-বিবেচনা বা বাক্‌চাতুর্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না,—এই সর্বজনীন ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজন মতো সব-কিছুই আহরণ করিয়া প্রয়োগ করা যায়। যে যাহা বলিতে চায় তাহা যেন কোনো সর্বজ্ঞ রচনা করিয়া মুখে যোগাইয়া দেয়। ইহাদ্বারা শ্রম ও সময়েরও সাশ্রয় হয়। একালের নব্য চিকিৎসকগণ যেমন রোগীর জন্য ব্যবস্থাপত্র বা পাচনের ফর্দ লিখিতে না বসিয়া এমন একটি পেটেন্ট ঔষধের প্রয়োগ করেন, যাহাতে গরু হারাইলেও পাওয়া যায়! আবার যাহার প্রতি ইহা প্রযুক্ত হয় তাহারও হৃদয়গ্রাহী না হইয়া যায় না। কারণ প্রবাদের ভাষা সকলেরই প্রাণের ভাষা।

## সাহিত্যে প্রবাদের স্থান

কেবল সাধারণ মানুষই কেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারগণও - যাঁহাদের রচনা-কুশলতা সর্বজনস্বীকৃত,—তাঁহারাও প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করিতে, কুণ্ঠিত হন না। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনাবলীতে প্রবাদের অজস্র ব্যবহার দেখা যায়। এমন কি বিদ্যাসাগর, যাঁহার গম্ভীর ও শুদ্ধ রচনাশৈলী বিরূপ সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল, তিনিও স্থানে স্থানে বাংলা প্রবাদের সার্থক প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কারণ এ কথা সাহিত্য-ধুরন্ধরগণের কাহারও অবিদিত নয় যে, পাঠকের মনে সুপরিচিত প্রবাদের আবেদন এতো গভীর যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারের রচনাও তেমন মর্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

## প্রবাদ-সংগ্রহ

কিন্তু জাতির যাবতীয় প্রবাদ কোনও একজনের স্মৃতির কোঠায় একত্রিত হইয়া থাকিতে পারে না। নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি ক্রমে সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ সংগ্রহের আগ্রহ পূর্বকাল হইতে কোনো কোনো জ্ঞানপিপাসুকে প্রেরণা যোগাইয়া সংগ্রহ-পুস্তকের সৃষ্টি করিয়াছে। বাইবেলের পূর্বখণ্ডের অন্তর্গত সলোমনের প্রবাদ-পুস্তক নামে যে সংগ্রহটি আছে, তাহার সমস্ত প্রবাদই রাজা সলোমনের স্বরচিত এরূপ মনে করিলে সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠেরও অত্যধিক স্তুতিবাদ করা হয়। তাঁহাকে সংগ্রহকার বলিলেই যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইবে।

সংস্কৃত ভাষাতেও চাণক্য-শ্লোক নামে প্রসিদ্ধ শ্লোক-সংগ্রহ প্রথম মৌর্য সম্রাটের বিচক্ষণ মন্ত্রী অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্যের রচিত বলিয়া মনে করা যায় না; চাণক্য নাম ধারণ করিয়া কোনো সাহিত্য-রসিক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। নতুবা তাহার অন্তর্গত কোনো কোনো শ্লোক পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেও স্থান পাইল কিরূপে? প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ-পদবাচ্য না হইলেও এই শ্রেণীর বহু শ্লোক ও শ্লোকাংশ জাতির ভাষা ও সাহিত্যে প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই প্রবাদরূপে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

বাংলাদেশেও ডাকপুরুষ, ডাক গোয়ালা বা ডাকের বচন এবং খনার বচন বলিয়া পরিচিত কতকগুলি বচন ও ছড়ার বহুল প্রচার দেখা যায়। ডাক-পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয় ডাক নামে কোনো প্রবীণ গ্রামবৃদ্ধ মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ভূয়োদর্শনের ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা এবং তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ-বচন অবলম্বনে স্বনামের ভণিতাযুক্ত শ্লোকের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন।

আর, সিংহলরাজদুহিতা তথা উজ্জয়িনীর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ মিহিরের পত্নী বলিয়া যে কিংবদন্তীতে খনার পরিচয় প্রচারিত আছে, তাহা অমূলক বলিয়া মনে হয়। উচ্চ অভিজাতবংশীয়া একজন বিদুষী মহিলাকে সুদূর বঙ্গপল্লীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা উদ্ভট কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কারণ খনার বচনগুলির অধিকাংশ বাংলার কৃষি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সংক্রান্ত এবং ব্যবহারিক ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কিত। বরং এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, কিংবদন্তীমূলক মিহিরের পত্নীর নাম ছদ্মনাম রূপে গ্রহণ করিয়া কোনো সুচতুর পুরুষ অথবা বঙ্গনারী প্রচলিত গ্রাম্য বচনাবলী অবলম্বনে সেই নামের ভণিতাযুক্ত বচন ও শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দী প্রবাদ-সাহিত্যেও কোনো কোনো প্রবাদমূলক ছড়ার ভণিতায় একটি নাম পাওয়া যায়—ঘাঘ। মনে হয় তিনিও ডাক ও খনার সমপর্যায়ভুক্ত।

## বিভিন্ন জাতির প্রবাদ-সাহিত্য

প্রায় সকল জাতিরই নিজস্ব প্রবাদ-সাহিত্য আছে। আর বিদগ্ধ-সমাজের অভিমত এই যে, প্রবাদের সংখ্যাধিক্য, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সেই জাতির প্রাচীনত্ব ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাহা দেখিয়া কোন্ জাতি সভ্যতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়।

অতি প্রাচীন যুগে যে সকল দেশে সভ্যতার আলোক-বর্তিকা প্রথম প্রজ্বলিত হইয়াছিল—মিশর, চীন, গ্রীস, য়েহুদা—তাহাদের প্রবাদ-সম্পদের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতের সম্বন্ধেও সম্যক অনুসন্ধান হইলে মনে হয় প্রমাণিত হইবে যে, প্রাচীন আর্যগণের মধ্যে প্রচলিত সূক্তি, আভানক ও সুভাষিতাবলী, সংখ্যায় না হউক, ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ ছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপে স্পেনও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। স্পেনের আজ সেদিন নাই, কিন্তু বৃটিশের অভ্যুদয়ের পূর্বে স্পেনই ছিল সর্বদিক দিয়া ঐশ্বর্যশালী। ইতালীয় প্রবাদ-সাহিত্যও, ভাবের গভীরতায় না হইলেও, প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বে সমুজ্জ্বল ছিল।

আধুনিক জগতে জার্মানীর প্রবাদ-সাহিত্য নাকি সংখ্যাগৌরবে সর্বাগ্রগণ্য এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হইল রুশীয় প্রবাদ। ইংরাজী প্রবাদ আজিও ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

বর্তমানকালে যে সকল দেশ বিশেষ উন্নত বলিয়া স্বীকৃত, ভারত তথা বঙ্গদেশ অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে তাহাদের সমপর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। সুদীর্ঘ ইতিহাস ও বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের লীলাভূমি হিন্দুস্থানের প্রবাদ-সাহিত্য বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী। আর, ভারতের আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের মধ্যে যে ভাষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, তাহার প্রবাদ-সাহিত্যও জাতির গর্বের বিষয়। বিশেষ করিয়া বাংলা প্রবাদের প্রকাশভঙ্গীর মনোহারিত্ব অসামান্য।

## বিভিন্ন ভাষার প্রবাদের তুলনা

নানা জাতির প্রবাদের তুলনা করিলে তাহাদের মধ্যে ভাব ও

ভাবাগত সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা উভয়ই লক্ষিত হয়। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভেদও উপলব্ধি হয়। সমার্থবোধক কয়েকটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত :—

সংস্কৃত—পাণৌ পয়সা দগ্ধে তক্রং ফুৎকৃত্য পামরাঃ পিবন্তি।

তপ্ত দুগ্ধে হাত পুড়িলে মূর্খেরা ফুঁ দিয়া ঘোল পান করে।

হিন্দী—অত্তাস কুত্তা বত্তাস ভূকঁ।

ভয় পাওয়া কুকুর বাতাসের শব্দেও চিৎকার করে।

ইংরাজী—The burnt child fears the fire.

পুড়িয়া যাওয়া শিশু আগুনকে ভয় করে।

সিংহলী—জ্বলন্ত কাঠ দিয়া যাহাকে মারা হইয়াছে সে জোনাকি দেখে ডরায়।

ইতালীয়—যাহাকে সাপে কাটিয়াছে সে গিরগিটি দেখিয়া ভীত হয়।

স্পেনীয়—তপ্ত জলে ঝলসানো বিড়াল ঠাণ্ডা জলেও ভয় পায়।

হিব্রু—যাহাকে সাপে কাটিয়াছে সে দড়ি দেখিয়া ভয় পায়।

বাংলা—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়॥

ইহাদের মধ্যে কাব্যরসাশ্রিত বাংলা প্রবাদটির চমৎকারিত্ব প্রণিধান-যোগ্য। হিব্রু প্রবাদটিতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের রজ্জুতে সর্পভ্রম—এই দৃষ্টান্তের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অন্যগুলিতেও ভ্রান্তির ইঙ্গিত আছে। কেবল ইংরাজী প্রবাদটি নিতান্ত গদ্যময়। ইহাতে বাস্তবপন্থী বণিক-জাতির মনোবৃত্তি প্রতিফলিত।

## বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠায় প্রবাদের ভূমিকা

এইরূপ বিভিন্ন জাতির প্রবাদের তুলনামূলক অনুশীলন বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক। ইহাতে কেবল চিত্তবিনোদনই হয় না, এরূপ আলোচনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির কৃষ্টি, সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়,—পরস্পরকে জানিতে ও চিনিতে পারা যায়।

বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, ভাবের বিনিময় সহজ হইতেছে, জাতিতে-জাতিতে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। চির-বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান জাতিসমূহের মধ্যে মিলন-সূত্র আবিষ্কার করিয়া মানবজাতির অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেখা দিয়াছে বিশ্বের শান্তিকামী সুধীসমাজে। উদার মন লইয়া পরস্পরের প্রবাদ-সাহিত্যের আলোচনা হইলে তাহা বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের সহায়ক হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

## বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বহু ইউরোপীয় মনীষী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা পথিকৃৎ ও উৎসাহদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জাতির গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রচেষ্টাতেও মর্টন-লং-কেরীর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁহাদের নিকট প্রেরণা পাইয়া একে একে অনেকগুলি ছোট-বড়ো সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বশেষ এবং বৃহত্তম সংগ্রহগ্রন্থ ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সংকলিত "বাংলা প্রবাদ", যাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বর্তমানে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

## বর্তমান সংকলনের বিষয়বস্তু

বর্তমান সংকলনে কেবল খাঁটি বাংলা প্রবাদই সংকলিত হয় নাই। বহু সংস্কৃত বাক্য ও বাক্যাংশও ইহাতে স্থান পাইয়াছে; কারণ সেগুলি সাধারণ কথোপকথনে ও সাহিত্যে বহুল ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ভাষান্তরিত হইয়া খাঁটি বাংলা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে; যেমন, দশচক্রে ভগবান ভূত; ললাট-লিখন, না যায় খণ্ডন। কতকগুলি আকারে সংস্কৃত হইলেও অনেকে বাংলা বলিয়াই জানে; যেমন, ন দেবায় ন ধর্মায়; হংস মধ্যে বকো যথা। আবার অনেকগুলি সংস্কৃত জানিয়াও অবাধে ব্যবহার করা হয়; যেমন, শুভস্য শীঘ্রম্। এজন্য এগুলি বাংলা প্রবাদের সংগ্রহে বর্জিত হওয়া উচিত হয় না।

একই কারণে কতকগুলি হিন্দী প্রবাদও অবিকৃত বা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; যেমন, মরদ্‌কী বাত, হাথীকা দাঁত। আবার, আপরুচি খানা পররুচি পিন্না—এই প্রবাদটি হিন্দী প্রবাদের বিকৃত রূপ। যে কয়টি হিন্দী প্রবাদ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অল্পবিস্তর বিকৃত হইয়া আসিয়াছে।

এমন অনেক রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশও প্রবাদ সংগ্রহের অন্তর্গত হইয়াছে যাহার কেবল আক্ষরিক অর্থ করিলে প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায় না, পশ্চাতে যে ইতিহাস বা প্রসঙ্গ আছে তাহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; যেমন, সবে ধন নীলমনি; হাতের পাঁচ। পক্ষান্তরে বাংলা মুহাওরা বা ইডিয়ম, যেমন, চোখ ওঠা, চোখ টাটানো, চোখ টেপা, চোখ ফোটা, চোখ বুলানো ইত্যাদির অধিকাংশই বর্জিত হইয়াছে। কারণ ইহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই এবং শব্দকোষেই ইহাদের স্থান।

## বর্তমান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান গ্রন্থ পূর্বসূরীগণের সাধনালব্ধ ফলে পুষ্ট। সুতরাং সংগ্রহের দিক দিয়া সংকলয়িতার কৃতিত্ব নগণ্য। তবে যে উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ সংকলিত তাহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, এবং এরূপ আর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনের কৈফিয়ৎ।

বাংলার প্রবাদ-সাহিত্য সংক্রান্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে টীকা-টিপ্পনী এবং ইংরাজি অনুবাদ সন্নিবেশিত থাকিলেও, নিছক সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়। ইহাদের প্রকাশের ফলে বহু বিস্মৃত বা প্রায়-বিস্মৃত প্রাচীন প্রবাদ রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, একালে অনেকে ঐ প্রকার বহু প্রবাদের অর্থ গ্রহণে অক্ষম।

বলা হইয়া থাকে বটে যে, প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ করিয়া যদি তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়, তবে তাহা অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ অপেক্ষা কম বিড়ম্বনার কথা হয় না। কিন্তু প্রবাদের পূর্ণ রসগ্রহণে সক্ষম এরূপ সুপণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তি সমাজে কয়জন আছেন? এমন অনেক প্রাচীন প্রবাদ আছে একালে যাহার মর্মগ্রহণ করিতে না পারার জন্য বিস্মৃতির পথে চলিয়াছে। মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয়; অথবা চিঁড়ের বাইস ফের প্রভৃতি প্রবাদ বা বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখিয়া তাহার তাৎপর্য অনুমান করিলেও পণ্ডিতগণের মধ্যে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এই কারণে প্রবাদসমূহের অর্থ যাহাতে আপামরসাধারণের বোধগম্য হয় এই উদ্দেশ্যে, যে সকল প্রবাদ নিতান্ত সহজবোধ্য সেগুলি ছাড়া আর সবগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

তবে অবশ্য ব্যাখ্যা যে সর্বত্র ভ্রমশূন্য হইয়াছে এরূপ মনে করার ধৃষ্টতা সংকলয়িতার নাই। সেজন্য যেখানেই একাধিক অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ণয়ের ভার এই গ্রন্থের ব্যবহারকারীগণের উপর ন্যস্ত রহিল।

আবার অনেক প্রবাদ আছে, যাহাদের কোনক্রমে অর্থবোধ হইলেও কি ভাবে তাহাদের প্রয়োগ হয় তাহা জানা না থাকায় প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সেজন্য অনেক স্থানে প্রয়োগ-দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। এগুলি প্রবাদের অর্থ গ্রহণে সহায়ক হইতে পারে। এই সকল দৃষ্টান্তের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে চয়ন করা হইয়াছে। তদভাবে কোথাও কোথাও সংকলয়িতার স্বরচিত দৃষ্টান্ত দিয়া, মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করা হইয়াছে।

এ সম্পর্কে আরও একটা কথা বিবেচনা করিবার আছে। বাংলাভাষা আজ আর ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষা মাত্র নয়। মাতৃভাষানুরাগী বহু সাধকের সাধনা ও আত্মোৎসর্গের ফলে ইহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা রূপেও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর সাহিত্যের বিচারে বাংলা ভাষা যে ভারতীয় ভাষাসমূহের অগ্রগণ্য তাহাও সর্বজনস্বীকৃত। পৃথিবীর সাহিত্য-দরবারে বাংলা সাহিত্যের স্থান আছে। যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের অমূল্য রচনাবলীর বাহন, তাহার চর্চার জন্য বহু দেশের শিক্ষিত সমাজে একটা আগ্রহ লক্ষিত হয়। এই সকল অ-বাঙালী তথা অ-ভারতীয় সাহিত্যরসিকগণ স্বভাবতঃ বাংলা প্রবাদ ও মুখাওরার মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে অক্ষম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ সাহায্যদান করা এই প্রবাদ-গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূরক উপায় রূপে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অবাঙালীর বোধ-সৌকর্যার্থে অপর দুইটি ভাষা হইতে কিছু কিছু তুল্যার্থবোধক প্রবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটি ভাষা হইল হিন্দুস্থানী, যাহা ভারতের ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং ইংরাজি, যাহা এখনও নিখিল-ভারতের ব্যবহৃত সাধারণ ভাষারূপে প্রচলিত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যাধিক্যের কোনও দাবি নাই। বরং সংখ্যা হ্রাসের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা হইয়াছে। নানা কারণে বহু প্রবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। একই প্রবাদের নানা পাঠভেদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করা দূরে থাকুক, এরূপ পাঠভেদ এক স্থানেই দেওয়া হইয়াছে। সর্বসাধারণের ব্যবহারে আসে না ( যেমন কৃষিসংক্রান্ত কতকগুলি খনার বচন ) এরূপ প্রবাদ-বাক্যেরও স্থান হয় নাই।

বহু অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যানুরাগীর ব্যাপক চেষ্টার ফলে অনেক প্রাচীন প্রবাদ বিস্মৃতির অতল হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাহার এক বৃহৎ অংশের একালে অর্থবোধ হওয়া দুষ্কর; যেমন, মাচা নেই তার বুধবার; ভাগ্যে ছিল মড়ার চুল চিরে বিচার। এরূপ অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য প্রবাদকে স্থান দিয়া এই সংকলনকে ভাষার জাদুঘরে পরিণত করার চেষ্টা করা হয় নাই।

যে সকল প্রবাদে অশ্লীলতা বা দুর্নীতির ইঙ্গিত আছে এ সংগ্রহে তাহাদেরও স্থান দেওয়া যায় নাই। আমাদের গ্রামসর্বস্ব প্রাচীন সমাজে স্থূল রসিকতা এবং অসংযত অশ্লীল ভাষা এককালে প্রচুর আনন্দের খোরাক

যোগাইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সে যুগের সে সমাজ আর নাই। কালক্রমে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়াশীল উলঙ্গ সন্তান একে একে কৃত্রিমতার নানা বাস তুলিয়া লইয়া দেহ আবৃত করিতেছে। এককালে নগ্ন উত্তমাঙ্গ লইয়া রাজ-দরবারেও যাইবার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু আজ গৃহে সহসা কোনো আগন্তুকের আবির্ভাব হইলে, অন্ততঃ কোঁচার খুঁটটি তুলিয়া লইয়া দেহের একাংশ সামান্য একটুও আবৃত করিতে হয়। অবশ্য শ্রেণীবিশেষে অশ্রাব্য মন্তব্য ও কথার মাত্রা আজও চলিতেছে, কিন্তু তাহা অন্যান্য শ্রেণীর কর্ণপীড়া ঘটাইয়া থাকে। এই প্রকার প্রবাদ ও বাক্যাংশ, বর্তমান সমাজে যাহা অব্যবহার্য এবং যাহা বিলুপ্ত হইলেও সমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা সমীচীন বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পরন্তু জনসাধারণের মনে এই শ্রেণীর প্রবাদের আবেদন যে অত্যন্ত প্রবল —এ কথাও অনস্বীকার্য। সে কারণ ইহাদের সম্পূর্ণ বর্জন করিলেও ক্ষতি আছে। এ অবস্থায় দুকূল রক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, আশা করা যায় তাহা নিরর্থক হয় নাই। এই সকল প্রবাদের অন্তর্গত অশ্লীল বা অশিষ্ট শব্দের পরিবর্তে যথাসম্ভব সমার্থবোধক অন্য শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ নিয়োজিত শব্দ উদ্ধার চিহ্নদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে ইহা প্রবাদের মূল শব্দ নয় এবং মূল শব্দটিও অনেকের পক্ষে অনুমান করা সহজ হইবে ; যেমন, চালুনি বলে ছুঁচ তোর 'পাছায়' কেন ছেঁদা ? 'ঘরে' নেই ইন্দি, ভজোরে গোবিন্দি।

আবার এমনও কতকগুলি প্রবাদ আছে যাহার আপত্তিকর অংশ বর্জিত বা পরিবর্তিত হইলে সমুদয় ব্যঞ্জনাই ক্ষুণ্ণ না হইয়া যায় না। এরূপ স্থলে উগ্র রুচিবাগীশের খাতিরেও কোনরূপ হস্তক্ষেপের ধৃষ্টতা হয় নাই, প্রবাদের যথাবৎ রূপই গৃহীত হইয়াছে ; যেমন, গায়ে গু মাখলেও যমে ছাড়ে না ; পথে হেগে চোখ রাঙানি।

ফলকথা, ছায়াস্নিগ্ধ বঙ্গপল্লীর কুটীর-প্রাঙ্গণে, চণ্ডীমণ্ডপে ও শুদ্ধান্তঃপুরে বাংলা প্রবাদের যে ধূলিমলিন রত্নরাজি বিক্ষিপ্ত ছিল এবং বহুজনের প্রয়াসে সংগৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থে সেগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত আকারে নবীন সুধীসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

## উপসংহার

এক্ষণে এই গ্রন্থের সম্পাদনায় যে নিয়ম ও প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংগৃহীত প্রবাদ-বচনাদির প্রথম শব্দের আদ্যাক্ষর লইয়া বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেক বচন পাঠভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা আরম্ভ হইতে দেখা যায়। যেমন, এই ( মিছে ) ডুমুর গুমোর করে, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে ; লংকায় যে যায় ( যে যায় লংকায় ), সেই হয় রাবণ। এরূপ ক্ষেত্রে একই বচনের জন্য পাঠভেদে একাধিক স্থান নির্দেশ করিয়া গ্রন্থের অযথা কলেবর বৃদ্ধি করার কোনো অর্থ হয় না। এইরূপ কোনো বচন গ্রন্থের মধ্য হইতে বাহির করিতে হইলে, অগত্যা সম্ভাব্য যাবতীয় শব্দ ধরিয়া খুঁজিয়া দেখা ছাড়া অন্য কোনো সহজ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না। আশা করা যায় এ ত্রুটি মার্জনীয় হইবে।

প্রবাদ-বচনাদি সচরাচর মৌখিক বা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এজন্য প্রায় সর্বত্র সেই রূপই দেওয়া হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বানান-পদ্ধতি বহুলাংশে অনুসৃত হইয়াছে। প্রবাদ-বচন স্মরণাতীত কাল হইতে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া অনিবার্যভাবে তাহাদের নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ফলে, বহু প্রবাদের নানা পাঠভেদ দেখা যায়। যে প্রবাদের নানা পাঠান্তর আছে তাহার মধ্যে সংকলয়িতার বিবেচনায় যে পাঠটি সর্বাধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই গৃহীত হইয়াছে, এবং অন্য উল্লেখযোগ্য পাঠ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন, দুধের সাধ ( স্বাদ ) ঘোলে মিটানো। কোন কোন বচনে অতিরিক্ত শব্দের যোগে পাঠভেদ ঘটিয়া থাকে ; সে ক্ষেত্রে বন্ধনীর ভিতরে যোগচিহ্নসহ অতিরিক্ত শব্দ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, নাকে ( +সর্ষের ) তেল দিয়া ঘুমানো।

পরিশেষে নিবেদন যে, এরূপ গ্রন্থ সম্পাদনায় যে সকল ভ্রমত্রুটি অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছে সুধীবর্গ যেন তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া ক্ষমার চক্ষে দেখেন। এই সকল ভ্রমত্রুটি সত্ত্বেও এই গ্রন্থ সংকলনের যে মূল উদ্দেশ্য তাহা অংশতঃ পূর্ণ হইলেও সংকলয়িতার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

# সংকেত ও সংক্ষেপ-সূচী

০—শব্দের সংক্ষেপ-চিহ্ন
+—সংযোগ-চিহ্ন
>—পূর্ববর্তী শব্দ বা অর্থ হইতে আগত
আ০—আরবী
আনু০—আনুমানিক
ই০—ইত্যাদি
ইং—ইংরাজী
ক্ষে০—সংক্ষেপে
খৃ০—খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টীয়
তু০—তুলনীয়
দ্র০—দ্রষ্টব্য
পা০—পাঠান্তর
ফা০—ফারসী
বি০—বিশেষ, বিশেষতঃ
বিপ০—বিপরীতার্থক
ব্য০—ব্যঙ্গ্যার্থে
সং—সংস্কৃত
সচ০—সচরাচর
সহ০ - সহচর শব্দ
হি০—হিন্দু, হিন্দী

# প্রবাদ-রত্নাকর

## অ

**অ-আ ক-খ।**

অ, আ—বাংলা স্বরবর্ণমালার প্রথম দুইটি বর্ণ এবং ক, খ—ব্যঞ্জনবর্ণের। বিদ্যারম্ভে সর্বপ্রথম অক্ষর-পরিচয় না হইলে জ্ঞানলাভ করা যায় না।

কোনও বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান।

এ যুগে বিজ্ঞানের অন্ততঃ অ-আ ক-খ জ্ঞান না থাকিলে চলে না।

তু° A B C of—

**অঋণী অপ্রবাসী, তারেই তো সুখী বাসি।** বাসি=ভাবি, মনে করি।

পা° অপ্রবাসী অঋণী, পুণ্যবান তারে চিনি।

এ সংসারে সুখী কে?—বকরূপী ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী যঃ স বারিচর মোদতে ॥ মহাভারত (বনপর্ব)।

ঋণমুক্ত এবং স্বগৃহবাসী ব্যক্তিই সুখী।

নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড় কেবা আছে দুখী। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**অকর্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর; (+ কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথপুর)।**

দক্ষ নাপিতের একখানা ক্ষুর রাখিলেই চলে। কিন্তু যে আনাড়ি, তাহাকে একাধিক অস্ত্র বহিয়া বেড়াইতে হয়,—একটি দিয়া না পারিলে আর একটি লইয়া চেষ্টা করে। আবার, কামাইতে আরম্ভ করিয়া যখন আর বিদ্যায় কুলায় না, তখন একেবারে ভিন্ন গ্রামে পলাইয়া যায়।

যে ব্যক্তি কর্মে অপটু সে প্রয়োজনের অধিক আয়োজন করিয়া রাখে।

অধর মাস্টার যখন ক্লাসে যান, পাঁচখানা অভিধান বয়ে নিয়ে যান। ছেলেরা হাসাহাসি করে, বলে—অকর্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর!

**অকর্মা বউড়ি বড়ো, লাউ কুটতে বিষম দড়ো।** (মেয়েলী)

পা° ক্ষে° অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়ো।

অল্পবয়স্কা বধূ গৃহস্থালীর কোনও কাজ করিতে পারে না, কেবল পারে লাউ কুটিতে—যাহা সবচেয়ে সহজ কাজ। তুং ঠাকুরুণ গো ঠাকরুণ ইং।

ব্যক্তিবিশেষের অকর্মণ্যতার দৃষ্টান্ত।

**অকর্মার ধাড়ি।**

যে ব্যক্তি অকর্মণ্যতায় বা কর্মবিমুখতায় সকলের অগ্রগণ্য।

উনি যখন এখানে আসেন তখন উনি ছিলেন একটা অকর্মার ধাড়ি। খালি খাওয়া আর শোয়া ছাড়া কোন কাজই জানতেন না। নরেশ—শুভা।

**অকালকুষ্মাণ্ড।**

(১) যে কুষ্মাণ্ড ( দেশী বা ছাঁচি কুমড়া ) অসময়ে জন্মে, তাহা পূজা বা কোনও শুভানুষ্ঠানে অব্যবহার্য।

> যে ব্যক্তি এরূপ কুষ্মাণ্ডের মত অপদার্থ বা অযোগ্য।

(২) ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী অসময়ে একটি কুষ্মাণ্ডাকৃতি মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। তাহা হইতে উৎপন্ন দুর্যোধন প্রমুখ একশত পুত্র কুরুকুল-ধ্বংসের কারণস্বরূপ হইয়াছিল।

> যাহার দ্বারা বংশের সর্বনাশ হয়।

লক্ষং অতি দুরাচার বা অপদার্থ ব্যক্তি।

আমি কাল পত্র করেছি। সে পত্র ভেঙ্গে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব ?

গিরিশ—বলিদান।

তুং A good for nothing fellow.

**অকালজলদোদয়।** দ্রং অকালের বাদলা।

**অকাল-বোধন।**

হিন্দু দেবতাগণের পক্ষে এক সৌর বৎসর এক অহোরাত্রের সমান। উত্তরায়ণ ( মাঘ হইতে আষাঢ় ), যে ছয় মাস সূর্য বিষুবরেখার উত্তরদিকে থাকে তাহা দিবাভাগ, এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি। সেজন্য উত্তরায়ণ তাঁহাদের পূজার পক্ষে প্রশস্ত কাল। দক্ষিণায়ণে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন। সে সময়ে পূজা করিবার প্রয়োজন হইলে পূজার পূর্বে তাঁহাদের বোধন ( নিদ্রাভঙ্গ ) করিতে হয়। সুরথ রাজা কর্তৃক চৈত্র মাসে দুর্গাদেবীর পূজা (বাসন্তী পূজা) প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু রামচন্দ্রকে রাবণ-বধার্থে অকালে ( শরৎকালে ) দেবীর পূজা করিতে হইয়াছিল। সেজন্য অকাল-বোধনের প্রয়োজন হয়। এখনও শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্বে অকাল-বোধনের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।<br>
তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥ কবিকংকণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**অকালে বাড়ে সকালে মরতে।** সকালে=তাড়াতাড়ি।

উপযুক্ত সময়ের পূর্বে অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

**অকালের ফল ( তাল ) বড় মিষ্টি।**

প্রায় সকল ফলই এক-একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে জন্মিয়া থাকে। অন্য সময়ে তাহা পাওয়া যায় না। তাই দৈবাৎ অসময়ে কোন ফল খাইতে পাইলে তাহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া বড় উপাদেয় বোধ হয়—যদিও প্রকৃতপক্ষে অসময়ের কোন জিনিসই প্রায় সুস্বাদ হয় না।

লক্ষ০ বৃদ্ধ বয়সের সন্তান মাতাপিতার অধিক প্রিয় হয়।

**অকালের বাদলা।**

অসময়ে মেঘবৃষ্টি হইলে কার্য পণ্ড হয়। লক্ষ০ অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন।

এই বুড়ো বেটা কি অকালের বাদলা হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট কত্তে এল।

মাইকেল—একেই কি বলে সভ্যতা ?

**অকালের বারি, মায়ে ঝিয়ে জল পিয়ে মরি।** ( মেয়েলী )

দ্র০ অঘটির ঘটি হলো, জল খেয়ে খেয়ে প্রাণটা গেল।

**অক্কা পাওয়া।** ( অশিষ্ট )

সং অক্কা=জননী>উৎপত্তিস্থান ( পঞ্চভূত—যাহা হইতে জীবদেহের উৎপত্তি ), মৃত্যুর পর পুনরায় সেই পঞ্চভূতে ফিরিয়া যায়।

উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মৃত্যু হওয়া। পঞ্চত্ব পাওয়া। মরা।

সদানন্দ।…সে বেটা কোথায় আছে খুঁজে পেতে আমার কাছে নিয়ে এসে হাজির কর্। তাকে বুঝিয়ে বলিস যে, ছেলেমানুষ ব'লে মানব না, বেতের চোটে অক্কা পাইয়ে দেবো। অমরেন্দ্র দত্ত—নির্মলা।

তু০ To pay the debt of nature.

**অক্রুর খুড়ো।**

কৃষ্ণ-বলরামের জ্ঞাতি-পিতৃব্য, যিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়া ব্রজবাসীগণের দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন।

অনিষ্টকারী আত্মীয়। তু০ শকুনি মামা।

**অক্ষয় বট।**

রামচন্দ্রের বনবাসযাত্রাপথে গয়াক্ষেত্রে দশরথের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভ্রাতৃদ্বয় শ্রাদ্ধের উপকরণ সংগ্রহার্থে গমন করিলে, দশরথের ক্ষুধিত আত্মা আসিয়া সীতার নিকট পিণ্ড প্রার্থনা করেন। সীতা ফল্গুতীরে বালির পিণ্ড দিলেন এবং নিকটস্থ বটবৃক্ষের সাক্ষ্যে তাহা প্রমাণিত হয়। সীতার বরে বটবৃক্ষ অমরত্ব লাভ করে। এই বটের বহু শাখা প্রয়াগ, পুরী, চন্দ্রনাথ ই০ হিন্দু তীর্থস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পবিত্র জ্ঞানে পূজিত হয়। ]

লক্ষ০ অক্ষয় পরমায়ু যাহার। অতি প্রাচীন ব্যক্তি।

বুড়ো ঠাকুরমা অক্ষয় বট হয়ে ব'সে রইলো, আর তার চোখের সামনে নাতি-নাতনীগুলো পট্ পট্ ক'রে ম'রে যেতে লাগ্‌লো।

**অক্ষরে অক্ষরে।**

মূল লিখনের প্রতিটি অক্ষরের যথাযথ অনুলিপির ন্যায়।

যেরূপ লেখা বা বলা হইয়াছে ঠিক তাহার অনুরূপ। অবিকল।

চাণক্য। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। নন্দের বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই। দ্বিজেন্দ্র রায়—চন্দ্রগুপ্ত।

তুং To the letter.

**অখদ্যে অবদ্যে।**

অখাদ্য >অখদ্যে ( খাইবার অযোগ্য )। অবদ্য >অবদ্যে ( বলিবার অযোগ্য, যাহা উল্লেখযোগ্য নয় )। অথবা, অবধ্য >অবদ্যে ( রুগ্ন কিংবা অঙ্গহীন হওয়ার জন্য বলির অযোগ্য পশু।

যাহা কোনও কাজের উপযোগী নয়। নিকৃষ্ট অপদার্থ ব্যক্তি বা বস্তু।

হেমাঙ্গিণী। কর্ত্তাবাবু, তুমি দেখনহাসী মাসীদের উঠিয়ে দিওনা; আমি একটা অখদ্যে অবধ্যে পড়ে আছি, আমার ত তোমার মুখ চাইতে হয়। আমি নানান্ জ্বালায় ঘুরি—সুশীলা-দিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়ুই। গিরিশ—হারানিধি।

**অগ্‌ড়ম বগ্‌ড়ম। আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম।**

নানাবিধ তুচ্ছ দ্রব্যের সমষ্টি ; অর্থহীন অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী।

মোহিনীমোহন।........আমি দেখছি, হেমাকে তুমি যা বল তাই শেখে, কতকগুলো আগড়ম্ বাগড়ম্ শিখেছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকভয় এ সব কথা তার মুখেও শুনতে পাই। গিরিশ—হারানিধি।

তুং অগড়ম বগড়ম কাঠ কঠংবর।

Tit-bits. Odds and ends.

**অগস্ত্য-যাত্রা।**

অগস্ত্য মুনি ভাদ্র মাসের প্রথম দিবসে ( কৃষ্ণ প্রতিপদে ) বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া তিনি দক্ষিণাপথে বাস করিয়া তথায় আর্য-সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন,—তিনি আর আর্যাবর্তে ফিরিয়া আসেন নাই।

ভাদ্র মাসের প্রথম দিবসে কেহ প্রবাস যাত্রা করিলে তাহা অগস্ত্য যাত্রার তুল্য বিবেচিত হয়, অর্থাৎ সে আর গৃহে ফিরিয়া আসিবে না। দেশাচার মতে যে কোনো বাংলা মাসের প্রথম দিবস এবং প্রতিপদ তিথি যাত্রাপক্ষে নিষিদ্ধ।

চিরকালের জন্য বিদায়।

রাজবালা বলিল—কবে ফিরবে ?

বীরেন·········বলিল—এই আমার অগস্ত্য-যাত্রা, তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। চারু বন্দ্যো৹—দুই তার।

**অগস্ত্যোদয়।**

মহর্ষি অগস্ত্য নক্ষত্ররূপে ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে দক্ষিণ আকাশে আবির্ভূত হইলে শরৎ ঋতুর আগমন সূচিত হয়, এবং সেই সময় হইতে আকাশ ও জল নির্মল হইতে আরম্ভ হয়।

জয়লাভে দেবের প্রসন্ন হউন মন।
অগস্ত-উদয়ে জল বিমল যেমন॥ —নিবাতকবচ-বধ কাব্য।

**অগাধ ( গভীর ) জলের মাছ।**

যে বৃহৎ মৎস্য গভীর জলে বিচরণ করার জন্য ধরা পড়ে না।

লক্ষ৹ অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। বিপ৹ অল্প জলের মাছ।

**অগুণ মানুষ গুণ না চেনে, মুধা না চেনে বিড়ালী,**
**অপ্রেমিকে প্রেম না চেনে, কাঠ না চেনে কুড়ালী।**

যাহার সহিত সদ্ভাব নাই তাহার সদ্‌গুণ বুঝিতে পারা যায় না।

**অগুরু-চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ,**
**কোকিলের ধ্বনি ছেড়ে বানরের নাট।** নাট=নৃত্যগীত।

উৎকৃষ্ট বস্তু প্রত্যাখ্যান করিয়া নিকৃষ্টে আসক্তির দৃষ্টান্ত—যাহা হীন রুচির পরিচায়ক।

**অগ্নি-পরীক্ষা।**

অগ্নিতে পুড়াইয়া স্বর্ণের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি।

চরিত্রের বিশুদ্ধতা ( বি৹ নারীর সতীত্ব ) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার বহুদেশ-প্রচলিত প্রাচীন বিচার-ব্যবস্থা।

লক্ষ৹ দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়া মানুষের গুণাবলীর পরীক্ষা।

সংসারের অগ্নি-পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার সাধুতার অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক।

তু৹ Ordeal by fire.

**অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ,—এ তিনের রেখো না চিন।** চিন=চিহ্ন।

এগুলির সামান্য মাত্রও অবশিষ্ট থাকিয়া গেলে তাহার বৃদ্ধি পাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; অতএব সম্পূর্ণ নির্মূল করিবে।

বিনাশ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি। কাশীরাম—মহাভারত।

**অগ্নি-শর্মা হওয়া।**

পুরাকালের মুনিঋষিগণ যেমন সহসা ক্রোধে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেন ( যথা দুর্বাশা ), সেইরূপ আচরণ।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া।

যখন সে শুনিল গোপালকে শারদার সঙ্গে উত্তর দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে তখন সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। এই দুইটীর সংযোগের ফলে ইতিপূর্ব্বে অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছে—তাই সে ক্ষেপিয়া উঠিল।

নরেশ—শেষ পথ।

তুং চ'টে লাল হওয়া।

আগ ববূলা হোনা।

Bubbling over with rage.

**অগ্নি-সংস্কার।**

১। অগ্নি দ্বারা ধাতু ইং শোধন।

২। অগ্নিতে দাহ করিয়া মৃতের সৎকার ; শবদাহ।

অনন্তর অগ্নিসংস্কার করিয়া বানরগণ স্রোতস্বতীতে স্নানার্থে গমন করিল।

—রামায়ণ-তত্ত্ব।

**অঘটন ঘটায় বিধি।**

যাহা ঘটা সম্ভব নয়, ভবিতব্যতার প্রভাবে তাহাও ঘটিতে পারে।

তুমি তো বলছো বিয়ে করবে না। কিন্তু অঘটন ঘটায় বিধি,—শেষ পর্যন্ত সংকল্প বজায় থাকে কিনা দেখ।

তুং খেয়ে দেয়ে যায় শুতে, বিধাতা নিয়ে যায় মুলো চুরি করাতে।

**অঘটন ঘটায় যত, গুণ তার বলবো কত!**

এমন চতুর ও কৌশলী যে অসম্ভব ঘটনাও ঘটাইতে পারে।

**অঘটির (আদেখ্‌লের) ঘটি হলো, জল খেয়ে খেয়ে প্রাণটা গেল!**

যাহার ঘটি ছিল না বলিয়া কখনও প্রাণ ভরিয়া জল পান করিতে পায় নাই, সে ঘটি পাইলে বার বার করিয়া অত্যধিক জল পান করে।

কোন কিছুতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তি সেই বস্তু প্রাপ্তির আনন্দে মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

তুং ওছীকে হাথ লগী কটোরী, পানী পী পী মরী পদোড়ী।

Beggars mounted run their horses to death.

**অঙ্গ জল হওয়া।**

দেহ জলের মত শীতল হওয়া। ব্যং ক্রোধ বা অসন্তোষ হওয়া।

যা চোখা চোখা বচনগুলো ঝাড়্‌লে, শুনে অঙ্গ জল হয়ে গেল!

**অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।** (সং)

শতবার ধৌত করিলেও কয়লা তাহার কৃষ্ণ বর্ণ ত্যাগ করে না।

লক্ষ° স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।

…দিনের মধ্যে কত গল্পই বা নিলু তুই আমার সঙ্গে করিস? তাও কি ঐ ঠ্যাঙ্গা মারা ঠ্যাঙ্গা মারা কথা না বললেই নয়? আবার হাসছিস, লজ্জা করে না! ছোটবেলা থেকেই একই রকম থেকে গেলি। 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ ন মুঞ্চতি।' সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

তু° স্বভাব যায় না ম'লে।

কোয়লা হোথ ঊজলা সৌমন সাবুন লায়।

Can the leopard change his spots?

**অচলায়তন।**

অচল ( অপরিবর্তনীয় ) + আয়তন ( প্রতিষ্ঠান )।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ঐ নামের নাটকে বর্ণিত কঠোর রক্ষণশীল এবং প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও অর্থহীন প্রাচীন সংস্কারের সমর্থক দলের মঠ।

ধর্ম, সমাজ ই° সংক্রান্ত অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা।

সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনের দিনে এদেশের তরুণীরা পর্যন্ত যে সাহস, নিষ্ঠা ও আদর্শানুরাগের পরিচয় দিয়েছে প্রাক্-বৈপ্লবিক রুশিয়ার সচেতন নারীরা তার চেয়ে এমন কিছু বেশী দেয়নি। সবই প্রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে, এবং মধ্যবিত্তের কুসংস্কার, জড়তা ও হৃদয়হীনতার অচলায়তনে আঘাত কোরে চূর্ণ করা যে কি ভীষণ দুরূহ কাজ তাহা সহজেই অনুমেয়। বিনয় ঘোষ—সোভিয়েট সভ্যতা।

**অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।**

বনের ভিতর যেমন দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়, লোকালয়ের মধ্যেও পথ জানা না থাকিলে সেইরূপ ঘটে।

তু° A great city is a great wilderness.

**অজগর-ব্রত।**

অজগর এক প্রকার অতিকায় সর্প। ইহারা বিশাল দেহভার লইয়া শিকার অন্বেষণে অক্ষমতা বশতঃ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে।

লক্ষ° অজগরের মত আলস্য-সাধনা। নিশ্চেষ্ট শ্রমবিমুখ জীবন যাপন। আলস্যপরায়নতা।

অজগর-ব্রত নিয়ে এমন চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে কেন? যা হোক ক'রে অন্ততঃ পেটের ভাতটাও যোগাড় করতে হবে তো?

**অজগরের দাতা রাম।** রাম = ভগবান।

অজগর এমন নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে যে, তাহার আকার দেখিয়া গাছের গুঁড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। হরিণ ই° পশু নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে নিকটে আসিলে অজগর চক্ষের দৃষ্টিতে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া অনায়াসে গিলিয়া ফেলে—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অজগর নিজের চেষ্টায় খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম হইলেও অনাহারে থাকে না,—দৈবক্রমে মুখের কাছেই খাদ্য আসিয়া যোগায়।

লক্ষ° অক্ষম ও অসহায়কে ঈশ্বর সাহায্য করেন।

আমি অক্ষম বটে, কিন্তু তার জন্যে কোনও ভাবনা নেই, অজগরের দাতা রাম তো আছেন।

তু° অনাথের দৈব সহায়। নিরাখালের খোদা রাখাল।

অজগরকা দাতা রাম।

**অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাম্ অর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।** (সং)

বিষ্ণুশর্মা—হিতোপদেশঃ।

মূল + গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে অজর ও অমর জ্ঞান করিয়া বিদ্যা এবং অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা এক জনে পারে না…। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত।

বঙ্কিম—মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।

**অজাগলস্তন।**

ছাগীর গলদেশে যে চর্ম ঝুলিতে দেখা যায় তাহা আকারে স্তনের মত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা কোনও প্রয়োজন সাধন করে না।

লক্ষ° নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় বস্তু।

যে কাহারও উপকারে লাগে না, সমাজ-দেহে সে অজাগলস্তন মাত্র।

**অজাত পুত্রের নামকরণ।**

নামকরণ হিন্দু অনুষ্ঠানবি°, যাহাতে নবজাত শিশুর রাশি অনুসারে নাম নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু জন্মের পূর্বে তাহা করা নিরর্থক।

তু° হবু ছেলের অন্নপ্রাশন

**অ-জায়গাতে তুলসী, অ-জাতেতে রূপসী।**

নিকৃষ্ট অপরিচ্ছন্ন স্থানেও তুলসীর মত পবিত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে, সেইরূপ হীন জাতিতেও সুন্দরী নারী জন্মিতে পারে।

লক্ষ০ হীন স্থানেও সদ্‌গুণ থাকিতে পারে।

তু০ গোবরে পদ্মফুল।

**অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার।**

দুই ছাগীতে বিরোধ বাধিলে, উভয়ে সম্মুখের দুই পা তুলিয়া পরস্পরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ঢু মারিতে উদ্যত হয়, কিন্তু শেষে পরস্পরের মস্তক স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়,— যতটা আড়ম্বর হয় ততটা কাজ হয় না।

লক্ষ০ ব্যর্থ আড়ম্বর। দ্র০ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

**অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।** (সং) চাণক্য।

মূল অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।

অরোগে তু বিষং বৈদ্যঃ অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্ ॥

খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি নষ্ট হইলে ভোজ্য বস্তু মাত্রই বিষের মত অনিষ্টকর হয়।

**অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।** (সং) হিতোপদেশঃ।

মূল +মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদ্‌গবঃ ॥

এক বিড়াল তপস্বী-পরিচয়ে জরদ্‌গব নামক বৃদ্ধ অন্ধ গৃধ্রকে প্রতারিত করিয়া একটি বৃক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং পক্ষীশাবক ধরিয়া খাইতে থাকে; পক্ষিগণ গৃধ্রকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া সকলে মিলিয়া তাহার প্রাণবধ করে।

যাহার কুলশীল ( বংশ ও চরিত্র ) জানা নাই এরূপ কাহাকেও গৃহে বাস করিতে দেওয়া উচিত নয়।

"…বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক্‌, আশা করি কোন ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" শরদিন্দু বন্দ্যো০—ব্যোমকেশের ডায়েরী।

**অজ্ঞান তো পরমহংস।**

পরমহংস—নির্বিকার সমদর্শী যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী। (রাজশেখর)।

যাহার জ্ঞান নাই ( শিশু বা নির্বোধ ), সে নির্বিকারচিত্ত হয়।

তু০ অনজান সুজান সদা কল্যাণ।

**অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে মনস্তাপ।**

যদি কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ পাপকার্য করে, জ্ঞান হইলে তাহা বুঝিতে পারে, এবং অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

**অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞান হলে হরে, সজ্ঞানে করে পাপ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।**

যদি কেহ অজ্ঞতাবশতঃ কোন পাপকার্য করে, জ্ঞান হইলে তাহা বুঝিতে পারে, এবং চেষ্টা করিয়া পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যে জানিয়া

শুনিয়া পাপকার্য করে, সে কখনও পাপাচরণ হইতে বিরত হয় না এবং কোনকালে পাপমুক্ত হয় না।

**অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে ?**

যে অবোধ তাহার মুখে গালাগালি শুনিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি কুপিত হয় না, অবোধ জ্ঞানে তাহাকে ক্ষমা করে।

**অজ্ঞানের করলে জানে না, অমানুষের করলে মানে না।**

অজ্ঞান অবস্থায় (যথা শৈশবে) কেহ অপরের নিকট উপকার পাইলে সে তাহা জানিতে পারে না, সুতরাং সে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলেও দূষণীয় হয় না; কিন্তু যে তাহা জানিয়াও উপকার স্বীকার করে না সে ব্যক্তি মনুষ্যত্বহীন। অধম ব্যক্তিই অকৃতজ্ঞ হয়।

**অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়,**
**তীর্থের পাপ ম'লেও যায় না।**

অজ্ঞতাবশতঃ কোন অন্যায় কার্য করিয়া থাকিলে জ্ঞানোদয়ে তাহা দূর হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ সহজে দূর হয় না,—তীর্থদর্শনরূপ পুণ্যকর্ম দ্বারা তাহার সংশোধন হয়; আবার তীর্থস্থানে গিয়াও যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম না করিয়া পাপাচরণ করে সে অপরাধ সর্বাপেক্ষা অধিক—তাহার ক্ষয় হয় না।

**অজ্ঞানের পাপ পাপ নয়।**

যাহার জ্ঞান হয় নাই ( শিশু ) সে যদি কোনো গর্হিত কাজ করে তাহা পাপ বলিয়া গণ্য নয়—তাহা উপেক্ষণীয়।

তু° अनजानतेको दोष नहीं।

**অঞ্চল-প্রভাব।**

পুরুষের উপর নারীর বস্ত্রাঞ্চলের প্রভাব।

লক্ষ° পতির উপর পত্নীর প্রভাব-প্রতিপত্তি।

"তোমাকে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকট যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজকাল অঞ্চল-প্রভাব অতীব প্রবল।" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

তু° Petticoat government. —দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।** (সং) কঠোপনিষৎ।

মূল +আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

পরব্রহ্ম সূক্ষ্মতম অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। সনাতন ধর্ম্মের নানামতান্তররূপ গোলকধাঁধায় পড়িয়া ভ্রান্ত, একমাত্র যে

ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উপযোগিতা তৎপ্রচারিত অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্বস্বরূপ পূর্ব্বসংস্কার-বশবর্ত্তী হইয়া তদ্ধর্ম্মমর্ম্ম বোধে অক্ষম……। স্বামী বিবেকানন্দ—হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ।

**অতি আদরের দুলাই ঝি, তুরুকে নিলে করবে কি?** (মেয়েলী)

দুলাই=দুলালী; অতিরিক্ত যত্নে পালিতা। তুরুক=(১) তুর্কী; মুসলমান। (২) তুরুক সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য। (সুশীল)

পিতৃগৃহে আদরিণী কন্যা পরম সুখে থাকে। কিন্তু যদি তুর্কীদের দ্বারা অপহৃত হয়,তাহার কি দুর্গতি হইবে!

আদরিণী কন্যারও ভবিষ্যৎ দুর্দশার সম্ভাবনা থাকে।

তু° আদরমণি সাধের ঝি ই°।

**অতি আশ, সর্বনাশ। অতি আশা, বাঘের বাসা।**

**অতি সাধ, অতি বিষাদ।**

অপরিমিত আশা করিলে পরিণামে বিপদ ঘটে।

**অতি খিদে যার, হাড়-কাঁটা তার।**

যাহার অল্পে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তাহাকে পাত কুড়াইয়া মাংসের হাড় ও মাছের কাঁটা পর্যন্ত খাইতে হয়।

পেটুককে নিকৃষ্ট বস্তুও খাইয়া উদরপূরণ করিতে হয়।

**অতি-চতুরের ভাত নেই, অতি-সুন্দরীর ভাতার নেই।** (মেয়েলী)

যে অত্যধিক চালাকি করিতে যায় তাহার সকল কার্যই বিফল হয়, সেজন্য অবস্থার উন্নতি হয় না। অসামান্য রূপবতী কন্যারও উপযুক্ত পতি পাওয়া দুর্ঘট। কোন কিছুরই আধিক্য ভালো নয়।

তু° অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর ই°।

**অতি-চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।**

অতিরিক্ত মাত্রায় চতুর এবং নির্বোধ—উভয়কেই বিপদে পড়িতে হয়।

**অতিথ দেখলে কুপিত হয়, দাসদাসীরে প্রবল কয়.**
**না বোঝে প্রাণের হাসিকান্না, সে গৃহিনীর কেন ঘরকন্না।** (ডাক)

যে গৃহিনী অতিথিসৎকারে বিমুখ, দাসদাসীর সহিত রূঢ় ব্যবহার করে এবং আত্মপরিজনের সুখদুখের প্রতি উদাসীন, সে গৃহিনীপদের অযোগ্য।

**অতিথি সর্বময় গুরু।**

গৃহস্থের পক্ষে অতিথি গুরুর ন্যায় পূজ্য।

তু° সর্বস্যাভ্যাগতো গুরু।

**অতি দর্পে হতা লঙ্কা।** (সং)

**অতি দানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই।**

দ্র° সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ।

প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দানব্রত পালনে প্রবৃত্ত হন। তখন দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু পঞ্চম অবতার বামনরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ত্রিপাদ মাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাতে সম্মত হইলে, বামন তাঁহার দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত অধিকার করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য স্থান চাহিলেন। বলি ব্রাহ্মণের চরণ স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবার প্রস্তাব করিলে বামনের পদভারে বলি পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন—দেবতাগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কোন বিষয়ের আধিক্য দূষণীয়।

তু° अति और नारायणसे बैर है।

**অতি দীঘলী হয় রাণ্ডী, নির্ধন হয় নাড়ামুণ্ডী।** (ডাক)

সং রণ্ডা (বিধবা) > রাণ্ডী, রাঁড়। নাড়ামুণ্ডী—নেড়ামাথা।

পুরুষ অপেক্ষা নারী স্বভাবতঃ খর্বদেহা। দীর্ঘাকৃতি নারী ব্যতিক্রম-স্বরূপ—পুরুষভাবাপন্ন এবং নারীসুলভ কমনীয়তা-বর্জিত হইয়া থাকে। সেজন্য দীর্ঘকায়া নারী অলক্ষণা ও দুর্ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিত, এবং স্ত্রীলোকের বৈধব্যই চরম দুর্ভাগ্য। মস্তক কেশবিরল হইলে নারী নির্ধন হয়।

**অতি দোসর হয়, গালে তুলে দেয়,—না গিললে নয়।**

নিত্য-সহচর বন্ধু মুখে খাদ্য তুলিয়া দিলে অবশ্যই খাইতে হয়।

অন্তরঙ্গ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়।

**অতি পিরীতে অনেক ( ঘটায় ) বিচ্ছেদ।**

পা° অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।

অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা হইতে পরিণামে মনোমালিন্য ঘটে।

তু° मीठ बहुत जहँ कीरा लागे।

**অতি বড়ো সুন্দরী ( অতি বরন্তি ) না পায় বর,**
**অতি বড়ো ঘরনী ( অতি ঘরন্তি ) না পায় ঘর।** ( মেয়েলী )

রূপগুণ অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়। রূপবতী কন্যার উপযুক্ত বর মিলে না, যে গৃহকর্মে পটু সে কর্মকুশলতা দেখাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না।

সুরমা…বললে, আপনি কী চমৎকার দেখতে! এত রূপ?

মায়ালতা বললে, রূপের কথা আর বোলো না, এ যেন শিমুল ফুল। গন্ধ নেই, শোভা আছে। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। বুঝতেই পাচ্ছ—বর জোটেনি।

প্রবোধ সান্যাল—অগ্রগামী।

**অতি বড়ো সোদর, তিন দিন করবে আদর।**

সহোদর ভ্রাতার কাছেও অধিক সমাদর লাভ ঘটে না।

**অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে (ঝড়েতে ওড়াবে) ;**
**অতি ছোটো ( নীন্নু ) হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে।** নীনু=নীচু, বিনয়াবনত।

বেশী বড়ো এবং বেশী ছোট গাছ উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা অধিক। বড় গাছেই ঝড় লাগে (দ্র°)। সেজন্য ঝড়ে পড়িয়া যাইবারও ভয় বেশী। আবার বেশী ছোট হইলে ঝড় সহিতে হয় না বটে, কিন্তু ছাগলের মত ক্ষুদ্র জন্তুও অনায়াসে খাইয়া ফেলিতে পারে।

লক্ষ° কোন কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নয়, মধ্যপথ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

জেঠামশায়ের ভয়েই গেলেন! অত ভয় কিসের? কথাতেই আছে 'অতি-বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি-ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।' এত কেন রে বাবু!……জোর করে নিজের দখল বুঝে নে। তা নয় চোরের মত ভয়ে ভয়েই কাঁটা হয়ে আছেন। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

তু° Too much of anything is good for nothing.

**অতিবুদ্ধির 'হাতে' দড়ি।**

অতিরিক্ত চালাকি করিতে গেলে অবশেষে বিপদে পড়িতে হয়।

মণিরামের ব্যবসায় মন্দ চলিতেছিল না। কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হইবার ফন্দি খাটাইতে গিয়া অতি বুদ্ধির হাতে দড়ি হইল।

তু° ফিকিরে ফকির।

**অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।** চোর—অসাধু, অনিষ্টকারী।

অতিমাত্রায় ভক্তি বা আনুগত্য দেখাইয়া বিশ্বাসভাজন হইতে পারিলে অনিষ্টসাধন করা সহজ হয়। সেজন্য যে ব্যক্তি অত্যধিক ভক্তির পরিচয় দেয়, তাহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে এইরূপ সন্দেহ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি, কর্ণোৎপলরেণু আমার নয়নে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার মত হয় ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে উপকৃতা হই বটে ; কিন্তু তোমাকে অতদূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি, অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কখন প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ।

বিদ্যাসাগর—শকুন্তলা।

তু° Too much courtesy, too much craft.

**অতি ভাব যেখানে, নিত্যি যাবে না সেখানে।**
**যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটি কীর্তি।**

ক্ষে° অতি পিরীত যেখানে, কীর্তি ঘটে সেখানে।

ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া ভালবাসার পাত্রের সহিত অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা উচিত নয়; এরূপ করিলে ক্রমশঃ মনোমালিন্য ঘটিবার কিংবা মিথ্যা কলঙ্ক রটিবার সম্ভাবনা থাকে।

তু° মান ঘটে নিতকে ঘর জাবে।

Familiarity breeds contempt.

**অতি মন্থনে বিষ ওঠে।**

দেবাসুরগণ মিলিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন করিলে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত ই° সহ অমৃত উঠিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় মন্থনে হলাহল উঠিয়াছিল। ( মহাভারত—আদিপর্ব )

লক্ষ° কোন বিষয় লইয়া অত্যধিক আলোচনা করিলে তাহার ফল অনিষ্টকর হইতে পারে।

আর বেশী কথা বাড়িয়ে কি হবে? জানোই তো, অতি মন্থনে বিষ উঠে,—শেষে একটা হাতাহাতি হয়ে যাবে!

তু° নেবু বেশী কচ্‌লালে তিতো হয়।

**অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।**

অনেক সময় আকাশে প্রচুর মেঘ জমিয়া উঠে, কিন্তু ঝড় উঠিয়া তাহা উড়াইয়া দেয়,– বৃষ্টি হয় না।

লক্ষ° সূচনায় অধিক আড়ম্বর হইলে তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হয়।

**অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।**

তাঁতিরা স্বভাবতঃ নির্বোধ হয়, এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি। নির্বোধ তাঁতি লোভের বশীভূত হইয়া এমন কিছু করিয়া বসে যাহাতে তাহার সর্বনাশ হয়।

দ্র° খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে।

কেহ অত্যধিক লোভের বশবর্তী হইলে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করে।

তু° লালচ গুণ ঘর বিনাহ।

All covet all lose.

**অতি লোভো ন কর্তব্যঃ।** ( সং ) পঞ্চতন্ত্রম্।

মূল　অতি লোভো ন কর্তব্যঃ লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ।
　　অতি লোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে॥

অতি লোভ করা ভালো নয়।

**অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ।** ( সং )

মূল　অতিরূপেন বৈ সীতা অতি গর্বেন রাবণঃ।
　　অতিদানাদ্বলির্বদ্ধঃ অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ॥

দ্র° সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।

**অত্যুচ্চঃ পতনায় চ।** ( সং )

অতিরিক্ত বৃদ্ধি পতনের হেতু হইয়া থাকে ।

তুং বিস্তর বাড়ে পতন। অভ্যুত্থানং হি পতনায়।

Pride goeth before fall.

**অদন্তের দাঁত হলো, কামড় খেতে খেতে প্রাণ গেল !**

শিশুর প্রথম দাঁত উঠিলে সে তাহার যথাসাধ্য সদ্‌ব্যবহার করিয়া থাকে,— যাহা পায় তাহাই কামড়ায়। তাহার কামড়ের জ্বালায় অস্থির হইতে হয়।

লক্ষ্‌ং নূতন বস্তু পাইলে তাহার অত্যধিক ব্যবহার হয়।

**অদন্তের হাসি, দেখতে ভালবাসি।**

যাহার দাঁত উঠে নাই এরূপ শিশুর মুখের হাসি অতি মধুর।

**অদৃষ্টে করলা ভাতে, বিচি গজগজ করে তাতে, পড়ল বিচি বুড়োর পাতে !**

ভাতের সঙ্গে করলা-ভাতে ছাড়া অন্য কোন ব্যঞ্জন জুটে না। সে করলাও আবার পাকা, শক্ত বিচিতে পরিপূর্ণ। তাহার উপর দন্তহীন বৃদ্ধ হইলে তো সোনায় সোহাগা ! —দুরদৃষ্টের দৃষ্টান্ত।

**অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলোয়।**

মার খাওয়া অদৃষ্টে থাকিলে, যদি আর কেহ না মারে অবশেষে ছেলের হাতেই সেই মার খাইতে হয়।

তুং অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল্‌।

**অদৃষ্টের পরিহাস।**

এমন কোন বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত দুর্দশা যাহা কোনও দেবতার নিষ্ঠুর কৌতুকের ফলস্বরূপ মনে হয়। বিধি-বিড়ম্বনা।

যে একদিন আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, আজ এই দুর্দিনে তাহারই দ্বারস্থ হইতেছি—অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস !

তুং Irony of fate,

**অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল্‌।** দ্রং ললাট-লিখন, না যায় খণ্ডন।

**অদেখা চোর বাপের ঠাকুর।**

যাহার চুরির প্রমাণ নাই তাহাকে চোর বলা অন্যায়—সে শ্রদ্ধার পাত্র। অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পূর্বে কাহাকেও অপরাধী বলা চলে না।

তুং अनदेखा चोर बाप बराबर।

**অত্তভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।** (সং) হিতোপদেশঃ।

মূল মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।

অহিরেকং দিনং যাতি অত্তভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ ॥

এক ব্যাধ হরিণ শিকার করিয়া লইয়া ফিরিবার সময় বনমধ্যে এক বরাহকে বধ করিবার জন্য ধনুতে শরযোজনা করিল। তাহা দেখিয়া বরাহ তাহাকে আক্রমণ করিলে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বরাহের দেহের চাপে একটা সর্পও মরিয়া গেল। অনন্তর এক শৃগাল আসিয়া প্রচুর খাদ্যসামগ্রীর সমাবেশ দর্শনে পুলকিত হইয়া ভাবিল—মানুষটার দেহে একমাস আহার চলিবে, পশু দুটিতে দুইমাস চলিবে। সাপটাকে ভোজন করিয়াও একটা দিন কাটিয়া যাইবে। এই সমস্ত ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়া আজ ধনুকের চর্মনির্মিত ছিলাটি খাইয়া কাটাইয়া দিব। এই ভাবিয়া সে দন্তদ্বারা ছিলাটি কাটিতে ধনুকে সংযোজিত শর সহসা গুণমুক্ত হইয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল।

অতিসঞ্চয়ী কৃপণস্বভাব শৃগালের এই উক্তি বাংলায় বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহার ভবিষ্যতের জন্য কোনো সঞ্চয় নাই, আজিকার জন্য কেবল ধনুর্গুণই সম্বল—এরূপ দারিদ্র্যগ্রস্তের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। নিকটে বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চালটে ডালটে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা।

**অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।** (সং) ঘটকর্পর-নীতিসার; হিতোপদেশঃ।

মূল সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়োগজাঃ।

পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া ॥

এক চতুর ও প্রত্যুৎপন্নমতি শূকর সহসা এক সিংহকে সম্মুখে দেখিয়া দম্ভভরে এই কথা বলিতে সিংহ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

দুর্বল ব্যক্তি যদি চতুর ও সাহসী হয়, সে প্রবল শত্রুকেও ভয় করে না।

তু° সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস ই°।

**অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥** (সং)

মূল অবশো পতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।+

দরিদ্রের ধনলাভ ঘটিলে জগৎকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে।

তু° নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।

**অধর্মের পথ বড়ই সরল।**

ধর্মপথে চলিতে হইলে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু অধর্মের পথ অতি মনোরম বোধ হয়।

**অধিকন্তু ন দোষায়।** (সং)

প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হইলে কোন দোষ বা ক্ষতি হয় না।

দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বলেন বটে, আর হজমের গোলমাল হবে না, আমি কিন্তু মশায়, অধিকন্তু ন দোষায় ভেবে আফিং খানিকটা ক'রে আরম্ভ করেছি। তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

তু° যতো গুড় দেবে ততো মিষ্টি।

**অধিবাসের গুঁতো সামলালে বিয়ে করা তো অল্প কথা।**

অধিবাস—বিবাহাদি শুভকর্মের সূচনায় পালনীয় অনুষ্ঠান।

বিবাহ অপেক্ষা তাহার অধিবাসের ঝংঝাট অধিক।

কার্য অপেক্ষা তাহার উদ্‌যোগ অধিক সময় ও ক্লেশসাপেক্ষ।

**অনটনের সংসারে দুনো ব্যয়।**

আর্থিক সচ্ছলতা থাকিলে ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইলে খরচের সাশ্রয় হয়; কিন্তু যেখানে অর্থের অনটন, সেখানে সর্বদা সকল দিকে ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করিতে গিয়া মোটের উপর অধিক ব্যয় হইয়া যায়।

পয়সার টানাটানি বলে সস্তা দামের জুতো কিনেছিলুম, এখন নিত্য তার মেরামত করাতে দুগুণ খরচ পড়ে গেল। অনটনের সংসারে দুনো ব্যয় এই রকম করেই হয়।

**অনধিকার-চর্চা।**

যে বিষয়ের অধিকার বা অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ের আলোচনা।

আশুবাবু চোখ-মুখে বিরক্তিভাবটা ছড়িয়ে বল্‌লেন—"দেখুন হরেন বাবু—ঠাট্টা বিদ্রূপ সব কথায় ভাল নয়। যে বিষয়ের কিছুই বোঝেন না—সে সম্বন্ধে কথা কওয়া অনধিকার চর্চা!" কেদার বন্দ্যো°—কবলুতি।

**অনন্তশাস্ত্রং বহুলাশ্চ বিদ্যাঃ অল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।** (সং)

মূল + যৎসারভূতং তদুপাসনীয়ম্‌

হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥ (পঞ্চতন্ত্র; চাণক্য)

জ্ঞান অনন্ত, কিন্তু আয়ু অতি অল্প এবং বিঘ্নসংকুল।

তু° Art is long, life is short.

**অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়্‌চড়্‌ করে।**

যাহার চন্দনের ফোঁটা কাটার অভ্যাস নাই সে ফোঁটা যদি পরে, চন্দন শুখাইয়া ফাটিতে আরম্ভ করিলে কপাল চড়্‌চড়্‌ করিতে থাকে এবং সেজন্য অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

লক্ষ° অনভ্যস্ত অবস্থায় পড়িলে লোকের ক্লেশ হয়।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ী সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্‌ করে', পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। ... শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। তারাশঙ্কর—রসকলি।

**অনাথের দৈব সখা। অনাথো দেবরক্ষকঃ।** (সং)

যে অসহায়, ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন।

তু° অজগরের দাতা রাম। নিরাখালের খোদা রাখাল।

**অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম,**
**কোটালেতে চোর মজে, আলস্যে মজে কর্ম ।**

মজে=নষ্ট হয়। অর্থ সুস্পষ্ট।

**অনাহ্বানের ( বেল্লিকের ) নিমন্ত্রণ, আঁচালে বিশ্বাস।**

দ্রঃ না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

**অনুকূল গলহস্ত।**

গলায় হাত দিয়া সচরাচর লোককে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু গলায় হাত দিয়া এইরূপ প্রতিকূলাচরণ না করিয়া সদয় ব্যবহার করা।

ঋষিকুমারেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই। এই নিমিত্ত নিশাচরেরা যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে; অতএব তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়া তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন তপস্বীদিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত।

বিদ্যাসাগর—শকুন্তলা।

**অনেক কালের ছিল পাপ,**
**ছেলে হলো সতীনের বাপ।** ( মেয়েলী )

সতীনের বাপ—সতীন অপেক্ষা অধিক নির্দয়।

সতীন যেরূপ দুর্ব্যবহার করে, নিজের ছেলের তেমনই আচরণ হইলে, মায়ের মনে হয়—তাহা পূর্ব পাপের ফল।

মাতৃদ্রোহী পুত্রের আচরণে মায়ের দুঃখ।

**অনেক খাবে তো অল্প খাও, অল্প খাবে তো অনেক খাও।**

দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ভোজন-সুখ উপভোগ করিতে হইলে, পরিমিত আহারের দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা করা কর্তব্য। অপরিমিত আহারে পরিপাক-শক্তি নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পরমায়ু ক্ষয় হয়।

তুঃ কম খানা তো বৈদ্য কহাঁ, গম খানা তো দুশমন কহাঁ।

**অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।** দ্রঃ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

**অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নাই মা,**
**অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নাই ছা।** ( মেয়েলী )

ছা=শিশুসন্তান। মাতার অভাবে সংসারের ব্যবস্থা ও শৃংখলা রক্ষিত হয় না। সুতরাং মাতৃস্নেহ ও পারিবারিক সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। শিশুগণ পরিজনগণের আনন্দবর্ধণ করে, তাহাদের অভাবে পারিবারিক জীবন নীরস ও নিরানন্দ হইয়া উঠে।

**অনেক বোঝে, অল্প বোঝে না।**

অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে অনেক বড়োবড়ো কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু অতি সাধারণ সহজ কথা বোঝে না।

পণ্ডিত মূর্খ।

**অনেক মাছ যদি পায়, বেরালেও কাঁটা বেছে খায়।**

পা৹ সস্তার মাছে বেরালেও কাঁটা বাছে।

বিড়াল কাঁটা সমেত মাছ খাইয়া থাকে। কিন্তু প্রচুর মাছ পাইলে সেও কাঁটা বাছিয়া ফেলিয়া দেয়।

যে বস্তু সুলভ অথবা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার ভালো অংশ মাত্র লওয়া হয়।

**অনেক মেয়েই সতী আছে, ধরা পড়েছেন রাধা ;**
**অনেক জন্তু বোঝা বয়, ধরা পড়েছে গাধা।** ( মেয়েলী )

কৃষ্ণের অনুরাগিনী হওয়ার জন্য রাধার নামে কলঙ্ক রটিয়াছিল ; কিন্তু আরও এমন বহু নারী আছে যাহারা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত থাকিয়াও দুর্নামের ভাগী হয় না। গাধা ছাড়া আরও অনেক পশু বোঝা বহিয়া থাকে, কিন্তু ভারবাহী পশু বলিয়া একমাত্র গাধারই অখ্যাতি আছে।

হীন বা দূষণীয় কার্যের জন্য নিন্দিত ব্যক্তি কর্তৃক অপরের সেই দোষ দেখাইয়া আত্মদোষ লাঘবের উদ্দেশ্যে উক্তি।

**অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।**

যাহার বহু সন্তান হয়, তাহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

তু৹ যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ।

**অনেক ( অধিক ) সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।**

চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় গাজন বা গম্ভীরা উৎসবে বহু লোক ( সাধারণতঃ নিম্ন জাতির হিন্দু নরনারী ) শিবের প্রীত্যর্থে সাময়িকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ সন্ন্যাসীর সংখ্যা অত্যধিক হইলে তাহাদের মধ্যে সচরাচর মতভেদ ঘটিয়া থাকে। তাহার ফলে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং উৎসব পণ্ড হয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু লোকে মিলিয়া কোন কার্য করিতে গেলে প্রায়ই বিশৃংখলা ঘটিয়া থাকে।

শম্ভু বাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে যথেষ্ট খরচ করলেন, প্রচুর আয়োজনও করলেন ; কিন্তু এতো বেশী আত্মীয়-বান্ধব তাঁকে সাহায্য করতে লেগে গেল যে, শেষ পর্যন্ত অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার যোগাড় !

তুং সাত ধরুণীতে পো মারে। এক হেঁসেলে তিন রাঁধুণী ইং

বহুত से जोगी मठ उजाड़।

Too many cooks spoil the broth.

**অন্ত পাওয়া ভার।** অন্ত = ( মনের ) সীমা বা অবধি ; মনোগত ভাব।

ব্যক্তি বিশেষ মনের ভিতর কিরূপ ভাব পোষণ করে তাহা অনুমান করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বচন বা আচরণ দেখিয়া প্রকৃত মনোভাব বুঝা যায় না।

নন্দ বাবু যেন একটু অধীর হইয়াই বলিলেন, "তোমার যে অন্ত পাওয়া ভার দেখছি। গোড়ায় তুমিই বলেছিলে, খাসা একটি ডাগর মেয়ে আস্‌ছে, যদি বিয়ে করতে চাও ত এই সুযোগ !—এখন এ রকম কথা বলছ কেন ?

প্রভাত—ডাগর মেয়ে।

**অন্তর-টিপুনি।**

এমন কোন শারীরিক ক্লেশ দেওয়া যাহাতে দেহের উপরে কোন আঘাত না লাগিয়া ভিতরে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

>শারীরিক ক্লেশের মতই পীড়াদায়ক মানসিক ক্লেশ দেওয়া।

ধ'রে যদি দু ঘা মারে তাও সহ্য হয়, কিন্তু যখন-তখন, এমন কাটাকাটা বুলি ঝেড়ে ক্রমাগত অন্তর টিপুনি দিয়ে চললে বাঁচি কি করে !

**'অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ।'** ( ভারত—অন্নদামঙ্গল )

বিলম্ব হওয়ার জন্য মনে মনে অধৈর্য হওয়া, অথচ বাহিরে লজ্জা দেখাইয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করা।

তুং পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ।

**অন্তে গঙ্গা ( ব্রহ্ম ) নারায়ণঃ।** ( সং )

মুমূর্ষুকে 'নারায়ণ, ব্রহ্ম' ইং দেবতার নাম শুনাইয়া তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদ্রেক করা।

রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল।

দেবেন্দ্র ঠাকুর—আত্মজীবনী।

**অন্ধকার দেখা।**

অন্ধকারে যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঘোর বিপদের সময় উদ্ধারের উপায় বুঝিতে না পারা। হতবুদ্ধি হওয়া।

আমার যখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স চলিতেছে, তখন দারুণ বিসূচিকা

ব্যামোহে একদিনের পীড়ায় হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। অক্ষয় সরকার—সাহিত্য সাধনা।

**অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (মারা)।**

অন্ধকারে কোন জিনিসকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল মারা যায় না।

ফলাফল কি হইবে না বুঝিয়া আন্দাজী কিছু বলা বা কোনো কাজ করা।

এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল এবং কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই এঞ্জিনিয়ারি কাজটুকু করিয়াছিল। ...অবশ্য, স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারে ঢিল মারা। বঙ্কিম—কৃষ্ণচরিত্র।

তু° অটকল পচ্চু।

To draw the bow at a venture.

**অন্ধকূপ হত্যা।**

বাংলার সুবাদার নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কুঠি দখল করিলে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ জুন রাত্রে ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করিয়া প্রায় ৪০০ বর্গফুট আয়তনের একটি অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়, এবং তাহাতে ১২৩ জনের মৃত্যু ঘটে—এইরূপ কিংবদন্তী। কতিপয় ইতিহাসজ্ঞ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এই কাহিনী কল্পিত।

**অন্ধকে দর্পণ দেখানো।**

অন্ধের সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে তাহাতে নিজ মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়।

লক্ষ° যে ব্যক্তি যাহা বুঝে না তাহাকে তাহা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা।

নিরক্ষর কৃষককুলের কাছে রাজনীতির বড় বড় বুলি ঝাড়িয়া কি হইবে? সে শুধু অন্ধকে দর্পণ দেখানো।

তু° अंधेको आरसी।

**অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়।** ন্যায়=যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। (শব্দকল্পদ্রুম)

এক অন্ধ শ্বশুরবাড়ী পেঁছাইবার জন্য শ্বশুরের একটি গরুর লেজ ধরিয়া গিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করে। তাহাকে গরুচোর ভাবিয়া বাড়ীর লোকেরা নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

মূর্খ কর্তৃক চালিত হওয়ার বিপদ।

**অন্ধ জাগো; না, কিবা রাত্রি কিবা দিন।**

অন্ধকে প্রাতঃকালে জাগিতে বলা বৃথা, কারণ তাহার পক্ষে দিবা ও রাত্রি উভয়ই সমান।

লক্ষ০ অলস বা অক্ষম ব্যক্তিকে কোনো সদুপদেশ দেওয়া বৃথা।

বিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার দ্বারা উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে; কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে—'অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন'।

তু০ अंधेके लिये दिनरात बराबर हैं।

**অন্ধপঙ্গু ন্যায়।**

পতঞ্জলি-কৃত সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য পুরুষ-প্রকৃতির দৃষ্টান্ত ঃ—অন্ধ দাসী ও পঙ্গু ভৃত্যের সহযোগিতায় কার্য সুসম্পন্ন হয়।

**অন্ধস্য দীপং বধিরস্য গীতং মুর্খস্য শাস্ত্রং কিমুনানুরাগম্।** (সং)

অন্ধের পক্ষে দীপালোক এবং বধিরের পক্ষে সঙ্গীত উপভোগের চেষ্টা বৃথা; সেইরূপ মূর্খের পক্ষে শাস্ত্র-জ্ঞান লাভের চেষ্টাও বৃথা।

যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক যোগ্যতা নাই সে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ হওয়া নিষ্ফল।

যেবা চারি বেদ ষড় দর্শন পড়িয়াছে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন যেন
দরপণে অন্ধে কিবা কাজ। —নয়নানন্দ।

**অন্ধহস্তী ন্যায়।**

বেদান্ত, ন্যায়, প্রভৃতি ষড়দর্শন দ্বারা নির্ণীত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ে যে পরব্রহ্মের রূপ স্থির করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ঃ—হস্তীদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া কয়েকজন অন্ধের যে বিভিন্ন ধারণা জন্মে তাহা আংশিক জ্ঞান, এগুলি একত্র করিলে হস্তীর আকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে।

**অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।** (সং) কঠোপনিষদ।

মূল + পরিয়ন্তি মূঢ়া।

অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় মূর্খেরা নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

তু০ One blind man leading another.

**অন্ধের দেশে কানা রাজা।**

যে দেশে সকলেই অন্ধ সেখানে যে ব্যক্তির সামান্য দৃষ্টিশক্তিও আছে সেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়।

লক্ষ০ মূর্খের সমাজে অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিও সম্মানিত হয়।

তু০ अंधोंमें कनवा राजा।

**অন্ধের নড়ি।**

অন্ধলোক যষ্টির সাহায্য ব্যতীত পথ চলিতে পারে না।

লক্ষ০ অপরিহার্য অবলম্বন।

আন্ধার মাণিক বাছা অন্ধনীর নড়ি। ঘনরাম—ধর্মমঙ্গল।

তু০ অংধে কী লাঠী।

The blind man's staff.

**অন্ধের নড়ি কবার হারায়?**

যাহার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহার বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

তু০ অংধা লকড়ী একবার খোতা হৈ।

**অন্নকাঙালী যায় নগরে-নগরে, বস্ত্রকাঙালী যায় বনে-বনে।**

যাহার অন্ন নাই সে ভিক্ষার জন্য লোকালয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহার বস্ত্র নাই সে লজ্জা নিবারণের জন্য বনের মধ্যে আত্মগোপন করে।

**অন্নচিন্তা চমৎকার, বস্ত্রচিন্তা নৈরাকার,**

**তার চেয়ে বেশী চিন্তা তামাক নেই যার।** নৈরাকার=একাকার।

অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত চিন্তা ক্লেশদায়ক তো বটেই, তার চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক তামাকের অভাব।

ধূমপায়ীর পক্ষে অন্নবস্ত্র অপেক্ষা তামাক অপরিহার্য।

**অন্নচিন্তা চমৎকারা।** (সং)

প্রসিদ্ধি যে মহাকবি কালিদাস স্বীয় অসাধারণ কবি-প্রতিভা সত্ত্বেও একদা রাজসভায় কয়েকটি সমস্যা-পূরণে অপারগ হইয়াছিলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কালিদাস উত্তর দিয়াছিলেন—

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ ॥

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দরিদ্রের গুণাবলী প্রকাশ পাইতে পারে না; অন্নাভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্তের নিকটে কবিতা কোথা হইতে আসিবে?

এই অন্নচিন্তা চমৎকারা করুণাকে এখন খুব বেশী করিয়া পাইয়া বসিয়াছিল। তার চাকরী গিয়াছে, খাইবার সম্বল কিছু নাই, অথচ নেলীর শুশ্রূষার কতকটা খরচ আছে। নরেশ—দুষ্টগ্রহ।

**অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা।**

উপরের সং শ্লোকের একাংশের সহিত বাংলা বাক্য যোজনা দ্বারা পাদপূরণ করা হইয়াছে।

অন্নচিন্তায় ক্লিষ্ট ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায়।

**অন্নজল উঠা।**

আহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়া। ভবিষ্যতে খাইতে পাইবার পথ বন্ধ হওয়া। জীবনের বা অর্থকরী বৃত্তির অবসান হওয়া।

খোলার কুটীর ওই সব গেছে সারা,
ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরীব বেচারা,
ঘুমাইয়া আছে হায় জনমের মত !
কাল তারা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্নজল চিরকাল তরে।

তুং দানাপানী উঠনা। বিহারী চক্রং—নিসর্গ-সন্দর্শন।

**অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।**

ভাত যদি ঠাণ্ডা হয় ঘি মাখিলে তাহা ভালো লাগে না ; সুতরাং ভাত ঘি মাখিয়া খাইবার উপযুক্ত কি না তাহা দেখিয়া ঘি দেওয়া উচিত। সেইরূপ কন্যাদান করিবার সময় পাত্রটি ভালো কিনা তাহা পূর্বে দেখিয়া লওয়া উচিত।

সুপাত্রে দানই সার্থক হয়।

**অন্ন ধ্বংস করা।**

যে অপরের অন্নে প্রতিপালিত সে যদি অন্নদাতার কোন উপকারে না লাগে, তবে সে যে অন্ন ভোজন করে তাহা বৃথা অপব্যয় মাত্র।

পরিবারস্থ অকর্মণ্য কুপোষ্যের প্রতি প্রয়োজ্য শ্লেষ।

বাড়ীতে এতগুলো লোক রয়েছে, এই সামান্য কাজটুকু কারুর দ্বারা হলো না,—সব ব'সে ব'সে কেবল অন্ন ধ্বংস করছে !

**অন্ন নাই ঘরে, তার মানে কি বা করে।**

যাহার গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই, বাহিরের মান-সম্ভ্রমে তাহার কোন লাভ নাই ; কারণ তাহাতে তাহার অভাব দূর হয় না।

**'অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে !'** ( ভারত—অন্নদামঙ্গল )

স্বয়ং অন্নপূর্ণা শিবের পত্নী, তথাপি শিব ভিক্ষাজীবী।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কোন অভাব দেখিলে প্রযুক্ত।

তুং লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে।

**অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসা।**

ব্যং কল্পনা করা হয় যে শৈশবে অন্নপ্রাশনের সময় যে দুইচারিটি অন্নকণা পেটে পড়ে, তাহা পরবর্তী জীবনে যতো অন্ন উদরস্থ হয় সে সকলের নিম্নে চিরকাল বর্তমান থাকে।

কোনো ঘৃণাজনক পদার্থের বর্ণনাস্থলে এরূপ বলা যে, তাহা এমন প্রবল বমনের উদ্রেক করে যে উদরস্থিত সমস্ত দ্রব্য উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা,—এমন কি অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত !

মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায় যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

তু° ছট্টীকা খায়া নিকলনা। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**অন্নবল নেই, অগ্নিবল আছে।**

অগ্নি=জঠরাগ্নি ; ক্ষুধা ; পরিপাক শক্তি।

দরিদ্রের অন্নসংস্থান থাকে না, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বিলক্ষণ থাকে।

**অন্ন বিনা চর্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি।**

দ্র° খড়ি উঠা।

দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির আকৃতি বর্ণনা,—আহারের অভাবে দেহ শীর্ণ, চর্ম শুখাইয়া দড়ির মত শিথিল এবং তৈল মাখিতে না পাওয়ায় শুষ্ক ও রুক্ষ।

**অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।**

ছন্নছাড়া=লক্ষ্মীছাড়া ; দুরবস্থা বশতঃ আশ্রয়হীন হইয়া নানাস্থানী।

দারিদ্র্যবশতঃ দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত এবং নিরাশ্রয়।

**অন্ন মারা।**

কাহারও জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করা।

আন্দু কাহারও অন্ন মারিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সুতরাং হাতে-নাতে দুষ্ক্রিয়া ধরিয়া,—গোপনে শাসন করিয়া সদয় ভাবে যাহাদের ছাড়িয়া দিল,—তাহারাই তাহার গোপন-শত্রু হইয়া রহিল।

তু° রোটী মারনা। শৈলবালা ঘোষজায়া—সেখ আন্দু।

To take the bread out of one's mouth.

**অন্নমূলং বলং পুংসাম্।** ( সং )

মূল অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলো ভিষক্ ॥

অন্ন হইতেই মানুষের দেহবল উৎপন্ন হয়।

**অন্যে পরে কা কথা।** ( সং ) হলায়ুধ—ধর্মবিবেকঃ।

মূল জাতঃ সূর্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো ন যাতি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও যে ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সাধারণ লোকের অদৃষ্টেও যে তাহা ঘটিবে একথা বলাই বাহুল্য।

আপনি বড়লোক, আপনারই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যে পরে কা কথা,—আমরা তো কোন্ ছার!

তু° What to speak of others.

**অন্নের অধিক নাহি দান, তা ছাড়ি না দিহ আন।** (ডাক)

আহার মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সুতরাং সকল প্রকার দান অপেক্ষা অন্ন দানের মাহাত্ম্য অধিক।

**অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা, একদিনে কানে লাগে তালা।**

অন্নাভাবের মত ক্লেশদায়ক আর কিছু নাই। একদিন অনাহারে থাকিলেই দেহ অবসন্ন হইয়া যায়।

**অন্যের দাঁত, ছিরে বুড়োর মাড়ি।** শ্রীরাম >অপ° ছিরে।

অন্য লোকে যাহা দাঁতে চিবাইয়া খায়, জনৈক দন্তহীন বৃদ্ধ মাড়ি দ্বারা তাহা অনায়াসে খাইতে পারে।

একজন যাহা বহু আয়াসে করে তাহা অপরের পক্ষে সহজসাধ্য।

**অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।**

অনর্থক বা অতিরিক্ত খরচ করিলে পরিণামে দারুণ দুর্দশা ঘটে।

**অপমানের পরাণ, সম্মানকে ডরান।**

যে চিরকাল অপমান পাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে সম্মান দেখাইতে গেলে অনভ্যাস বশতঃ সে তাহাতে ভীত হইয়া পড়ে।

**অপযশের বরাতে কু-অপযশের নাম;**
**পাতা পেতে খাই, তবু ঘোচে না হাঁড়িখেকো বদনাম।** (মেয়েলী)

হাঁড়িখেকো বলিয়া যাহার দুর্ণাম আছে সে যদিও অন্ন ব্যঞ্জনাদি আগে পাত্রে বাড়িয়া লইয়া খায়, তথাপি তাহার দুর্ণাম দূর হয় না।

যাহার দুর্ণাম আছে, বিনা কারণেও তাহার বহু মিথ্যা অপযশ রটে।

**অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি।** (সং)

মূল ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরে অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি ॥

(এই ব্যক্তি যেখানে-সেখানে ভোজন করিয়া বেড়াইবে, হাটের চালায় শয়ন করিবে এবং গোমতী-তীরে মরিবে; তাহার পরেও যে কি ঘটিবে!)

এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিত গোমতী নদীর তীরে একটি মড়ার খুলি দেখিতে পাইয়া তাহার ললাটে লিখিত এই বিধিলিপি পাঠ করিলেন। মৃত্যুর পরেও কি দুর্দশা ঘটিতে পারে তাহা জানিবার

জন্য কৌতূহলী হইয়া তিনি পরীক্ষার জন্য খুলিটি গৃহে লইয়া গিয়া একটি হাঁড়িতে লুকাইয়া রাখিলেন। খুলিটির কি অবস্থান্তর ঘটে তাহা তিনি মধ্যে মধ্যে দেখিতেন। পণ্ডিতের পত্নী কৌতূহল পরবশ হইয়া একদিন হাঁড়িতে মড়ার খুলি দেখিয়া ভাবিল, তাহার স্বামীর কোন প্রণয়িনী ছিল, তাহারই মাথার খুলি আনিয়া যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। দারুণ ঈর্ষার বশে সে খুলিটি ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিল। পণ্ডিত তখন বুঝিলেন যে, বিধিলিপি অখণ্ডনীয় এবং মৃত্যুর পরেও মানুষের দুর্দশা ঘটিতে পারে।

যে সকল অদ্ভুত ঘটনা পূর্বে ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা বিচিত্রতর আরও কত কি ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহা বলা যায় না।

আর মশায়, ঘোর কলি উপস্থিত। দেখ্ছেন তো, ছেলে বাপকে বলছে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। মাকে বলছে—পরের বাড়ী রাঁধুনিগিরি কিংবা ভিক্ষা ক'রে খাও। এখনও বলা যায় না—অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি !

**অপুত্রস্য গৃহং শূন্যম্।** ( সং ) স্কন্দপুরাণ।

মূল অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যা হ্যবান্ধবা।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

যাহার পুত্র নাই তাহার গৃহ শূন্য, যাহার বান্ধব নাই তাহার সর্বদিক শূন্য, মূর্খের হৃদয় শূন্য, দরিদ্র সর্ববিষয়ে শূন্য।

**অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥** ( সং ) ভোজপ্রবন্ধম্।

মূল সুলভাঃ পরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ। +

অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের শ্রোতা এবং বক্তা উভয়ই দুর্লভ।

অপ্রিয় উপদেশ দিতে গিয়া কেহ অপরের বিরাগভাজন হইতে চাহে না, এবং এরূপ রূঢ় কথা কেহ শুনিতেও চাহে না।

**অবলার মুখে বল।**

নারীর শারিরীক বল পুরুষের তুলনায় অতি অল্প, তাই তাহাকে অবলা বলা হয়। কিন্তু তাহার মুখের জোর বা বাক্পটুতা অল্প নয়। বিশেষতঃ, কলহে প্রবৃত্ত হইলে নারীকে কোন পুরুষই আঁটিতে পারে না।

মহেশ কামার দেহে অসুরের বল ধরে। কিন্তু বাড়ীতে সে কেঁচোটি হয়ে থাকে। কারণ অবলার মুখেই বল,—পত্নী মোক্ষদার একবার মুখ ছুটলে মহেশ বেচারা সে স্রোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যায়।

**অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।** ( সং )

মূল +নাভুংক্তে ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥

ভালমন্দ সকল কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

**অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।**

যেরূপ অবস্থার মধ্যে পড়া যায় তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

—আমাদের জন্য কোথাও পথ তৈরি করা নেই। তৈরি ক'রে নিতে হয়।

—কেমন ক'রে ?

রমেশ বিজ্ঞের মত হেসে বললে, তাই কি কেউ বলতে পারে! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। সরোজ রায়চৌধুরী—হংসবলাকা।

তুং ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

As the wind blows, so you must set your sail.

**অবাক করলি রাধা, অম্বলে দিলি আদা!** ( মেয়েলী )

অম্বল রাঁধিবার সময় তাহাতে আদা দিবার প্রথা নাই; তাই রাঁধিতে গিয়া এই প্রকার অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ।

আনাড়ির মত কোনো কাজ করার জন্য বিদ্রূপ বা ভৎর্সনা।

তুং भुल गई नार, हींग डाल दई भातमें।

**অবাক করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে।** ( মেয়েলী )

পত্নী স্বামীকে বলিতেছে—তুমি আমাকে যে নথটি দিয়াছ তাহা অতি নিকৃষ্ট। এই নমুনা দেখিয়াই তোমার মুরদ বুঝিয়াছি। সুতরাং আমার আর কানবালা চাই না, তাহা যে কিরূপ হইবে তাহা আর বলিতে হইবে না। নথ একটি মাত্র পরা হয়, তাহাও অতি ক্ষুদ্র এবং অল্প ব্যয়সাধ্য; এমন সামান্য জিনিসও পছন্দমত দিবার যোগ্যতা যাহার নাই, সে যে একজোড়া অধিক মূল্যের কানবালা দিতে পারিবে এরূপ আশা করা বৃথা।

যে একটা সামান্য কাজ করিতেও অক্ষম, তাহার দ্বারা কোনও বড়ো কাজ হওয়া অসম্ভব।

**অবাক করলে বেগুনে,—**
**ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।** ( মেয়েলী )

দ্রং তুষের আগুন। তুষের আগুন ভিতরে ভিতরে জলিতে থাকে, বাহিরে দেখা যায় না। তাহাতে বেগুন পুড়িতে দিয়া, আগুন ভালো জলিতেছে না ভাবিয়া ফুঁ দিলে, হালকা জলন্ত তুষ উড়িয়া মুখে পড়ে। তখন নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা না ভাবিয়া বেগুনের দোষ মনে করা ভুল।

নিজের নির্বুদ্ধিতা না বুঝিয়া পরের দোষ দেওয়া।

**অবাক কলি অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!** ( মেয়েলী )

কলিদেবের প্রভুত্বকালে ( বর্তমান কলিযুগে ) সমস্তই অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক। তাই ছুঁচোর মত নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য জীবও গলায় চন্দ্রহার পরিয়া বাহার দিতেছে।

হীন ব্যক্তি কর্তৃক আভিজাত্যের চালচলন অনুকরণ।

দ্রষ্টব্য—কলিকালের নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এরূপ বহু প্রবাদ আছে, যথা—

**অবাক কলি পাপে ভরা।**

**অবাক কলি বাক সরেনা, গুড় দিয়ে মুড়ি ভাল লাগে না!**

**অবাক কলির সৃষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।**

**অবাক কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড়ো ঝাল।**

**অবাক জলপান।** দ্র০ জলপান।

জলযোগের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য বি০, যাহা এমন রসনাতৃপ্তিকর যে তাহা খাইয়া অবাক হইতে হয়। ভর্জিত চাউল, কলাই, দাইল, চিনাবাদাম ই০ মিশাইয়া সরিষার তৈল ও মশলা সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয় এবং বাংলার নানাস্থানে, বিশেষতঃ সহরাঞ্চলে, ফেরি করিয়া বিক্রয় হয়।

তু০ সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

**অবাক লোকের অবাক কথা, চুল থাকতে পোড়ে মাথা!**

মাথার চুল পুড়িল না, অথচ মাথা পুড়িল—এরূপ অদ্ভুত কথাও লোকে বলে! অসম্ভব কথা।

**অবিয়ন্তীর ঠুনকোর ব্যথা।** ( মেয়েলী )

ঠুনকো—সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির স্তনে প্রদাহ ও বেদনা।

যে সন্তান প্রসব করে নাই তাহার ঠুনকো রোগ হইতে পারে না।

কোনো অসম্ভব কথা প্রচার করিলে এই মন্তব্য।

তোর বিয়েই হলো না, শ্বশুরবাড়ী যাবি কি রকম? এ যে সেই অবিয়ন্তীর ঠুনকোর ব্যথার মতন!

**অবুঝকে বুঝাব কতো, বোধ নাহি মানে;**
**ঢেঁকিকে বুঝাব কতো, নিত্য ধান ভানে।** ( মেয়েলী )

যাহার বুঝিবার শক্তি নাই বা যে বুঝিতে চাহে না তাহাকে বুঝাইবার বেশী চেষ্টা করা বৃথা। ঢেঁকি চিরকাল ধান ভানিয়া আসিতেছে; তাহাকে যতই বল, ধান ভানার স্বভাব ছাড়িবে না, অন্য কোনো কাজও করিবে না।

যে উপদেশ গ্রাহ্য করে না তাহাকে উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা।

বন্ধু বুঝিলেন, পাত্নীব্রত্য-সাগরে ডুবিয়া এ ছেলেটির পরলোক ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে,—ইহার উদ্ধারের আর পন্থা নাই। 'অবুঝে বুঝাব কত'—এই সুনীতির অনুসরণে সেই হিতকামী নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

তু০ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। অনুরূপা দেবী—মা।

**অবুতবু গিরিসুতা, মায়ে বলে পড়ো পুতা;**
**পড়লে শুনলে দুধি-ভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি ( ঝাঁটা লাথি )।**

পূর্বকালে প্রাত্যহিক পাঠারম্ভের সময় ছাত্রগণ এই সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা পার্বতীর বন্দনা করিত ঃ—

অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।
বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগম্ ॥

( যিনি চন্দ্রকে ললাটে ধারণ করেন সেই মহাদেবের প্রিয়তমা পার্বতী আমাকে রক্ষা করুন, তাঁহার চরণযুগল আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকুক । )

এই শ্লোকের প্রথমাংশ লইয়া রচিত বাংলা ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া অভিভাবকগণ শিশুকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ করিতেন ।

মনরে আমার এই মিনতি ।
তুমি পড়াপাখী হও করি স্তুতি ॥
অবু তবু গিরিসুতা,
পড়্‌লে শুন্‌লে দুধিভাতি ।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥ রামপ্রসাদ—পদাবলী ।

**অবোধকে লাথি ঝাঁটা, নাহি অপমান,**
**সুবোধকে এক কথা মরণ সমান ।** ( মেয়েলী )

সুবোধ ব্যক্তি যদি কোন দোষ করে, একটি তিরস্কার-বাক্যেই তাহার প্রাণে আঘাত লাগে এবং সে সংশোধনের চেষ্টা করে । কিন্তু যাহার বিবেচনা নাই তাহার মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, কঠোর শাসনেও তাহার স্বভাবের পরিবর্তন করা যায় না।

**অবোধের গো-বধে আনন্দ ।**

হিন্দুর পক্ষে গো-বধ মহা পাপ । কিন্তু যে নির্বোধ তাহার ভালোমন্দ জ্ঞান থাকে না, অপকর্ম করিয়াও সে আনন্দ বোধ করে ।

নতুন কাপড়খানা কেচে শুখাতে দিয়েছিলাম । ক্ষেপা ছেলেটা কতখানি ছিঁড়ে রেখেছে দেখ না। বললেও তো শোনে না, বরং আরও বাড়ায় । অবোধের গো-বধেই আনন্দ ।

**অবোধেরে ঠকায় বোধায়, বোধারে ঠকায় খোদায় ।**

চতুর লোক নির্বোধকে সহজেই ঠকাইয়া থাকে, সে নিজে কাহারও কাছে ঠকে না । কিন্তু অতি-চতুর ব্যক্তিও জব্দ হয় ভগবানের হাতে ।

**অবোলা চলে বড়ো ।**

পথে হাঁটিবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলিতে বলিতে চলে না, এক মনে চলিতে থাকে, সে অনেকদূর যাইতে পারে ।

**অবোলা বলে বড়ো, অফলা ফলে দড়ো।**

গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যে বেশী বাজে কথা কহে না, সে যখন দুই-একটি কথা বলে তাহা অতি সারগর্ভ হইয়া থাকে। সেইরূপ, যে গাছে অনেকদিন ফল হয় নাই তাহা যখন ফলে তখন প্রচুর ফল হয়।

**অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ॥** (সং)

মূল কদাচিৎ রুষ্টঃ, কদাচিৎ তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।+

কখনও রুষ্ট হয়, কখনও তুষ্ট রয়,
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট সেই জন হয়,
তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়,
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয়! (পূর্ণচন্দ্র দে অনূদিত)

যাহার মতির স্থিরতা নাই, এরূপ খামখেয়ালী লোকের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিপদ ঘটিতে পারে।

চার্মিয়ান্ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র আদৌ সুবিধার লোক নন।······ ভাল কথা, মিস্ মিত্র, তোমার উপর তিনি কেমন সন্তুষ্ট?"

নমিতা···হাসিয়া বলিল, "অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ। —তাঁর সন্তোষ অসন্তোষ আমার পক্ষে সমান লোভনীয়।"

শৈলবালা ঘোষজায়া—নমিতা।

**অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা।**

যে ব্রাহ্মণ নয় অথচ ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চায়, তাহার কপালে ভালো করিয়া ফোঁটা কাটিবার প্রয়োজন হয়।

**অভদ্রা বরিষাকাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল।**
**শোন্‌রে হরিণ তোরে কই, সময় গুণে সকল সই।**

বর্ষাকালে ঘোর দুর্যোগের সময় বনের পশুগণ দলে দলে এক-একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লয়। বাঘ ও হরিণ যখন এইরূপ একটা স্থানে একত্রিত হয় তখন এই বিপত্তিকালে বাঘ তাহার হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যায়। হরিণ তাহার গাল চাটিলেও বাঘ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে না।

বিপদের সময় শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞান থাকে না।

তুং Misfortune brings strange bed-fellows.

**অভাগাও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর এলো।**

ভাগ্যহীনের অদৃষ্টে কোন সুবিধাই ঘটে না। অভাবের তাড়নায় সে যদি নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, আর ভিক্ষাও পাওয়া যায় না!

তুং অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুখায়ে যায়।

**অভাগা চোর যেই বাড়ী যায়, হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।**

যে চোর অতি হতভাগ্য সে চুরি করিবার কোন সুযোগ পায় না। যখনই কোন বাড়ীতে চুরি করিতে চেষ্টা করা অমনই কুকুর ডাকিতে আরম্ভ করে, কাজেই তাহাকে পলাইয়া আসিতে হয়; নতুবা রাত্রের অন্ধকার কাটিয়া ভোরের আলো দেখা দেয়,—তখন আর চুরি করা চলে না।

হতভাগ্য ব্যক্তি কখনও অনুকূল সুযোগ পায় না।

**'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুখায়ে যায়।'**

মূল গুমান হইল গুঁড়া                    না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায়                    সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥    ভারত—অন্নদামঙ্গল।

চায়—(১) চাহিয়া দেখে, দৃষ্টিপাত করে। (২) চাহে, যাচ্ঞা করে।

অভাগার অভাব কিছুতেই মিটে না। তৃষ্ণার্ত হইয়া সে যদি সমুদ্রের নিকট যায়, তাহার দৃষ্টিপাত মাত্রেই (অথবা সে জল ভিক্ষা করিলেই) সমুদ্রের জল পর্যন্ত শুখাইয়া যায়।

তুং প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিতস্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ।

**অভাগার (কম্‌বক্তার) ঘোড়া মরে,**    ভর্তৃহরি—নীতিশতক।
**ভাগ্যবানের (বক্তার) বউ মরে।**

কাহারও ঘোড়া মরিয়া গেলে তাহা সে ব্যক্তির ভাগ্যহীনতার লক্ষণ, কারণ তাহাতে অর্থহানি ঘটে; কিন্তু যাহার স্ত্রী মরে সে ভাগ্যবান, কারণ বিবাহ করিয়া সে পুনরায় পত্নীলাভ করিতে পারে, আবার সেই সঙ্গে কিছু অর্থ লাভেরও সম্ভাবনা থাকে।

ব্যং পত্নী অপেক্ষা একটা ঘোড়ারও কদর বেশী।

এতদিন পরে জানলেম বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্য মরেছে। বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে।    দীনবন্ধু—বিয়েপাগলা বুড়ো।

**অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে, ভাগ্যবন্তের বাপ মরে পোষ মাসে।**

বাপ-মা মরিলে পুত্রকে অশৌচ পালন করিতে হয়। সে সময়ে বর্জন করিতে হয়—আমিষ, তৈল, জুতা, ছাতা, শয্যা, মশারি ইং। বর্ষাকালে এগুলির অভাবে অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ হয়, শীতকালে তাহা হয় না।

**অভাগারে পায় ভুতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে।**

রাত্রে ঘরের বাহিরে ঘুমাইতে ক্লেশ আছে, বিপদের আশংকাও আছে। যে হতভাগ্য বা বুদ্ধিভ্রষ্ট তাহার এরূপ দুর্ভোগ ঘটে।

**অভাগারে যমে ভয় করে।**

পা০ অভাগার যমও নেই।

হতভাগ্যের মৃত্যুও সহজে হয় না। মনে হয় যেম যমও তাহাকে ভয়ে এড়াইয়া চলে।

**অভাগীর এক পুত, তাও আবার অদ্ভুত।** (মেয়েলী) দানা—দানব ; দৈত্য।

দুখিনীর একটিমাত্র ছেলে, দুর্ভাগ্যক্রমে সেও মানুষের মতন নয়।

**অভাগীর দুই পুত, এক দানা এক ভুত।** (মেয়েলী)

দুঃখিনীর ভাগ্যে দুটি ছেলে হইয়াছে বটে, কিন্তু দুটিই অপদার্থ।

**অভাগীর বক্ত,—**

**জোয়ান দেখে করলাম খসম, 'তারো ওঠে' রক্ত!** (মেয়েলী)

বক্ত (আ০ বখ্‌ৎ)=ভাগ্য। খসম (আ০)=স্বামী।

অভাগিনীর অদৃষ্টে স্বামীসুখ নাই ; বলিষ্ঠ যুবা দেখিয়া পতি নির্বাচন করিল, কিন্তু সেও রুগ্ন হইয়া পড়িল।

**অভাগীর বক্ত ফাটা,—একে ঠেঁটি, তায় ইঁদুরকাটা।** (মেয়েলী)

ঠেঁটি=নিকৃষ্ট ছোট ধুতি বা শাড়ী।

দুঃখিনীর এমনই দুর্ভাগ্য যে ভালো কাপড় পরিতে পায় না। একটি মাত্র ঠেঁটি সম্বল, তাহাও ইঁদুরে কাটিয়া শতছিদ্র করিয়া দিয়াছে।

**অভাবে করে, আর স্বভাবে করে।**

অভাবের তাড়নায় লোকে বাধ্য হইয়া চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্ম করে। যাহার অভাব নাই, সে করে হীন প্রবৃত্তির বশে।

**অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে, ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।**

বরণে=ব্রণে। ঝরা=অতিবৃষ্টি। মারণে=প্রহারে। অর্থ সুস্পষ্ট।

**অভিমানী দুয়ো, নেটিপেটি সুয়ো।** (মেয়েলী)

নেটিপেটি=যে স্নেহবশে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে।

কাহারও দুই স্ত্রী থাকিলে, যে স্ত্রী স্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে সে স্বামীর প্রসন্নতা লাভ করে, এবং যে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ স্বামীর উপর অভিমান করিয়া একান্তে থাকে, সে স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত হয়।

ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা না করিলে কাহারও প্রিয় হওয়া যায় না।

**অভিমানী সুয়ো, নেটিপেটি দুয়ো।** (মেয়েলী)

স্বামীর প্রীতিলাভ করিয়া সুয়ো গর্বিত হইয়া পড়ে এবং স্বামীকে তাহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, স্বামীর প্রীতিলাভ করিবার জন্য দুয়ো তাহার সহিত ঘনিষ্ট হইবার চেষ্টা করে।

**অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি ॥**

দ্র° ঘোষ, বোস, মিত্র, কুলের অধিকারী।

**অভুক্তর বড়ই (কুল), ভুক্তর বেল,—ডাক বলে পরাণ গেল।** ( ডাক )

খালিপেটে কুল এবং ভরাপেটে বেল খাওয়া অনিষ্টকর।

( পরন্তু বৈদ্যকমতে আহারের পর বেল খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। )

**অভ্যাস (স্বভাব) না ছাড়ে চোরে,—**
**শূন্য ভিটায় (খালি ঘরে, ঠুঁটো হাতেও) সিঁদ খোঁড়ে।**

কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেও সিঁদেল চোর কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃই মাটি খোঁড়ে।

তু° চোর সন্ন্যাসী তুম্বা নাড়ে।

**অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়।**

অভ্যাসের ফলে সকল ক্লেশই সহ্য হইয়া যায়। অভ্যাস না করিলে সামান্য ক্লেশও অসহ্য বোধ হয়।

**অভ্যুত্থানং হি পতনায়।** ( সং )

কোনো বিষয়ে অত্যধিক উন্নতি হইলে মানুষ অহঙ্কারী ও যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

তু° অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে ই°।

**অমঙ্গলকে না ডাকলেও আসে।**

অমঙ্গল আপনা হইতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিয়া থাকে।

**অমানুষে মানুষ নিন্দে, বদনা নিন্দে ঝারি,**
**জোনাকি পোকা সূর্যে নিন্দে,—সেই দুঃখেই মরি।**
**অসতী সতীরে নিন্দে, ঘি নিন্দে ময়রারে,**
**বেশ্যা যে সে পুতে নিন্দে, চোর নিন্দে চৌকিদারে।**

অমানুষ=গুণহীন ব্যক্তি, যে মনুষ্য নামের অযোগ্য। **ঝারি**—কমণ্ডলুর অনুরূপ ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র জলপাত্র বি°।

যে নিজে হীন সে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ—দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা ই° কর্তৃক ঝারি ব্যবহৃত হয়, তাই সাধারণের ব্যবহার্য বদনা ঝারির আভিজাত্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত। জোনাকি পতঙ্গ মাত্র, তাহার ক্ষীণ দীপ্তি সূর্যালোকের নিকট পরাস্ত, তাই সে সূর্যের নিন্দা করে। অসতী নারী সতী নারীর মর্যাদা দেখিতে পারে না। ময়রা ঘৃতকে অগ্নিতাপে নির্যাতন করে বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃতের আক্রোশ। নারী মাত্রেরই পুত্র পরম আকাংক্ষা ও আদরের বস্তু ; কিন্তু বেশ্যার পুত্র

কন্যার মত অর্থোপার্জন করিতে পারে না, তাই পুত্র তাহার পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। চোর ধরা চৌকিদারের কাজ, তাই চোর তাহাকে গালি দেয়।

**অমানুষের বোল, নিম (তিতো) নিসিন্দার ঝোল।** (মেয়েলী)

মূর্খ ও গুণহীন ব্যক্তির কথা রূঢ় ও কটু হইয়া থাকে, তাহা তিক্ত নিম কিংবা নিসিন্দা পাতার ঝোলের মত অসহ্য ক্লেশদায়ক।

**অমাবস্যার চাঁদ।**

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকায় তাহাকে দেখা যায় না।

লক্ষ০ যে ব্যক্তির সচরাচর দর্শন পাওয়া যায় না।

কি হে, অনেকদিন পরে দেখা! অমাবস্যার চাঁদ হয়ে ছিলে যে?

তু০ ডুমুরের ফুল।

**'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥'** (চণ্ডিদাস)

সিনান—স্নান। ভেল—হইল।

মূল আমি সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল। +

সুখের আশায় কিছু করিতে গিয়া সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভ করা।

**অমৃতং প্রিয়দর্শনম্।** (সং) পঞ্চতন্ত্রম্।

মূল অমৃতং শিশিরেবহ্নির্ অমৃতং প্রিয়দর্শনম্।
অমৃতং রাজসম্মানম্ অমৃতং ক্ষীরভোজনম্॥

প্রিয়জনের সাক্ষাৎলাভ আনন্দদায়ক হয়।

**অমৃতং বালভাষিতম্।** (সং)

শিশুর মুখের কথা অতি শ্রুতিমধুর; অর্থহীন বা অসঙ্গত কিছু বলিলেও তাহা বিরক্তিকর হয় না।

ব্য০ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিতান্ত অর্বাচীন বিবেচনায় তাহার কথা উপেক্ষার যোগ্য—এইরূপ ইঙ্গিত।

আমি। কামিনী, তুই বড় বাড়ালি! শেষ চুরি-চামারী পর্যন্ত ঘাড়ে ফেলিতেছিস্?

কামিনী। অপরাধ আমার? যখন মিত্র মহাশয় কমিসেরিয়েটের কাজ করেন, তখন চুরি ত করেছেন। আর চামারী;—তা যখন রসদ যুগিয়েছেন, তখন চামারীও করেছেন!

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বলুক গে, ছেলেমানুষ। অমৃতং বাল-ভাষিতং।"

বঙ্কিম—ইন্দিরা।

**অমৃতস্য পুত্রা ।** (সং) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ।

মূল শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

অনুবাদ ঃ ..... শোনো বিশ্বজন,

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ

দিব্যধামবাসী,......রবীন্দ্র—স্বদেশ ।

মনুষ্য অমর দেবগণের সন্তান, সেজন্য জগতের শ্রেষ্ঠ জীব ।

তিনি কাতর নয়নে বললেন, "মাটির মা-ই ত' সত্যিকারের মা দেবেন বাবু ! রক্তমাংসের মা হলে—'অমৃতস্য পুত্রা' হতুম কি ক'রে ?

**অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ ।** ( সং ) কেদার্‌বন্দ্যো০—দুঃখের দেওয়ালি ।

পশ্চিমদিকে মেঘোদয় হইলে তাহা ব্যর্থ হয় না,—বৃষ্টি অনিবার্য ।

**অম্বল চেখে বেড়ানো ।**

অম্বল অথবা অন্য যে কোনো ব্যঞ্জন চাখিয়া ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে অল্প পরিমাণ খাইয়া দেখা হয় । কিন্তু সেইরূপ সামান্য পরিমাণ বস্তু নানা স্থানে খাইয়া বেড়াইলে তাহাতে পেট ভরে না ।

লক্ষ০ কোনো কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না থাকিলে কোনো লাভ হয় না ।

**অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ।** (সং)

এই কার্যারম্ভ শুভ হউক । কোনো অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বস্তিবাচন ।

**অযাচন্তির মান বড়ো ।**

যে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে না তাহার সম্ভ্রম বেশী ।

**অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতম্ ।** (সং)

যাহার রক্ষক নাই, দৈব তাহাকে রক্ষা করে ।

তু০ নিরাখালের খোদা রাখাল ।

**অরগুণ নাই বরগুণ আছে, ( + শিঙা নাই ডমরু আছে ) ।**

(১) হরগুণ ( হর বা শিব-সুলভ শ্রেষ্ঠ গুণাবলি ) > অরগুণ । বরগুণ = বরসজ্জায় নৈপুণ্য ।

শিব নানা সদ্‌গুণের আধার । তিনিই আবার উমাকে বিবাহ করিতে যাইবার সময় বাঘছাল ই০ সহযোগে যে বরসজ্জা করিয়াছিলেন এবং বিবাহ-স্থলে বাঘছাল খসিয়া পড়ায় যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অতি বীভৎস । যে ব্যক্তির শিব-সুলভ কোনো গুণ নাই, কেবল তাঁহার বিবাহকালীন অদ্ভুত আচরণ অনুকরণে পটু । হরগুণ যে নাই তাহার প্রমাণ এই যে, হরের দুইটি প্রিয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটি আছে অন্যটি নাই ।

(২) হর ( দুঃখহরণ করিবার ) গুণ > অরগুণ। বরগুণ—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকে মুক্তহস্তে বরদান করিবার গুণ। সমুদ্র-মন্থনের ফলে বিষ উঠিলে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব তাহা পান করিয়া নিজকন্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আবার আশুতোষ, অল্পেই তুষ্ট; ফলে, নির্বিচারে বরদান করিতে গিরা রাবণ, বৃত্রাসুর ই০ দুর্বৃত্তকেও বরদান করিয়া নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির প্রথম ( মঙ্গল-সাধনের ) গুণটি নাই, দ্বিতীয় ( অনিষ্টসাধনের ) শক্তিই আছে।

(৩) অরগুণ = অন্তর্গুণ। বরগুণ = বহির্গুণ। যে ব্যক্তির ভিতরে কোন গুণ নাই কেবল বাহিরের রূপই আছে।

(৪) অঃ = বিষ্ণু (সত্ত্ব); বঃ = শিব (তমঃ)। যাহার সত্ত্বগুণ নাই, তমোগুণ আছে; যে ভালো করিতে পারে না মন্দ করিতে পারে। ( কানাই লাল ঘোষাল—প্রবাদ সংগ্রহ )

মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥
জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণি মণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥

ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**অরণ্যে রোদন।**

বনের ভিতর মানব-সমাগম থাকে না, সেখানে বিপন্ন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেও কাহারও তাহাকে সাহায্য করিতে আসা সম্ভব নয়, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

সহানুভূতিহীন ব্যক্তির নিকট সাহায্য বা প্রতিকারের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস।

তোর যা বলতে হয় ওকে বলু, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্** ( সং ) বররুচি—নীতিরত্নম্।

মূল ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কবি বিমল আনন্দ বিতরণের জন্য রসসৃষ্টি করেন; কিন্তু শ্রোতা বা পাঠক যদি রসজ্ঞানহীন হয় এবং রস-রচনার মাধুর্য উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহার না থাকে, তবে কবির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তাই কবি বলিতেছেন,—"হে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ( বিধাতা ), অন্য শত শত দুঃখ ইচ্ছামত আমাকে দাও, তাহা সমস্ত সহ্য করিব, কেবল রসজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকট রসগর্ভ কথা বলিবার মত বিড়ম্বনা আমার ললাটে লিখিও না।"

যাহার রসজ্ঞান নাই তাহার সহিত রসালোচনা চরম দুর্ভোগ মাত্র।

বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্ দুরন্ত কর্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে?......ভুল জানিত কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। শরদিন্দু বন্দ্যো৹—কাঁচামিঠা।

**অরাঁধুনীর হাতে প'ড়ে রুই ( কৈ ) মাছ কাঁদে;—**
**না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন ক'রে রাঁধে!** ( মেয়েলী )

রুই ( অথবা কৈ ) মাছ খাইতে অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা ভালো করিয়া রাঁধিতে না পারিলে সবই বৃথা। আনাড়ি রাঁধুনীর হাতে পড়িলে মাছ যেন নিজেই ভাবিয়া সারা হয় যে তাহার অদৃষ্টে কতই দুর্দশা আছে!

আনাড়ি লোকে কোনো বড় কাজের ভার লইলে প্রযুক্ত।

মণিমালা...বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। সে ঐ অত টুকু টুকু মাছগুলাকে লইয়া যে কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মণিমালার ভাব দেখিয়া নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে, রুইমাছ কাঁদে—
না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন করে রাঁধে!

চারু বন্দ্যো৹—পরগাছা।

**অরাজ্যে বামুন বেগার।**

ব্রাহ্মণ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, সেজন্য তাহাকে দিয়া বেগার খাটানো অনুচিত। কিন্তু যে দেশ অরাজক, সেখানে তাহাও সম্ভব হয়।

মান্য ব্যক্তির অনাদর হইলে প্রযুক্ত।

**অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল; বর্ষার ছাতি, ভট্টাচার্যের পুঁথি।**

অম্লরস অরুচি দূর করে; কম্বল শীত নিবারণ করে; ছাতা বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে; পুঁথি ভট্টাচার্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়,—তাহা দেখিয়া পূজাপাঠ করিতে ও শাস্ত্রীয় বিধান দিতে হয়।

লক্ষ৹ পরম উপকারী ও অপরিহার্য বস্তু।

**অরুন্ধতী দর্শন।**

কর্দমমুনির কন্যা অরুন্ধতী অযোধ্যার রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। ইনি সতীত্ব-ধর্মে নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। বশিষ্ঠ স্বীয় পুণ্যফলে নক্ষত্রলোকে গমণ করিলে অরুন্ধতীও সতীত্বলে স্বামীর সহিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল নামক নক্ষত্রপুঞ্জে স্থানলাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু বিবাহে কুশণ্ডিকা যজ্ঞের সময় বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া তাহাকে অরুন্ধতীর মত পতিব্রতা হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।

**অর্থই অনর্থের মূল।** কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।**
**নাস্তি ততঃ সুখলেশ মাত্রম্॥** (সং) শঙ্করাচার্য—মোহমুদ্গর।

ধন হইতে নানা অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। ধন থাকায় কিছুমাত্র সুখ নাই।

**অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।** (সং) মহাভারত, ভীষ্মপর্ব।

মূল অর্থস্য পুরুষো দাশো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্মার্থৈশ্চ কৌরবৈঃ॥

**অর্থস্য সর্বে বশাঃ।** (সং) ঘটকর্পর—নীতিসারঃ।

মূল মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতি।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থ মুপার্জয়স্ব চ সখে হ্যর্থেন সর্বে বশাঃ।

সকলেই ধনের বশীভূত।

**অর্ধচন্দ্র দেওয়া।**

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যথাসম্ভব পৃথক করিলে উভয়ের মধ্যে যে অর্ধ-চন্দ্রাকার ব্যবধান রচিত হয় তাহা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির গলার পশ্চাতে স্থাপন করিয়া বহিষ্কার করা। গলাধাক্কা দেওয়া।

আদর সুরু লাঠি-জুতায়, শেষে অর্দ্ধচন্দ্র।

**অর্ধজরতী ন্যায়।** দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

হাটে গাভী বিক্রয় করিতে গিয়া তাহার বয়স বাড়াইয়া বলায় ক্রেতা জুটিল না। বয়স কমাইয়া বলাও ব্যর্থ হইল। তখন মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়া বলা হইল—অর্ধজরতী অর্ধতরুণী।

বিবদমান পক্ষগণের বক্তব্য হইতে আংশিক গ্রহণ ও বর্জন করিয়া মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনে মীমাংসার নীতি।

**অর্ধ রোগ হরে নিদ্রা, সর্ব রোগ হরে ক্ষুধা।**

রোগীর ভালো ঘুম হইলে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হয়। আহারে রুচি হইলে তাহা রোগমুক্তির লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

**অর্ধেক আচার, অর্ধেক বিচার।**

গার্হস্থ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে প্রচলিত নিয়মাদি পালন করা উচিত, কিন্তু অন্ধভাবে নয়—বিচারবুদ্ধিরও প্রয়োগ করিতে হয়।

**অর্ধেক রাজত্ব, এক রাজকন্যা।**

এরূপ বহু বাংলা রূপকথা আছে, যাহাতে রাজা বিপন্ন হইয়া প্রচার করেন যে, তাঁহাকে যে ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে তাহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্ধাংশ দান করিবেন এবং একটি রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিবেন।

> কোনো দুঃসাধ্য কার্য-সাধনের বিনিময়ে আশাতিরিক্ত পুরস্কার।

রাখাল হাসিয়া বলিল…ব্রহ্মত্তর অপহরণ করব এমন পাষণ্ড আমাকে ভেবো না কাঙালী-দা। ততক্ষণ অন্য কোথাও খুঁজলে কাজ দেখত। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভে অপকর্ম করতে পারে এমন লোকের অসদ্ভাব দেশে এখনো হয়নি। চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**অর্ধেক রাত্রি।**

অর্ধরাত্রে সচরাচর লোকে গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। কিন্তু রাত্রি অধিক হইবার পূর্বেই এমন ঘুমাইয়া পড়া, যেন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে।

নবীন আটটার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে,—এতক্ষণে বোধ হয় তা'র অর্ধেক রাত্তির!

**অর্ধেক সকল ঘর-গোষ্ঠী, আর অর্ধেক মা ষষ্ঠী।** ( মেয়েলী )

ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় সন্তানলাভ হয়—এইরূপ হিন্দুর বিশ্বাস। তিনি শিশুগণের রক্ষয়িত্রী। তাঁহার আশ্রিত শিশুগণ পরিবারের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। গুরুত্ব হিসাবে তাহারা পরিবারের অর্ধাংশ এবং অবশিষ্ট পরিজনবর্গ সকলে মিলিয়া অপর অর্ধাংশের তুল্য।

**অলক্ষ্মীর দৃষ্টি।**

অলক্ষ্মী—দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে লক্ষ্মীদেবী সহ সমুদ্র হইতে উত্থিতা হিন্দু দেবী বি০। ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং বিপরীত গুণাবলীর আধার ( লিঙ্গপুরাণ )। দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার পূর্বে গোময় দ্বারা অলক্ষ্মী দেবীর মূর্তি প্রস্তুত করিয়া কুলার বাতাস দিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া, পরে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়।

অলক্ষ্মী যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অর্থাৎ সদয় হন, তাহার দুরবস্থার শেষ থাকে না। ঘোর দুরদৃষ্ট।

তারাপদর উপর অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়েছে। পিতল-কাঁসার জিনিসগুলো একে-একে সব বেচে খেয়েছে, এইবার দোর-জানালাগুলাও খুলে খুলে বেচতে আরম্ভ করেছে। তার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

**অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ( হাড়ে ) খিদে।**

যাহার উপর অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে, অর্থাৎ যে দরিদ্র, তাহার ক্ষুধাও প্রবল এবং আহারও অপরিমিত হইয়া থাকে।

তুং হাভাতের দুনো গ্রাস।

**অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশী, কাঙালের ক্ষুধা বেশী।**

লক্ষ্মীছাড়া লোক, যে নিজ দোষে দুর্দশাগ্রস্ত, সে অলসস্বভাব হয়,—ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করে। চিরদরিদ্র ব্যক্তি অপরিমিত আহার করে।

**অলক্ষ্মীর হাটের বাজনাই সার।**

যে হাটের ভগ্নদশা উপস্থিত, ঢাক-ঢোল বাজাইলেও তাহাতে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম হয় না।

বহু চেষ্টাতেও পতন রোধ করা যায় না।

**অলখ নিরঞ্জন**

সং অলক্ষ্য > অলখ = নিরাকার। নিরঞ্জন = অকলংক; পরব্রহ্ম। শিখ ধর্মে পরমেশ্বরের নাম।

পাঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল "অলখ নিরঞ্জন ॥"

**অলভ্যের বাণিজ্য কচ্‌কচি সার।** রবীন্দ্র—কথা ও কাহিনী ( বন্দী বীর )।

যাহাতে যৎসামান্য লাভ থাকে এরূপ ব্যবসায় করা বিড়ম্বনা।

>সামান্য বিষয় লইয়া কেবল বিস্তর বকাবকি করিয়া মাথা খারাপ করাই সার হয়,—ফল বিশেষ কিছু হয় না।

**অলমতিবিস্তরেণ।** ( সং )

অধিক ( বলিবার, লিখিবার বা করিবার ) প্রয়োজন নাই।

এই সংস্কৃত বাক্য বাংলা ভাষায় লিখিত পত্রেরও উপসংহারে যোগ করার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল, অধুনা বিরল।

"তোমাকে আর একটু জিন অ্যাণ্ড লাইম দেবে, মিনি সাহেব?" হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকর।

গ্লাসে তখনও অর্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেন, "অলমতি বিস্তরেণ।" যাযাবর—দৃষ্টিপাত।

**অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, আর ছোটলোকের খোশামোদ করা।**

তামাকের কলিকায় আগুন কম থাকিলে ভালো ধোঁয়া হয় না, বেশী জোরে জোরে টান দিয়া অতি কষ্টে ধূমপান করিতে হয়। সেইরূপ ছোট-লোকের কাছে কাজ আদায় করিবার জন্য তাহার খোশামোদ করা সহ্য হয় না।

**অল্প আগুনে শীত হরে, বেশী আগুনে পুড়িয়ে মারে।**

আগুনের তাপ অল্প হইলে আরামদায়ক হয়, তাহা শীত দূর করে; কিন্তু তাপ বেশী হইলে আরাম হয় না, ক্লেশ হয়।

সকল বস্তুই মাত্রাভেদে ভালো বা মন্দ হইয়া থাকে।

**অল্প জলে পুঁটিমাছ ফর্ ফর্ করে।**

**অল্প জলের তিতো পুঁটি, তার এত ফট্‌ফটি!**

তু° গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।

পুঁটিমাছ অতি ক্ষুদ্রকায়, অগভীর জলে বাস করে, তাহার উপর তিক্তস্বাদ,—তাহার গর্ব করিবার মত কিছুই নাই। তথাপি তাহার অহমিকা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান,—যেখানে অল্প জল, সেইখানে সে ফর্ ফর্ করিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করে!

লক্ষ° গুণহীন নগণ্য ব্যক্তি স্বীয় অলীক মহত্ব প্রকাশের জন্য বিশেষ যত্নবান হয়।

**অল্প জলের মাছ।**

যে মাছ অগভীর জলে থাকে, সুতরাং ক্ষুদ্রকায়।

লক্ষ° যে ব্যক্তির কোনো প্রকার যোগ্যতা নাই। নগণ্য।

লোকটা নেহাৎ অল্প জলের মাছ দোকানে খাতা লিখে সামান্য দশ-বিশ টাকা রোজগার করে,—সে আর কতদিন মকদ্দমা লড়তে পারবে?

তু° পুঁটিমাছের প্রাণ। চুনোপুঁটি। বিপ° অগাধ জলের মাছ।

**অল্প ধনে মহাজনী করে, খাতক থাকতে মহাজন মরে।**

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেজারতি করিয়া শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং খাতকের দুরবস্থা হয়। কিন্তু মূলধন অল্প হইলে বিপরীত পরিণাম দেখা যায়। কারণ খাতকদের নিকট অনেক টাকা বাকি পড়িয়া থাকায় মহাজনের সর্বনাশ হয়।

**অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।**

সামান্য বিদ্যালাভ করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতে গেলে অনর্থ ঘটে।

তু° নীম হকীম খতরে জান।

A little learning is a dangerous thing.

**অল্পবিদ্যো মহাগর্বী।** ( সং )

যাহার সামান্যমাত্র বিদ্যা আছে সে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া থাকে।

**অল্প বৃষ্টিতে কাদা, বেশী বৃষ্টিতে সাদা।**

সামান্য একটু বৃষ্টি হইলে জল বাহির হইয়া যাইতে পায় না, মাটির সঙ্গে মিশিয়া কাদা হয়। কিন্তু বেশী বৃষ্টি হইলে জলের স্রোত বহিয়া যায়, তাহাতে কাদা ধুইয়া বাহির হইয়া যায়।

লক্ষ০ শোকের সময় অধিক ক্রন্দন করিলে শোকের উপশম হয়, অল্প ক্রন্দনে তাহা হয় না।

**অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি।** চাঁদি = ব্রহ্মতালু।

বাঁদী ( ক্রীতদাসী ) বহু অত্যাচার সহিয়া যায়, কিন্তু সামান্য মার খাইলে কাঁদিয়া ভাসায়। মুটে অল্প ভার বহিতে কাতর হয়, কিন্তু বড়ো বড়ো ভার অনায়াসে বহন করে।

অল্প ক্লেশও অবস্থাবিশেষে অসহ্য হইতে পারে।

**অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।**

অল্প শোক পাইলে মানুষের মনে যে দুঃখ হয় তাহা নানারূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। কিন্তু অত্যধিক শোকের দুঃখ এত গভীর যে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে না, পাথরের মত নিশ্চল হইয়া পড়ে।

একটা চলিত কথা আছে, 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছিল। দুঃখের বেগ ক্রমে সহনীয় সীমায় আসিলে বিশ্বনাথ দেখিলেন, অর্থ ভিন্ন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়।

ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি।** ( মেয়েলী )

অগ্রহায়ণ মাসে বাংলার হিন্দু কুমারীদিগের পালনীয় সেঁজুতি ( সাঁঝবাতি > ) ব্রতের ছড়ার একাংশ।

অশথ গাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়া নিকটবর্তী ইমারতাদির অনিষ্ট করে। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে অশথ গাছ কাটা নিষিদ্ধ। তথাপি অসমসাহসিক ব্যক্তি বসতবাটী নির্মানের জন্য অশথ গাছ কাটার মত গর্হিত কার্য করিতেও পশ্চাদ্পদ হয় না। সেইরূপ নারী তাহার সপত্নীকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার রক্ত দিয়া পায়ে আলতা পরিতেও ইতস্ততঃ করে না।

নারীর সপত্নীবিদ্বেষ এত প্রবল যে নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য সপত্নীর সকল প্রকার অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত।

মৃত্যুর পর তাঁহা-হীন গৃহেও অন্য নারীর প্রবেশকল্পনা, তাঁহার স্বামীর প্রতি অপরের অধিকারস্থাপন-চিন্তা, একটুও তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় না ! কি প্রবল সপত্নীবিদ্বেষই স্ত্রীলোকেরা মনের মধ্যে পোষণ করে ! তা এই সঙ্গে মনে পড়িল, ইঁহারাই না ব্রত করিয়া থাকেন, "অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি ?"

অনুরূপা দেবী—উল্কা ।

**অশথের ( বটের ) ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।** ( মেয়েলী )

বট বা অশথের ঘন পাতার ছায়া যেমন নিবিড় ও শীতল হয় সকল গাছের ছায়া তেমন হয় না । মায়ের স্বাভাবিক অপত্যস্নেহেরও তুলনা নাই ।

**অশিক্ষিত-পটুত্ব।**

*কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়াও নৈপুণ্য লাভ ।*

পণ্ডিত-বংশে জন্ম বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় উত্তরাধিকারসূত্রে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' জন্মিয়াছে,—অর্থাৎ 'না পড়ে পণ্ডিত' হইয়া পড়িয়াছি ।

**অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিবার তরে।**　　　　ললিত বন্দ্যো৹—পাগলা-ঝোরা ।

(১) ঘোটকী ও গর্দভের যৌন মিলনের ফলে অশ্বতর ( খচ্চর ) নামক পশুর উৎপত্তি। কিন্তু এই জাতীয় পশুর প্রজননশক্তি থাকে না। অশ্বতরী যদি দৈবাৎ গর্ভধারণ করে, প্রসবকালে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । সুতরাং অশ্বতরী গর্ভধারণ করিয়া নিজেরই সর্বনাশ সাধন করে ।

(২) অশ্বতরী = কাঁকড়া । কাঁকড়ার বাচ্চা মায়ের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হয়—এইরূপ কিংবদন্তী আছে ।

লক্ষ৹ বিপজ্জনক কার্য করিলে তাহার কুফল অনিবার্য ।

রাজা নীলধ্বজ পুত্র প্রবীরকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিবার তরে । অর্জুন অজেয়, তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ।"

**অশ্বত্থামায় নমঃ।** ( সং )

দ্রোণাচার্য-পুত্র অশ্বত্থামার মস্তকে সহজ-মণি ছিল । তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিতাবস্থায় বধ করায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা জন্মে । তিনি অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় মস্তকস্থ মণি দান করেন । অশ্বত্থামা সপ্ত চিরজীবীর অন্যতম । তাঁহার মস্তকের ক্ষতস্থান তৈলসিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, অঙ্গে তৈল মর্দনের সময় ভূতলে কয়েকবিন্দু তৈল নিক্ষেপের প্রথা প্রচলিত আছে ।

"ঐ যা, 'অশ্বত্থামায় নমো' বলে মাটিতে তেল ছিটুলে না তো বাবা ? তুমি কেমন রোজই ভুলে যাও…।"　　　　বিভূতি মুখো৹—স্বর্গাদপি গরীয়সী ।

**অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। ( সং ) ক্ষেং হতগজ।**

অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সপ্তরথীর অন্যতম এবং রথিগণের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্যের পুত্র। দ্রোণাচার্যকে তগ্নোৎসাহ করিতে না পারিলে পাণ্ডবগণের জয়ের আশা নাই দেখিয়া যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইল যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হইয়াছে। দ্রোণাচার্য এ কথার যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য রণক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডবপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হস্তী অশ্বত্থামার মৃত্যু হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির দ্রোণকে বলিয়াছিলেন—"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।" অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইয়াছে। কিন্তু "ইতি গজঃ"—শেষের এই দুইটি শব্দ অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও আবার রণবাদ্যের তুমুল রোলে চাপা পড়িয়া যাওয়ায়, দ্রোণের কর্ণগোচর হইল না। তিনি পুত্রের মৃত্যু সাব্যস্ত করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

প্রকৃত ব্যাপারের একাংশ প্রকাশ ও একাংশ গোপন করিয়া প্রতারণার চেষ্টা। সত্যের অপলাপ। মিথ্যাকে কৌশলে সত্য বলিয়া প্রচার।

**অষ্টবসু।**

শিবের অনুচরশ্রেণী বিং, সংখ্যায় আটজন,—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

>বসু শব্দ 'আট' সংখ্যার সংকেতরূপে পূর্বে ব্যবহারের রীতি ছিল —অধুনা লুপ্ত।

বসুগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে অপহরণ করার অপরাধে তৎকর্তৃক মনুষ্যজন্ম গ্রহণের অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর পত্নী গঙ্গাদেবী ইঁহাদিগকে একে একে গর্ভে ধারণ করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা অনতিবিলম্বে মানবদেহ পরিত্যাগপূর্বক দিব্যলোকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র প্রভাস ( বা প্রভব ) যিনি অপহরণ-দোষে সর্বাপেক্ষা অধিক দোষী ছিলেন, তিনি দেবব্রত ও পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হইয়া দীর্ঘকাল নরলোকে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

**অষ্টম-খষ্টম মিটিয়ে, তবে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার।**

অষ্টম—১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন ( রেগুলেশন ), যাহার বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে জমিদারের দেয় রাজস্ব জমা না দিলে জমিদারি লাটে উঠিত বা নিলাম হইত। খষ্টম—সহং শব্দ। নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার—যে কোষ্ঠী নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেইরূপ আর একটি নূতন কোষ্ঠী প্রস্তুত করানো।

যথাসময়ে অষ্টমের খাজনা মিটাইয়া দেওয়ার গুরু দায় হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করণীয়। নষ্টকোষ্ঠী প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক হইলেও, কিছু বিলম্ব ঘটিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য সর্বাগ্রে করণীয়।

সকল কর্মের অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়।

টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**অষ্টম গর্ভের সন্তান।**

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান।

> বাংলাদেশে প্রচলিত বিশ্বাস যে অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মাত্রেই কোনো না কোনো ( ভালো কিংবা মন্দ ) অসাধারণত্ব বিদ্যমান থাকে।

**অষ্টমঙ্গলা।**

হিন্দু দেবদেবীর লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনার্থে রচিত যে কাব্য ( যথা, চণ্ডী-মঙ্গল, মনসামঙ্গল ) সভাস্থলে গীত হইত তাহা মঙ্গলগান নামে পরিচিত। মঙ্গলগান মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া আট দিন ধরিয়া দুই বেলায় মোট ষোলো পালায় শেষ হইত। এজন্য মঙ্গলগান অনুষ্ঠানের নাম অষ্টমঙ্গলা।

**অষ্টম প্রহর।** অষ্টপ্রহর > অপ০ = এক অহোরাত্র।

আটপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান।

**অষ্টমের পেয়াদা।**

সরকারী পেয়াদা, যাহারা খাজনা আদায় করিতে নানা অত্যাচার করিত। কঠোরভাবে কর্তব্য পালনকারী।

পূর্ব্বে কলকেতার বারোইয়ারী চাঁদা সাধারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাধার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন। কালীপ্রসন্ন—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

দ্র০ ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনা।

**অষ্টরম্ভা।**

হিন্দুর দেবপূজাদিতে ব্যবহৃত হইলেও, কদলী অযাত্রিক বলিয়া গণ্য। অষ্ট শব্দ যোগে আধিক্যের অর্থ। অথবা, অষ্টসিদ্ধির বিপরীত—অসিদ্ধি, ব্যর্থতা।

>ফাঁকি। শূন্য। কিছুই না।

কুঞ্জ কহিল,—বলি, চা'ল ডা'ল কিছু এনেছ, না অষ্টরম্ভা! সেই কখন থেকে উনুন পেতে, জল তুলে, শুকনো পাতা কুড়িয়ে সব ঠিকঠাক করে' বসে' আছি। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—আকস্মিক।

**অসইরণ সইতে নারি,**
**থালায় জল রেখে ডুবে ( সিকেয় ব'সে ঝুলে ) মরি।**

অসইরণ = অসহনীয় আচরণ।

কাহারও অন্যায় অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলে তাহা এত অসহ্য বোধ হওয়া যে ঘৃণায়, লজ্জায় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। সে আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, কালবিলম্ব না করিয়া যে কোনো অদ্ভুত অসম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিতেও দ্বিধাবোধ হয় না।

৪র্থ পুরস্ত্রী। ও মা, এর নাম কি ঝুমকো বলে,
দেখে গা জ্বলে!
কানে-কানে এমন ভারি জিনিষ সয়,
অইসরণ সইতে নারি তাই বকে মরি,
এমন হেলার জিনিষ না দিলেই নয়! গিরিশ—সীতার বিবাহ।

**অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল।**

মন্দ কার্য করিলে তাহার ফল শুভ হয় না, বিপরীত ফল অশুভই ঘটে।

**অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ।**

কুলোকের সংসর্গে থাকিলে স্বভাব নষ্ট হয়, অন্য নানা অনিষ্টও ঘটে।

তু° খোটী সংগত বৈঠকে, কটে নাক ওর কান।

Evil company breeds ill manners.

**অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।** (সং) চাণক্য।

মূল অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টাশ্চ মহীভৃতঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ॥

যে ব্রাহ্মণ স্বীয় দীন অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, সে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সর্বনাশ সাধন করে।

**অসময়ে না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।**

সকল বৃক্ষেরই ফল ধরিবার নির্দিষ্ট সময় থাকে, অসময়ে ফল হয় না।

>সকল কার্যেরই উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রাপ্তি হয়।

এই তো ক'দিন চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে, এখনই এখনই তার ফলাফল কি আর বোঝা যাবে? অসময়ে না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।

**অসময়ের বন্ধুই বন্ধু।**

দুঃসময়ে যে সাহায্য করে সেই প্রকৃত বন্ধু, সুসময়ে যে বন্ধুত্বের ভাব দেখায় কিন্তু প্রয়োজনের সময় কোনো উপকারে লাগে না, সে প্রকৃত বন্ধু নয়।

তু° A friend in need is a friend indeed.

**অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যম্।** (সং)

মূল অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানিয়ম্ গীতং গায়তি বানরঃ॥

কোনো অসম্ভব ঘটনা সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস জন্মিলেও অপরকে তাহা বলা উচিত নয়, কারণ সে তাহা বিশ্বাস করিবে না।

**অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্বাক্যম্।** ( সং ) রামায়ণ।

মূল বরং রামশরো গ্রাহ্যো নচবৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্বাক্যম্ মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ॥

জ্ঞাতির দুর্বাক্য মেঘমুক্ত রৌদ্রের ন্যায় প্রখর ও অসহ্য হয়।

**অসার খলু সংসারঃ।** ( সং ) হলায়ুধ—ধর্মবিবেকঃ।

মূল অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

এই জগৎ-সংসারে সমস্তই অসার।

**অসারে খলুসংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।** ( সং )

মূল +হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহাদধৌ॥

ব্য০ অসার সংসারের মধ্যে শ্বশুরালয়ই শ্রেষ্ঠ স্থান।

আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ অন্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি, হিমালয়ে হর॥

**অসারে জল সার।** ভারত—বিদ্যাসুন্দর

( ১ ) অপদার্থ বস্তুতে কোন সার পদার্থ থাকে না, যাহা থাকে তাহা জলের মত নিগুর্ণ।

( ২ ) ঔষধে যখন রোগমুক্তি হয় না তখন জলের মত অসার বস্তুর উপরেও মানুষ নির্ভর করিয়া থাকে।

**অসারের তর্জন-গর্জন সার।**

দুর্বল ব্যক্তি উচ্চ চিৎকার ও আস্ফালনের দ্বারা কেবল ক্রোধ প্রকাশ করিতেই পারে, কার্যতঃ কোন অনিষ্ট করিবার শক্তি তাহার থাকে না।

তার হাঁকডাক দেখেই ভয় পেয়ে গেলে! জান না অসারের তর্জন গর্জন সার, তার বেশী কিছু পারে না।

**অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥** ( সং )

মূল অতিথি বালকশ্চৈব রাজা ভার্যা তথৈবচ। +

আছে কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া অন্যায় ও অসঙ্গত আবদার।

**অস্থিত পঞ্চক। অস্থিত পঞ্চম। অস্থির পঞ্চক।**

পাটীগণিতে পাঁচটি রাশি সংক্রান্ত অতি দুরূহ অঙ্কবি০, যাহা কষিতে গিয়া চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে।

> সংকটে পড়িয়া অস্থির বা উদ্‌ভ্রান্ত।

এই মাস তিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা করিতে পারে। এর ওর মেসে তো সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। বিভূতি বন্দ্যো৹—অপরাজিত।

**অহংকার করিলেই পড়িতে হয়।**

অত্যধিক অহমিকা বা গর্বের পরিণামে পতন অবশ্যম্ভাবী।

তু৹ Pride goeth before fall.

**অহং ব্রহ্মোঽস্মি।** ( সং ) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

আমি ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য তিনি ও আমি অভিন্ন। আমি পরব্রহ্মের অন্তর্গত। বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

**অহিংসা পরমো ধর্মঃ।** ( সং )

অহিংসা = জীবহত্যা হইতে বিরতি।

অহিংসা ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের মূল নীতি।

বুদ্ধদেবের দুর্ব্বোধ্য ঈশ্বরবাদ বা অবোধ্য নিরীশ্বরবাদ ও নির্ব্বাণতত্ত্ব, তখন কতিপয় তার্কিকের বাদ প্রতিবাদের উপকরণে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার সার ও নির্য্যাস স্বরূপ—সেই 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মের' ঝঙ্কার কার্য্যতঃ থামিয়া গিয়াছিল। আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা-চরিত।

**অহিনকুল সম্বন্ধ।**

নকুল সর্পের যম, উভয়ের মধ্যে স্বভাব-বৈরতা চিরকাল বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

লক্ষ৹ পরস্পরের মধ্যে চিরশত্রুতার সম্পর্ক।

সভ্যতার সহিত কবিত্বের খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিতাকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। রামেন্দ্রসুন্দর—নানা কথা।

**অ্যাং যায়, চ্যাং যায়, খল্‌সে ( + বুড়ী ) বলে আমিও যাই।**

চ্যাং—লেটা মাছের মত একরকম ছোটো মাছ। অ্যাং—সহ৹ শব্দ।

চ্যাং ই৹ ছোটো ছোটো মাছকে দ্রুতবেগে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া শান্তপ্রকৃতি খল্‌সে মাছেরও তাহাদের সঙ্গে যাইবার আকাংক্ষা।

>সমর্থ ব্যক্তিকে অনুকরণ করিবার জন্য অক্ষম অসমর্থ ব্যক্তির আগ্রহ।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

# আ

**আইনের ফাঁকি।**

সামাজিক, নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ লংঘন করিবার কৌশল। কোনো নিয়মের আক্ষরিক পালন, কিন্তু কার্যতঃ লংঘন।

নৌকায় ছত্রিশ জাতের লোকের মাঝখানে ব'সে ভট্টাচার্য মহাশয় ফলার করলেন, তাতে দোষ হলো না—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই কিনা! ওঁদের শাস্ত্রে যেমন বিধি-নিষেধের বজ্র-আঁটুনি আছে, তেমনি আইনের ফাঁকির ব্যবস্থাও আছে বেশ।

তুং Legal fiction.

**আইবুড়ো নাম খণ্ডানো (ঘুচানো)।**

বিবাহের ফলে 'আইবুড়ো' নামের গ্লানি দূর হওয়া।

যে বিবাহের ফলে কেবলমাত্র অবিবাহিত নামটাই রহিত হয়, অন্য কোনো লাভ বা পরিবর্তন ঘটে না। নামেমাত্র বিবাহ।

মেয়েটার বিয়ে যাহোক একটা দিতেই তো হ'বে? আর কিছু না হয়, আইবুড়ো নামটা না ঘুচালে সমাজে যে ঠাঁই হ'বে না।

**আইবুড়ো পথ বদলানো।**

বর আইবুড়ো অবস্থায় যে পথ দিয়া বিবাহ করিতে যায়, বিবাহের পর সে পথে না ফিরিয়া অন্য পথে আসিবার নিয়ম আছে।

আইবুড়ো অবস্থা শেষ করিয়া নূতন বিবাহিত জীবন আরম্ভ করা।

**আউলিয়া গাড়ে পড়ে, ব'সে থাকতে প্রাণে মরে।**

আউলিয়া—অস্থির, উচ্ছৃংখল, ছটফটে। গাড়=গর্ত, খানা।

পাং আউলিয়া বাঘ জালে পড়ে।

অস্থির প্রকৃতির লোক শান্তিতে থাকিতে পারে না এবং তাহার ফলে বিপদে পড়িয়া যায়।

**আউশ ধানের চাল, আর ঠাকুরঝির গাল।** (মেয়েলী) গাল=গালি।

আউশ ধানের চাউল মোটা ও বিস্বাদ হয়। ননদের মুখের গালাগালিও সেইরূপ পীড়াদায়ক।

ননদের কটুবাক্য সহ্য হয় না।

**আউশ ফুরালে আমন।** পাং যখনকার যেমন, +

(১) আউশ ধান কাটা হইলে তাহার পরেই আমন ধানের চাষ আরম্ভ হয়, মাঠ বেশীদিন পতিত থাকে না।

একটার পর আর একটা কাজ চলিতে থাকা।

আমার কি আর এক দণ্ডও ছুটি আছে দিদি, একটা না একটা কাজ আছেই,—আউশ ফুরালেই আমন।

(২) আউশ ধান ফুরাইলে ভবিষ্যতে আমন ধান ফলিলে তাহা দিয়া ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি।

>মিথ্যা আশা দিয়া ভুলাইয়া রাখা।

**আউশেও যা, পৌষেও তা।**

আউশ ধানের চাউল খাইয়া যে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, পৌষ মাসে আমন ধানের সময়েও তেমনি কষ্ট।

কোনো অবস্থাতেই সুখভোগ হয় না—এরূপ দুরদৃষ্ট।

**আঁকু পাঁকু করা।**

জলে ডুবিবার সময় প্রাণভয়ে অত্যধিক অঙ্গ-সঞ্চালন করা।

উদ্‌বেগের আতিশয্যে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা বা ছটফটানি।

"মা, নিজের দোষে কষ্ট পাও কেন? বউরা রয়েছে, সবাই রয়েছে, কেউ ছেলেমানুষ নয়, ওরা করছে কর্ম্মাচ্ছে, কেন তুমি এত আঁকুপাঁকু কর বল দিখিনি? প্রভাত—রমাসুন্দরী।

**আঁকে (এঁকে) কাটা।**

যাহার উপর বিদ্বেষ আছে তাহাকে নিকটে না পাইলে তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া এবং তাহা কাটিয়া আক্রোশ প্রকাশ করা।

তুং কুশপুত্তলিকা দাহ।

**আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর।**

যাহার উপর দারুণ বিদ্বেষ তাহার মঙ্গলসাধন করা।

যিনি আমাকে সর্বস্বান্ত ক'রে পথে বসিয়ে ছেড়েছেন, তিনি আজ দয়া করে আমার চাকরি ক'রে দেবার জন্যে ব্যস্ত। আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর!

**আঁচল ধ'রে বেড়ানো।**

পত্নীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ানো।

নিজ ব্যক্তিত্ব হারাইয়া পত্নীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

হরিপদ তো বউয়ের আঁচল ধরে বেড়ায়,—তার কথায় ওঠে বসে; তার কাছে আর কি পরামর্শ নেবে!

তুং Tied to the apron-string.

**আঁচলে সোনা থাকলে বচনে দেখা যায়।**

যাহার কাছে ধন আছে তাহার কথায় ও আচরণে ধনগর্ব প্রচারিত হয়।

তুং যার টেঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।

**আঁত ভারী, তো মাথ ভারী।**

গুরু ভোজনে মাথা ভারী বোধ হয়, অর্থাৎ দেহে আলস্য আসে, ঘুম পায়।

**আঁতুড় আগলানো।** ( মেয়েলী )

সূতিকাগারে নবজাত শিশুকে একেলা রাখিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ, কেহ না কেহ প্রহরায় নিযুক্ত থাকে।

লক্ষ০ কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও বাধ্য হইয়া একস্থানে আটক থাকা।

শাশুড়ী রান্না করতে করতে হেঁসেল ফেলে কোথায় পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন,—কাজেই আঁতুড় আগলে ব'সে আছি।

**আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারা।** ( মেয়েলী )

সদ্যোজাত শিশুর জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ থাকে যে, মুখে লবণ গুঁজিয়া দিলে তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে।

দুর্বল অসহায় শিশুকে হত্যা করিবার সহজ উপায়।

পেটের ছেলে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে তা কি জানি? তাহলে তো আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতাম।

**আঁতে ঘা দেওয়া।**

সং অন্ত্র ( নাড়িভুঁড়ি ), অথবা অন্তর ( মন, মর্মস্থল ) > আঁত।

কঠোর বা তীক্ষ্ণ বচন-প্রয়োগে মর্মব্যথা দেওয়া।

তু০ To give home thrust. To touch a person on the raw.

**আঁতে তিতো, দাঁতে নুন, পেট ভরে তিন কোণ,**
**এ-বেলা ও-বেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?**

স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ নিয়ম ঃ—যে ব্যক্তি আঁতে ( অন্নবহা নাড়ী অর্থাৎ পাকস্থলিতে ) তিক্তরস বস্তু ( নিম, পলতা, চিরাতা ই০ ) দেয়, অর্থাৎ ভোজন করে, লবণ দ্বারা দন্তমঞ্জন করে, পাকস্থলির তিনচতুর্থাংশ অন্ন-ব্যঞ্জনে পূর্ণ করে ( গণ্ডেপিণ্ডে খায় না ), এবং সকাল-সন্ধ্যা মলত্যাগ করে তাহাকে চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

তু০ খায় না খায় সকালে নায় ই০। চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ ই০।

आँता तीता दाँता नोन, पेट भरन को तीन ही कोन,
आँखे पानी, काने तैल, कहे घाघ बैदाइ गैल।

**আঁতে পড়লো ঘা, তো ড্যাবডেবিয়ে চা।**

মনে আঘাত পাইয়াছ তো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকো,—অক্ষমের প্রতি প্রযোজ্য পরামর্শ।

অক্ষমকে অসহায়ভাবে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

**আঁতে-পুতে চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই।**

আঁতে < সং ( আত্ম ) = নিজে, স্বয়ং। সোদর = সহোদর।

পুত্র পিতার আজ্ঞাবহ হয়, তাই পুত্রের সহকারিতায় চাষের কাজ ভালো হয় ; পুত্রের অভাবে সহোদরের সাহায্য লইলেও চলে।

নিঃসম্পর্কীয় লোকের সাহায্যে চাষবাস ভালো হয় না।

**আঁধার ঘরে চাঁদের আলো। আঁধার ঘরের মাণিক।**

অন্ধকার গৃহে চাঁদের আলো প্রবেশ করিলে অন্ধকার দূর হয়। রত্ন স্বীয় জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত করে।

নিরানন্দ জীবনে যে আনন্দ দান করে।

আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে বাছা আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠছে ; ওই এই দুঃখিনী বিধবার আঁধার ঘরে চাঁদের আলো।

তু০ অঁধেরে ঘরকা উজলা।

**আঁধার ঘরে সাপ, তো সকল ঘরেই সাপ।**

পা০ আঁধার ঘরের সাপ সকল ঘরে।

অন্ধকার ঘরে যদি সাপ বাহির হয়, অপর ঘরে, যেখানে আলো আছে' সেখানেও সাপের ভয় হয়; সামান্য কারণে বা বিনা কারণেও ভয় জন্মিতে পারে।

**আঁধারে আসে জ্যোৎস্নায় যায়, তার নরক হাতে হাতে পায়।**

চোর চুরি করিয়া ধন আনে এবং উৎসব-ব্যসনে ব্যয় করে ; তাহার পাপের দণ্ড অবিলম্বে ভোগ করিতে হয়।

**আঁধারে ছাঁই খাওরা।** ছাঁই = পিষ্টকাদির ভিতরের মিষ্ট পুর।

মিষ্ট দ্রব্য অন্ধকারেও মিস্ট লাগে।

তু০ গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি।

**আঁধারের পর আলো।**

দুর্দিনের পর সুদিন আসে, দুঃখের পর সুখ।

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।
( তোরা ) নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি আঁধার পেরিয়ে আলা।। [ চণ্ডিদাস।

**আঁষ-ভাত খাওয়া।** ( মেয়েলী ) আমিষ > আঁষ।

হিন্দু বিধবার পক্ষে মৎস্যাদি আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ। সুতরাং আঁষ-ভাত খাইতে পাওয়া এয়োতির লক্ষণ এবং তাহা সধবা নারীর একান্ত কাম্য।

"কুলিনে আর কাজ নেই, কুলিনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, বংশজেরা বিয়ে কর্ত্তে মেয়ে পায় না, তাদের ঘরে পড়লে মেয়ে আমার সোয়ামির ভিটেয় আঁশভাত খেয়ে সুখে থাকবে।" চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**আঁস্তাকুড় ঘুরে এসে বিছানায় পা তোলা।**

অশুচি অবস্থায় পবিত্র স্থানে গমন।

তু০ রাস্তা বেড়ানো কাপড়ে ঠাকুর-ঘরে ওঠা।

**আঁস্তাকুড়েও চাঁদের আলো।**

চাঁদ উঠিলে তাহার আলোক আঁস্তাকুড়ের মত জঘন্য স্থানেও পড়ে।

লক্ষ০ ঈশ্বরের করুণা সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়।

**আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙড়।** চাঙড় = ডেলা।

কুস্থানে অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকা উৎকৃষ্ট বস্তু।

**আক আর সরষে,—না পিষলে রস কিসে?**

কঠোর ব্যবহার না করিলে অপরের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যায় না।

**আক-ক্ষেত থাকতে সেলামালি নেই।**

ইস্‌লামীয় প্রথায় অভিবাদনে আস্‌সালাম আলয়কুম >সেলামালি।

চাষীর দখলে আকের ক্ষেত যতদিন থাকে সে কাহাকেও মান্য করে না।

হীন ব্যক্তির সচ্ছল অবস্থা হইলে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

**আকগাছটি দিয়ে মারলে কি মিষ্টি লাগে?**

আকের ভিতরে মিষ্টরস থাকে, কিন্তু সেই আক দিয়া প্রহার করিলে মিষ্ট লাগে না,—ক্লেশই হয়।

লক্ষ০ সরস বিদ্রূপ-বচনেও মনে আঘাত লাগে।

**আকগাছটি দেয় না, শেষে গুড়পেয়েটা দেয়।**

পেয়ে—বড়ো কলসী, জালা।

যাচককে স্বেচ্ছায় একগাছা আকও দিতে চায় না, কিন্তু পরে উৎপীড়নের ভয়ে জালাভরতি গুড় পর্যন্ত দিতে হয়।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

তু০ আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই-বাছুর।

**আক ছেঁচ্‌তে কুক্‌শিমের কথা।**

কুকুরশোঁকা >কুক্‌শিমা; লোমশ পত্রবিশিষ্ট বন্য গাছ বি০, যাহার পাতা ছেঁচিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আক ছেঁচিয়া রস বাহির করিতে করিতে কুক্‌শিমের পাতা ছেঁচার কথা মনে পড়িয়া গেলে, তাহারই আলোচনা করিতে থাকা।

লক্ষ০ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা।

কি কথা থেকে কি কথা এলো,—আক ছেঁচতে কুক্‌শিমের কথা!

তু০ ধান ভানতে শিবের গীত।

**আকড়ের বিষ, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না।**

আকড়ের—কড়ি (মূল্য) না দিয়া পাওয়া।

বিনামূল্যে বিষ পাইলে লোভে পড়িয়া তাহা খাইতে ইচ্ছা হয় অথচ ভয়ে খাইতেও পারা যায় না। উভয় সংকটে পড়।

তু০ সাপের ছুঁচো গেলা।

**আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।**

আকন্দ—বিষাক্ত ফল বি০, যাহা ফাটিয়া একপ্রকার তুলা বাহির হয়।

আকন্দ স্বচ্ছন্দজাত অতি সাধারণ বৃক্ষ, কিন্তু তাহা বিষাক্ত। আকন্দ ফুলে যদি মধু থাকিত তাহা অতি সহজলভ্য হইত, মধু সংগ্রহের জন্য পর্বতাদির মত দুর্গম স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

লক্ষ০ গুণহীন ব্যক্তির নিকট কোনো উপকার পাওয়া যায় না বলিয়াই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়।

শাস্ত্রীয় বিধান নিতে হয় তো শিরোমণি মশায়ের কাছে যাও। পুরুত ঠাকুরের সম্বল তো পাঁজি আর নিত্যকর্মপদ্ধতি, তাঁর কাছে ব্যবস্থা পেলে আর ভাবনা কি ছিল। আকন্দে যদি মধু পাই ই০।

**আকবাড়ীর কুকুশিমে—তার রসের নাই সীমে।**

বন্য কুকশিম আকের ক্ষেতে জন্মিয়া আপনাকে আকের সমকক্ষ জ্ঞানে মিথ্যা গর্ব করে যে, তাহার ভিতরেও প্রচুর মিষ্টরস আছে।

লক্ষ০ মহতের আশ্রিত হীন ব্যক্তি অলীক মহত্ত্বের গর্ব করে।

**আক হোক মিষ্টি, শিকড় নয় ইষ্টি।**

আক মিষ্ট বটে, কিন্তু সে কারণে শিকড়ে মিষ্ট গুণ বর্তে না।

লক্ষ০ মহতের সহিত সম্পর্ক থাকিলেই কেহ মহৎ হয় না।

**আকাঁড়া চালের মাঝখানে দোকান।**

হাটে যে সকল দোকান বসে তাহার মধ্যস্থলে আকাঁড়া চাউলের দোকান প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ০ নিকৃষ্ট বস্তুকে অযথা মর্যাদা দান।

তু০ চোদ্দশাকের মধ্যিখানে ওল পরামাণিক।

**আকাঁড়া জোয়ান।**

আঁকাড়া=যে চাউল কাঁড়িয়া ( ঢেঁকিতে ভানিয়া ) পরিস্কৃত হয় নাই।

>যে মানুষ প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত ও অবাধে বর্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে, ভদ্র সমাজের সংস্পর্শে সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হইয়া ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে নাই।

**আকাট মূর্খ।**

কাঠের মত স্থূল বা জড়বুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

"জামাই যেন দিন দিন মাথায় উঠে বস্‌চে। কি আকাট মুখ্যুর হাতেই মেয়ে দিইচি।" অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**আকাঠা নায়ের সাজ বেশী।** আকাঠা—অসার কাঠের নির্মিত।

নিকৃষ্ট কাঠে তৈয়ারি নৌকার সাজসজ্জা অধিক হয়।

লক্ষ০ নিকৃষ্ট বস্তুর বাহ্য আড়ম্বরই সার।

**আকার-ইঙ্গিত।**

দেহের বাহ্য লক্ষণে বা চোখমুখের ভাবে মনোভাবের আভাস।

তিনি যে আমার প্রতি এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা তাঁহার কথাবার্তায় প্রকাশ পাইল না, আকারে-ইঙ্গিতেও কিছু বোঝা গেল না।

**আকার-প্রকার।**

দেহের বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতি ; চাল-চলন ; ধরণ-ধারণ।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম !
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম ;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা' কিছু ভেদ। রবীন্দ্র—মানসী (বঙ্গবীর)।

**আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ।** (সং) কালিদাস—রঘুবংশম্‌।

মূল আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভ সদৃশোদয়ঃ॥

রাজা দিলীপের গুণবর্ণনায়ঃ—তাঁহার আকার যেমন শ্রেষ্ঠ তাঁহার বুদ্ধিও তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ ছিল।

যেমন চেহারা তেমনই বুদ্ধি।

ব্য০ স্থূলকায় বা কদাকার ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার ইঙ্গিত।

বিশ্বম্ভর বাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মোসাহেবের দল সম্ভব-অসম্ভব যত কিছু বলিতেছে তাহাই নির্বিচারে মানিয়া লইতেছেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না—আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ!

**আকাল গেলো সুকাল এলো, খেয়ে কাঁঠালের কোষ ;**
**এখন কি বলে পালাবে বোনপো, দিয়ে মাসীর দোষ ?** (মেয়েলী)

পা০ আকাল গেল, সুকাল এল ; কত দোষ দিয়ে বোনপো গেল।

অকাল >আকাল = দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ।

দুঃসময়ে অভাবের তাড়নায় মাসীর আশ্রয়ে গিয়া বাস করা এবং

পরে দুর্দিন কাটিয়া সুদিন আসিলে আশ্রয়দাত্রীর মিথ্যা নিন্দা করিয়া চলিয়া যাওয়া। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত।

**আকালে কি না খায়!**

দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে লোকের খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকে না, জীবন ধারণের জন্য যাহা পায় তাহাই খায়।

তু॰ काल पड़े पैं कुदवाँ मीठ।

**আকালের বারি,—মায়ে আর ঝিয়ে জল খেয়েই মরি।** (মেয়েলী)

জলাভাবের সময় জল পাইলে অত্যধিক পান করিয়া ফেলে।

লক্ষ॰ যে বস্তুর অভাব তাহা পাইলে সংযম রক্ষা করা যায় না।

**আকালের ভাত যুগের খোঁটা।**

দেশে অন্নকষ্ট হইলে যে ব্যক্তি অপরকে অন্নদান করে সে চিরকাল সেই উপকার স্মরণ করাইয়া উপকৃত ব্যক্তিকে লজ্জা দিয়া থাকে।

যাহার নিকট সামান্যও উপকার পাওয়া যায়, চিরজীবন তাহার নিকট হীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে হয়।

তু॰ अकाल रहे थोड़े दिन, याद रहे बहुत दिन।

**আকাশ-কুসুম।**

আকাশ শূণ্যময়, তাহাতে বৃক্ষ জন্মিবার স্থান নাই, সুতরাং সেখানে ফুল ফুটিতে পারে না; কেবল কল্পনার দৃষ্টিতেই মনে হইতে পারে যেন আকাশ ফুলে-ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে।

>কাল্পনিক ও অসম্ভাব্য বস্তু।

যৌবনে কত সোনালী স্বপ্ন দেখিয়াছি, কত আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছি; সংসারের বন্ধুর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি, সমস্তই অলীক ছায়াবাজির ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে!

তু॰ মৃগতৃষ্ণাংভসি স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥

हवाइ महल बनाना।

To build castles in the air.

**আকাশ-গঙ্গা।**

(১) আকাশে (স্বর্গে) প্রবাহিতা নদী,—স্বর্গগঙ্গা বা মন্দাকিনী।

(২) আকাশে বিস্তৃত অস্পষ্ট স্বল্পোজ্জ্বল পথের ন্যায় দৃশ্যমান অসংখ্য তারকা ও নীহারিকার সমষ্টি। ছায়াপথ।

তু॰ The milky way.

**আকাশ ( গাছ ) থেকে পড়া।**

(১) আকাশ হইতে কোনো বস্তু পড়িলে পূর্বে তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না, বা কোথা হইতে আসিল জানিতে পারা যায় না।

লক্ষ০ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অথবা শূন্যে যাহার উৎপত্তি।

মালদেব। যাই বল, আমিই এখন চিতোরাধিপতি।

জালসিংহ। বাপ্পার কাছাকাছি আর কি!

মাল। চিতোরের রাজবংশ কি আকাশ থেকে পড়েছিল? তা'রাও রাজপুত, আমিও রাজপুত। প্রমথ রায় চৌধুরী—চিতোরোদ্ধার।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি আকাশ হইতে আসিয়া ভূমিতে পড়ে, সে যাহা দেখে বা শোনে সমস্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে করে,—কিছুই বুঝিতে পারে না।

>পরম্পরা-জ্ঞান না থাকা হেতু, অথবা কোনো অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িল,…। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা!

বিভূতি বন্দ্যো০—আরণ্যক।

(৩) সকল কথা জানিয়াও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অজ্ঞতার ভান করা।

অম্বিকা ডেস্ক খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

রবীন্দ্র—গল্প-দশক ( প্রতিহিংসা )।

তু০ To drop from the clouds.

**আকাশ-পাতাল প্রভেদ।**

আকাশ মাথার উপরে, পাতাল পায়ের বহু নিম্নে,—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি বিশাল।

কোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রভুত প্রভেদ।

ছাহাবাগণের জীবনী পাঠ করিয়াও আমরা এইরূপ দৃঢ়তার বহু আদর্শ দেখিতে পাই। ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের মুছলমা বিশ্বাসের বল ও ঈমানের দৃঢ়তার তুলনা করিয়া দেখিলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে।

আক্রাম খাঁ— মোস্তাফা-চরিত।

তু০ আস্‌মান-জমীন তফাত।

Wide as the poles asunder.

**আকাশ-পাতাল ভাবা।**

আকাশ হইতে পাতাল অনেক দূরে, উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান অতি বিশাল। এই বিরাট ক্ষেত্রের নানা অংশে অবস্থিত বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তা করা।

বহু বিভিন্ন ও অসংলগ্ন কথা ভাবা।

কনকলতা একাকিনী বসিয়া আকাশ পাতাল অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু অদ্ভকার এই ঘটনাটির একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

**আকাশ-প্রদীপ।**

হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বি০। লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে কার্তিক মাসের প্রতি রাত্রে যে প্রদীপ জ্বালিয়া উচ্চ দণ্ডের উপর স্থাপিত হয়।

শাস্ত্রের বিধান:—বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্তিকে মাসি দীপকম্। অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও কালিকাপুরাণেও এই ব্যবস্থা আছে। বামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে বলি রাজা এই প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

এই প্রথার বৈজ্ঞানিক কারণ বোধ হয় এই যে, কার্তিক মাসে শ্যামা-পোকা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হয়; উচ্চ স্থানে দীপ দান করিয়া তাহাদিগকে গৃহাদির বাহিরে আকৃষ্ট করিয়া রাখা যায়।

**আকাশ-বুড়ী।**

আকাশ-নিবাসিনী কল্পিতা বৃদ্ধা, শুভ্র মেঘরাজিকে যাহার পেঁজা তুলার রাশি বলিয়া কল্পনা করা হয়।

**আকাশ ভাঙিয়া পড়া।**

এত অধিক বৃষ্টি হওয়া যে, মনে হয় যেন আকাশ পর্যন্ত গলিয়া পড়িতেছে।

পুণ্যাহের পূর্ব্ব দিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

**আকাশ (আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া।** [ বিভূতি বন্দ্যো০—আরণ্যক।

লক্ষ০ বহুবাঞ্ছিত বস্তু লাভ হওয়া। অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া।

হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে॥
পাইল আকাশবাণীতে হাতে চাঁদ। ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**আকাশে গুড়গুড়ে পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি?** গুড়গুড়ে—ক্ষুদ্রকায়।

আকাশে উড়িবার সময় সকল পাখীই ছোটো দেখায়, কিন্তু সকল পাখীকে চিল মনে করা উচিত নয়।

গুণাগুণ না বুঝিয়া সাধারণ বস্তুকে মহৎ বলিয়া বিশ্বাস করা ভুল।

**আকাশে ঝড় ওঠে, গোয়ালের গরু ছোটে।**

ঝড় বহিলে গরু ভয় পাইয়া নিরাপদ গোয়াল ছাড়িয়া বাহিরে ঝড়ের মধ্যে ছুটিয়া যায়।

বিপদের সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

**আকাশে গেরণ লাগলে সবাই দেখে।**

সূর্য ও চন্দ্র বহু দূরে অবস্থিত, সেজন্য তাহাদের গ্রহণ বহু বিস্তৃত ভূখণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ০ খ্যাতনামা ব্যক্তির বিপদ ঘটিলে তাহা অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

"ওহে, আমাদের রাজা নাকি মারা গেছেন,—শুনেছ ?"

"তা আর শুনিনি ? আকাশে গেরণ লাগলে সকলেই দেখে।"

**আকাশে ( গাছে ) তোলা।**

নিম্নস্থান হইতে অতি উচ্চে স্থাপন করা।

লক্ষ০ অতি সাধারণ ব্যক্তিকে অতিরঞ্জিত প্রশংসা বা চাটুবাক্যের দ্বারা অযথা গৌরব দান করা।

তোমরাই পাঁচজনে মিথ্যা খোশামোদ ক'রে তাকে আকাশে তুলে দিয়েছ, এখন সে তোমাদের উপর প্রভুত্ব করবেই তো।

তু০ आसमान पर चढ़ाना।

To laud a person to the skies.

**আকাশে থুথু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে।**

পা০ আকাশে ধুলো ছুঁড়লে নিজের চোখে পড়ে।

উপর দিকে কিছু ছুঁড়িলে তাহা নীচে নামিবার সময় নিজের উপরে পড়ে।

লক্ষ০ পরের অনিষ্ট হইতে পারে, অথচ নিজের কিছু হইবে না এইরূপ ভাবিয়া কোনো অপকর্ম করিলে, আপনাকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

যাদেরকে এমন গালাগালি করছো, তারা তো তোমার আপন লোক ; কথাগুলো তোমার গায়েও লাগবে না ? আকাশে থুথু ফেললে ই০।

তু০ পঙ্কো হি নভসি ক্ষিপ্তঃ ক্ষেপ্তুঃ পততি মূর্ধ্নি।

आसमान का थूका मुँह पर आता है।

He who blows into the dust fills his own eyes.

**আকাশে ( বাতাসে ) ফাঁদ পেতে চাঁদ ( বনের পাখী ) ধরা।**

চাঁদ অতি দূরে অবস্থিত, ফাঁদ পাতিয়া তাহা ধরা অসম্ভব। তথাপি এরূপ অসম্ভব কার্য করিতে সক্ষম হওয়া।

লক্ষ০ অসাধ্য সাধন করা।

এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নহে ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের কামিনী আনি ছলে ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

তু॰ आसमान में थिगली लगाना।

**আকাশে মাথা রেখে চলা।**

পৃথিবীর উপর বিচরণ করিলেও তাহার সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক না রাখা।

অতি গর্বিত আচরণ।

**আকাশের চাঁদে আর বানরের ভালে, শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার বালে।**

ভাল=কপাল। বাল=বালাঞ্চি, বালামুচি, লেজের চুল।

লক্ষ॰ অধমের সহিত উত্তমের তুলনা।

তু॰ কিসে আর কিসে,—ধানে আর তুষে।

**আকাশের দীপ, করে টিপটিপ।**

আকাশ প্রদীপ বহু দূরে থাকায় তাহার আলো পাওয়া যায় না,—আলোক-বিন্দু মাত্র হইয়া থাকে।

যে বস্তু বহু দূরে, তাহার দ্বারা কোনো উপকার হয় না।

**আকুলি বিকুলি।** আকুল >আকুলি। ব্যাকুল অথবা বিকল >বিকুলি।

অত্যধিক আগ্রহবশতঃ উৎকণ্ঠিত ও অধীর হওয়া।

বিল্বমঙ্গল। দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়!
প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি।
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
গিরিশ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

**আক্কেল গুড়ুম্।**

আ॰ আক্‌ল্ (বুদ্ধি-বিবেচনা) >আক্কেল। গুড়ুম্—কামান, বোমা ই॰ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ, যাহা শুনিলে ভয়ে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

(১) বিস্ফোরণের শব্দের ন্যায় কোনো আকস্মিক বা আশ্চর্য ঘটনায় আক্কেল বা বুদ্ধিসুদ্ধি লুপ্ত হওয়া।

(২) কামান দাগিয়া যেমন কোনো বস্তু উড়াইয়া দেওয়া যায়, সেইরূপে বুদ্ধি লোপ পাওয়া।

ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে, তা শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা।"

প্রভাত—মাষ্টার মহাশয়।

**আক্কেল দাঁত।**

দুই কষের উপর-নীচে মোট চারিটি দাঁত, সর্বশেষে ( সাধারণতঃ যৌবনের প্রারম্ভে ) যাহার উদ্‌গম হয়।

আক্কেল দাঁত বলা হয় এই জন্য যে—(১) এই দাঁত উঠিলেই মানব-দেহের পূর্ণ পরিণতি সূচিত হয় এবং আক্কেল ( বুদ্ধি ) পরিপক্ব হয়। (২) ব্যং এই দাঁত উঠিবার সময় এত যন্ত্রণা হয় যে, তাহাতে বিলক্ষণ আক্কেল ( তিক্ত অভিজ্ঞতা ) হয়।

তুং Wisdom teeth.

**আক্কেল-সেলামী।** সেলামী—মূল্য।

আক্কেল ( বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা ) লাভের জন্য যে মূল্য দিতে হয়। নির্বুদ্ধিতা বা অসাবধানতার ফলে যে ক্ষতি বা দণ্ড ভোগ করিয়া আক্কেল বা অভিজ্ঞতা জন্মে।

বিনা লেখাপড়ায় তাকে যে টাকাগুলো ধার দিলে সে কি আর পাবে ভাবছ? ওটা তোমার আক্কেল সেলামী গেল ব'লে ধ'রে রাখো।

তুং ভুলের মাশুল।
কালে তিল চবানা।

**আক্কেলে মানুষ বন্দী, জালে বন্দী মাছ;**
**স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ।**

সর্বপ্রকার প্রাণীর অবাধ বৃদ্ধি বা যথেচ্ছাচারিতা সংযত রাখিবার যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহার উদাহরণ।

**আখর দেওয়া ( কাটা )।**

অন্য সংগীতের সঙ্গে কীর্তনের একটি মুখ্য বৈলক্ষণ্য এই যে, এই গানে গায়ক ইচ্ছামত অলঙ্কার বা আখর ( অক্ষর ) যোজনা করিতে পারেন। গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, রচয়িতার গূঢ় মনোভাবকে সুরের বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আখর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা যোজনা করেন, তাহাই আখর।

খগেন্দ্র নাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস-সাহিত্য ( কীর্তনের রস )।

বক্তব্য বিশদ করিবার জন্য অতিরিক্ত শব্দাবলী সংযোগ করা।

কুণ্ডু-গিন্নী যখন ঝগড়ায় মাতে, তফাৎ থেকে সে একটা শোনবার মতন জিনিস বটে। অনর্গল আখর দিয়ে, আর ছড়া কাটিয়ে, সে যা ব্যাখ্যানার ধুম—যেন কবির লড়াই!

**আগ্‌কালে দুখ, শেষকালে সুখ।**

গোড়ায় ক্লেশ ভোগ করিলে পরে সুখলাভ হয়। হতভাগ্যের সান্ত্বনা।

**আগডুম্ বাগডুম্।**

শিশুগণের ক্রীড়া বি०। জনকয়েকে আসনপিঁড়ি হইয়া চক্রাকারে বসে,এবং তাহাদের মধ্যে একজন হাত দিয়া প্রত্যেক হাঁটু স্পর্শ করিয়া ছড়া বলে। যে হাঁটুতে ছড়া শেষ হয় তাহা তুলিয়া দিয়া অবশিষ্ট হাঁটুগুলি স্পর্শ করিয়া পুনরায় ছড়া বলা হয়ঃ—

আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম সাজে, ঢোল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে চল্‌লো ডুলি, ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা, সুয্যি মামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই, পানের খিলি কিনে খাই।
একটি পান ফোঁপরা, মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া।
হলুদ বনে কলুদ ফুল, মামার নামে টগরের ফুল।

খৃ० ১১শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাগ্দী, ডোম ই० বহু নিম্ন জাতি বৌদ্ধ থাকিয়া যায়। কোনো কোনো স্থানে তাহারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষও ঘটিত। এই ছড়ায় তাহাদের যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে।

বাগ্দীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায় কেবল বাগ্দী ;……বাগ্দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ। আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্দী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল।… …
গান উঠিল—আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামনপাড়া। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**আগ-নাংলা যেদিকে যায়, পাছ-নাংলা সেদিকে যায়।**

নাংলা = লাঙ্গলিয়া, জমিতে যে লাঙল দেয়।

পা० আগওয়ালা যেখানে পাছওয়ালাও সেখানে।

কয়েকজনে মিলিয়া জমিতে লাঙল দিতে গেলে, যে সকলের সম্মুখে থাকে সে যেদিকে লাঙল চালাইয়া যায় আর সকলেও স্বাভাবতঃ সেইদিকে যায়।

লক্ষ० পূর্ববর্তী বা বয়োজ্যেষ্ঠের দৃষ্টান্ত অনুসরণ।

মনে পড়ে ধীরানন্দকে। শ্যামু দেবু কেমন হবে কে জানে। তবে নেহাত খারাপ হবে না। কথায় আছে, "আগের লাঙল যেখানে যায় পিছের লাঙলও সেথায় ধায়"—ওরা ধীরাবাবুর মত না হোক ওর কাছাকাছি তো যাবে। তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

**আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত।**

পূর্বকালে রাজকর্মচারীগণ অঞ্চল বিশেষে জলপথে যাতায়াত করিতেন। প্রথম নৌকায় মুখ্য কর্মচারীর নিকট প্রজার আবেদন গৃহীত হইয়া পশ্চাতের নৌকায় আমলাগণ কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হওয়া।

সংক্ষিপ্ত বিচার।

তু° Summary disposal.

**আগাছার বড়ো বাড়।**

বন্য গাছপালা, বিনা যত্নে অতি দ্রুত বাড়িয়া উঠে।

লক্ষ° অযত্নপালিত শিশু আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হয়।

"বাপ-মা-মরা ছেলেটা এত অবহেলার মধ্যেও কি রকম বেড়ে উঠছে!"

"তা হবে না? আগাছার যে বড়ো বাড় ।"

**আগা-পাছতলা ( পাশতলা )।**

অগ্র >আগা ( দেহের অগ্রভাগ, মস্তক )। পা'র তলা >পাছতলা।

মাথা হইতে পা পর্যন্ত; আগাগোড়া।

বাবুরা এই সমস্ত দেখে একজনকে ধরে আগা পাচতলা মারেন। পদো এবং দুই একজন কোন প্রকারে পালিয়ে আসে। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—[ দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

তু° অথস ইতি তক।

From top to bottom.

**আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা।** ( খনা )

ডান পা প্রথমে সম্মুখে বাড়াইয়া যাত্রারম্ভ করিলে শুভ হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বাম পা।

**আগুন কি কাপড়ে ঢেকে রাখা যায়?**

পা° আগুন চাপা থাকবার নয়।

অর্থ সুস্পষ্ট। লক্ষ° পাপকার্য গোপন থাকে না।

"...আগুন কি আর ছাই দিয়ে ঢাকা যায়? না আমাদের যোগমায়ার আচরণের কথা কাপড় মুখে দিয়ে বন্ধ করা যায়? রমেশ—সমাজ।

**আগুন (কাঠ) খাবে যে, আঙরা হাগ্‌বে সে।** ( অশি° )

কোন দ্রব্য আগুনে পুড়িলে কয়লায় পরিণত হয়।

লক্ষ° যেমন কাজ করা হয় তেমনি ফল ভোগ করিতে হয়।

তু° যাদৃশং বপতে বীজং তাদৃশং লভতে ফলম্।

आग खायगा सो अंगारा हगेगा।

Sow the wind and reap the whirlwind.

**আগুন নিয়ে খেলা।**

আগুন যাহাতে লাগে তাহাই পুড়াইয়া ফেলে। এরূপ ভয়ানক বস্তু লইয়া অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করিলে বিপদের সম্ভাবনা।

লক্ষ০ অনিষ্টকর বস্তু বা বিষয়ের চর্চায় প্রবৃত্ত হইলে বিপদ ঘটে।

শুনেছি তুমিই প্রজাদের ক্ষেপিয়েছ। সাবধান, এ রকম আগুন নিয়ে খেলা কোরো না—নিজেই পুড়ে ছাই হবে।

তু০ आगपर चलना।

Playing with fire.

**আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।**

যেখানে আগুন সেখানেই ধোঁয়া। শীত নিবারণের জন্য আগুনের তাপ লইতে গেলে ধোঁয়া লাগিবেই।

লক্ষ০ অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না, সুখের সঙ্গে অল্পবিস্তর কষ্ট সহ্য করিতেই হয়।

কলকাতায় বাসা করে পরিবার নিয়ে আরামে রয়েছ, জলো দুধ খেতে হয় বলে মেজাজ খারাপ করলে চলবে কেন? আগুন পোহাতে গেলে ইং।

তু০ No rose without thorns.

**আগুন বেটা কুড়ে,—মানুষকে দেয় না ছেড়ে।**
**রোদ বেটা রাজা,—মানুষকে করে তাজা।**

আগুন এবং রোদ উভয়েই শীত নিবারণ হয়। কিন্তু আগুন পোহাইবার সময় সরিয়া গেলে উত্তাপ পাওয়া যায় না। রোদ সর্বত্রই পাওয়া যায়, একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয় না।

আগুনের চেয়ে রোদ পোহানো ভালো।

**আগুন লাগলে কুয়া খোঁড়া।**

পূর্ব হইতে কোন ব্যবস্থা না করিয়া ঘরে আগুন লাগিবার পরে জলের জন্য কুয়া খোঁড়া। বিপদ আসিয়া পড়িলে তখন উদ্ধারের চিন্তা।

তু০ ন কূপখননং কার্যং প্রদীপ্তবহ্নিনা গৃহে।

आग लगेपर कुआँ खोदना।

**আগুন লাগিয়ে মজা দেখা।**

পরের ঘরে আগুন লাগাইলে নিজের কোনো অনিষ্ট হয় না, অথচ প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়।

লক্ষ০ অপরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া আমোদ করা।

তু০ आग लगाय तमाशा देखना।

**আগুনে আগুন নেবে না।**

যে বস্তুদ্বারা কোনো অনিষ্ট ঘটে সমধর্মী বস্তু প্রয়োগে তাহার প্রতিরোধ বা প্রতিকার হয় না,—বিপরীতধর্মী পদার্থের প্রয়োজন হয়।

দেখছো প্রজারা ক্ষেপে রয়েছে, এখন জোর ফলাতে গেলে উলটো ফল হবে। আগুনে কি আগুন নেবে ?

**আগুনে ঘি ঢালা।**

ঘৃত অতি দহনশীল পদার্থ, ইহার সংযোগে অগ্নির তেজ বাড়িয়া যায়।

লক্ষ০ কার্য বা বচনের দ্বারা কাহারও ক্রোধ বা উত্তেজনা বৃদ্ধি করা।

আমি কোথায় মাঝে পড়ে ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করছি, আর তুমি এই রকম টিপ্পনি কেটে আগুনে ঘি ঢালতে আরম্ভ করলে।

তু০ জলতী আগমে ঘিভ ডালনা।

Adding fuel to the fire.

**আগুনের কাছে ঘি উনায়।** উনায়=গলে।

আগুনের কাছে ঘি থাকিলে তাহা গলিয়া গিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষ০ অনিষ্টকর বস্তুকে দূরে পরিহার করা কর্তব্য।

**আগুনের কাছে ঘি, পুরুষের কাছে স্ত্রী।**

নারী ঘৃতের ন্যায় এবং পুরুষ অগ্নির ন্যায় ; সুতরাং সান্নিধ্যের ফলে উভয়েরই বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা।

তু০ ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।

**আগে আপন সামাল করো, শেষে পরকে গিয়ে ধরো।**

(১) আগে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া তবে পরকে সাহায্য করিবে।

(২) নিজের দোষ সংশোধন করিয়া তবে পরের দোষ বিচার করা উচিত।

তোমার ভাই আমার ছেলের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে যদি মনে করো, তো আমাদের গালাগালি করলে কি হবে ? নিজের ভাইকে শাসন করো না। আগে আপন সামাল করো, ই০।

তু০ পহিলে অপনা সম্হালো।

Sweep before your own door.

**আগে কয় রাধাকৃষ্ণ, বেরালে ধরলে টেঁও টেঁও।**

টিয়াপাখী শিক্ষামত ঠাকুর দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিড়ালের কবলে পড়িয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, প্রয়োজন সত্ত্বেও ঠাকুরদের নাম লইতে ভুলিয়া যায়, তখন জাতীয় রব করিতে থাকে।

বিপদের সময় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়া উঠে না।

**আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী।**

দ্রং কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী।

**আগে কাট্ পাঁঠা, পরে নাচবি ব্যাটা।**

পাঁঠা কাটিবে বলিয়া যে আস্ফালন করে তাহাকে বলা হইতেছে—পাঁঠা কাটিবার পর আত্মপ্রশংসা করিও।

কোনো কঠিন কাজ করিবার পূর্বেই আত্মশ্লাঘা করা মূর্খতা।

**আগে খায় না রাগে-রাগে, পরে খায় সবার আগে।**

দ্রং আর একবার বলিলেই খাইব।

**আগে গরু ওষুধ খায় না, মরণ কালে জিহ্বা মেলে।**

জিহ্বা মেলে—ঔষধ খাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

প্রথমে যাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়, পরে তাহারই জন্য লালায়িত হওয়া।

**আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়।**

পথ চলিবার সময় যে সকলের সম্মুখে থাকে বাঘ তাহাকেই আগে দেখিতে পায় এবং মারিয়া ফেলে। কিন্তু যে পশ্চাতে থাকে সে নির্ভয়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যায়, এবং সেজন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য কুড়াইয়া পাইতে পারে। অতএব আগে আগে চলা ভালো নয়।

ব্যং দৌড়াইবার বা হাঁটিবার সময় কেহ সকলকে অতিক্রম করিয়া গেলে যে পশ্চাতে থাকে সে এই বলিয়া ভয় দেখায়।

**আগে ছিলেম ছোঁচা বেরাল, এখন ধর্মে দিয়েছি মন;**
**তাই, তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।** ছোঁচা=লোভী।

এক বিড়াল গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিয়া খাইত। শেষে একদিন তাহাকে ধরিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া দূরস্থানে নির্বাসনে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। গৃহস্থের কুকুর বিড়ালের এই দুর্দশা দেখিয়া বলিল—

কাল যে বড়ো বলেছিলে চেটাং চেটাং কথা;
আজ শণের দড়ি গলায় দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথা?

বিড়াল অপ্রস্তুত না হইয়া এই উত্তর দিয়াছিল।

তুং মাছ ছেড়েছি, মাংস ছেড়েছি ধর্মে দিয়েছি মন ইং।

सत्तर चूहे खायके बिल्ली चली है हज्ज्को।

**আগে জামাই খায় না, শেষকালেতে পায় না।** (মেয়েলী)

অতিরিক্ত অভিমানবশতঃ জামাই যদি খাইতে না চায়, পরে ক্রোধের উপশম হইলে তখন আর খাইতে পায় না।

অতিরিক্ত রাগ, অভিমান বা অবজ্ঞা দেখাইলে পরিণামে ঠকিতে হয়।

**আগে জেলে ছিল ভালো জাল-দড়ি বুনে ;**
**কি কাল করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।**

দ্র° খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে।

**আগে তিতা, শেষে মিঠা।**

(১) আহারের সময় প্রথমে তিক্ত ব্যঞ্জন ( পলতা, উচ্ছে, নিম ই° ) এবং সর্বশেষে মিষ্ট দ্রব্য ( পায়স, পিষ্টক, ই° ) খাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল।

(২) তিক্তস্বাদ বস্তু পরিণামে মঙ্গলজনক হইতে পারে।

>যে কার্য সূচনায় ক্লেশকর বা অপ্রীতিকর বোধ হয় (যেমন বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করা ), তাহার পরিণাম সুখকর হয়।

বিপ° আপাতমধুর পরিণাম বিষ।

**আগে তুলো দিয়ে সহাই, পরে লোহা দিয়ে বহাই।**

প্রথমে তুলার মত হাল্কা জিনিস চাপাইয়া ভার বহনের অভ্যাস করাইয়া ক্রমশঃ লোহার মত ভারী জিনিস পর্যন্ত বহন করাইতে পারা যায়।

গোড়ায় সহজ কাজের অভ্যাস করিলে, পরে কঠিন কাজ করা যায়।

**আগে থাকতে বাঁধে আলি, তবে খায় নানা শালি!** ( খনা )

আলি = ক্ষেতের আইল। শালি = হৈমন্তিক বা আমন ধান।

আমন জাতীয় নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধান বর্ষাকালে জন্মে ; সেজন্য পূর্বে আল বাঁধিয়া জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে ফসল ভালো হয়।

সময় থাকিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কার্যসিদ্ধি হয়।

**আগে থাকে উল্লা তুল্লা, পরে হয় উদ্দিন,**
**তলার মামুদ উপরে যায়,—কপাল ফেরে যদ্দিন।**

মুশ্লিম সম্প্রদায়ে বর্ণভেদ নাই, সামাজিক ভেদ আছে। সে কারণ নিম্নস্তর হইতে উন্নীত হইয়া সকলেই সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। সেই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে নামেরও ক্রমোন্নতি ঘটে। নামের শেষে উল্লা বা তুল্লা থাকিলে তাহা পরে দাঁড়ায় উদ্দিন ; যেমন, বদরুল্লা হইতে বদরুদ্দিন। আবার, নামের শেষে মামুদ থাকিলে তাহা অবস্থার উন্নতির সঙ্গে মুহাম্মদে রূপান্তরিত হয় এবং তাহা নামের গোড়ায় বসে। যেমন, ফজ্‌ল্ মামুদ হয় মুহাম্মদ ফজ্‌ল্ আলি।

**আগে দর্শন-ডালি, পরে গুণ বিচারি।**

দর্শন-ডালি = নয়নরঞ্জন আকৃতি ( তু° রূপের ডালি )।

প্রথমেই সুন্দর বাহ্য আকৃতি চোখে পড়ে এবং তাহা দেখিয়াই মন আকৃষ্ট হয়। চরিত্রগত দোষগুণ তাহার পরে জানা যায়।

**আগে দাও কড়ি, পিছে দিব বড়ি। আগে দাও, শেষে চাও।**

আগে নগদ মূল্য লইয়া তবে জিনিস বিক্রয় করা।

>কাহারও খাতির না রাখা বা বিশ্বাস না করা।

তু° ফেলো কড়ি মাখো তেল।

**আগে দাম, পরে কাম।**

কর্মকুশল শ্রমিকের চাহিদা স্বভাবতঃ অধিক হয়। এরূপ কাহাকেও নিয়োগ করিতে হইলে অগ্রিম দাদন দিতে হয়।

**আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।**

এই বচনে সংসারিক বুদ্ধি দেওয়া হইতেছে ঃ—পূর্বে জিনিস দেখিয়া, বাছিয়া পছন্দ করিয়া লওয়া উচিত ; তাহার পর যাহা লওয়া স্থির হইবে তাহা নিজের আয়ত্তে আসিলে শেষকালে মূল্য দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

**আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই-বাছুর।**

দ্র° আকগাছটি দেয় না, গুড়পেয়েটা দেয়।

**আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,**
**আখিরে ( সময়ে ) কাঁদিতে হবে অঝোর ঝরে।**

পা° ক্ষে° গরব করো যৌবন ভরে, কাঁদতে হবে পরে।

যৌবন মদে ভালো মন্দ বিবেচনা না করিয়া বা কাহারও উপদেশ না শুনিয়া কোন কাজ করিয়া ফেলিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হয়।

তু° Reckless youth makes a rueful age.

**আগে-পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্‌।** ঠন্‌ঠন্‌—শূন্য ; কিছুই না।

বিস্তর উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াও কার্য সাধনে অক্ষম হওয়া।

**আগে ফাঁসি, পরে বিচার।**

পা° ফাঁসির পর বিচার।

দণ্ড দিবার পর অপরাধের বিচার। বিপরীত কার্যক্রম।

তু° জল খেয়ে জাতের বিচার।

Putting the cart before the horse.

**আগে যাবে পচা ভাদুরী, পরে আসবে পোষ আদুরী।**

দ্র° পচা ভাদ্র। কারো সর্বনাশ, কারো পোষমাস।

আগে ভাদ্রমাসের ক্লেশ সহ্য করিলে, পরে সুখের পৌষমাস আসিবে।

ক্লেশ সহ্য করিলে, পরে সুখলাভ হয়।

**আগে লাৎ পিছে বাৎ।** ( হি° )

আগে লাথি মারিয়া পরে তাহার সহিত কথা কহিবে।

কঠোর ব্যবহার না করিলে কেহ ভয় বা মান্য করে না।

'নেটিভ'দের কি প্রাপ্য, তাহাদের কি করিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে হয় সে সম্বন্ধে তাহাদের ( কুঠিয়াল সাহেবদের ) মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ছিল। একটা কথাই চলিয়া গিয়াছিল—'আগে লাৎ পিছে বাৎ'।

**আগে হলেম আমি, পরে হলো মা ;** [ বিভূতি মুখো০—স্বর্গাদপি গরীয়সী।
**হাসতে হাসতে দাদা হলো, বাবা হলো না।**

কতকগুলি অসম্ভব ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যের সমষ্টি। কেহ কোনো অসংলগ্ন কথা বলিলে প্রয়োজ্য।

তু০ এখান থেকে মারলাম তীর ই০।

**আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, প্রদীপ উস্কায়, দই বাঁটে,**
**ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামুন,—যশ না পায় এই সাতজন।**

পা০ আগে হাঁটুনী, পান বাঁটুনী, প্রদীপ বাড়ানী, বউয়ের ধাই,—
এ সকল কাজে যশ নাই।

বউয়ের ধাই—বধূর সঙ্গে তাহার পিত্রালয় হইতে যে দাসী আসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকে।

এই সকল লোক প্রায়ই নিন্দাভাজন হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না।

**আগে হাতী পাঁচ পা দেখায়, শেষে হাতী শুঁড় গুটায়।**

শুঁড় সহ হাতীর পাঁচটা পা আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হাতী মধ্যে মধ্যে শুঁড় গুটাইয়া লয়। তখন চারিটি পা-ই দেখা যায়। সেজন্য হাতীর প্রতি আস্থা রাখা যায় না।

যাহার আচরণ পরিবর্তনশীল তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

**আগের ভেড়ে আছাড় খায়, পাছের ভেড়ে পালিয়ে যায়।**

সামনের লোকের বিপদ ঘটিলে পিছনের লোক সতর্ক হইয়া যায়।

তু০ आगे का गिरते ही पिछे का होशियार।

**আগে রাম নাম, পরে সর্ব কাম।**

পূর্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সর্ব কার্যের আরম্ভ করিবে।

**আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**আগে সামলা ধাক্কা, তবে যাবি মক্কা।**

মক্কা—আরব দেশে অবস্থিত মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। তথায় হজ্ পর্ব উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সর্বদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

কোনো দুরূহ কার্য করিবার পূর্বে শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

**আঙারেরও দোষ, কামারেরও দোষ।**

কামারের গড়া জিনিস যদি ভালো না হয়, তাহার জন্য একা কামারই দায়ী নয়, কয়লারও দোষ।

কর্মী এবং উপাদান উভয়ই উৎকৃষ্ট হইলে তবেই কাজ ভালো হয়।

**আঙ ল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।**

বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর গাঁথা বহু শ্রমসাপেক্ষ, একটা আঙুল তুলিয়া মাথার চারিদিকে ঘুরাইলেই হয় না।

অল্প আয়াসে কোন বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা।

কারবারটা দাঁড় করাতে হলে বিস্তর টাকা লাগাতে হবে, মেহনৎ করতে হবে। শুধু আঙুল ঘুরিয়ে তো আর পাঁচিল দেওয়া যায় না।

তু° তিন তুড়িতে শিবপূজা।

**আঙুল ফুলে কলাগাছ।**

আঙুল ফুলিয়া কলাগাছের মত স্থূল হওয়া।

লক্ষ ০ সামান্য অবস্থার ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত ধনাগম বা গৌরববৃদ্ধি-জনিত অহমিকা।

সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দিকি তাঁহারা কি ছিলেন এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। কেরি—কথোপকথন।

তু° To have a swelled head.

**আঙুল মট্‌কে গাল দেওয়া।**

মেয়েলী ঝগড়ায় সশব্দে আঙুল মট্‌কাইয়া প্রতিপক্ষের ঘাড় ভাঙিবার ইঙ্গিত করিয়া গালি দেওয়া।

গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙ্গুল মটকাইয়া সর্ব্বদা বলে, ত্বরায় নিপাত হ। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**আচারপ্রভবো ধর্মঃ।** ( সং ) ( মহাভারত, অনুশাসন পর্ব )

মূল আগমানাং হি সর্ব্বেষামাচারঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মাদায়ুর্বিবর্ধতে ॥

ধর্ম সদাচার হইতে উৎপন্ন হয়।

**আচারভ্রষ্ট, সদা কষ্ট।**

যে সদাচারের নিয়ম পালন করে না সে সর্বদা দুঃখ ভোগ করে।

**আচারে কড়া, বিচারে এড়া।** ( মেয়েলী ) এড়া = আলগা, শিথিল।

শুদ্ধাচারের নিয়ম পালনে অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা আদৌ নাই।

**আচারে গগন ফাটে, কুকুরে হাঁড়ি চাটে।** ( মেয়েলী )

শুদ্ধাচারের খুঁটিনাটি মানা হয়, কিন্তু বড়ো বড়ো ব্যাপারে অমনোযোগী।

**আচারে রাঁধে বিচারে খায়, শ্বাশুড়ী-বউয়ের কাজ না ফুরায়।** (মেয়েলী)

রান্না-খাওয়া সম্বন্ধে অত্যধিক শুচিবাই থাকিলে খুটিনাটি কাজ এত বাড়িয়া যায় যে সারাদিনেও কাজ শেষ হয় না।

**আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।**

পা০ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে জাত, অনাচারে হা ভাত হা ভাত!

যে শুদ্ধাচারে থাকে তাহারই সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয় এবং যে বিচার-বিবেচনা করিয়া কাজ করে সেই জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হয়।

**আছে কাজ, তো সকাল সাজ।**

যদি কোনো কাজ করিবার থাকে, তাহার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত হও।

মেয়ের বিয়ে দেবে তো এখন থেকে ভালো ক'রে চেষ্টা-চরিত্র করো, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে কি হবে? আছে কাজ, তো সকাল সাজ।

**আছে যথেষ্ট, নাই অদৃষ্ট।**

উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার কোনো অভাব নাই, কেবল ভাগ্য মন্দ বলিয়া কিছুই হইতেছে না। যাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহার নিজ দুরদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার।

বিষয়-সম্পত্তি, লোকবল, অর্থবল, সবই আছে, তবু আমার এ দুর্দশা কেন? আছে যথেষ্ট, নাই অদৃষ্ট। ভাগ্যে যা নেই তা কোথায় পাবো?

**আজ আমাদের কুট্‌নো-বাট্‌না, কাল বাদে পরশু রান্না।** ( মেয়েলী )

কোনো অবাঞ্ছিত অতিথিকে বিদায় করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়া ইঙ্গিতে জানানো হইতেছে যে, যদিও গৃহে আহারের আয়োজন হইতেছে, আহার প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

অতিথিও নাছোড়বান্দা। তিনি উত্তর করিলেন—

আজ থাকবো গল্পেসল্পে, কাল থাকবো শুয়ে,
পরশু করবো নাওয়াধোয়া, তরশু যাবো খেয়ে।

অথবা, এই যে দেখছো লম্বা দাড়ি, না খেয়ে যাবো না বাড়ী।

পা০ আজ আমাদের রাঁধন-বাড়ন, কাল আমাদের খাওন।
আমার আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আমার যাওন।

অথবা, আজ-কাল-পরশু আছি, তরশু আমার যাওন।

দীর্ঘসূত্রতা বা আগ্রহাভাব প্রকাশে প্রযুক্ত।

**আজ আমীর, কাল ফকির।**

পা০ আজ ঘর, কাল পাঁদাড়।

অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না।

**আজও—কালও।**

কোনো কার্যে অযথা বিলম্ব।

'এখনই আসছি' ব'লে গেল যে ; কিন্তু সেই পথ,—আজও আসছে কালও আসছে।

**আজ করতে পারো যা, কালকের তরে রেখো না তা।**

অর্থ সুস্পষ্ট। আজকের কাজ আজই করো।

তু০ आजका काम कल पर मत छोड़ो।

Leave not for tomorrow what you can do today.

**আজ-কাল করা।**

আজ যদি না হয় তো কাল করিব,—এইরূপ দীর্ঘসূত্রতার প্রবৃত্তি।

তোমার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি, কিন্তু আজ-কাল করে জবাব দিয়ে ওঠা হয় নি।

তু০ अबतब करना।

**আজ খেতে কাল নেই।**

গৃহে অন্নসংস্থানের এতদূর অভাব যে আজ যদিও বা আহার জুটে কাল আর জুটিবে না। অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত।

নবীন বাবু ···, ডাক্‌সাইটে খ্রিষ্টান উনি,—ওঁয়ার পয়সা আছে, তাই সব সেজে যাচ্ছে, কিন্তু রমা ভট্‌চাজ—ওঁয়ার আজ খেতে কাল নাই, ওটাকে ছেড়ে কথা কইবে কে? শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

**আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকের গোবিন্দ আছে।**

পা০ সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালের তরে খোদা আছে।

নেড়া=মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু বা বৈষ্ণব বৈরাগী,—ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। > নিঃস্ব ব্যক্তি।

যে একান্ত নিঃস্ব সে একদিন আহার পাইলেই সন্তুষ্ট, ভবিষ্যতে আহার জুটিবে কিনা সে চিন্তা আদৌ করে না,—ভগবান আছেন, তাঁহার উপরেই নির্ভর। যে ভবিষ্যতের সংস্থান করে না, তাহার চিন্তাও নাই।

**আজ নগদ, কাল ধার।**

আজ নগদ দাম দিয়া জিনিস লও, ধারে বিক্রয় পরে হইতে পারে।

ধারে বিক্রয় নাই,—এই ইঙ্গিত।

**আজ নয় কাল।**

(১) আজ যদি না হয় তো কাল করিব—এইরূপ দীর্ঘসূত্রতার প্রবৃত্তি।

আজ নয় কাল ক'রে কাজটা ফেলে রাখলে ও আর কখনই হবে না।

(২) আজ (বর্তমান সময়ে) যদিও না ঘটে, কাল (অদূর ভবিষ্যতে) অবশ্য ঘটিবে। অনিবার্য।

অধর্মের কাজ করলে আজ নয় কাল তার ফল ভোগ করতেই হবে।

**আজ বাদে কাল।**

অদ্যকার অব্যবহিত পরবর্তি দিবসে। < অদূর ভবিষ্যতে।

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন,
তাঁরে ল'য়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন,
এতো আলাপন? রবীন্দ্র—চিত্রা (মৃত্যুর পরে)।

**আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল।**

এখন যে কথা গ্রাহ্য করিতেছ না, তাহা পরে স্বীকার করিবে।

তু° গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

**আজ বেণে, কাল পোদ্দার।**

যে ব্যক্তি এখন অল্প পুঁজি লইয়া সামান্য বেণের দোকান করিয়াছে সে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া পরে বিস্তর মূলধন খাটাইয়া, পোদ্দারের ব্যবসায় করিতে পারে। ব্যবসায় দ্বারা শীঘ্রই অর্থশালী হওয়া যায়।

মধুর আজ এই অবস্থা দেখছো বটে, কিন্তু চিরকাল কি এমনই থাকবে?—আজ বেণে, কাল পোদ্দার।

তু° आजके बनिये कलके सेठ।

**আজ মরে লক্ষ্মণ, ওষুধ দেবে কখন? (ওষুধ ছ' মাসের পথ)।**

রাবণের শক্তিশেলে আহত হইয়া লক্ষ্মণ হতচেতন হইলে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য বিশল্যকরণী লতার রস প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এই লতা হিমালয় অপেক্ষা দূরবর্তী গন্ধমাদন পর্বতে প্রাপ্তব্য।

রোগীর সংকটজনক অবস্থা, কিন্তু ঔষধ সহজলভ্য নয়।

>প্রতিকারের সহজ উপায় না থাকা।

আমার ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি পরামর্শ দিচ্ছ সদরে গিয়ে নালিশ করতে। তবেই হয়েছে! আজ মরে লক্ষ্মণ ই°।

**আজ ম'লে কাল দুদিন হ'বে।**

যেদিন মৃত্যু হয় সেদিন হইতেই দিন গণনা আরম্ভ হয়।

মৃত্যু হইলেই মানুষের সব শেষ হয়, মৃত ব্যক্তি অতীতে লীন হইয়া যায়, পৃথিবীর সহিত আর তাহার কোনো সম্পর্ক থাকে না।

তু০ आज मुये कल दूसरा दिन।

**আজ মাসের ক'দিন?** (মেয়েলী)

আজ মাসের কোন তারিখ,—এই প্রশ্ন।

তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় কথা, যাহা কাহাকেও বলিবার যোগ্য নয়।

ব্য০ যে কথা হইতেছিল তাহা অপরের কাছে গোপন করিবার, বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

শ্যামা কহিল, "যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর তোমার চোক কান বজায় রাখেন, তা হ'লে শুন্‌তে পাবে।"

প্রমদা শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বোল্লি"?

শ্যামা কহিল, "আজ মাসের কদিন, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

[ তারক গঙ্গো০—স্বর্ণলতা।

**আজ মুচি কাল শুচি।**

হীন ব্যক্তিও পরে মহৎ হইতে পারে।

**আজ রাজা, কাল ভিখারী;—জাঁক করে নাও দিন দু-চারি।**

চিরদিন কাহারো সমান যায় না। এখন যাহার অবস্থা ভালো, পরে হয়তো তাহার দুরবস্থা হইবে। অতএব, উপস্থিত যে কয়দিন চলে, বড়মানুষী করিয়া লও।

তু০ হেসে নাও, দুদিন বৈ তো নয়।

**আজ রেঁধেছে কে? না, এড়ানে;**
**তবে যে এমন ভালো হয়েছে? না, বড়-বউয়ের নাড়ানে।** (মেয়েলী)

এড়ানে—যে ব্যক্তি কাজ এড়াইয়া চলে। ফাঁকিবাজ।

যে বধূ কাজে ফাঁকি দেয়, তাহার রান্নাও যে একদিন ভালো হইয়াছে তাহা এই জন্য যে, বড়বধূ তাহাকে তাড়া দিয়া খাটাইয়াছে।

তত্ত্বাবধানের ফলে অকর্মণ্য ব্যক্তির কাজও ভালো হয়।

**আট আনার ফলার করতে গিয়ে, দু' টাকার ঘটি হারানো।**

ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অতিরিক্ত মিষ্টান্নাদি (ছাঁদা) সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ঘটি ও গামছা লইয়া যাইবার (অধুনা বিরল) প্রথা আছে। যে নিমন্ত্রণে প্রাপ্ত ভোজ্যদ্রব্যের মূল্য আট আনা মাত্র, সেই সামান্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া অধিক মূল্যের ঘটি হারাইলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয়।

>সামান্য লাভ করিতে গিয়া অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

**আটকপালে।** সং আত্ত ( নষ্ট ) >আট।

নষ্ট কপাল (অদৃষ্ট) যাহার। হতভাগ্য।

না জানি কি দেন গোপাল,
আট-কপালের যেমন কপাল। দাশরথি—পাঁচালি।

**আট-কামুয়ার ভাত নাই।**

যে ব্যক্তি অনেক রকম কাজ করিতে জানে, কিন্তু কোনটাই ভালো করিয়া পারে না, তাহার অন্ন জোটে না।

যে কোনো একটি কাজে পারদর্শিতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

**আট্‌কে বাঁধা।**

আট্‌কে—পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদ, যাহাতে চাউল ও তরিতরকারি-সহ আট প্রকার কলাই মিশাইয়া খিচুড়ি প্রস্তুত হয়।

জগন্নাথের মন্দিরে এরূপ পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া যাহার বিনিময়ে প্রত্যহ একজনের উপযোগী প্রসাদ পাওয়া যায়।

>অন্ন-সংস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা।

আমার আর ভাবনা কি? বোনপোর বাড়ীতে তো আমার আট্‌কে বাঁধাই রয়েছে। মাসীকে পেলে সে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে।

**আটখানার পাটখানাও হয়নি।** পাট = নিত্যনৈমিত্তিক গৃহকর্ম।

অনেক কাজ বা আয়োজন করিবার আছে, অথচ তাহার কিছুই হয় নাই।

সামনে স্নানযাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে…সন্দেশ মিঠায়ের ফরমাইস দিতে আছে—চরস-গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে—তার আট-খানার পাট খানাও হয় নাই। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**আট-ঘাট বাঁধা।**

(১) আট—পূর্ব, পশ্চিম ই° আটটি দিক। ঘাট—ঘাটি ( সুরক্ষিত স্থান ); ঘাঁটি ( প্রবেশ-পথ )।

শত্রুর আক্রমণ হইতে সকল দিকে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা।

(২) "তন্তু-যন্ত্রের ( সেতার ই° ) সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা এই আটটি ঘাট বা সুরগ্রাম বা পর্দ্দা বাঁধা।" ( জ্ঞানেন্দ্র )।

বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার পূর্বে সুর বাঁধিয়া লওয়া।

>কোনো কার্য করিবার পূর্বে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

হরিধন সাবধান হইয়া গিয়াছিল; যাহাতে কোন ভৃত্য দেখিতে না পায়, এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া তবে সে আজকাল অপকার্য্য করিয়া থাকে।

প্রভাত—গল্প-বীথি ( বায়ু-পরিবর্ত্তন )।

**আটার সঙ্গে ঘুণ পেষা।**

গমের ভিতর কীট থাকিলে গমের সঙ্গে তাহাও পেষা হইয়া যায়।

লক্ষ০ অসতের সঙ্গে থাকিলে নির্দোষেরও লাঞ্ছনা হয়।

তু০ আঠকে সাথ ঘুন পিসা জানা।

**আটাসে ছেলে।**

আট+মাস+ইয়া=আটমাসিয়া, আটমেসে >ক্ষে০ আটাসে।

সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হইবার পূর্বে অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ সন্তান।

>ক্ষীণকায় বা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি।

আমি নই আটাশে ছেলে,
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙ্গালে। রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**আটে-কাটে দড়ো বড়ো শক্ত মেয়ে যাই,**
**পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তাই।** ( মেয়েলী )

জাহাঁবাজ স্ত্রীলোকের উক্তিঃ—আমি বড় শক্ত মেয়ে, তাই প্রবল প্রতিবেশীদের মধ্যে নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছি।

**আটেপিঠে দড়ো, তো ঘোড়ার উপর চড়ো।**

অষ্ট+পৃষ্ঠে ( অবয়বে )=অষ্টপৃষ্ঠে ( অষ্টাঙ্গে, সর্ব অবয়বে ) > আটেপিঠে। দড়ো=দৃঢ়।

যাহার দেহের সর্ব অবয়ব সবল, সে-ই ঘোড়ায় চড়িতে সক্ষম হয়।

> কোনো কঠিন কার্য করিতে হইলে সুস্থ ও সবল দেহের প্রয়োজন।

**আটেপিঠে নেয়ো, নিত্যি নিত্যি খেয়ো।**

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম—দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জল দিয়া অবগাহন করিবে এবং প্রত্যহ ভোজন করিবে,—অভুক্ত থাকিবে না।

**আঠাকাঠিতে পড়া।**

দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রভাগে আঠা লাগাইয়া তাহাদ্বারা পাখী ধরা হয়।

এরূপ কোনো সংকটে পড়া যাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

আসামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঈশাণ পরামাণিক নিজেই আঠাকাঠিতে ধরা প'ড়ে গেছে; বোধ হয় তাকেও আসামীদলভুক্ত করা হবে।

**আঠারো আনা।**

ষোল আনা অপেক্ষাও বেশী।

পূর্ণ পরিমাণ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়, বরং বেশী হইতেও পারে।

সব চেয়ে ভাল খবর হইতেছে হাইকোর্টে তাহার আপীল মঞ্জুর হইয়াছে, খালাসের সম্ভাবনাই নাকি আঠার আনা। তারাশঙ্কর—পাষাণপুরী।

**আঠারো মাসে বছর।**

যাহার পক্ষে বারো মাসের পরিবর্তে যেন আঠারো মাসে বৎসর পূর্ণ হয় ; এক বৎসরের কাজ শেষ করিতে যাহার দেড় বৎসর সময় লাগে।

অলস ; দীর্ঘসূত্র ; মন্থর।

"মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে, তাহার কি হইল ?" শ্যামাচরণ বাবুর আঠারো মাসে বৎসর ;—তিনি বলেন, এই লিখিব এবার। প্রভাত—নবকথা ( অঙ্গহীনা )।

**আড়-নয়নে বাঁকা ভুরু, সেজন হয় নাটের গুরু।**

পা০ জোড়া ভুরু, নাটের গুরু।

যে ব্যক্তি ভ্রূ বাঁকাইয়া আড় চোখে তাকায় সে কুটিল-স্বভাব হইয়া থাকে। এইরূপ লোক নাটের গুরু ( দ্র০ ), বা যতো নষ্টের গোড়া।

**আড় ভাঙা।**

জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব দূর হওয়া।

জিবের আড় ভাঙা = জিহ্বার জড়তা দূর হওয়ায় স্পষ্টরূপে শব্দ উচ্চারণ করিতে পারা।

হাতের আড় ভাঙা = আঙুলের স্বাভাবিক আড়ষ্ট ভাব দূর হওয়ায় স্পষ্টরূপে লিখিতে বা হাতের অন্যান্য কাজ করিতে সক্ষম হওয়া।

ফটিক তো এই সেদিন পাড়াগাঁ থেকে এলো,—যেন একটা ভূত! এখনও তার জিবের আড় ভাঙেনি ; কিন্তু এরি মধ্যে সহুরে বাবুদের মতন সাজগোজ করতে বেশ শিখে নিয়েছে।

**আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।**

পা০ একরত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।

সামান্য আয়োজনে বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা!

**আড়াই কড়ার কাসুন্দি, সহস্র কাকের মেলা।**

সামান্য পরিমাণ বস্তুর অংশ পাইবার জন্য বহু লোকের প্রত্যাশা।

তু০ চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।

এক अनार सौ बीमार।

**আড়াই দিন বোষ্টম হয়ে, ভাতকে বলে অন্ন ( পরসাদ )!**

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বর্ণভেদ নাই ; সেজন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকও ঐ সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিলে ভদ্র সমাজের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তখন তাহারা নিজেদের ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সাধারণ চলিত শব্দ 'ভাত' না বলিয়া সাধুভাষার 'অন্ন' বা 'প্রসাদ' শব্দ ব্যবহার করে।

অবস্থার উন্নতি হইলে লোকে পূর্বের হীন অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর অত্যধিক অনুকরণ করে।

**আড়ামোড়া ভাঙা।**

নিদ্রাকালে বা বেশিক্ষণ চুপ করিয়া একভাবে শুইয়া-বসিয়া থাকিলে দেহের যে জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব জন্মে নানা ভঙ্গীতে হাত পা গুটাইয়া ও ছড়াইয়া তাহা দূর করা। আলস্য ভাঙা।

কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর (পলিটিক্‌স্‌)।

তু° अंगड़ाई लेना।

**আড়ালে-আবডালে।**

আবডাল—আগডাল, বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখা যাহা ভূমি হইতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। >দূরে ও চক্ষের অন্তরালে।

আড়ালে আবড়ালে দাঁড়িয়ে সুরপতি মনে মনে হরিহরকে শ্রদ্ধা জানালে, সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বল্‌তে তার বাধ্‌ল। প্রবোধ সান্যাল—অগ্রগামী।

**আড়ালে ( ঘরে ব'সে ) রাজার মাকেও ডাইন বলে।**

রাজার মা রাজ্যশুদ্ধ লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। কিন্তু সুযোগ পাইলে তাঁহাকেও গালাগালি করিতে কেহ ছাড়ে না। সাক্ষাতে সম্মান জানাইলেও অসাক্ষাতে ডাইনী বলিতে কোনো বাধা থাকে না।

ভয়ে বা শ্রদ্ধায় কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাতে নিন্দা না করিলেও অসাক্ষাতে তাহা নির্ভয়ে করিতে পারে।

গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সাম্‌নে কিছু না বলুক, আড়ালে বল্‌বেই! তুমি বল্‌বে আড়ালে রাজার মাকেও ডা'ন বলে; কিন্তু ভগবান ত আছেন। নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনিও রেহাই দেবেন না। শরৎ—পল্লী-সমাজ।

তু° पीठ पीछे बादशाहको भी क्या नहीं कहता है।

**আড়ি পাতা।** আড়াল, আড়ালি>আড়ি।

অন্তরালে লুকাইয়া কান পাতিয়া অপরের গোপন কথা শ্রবণ করা।

নরনতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাশুর এবং বড় জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। শরৎ—নিষ্কৃতি।

**আড়ে নেই, ফাড়ে আছে।** আড়ে—লম্বায়। ফাড়ে—চওড়ায়।

কোনো বস্তু দৈর্ঘ্যে কম কিন্তু প্রস্থে বেশী, যাহা দেখিতে বিসদৃশ হয়।

তু° এদিক নেই, ওদিক আছে।

**আড়ে-বহরে ( ওসারে )।**

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে। লম্বা-চৌড়ায়।

ওরা যে গামছাখানা দিয়েছে সে নেহাৎ জেলে-গামছার মতন খেলো জিনিস নয়,—আড়ে-ওসারে বেশ আছে।

**আড়ের মুড়া ঘৃতের মুড়া, দাও জামাইয়ের পাতে ;**
**রুইয়ের মুড়া কাষ্ঠ-মুড়া, ফেলো আমার পাতে।**

আড় অতি নিকৃষ্ট মাছ,—মাথার হাড় বৃহৎ ও কঠিন এবং ভিতরে সামান্য পরিমাণ 'ঘি' থাকে। মাছের মধ্যে রুই শ্রেষ্ঠ, তথাপি তাহার মিথ্যা নিন্দা করিয়া এবং আড়ের মুড়ার সুখ্যাতি করিয়া জামাইকে দিতে বলা, ফাঁকা সৌজন্য প্রকাশ মাত্র।

অলীক কাষ্ঠ লৌকিকতার দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন।

তু° খরো-কোটা বউ চালতা ই°।

**আড়ে হাতে লাগা।**

(১) সজোরে প্রহার করিবার ভঙ্গীতে আড়ভাবে ( পার্শ্বে ) বাহু বিস্তার করিয়া আক্রমণ করা।

(২) "[ আড়ে ( আড় ) হাতে—হাত পশ্চাদ্দিকে বাড়াইয়া সটান সেই হাতে] লম্বা হাতে।" ( জ্ঞানেন্দ্র )।

>মারিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। ঘোর শত্রুতা সাধনে রত থাকা।

শিশির-ঠাকুরপো তোমার এমন কি ক্ষতি করেছে যে তার সঙ্গে তুমি এমন আড়ে হাতে লাগছ ? চারু বন্দ্যো°=হেরফের।

তু° आड़े हाथों लेना।

**আণ্ডাবাচ্ছা।**

পাখীর ছানা এবং তাহা অপেক্ষাও অলপবয়স্ক ডিম।

নিতান্ত অলপ বয়সের সন্ততিবর্গ। নেণ্ডিগেণ্ডি।

মেয়েরা সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যান তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আণ্ডাবাচ্ছা সঙ্গে ক'রে নিয়ে সেখানে আবার একটা চিড়িয়াখানা খুলে বস্‌লে সে মহা বিড়ম্বনা।

**আতরওয়ালীর বাঁদী ভালো, তবু মেছুনীর পদ্মিনী নয়।** ( মেয়েলী )

আতর-ওয়ালীর দাসীর গায়ে আতরের গন্ধ পাওয়া যায় ; কিন্তু মেছুনী সুন্দরী হইলেও তাহার গায়ে আঁষ-গন্ধ, সুতরাং তাহার সঙ্গ অবাঞ্ছনীয়।

নিকৃষ্টের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা তেমন আদরণীয় নয়, যেমন উৎকৃষ্টের মধ্যে যাহা অধম।

**আতর কিনতে ( নিতে ) বক্‌নো আনা।**

আতর অতি মূল্যবান পদার্থ, তাহার অতি অল্প পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে ; সুতরাং আতর লইয়া যাইবার জন্য বক্‌নো ( পিতলের ছোটো হাঁড়ি ) আনা নির্বোধের কাজ।

মাত্রাজ্ঞানের অভাব-পরিচায়ক আচরণ।

**আতি-চোর পাতি-চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।**

পাতি—হীন অর্থে ( তু° পাতি-হাঁস )। পাতি চোর—নিকৃষ্ট শ্রেণীর চোর, যে সামান্য ছোটখাটো জিনিস চুরি করে ; ছিঁচ্‌কে চোর। আতি—সহ° শব্দ।

ছোটখাটো জিনিস চুরি করিতে করিতে ক্রমে পাকা চোর হয় ; তখন সিঁদ কাটিয়া দুঃসাহসিক চুরি করিতেও ভয় হয় না।

>কুকর্ম করিতে করিতে মানুষ ক্রমশঃ ঘোর অপরাধী হইয়া পড়ে।

পচি-পুনি কি রকম টেবিলের থেকে এটা-ওটা তুলে নিয়ে আসে, রাধার তখনো হাত ওঠে না। একদিন একটা দিয়াশলাই সরাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল···। পচি-পুনি বলে এক দিনেই কি আর পারবি, আতি চোর পাতি চোর হতে-হতে সিঁদেল চোর। অচিন্ত্যকুমার—যায় যদি যাক।

**আতুরে ( প্রবাসে ) নিয়মো নাস্তি।** ( সং )

মূল আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

আতুর=রোগ, শোক বা বিপদে অভিভূত ; আর্ত।

আর্ত ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই।

তু° Misfortune knows no law.

**আত্ম-কোঁদলে পর সেয়ানা।**

গৃহবিবাদে পরিজনগণের অনিষ্ট ঘটে, কিন্তু বাহিরের লোক লাভবান হয় ; বিবাদের কুফল দেখিয়া সাবধান হইতে পারে।

**আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাতি পরচ্ছিদ্রং পদে পদে (পরচ্ছিদ্রানুসারিণঃ)।** (সং)

মানুষ নিজের দোষ জানে না, কিন্তু পরের দোষ পদে পদে দেখিতে পায়।

**আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিত॥** ( সং ) চাণক্য।

মূল মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।+

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখেন তিনিই পণ্ডিত। ইহাতে যে ভূত শব্দ আছে তাহাতে কেবল মানুষ বুঝায় না, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী বুঝায়।

চন্দ্রনাথ বসু—প্রথম নীতি-পুস্তক।

**আত্মবন্মন্যতে জগৎ।** ( সং )

মূল আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যাঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ ঋষেঃ সুতঃ ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ ।।

যে ব্যক্তি নিজে যেরূপ, অপর সকলকেও তেমনই মনে করে।

চিরকাল লোক ঠকিয়ে এসেছো, কেবল চোর-বাটপাড়ের সঙ্গেই মিশেছো, জগতে যে ভালো লোকও আছে তা তুমি জানবে কি ক'রে? মনে করো সবাই তোমার মতন ;—আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

তুং আপনি যেমন, জগৎ তেমন।

**আত্ম রেখে ধর্ম ( + তবে পিতৃলোকের কর্ম )।**

নিজেকে রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য, ধর্মকর্ম তাহার পরে। নিজের স্বার্থ সাধনের পর পরলোকগত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পনাদি করিলেই হয়।

লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করা দরকার, তা আমিও জানি। কিন্তু ভাই, আত্ম রেখে ধর্ম,—নিজের ধান্ধা ছেড়ে পরের উপকার করতে যাওয়া, সে আমার দ্বারা হবে না।

তুং पहिले भित्तर, तब देवता-पित्तर ।

**আত্মসুখী পর-বৈরাগী।**

স্বার্থপর ব্যক্তি, যে নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখে কিন্তু পরের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

**আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।** ( সং ) কঠোপনিষদ্।

মূল + বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ।।

মানব শরীর রথের তুল্য, আত্মা তাহার রথী।

মানুষের দেহমন তাহার আত্মার অধীন।

**আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥** ( সং ) হিতোপদেশঃ।

মূল আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি ।

আপনাকে সর্বদা রক্ষা করিবে, তাহার পরে পত্নী ও ধন রক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'—শাস্ত্রের বচন। তাই নটবর আত্মরক্ষার্থে অনন্যোপায় হইয়া তাহার মানস-সন্তানকে স্বহস্তে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়।

**আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যাওয়া।**

আত্মাপুরুষ = আত্মারূপ পুরুষ ; প্রাণ।

ভয়ে প্রাণ বিপন্ন বোধ করা।

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বাল্মীকির জয়।

**আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া।**

আত্মারাম—দেহরূপ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ পক্ষিরূপ আত্মা।

>পোষা পাখী ( টিয়া ইং) যাহাকে পড়িতে শিখানো হয়।

খাঁচা হইতে পাখী উড়িয়া যাওয়া। ভয়ে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম।

তুমি তো বেশ বন্ধুদের সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত আমোদ করে এলে, এখানে আমার যে একলাটি ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া!

**আত্মারাম সরকারের বাজি।**

শতাধিক বৎসর পূর্বে হাওড়া জেলার কমলাপুর গ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোৎপন্ন আত্মারাম সরকার কামরূপ-কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়া অসাধারণ বাজিকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক কৌশল।

আমরা এতগুলো লোক ব'সে রয়েছি, লোকটা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মাঝখান থেকে বাঁধানো হুঁকোটা কি করে নিয়ে যে সরে পড়লো! এ যেন ভেল্‌কির খেলা,—আত্মারাম সরকারের বাজি!

**আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।** ( সং ) হিতোপদেশঃ।

মূল ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

নিজের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য সমস্ত পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করা উচিত।

**আদর কাড়ানো।**

অপরের নিকট আদর পাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করা।

হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলি আদর কাড়ানোর প্রবৃত্তি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিভূতি বন্দ্যো০—আরণ্যক।

**আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না ভাতার চায়।** ( মেয়েলী )

দরিদ্র ব্যক্তির সখ-সৌখিনতা ও অসঙ্গত সুখের আশা।

**আদরমণি সাধের ঝি, বাজনা হলো না,**
**তিন কাহারে তুলে নে' গেল দেখতে পেলাম না।** ( মেয়েলী )

কাহার ( হিং )—ডুলি-পালকির বাহক ; বেহারা।

আদরিণী কন্যার ঘটা করিয়া বিবাহ হইল না, সহসা অপহৃত হইল।

তু০ অতি আদরের দুলাই ঝি ই০।

**আদরে গোবরে।** গোবর—সহ০ শব্দ, গোময় অর্থে নয়!

স্বচ্ছল অবস্থায় পরিজনবর্গের ও শিশুগণের আদর-যত্ন।

ভবানী বল্লেন—তোমাদের হয়েচে কি জান? বড়লোক দাদা, খেয়ে-দেয়ে আদরে-গোবরে মানুষ হয়েচো। কর্তব্য অকর্তব্য কিছু শেখোনি। আমার মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার উচিত? বিভূতি বন্দ্যো০—ইছামতী।

**আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।**

যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিতে দিলে ভোক্তার বিলক্ষণ তৃপ্তি হয়, নানা সুস্বাদ ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন হয় না।

আহারের বিশেষ কিছু আয়োজন করতে পারেননি ব'লে কুণ্ঠিত হবেন না। যে রকম সমাদর ক'রে খাইয়েছেন তাতে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি;—আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

তু০ मीठा बोलना ही खिलाना है।

Welcome is the best cheer.

**আদরের কলা, বাকলও ভালা।** বাকল=খোসা, ছাল।

যত্ন সহকারে যে কদলী খাইতে দেওয়া হয় তাহা অন্তঃসারশূন্য খোসামাত্র হইলেও সাদরে গ্রহণযোগ্য।

শ্রদ্ধা করিয়া যে জিনিস দেওয়া হয় তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও গ্রহীতা তাহাতেই তুষ্ট হয়।

তু০ শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

**আদরের কুটুম, থোড়ের ব্যঞ্জন; না-না করতে পাতে ঢালন!**

অবাঞ্ছিত কুটুম্বকে মৌখিক আপ্যায়ন করা এবং পীড়াপীড়ি করিয়া নিকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করানো।

তু০ কোথাকার কে, দুটো আমড়া ভাতে দে।

**আদা আনতে মুড়ি ফুরায়।**

দ্র০ নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

**আদা,—ওষুধের আধা।**

আদা কফপিত্তাদির উপশম করে। সেজন্য উহা প্রায় ঔষধের তুল্য।

**আদা-চুরুণীর মনে কামড়।** চোর >স্ত্রী০ চুরুণী।

যে আদা চুরি করিয়াছে সে সর্বদাই মানসিক অস্বস্তি ভোগ করে।

দুষ্কৃতকারীকে সর্বদা বিবেকের তাড়না সহ্য করিতে হয়।

**আদা-জল খেয়ে লাগা।**

পূর্বকালে আদা, ছোলা ভিজানো এবং গুড় দ্বারা প্রাতঃকালীন জলযোগ করিবার প্রথা ছিল।

প্রভাতে ঐরূপ জলযোগ করিয়াই কার্যারম্ভ করা।

>উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

এ ধরণের বিচিত্র খুনের সন্ধান করা মাথামোটা লোকের দ্বারা সম্ভব নয়, মেধাশক্তির দরকার। নেমে পড়ি আদাজল খেয়ে!

**আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব।** ( সং ) রঘুবংশম্।

সাধুজনেরা মেঘের মত দান করিবার জন্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

**আদা বেচে গাধা, মিঠা বেচে হারামজাদা।**

আদার ব্যবসায় নির্বোধের কাজ, কারণ উহা শুখাইয়া ওজনে কমিয়া যায়। গুড়ের ব্যবসায় অসাধু ব্যক্তির কাজ, কারণ গুড়ে পিঁপড়া ইং পড়িয়া ওজনে বাড়িয়া যায়।

**আদায়-কাঁচকলায়।**

আদা এবং কাঁচকলার বিভিন্ন ধর্ম। কাঁচকলা সুপাচ্য, স্বাদু এবং স্নিগ্ধকর, কিন্তু আদা উগ্র, কটুস্বাদ এবং দুস্পাচ্য। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট সামগ্রী একত্র ব্যবহৃত হয় না।

লক্ষ০ পরস্পর বিরোধের সম্বন্ধ।

বড় আনন্দের কথা হইত মাধবের, যদি বিন্দু ও সারদার সম্পর্ক এমন আদা-কাঁচকলার মত না হইয়া পরিপূর্ণ স্নেহের সম্বন্ধ হইত।

**আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ?** [ নরেশ- শেষ পথ।

আদা এ দেশেই জন্মে, বিদেশ হইতে ইহার জাহাজে আমদানি হয় না; সুতরাং যে আদার ব্যবসায় করে তাহার জাহাজের আসা-যাওয়ার কোন সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

লক্ষ০ যে বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তাহার সংবাদ রাখিবার চেষ্টা অনাবশ্যক অনধিকার চর্চা মাত্র।

"...আমি চাই শ্রমিকশক্তি একজোট ক'রে ক্রমে ক্রমে মালদারদের অন্যায় অধিকারের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত ক'রে ফেলতে।..."

মণিলাল বলিল, "থাক গে, আমরা আদার বেপারী—সামান্য চাকরীর উমেদার, ওসব জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কি?"

তুং কিমার্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া। [ নরেশ—খেয়ালের খেসারত।

बेचे के साग, करे मोतिओं का दाम।

**আদা শুখালেও ঝাল যায় না।**

আদার স্বাভাবিক কটু আস্বাদ কখনও দূর হয় না, শুখাইয়া নিরস হইলেও আস্বাদ থাকিয়া যায়।

লক্ষ০ উগ্রস্বভাব ব্যক্তির প্রকৃতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

দত্ত-গিন্নীর এত বয়স হয়েছে, স্বামী-পুত্র হারিয়ে দুরবস্থার একশেষ! তবু মেজাজটা তার একটুও নরম হয়নি। আদা শুখালেই কি ঝাল যায়?

**আদি-অন্ত পাওয়া ভার।**

মনোভাব কিছুমাত্র জানিতে পারা যায় না।

রাখালবাবুর ওপর নির্ভর করে থাকা চলে না। তিনি বলেন এক, করেন আর এক। তাঁর মনের আদি-অন্ত পাওয়া ভার।

**আদি কইলে দেবতা তুষ্ট, আদি কইলে মানুষ রুষ্ট।**

আদি=অতীত জীবনের বৃত্তান্ত।

দেবতাগণের মাহাত্ম্য কিরূপে লোক সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহাদের পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই সকল কীর্তি-কাহিনী কীর্তন করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু মানুষের অতীত জীবন অনেক স্থলেই প্রশংসাযোগ্য হয় না, সেজন্য সে সকল কথা প্রকাশ করিলে স্বভাবতঃই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

তু০ উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট ই০

**আদুরে গোপাল।**

গোপাল—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার অন্যতম নাম। বৃন্দাবনের গোপরাজ নন্দ ঘোষের পুত্র-পরিচয়ে প্রতিপালিত কৃষ্ণ বাল্যকালে অতিরিক্ত আদর পাইয়াছিলেন।

অত্যধিক আদরে পালিত হইলে শিশু অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে।

চিরকাল আদুরে গোপালটি হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে তো চলবে না,—গরীবের ছেলে, লেখাপড়া শিখে, ক'রে খেতে হবে তো?

**আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী।**

আদ্যি—আদি। বদ্যি—বৈদ্য (আদ্যি শব্দের সহিত অনপ্রাসের অনুরোধে ব্যবহৃত)।

অত্যন্ত প্রাচীন ব্যক্তি, যে অনেক কিছু দেখিয়াছে এবং বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

আশ্বিনে ঝড়ের কথা আমার কাছে শোনো না। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী বসে রয়েছি, আমার তো আর অদেখা-অজানা কিছু নেই।

**আধভরা কলসীর ঢকঢকানি বেশী।**

জলের কলসী অর্ধপূর্ণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় ভিতরের জল আন্দোলিত হইয়া শব্দ করে।

লক্ষ্য° অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যা জাহির করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

তু° অধজল গগরী ছলকত জায়, ভরী গগরী চুপ্পে জায়।

An empty vessel sounds much.

**আধসের চা'লে দেয় হাঁটুভর পানি,**
**বাপে-পুতে সলা ক'রে পেয়েছে রাঁধুনী!** ( মেয়েলী )

পিতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া এমন রাঁধুনী আনিয়াছে যে আধসের চাউলে অপরিমিত জল দিয়া ভাত রাঁধে।

সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল ব্যাপারেই ঠকে।

**আধসের চালের ফেনফেনি বেশী, খেঁকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ বেশী।**

অল্প পরিমাণ ভাত রাঁধিতে গেলে বিস্তর ফেন উতলাইয়া পড়ে। নিকৃষ্ট জাতির কুকুরের ডাক বেশী হয়। অধমের আস্ফালন অধিক হয়।

**আধসের হিসেবে ঠিকে, তার তামাক আর টিকে।**

ঠিকে মজুর, যাহার দৈনিক বেতন মাত্র আধসের চাউল, তাহার অতিরিক্ত ও অসঙ্গত দাবী।

নিজের অবস্থার অতিরিক্ত মর্যাদা পাইবার আশা।

**আধা-কড়িতে বেচা।** কড়ি—অর্থ, মূল্য।

উচিত মূল্যের অর্ধেক। নিতান্ত অল্পমূল্য।

এ ঘটনার পর গ্রামে আর বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বাস্তুভিটা ও জমীজমাগুলা আধা কড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, ছুটী অন্তে ছেলেটিকে লইয়া বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গেল। প্রভাত—পত্রপুষ্প ( হীরালাল )।

তু° To sell for a song.

**আধা-খেঁচড়া।**

"অর্দ্ধ খেচর+আ ( সাদৃশ্য বা তুলনার্থে ) সম্পূর্ণাবয়ব পক্ষী নয়।"—জ্ঞানেন্দ্র

অসম্পূর্ণ ও বিশৃংখল অবস্থায় পরিত্যক্ত।

আমাদের পার্টি জিনিসটা—শুধু পার্টি কেন, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সারা ব্যাপারটাই ইংরেজদের নকল। তা যদি হয় তো নকলটা ঠিক মতই হওয়া উচিত, আধা-খ্যাঁচড়া হ'লে বড় বিসদৃশ হ'য়ে ওঠে। বিভূতি মুখো°—নীলাঙ্গুরীয়।

**আধা মাঘে কম্বল কাঁধে।**

মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইতে শীতের প্রকোপ কমিতে আরম্ভ করে ; সেজন্য ঐ সময়ে কম্বল আর গায়ে জড়াইবার প্রয়োজন থাকে না, তাহা গুটাইয়া কাঁধে তুলিতে হয়।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি শীত কমিয়া যায়।

**আধা শাশুড়ী আধা বধু, মনে বিষ মুখে মধু।**

শাশুড়ীর কঠোর শাসন হইতে মুক্ত হইয়া বধূ যখন সংসারের কর্ত্রী হয় তখন সে পরিজনগণের সহিত সরল ব্যবহার করে না।

তু° বউ গিন্নী হলে তার বড়ো ফরফরানি ই°।

**আধেক বাঘ আধেক ফেউ, তাকে চিনতে পারে না কেউ।**

ফেউ=ব্যাঘ্রভয়-ভীত শৃগাল, যাহারা দূরে থাকিয়া চিৎকারের দ্বারা ব্যাঘ্রকে উত্ত্যক্ত করে।

লক্ষ° যে বিক্রম দেখায় আবার ভীরুতাও প্রকাশ করে, এরূপ ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না।

**আন্‌তে দিলি ফট্‌কিরি, নিয়ে এলো তুঁতে ;—এই নে তোর মিছরি!**

উল্‌টাপাল্‌টা কাজ করা।

**আন মাগীর আন চিন্তা, দুয়ো মাগীর 'সোয়ামীর' চিন্তা।** (মেয়েলী)

অন্যান্য স্ত্রীলোকের মনে নানারূপ সাংসারিক চিন্তা আসে, কিন্তু যে নারী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা সে কিরূপে তাহা ফিরাইয়া পাইবে সর্বদা সেই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় না।

যাহার যেদিকে ব্যথা অথবা প্রাণের টান সেই দিকেই তাহার মন পড়িয়া থাকে।

**আনলায় কাপড়, টেনাও সাজে।**

যাহার আনলায় অনেক কাপড় আছে, বস্ত্রের অভাব নাই, ছিন্নবস্ত্র পরিতে তাহার নিজের লজ্জা করে না, কেহ নিন্দাও করিতে পারে না।

অবস্থাপন্ন লোকের গরীবী চাল নিন্দনীয় নয়।

**আন শুনতে কান খাড়া।**

অন্য >আন—অন্যরূপ, বিসদৃশ বা মন্দ কথা।

অপরের সম্বন্ধে মন্দ বা নিন্দার কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হওয়া।

পরছিদ্রান্বেষী বা হুজুকপ্রিয় লোক।

**আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে।** (মেয়েলী)

পা° আন সতীন তবু সয়, বোন-সতীন কভু নয়।

ভগ্নী যদি সপত্নী হয় তাহার বিদ্বেষ অন্য সপত্নী অপেক্ষা অধিক হয়।

একটা কথা আছে জানো ত?—আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে। ভালবাসার ক্ষেত্রে বোন ব'লে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য নেই।

তুং নিম তিতো, নিশিন্দা তিতো, ইং। [ উপেন্দ্র গঙ্গো৹—অভিজ্ঞান।

**আনহি বসে আনহি চাষ;—বলে ডাক তার বিনাশ।** ( ডাক )

বাসস্থান হইতে দূরবর্তী জমি চাষ করিলে চাষীর সর্বনাশ হয়।

**আনাগোনা, হাসি,—ভালো নয়গো মাসী।** ( মেয়েলী )

কাহারও কাছে অধিক আসা-যাওয়া করা এবং হাসাহাসি করা ভালো লক্ষণ নয়—নৈতিক অধঃপতনের সূচনা।

**আনাড়ির ঘোড়া নিয়ে অপরেতে চড়ে,**
**ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।**

যাহার প্রচুর অর্থ আছে সে অনায়াসে ঘোড়া কিনিতে পারে; কিন্তু সে যদি ঘোড়ায় চড়িতে না পারে, ঘোড়া কেনাতেই তাহার সখ মিটে,—অন্যলোকে তাহাতে চড়িয়া বেড়ায়। সেইরূপ ধনবান ব্যক্তি বই কেনে ঘর সাজাইবার জন্য, কিন্তু তাহা পাঠ করে না; যে জ্ঞানপিপাসু হয় সে-ই তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

>নির্বোধ লোক অর্থব্যয় করে কিন্তু ফলভোগ করিতে পারে না; চতুর লোক তাহার সদ্ব্যবহার করে।

তুং Fools give feasts and wise men eat them.

**আনা, নেওয়া, খাওয়া।**

কায়ক্লেশে অল্পস্বল্প উপার্জন করা এবং সেই অর্থে কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করা।

যোগেশ।……আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী-বাকরী ক'রে আনছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে; যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল।

তুং A hand to mouth life. [ গিরিশ—প্রফুল্ল।

**আনারস বলে, কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খস্‌খসে।**

কাঁঠাল অপেক্ষা আনারসের ত্বক অধিক বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তথাপি কাঁঠাল নিজের দোষ না দেখিয়া আনারসের নিন্দা করে।

>যাহার অনেক দোষ সে অপরের সামান্য দোষ দেখিয়াও তাহার নিন্দা করে।

তুং চালনি বলে, ছুঁচ তোর পাছায় কেন ছেঁদা?

The pot calls the kettle black.

**আনি, মানি, জানি না, পরের ছেলে মানি না।**

শিশুগণের ক্রীড়া বি০ ; কয়েকজনে মিলিয়া উন্মুক্ত স্থানে হাত দুটি পার্শ্বে বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিতে থাকে এবং ছড়াটি বারবার বলিয়া যায়।

মাথা ঘুরিয়া উঠিলে বসিয়া পড়িয়া শরীর টলমল করিলেই খেলার আনন্দ।

**আন্দাজে ফয়তা দেওয়া।**

আ০ ফতোয়া ( শাস্ত্রানুযায়ী বিধান বা সিদ্ধান্ত ) >অপ০ ফয়তা। মুসলমান বিচারক বা কাজী ইস্‌লামীয় শাস্ত্রানুসারে বিবাদ বা সমস্যার বিচার করিয়া ফতোয়া ( আদেশ বা রায় ) দিতেন।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি দ্বারা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ফতোয়া জারি হওয়া।

>যে কিছুই বুঝে না এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির মন্তব্য প্রকাশ।

যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা থাকে তাহলে সবদিক বিচার ক'রে যা উচিত মনে হয় বলো, না হয় চুপ ক'রে থাকো। এমন আন্দাজে ফয়তা দেবার দরকার নেই।

**আন্নাকালী।** আর না কালী >আন্নাকালী।

পর পর অনেকগুলি কন্যা-সন্তান জন্মিলে প্রসূতি হতাশ হইয়া কালী ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে, "আর না, কালী", অর্থাৎ "ক্ষান্ত হও, আর কন্যা-সন্তান দিও না।" অবাঞ্ছিত কন্যা-সন্তানের নাম।

**আপ্‌কে-ওয়াস্তে।**

আপ্‌কে ওয়াস্তে ( হি০ )=আপনার জন্য >আপনার সেবার জন্যই আছি, যাহা কিছু করি আপনারই মঙ্গলের জন্য, ই০ চাটুবাক্য।

>প্রভু বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির তোষামদকারী।

শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দ্বারা ততোটা দেশের অনিষ্ট হয় না যতোটা এইসব স্বার্থান্বেষী আপ্‌কে-ওয়াস্তের দলের দ্বারা।

**আ-পড়া বামুন শূদ্রের দুনো।** আ-পড়া=মূর্খ।

ব্রাহ্মণের পক্ষে বিদ্যা অপরিহার্য। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অজ্ঞ শূদ্রেরও অধম।

**আপদস্ত ( আপদঃ ) শান্তিঃ।** ( সং )

বিপদ দূর হওয়া। অপ্রীতিকর ব্যাপার অথবা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে স্বস্তিবোধ।

স্বামী 'সস্ত্রীক শকটারোহনে' কর্মস্থলে চলিয়া যান, মা হয় দেশে কুঁড়ে আগলাইয়া থাকেন…, আর না হয় হিন্দুর পিঁজরাপোল কাশী বা শ্রীবৃন্দাবনে চালান হন! আপদস্য শান্তিঃ! ললিত বন্দ্যো০—কাব্যসুধা।

**আপন আপন, পর পর ; যে না চেনে সে বর্বর।**

কে আপন লোক, কে পর, ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায়। যে নির্বোধ সে-ই বুঝিতে পারে না।

**আপন কোটে ( গাঁয়ে ) কুকুরও বড়ো ( রাজা )।**

কুকুর যে স্থানে বাস করে সেইখানেই তাহার পূর্ণ প্রতিপত্তি, ভিন্ন স্থানের কুকুরকে আসিতে দেয় না।

>নিজের গণ্ডির মধ্যে হীন ব্যক্তিরও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

নিজের অফিসেই আপনি বড়বাবু আছেন, সেখানে আপনার অখণ্ড প্রতাপ,—আপন গ্রামে কুকুর রাজা। তাই বলে এখানে মেজাজ দেখালে কেউ ভয় করবে না কি? এখানে আপনিও আমাদের মতন নগণ্য!

তু॰ आपनी गलीमें कुत्ता भी शेर होता है।

A cock is bold on his own dunghill.

**আপন কোটে পাই, তো চিঁড়ে কুটে খাই।**

কোট = আয়ত্ত, অধিকার, এলাকা।

ঢেঁকিতে কুটিয়া যেমন চিঁড়া প্রস্তুত হয়, আয়ত্তাধীন ব্যক্তিকে সেইরূপ ইচ্ছামত নিপীড়ন করা যায়।

বিনা কারণে আমার নামে এমন মিথ্যা অপবাদ ক'রে বেড়াচ্ছে! তা'কে যদি আপন কোটে পাই, তো চিঁড়ে কুটে খাই।

**আপন ঘরে সবাই রাজা।**

গৃহকর্তা নিজের গৃহে সর্বেসর্বা এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তু॰ अपने घरके सब बादशाह हैं।

A man's house is his castle.

**আপন চেয়ে পর ভালো, পর চেয়ে জঙ্গল ভালো।**

নিকট আত্মীয়গণের কাছে যতটুকু সাহায্য ও উপকার পাওয়া যায় অনেক সময় নিতান্ত অনাত্মীয়ের কাছে তাহা অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়। আবার আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের দ্বারাই অল্প বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিলে সেখানে অনিষ্ট করিবার কেহই থাকে না।

লোকালয় অপেক্ষা বনে বাস করা নিরাপদ।

তু॰ अपने से बिगाने भले।

**আপন চোখে সোনা বর্ষে, দাদার চোখে রুপা,<br>তার পর যতো দেখ—গাপা আর গুপা।**

যে কাজ নিজে করা হয় তাহাতে প্রচুর লাভ হয়, আত্মীয়জনের দ্বারা কিছু কিছু হয়। আর যতো লোক সকলেই ফাঁকি দেয়, গালগল্প করিয়া কালহরণ করে।

তু° আঁতে-পুতে চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই।

অপনা কাজ মহা কাজ।

**আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।**

সং আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাতি পরচ্ছিদ্রানুসারিণঃ > অনু°।

**আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি।**

নিজের বহু দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পরের দোষের জন্য বিদ্রূপ করা।

তু° अपना टेंटर न टेरने, दूसरेकी फुल्लि निहारे।

**আপন দোষে খেয়েছি মাটি, বাপে-পুতে কামলা খাটি।**

কামলা = মজুর। নিজের বুদ্ধির দোষে এমন কিছু করা যাহার ফলে পিতাপুত্রকে বাধ্য হইয়া মজুর খাটিতে হয়।

নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করিতেই হয়।

**আপন দোষে জন্মকানা, পরের দোষ পর্বতপানা।**

মানুষ নিজের দোষের বেলায় জন্মান্ধের মত,—কখনও কিছু দেখিতে পায় না; কিন্তু পরের দোষ সামান্য হইলেও অত্যধিক মনে করে।

**আপন দোষে ডুবলো তরী, পরের ঘাড়ে দোষের ঝুড়ি।**

নিজের দোষ অস্বীকার করিয়া পরকে দায়ী করা।

**আপন ধন পরকে দিয়ে, মরো এখন পাত কুড়িয়ে।**

নিজের সম্পদ পরের হাতে তুলিয়া দিলে দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী।

**আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা।**

নিজের ধান পাকিয়া যখন প্রস্তুত হইয়াছে, অত্যধিক রৌদ্র হইয়া অপরের ফসল খরিয়া নষ্ট হউক—তাহাতে ক্ষতি নাই।

স্বার্থপর ব্যক্তির মনোভাব।

**আপন ধান বিশ পসুরি, পরের ধান এক পসুরি।**

নিজের ক্ষেতে যে ধান জন্মে তাহা অপরের চেয়ে বেশী মনে করা।

নিজের সব কিছুই অপরের চেয়ে ভালো মনে করা।

**আপন পাগল বেঁধে রাখি, পরের পাগল হাততালি দিই।**

নিজ পরিবারের মধ্যে যদি পাগল থাকে, তাহাকে সাবধানে ঘরে আটকাইয়া রাখা হয়, পাছে অপরে তাহার উপর অত্যাচার করে; কিন্তু পরের ঘরের পাগল দেখিলে তাহাকে ক্ষেপাইয়া আমোদ পায়।

লোকে নিজের যে দোষ-ত্রুটি অপরের নিকট হইতে গোপন রাখে, পরের বেলায় তাহা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিষয় হয়।

**আপন পুত ধ'রে আনে, ঝোলে-ভাতে খায়,**
**পরের পুত ধ'রে আনে, জুলু জুলু চায়।**

নিজের ছেলের আদর এবং পরের ছেলের অবহেলা।

**আপন পুত লাঙলের গাদা, পরের পুত শাহজাদা।**

গাদা—লাঙলের স্থূল অংশ যাহার উপর চাপ দিতে হয়।

নিজের ছেলেকে শাসন করা যায় কিন্তু পরের ছেলের সঙ্গে সেরূপ চলে না—সমাদর করিতে হয়।

**আপন পোলা খায়, ঘরপানে চায়;**
**পরের পোলা খায়, পথপানে চায়।**

নিজের ছেলে সংসারের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখে; কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির যতোই আদর-যত্ন করা হউক, সমস্তই ব্যর্থ হয়,—সে সুবিধামত চলিয়া যাইবার চেষ্টায় থাকে।

**আপন বুদ্ধিতে তরো, পর-বুদ্ধিতে মরো।**
**আপন বুদ্ধিতে ভাত, পর বুদ্ধিতে হা-ভাত।**
**আপন বুদ্ধিতে রাজা, পর বুদ্ধিতে খাজা।**
**আপন বুদ্ধি শুভংকরী, পরের বুদ্ধিতে ডুবে মরি।**

নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া যে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহার ফল শুভ হয়; কিন্তু দায়িত্বহীন পরের পরামর্শ অনুসারে চলিলে বিপদ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা।

পরের কথা না শুনিয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা ভালো।

**আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই।**

(১) নিজের বিবেচনা অনুসারে কাজ করাই ভালো, তাহার ফল মন্দ হইলেও দুঃখ নাই। পরের কথা শুনিয়া কাজ করা উচিত নয়, যদিও তাহার ফল ভালো হয়।

(২) হিতাহিতজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিজের মতে চলিয়া যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তথাপি পরের সুপরামর্শ শুনিতে চায় না।

**আপন ভালো পাগলেও বোঝে।**

পাগল হইলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পায়; তথাপি সে নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারে।

স্বার্থবোধ একটা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি, সকলের মধ্যেই তাহা থাকে।

তু° হিত অনহিত পশুপক্ষিহু জানা।

**আপন মুখ আপনি দেখ।**

নিজের চেহারার দোষগুণ আয়নায় দেখিয়া নিজেই বোঝা যায়।

নিজের দোষগুণ নিজেই বিচার করিয়া দেখা উচিত।

**আপন শাশুড়ী সেলাম না পায়,**
**নানী-শাশুড়ীর পিঁড়া বায়।** (মেয়েলী)

নানী-শাশুড়ী—স্বামীর মাতামহী।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাকে অবহেলা করিয়া নিঃসম্পর্কীয় বা দূরসম্পর্কীয় ব্যক্তির সম্মান করা।

**আপন হাত জগন্নাথ (+পরের হাত এঁটো পাত)।**

জগন্নাথদেবের পীঠস্থান পুরীক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা নাই, সকলেই শুচি।

নিজের হাতটিকে শুচি এবং পরের হাতকে অশুচি জ্ঞান করা। পরের বেলায় যাহা দূষণীয় বলিয়া গণ্য নিজের বেলায় তাহা নির্দোষ বিবেচনা করা।

তু° অপনা হাথ জগন্নাথ।

**আপনাকে না বিবির আঁটে, খাবলা খাবলা শিন্নি বাঁটে।** (মেয়েলী)

ক্ষে° আপনার আঁটে না পরকে বিলায়।

গৃহকর্ত্রীর নিজের কুলায় না, তবু পীরের শিন্নি বিতরণ করে। অপরিমিত ব্যয় করা।

**আপনার আছে তো খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও।**

নিজের সংস্থান না থাকিলে পরের প্রত্যাশা করা বৃথা।

**আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।**

**আপনার আপনার কেন করো, মিছে মায়ায় ঘুরে মরো।**

অলীক মায়ার ভ্রমে পড়িয়া লোকে আপন-পর বিচার করে; প্রকৃতপক্ষে কিছুই আপনার নয়।

**আপনার আপনি, ডোর আর কোপ্‌নি।**

ডোর = রজ্জু; যে কটিবন্ধে কৌপীন পরা হয়।

সন্ন্যাসীর ডোর-কৌপীনের অতিরিক্ত নিজের বলিতে কিছু থাকে না, কাহারও জন্য ভাবনা-চিন্তা করিতে হয় না।

নির্ঝঞ্ঝাট নিশ্চিন্ত জীবন যাপন। কেবল আপনাকে লইয়াই থাকা।

বেশ আছ! আপনার বলতে কোনও কুলে কেউ নেই, পাঁচটা কুপোষ্য নেই, দিব্যি নিরুদ্বিগ্ন জীবন,—আপনার আপনি, ডোর আর কোপ্‌নি।

**আপনার কথাই পাঁচ কাহন।**

পাঁচ কাহন = ৩৫৬০০ ( সংখ্যাধিক্য-দ্যোতক )।

অপরকে কথা কহিবার সুযোগ না দিয়া নিজের গর্ব বা প্রশংসাসূচক অজস্র কথা কহিতে থাকা।

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ঢের হয়েচে, নিজের বাহাদুরী আর করতে হবে না। সেই যে আপনার কথাই ক' কাহন বলে,—তাই।" সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

তু° अपनाही राग आलापना।

**আপনার কথা পরকে কই, সাধ করে পথে বই।** বই = বসি।

নিজের গোপন কথা যে অপরের নিকট প্রকাশ করে সে নিজের বুদ্ধির দোষে ইচ্ছা করিয়াই নিজের সর্বনাশ সাধন করে।

**আপনার কাজ আপনি করো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু° आप काज महा काज।

Better do a thing than wish it to be done.

**আপনার কামার, আপনার খাঁড়া,—যেখানে পড়াবি সেখানেই পড়া।**

পশুবলি কামারের হাত দিয়া হয়। কামার এবং খাঁড়া উভয়ই যাহার আয়ত্তাধীনে তাহার ইচ্ছামতই কামার পশুদেহের যে কোনো স্থানে কোপ মারিতে বাধ্য হয়।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

সাহেবেরা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়েন।

তু° নায়কের মর্জি, উলুবনে কীর্তন। [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

He who pays the piper orders the tune.

**আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লওয়া।**

হিসাব করিয়া নিজের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করা।

> নিজের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হওয়া।

আজকালকার দিনে বধূরা আর প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত শ্বাশুড়ীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে চাহেন না,…একটু সেয়ানা হইয়াই আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতে চাহেন। ললিত বন্দ্যো°—কাব্য-সুধা।

**আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটি আন্ খাই।**

নিজের দ্রব্য পরকে দিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পরের দ্রব্য লইতে সদা প্রস্তুত।

তু° আমার নাম যমুনা দাসী ই°।

**আপনার নয় ঠাকুর, পরে করবে কি ?**

দেবতা বিমুখ হইলে, কেহ কাহারো দুঃখ দূর করিতে পারে না।

তু° जिसको न दिया मौला, उसको क्या देगा आसफउद्दौला ।

**আপনার পাঁজি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।**

ভাগ্য-গণনার জন্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষীকে পাঁজির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দিলে তাহার নিজের কাজ চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

> নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপরকে দিলে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

"…আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও খান আমরা ভিক্ষে কোরে বেড়াই আর কি ? তা হবে না। মা কি বল তুমি ?"

"তার আর কি ভুল আছে। 'আপনার পাঁজি পুঁথি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞি বেড়ায় হাবাতে হয়ে।' সে কাজে যেন আমার বংশের কেও না যায়।" তারক গঙ্গো°—স্বর্ণলতা।

**আপনার পুত পরকে দিয়ে, দেবকী মরে বুক চাপড়িয়ে।** (মেয়েলী)

দেবকীর সাতটি সন্তান জন্মের পরই মথুরারাজ কংশ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে পিতা বসুদেব যমুনা তীরে গোকুল গ্রামের স্বীয় মিত্র গোপরাজ নন্দের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। দেবকী নিজ একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া দিয়া মনস্তাপ করিতে থাকেন। ]

দ্র° যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী।

নিজের যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া পরে মনস্তাপ ভোগ করা।

দ্র°—উপরের দুইটি বচনের মিশ্রণ ও পদবিপর্যয়-জনিত কয়েকটি অপপাঠও প্রচলিত আছে।

**আপনার ভাত খাই, ভাঙা কাঁসি বাজাই।**

যে পরমুখাপেক্ষী নয় সে দরিদ্র হইলেও সুখী।

তু° अपनाके रोटी, तिन गीत गाति ।

**আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা।**

নিজের দুই-একটা মনের কথা বলিয়া পরকে ভুলাইয়া, তাহার গোপন কথা জানিয়া লওয়া।

**আপনার মান আপনার ঠাঁই।**

নিজের সম্মান নিজেকেই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। যে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে পারে না তাহাকে নিজের দোষেই মান খোয়াইতে হয়।

তু° अपनी पगड़ी अपने हाथ ।

**আপনার মান আপনি রাখো, কাটা কান চুল দে' ঢাকো।**

কাহারও যদি কান কাটা থাকে, লোকে তাহাকে দেখিয়া হাসিবে। কিন্তু কাটা কান মাথার চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে সে দোষ কেহ দেখিতে পাইবে না ; সুতরাং সম্মানের হানি হইবে না।

লোকের নিকট সম্মান বজায় রাখিতে হইলে নিজের চেষ্টায় সম্মানের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নিজের যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে তাহা সংশোধন না করিলে লোকে অশ্রদ্ধা করিবে।

ছাড় মেনে ঠাকুরাণী এ পাপ প্রসঙ্গ ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি ॥ রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।

**আপনার মা রাঁধুনী, বারোমাস সুখ।**

একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যাহার উপর রন্ধনের ভার থাকে সে নিজের পুত্রকন্যাকে ভালো করিয়া খাওয়াইবার সুযোগ পায়, সুতরাং তাহাদের আহারের সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে।

**আপনার রেখে পরের চাখা।**

স্বার্থপর ব্যক্তির আচরণ।

**আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা।**

অপরের নিকট ঠকিলে বা পরাজিত হইলে অথবা নিজের স্ত্রীর হাতে প্রহার খাইলে, কেহ তাহা লজ্জায় প্রকাশ করে না।

নিজের লজ্জার কথা সকলেই গোপন করে।

তু° अपना हारा, महरी का मारा, कोई नहीं कहता।

**আপনারা ?**

অপরিচিতের পরিচয় জানিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ;—আপনি কোন্ জাতির বা ব্রাহ্মণাদি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ?

নীলকমল অনেকক্ষণ হুঁকা টানিয়া, হুঁকাটির মুখ বাম হস্তে পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের দিকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, আপনারা ?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ।"

**আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখাও।** [ তারক গঙ্গো°—স্বর্ণলতা।

কেবল উপদেশ দিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না ; উপদেষ্টাকে নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে।

তু° Example is better than precept.

**আপনি আর কোপনি।**

কোপনি মাত্র সম্বল। যে ব্যক্তি একাকী বাস করে, সঙ্গী-সাথী বা আসবাবপত্র কিছু নাই।

ব্যং পত্নীর সহিত কৌপীনের মত অন্তরংগ সম্বন্ধ থাকা হেতু কোপনি শব্দে পত্নীও বুঝায়।

তোমার ঘরে যদি পাঁচটা ছেলেপুলে থাকতো তো বুঝতে কতো ঝক্কি। আছ তো আপনি আর কোপনি,—কপোত-কপোতীর মতন পরম আনন্দে!

**আপনি ( মনিব ) গেলে ঘোল পায় না,**
**চাকরকে পাঠায় দুধ ( ঘি, দই ) আনতে।**

পা০ নিজে গেলে পাত পায় না, চাকরকে পাঠায় নেমন্তন্ন।

যাহার কাছে নিজের এতটুকু খাতির নাই যে সামান্য একটু ঘোল চাহিয়া পাওয়া যায়, তাহার কাছে চাকরকে পাঠাইলে ঘি বা দুধ পাওয়া যাইবে এরূপ মনে করা দুরাশা মাত্র।

যে ব্যক্তি নিজেই অবজ্ঞার পাত্র তাহার অধীনস্থ অপর কেহ সম্মান পাইতে পারে না।

**আপনি চোর যেই, বাপকে বিশ্বাস নেই।**

যে নিজে অসৎ, সে কাহাকেও বিশ্বাস করে না।

তু০ আপনি যেমন, জগৎ দেখে তেমন।

**আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সঙ্গে সাতটা ধাই!**

নিজের থাকিবার মতো যথেষ্ট স্থান নাই, অথচ বিবাহ করিয়া যে বধূকে আনিল তাহার সঙ্গে সাতজন দাসী!

অভাবের উপর দায়িত্ব বৃদ্ধি।

**আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই।** নেঙাই—নেঙচাই, খুঁড়িয়ে চলি।

যাহার নিজের কোনো দোষ আছে, তাহার পক্ষে অপরের সেই দোষ দেখিয়া ব্যঙ্গ করা শোভা পায় না।

তু০ চালনী ছুঁচের বিচার করে।

**আপনি পাগল, পতি পাগল, পাগল তার চেলা,**
**এক পাগলে রক্ষে নেই, তিন পাগলের মেলা।** ( মেয়েলী )

দ্র০ পাঁচ পাগলের ঘর, খোদা রক্ষে কর্।

**আপনি পায়না জা'গা, কুত্তা আনে বাঘা।**

দ্র০ আপনি পায় না শংকরাকে ডাকে।

তু০ आपही मिथाँ मांगते, बाहर खड़ दरवेश।

**আপনি পায় না, শংকরাকে ডাকে।**

পা॰ আপনি ঠাকুর ভাত পায় না। আপনি শুতে ঠাঁই পায় না।

যাহার নিজের জন্য পাইবার আশা নাই, সে অপরকে ভাগ দিতে চাহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

আমার জন্যে আর অতো ভাবতে হবে না, তুমি নিজের ভাবনা ভাবো। আপনি পাও না, আবার শংকরাকে ডাকো কেন ?

**আপনি বড়ো ভালো, তাই লোককে বলে কালো।**

যে ব্যক্তি নিজে কালো সে অপরকে কালো বলিলে শোভা পায় না। নিজের দোষ ত্রুটি থাকিলে পরের সেই দোষ ধরিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

তু॰ আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খস্‌খসে।

চালনি ছুঁচের বিচার করে।

**আপনি বাঁচলে বাপের নাম।**

নিজে বাঁচিয়া থাকিলে তবেই পূর্বপুরুষের বংশ ও নাম বজায় থাকে, নতুবা তাহা লোপ পায় ; সুতরাং নিজের প্রাণ রক্ষা করা সর্বাগ্রে উচিত।

আত্মরক্ষা মানবের প্রথম বর্তব্য।

এবারকার মত যা করবার তাত আপনি করলেন, আর ওসব আপদ্‌ কখনও ঘাড়ে নেবেন না। এ সংসারে আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম, পরের দায় নিতে গেলে অত চলে না। সীতা দেবী—ক্ষণিকের অতিথি।

তু॰ আত্ম রেখে ধর্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম। চাচা, আপন বাঁচা।

Self-preservation is the first law of nature.

**আপনি ভালো তো জগৎ ভালো।**

যে নিজে সৎ, কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার করে না, সকলেই তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকে ; সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পৃথিবীর সকলেই সৎ।

তু॰ आप भला तो जग भला।

Good mind, good find.

**আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।**

জ্ঞাতির মৃত্যুতে অশৌচ হইলে গৃহস্থকে পাকশালায় ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে হয়।

জ্ঞাতি-শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার জন্য নিজে মরিয়া তাহাকে হাঁড়ি ফেলিতে বাধ্য করা।

পরের অনিষ্ট করিবার জন্য নিজের গুরুতর অনিষ্টসাধন।

তু॰ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

**আপনি যেমন (+ঢেমন), জগৎ দেখে তেমন।** ঢেমন=লম্পট ; মন্দস্বভাব।

যে নিজে অসৎপ্রকৃতি সে সকলকেই নিজের মতো মনে করে।

**আপনি যেমন-তেমন,—জগৎ দেখি কেমন।**

নিজের স্বভাব-চরিত্র যেমনই হউক, পরের বিচার করার ধৃষ্টতা।

**আপনি রইলেন মাঝ-দরিয়ায় (ড'রপানিতে), পোলারে পাঠাইছেন চর**

ড'র—ডহর, গভীর। কোনো পূর্ববঙ্গবাসী নদীর জলে নামিতে উদ্যত হইলে ঘাটের ধারে বেঙাচি ভাসিতে দেখিয়া তাহাকে কুমীরের ছানা মনে করিয়া বলিতেছে, "আমি কুমীরের চালাকি ধরিয়া ফেলিয়াছি। সে নিজে নদীর মাঝখানে গভীর জলে লুকাইয়া থাকিয়া ছানাকে চর পাঠাইয়াছে।" কাজেই, কুমীরের ভয়ে সে ব্যক্তির আর জলে নামা হইল না।

পূর্ববঙ্গবাসীর কল্পিত নির্বুদ্ধিতা প্রমাণার্থে রচিত কাহিনী।

**আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই।** (মেয়েলী)

অপরের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই নিজের গুণগান করা।

**আপনি রাঁধি, আপনি বাড়ি, মোর সোয়ামী খায়,—**
**পাড়াপড়শী মাগীগুলো, চোখ পাকিয়ে চায়।** (মেয়েলী)

পারিবারিক সুখ দেখিয়া প্রতিবেশিনীর পরশ্রীকাতরতা।

**আপনি সয় না তুলা এক পোয়া, পরের মাথায় দেয় দু'মণ লোয়া।**

আত্মসুখী ব্যক্তি, যে পরকে নির্দয়ভাবে খাটাইয়া লয়।

**আপ যাইয়ে।**

দুই ভদ্রলোক একত্রে ট্রেনে যাইবার উদ্দেশ্যে স্টেশনে পৌঁছিয়া সৌজন্য প্রকাশের জন্য 'আপনি যান' বলিয়া পরস্পরকে অগ্রে গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কেহই অগ্রে উঠিতে চাহিলেন না ; এদিকে ট্রেন ছাড়িয়া দিল, ফলে কাহারও যাওয়া ঘটিল না।

অতিরিক্ত সৌজন্য দেখাইতে গিয়া কার্য পণ্ড করা।

বলিহারি আদব-কায়দা আপনাদের ! আপ যাইয়ে, আপ যাইয়ে, ক'রে দুজনের কেউ চেয়ারটাতে বসলেন না, লাভের মধ্যে আর একজন মাঝে থেকে এসে দখল ক'রে নিলে।

**আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পিন্না।**

পিন্না, পহিরনা (হিং)—পরিধান করা।

নিজের রুচি অনুযায়ী ভোজন করা উচিত, কিন্তু বেশ-ভূষা পরের পছন্দমত করাই ভালো। কারণ কিরূপ পোষাক পরিলে মানায় তাহা পরেই বলিতে পারে,—নিজে বুঝিতে পারা যায় না।

তুমি ভাবছো আদ্দির পাঞ্জাবী প'রে খুব বাবু সেজেছ। এদিকে বিস্কু-পাঁজরগুলোর যা বাহার খুলেছে তা তো বুঝতে পারছো না। সাজপোষাক-গুলো নিজের খেয়ালে না করাই ভালো,—আপরুচি খানা ই°।

তু° খাইয় মনভাতা, পহনিয় জগ্ভাতা।

**আপাতমধুর পরিণাম বিষ।**

যাহা প্রথমে মনোরম মনে হয়, কিন্তু পরে মন্দ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

অনেক সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর মতে গার্হস্থ জীবনের মোহ আপাত-মধুর, কিন্তু পরিণামে বিষ,—সুতরাং সর্বথা পরিত্যজ্য।

**আফিমে ভালা, গাঁজায় চোর, গুড়ুকের ঘরে সদাই শোর।**

গুড়ুকে—যে ব্যক্তি গুড়ুক বা গুড়ে-মাখা তামাকের ধূম পান করে; তামাকখোর।

তিন প্রকার নেশার তুলনা ঃ—আফিম খাইলে মনে আত্মতৃপ্তির ভাব আসে, ভালমানুষের মতো নীরবে চোখ বুজিয়া ঢুলিতে এবং কল্পনায় রঙিন চিত্র দেখিতে ভালো লাগে; গাঁজাখোর চোরের মতো ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ঝিমায় এবং তামাকখোরের ঘরে তামাক-সেবীর দল জুটিয়া গোলমাল করে।

**আবর তাঁতি গোবর খায়, বউয়ের কথায় মরতে যায়।**

আবড় (হাল-বহনে অনভ্যস্ত বন্যস্বভাব বলদ) >আবর=মূর্খ; কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাঁতি ও গোয়ালা জাতি স্বভাবতঃ নির্বোধ হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

নির্বোধ ব্যক্তি এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন হয় যে গোবর খাইতেও দ্বিধাবোধ করে না। এরূপ ব্যক্তি পরের কথায় এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করে যে, কেহ মরিতে বলিলে নিজে কিছু বিচার না করিয়া মরিতেও প্রস্তুত।

নির্বোধ লোক যে কোনো অপকর্ম করিতে পারে।

**আবস্থার ব্যবস্থা নেই।**

অবস্থা>আবস্থা=দুরবস্থা, দুর্দশা।

দুর্দশার সীমা-শৃংখলা নাই; চরম দুর্গতি।

বাড়ীতে মেয়েছেলের অভাবে মা-মরা ছেলেটার আবস্থার ব্যবস্থা নেই।

**আবাতি কাঁঠালের ভুতুড়ি।**

আবাতি=অপরিপুষ্ট, কচি, অল্পবয়স্ক। ভুতুড়ি=পাকা কাঁঠালের কোষের চারিদিকে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড।

অপুষ্ট হঁচড়ের কোষ এবং ভুতুড়ি পৃথক করিয়া দেখা যায় না।

>যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই,—কল্পিত মাত্র।

**আবাত্তি কালে অনন্তের ব্রত।**

অনন্ত ব্রত—ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অনন্ত-চতুর্দশীদিনের মেয়েলী ব্রত—যাহা চতুর্দশ বৎসর পালন করিতে হয়।

অল্পবয়সে কঠিন কার্যে ব্রতী হওয়া।

**আবাত্তি পাকলে মিঠা কম।**

অপুষ্ট ফল পাকিলে সুস্বাদ হয় না। দ্রঃ ইঁচড়ে পাকা।

**আবার ডোমকে ধারে মদ!**

নীচ দরিদ্র ব্যক্তিকে ধারে জিনিস দিলে মূল্য আদায় হয় না।

যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে সে পুনরায় সে ভুল করে না।

**আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই।**

মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে আহ্বান বা আমন্ত্রণ করিয়া পূজান্তে ভক্তি সহকারে বিদায় দেওয়া হয়।

কাহাকেও সাদর অভ্যর্থনা না করা, আবার তাড়াইয়াও না দেওয়া,—অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো।

**আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।** ( সং )

প্রাচীন কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেণীর গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত হইত। এই প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত, দ্রুত-বিলম্বিত ইং বিভিন্ন রূপ উচ্চারণ এবং বিরাম-যতি লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিতে না পারিলে কবিতার ধ্বনিগত মাধুর্য নষ্ট হয় এবং অর্থবোধেও ব্যাঘাত ঘটে।

গ্রন্থপাঠ কালে অর্থবোধ অপেক্ষা নির্দোষ আবৃত্তি অধিক প্রয়োজনীয়।

**আবোল-তাবোল।**

আ ( নহে ) + বোল ( উক্তি )—যে কথা অর্থহীন বলিয়া উক্তি বলিয়াই গণনীয় নয়। তাবোল—সহং শব্দ।

অর্থহীন ও অসম্বদ্ধ শব্দাবলী ; প্রলাপ-বচন।

হ্যাঁ—এখন একটু একটু মনে পড়িতেছে বৈকি! সেদিন আমি ভয়ানক মাতাল হইয়াছিলাম। মদের ঝোঁকে কতকগুলা আবোল তাবোল বকিয়াছিলাম বোধ হয়। প্রভাত—সিন্দুর কৌটা।

**আমও গেল, ছালাও গেল।**

অপরের আমবাগান হইতে আম চুরি করিয়া আনিতে গিয়া ধরা পড়ার ভয়ে পলায়ন করিলে, সে যে আমগুলি সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা তো গেলই, সেই সঙ্গে আম আনিবার জন্য নিজের যে ছালা (থলে) লইয়া গিয়াছিল তাহা পর্যন্ত হারাইয়া আসিল।

>লাভ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

তু॰ বৈলকা বৈল গয়া, নৌ হাথকা পগহা গয়া।

**আম খেয়ে খায় পানি, পেট বলে—আমি না জানি।**

আমি না জানি = রোগ হইলে আমার কোনো দোষ নাই।

আম খাইয়া জল পান করিলে উদারাময় জন্মে।

**আমড়া,—আঁটি আর চামড়া।**

কাঁচা অবস্থায় আমড়ার যে শাঁস থাকে পাকিলে তাহা আঁটিতে পরিণত হয়; পাকা আমড়ায় শাঁস থাকে না। ফলের মধ্যে আমড়া নিকৃষ্ট।

**আমড়া কাঠের ঢেঁকি।**

আমড়াগাছের কাঠ অত্যন্ত লঘু, অসার ও ভঙ্গুর, ইহাতে ঢেঁকির মতো ভারি ও মজবুদ জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে না।

লক্ষ॰ প্রয়োজনের অনুপযুক্ত অসার বস্তু। অকর্মন্য ব্যক্তি।

হাট থেকে আলুর বোঝা বয়ে আনবার জন্যে কি লোকই পাঠিয়েছিলে,—আমড়া কাঠের ঢেঁকি! মোটটা মাথায় তুলতে গিয়েই হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে পা ভেঙে ব'সে রইল।

তু॰ কাগজকা নাব।

**আমড়াগেছে করা।**

আমড়াগাছ যেমন অসার তাহার ফলও তেমনই সকল ফলের অধম। এমন অপদার্থ গাছের গুণাগুণ আলোচনা করা বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। এইরূপ আলোচনার সমতুল্য নানা অসার বাজে কথা কহিয়া সময়ক্ষেপ করা।

(১) বক্তব্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বে বিস্তর বাজে বকিয়া যাওয়া।

(২) অপরের মনস্তুষ্টির জন্য কতকগুলা অবান্তর কথা বলা।

তাই বল!—তোমার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল। এত আমড়াগেছে না করে প্রথমে সোজাসুজি বল্লেই হত! তোমার এ প্রবন্ধ যদি রাবিশ হয়, তুমি আমায় ক্ষণজন্মা পুরুষ বলেছ বলেই কি আমি এ ছাপাব? প্রভাত—গল্প-বীথি (সম্পাদকের আত্মকাহিনী)।

তু॰ লল্লোপচ্চো করনা।

To beat about the bush.

**আমড়াতলায় আম পেলে, আমতলাতে কে বা যায়।**

ফলের মধ্যে আম অতি উৎকৃষ্ট এবং আমের সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও আমড়া অতি নিকৃষ্ট ফল। আমড়াগাছে আম হয় না, সুতরাং

আমড়াগাছের তলায় আম কুড়াইয়া পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই ; পাওয়া গেলে আমগাছের নিকট যাইবার প্রয়োজন হইত না।

লক্ষ০ (১) হীন স্থানে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হইলে উত্তম স্থানে যাইবার আবশ্যকতা থাকে না।

(২) অল্প আয়াসে যদি কার্যসিদ্ধি হয় তবে অধিক শ্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।

তু০ আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই ?

**আমড়ার গাছে আম কখনও ফলে না।**
**স্বভাব যেমন যার সে তাহা ভোলে না।**

ক্ষে০ আমড়াগাছে আম হয় না।

আমড়াগাছে আমের মত উৎকৃষ্ট ফল জন্মিতে পারে না। সেইরূপ, যাহার যেমন স্বভাব সে সেইরূপই ব্যবহার করে। মন্দস্বভাব ব্যক্তির নিকট ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না।

তু০ স্বভাব যায় না ম'লে ।

**আমতলায় আম মাহঙ্গা।**

যে স্থানে যে বস্তু উৎপন্ন হয় সেখানে তাহার অভাব ঘটে ; কারণ সমস্তই অন্যত্র চলিয়া যায়।

তু০ চিরাগ তলে অন্ধেরা।

**আম্‌তা-আম্‌তা করা।**

কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া কহিতে ইতস্ততঃ করিলে লোকে ঢোক গিলিয়া 'আম্, আম্, তা তা, হাঁ, না' ই০ অস্পষ্ট ধ্বনি করিয়া থাকে।

স্পষ্ট কথা কহিতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করা।

রমলা দেবী সুজনকে বল্লেন, 'সুজন, কাল সকালে জিরিয়ে একটু আসতে পারবে ?' একটু আম্‌তা আম্‌তা করে সুজন উত্তর দিলে, 'কাল সকালে একটু কাজ ছিল।' ধূর্জটি মুখো০—অন্তঃশীলা।

তু০ অগর মগর করনা।

To hum and haw.

**আম না পেয়ে আঁটিতে কামড় ( আঁটি চোষা )।**

উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া অসার বস্তু দ্বারা অভাব পূর্ণ করা।

তু০ দুধের সাধ ঘোলে মেটানো।

**আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইলো প্রত্যাশে।**

অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তাহার অপেক্ষায় থাকা।

**আমপিত্তি বার করা (ছরকুটে যাওয়া)।**

অতি-পেষণের ফলে শরীরস্থ রক্ত, আম, পিত্ত ই° রস বাহির হওয়া।

>চরম দুর্গতি হওয়া।

তু° মারকে হলুয়া নিকালনা।

To beat one to jelly.

**আম ফুরালে আমসী।**

আম যখন পাওয়া যায় না, আমসী সে অভাব পূর্ণ করে।

তু° দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।

**আমরা তিন বোন,—আমি, মা আর পদী-পিসী।** ( মেয়েলী )

শিশুর মনে সম্পর্ক-জ্ঞানের অভাব। আত্মপর বিচারের অক্ষমতা।

তু° এক মৈঁ, দুসরা মেরা ভাই, তীসরা হজ্জাম নাঈ।

**আ মরণ, মিনসে লোক হাসালে, দাড়ি রেখেছে তোবড়া গালে।**

পুরন্ত গাল ভালো দেখিতে, শীর্ণ গাল দেখিতে কুৎসিত হয়। সেই ত্রুটি ঢাকিবার জন্য দাড়ি রাখিলে দেখিতে আরও কুৎসিত হয়।

চেহারা শোধরাইবার হাস্যকর চেষ্টা।

**আমরা বড়-চুলের গোষ্ঠী, আঁটলে সাঁটলে কুলের আঁটিটি।**

অল্প চুলের জন্য যাহার খোঁপা অতি ক্ষুদ্র তাহার উক্তি,—বড়ো চুল আমাদের বংশগত। সে চুল আবার এত মিহি এবং নরম যে আঁটসাঁট করিয়া বিনাইয়া বাঁধিলে খোঁপা হয় খুব ছোটো, কুলের আঁটির মতো!

মিথ্যা আত্মপ্রশংসার দৃষ্টান্ত।

**আমরা বেদের জাত—মাঠে ফেলি টোল,**
**বিষ্টি-বাদল হলে পরে, ব'সে বাজাই ঢোল।**

সরল-প্রকৃতি, আমোদপ্রিয় ও সামাজিকতাবিহীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়।

তু° People with Bohemian habits.

**আম শুখালে আমসী, যৌবন (বয়স) ফুরালে কাঁদতে বসি।**

আম যতক্ষণ সরস থাকে ততক্ষণই তাহার আদর; শুখাইয়া আমসী হইলে তাহার শ্রীও থাকে না আদরও থাকে না। সেইরূপ ঘটে নারীর রূপ-যৌবন নষ্ট হইলে।

শ্রেষ্ঠকাল উত্তীর্ণ হইলে অবহেলা লাভ ঘটে।

**আম শুখিয়ে আমসী, জল শুখিয়ে পাঁক,**
**বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন ম'রে খাক।**

কালক্রমে সকল বস্তুই শোভা-সম্পদ হারাইয়া শ্রীহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

**আম শুনতে জাম শোনা, চাঁদ লিখতে ফাঁদ।**

অক্ষমতা বা অনবধানতার জন্য ভুলভ্রান্তি ঘটা।

তুং ধান শুনতে কান শোনা।

**আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, মিশি দিবি কিসে ?** ( মেয়েলী )

টক আমানি খাইয়া দাঁত পড়িয়াছে, মিশি লাগাইবার স্থান নাই।

নিজ দোষে সখ-সৌখিনতা করিবার উপায় নষ্ট হওয়া।

**আমায় না দিয়ে ননি, কতো ধন বাঁধবে ধনি ?**

তুমি যে ধনসঞ্চয় করিতেছ আমাকে তাহার সামান্য একটু অংশ দিলে তোমার ভাগে বিশেষ কিছু কম পড়িবে না।

জামাইয়ের সংসারে গিন্নী হয়ে তুমি তো বেশ গুছিয়ে নিচ্ছ দিদি, কিন্তু আমার মতন গরীবদের বঞ্চিত করো কেন ? আমায় না দিয়ে ননী ইং।

**আমার আমার যতই করো, চিনির বলদ বয়ে মরো।**

সংসারী ব্যক্তি 'আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র' ভাবিয়া মোহের বশে সংসারের ভার বহন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজে কোনো সুখই পায় না।

**আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালে।**

সেকালে শিশুকে গল্প ( রূপকথা বা উপকথা ) বলিবার সময় শেষে এই ছড়াটি ( অবশ্য বহু পাঠভেদ আছে ) আবৃত্তি করা হইত এবং শিশুর গায়ে সুড়সুড়ি দিয়া ও মৃদু চিমটি কাটিয়া শিশুর হাস্যরোলের মধ্য দিয়া গল্পের উপসংহার হইত ঃ—

আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।
কেন্ রে নটে মুড়ালি ?—ছাগলে কেন খায় ?
কেন্ রে ছাগল খাস ?—রাখাল কেন চরায় না ?
কেন্ রে রাখাল চরাসনে ?—বউ কেন ভাত দেয় না ?
কেন্ রে বউ ভাত দিস না ?—ছেলে কেন কাঁদে ?
কেন্ রে ছেলে কাঁদিস ? পিঁপড়ে কেন কামড়ায় ?
কেন্ রে পিঁপড়ে কামড়াস ?..........
আতালে যাবো, পাতালে যাবো—কুটুস ক'রে কামড়ে দেবো।

[ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল' নামক পুস্তকে এই ছড়ার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া আছে। ]

**আমার দই আমার চিঁড়া, তোর কেন এতো মাথার কিরা ?**

আমি নিজের খরচায় দই-চিঁড়া খাইতেছি, তোমার মাথার দিব্য দিয়া বাধা দিবার কি কারণ থাকিতে পারে ?

নিজের অর্থ ব্যয় করিলে অপরের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না।

**আমার দইয়ের এমন গুণ,—এক সের দইয়ে তিন সের নুন।**

দই এত টক যে প্রচুর লবণ না মিশাইলে মুখে দেওয়া যায় না।

**আমার ধান পায়রায় খায়, আমার রাম বাণিজ্যে যায়।** ( মেয়েলী )

গর্বিতা নারীর আত্মশ্লাঘা—আমাদের এতো ধান যে পায়রায় খাইয়া যায়, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার ছেলে বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায়।

**আমার নাম—( + নয় )।**

আমার কথা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে আমি যে নামে প্রসিদ্ধ তাহাই আমার প্রকৃত নাম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। নতুবা আমি পরাজয় মানিব এবং স্বীকার করিব যে আমি যে নামে পরিচিত তাহা আমার প্রকৃত নাম নয়,—অর্থাৎ আমি সে লোক নই, অপর কেহ।

আমার কথার অন্যথা হইবে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ।

"আদ্দি ঠাকুর বলেচে, দেখি কতবড় সাদ্দি······, ওকে থানছাড়া মানছাড়া করব, তবে আমার নাম আদ্দিনাথ।" অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

"বড় জোর দু মাসের মধ্যে এই জাল ভবেন্দ্রের সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র আমি যদি জানতে না পারি তবে আমার নাম খগেন্দ্র নয়। প্রভাত - রত্নদ্বীপ।

**আমার নাম আক্কেলরাজ, লাথি চড়ে নাহি লাজ।**

আক্কেলরাজ—ব্যং বেহায়ার অগ্রগণ্য ;

দ্রং বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান।

**আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই।**

যাহা পায় তাহা খাইয়া-পরিয়া শেষ করিয়া দেয় না, ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়—এরূপ চতুর হিসাবী লোকের উক্তি।

**আমার নাম ময়না, তবু তো হয় না।**

পোষা ময়না-পাখীর মতো মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যে কাহারও প্রিয় হইতে পারে না—এরূপ নারীর উক্তি।

আমার নাম ময়না, তবু তো হয় না। এত ক'রে গিন্নীর খোশামোদ করি, বউদের মন জুগিয়ে চলি, তবু কেউ আমার উপর সদয় নয়,—এমনি বরাত আমার!

**আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি ;**
**পরকে দিতে জ্বলে গা, পরের নিতে সরে গা।**

লোভী ও স্বার্থপর নারীর প্রকৃতি বর্ণনাঃ—নিজের দ্রব্য প্রাণ ধরিয়া পরকে দিতে পারে না, কিন্তু পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ পটু।

তুং আপনারটিতে খোদার দোহাই ইং

**আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তত্ত্ব।**

সকল গোপন তথ্যের সংবাদ রাখে এরূপ পরসন্ধানী লোকের উক্তি।

**আমার পেটের ছাও, আমারেই ধ'রে খেতে চাও!**

কৃতঘ্ন সন্তানের প্রতি প্রযুক্ত।

**আমার বুদ্ধি শোন্, ঘর-দোর সব ফেলে দিয়ে নটে শাক বোন্।**

ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া মাঠ করিয়া তাহাতে নটে শাকের মত তুচ্ছ জিনিসের চাষ করিলে সমূহ ক্ষতি,—ইহা নির্বোধের কাজ।

নির্বোধের মত কাজ করিতে পরামর্শ দেওয়া।

(১) যাহার নিজের ঘরবাড়ী উৎসন্নে গিয়াছে, লাঙ্গুলহীন শৃগালের মতো সে পরকেও সেইরূপ ছন্নছাড়া হইতে পরামর্শ দেয়।

(২) যে নিজে নির্বোধ অথচ বুদ্ধির অভিমান আছে, সে পরকে এইরূপে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার পরামর্শ দিতে পারে।

**আমার ব্যথা উঠলে জাগিয়ে দিও।** ( মেয়েলী )

ব্যথা - প্রসব-বেদনা। আসন্নপ্রসবা অনভিজ্ঞা বালিকার অসঙ্গত উক্তি। প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে ঘুমাইয়া থাকা সম্ভব নয়, এবং অপর কাহারও দ্বারা তাহা জানাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না।

যাহার দুঃখ-বেদনা সেই জানে, অপরে বুঝিতে পারে না।

**আমার মতন হাত হবে।**

হিন্দু বিবাহে স্ত্রীআচার কালে বরকন্যার শুভদৃষ্টি বা সর্বপ্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ের সময় তাহা গোপনে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কন্যাপক্ষীয় নাপিত বরকন্যার মাথার উপর বস্ত্রাবরণ খাটাইয়া স্ত্রীআচাররতা এয়োগণকে এই গোপন ব্যাপার দর্শন হইতে বিরত করিবার জন্য তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া যে গালি বা দিব্য দেয় তাহার একাংশ। নাপিত পুরুষ মানুষ, হাতে কোনো গহনা পরে না, তাই সে এয়োগণকে সতর্ক করিয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত দেয় যে, যদি কেহ শুভদৃষ্টি লুকাইয়া দেখে তাহার হাত আমার মতো অলংকারহীন হইবে, অর্থাৎ সে বিধবা হইবে।

পুরুষ বা বিধবা নারী কর্তৃক সধবা নারীর প্রতি বৈধব্যের অভিসম্পাত।

**আমার মন করছে খাজনা-খাজনা, রেখে দে তোর হরি-ভজনা।**

খাজনা দিবার ভাবনায় যে অস্থির তাহার দ্বারা ধর্মচর্চা হয় না।

বিষয়-চিন্তায় মন ডুবিয়া থাকিলে অন্য কোনো দিকে মন দেওয়া যায় না।

**আমারি মতন।**

সৌজন্য প্রকাশের জন্য আপনাকে হীন বা অক্ষম বলিয়া পরিচয় দিবার রীতি থাকায়, অপরের প্রকৃত হীনতা বা অক্ষমতা স্পষ্ট অপ্রিয় কথায় প্রকাশ না করিয়া নিজের সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য করা হয়।

বিশেষ ভালো নয়, মামুলী ধরণের।

"কর্তার তো দেখছি দাবা খেলার খুব ঝোঁক। খেলেন কেমন?"

"খেলেন আমারি মতন, তেমন ভালো আর কি।"

**আমারে মারিয়া যাইবি কই, তোমার তরে আছে লোহার মই।**

কই = কোথায়। মই—জমিতে লাঙ্গল দিবার পর যাহা দ্বারা মাটির বড়ো বড়ো চাঙড় ভাঙা হয়।

অনিষ্ট করিয়া অব্যাহতি হইবে না,—দণ্ড দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই আছে।

**আমিই বা কই কি, সরকারেই বা লেখে কি।**

প্রজা খাতক ইং যাহা বলে মালিকের কর্মচারী তাহার পরিবর্তে অন্যরূপ লিখিয়া লয়। কর্মচারীর অসাধুতার প্রতি ইঙ্গিত।

**'আমিই শুধু রইনু বাকি।'**

মূল + যা ছিল তা গেল চলে,

রইল যা' তা' কেবল ফাঁকী। রবীন্দ্র—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

(১) আর সকলে চলিয়া গেল, একমাত্র আমিই পড়িয়া রহিলাম।

(২) সকলেই কিছু না কিছু পাইল, কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম।

দুঃখের কথা আর কেন বলো ভাই,—সকলেরই একে একে বিয়ে হয়ে গেল, আমিই শুধু রইনু বাকি।

**আমি এমনি দম লাগাই,**
**ভেলকিতে ভেড়া বানাই,**
**দিনের বেলা তারা দেখাই।** দম = ধাপ্পা, প্রতারণা

অসাধ্য সাধন করিতে পারে এরূপ চতুর ব্যক্তির উক্তি।

**আমিও মাঝি হলাম, গাঙও বাঁকা হলো।**

বাঁকা—সরল সহজ পথ ছাড়িয়া স্রোত আঁকা-বাঁকা পথে চলিল।

দ্রং হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর এলো।

**আমি করি আপন আপন, গোপাল ভাবে পর।**

**আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই।**

এক-তরফা ভালবাসা। একজন অপরের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু অপর জনের নিকট কোনো প্রতিদান পায় না।

**আমি কাঁদি পিরীতির ছন্দে, হরিদাস বাবাজী কাঁদে কি সম্বন্ধে?**

স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ থাকিলে অপরের প্রতি সহানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির অকারণ সহানুভূতি দেখিলে তাহা সন্দেহের বিষয় হয়।

**'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?'**

মূল দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, + মাইকেল—মেঘনাদবধ।

ব্যক্তি-বিশেষকে ভয় না করা ( সাধারণতঃ ব্যঙ্গে )।

"কি বড়বাবুর ভয় দেখাচ্ছ ! আমি তাকে থোড়াই কেয়ার করি ? খোদ ছোটো সায়েবের পিয়ারের লোক, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?

**আমি কি তেমনি চাঁপা, রাই ?**
**যমের হাতে খুর্পো দিয়ে দুর্বাঘাস ছোলাই।** ( মেয়েলী )

শোনো রাই, আমার নামটি বেশ মোলায়েম বটে,—চাঁপা; কিন্তু আমি বড়ো শক্ত মেয়ে ; স্বয়ং যমরাজও যদি আমার হাতে পড়েন, তাঁহাকে খাটাইয়া ছাড়ি।

জেদী ও জাঁহাবাজ স্ত্রীলোকের আত্ম-পরিচয়।

**আমি কি নাচতে জানিনে ? মাজায় ব্যথা তাই পারিনে।** (মেয়েলী)

আমি যে নাচিতেছি না, তাহার কারণ এ নয় যে, আমি নাচিতে জানি না ; কোমরে বেদনা আছে বলিয়াই পারিতেছি না।

মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের অক্ষমতা গোপন করা।

**আমি কি নেড়ী-ভেড়ী ? আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ী।** (মে॰)

নেড়া—মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ( স্ত্রী॰ নেড়ী ) >নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তি। ভেড়ী—সহ॰ শব্দ।

আমি নিতান্ত নগণ্য লোক নই,—আমার পাঁচখানা কাপড় এক সঙ্গে ধোপাকে কাচিতে দিই, অর্থাৎ আমার অনেক কাপড় আছে। মিথ্যা ধনগর্ব।

**আমি কি বলেছি বেহাইকে মারো ?**
**খাজনা যাতে আদায় হয় তাই শুধু করো।**

জমিদারের কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য প্রজা-পীড়ন করিত। জমিদারের বেহাইও রেহাই পাইত না। সে সম্বন্ধে জমিদারের স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও ইঙ্গিত থাকিত।

**আমি খাই 'সোয়ামীর' ভাত ; তোমার কেন গালে হাত ?**

নিজের ধন নিজে ব্যয় করিলে অপরের কিছু বলিবার অধিকার নাই।

**আমি ঘরভাঙানী সই, কারুর মন্দকারী নই ;**
**কথা কই আপন রেখে, গুছি দিই দু'দিক থেকে।** ( মেয়েলী )

একান্নবর্তী পরিবারে বিবাদ বাধাইতে নিপুণা প্রতিবেশিনীর প্রকৃতি-বর্ণনা ঃ—সে সকলের সমান হিতৈষিনী বলিয়া প্রচার করে, অথচ সকল পক্ষের

গোপন পরনিন্দায় সায় দেয় এবং কথা যোগাইয়া যায়। কিন্তু নিজেকে সে সর্বদা বাঁচাইয়া চলে,—যাহাতে কোনো দোষের ভাগী না হইতে হয়!

**আমি জানি না চুল বাঁধতে, আমায় বলে ভাত রাঁধতে! (মেয়েলী)**

গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বলিতেছে,—আমি ঘরের কোনো কাজকর্মে অভ্যস্ত নই, এমন কি চুল বাঁধার মত সহজ কাজও পারি না, আমাকে ভাত রাঁধার মত ভারী কাজ করিতে বলা নিতান্ত অন্যায় অত্যাচার।

স্ত্রীলোকের নেকামী বা আধিক্যেতার দৃষ্টান্ত।

**আমি নেমন্তন্ন যাই, তুই গরুর জাব দে ;**
**না হয় তুই গরুর জাব দে, আমি নেমন্তন্ন যাই।**

যে কোনো অবস্থায় নিজের লাভ হয়,—এরূপ প্রস্তাব।

তুং Heads I win, tails you lose.

**আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত?**

নির্লজ্জ লোভী ব্যক্তির উক্তিঃ—বিনা আহ্বানে গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছি ; আমি বেহায়া তো বটেই, কিন্তু তথাপি যদি গৃহস্থ আমাকে খাইতে না দেয় তো সে আমার অপেক্ষাও নির্লজ্জ।

**আমি মরি নিজের জ্বালায়, সবাই এসে আগুন উস্‌কায়।**

লোকে বিপদে পড়িলে কেহ তাহার সাহায্যার্থে আসে না, যাতনা বৃদ্ধি করিতে আসে।

**আমি ম'লে রসাতল।**

আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির মনোভাবঃ—আমি মরিলে সমস্তই শেষ হইবে, আমায় আর কোনো স্বার্থ থাকিবে না,—পৃথিবী ধ্বংস হইলেও ক্ষতি নাই।

তুং After me the deluge.

**আমি যার করি আশ, সেই করে সর্বনাশ।**

যাহার কাছে উপকার পাইবার আশা করা হয় সে উপকারের পরিবর্তে অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে।

**আমে-দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।**

আদাড়=পাঁদাড় ; আঁস্তাকুড় ; আবর্জনা ফেলিবার স্থান।

আমের রস ও দুধ উভয়ই অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য এবং তাহাদের মিলন স্বাভাবিক। কিন্তু আমের আঁটি তাহার নিকৃষ্ট অংশ বলিয়া আমের রস বাহির করিয়া দুধের সংগে মিশাইয়া আঁটি আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ০ উত্তমে-উত্তমেই ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটে ; অধম পরিত্যক্ত হয়, উত্তমের সহিত মিশিতে পারে না। যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন হয় এবং অযোগ্যের অনাদর হয়।

আমি সামান্য ঘটক বৈ তো নই। এই ক'টা দিন আমার খুব খাতির। কিন্তু তারপর? শুভকার্য হয়ে গেলে বর-কনের হবে সুখের মিলন, বেহাই-বেয়ানদের হবে নতুন কুটুম্বিতা। তখন আমাকে কে খুঁজবে? আমে-দুধে এক হবে, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যাবে।

**আমে বান, তেঁতুলে ধান।** (খনা)

প্রাকৃতিক ঘটনা ও ফসলের পরস্পর সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত ঃ—তেঁতুল বেশী ফলিলে পরবর্তী ঋতুতে ধানের ফসলও ভালো হয় এবং আম বেশী জন্মিলে অতিবৃষ্টি ও বন্যা ঘটিয়া থাকে।

**আমের ডাল ধরা।**

পূর্বকালে সদ্যোবিধবা সহমরণে যাইতে মনস্থ করিলে আমগাছের ডাল হস্তে ধারণ করিয়া সেই সংকল্প জ্ঞাপন করিবার প্রথা ছিল।

সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল। রামেশ্বর—শিবায়ন।

>স্বীয় সংকল্পে অবিচলিত থাকা।

শাশুড়ী তাঁর মেয়ের ওপর অভিমান ক'রে যেন আমের ডাল ধ'রে ব'সে আছেন,—এ ভিটেয় তিনি আর জলস্পর্শ করবেন না, তাঁকে তাঁর বোনের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

**আয়, বল্‌দা বুঝে মার্।** বলদ (ষাঁড়)>বল্‌দা (তুচ্ছার্থে)।

ষাঁড়টাকে প্রহার করিতে আসিয়াছ, তো আগে তাহাকে দেখিয়া তাহার বল বুঝিয়া লও, পরে মারিতে অগ্রসর হইও।

আক্রমণ করিবার পূর্বে প্রতিপক্ষের শক্তি বুঝিয়া লওয়া কর্তব্য।

আমার সঙ্গে মকদ্দমা লড়তে এসেছিস, তো আয়,—বল্‌দা বুঝে মার্।

**আয় বুঝে ব্যয়।**

পা০ যেমন আয় তেমন ব্যয়। অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ Cut your coat according to your cloth.

**আয়ী-ঘর যাও, ভাই-ঘর যাও, কাটনা কেটে ভাত খাও।**

অনাথা নারী কোনো নিকট আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিলেও চরকায় সুতা কাটিয়া নিজের অন্ন-সংস্থান করিতে হইত। কেহ বসাইয়া খাওয়ায় না।

গেরস্ত ঘরে থাকতে হলে একটু আধটু খাটতেই হবে, কোথাও আরাম মেলে না। আয়ী-ঘর যাও ই০।

**আয়ী মা !** ( মেয়েলী )

আয়ী=মাতামহী বা পিতামহী। বিস্ময়, লজ্জা ই° প্রকাশক শব্দ।

শচী। তোমাদের অহঙ্কার দেখলে ভয় হয়। আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

**আয়ুর্মমানি রক্ষতি।** (সং) হিতোপদেশঃ। [ মাইকেল—পদ্মাবতী নাটক।

মূল নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্মর্মানি রক্ষতি॥

শত বিপদে পড়িলেও মানুষের আয়ু তাহার মর্ম (প্রাণ) রক্ষা করে। আয়ু থাকিতে কাহারও মৃত্যু হয় না।

**আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।** (সং)

মূল লোকঃ পৃচ্ছতি সংবাদং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

প্রত্যহ আমাদের এক-একদিন করিয়া আয়ুক্ষয় হইতেছে।

**আয়ের বেশী (বৃত্তি বাইরে) করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী ক'দিন রয়?**

আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিলে শীঘ্রই দুর্দশা ঘটে।

**আয়েস লুকাবি, বয়েস লুকাবি, গালভাঙা কোথায় থুবি (লুকাবি)?**

নিজেকে কেহ বৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; সেজন্য লোকে বার্ধক্যের চিহ্ন গোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দাঁত পড়িয়া গাল বসিয়া গেলে মুখের যে বিকৃতি ঘটে, তাহাতেই বয়স ধরা পড়ে।

বার্ধক্য গোপন করা যায় না।

**আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটিই মেলে না।**

হারানো গরু খুঁজিতে বাহির হইলে অন্য অনেক গরু চোখে পড়ে, কেবল হারানো গরুটিই দেখা যায় না।

যে জিনিস খোঁজা হয় তাহা সহজে পাওয়া যায় না।

**আর একবার বলিলেই খাইব ( ডাকিলেই যাইব )।**

বহু সাধ্য-সাধনাতেও কাহারো ক্রোধ বা অভিমানের উপশম না হইলে যখন আর তাহার তুষ্টি-সাধনের কোনো চেষ্টা হয় না, তখন তাহার ক্রোধ বা অভিমান আপনা হইতেই দুর হয়, কিন্তু আত্মসম্মান নষ্ট হইবার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তখন তাহার মনে হয় যে, এবার যদি কেহ সামান্য অনুরোধ করে তাহা হইলেই অভিমান ভঙ্গ করিবে।

অভিমান করিয়া থাকিলে শেষ পর্যন্ত এইরূপ মানসিক অবস্থা হয়।

**আর কালের 'বউ' যেমন-তেমন, বয়স কালের 'বউ' মাথার রতন।**

অন্য বয়সে পত্নীর যেরূপ আদরই হউক, যৌবনে তাহার চূড়ান্ত হয়।

**আর কি আছে সে দিন? এখন এক খিলি পান দু'দিন।**

পূর্বেকার সচ্ছল অবস্থা আর নাই।

**আর কি রক্ষা আছে?—ঢাকে কাঠি পড়েছে।**

দ্র০ ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

পূর্বকালের গ্রাম্য সমাজে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘটিলে ধর্মরাজের ঘট মাথায় করিয়া এবং ঢাক বাজাইয়া অভিযোক্তার দল গ্রামে গ্রামে তাহাদের অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষের দণ্ডের ব্যবস্থা প্রচার করিত। এইরূপে অভিযুক্তের কুৎসা-নিন্দা প্রচারের ফলে তাহার দুর্দশার একশেষ হইত। পাঁচকড়ি বন্দ্যো০—বঙ্গবাণী (ফাল্গুন, ১৩২৯)।

দেশে কুৎসা রটিলে অপরাধীর দণ্ডভোগ অনিবার্য।

**আর গাব খাবো না, গাবতলায় যাবো না।**

গাব ফল খাইতে গিয়া কোনো কাকের গলায় আঁটি বাধিয়া গিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে, সে প্রতিজ্ঞা করিল যে জীবনে আর গাব খাইবে না; এমন কি পাছে আবার লোভ জন্মে সেজন্য গাব-গাছের ধারেও যাইবে না। কিন্তু আঁটিটা গলা দিয়া নামিয়া গেলে, নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া কাক বলিল,—"গাব খাবো না তো খাবো কি? গাবের মতন আছে কি?" সে তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, পুনরায় গাব খাইবার জন্য বাহির হইল।

কোনো কুকর্মের ফলে বিপন্ন হইলে লোকে সে কাজ আর করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু বিপদ কাটিয়া গেলে সে সাধু সংকল্প অনায়াসে ভুলিয়া যায়।

**'আর যতো উপচার, পুত্র বিনা অন্ধকার।'** (কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।)

সুখভোগের জন্য যতো কিছু উপকরণ সংগৃহীত থাকুক না কেন, গৃহস্থের যদি পুত্রসন্তান না থাকে তো সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়।

নিঃসন্তান ব্যক্তি শত ঐশ্বর্য থাকিলেও সুখ পায় না।

**আর যতো দেখো সব কার্যের কারণে, জননী-সমান কেহ নাই ত্রিভুবনে।**

সন্তানের প্রতি মাতার যে নিঃস্বার্থ স্নেহ তেমন আর কাহারও হয় না। অন্য সকলে যে স্নেহ-মমতা দেখায় সে কেবল নিজের কার্য বা স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে,—তাহা অকৃত্রিম নয়।

**আর যায় কোথা!**

কোন ঘটনা ঘটিবামাত্র সহসা উত্তেজনা বা ক্রোধের উদ্রেক হওয়া।

—শুনতে দশ টাকা! তিন তিনটে লোকের খাওয়া দশ টাকায় হয়?

—সজনের শাগ সিদ্ধ ভাত খেতে ওর চেয়ে ত বেশী পড়বার কথা নয়।

আর যায় কোথায়। নারাণদাসী চিৎকার করিয়া উঠিল...।

চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**আরশিতে মুখ দেখা।**

দর্পণে নিজের মুখের অবিকল প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

লক্ষ০ অন্যের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয় তেমনি প্রতিদান পাওয়া যায়।

**আর সওদা যেমন-তেমন, খোঁপাবাঁধা দড়ি।** ( মেয়েলী )

চুল বাঁধিবার দড়ি কিনিতে ভুলিও না ;—আর সব যা-ই হোক।

নিজের প্রয়োজনীয় তুচ্ছ বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া।

**আরসুলা আবার পাখী ( +ভেরাণ্ডা আবার গাছ )!**

আরসুলা বা তেলাপোকা পতঙ্গ জাতীয়, কেবল ডানা আছে এবং সামান্য উড়িতে পারে বলিয়া তাহাকে পক্ষী বলা চলে না। সেইরূপ ভেরাণ্ডাও গাছের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তি উচ্চ গৌরব লাভের প্রয়াসী হইলে হাস্যাস্পদ হয়।

মালদেব। যা-ই বল, আমিই এখন চিতোরাধিপতি।

জালসিংহ। বাংপার কাছাকাছি আর কি!

মাল। চিতোরের রাজবংশ কি আকাশ থেকে পড়েছিল? তারাও রাজপুত, আমিও রাজপুত।

জাল। যেমন আরসুলাও পাখী, আর ভেক পশুরাজের জ্ঞাতি।

[ প্রমথ রায় চৌধুরী—চিতোরোদ্ধার।

**আরে ও গোপালের নাতি,**
**এনেছিলি দুর্গামূর্তি,—করলি তো এই কীর্তি?** ( মেয়েলী )

দুর্গা-প্রতিমার মতো সুন্দরীকে গৃহে আনিয়া এই দুরবস্থা করিলে।

দরিদ্র অক্ষম পতির প্রতি পত্নীর ভর্ৎসনা।

**আরে মোর তুমি, তোমার তরে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি!**

আহা, তুমি আমার কতই না আপন জন, কেমন হিতৈষী! তোমার জন্য ভাত রাঁধিব বলিয়া চাল ভিজাইয় রাখিলাম, কিন্ত তুমি খাইলে না, অগত্যা আমাকেই সেই চালগুলা চিবাইয়া খাইতে হইবে।

অপরের সুবিধা করিতে গিয়া নিজে অসুবিধা ভোগ করা।

**আরো ক'দিন থাকো বাছা, দেখবে ক'জন সিধা-সাঁচা।**

যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, নানা নূতন অভিজ্ঞতা জন্মে। ক্রমে জানা যায় যে, সংসারে সৎ লোকের সংখ্যা কতো অল্প।

**আল কাটা, না খুনের দায়।**

চাষের জমির সীমানা-নির্দেশক মাটির আইল অনায়াসে কাটিয়া ফেলা যায় বটে। কিন্তু তাহার পরিণাম অতি ভীষণ দাঁড়াইতে পারে। জমির সীমানা লুপ্ত হইলে পাশের জমির অধিকারীর সহিত বিবাদ অবশ্যম্ভাবী

এবং তাহাতে খুনাখুনি পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে যে কার্য তুচ্ছ, তাহার ভীষণ পরিণাম হইতে পারে।

**আল্‌গা চুলে খোঁপা বাঁধা।** (মেয়েলী)

যে চুলের গোড়া শক্ত নয়, সহজেই খসিয়া পড়ে, তাহা টানিয়া খোঁপা বাঁধিলে মস্তক শীঘ্রই কেশ-বিরল হইয়া যায়।

দুর্বল বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করিলে হিতে বিপরীত হয়।

**আল্‌গা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।**

সন্ন্যাসীকে কঠোর বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, সেজন্য কৃচ্ছসাধনে অভ্যস্ত। তথাপি নিয়মাদির বন্ধন শিথিল হইলে সে-ও অনাচারে রত হয়।

শাসনের শৈথিল্য ঘটিলেই যথেচ্ছাচারিতা জন্মে।

**আল্‌গা বেতের বাঁধন,—নড়ে-চড়ে, খসে না।**

দড়ি দিয়া কষিয়া বাঁধিলে প্রথমে বাঁধন বেশ আঁট হয়, কিন্তু অধিক নড়াচড়ার ফলে দড়ি ক্রমে দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া যায় এবং বাঁধন শিথিল হইয়া অবশেষে খসিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, বেত দড়ির মত নমনীয় নয় বলিয়া আঁট করিয়া জড়ানো যায় না, তথাপি উহা যতটুকু শিথিল থাকে তাহা আর বাড়ে না, সুতরাং খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

শাসনের বন্ধন অত্যধিক কঠোর না হইয়া কিঞ্চিৎ শিথিল হইলে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়।

তু° ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশী।

**আলতার নুটি।**

জলে ভিজানো আলতা নিংড়াইয়া পায়ে লাগাইবার পর যে বিবর্ণ নুটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। লক্ষ° অপ্রয়োজনীয় গুণহীন বস্তু।

**আলস্য হেন ধন থাকতে, দুঃখের আবার অভাব!**

যাহার কোনো গুণ নাই, কেবল আলস্য আছে, সে কোনো কাজই করিতে পারে না, ফলে তাহার অভাবজনিত কোনো দুঃখই দূর হয় না।

**আলা এলে, ডালা এলে, মুই পুতের মা;**
**পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কেউ না।** (মেয়েলী)

ডালা = ডালি; ভেট; উপহার। আলা—সহ° শব্দ।

পুত্রের জন্য যখন কোনো ভেট আসে তখন মা তাহা দাবী করে। কাছারির হুকুম তামিল করিতে যখন পাইক-পেয়াদা আসে তখন মা তাহার সম্বন্ধ অস্বীকার করে।

লাভের অংশ লইতে প্রস্তুত, কিন্তু দায়িত্বের অংশ লইতে অনিচ্ছুক।

**আলাদীনের প্রদীপ।**

আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পে বর্ণিত আলাদীন নামক এক দরিদ্র যুবক কর্তৃক প্রাপ্ত আশ্চর্য প্রদীপ, যাহা জ্বালিবামাত্র এক দৈত্যের আবির্ভাব হইত, সে যে-কোনো আদেশ পাইলে তাহা পালন করিয়া সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিত।

অভিষ্টলাভের ভৌতিক উপায়।

নাই থাক আমাদের বাহুবল, নাই থাক আমাদের ধনবল, যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে, তবে তাহা আলাদীনের প্রদীপের নায় নিমেষে আমাদের ঈপ্সিতকে আমাদের পদতলে আনিয়া দিবে।

[ মুং শহীদুল্লাহ্—ভাষা ও সাহিত্য।

**আলালের ঘরের দুলাল।**

ধনীগৃহের অতিরিক্ত আদর-পাওয়া ছেলে। আদুরে গোপাল।

টেকচাঁদ টাকুর ( প্যারীচাঁদ মিত্র ) রচিত এই নামের উপন্যাসে এই প্রকার এক আদুরে ছেলের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে।

আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল।

[ দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী

তুং লাড়লী বচ্চা।

**আলুনি আলুনি ভাত খাও, আর কৌঁটা পানে চাও।** ( মেয়েলী)

পতির নিকট পত্নীর আবদার ঃ—রান্না যদি অখাদ্য হইয়া থাকে, আমার তিলক-শোভিত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া খাও,—ভালো লাগিবে।

নিজের রূপের দোহাই দিয়া অকর্মণ্যতা ঢাকিবার প্রয়াস।

**আলুনি রাঁধতে দুনো ব্যয়।**

ব্যঞ্জনে লবণের অভাব হইলে তাহাতে লবণ মিশাইয়া খাইতে হয়; তাহাতে লবণের ব্যয় অধিক হয়। কৃপণতা মিতব্যয়িতা নয়।

**আলো-আঁধারি।**

চক্ষের উপরে আলোক পড়ার জন্য সম্মুখস্থ স্থান আলোকিত হইলেও স্পষ্ট দেখিতে না পাওয়া। আলোক থাকিতেও অন্ধকারের মত অস্পষ্ট।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্র—গল্প-দশক।

**আলোচাল দেখলেই ভেড়ার মুখ চুলকায়।**

আতপ চাউল অতি সুস্বাদু এবং শস্যভোজী জন্তুগণের অতি প্রিয়; তাহা দেখিলেই খাইবার লোভ হয়।

লক্ষং লোভনীয় দ্রব্য দেখিলে তাহা পাইবার প্রবল আগ্রহ হইয়া থাকে।

মেয়েরা কালীঘাট যায় পুণ্যি করতে। কিন্তু আলোচাল দেখলেই ভেড়ার মুখ চুলকায়; দু'ধারে নানা রকমের দোকান দেখে আর থাকতে পারে না। ধামা-ধুচুনি থেকে হাজার রকমের জিনিস কিনে বাড়ী ফেরে।

**আলোয় আলোয়।**

সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই,—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে।

>সুযোগ থাকিতে থাকিতে নির্বিঘ্নে কার্য সম্পন্ন করা।

যে ভাল করেছ কালি আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।

**আলোর ( প্রদীপের ) নীচে আঁধার।** [ নরচন্দ্র রায়—শ্যামাসঙ্গীত।

যে স্থানে প্রদীপ জ্বলে তাহার নীচেই প্রদীপের ছায়া পড়ার জন্য অন্ধকার থাকে,—আলোক দূর ছড়াইয়া পড়ে।

যে স্থান জ্ঞান ঐশ্বর্যের কেন্দ্র তাহার নিকটেই তাহার অভাব দেখা যায়।

[ দ্র০ একালে এই উপমা সর্বথা প্রয়োজ্য নয়। বৈদ্যুতিক প্রদীপের নিম্নেই আলোক হইয়া থাকে, উর্ধ্বে হয় না। ]

ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দূরে।

তু০ চিরাগ তলে অঁধেরা। [অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

**আলোর পর আঁধার।**

দিনের আলোক স্থায়ী নয়, রাত্রি হইলেই অন্ধকার আসে।

লক্ষ০ নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় না, সুখের পর দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

**আলো-হাওয়া বেঁধো না, রোগভোগকে সেধো না।**

বাস করিবার গৃহে আলো-বাতাসের অবাধ প্রবেশ থাকা উচিত। এরূপ না হইলে রোগকে সাধিয়া আনা হয়।

আলো-বাতাস স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য।

**আল্লায় দিলে মোল্লায় নেয়।**

ভগবানের দয়ায় যে অর্থাগম হয়, মোল্লার সেবায় তাহা ব্যয় হইয়া যায়।

লোভী যাজক-শ্রেণীর প্রতি কটাক্ষ।

**আল্লার দেওন অফুরান্তি, বান্দার দেওন কুয়ার পানি।**

বান্দা (ফাঃ)=সেবক>মানুষ। কুয়ার পানি=(১) কূপের সীমাবদ্ধ জল, (২) কুয়াসার সূক্ষ্ম জলবিন্দু।

ভগবানের দান সীমাহীন, কিন্তু মানুষের দান সীমাবদ্ধ।

... উপর নির্ভর করা কর্তব্য।

**আল্লাহো আকবর।**

আ০ আল্লাহ্ হু আকবর-পরমেশ্বর মহান্।

ইসলাম ধর্মের প্রচারিত একেশ্বরবাদের মূলসূত্র। মুসলমান ধর্ম-বলম্বীগণের জয়ধ্বনি রূপেও গৃহীত।

এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতীয়তার বীজমন্ত্র এই—"আল্লাহো আকবর।" "আল্লাহো আকবর"—এই মহামন্ত্রের অর্থ, আল্লাহ বৃহত্তম, মহত্তম। সুতরাং তাঁহা ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষুদ্রতম, হীনতম। বৃহত্তম ও মহত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতম ও হীনতমকে গ্রহণ করিবে না।

**আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই।** [আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা চরিত.]

বড়ো বাটিতে গরম দুধ ঢালিয়া তাহা ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে সাধ যায়। কিন্তু বাটি আর দুধ দু'টিরই অভাব থাকিলে, কেবলমাত্র ফুঁ সম্বল করিয়া এবং ভবিষ্যতের উপর আশা রাখিয়া সে সাধ মিটে না।

সুখ উপভোগের ইচ্ছা আছে, কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার সঙ্গতি নাই।

ইচ্ছা তো হয়, শহরে বাড়ী ক'রে ভদ্রভাবে বেশ আরামে বাস করি। কিন্তু তার উপায় কই? আশা আর ফুঁ আছে ই০।

**আশা আর বাসা, ছোটো ক'রে মরে চাষা।** চাষা=নির্বোধ ব্যক্তি।

উচ্চ আশা থাকিলে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য উদ্যম আসে, ফলে আংশিকভাবেও সাফল্যলাভ ঘটে, অন্যথায় উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। বাসস্থানও ছোটো করা ভুল, কারণ পরিবার-বৃদ্ধির সর্বদাই সম্ভাবনা থাকে।

ভবিষ্যৎ উন্নতির কল্পনা লইয়া চলা উচিত।

**আশাই পরম দুখ, নিরাশায় পরম সুখ।**

আশার শেষ নাই, তাহা কখনও পূর্ণ হয় না। তথাপি আশা পূরণের লোভে মানুষ নানা শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে, সেজন্য কখনও সুখ ভোগ করিবার সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আশায় নিরাশ হয়, সে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকে, সেজন্য অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

তু০ আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

**আশা করি যতো, ফল হয় না ততো।**

ক্ষে০ পা০ আশার অর্ধেক ফল।

যেরূপ আশা করা হয় তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় না—আংশিকভাবে হয়।

**আশা করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাও।** কাও=কাক। ডাও=ডাব।

নারিকেল গাছে ফল ধরিতে দেখিয়া কাকের মনে আনন্দ হয়। কিন্তু ফলগুলি কঠিন বলিয়া খাইতে পারে না; তবে, আশা করে যে এই ফল

পাকিয়া কোমল ও মধুর হইলে খাইবে। কিন্তু কাক জানে না যে ডাব পাকিলে আরও কঠিন ও নীরস হয়। ভ্রান্ত আশা পোষণ করা।

অনিলের মা মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে যে, ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনলেই তার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আশা করেছেন কাও ই০।

**আশা (তৃষ্ণা) বৈতরণী নদী।** (সং)

মূল ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষো নন্দনং বনম্ ॥

বৈতরণী—মর্তলোক ও প্রেতলোকের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা নদী। মানুষ কেবল মৃত্যুর পরেই এই নদী পার হইয়া প্রেতলোকে প্রবেশ করিতে পারে। আশা-নদী বৈতরণীর সহিত উপমিত হইয়াছে এইজন্য যে, মানুষের জীবিতকালে আশা-নদী পার হওয়া অর্থাৎ আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

জীবন থাকিতে কাহারও আশা শেষ হয় না।

বুড়ো পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে রয়েছে, তবু তার মনে কতই না সাধ হচ্ছে। এইজন্যেই তো বলে, আশা বৈতরণী নদী।

তু০ Hope rises eternal in the human breast.

**আশায় জল ছেঁচে মরি, রুই-কাতলা কি পুঁটি ধরি।**

অনেক আশা করিয়া জলাশয়ের জল ছেঁচিয়া ফেলা হয়, কিন্তু কে জানে বড়ো বড়ো মাছ পাওয়া যাইবে, কি সামান্য পুঁটিমাছ।

অনেক আশা করিয়া কর্মে নিযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু কিরূপ ফল লাভ হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

**আশায় পুড়ালাম বাসা, প্রত্যাশায় মুড়ালাম দাড়ি;**
**ভিক্ষা দাও গো, কাঙাল আমি যাচ্ছি বাড়ী বাড়ী।**

সংসার-ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন বড়ো সুখের,—সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, অধিকন্তু খাটিয়া খাইতে হয় না। সেই আশায় যে ব্যক্তি নিজের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া এবং দাড়ী-গোঁফ ফেলিয়া ব্রহ্মচারী সাজে, তাহার অন্ন জোটে না,—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়।

অনিশ্চিতের ভরসায় সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিলে নিরাশ হইতে হয়।

**আশায় মরে চাষা।**

কৃষক প্রচুর শস্য পাইবার আশায় প্রাণপাত করিয়া জমির চাষ করে; কিন্তু অনেক সময়ে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাহাকে সমূহ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

অনিশ্চিতের উপর আশা রাখিলে, তাহা সর্বদা ফলবতী হয় না।

**আশার গোড়ায় জল ছেঁচা।**

আশারূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন।

আশা যাহাতে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া ফলবতী হয় তাহার চেষ্টা করা।

ছেলেকে যে লেখাপড়া শিখাচ্ছ, সেটা আশার গোড়ায় জল ছেঁচা বৈ তো নয়,—কবে ছেলে বড়ো হয়ে তোমাকে খাওয়াবে।

**আশার চেয়ে নিরাশ ভালো, হয়ে গেলো তো হয়ে গেলো।**

দ্র° আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ।

**আশার শেষ নাই।** দ্র° আশা বৈতরণী নদী।

**আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করা।**

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র মতে জন্মান্তর-বাদ।

প্রত্যেক জীব হীনতম কীট হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যাবতীয় বিভিন্ন জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে মানবরূপ শ্রেষ্ঠ জীবের দেহ প্রাপ্ত হয়,—এই বিশ্বাস।

জানো তো, আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে তবেই না এই দুর্লভ মানব জন্ম হয়। তা কি হেলায় হারানো চলে?

**আশেপাশে কড়ি, তবে বেটার বিয়ে জুড়ি।**

কোনো ব্যয়সাধ্য কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে অর্থের সংস্থান করা কর্তব্য।

**আশ্বিন মাসে কুটে পাঁঠাতেও কড়ি।**

আশ্বিন-কার্তিক মাসে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। পূজায় বলি দিবার জন্য বিস্তর ছাগের প্রয়োজন হয়। তখন চাহিদা এত অধিক হয় যে, ভালমন্দ দেখিয়া ক্রয় করা চলে না। ফলে এইরূপ সুযোগে কুষ্ঠগ্রস্ত ছাগ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিক্রয় হইয়া যায়।

চাহিদার অনুপাতে কাটতি হইয়া থাকে।

**আশ্বিনে ঝড়।**

সন ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন বেলা এগারোটার সময় ভয়ংকর ঝড় উঠিয়া বেলা ৫টা পর্যন্ত চলিয়াছিল। বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অংশে এই ঝড়ের প্রকোপ অধিক হইয়াছিল। নৌকাডুবি এবং গৃহ ও বৃক্ষ পতনের ফলে বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছিল।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যে এই ঝড়ের বর্ণনা আছে।

**আষাঢ় মাস চাষার আশ।**

আষাঢ় মাসে বর্ষা আরম্ভ হইলে জমিচাষের উদ্‌যোগ হয় এবং চাষীর মন আশায়-আনন্দে ভরিয়া উঠে।

**আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ।** (সং) কালিদাস—মেঘদূত।

মূল তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন—যখন আকাশের কোণে বপ্রক্রীড়ারত বিশালকায় মাতঙ্গের ন্যায় ঘনশ্যাম নবজলধরের আবির্ভাবে নিদাঘদগ্ধ ধরণীতে বহুপ্রতীক্ষিত স্নিগ্ধকর বর্ষাঋতুর আগমন সূচিত হয়।

হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়……সেই বহু কালের শত শত সুখদুঃখবিরহমিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ।

[ রবীন্দ্র—ছিন্নপত্র।

**আষাঢ়ান্ত বেলা।**

সূর্য উত্তরায়ণ ( কর্কট ক্রান্তিবৃত্ত ) হইতে দক্ষিণায়ণে প্রত্যাবর্তন করিয়া আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে অবস্থান কালে দিবাভাগ দীর্ঘতম ( গড়ে প্রায় ১৩।। ঘন্টা ) হয়।

আষাঢ়ান্ত বেলা। আহারাদির পর ঘুমাইয়াও বেলার শেষ হয় না।

**আষাঢ়ে উৎপত্তি, শ্রাবণে যুবতী, ভাদ্রে পোয়াতি, আশ্বিনে বুড়ী, কার্তিকে যায় উড়ি'।** [ দীনেন্দ্র—পল্লীচিত্র।

বর্ষা ঋতুর নারীরূপ কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাসে তাহার অবস্থা বর্ণনা ঃ—আষাঢ়ে জন্মলাভ করিয়া বাল্যকাল, শ্রাবণে যৌবন, ভাদ্রে গর্ভিণী, আশ্বিনে বার্ধক্য এবং কার্তিকে মৃত্যু।

**আষাঢ়ে গল্প।**

বৃষ্টি-বাদলের জন্য আষাঢ়ের দীর্ঘ দিন কাটানো কষ্টকর হওয়ায় যে সকল অদ্ভুত বা অসার গাল-গল্প করিয়া কালক্ষেপ করা হয়।

অলীক ও অবিশ্বাস্য কাহিনী বা বর্ণনা।

ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তাহার পর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিত হইয়া দাঁত কপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী

তুং A Winter's Tale.

**আষাঢ়ে না হলে সূতো, হা সূতো যো সূতো ;**
**ষোলোতে না হলে পুত, হা পুত, যো পুত।** ( মেয়েলী )

আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলাতে চরকায় অনেক সূতা কাটিতে পারা যায়। তখন যদি না হয়, অন্য কোনো মাসে বেশী সূতা হইবার আশা নাই। সেইরূপ নারীর ষোলো বৎসর বয়সের মধ্যে ( প্রথম যৌবনে ) সন্তান না জন্মিলে, আর সন্তান হইবার আশা থাকে না।

উপযুক্ত সময়ে যাহা না হয় পরে হইবার কোনো আশা থাকে না।

**আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, (+ গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়)।** (খনা)

বর্ষাকালে প্রচুর পান জন্মে এবং অত্যন্ত সুলভ হয়, কিন্তু তাহা বেশ সুস্বাদ হয় না। সেজন্য সে সময়ের পান দরিদ্র লোকেই বেশী খায়।

**আষাঢ়ে মাটি চাষাড়ে ঘরের বেটী।**

গ্রীষ্মের খরতাপে মাঠের জমি শুখাইয়া থাকে, সেজন্য আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির জল সম্পূর্ণ শুষিয়া লয়,—দরিদ্র চাষীর ক্ষুধার্ত মেয়ের মতো।

**আসকে খেয়েছ, ফোঁড় গণোনি।**

আসকে—চাউলের গুঁড়া, নারিকেল-কোরা ইং সংযোগে প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ। খোলায় অল্প অল্প গোলা ঢালিয়া সরা ঢাকা দিয়া মৃদু আঁচে সেঁকিয়া আসকে তুলিতে হয়। তাহাতে পিষ্টক ফুলিয়া উঠে এবং সর্বাঙ্গে বহু ছিদ্র ( ফোঁড় ) দেখা দেয়।

যে পিষ্টক তৈরী করে না, কেবল খাইয়া রসনা-তৃপ্তি করে, সে পিষ্টকের গায়ের ছিদ্রগুলি লক্ষ্য করে না, অর্থাৎ কতো ধৈর্য সহকারে আসকে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার কোনো ধারণাই করিতে পারে না।

লক্ষং যে সুখ ভোগ করিতে চায় সে জানে না যে সুখের উপকরণ সংগ্রহ কতো ক্লেশ ও শ্রম-সাপেক্ষ।

মনেতে করেছ আশা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
আসকে খেয়েছ যাদু ফোঁড় ত গণনি।

**আসতেও একা, যেতেও একা,** [ গোপাল উড়ে—বিদ্যাসুন্দর।
**কার সঙ্গে বা কার দেখা।**

মানুষ জন্মকালে একাকী পৃথিবীতে আসে, আবার মৃত্যুকালেও একাকী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যায় ; কেহ কাহারও সঙ্গী হয় না।

জীবিতকালে আত্মীয় বান্ধবের সহিত যে ঘনিষ্ঠতা হয় তাহা চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কেহই আপনার নয়।

তুং সাথ কীই আয়ে, ন কীই জায়ে।

**আসতো-যেতো, গুলি খেতো,—মাথা দেখিনি।**

গুলির আড্ডার একজন খুন হইলে, কেহ তাহাকে চিনে বলিয়া স্বীকার পাইল না। সে ব্যক্তি নাকি অন্ধকারে আসা-যাওয়া করিত—মুখ দেখা যাইত না।

নেশাখোরের আজগুবি অসঙ্গত কথা।

—আচ্ছা, আয় গল্প করি দুটো। তোর কথা বল। তোর বাপ মা।

—কে জানে তোর বাপ মা। মাতো রাস্তায় ফেলে সরেছে না মরেছে সে হারামজাদীই জানে। আর বাবা, দেখিই নি, তা ত্যর নাম ধাম! বাবা আসত যেত গুলি খেত, মাথা দেখিনি। বলিয়া হাসে।

[ তারাশঙ্কর—পাষাণ পুরী।

**আসন ( সিংহাসন ) টলা।**

একাগ্র ভক্তি সহকারে কোনো দেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলে সেই দেবতার আসন সহসা নড়িয়া উঠা এবং ভক্তের বিপদ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি দেবতা সদয় হওয়া।

লক্ষ০ কৃপা বা সাহায্য-প্রার্থীর জন্য চিত্ত চঞ্চল হওয়া।

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই, "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!"

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না।

[ বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ।

**আসন-পিঁড়ি হইয়া বসা।**

উপবেশনের ভঙ্গী বি০। এরূপভাবে পা মুড়িয়া বসা, যাহাতে চরণদ্বয় দুই হাঁটুর নীচে চাপিয়া থাকে। বাবু হইয়া বসা।

নিমি তখন আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। বঙ্কিম—আনন্দমঠ।

**আসমান-জমীন তফাৎ।**

বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে ( মদনমোহন ) তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান্ জমিন্ প্রভেদ।

দ্র০ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বিপিন গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ।

**আসর ঘরে মশাল নাই, ঢেঁকশালে চাঁদোয়া!**

যে ঘরে আসর হইবে তাহা সজ্জিত ও আলোকিত করিবার কোনো ব্যবস্থা হইল না, অথচ ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া খাটানো হইল।

আবশ্যক কার্যে অবহেলা ও অনাবশ্যক কার্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

তু০ ঘরমেঁ চিরাগ নহীঁ বাহরমেঁ মসাল।

**আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।**

আসল=মূল ; যে অর্থ কর্জ দেওয়া হয়।

যাহারা তেজারতি করে তাহাদের নিকট মূল অপেক্ষা সুদের টাকা প্রিয়তর। কারণ আসল টাকা নিজস্ব, কিন্তু সুদ অর্জিত অর্থ—লাভ।

মূল বস্তু অপেক্ষা তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু প্রিয়তর।

লক্ষ৹ পুত্র অপেক্ষা পুত্রের সন্তান অধিক স্নেহাস্পদ।

"...দাদার বাইয়ের কথা বলছিলাম—নাতিকে একরাশ রংচঙে জামা-কাপড় পরিয়ে ..."

"....নাতি হবে, মানুষের কত বড় একটা সাধ ;—কথায় বলে আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।" বিভূতি মুখো৹—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

**আসলের সঙ্গে খোঁজ নেই, তার সুদের খবর।**

কর্জ দেওয়া আসল টাকার তুলনায় তাহার সুদের পরিমাণ অতি অল্পই হইয়া থাকে। যে খাতকের কাছে আসল টাকাই আদায় হইবার আশা নাই। তাহার কাছে সামান্য সুদের টাকা কিছু পাওয়া যাইবে কিনা এইরূপ উদ্‌বেগ হওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক।

>বৃহৎ ক্ষতি সহ্য করিয়া সামান্য ক্ষতির জন্য ব্যাকুল হওয়া।

**আসি বললেই বাসী হয়।**

এখনি আসিতেছি—বলিয়া যে চলিয়া যায়, সেদিন সে আর আসে না, পরে কোনোদিন ( বাসী হইলে ) আসিতে পারে।

তৎক্ষণাৎ যে কাজ হয় না তাহাতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

**আসুক বা না আসুক বর, সিঁথি প'রে তো মর্।** ( মেয়েলী )

বর বিবাহ করিতে আসিবার পূর্বে কন্যাকে সজ্জিত হইয়া থাকিতে হয়।

অপরের মর্জির উপর নির্ভর করিয়া থাকার বিড়ম্বনা।

**আসেন লক্ষ্মী দোলায় চ'ড়ে, কুলোর বায়ে বালাই ওড়ে।**

কার্তিক মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সময় অলক্ষ্মীকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করা হয়।

গৃহস্থের লক্ষ্মীলাভ হইলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়।

**আসে ( এসে ) যায় না।**

আসা—পাওয়া ; লাভ হওয়া। যাওয়া—ক্ষতি হওয়া।

লাভও নাই, লোকসানও নাই। ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

লোকে বলে—জমিদারের দৌরাত্মে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল ! জমিদারেরা জুলুম করে বটে, কিন্তু প্রজাকে যতনে বজায় রেখে করে...।

নীলকর সে রকমে চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক, তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল। টেকচাঁদ—আলাল।

**আসে-যায়, শিখায় নীত, তারেই বলি পুরোহিত।**

কেবল ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে মন্ত্র পড়াইলেই পুরোহিত হয় না। যজমানের নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করিয়া তাহাকে নীতি-শিক্ষা দেওয়াও কর্তব্য।

**আহা মরিও নয়. ছিছিও নয়।** আহামরি, প্রশংসা-সূচক। ছিছি, নিন্দা-সূচক।

উৎকৃষ্টও নয়, নিতান্ত নিকৃষ্টও নয়; মাঝামাঝি রকমের; সাধারণ।

খগেন বলিল—"তোমার বউরাণী কেমন?"

"কি কেমন? রূপ? আহা মরিও নয়, ছিছিও নয়।" [ প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

**আহাম্মক যে হয়, পিছনে কথা কয়।**

নির্বোধ ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় চুপ করিয়া থাকে; পরে, যখন প্রতিকারের উপায় থাকে না, তখন তাহার বক্তব্য প্রকাশ করে।

**আহার-ওষুদ দুই হওয়া।**

এমন দ্রব্য যাহা খাইলে পেট ভরে এবং দেহের পুষ্টি হয় আবার ঔষধের মতো রোগও দূর করে।

যাহাতে একাধারে একাধিক গুণ আছে, তাহা নানারূপে উপকারী।

একটু নড়াচড়া ভাল গো,—বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেচ;—একবার পায়ে পায়ে ঐ বোসেদের বেড়ার ধারে গিয়ে, ব'সে ব'সে চারটি সজনে ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুইই হ'বে। কেদার বন্দ্যো০—

তু০ দবা কী দবা, গিজা কী গিজা। [ কোষ্ঠীর ফলাফল।

**আহার করবে ঘি-দুধ, তবে হবে মজবুদ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**আহার করবে ধীরে ধীরে, কোনো দিকে না চা'বে ফিরে।**

ভালো করিয়া চিবাইয়া ধীরে ধীরে ভোজন করিলে সহজে পরিপাক হয়। সে সময়ে অন্য কোনো বিষয়ে দৃষ্টি বা মন দিলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

**আহার, নিদ্রা, ভয়,—যতো বাড়াও ততো হয়।**

আহার, নিদ্রা ও ভয়—এই তিনটির পরিমাণ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে; চেষ্টার দ্বারা কমানো যায়, আবার বাড়ানোও যায়।

**আহারান্তে ধেয়ে যায়, মৃত্যু তার পিছনে যায়।**

ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। নতুবা পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

তু০ खाके जलदी चलिये कोस, मरिये आप दैवके दोष।

After dinner rest a while, after supper walk a mile.

**আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥** (সং) চাণক্য।

মূল ধনধান্য প্রয়োগেষু বিদ্যাগমেষু চ। +

আহারে এবং লোকের সহিত আচরণে সর্বদা লজ্জা ত্যাগ করিবে।

তু° खाने में शरम क्या ?

**আহ্লাদী বউয়ের গলার চোটে, শ্বশুর-ভাসুর মাচায় ওঠে।** ( মেয়েলী )

আহ্লাদী—যে নারী অত্যধিক আহ্লাদেপনা ও নেকামি করে।

নির্লজ্জ বধূর চিৎকারে গুরুজনেরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে বধূর যথেচ্ছাচারের সীমা থাকে না।

**আহ্লাদী যায় মরতে, তিনজন যায় ধরতে ;**
**ও আহ্লাদী মরিস না, লোক হাসানটা করিস না।** ( মেয়েলী )

আহ্লাদী রাগ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত, কিন্তু তাহা লোক-দেখানো মাত্র। তাই সকলে মিলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বুঝাইতেছে যে, সে তো আর সত্য সত্যই মরিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে সকলের হাস্যাস্পদ হইবে কেন ?

স্ত্রীলোকের ন্যাকামি বা আধিক্যেতার জন্য বিদ্রূপ-বচন।

**আহ্লাদে আটখানা, (+লেজা-মুড়ায় দশখানা)।**

আনন্দের আতিশয্যে এতদূর আত্মহারা হওয়া যে, আবেগের প্রাবল্যে দেহখানাকে যেন ধরিয়া রাখা যাইতেছে না, ভাঙিয়া চুরিয়া আটখণ্ড হইয়া যাইতেছে। লেজামুড়া ধরিলে আরও দুইখানা বেশী।

আনন্দে আত্মহারা হওয়া।

আজকাল চারিদিকে ধর্ম্মান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়……… মত লইয়া বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের যতই দোষ উদ্ঘাটন করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন।

তু° फूले न समाय। [ অশ্বিনী দত্ত—ভক্তিযোগ।

**আহ্লাদে পুতুল।**

শিশুদের খেলার উপযোগী মোটা মজবুদ মাটির পুতুল। এইরূপ পুতুল পাইলে শিশু যেরূপ আনন্দিত হইয়া তাহার আদর-যত্ন করে, সেইরূপ অতিরিক্ত আদর-যত্নে যে ব্যক্তি পালিত হইয়াছে এবং পুতুলেরই মতো অকর্মন্য হইয়া থাকে।

কোনোরূপ ভাবনা-চিন্তা বা দায়িত্বের ধার ধারে না এরূপ ব্যক্তি।

শচীন বড়লোকের ছেলে, আহ্লাদে পুতুল হয়ে কেবল আমোদ-প্রমোদ নিয়েই থাকে,—তার উপর কি কোনও কাজের ভার দেওয়া চলে?

**আহ্লাদে পেল্লাদে।**

প্রহ্লাদ >অবজ্ঞায় পেল্লাদে। বিষ্ণুদ্বেষী দৈতরাজ হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদ, যিনি বিষ্ণু কর্তৃক সকল বিপদ হইতে রক্ষিত হওয়ায় পিতার শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যে বালক গুরুজনের শাসন না মানিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে।

মা, তোমার আহ্লাদে পেল্লাদে ছেলে নতুন কাপড়টা ছিঁড়ে দিয়েছে।

**আহ্লাদের 'বউ' তুমি, কেঁদো না কেঁদো না;**
**চাল চিবিয়ে খাবো আমি, রেঁধো না রেঁধো না।**

আহ্লাদের বউ—যে বধূকে অত্যধিক আদর-যত্নে রাখা হয়।

ভাত রাঁধিবার ভয়ে আদরিণী বধূকে কাঁদিতে দেখিয়া স্বামীর প্রবোধ-বচন ঃ—তোমাকে রাঁধিতে হইবে না, আমি না হয় কাঁচা চাউল চিবাইয়া খাইয়া ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিব।

স্ত্রৈণ পুরুষ কর্তৃক পত্নীর তোষণ।

**আহ্লাদের বিবি,—গুনাহ্ নেই কিছু, গুণই সব।** গুনাহ্ (ফা০) = দোষ।

আদরিণী পত্নীর কোনো দোষ চোখে পড়ে না, সবই গুণ বলিয়া মনে হয়।

# ই

**ইঁচড়ে পাকা।**

যে কাঁঠাল অপরিপুষ্ট অবস্থাতেই পাকিয়া গিয়াছে তাহা অখাদ্য।

লক্ষ০ যে শিশু অল্প বয়সেই প্রবীন ব্যক্তির মত অশোভন আচরণ বা বাক্য প্রয়োগের জন্য সকলের অপ্রিয়। অকালপক্ক।

মিছিমিছি ঘ্যানঘ্যান কেন কর তক্ক?
শিখেছ জ্যাটামো খালি ইঁচড়েতে পক্ক। সুকুমার রায়—আবোল তাবোল।

**ইক্ড়ি-মিক্ড়ি।**

শিশুগণের ক্রীড়া বি০। খেলোয়াড়েরা গোল হইয়া বসিয়া ভূমির উপর দুই হাতের অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া রাখে এবং তাহাদের মধ্যে একজন প্রত্যেক অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ছড়া বলিয়া যায়,—

ইক্ড়ি মিক্ড়ি, চাম চিক্ড়ি;
চামে কাটা মজুমদার।
ধেয়ে এলো দামোদর॥
দামোদরের হাঁড়িকুড়ি।
গোয়ালে বসে চাল কাঁড়ি॥ ইত্যাদি

**ইঁদারার জল নালায় যায়, ঘোলা হয়ে উজান ধায়!**

ইঁদারা হইতে তোলা পরিস্কার জল নর্দমা দিয়া বহিয়া কাদাগোলা হয় এবং তাহাই ফিরিয়া আবার ই দারায় পড়ে।

বিশুদ্ধ বস্তু ক্রমে অশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধকে পুনরায় দূষিত করে।

**ইঁদুর-কলে পড়া (ফেলা)।**

ইঁদুর ধরিবার জন্য যে কল খাটানো হয়, ইঁদুর তাহাতে অনায়াসে ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হইতে পারে না।

>সংকটময় অবস্থায় বা সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া।

তোমাদের তা'লে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের কলে ফেলেছিল?

তু॰ To be caught in a mouse-trap. [দ্বিজেন্দ্রলাল—দুর্গাদাস।

**ইঁদুর কি জানে কাঠের (কানা) বেরাল?**

বিড়াল দেখিলেই ইঁদুর ভয় পায়; কানা অথবা কাঠের বিড়াল হইলেও সে তাহা বুঝিতে পারে না, সমানই ভয় পায়।

দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য প্রতিপক্ষকেও দেখিয়া ভীত হওয়া স্বাভাবিক।

জমিদার যদি বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে থাকে, তবু কি প্রজারা মামলা করতে সাহস করে? ইঁদুর কি জানে—কাঠের বেড়াল?

**ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে।**

দুর্বলকে বঞ্চিত করিয়া প্রবলের স্বার্থসিদ্ধি হয়।

**ইঁদুরজালি।**

ইঁদুরে কাটিয়া জালের মতো ফোঁপরা বা অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে, এই বিশ্বাস হইতে—(১) যে ফল অপুষ্ট অবস্থাতেই শুখাইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। (২) দেহের কোনো অংশের এইরূপ বিকৃতি।

ভৃত্য দক্ষিণ শ্রীচরণখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—পায়ের তলায় ইঁদুর-জালি, গোড়ালীটি ফাটা৷ ফাটা। ইতিপূর্বে কারাকক্ষে কালাচাঁদ তিন বৎসর কাল জুতা পায়ে দেন নাই; মুক্তিলাভের গর, জুতা তাঁহার তাদৃশে মনোযোগাকর্ষণ করে নাই,...কাজেই পদতল নানা দোষে দুষ্ট।

**ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ানো।** [ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

লক্ষ॰ পরের সর্বনাশ সাধনের জন্য নিজের অনিষ্ট করা।

**ইঁদুরের কাছে কোরানই কি পুরাণই কি?**

ইঁদুর নির্বিচারে কাগজ কাটিয়া নষ্ট করে, কোরান বা পুরাণের মত ধর্মগ্রন্থকেও অব্যাহতি দেয় না।

লক্ষ॰ কুটিল ব্যক্তি সকলেরই অনিষ্ট সাধন করে।

**ইঁদুরের (পিঁপড়ের) গর্ত খোঁজা।**

ব্যং—ভয়ে অভিভূত হইয়া আত্মগোপনের জন্য যে কোনো গর্তে প্রবেশ করিবার ভান করা।

**ইঙ্গ-বঙ্গ।** ইংরাজি>স্কেং ইঙ্গ।

ইংরাজি-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী সম্প্রদায়।

এখন তোমরা হয়ত বুঝতে পারবে কি কি মশলার সংযোগে বাঙ্গালী বোলে একটা পদার্থ ক্রমে......ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। রবীন্দ্র—য়ুরোপ প্রবাসির পত্র।

**ইঙ্গিতে বুঝিলে মন, কাজ হ'তে কতক্ষণ?**

অপরের মনোমত কাজ সহজেই করা যায়, যদি আভাস ইঙ্গিতেও তাহার মনোগত কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

**ইচ্ছা আছে লাজে বাধে, আড়ালে আড়ালে কাঁদে।**

প্রণয় জ্ঞাপনের প্রবল আগ্রহ থকিলেও লজ্জাবশতঃ কিছু করা যায় না। সে অবস্থায় ব্যর্থতার দুঃখ মনের মধ্যে গোপন রাখিতে হয়।

**ইচ্ছা থাকলে পথও আছে।**

যে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সম্পন্ন করিবার উপায় সহজেই করিয়া লওয়া যায়।

তুং Where there is a will there is a way.

**ইচ্ছাপুত্রের মায়ের আদর।**

যে পুত্রের আদৌ অস্তিত্ব নাই, কেবল কল্পনাতেই আছে, কল্পনাতেই তাহার আদর-যত্ন হয় এবং সেই আদরের কোনো সীমা থাকে না।

তুং বাঁজীর পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।

**ইচ্ছার ভার ভারি হয় না।**

স্বেচ্ছায় যে কাজ করা হয় তাহা কঠিন হইলেও কষ্টকর মনে হয় না।

**ইজ্জতের কুঁকড়ী, আণ্ডা পাড়ে ছ' কুড়ি।** কুঁকড়ী—মুরগী।

যত্ন করিয়া মুরগী পালন করিলে প্রচুর ডিম পাড়ে। এবং তাহাতে বিলক্ষণ অর্থাগম হয়। সেইরূপ নিজের মান বাঁচাইয়া চলিলে লাভ আছে।

**ইজ্জতের দাম লাখ টাকা।**

আত্মসম্মান অতি মূল্যবান সম্পদ।

**ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়।**

কাহাকেও ইট ছুঁড়িয়া মারিলে সে ব্যক্তিও প্রতিশোধ লইবার জন্য ঢিল ছুঁড়িয়া মারিবে।

অপরের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলে তাহার নিকটেও অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করা উচিত।

ভবানী…ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি কার সর্বনাশ করেছি মা?"

বধূ কহিল—"যাদের করেছ, তারাই গাল দিচ্ছে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি। ইট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা।" শরৎ—বৈকুন্ঠের উইল।

**ইট পড়লে পাটকেলটিও পড়ে।**

ভাঙা দেওয়ালের একটি ইট খসিয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে কাছাকাছি যে ইটের টুকরা থাকে তাহাও পড়িয়া যায়।

লক্ষ০ মহতের পতন হইলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকেরও দুর্গতি হয়।

**ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দানি ( চৌধুরীর পুত )।**

ইটে—ভিটে শব্দের সহ০। যাহার নিজের বাস্তভূমি নাই, বাস করিবার গৃহ নাই, এরূপ নিঃস্ব ব্যক্তি বাহিরে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিলে উপহাস ও অবজ্ঞা পাইয়া থাকে।

**ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনের মরণ চাতরে।**

ইতর—সাধারণ লোক। চাতর—(১) সং চত্বর>চাতাল ( হিং চবুতরা); প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান। (২) চাতুরী বা কুহকে (সুশীল)।

সাধারণ লোকের রোগের যাতনা ভোগ করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ডাইনী প্রভৃতি দুষ্ট লোককে প্রকাশ্য স্থানে দণ্ড ভোগ করিয়া বীভৎস ভাবে মরিতে হয়।

**ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ।** (সং)

এদিকেও নষ্ট ওদিকেও নষ্ট। সকল দিকে আশ্রয় বা অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হওয়া।

এত বড় দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। যা আমরা প্রত্যাশা করব, ধর যদি তা নাই ঘটে। তখন বিরক্ত হয়ে মেয়েটিকে অকুলে না ভাসিয়ে দিই বা বোঝা জ্ঞান করে তাকে কষ্ট দিতে থাকি। তার চেয়ে সে যে রকম স্বাবলম্বী জীবন পেয়েছে তাতেই তাকে থাকতে দেওয়া উচিত। মেয়েটির ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ না হয়। নিরুপমা দেবী—শ্যামলী।

**ইত্তিপিত্তি পুড়িয়ে দেয় লাউগাছের গোড়ায়।**

ইত্তি—সহ০ শব্দ। সার হিসাবে লাউগাছের গোড়ায় ছাই দিবার ব্যবস্থা আছে। অবেলায় আহার করলে পিত্ত পড়ে বা নষ্ট হইয়া যায়।

অতি বিলম্বে ভোজন করার ফলে নিজের স্বাস্থ্যহানি করা।

**ইনাম পেলাম রাজসভায়, কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণ যায়।**

যে কোনো ঘটনায় লোকেদের মধ্যে এমন প্রবল কৌতূহল জন্মে যে, তাহাদের প্রশ্নবাণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জর্জরিত হইতে হয়।

**ইয়ারের (বউয়ের) কথা বেদের বচন।**

যাহার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সে যাহা কিছু বলে তাহাই অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়।

**ইয়ে জানে, বিয়ে জানে, পিস্‌শাশুড়ীর নাম জানে না।** ( মেয়েলী )

ইয়ে—সহ০ শব্দ। বিবাহের সময় যতো কিছু অনুষ্ঠান হয় তাহার সবগুলিতেই বর সংশ্লিষ্ট থাকে। ফলে কোনো খুটিনাটি তাহার অজ্ঞাত থাকে না। তথাপি পিসশাশুড়ীর কি নাম তাহা বলিতে পারে না।

>কোনো ব্যাপারের সমস্ত খুটিনাটি জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

**ইলশে-গুঁড়ি।**

বর্ষাকালের শেষভাগে গুঁড়ার মত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে সাময়িক বৃষ্টি, যে সময়ে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা যায়।

**ইলাহী কাণ্ড (+কারখানা)।**

আ০ ইলাহী = পরমেশ্বর > মহান্, বিরাট।

বিরাট আয়োজন বা ব্যবস্থা।

"টাকা কিছু সবার সমান হয় না; তবে মেজাজ! হ্যাঁ, সে একটা দেখবার জিনিস বটে।—কি দরাজ হাত! দান ধ্যান সদাব্রত—সে এক এলাহি কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।" [ বিভূতি মুখো০—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

**ইয়ং বেঙ্গল।**

খৃ০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ হিন্দুসমাজ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়া নির্বিচারে ইউ-রোপীয় আচারের অনুকরণকারী যে বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি ক'রে তাকে সমীকৃত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

**ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় ম'লে।**

ময়লা সহজে দূর হয় না, ভালো করিয়া ধুইলে তবে পরিস্কার হয়।

লক্ষ০ মানুষের মন্দ স্বভাবের সংশোধন হয় না, মৃত্যুকাল পর্যন্ত থাকে।

আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে। শরৎ—মেজদিদি

তু০ যার যা রীত, না ছাড়ে কদাচিত।

**ইষ্টং ধর্মেন যোজয়েৎ।** (সং) হিতোপদেশঃ।

ধর্মসংগত উপায়ে ইপ্সিত বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত।

**ইষ্ট কথায় তুষ্ট মন।**

মনোরম কথা শুনিলে মন প্রসন্ন হয়।

তু° A soft word turneth away wrath.

**ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপবারি।**

মূল সং কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকালয়ম্।
শীতকালে ভবেদুষ্ণ গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥

এগুলি পুরুষের পক্ষে আরামদায়ক।

**ইষ্ট যে-ই কৃষ্ণ সে-ই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই।**

যাহা কিছু কল্যাণকর তাহাই ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর মঙ্গলময়।

**ইষ্ট রুষ্ট হলে হয় সবংশে নিধন ; ইষ্ট তুষ্ট হলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন।**

ইষ্ট দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিলে পরমা গতি লাভ করা যায়, নতুবা চরম সর্বনাশ ঘটে।

**ইষ্টানিষ্ট বোধ নেই, যারে পাই তারি সাথে যাই।**

কে সৎ কে অসৎ তাহা বিবেচনা করিতে না পারিয়া নির্বিচারে সকলের সাহচর্য করা।

**ইষ্টি কুটুম কাকা ; সর্বকুটুম টাকা।**

ইষ্টি কুটুম—প্রিয় আত্মীয়। কাকা—যে-কোনও পূজনীয় আত্মীয়।

শ্রেষ্ঠ আত্মীয় অপেক্ষাও ধন অধিক আদরণীয়।

**ইস্-পার কি উস্-পার।** হি° ইস্=এই ; উস্=ঐ, উহা।

নদীর মধ্যস্থলে ভাসমান ব্যক্তি এ-পার কিংবা ও-পার—নদীর যে কোনো কুলে—পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

>অনুকূল বা প্রতিকূল হউক, একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া।

দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাটি গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার যা-হয় একটা করিয়া আসিবেন। বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ।

**ইসারায় দিশেহারা।**

যাহা স্পষ্ট কথায় না বলিয়া কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়, অনেক সময়ে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে।

**ইহকাল (+পরকাল) ঝরঝরে (নষ্ট)।**

ইহকাল=বর্তমান জীবন। পরকাল=মৃত্যুর পরবর্তী জীবন।

ঝরঝরে—জর্জরিত, ঝাঁঝরা, জীর্ণ, নষ্ট।

কেবল এই জীবনই নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনও ব্যর্থ বা দুঃখময় হওয়া। এমন দুর্দশা হওয়া যাহা মৃত্যুর পরও চলিতে থাকে।

কমলা। আমার নাম করিসনি;......আমি বলেছি, খবরদার বলিস্‌নি।

হেমাঙ্গিনী। ওমা, সে কি কথা গো। কর্তাবাবু গুরুলোক—মিছে কথা কয়ে কি এহকাল পরকাল খাবো? গিরিশ—হারানিধি।

**ইহলীলা সংবরণ।**

ইহজীবনের খেলা সমাপ্ত করা। ইহলোক ত্যাগ করা। মরা।

দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু দীর্ঘকাল পরম সুখে যাপন করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিল।

**ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ। (সং)**

এখানে আসুন, এখানে অধিষ্ঠান করুন।

পূজার পূর্বে হিং দেবতাকে আবাহনের মন্ত্র;—বিশিষ্ট অভ্যাগতের অভ্যর্থনাতেও প্রযুক্ত।

## ঈ

**ঈদের চাঁদ।**

ঈদ্ (আ° ঈদ্-উল্-ফিংর্)—মু° পর্ব বি°। পবিত্র রমজান মাসে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস ব্রত পালনান্তে শুক্লা দ্বিতীয়ায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় চন্দ্র দর্শন করিলে পুণ্য হয়—এই বিশ্বাসে বহু লোক চাঁদ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

লক্ষ° ঈদ্ পর্ব উপলক্ষ্যে চন্দ্র যেমন সকলের প্রিয় হয় এবং সকলে তাহার দর্শনাকাংক্ষী হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বহুলোকের প্রিয়পাত্র।

বিরাট জনতার মধ্যে সেই প্রিয়দর্শন বীর যুবকটি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া রহিল; যেন, ঈদের চাঁদ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তু° The observed of all observers.

**ঈশাণ কোণের মেঘে, ঝড় ওঠে বেগে।**

আকাশের উত্তর-পূর্ব অংশে মেঘ উঠিলে ঝড়বৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত।

ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত জলীয় বাষ্প উচ্চ বায়ুস্তরের উপর দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই মৌসুমী বায়ু-বাহিত বাষ্পরাশি আসামের গিরিশ্রেণী হইতে প্রতিহত হইরা শীতল ও ভারী হইয়া জলকণার সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া আসাম ও পরে বাংলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই কারণে আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জীতে যে বারিপাত হয় তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক।

**ঈশ্বর ঈশ্বর করে যে-ই, তার ঘরে ভাত নেই।**

ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি অলস নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে তাহার দুর্দশার শেষ নাই।

তুং উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মীঃ ই°।

**ঈশ্বর করে কাম, মানুষের হয় নাম।**

যাহা কিছু ঘটে, সমস্তই ঈশবরের ইচ্ছানুযায়ী, কিন্তু ফলাফলের জন্য মানুষকেই দায়ী করা হয়।

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে, করি আমি। —শ্যামাসঙ্গীত।

**ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন, ঘরে ব'সে কীর্তন শুনবো।** (মেয়েলী)

পরের বাড়ী গিয়া কীর্তন শুনিবার সুবিধা না হওয়ায় কোনো স্ত্রীলোক বলিতেছে,—'ঈশবরের দয়ায় যদি শীঘ্র আমার স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহার শ্রাদ্ধের সময় কীর্তন হইবে; তখন নিজের বাড়ীতে বসিয়াই কীর্তন শুনিতে পাইব'।

সামান্য সুখ বা লাভের আশায় নিজের সমূহ বিপদ সহ্য করতেও প্রস্তুত।

**ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের তরে।**

ঈশবয় মঙ্গলময়, জীব মাত্রের ইষ্ট সাধনই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি যাহা করেন তাহা কখনো কখনো আপাতদৃষ্টিতে অশুভ বলিয়া মনে হইলেও, নিশ্চয় কোনো মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন,—এইরূপ বিশ্বাস।

**ঈশ্বর সহায় যার, বিপদ হয় না তার।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ঈশ্বরের দাস, তার সর্বনাশ।**

ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া যে ধর্মপথে চলিয়া থাকে, সংসারের পাপচক্রে পড়িয়া তাহার অশেষ দুর্গতি হয়।

**ঈশ্বরের বিধি, ফলবেই গো দিদি।**

দ্র° বিধির লিখন, না যায় খণ্ডন।

# উ

**উই, ইঁদুর, কুজন,—ভালো ভাঙে তিনজন ;**
**সূচ, সোহাগা, সুজন,—ভাঙা জোড়ে তিনজন।**

উই এবং ইঁদুর ভালো জিনিস কাটিয়া নষ্ট করে। সূচ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেয়। সোহাগা দিয়া সোনা জোড়া হয়।

খলস্বভাব ব্যক্তি কলহ ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। সজ্জন ব্যক্তি পরের বিবাদ মিটাইয়া মিলন ঘটাইয়া থাকে।

**উইঢিপি কি পাহাড় হয় ?**

উইঢিপি যতোই বড় হউক, পর্বতের গৌরব পায় না।

>যে নীচ সে কখনো মহতের প্রাপ্য সম্মান পায় না।

**উইয়ের 'গায়ে' পালক হলে আকাশ ছুঁতে চায় ;**
**কাগারে ধেচুয়া ধ'রে ত্রিভুবন দেখায়।**

কাগা—কাক। ধেচুয়া = ফিঙে। দ্র০ কাকের পিছে ফিঙে ল্যগা।

লক্ষ০ তুচ্ছ উইপোকা মাটির নীচে আত্মগোপণ করিয়া থাকে। কিন্তু ডানা গজাইয়া বাদল-পোকায় রূপান্তরিত হইলে উপরে উড়িতে আরম্ভ করে, এবং ফিঙের মতো কাকের পিছনে লাগিয়া জ্বালাতন করিয়া মারে।

হীন ব্যক্তি অবস্থার উন্নতি হইলে মহতের পীড়ন করিতে সাহসী হয়।

**উঁচ্-কপালী চিরণদাঁতী।** ( মেয়েলী )

উঁচ্কপালী = যে নারীর কপাল উঁচু। চিরণদাঁতী = যাহার দাঁতগুলি চিরুণির দাড়ার মত দীর্ঘ ও ফাঁক ফাঁক।

কুরূপা নারীর লক্ষণ। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত গালি বি০।

তু০ উন-পাঁজুরে বরাখুরে।

**উঁচ্-কপালী সিঁদুর চায়, খড়ম-পায়ী আলতা চায়।** ( মেয়েলী )

খড়ম-পায়ী—যাহার পায়ের তলা সমতল নয়, খড়মের মতো মধ্যভাগ ভূমি স্পর্শ করে না (ইং arch-footed)।

যে অঙ্গ দোষযুক্ত তাহার শোভাবর্ধনের সাধ,—যাহার ফলে দোষ অধিক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

**উঁচু কথা।**

উঁচু মেজাজে বা উত্তেজনার বশে কটু বাক্য বলা।

"বরং দু' কথা শুনো তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না।" [ গিরিশ—প্রফুল্ল।

তু০ High words.

**উঁচু ক'রে বাঁধো টং, ব'সে ব'সে দেখো রং।**

টং=ভূমি হইতে উচ্চে নির্মিত মাচা বা কুঁড়ে ঘর, যেখানে থাকিয়া ক্ষেত পাহারা দেওয়া যায়। রং=রঙ্গ, তামাসা, কৌতুক।

টঙের উপর বসিয়া থাকিলে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ নির্লিপ্ত থাকা যায়। সেখানে বসিয়া নানা বিচিত্র ঘটনা দেখা যায়, অথচ নিজের কোনো অনিষ্ট হয় না।

লক্ষ০ কোনো গোলযোগের ভিতরে না যাইয়া বাহির হইতে দেখিলে নিরাপদে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়।

**উঁচু ( বড় ) গলা ক'রে বলা।**

দৃঢ়তার সহিত মতামত ব্যক্ত করা। মুক্তকণ্ঠে বলা।

**উঁচু নজর তাজে ভারি, লোকের কথা তুচ্ছ করি।**

ফা০ তাজ=মুকুট > মস্তক। তাজে ভারি—অহংকারে পূর্ণ মস্তক।

দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তি সাধারণ লোককে অবজ্ঞা করে এবং কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না।

**উকীল আর গাড়ির চাকা, তেল-চর্বি দিয়ে রাখা।**

গাড়ির চাকা সর্বদা তৈলাদি মাখাইয়া মসৃণ করিয়া রাখিতে হয়। সেইরূপ উকীলকে নিয়মিত অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

**উকুনের দায়ে মাথা মুড়ানো।**

পিতৃমাতৃর দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যেমন মাথার চুল ফেলিতে হয়, সেইরূপ মাথার উকুনের জ্বালায় বাধ্য হইয়া মাথা মুড়াইতে হয়।

লক্ষ০ তুচ্ছ বিপদও অবস্থা বিশেষে গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়।

**উচানো বাড়ি বড়ো ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।**

উচানো=যাহা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে; ঊর্ধ্বোত্থিত!

প্রহার করিবার জন্য লাঠি তুলিয়া ধরা হইয়াছে দেখিলে বড়ো ভয় হয়, মনে হয়, না জানি কতোই আঘাত লাগিবে। কিন্তু সেই লাঠি সত্য সত্যই গায়ে পড়িলে আঘাত সহ্য হইয়া যায়।

বিপদ অপেক্ষা ভাবী বিপদের ভয় অধিক।

বড়বাবু আমাকে ভয়ানক শাসিয়েছে। ভয় হচ্ছে, চাকরিই খতম করে দেবে না কি? যা করবার করে ফেললেই যে ভালো হতো। এ যে উচান বাড়ি বড় ভয় ই০।

**উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।**

ন্যায্য কথা বলিলে তাহা অনেক সময় অপ্রিয় হইয়া পড়ে, সেজন্য

সাধারণ লোকের তাহা মনঃপূত হয় না। যে এরূপ অপ্রিয় কথা শুনিয়াও অসন্তুষ্ট হয় না সে ব্যক্তি দেবতাতুল্য।

তামাসা করে কি না কি একটা কথা বলেছি। তাতে এত চটবার কি পেলে শুনি? ঐতেই বলে, 'উচিৎ কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিৎ বল্লে মানুষ রুষ্ট। অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**উচিত কথায় বন্ধু বেগড়ায়।**

বন্ধুর কাছে লোকে সৎ পরামর্শ চাহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল মনরাখা স্তোকবাক্যই শুনিবার প্রত্যাশী; অপ্রিয় ন্যায্য কথায় অসন্তুষ্ট হয়।

**উচিত কথায় মানুষ বেজার, তপ্ত ভাতে বেরাল বেজার।**

ভালো জিনিসেও লোকে অসন্তুষ্ট হয়।

**উচিত বললে মারতে আসে।**

ন্যায্য কথা বলিলেও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাগিয়া উঠে।

**উচিত বলিতে পাড়ে গালি, পোয়ে-ঝিয়ে হয় বেয়ালি,**
**কান্দনা শুনিয়া বাহির হয়, নাটে-গীতে ধাইয়া যায়,**
**এ নারীতে যাহার বাস, তাহার কোন্ জীবনের আশ?** (ডাক)

বেয়ালি—বিরূপ। কান্দনা—কান্না।

কুগৃহিনী উচিত কথায় রুষ্ট হয়, পুত্রকন্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, যে-কোনো ছুতায় গৃহের বাহিরে চলিয়া যায়, আমোদ-প্রমোদে সদা রত থাকে।

**উচোট খেয়ে (+সংকটে) প্রণাম।**

পায়ে ঠোকর লাগিয়া পড়িয়া গেলে, সেই পতনকে প্রণাম বলিয়া প্রকাশ। উপস্থিতবুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার গোপন।

তুং হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ।

ফিসল পড়্ কী হরগংগা।

Making a virtue of necessity.

**উচ্ছের কচি, পটোলের বিচি,**
**ছাগের ছা, মাছের মা,—এইগুলো বেছে খা।**

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বা রোচকতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে, এবং সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত,—উচ্ছে কচি অবস্থায় খাইতে ভালো, কিন্তু পটোল বেশী কচি ভালো নয়, পরিপুষ্ট অবস্থাতেই ভালো। ছাগশিশুর মাংস সহজপাচ্য ও সুস্বাদ, কিন্তু খুব বেশী কচি মাছ ভালো নয়, যাহার বাচ্ছা হইয়াছে এমন পাকা মাছই সুস্বাদ ও পুষ্টিকর।

**উজাড় বনে শিয়াল রাজা।**

যে বন হইতে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বলবান পশুর বাস উঠিয়া গিয়াছে সেখানে শৃগালের মতো হীন পশুরই প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

>উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে অপদার্থ ব্যক্তির প্রাধান্য ঘটে।

তু° নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

ঝাড়বেরীকে জঙ্গলমে বিল্লী শের।

**উজানের কৈ।**

বর্ষাকালে পুকুরের জল জমিয়া উপচাইয়া পড়িলে পুকুরের অনেক মাছ সেই জলস্রোতে বাহির হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ কৈ মাছ ডাঙার উপরেও উঠিয়া যায়। এইরূপ মাছ অতি সহজেই ধরা যায়।

>যাহা বিনা আয়াসে পাওয়া যায়।

জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ।

কৃষাণ যেমন ধরে উজানের মাছ ।। কবিকঙ্কন—চণ্ডীমঙ্গল।

**উজো কথায় গুঁজো বেজার। গরম ভাতে ঠুঁটো বেজার।**

উজো=ঋজু ; সরল। গুঁজো=যে গোঁজ হইয়া থাকে ; একগুঁয়ে।

একগুঁয়ে স্বভাবের লোক উচিত কথায় রাগিয়া উঠে এবং ঠুঁটো হাতে গরম ভাত খাওয়া কষ্টকর বলিয়া বিরক্তি জন্মে।

**উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।**

শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা একটু পরিস্কার ও স্নিগ্ধ গাত্রবর্ণ,—গৌরবর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মলিন।

রংটাও নিতান্ত বাঙ্গালীর ঘরে যেমন হইয়া থাকে তাই। বাপের বাড়ীর লোক বলে শ্যামবর্ণ। শ্বশুর বাড়ীর লোক বলে কালো।

[ সীতাদেবী—পরভৃতিকা।

**উঠতি বয়স।**

যৌবনের প্রথমাবস্থা, যখন দেহের কান্তি ও শক্তি দ্রুত বাড়িতে থাকে।

"উঠতি বয়েস, দেখতে অমন রোগা হলেও পনেরো-ষোলর কম নয়,—আর চেহারাও নেহাৎ দুলে-বাগ্দির মতন ত নয়! বাড়ীতে একটা জোয়ান ছেলে থাক্‌তে, অমন সোমত্ত মেয়েটাকে—" সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

**উঠতে-বসতে।**

উঠিয়া দাঁড়াইবার সময়, আবার বসিবার সময়ও। সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে। যখন-তখন।

উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে ;

যতো পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।

[ রবীন্দ্র—চিত্রা (পুরাতন ভৃত্য)।

**উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।**

উঠন্তি=যাহা উঠিতেছে বা বাড়িতেছে। পত্তন=সূত্রপাত।

যে মূলা ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা পরে কিরূপ হইবে প্রথম অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ০ কোনো কিছু পরে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা গোড়াতেই জানা যায়।

তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। ধর্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এ সব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন।...ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন বংশের ছেলে ঘরে আসিল, কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে? বিভূতি বন্দ্যো০—মেঘ-মল্লার।

তু০ होनहार बिरवाके चिकण चिकण पात।

Childhood shows the man as morning shows the day.

**উঠ্‌বস করা।**

একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ উবু হইয়া বসা—পুনঃপুনঃ এইরূপ করা। 'বৈঠক' নামক ব্যায়াম।

(১) ঐরূপে উঠাবসা করিয়া দণ্ডভোগ, দুষ্ট বালকগণের প্রতি প্রযুক্ত।

(২) অপরের দ্বারা বিনা আপত্তিতে চালিত হওয়া।

গিন্নী কি কর্তার শাসন মানেন? তিনিই কর্তাকে উঠ্‌বস করান।

**উঠ্‌বি তো ছেলে ধর্‌, বস্‌বি তো পাট (কাঠ) কাট্‌।**

পাট কাটা—টেরা দিয়া পাটের দড়ি পাকানো।

যখন কোনো কাজ না থাকে তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিতে না দিয়া পাটের দড়ি পাকাইতে বলা; আবার যখনই উঠিয়া দাঁড়াইবে ছোটো ছেলেকে কোলে লইতে বলা।

>কিছুমাত্র বিশ্রাম না দিয়া কোনো না কোনো কার্যে নিযুক্ত রাখা।

এক মাসের ছুটি নিয়ে কি সুখটাই হয়েছে আমার! একটু কি বিশ্রাম করতে পাই? সমানে খাটিয়ে নিচ্ছ,—উঠ্‌বি তো ছেলে ধর্‌ ই০।

**উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট; সাত পাথর আমানি, যত পারো ভাত।**

ঢেঁকি—ধান ভানা। পাট—পাট কাটা। পাথর=পাথরের থালা।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অবসর পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভালো করিয়া আহার করিতে পাওয়া যায় না।

**উঠলো বাই, তো কটক যাই।**

পা০ উঠলো বাই, দিনেক্কে ধাই, চলো চাচা মক্কা যাই।

বায়ু>বাই=বাতিক, ঝোঁক। কটক—উড়িষ্যার সর্বপ্রধান নগর।

হঠাৎ মাথায় ঝোঁক চাপিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ কটকের মত দূরবর্তী স্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

>ঝোঁকের বশবর্তী হইয়া বিনা বিবেচনায় এবং অবিলম্বে কোনো কাজ করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া।

মনোরমা দাওয়ার উপর বসে চরকার জন্য তুলো পাঁজ করছিল। কৃষাণ-বউ একটু দূরে বসে কাজের অভাবে নিজের পায়েই হাত বুলাচ্ছিল ; মধ্যে মধ্যে বলছিল, কি যে বাপু তোমাদের বাতিক ! বলে, উঠল বাই তো মক্কা যাই। দিন রাত চরকা না ফরকা ! তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

**উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।**

উঠের পিঠের কুঁজ দেখিতে বেমানান হইলেও উটের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া কদর্য মনে করে না।

>জন্মগত বা প্রকৃতিগত দোষত্রুটি কেহ নিজে বুঝিতে পারে না।

**উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপালা।**

মরুপথে যাত্রার পূর্বে উট উদর পূর্ণ করিয়া জল পান করিয়া রাখে। তথাপি জলের আশায় মরীচিকার পানে ছুটিয়া বিড়ম্বিত হয়।

লক্ষ০ অভাব না থাকিলেও লোভের বশে নানা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়।

**উঠানই পৃথিবীর শেষ।**

যে কখনো গৃহের বাহিরে যায় না, পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার কোনো জ্ঞান থাকে না, ভাবে উঠানের পর আর কিছু নাই। কূপমণ্ডূকতার মনোভাব।

**উঠান-ভরা লাউ-শশা, খনা বলে লক্ষ্মীর দশা।** (খনা)

বাড়ীর উঠান ফেলিয়া না রাখিয়া তাহাতে লাউ, শশা ই০ গাছ লাগাইলে গৃহস্থের অনেক সাশ্রয় হয়। ইহা লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থের লক্ষণ।

**উঠান-সমুদ্দুর পার হলেই অর্ধেক মুস্কিল আসান।**

নিরুদ্যম অলসস্বভাব পুরুষ মনে করে যে একবার গৃহের বাহিরে যাইতে পারিলে দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হইবে। কিন্তু উঠান তাহার পক্ষে দুস্তর সাগরতুল্য, পার হওয়াই অতি দুরূহ ব্যাপার।

**উঠি কি পড়ি।**

এমন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দৌড়ানো, যেন পড়িয়া গেলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, পড়িলে তখনই আবার উঠিয়া ছুটিবার জন্য প্রস্তুত।

হঠাৎ সদর-দরজায় শিকল নাড়ার শব্দ হ'ল। গৌরী তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো...বালিশের তলায় চেপে রেখে উঠি-কি-পড়ি ক'রে ছুটল।

তু০ পড়ি কি মরি। [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়। (প্রতীক্ষা)।

**উঠে-প'ড়ে লাগলে পরে, আসবে সিদ্ধি আপনি ঘরে।**

উদ্যম থাকিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

**উঠে-প'ড়ে লাগা।**

এরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে, পড়িয়া গেলেও তখনই উঠিয়া আবার কার্যে নিযুক্ত হওয়া।

সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

নিতাই নিজের পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত রহিল। অদ্বৈত দোকানের উন্নতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। প্রভাত—পত্রপুষ্প (অদ্বৈতবাদ)।

**উড়কি ধানের মুড়কি, আর সরু ধানের চিঁড়ে।**

উড়কি ধান—স্বচ্ছন্দজাত নিকৃষ্ট জাতীয় ধান, যাহা খামারে তুলিয়া ঝাড়া হয় না, মাঠেই অল্প আয়াসে সংগৃহীত হয়।

উড়কি ধানের বড়ো বড়ো খৈয়ের গায়ে প্রচুর গুড় লাগে, মুড়কি ভালো হয়। সরু ধানে বেশ মিহি চিকণ চিঁড়ে হয়।

>ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বিভিন্নরূপে ব্যবহারের উপযোগী।

**উড়তে না পেরে পোষ মানা।**

বনের পশু-পক্ষীকে ধরিয়া রাখিলে তাহারা স্বভাবতঃ পলায়নের চেষ্টা করে। পলাইতে না পারিলে অবশেষে নিরুপায় হইয়া পোষ মানিয়া থাকে।

>অক্ষমতার জন্য বাধ্য হইয়া শান্তভাবে পরের বশ্যতা স্বীকার করা।

সে এখন বিছানা নিয়েছে।…জ্বর, কাশি, বুকে শত সুঁচের যন্ত্রণা।… এই যে শুয়ে আছে বিছানায়, উড়তে না পেরেই সে পোষ মেনেছে। [ অচিন্ত্যকুমার—যায় যদি যাক।

**উড়তে পারে না, ফর্‌ফর্‌ করে।**

যে পাখীর উড়িবার ক্ষমতা নাই, সে ঘন ঘন ডানা ঝাপটাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করে যেন সে ইচ্ছা করিলেই উড়িতে পারে।

লক্ষ° অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক যোগ্যতা প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টা।

ফটিকেটা নিজে তো পড়া বলতে পারে না ; এদিকে অন্য ছেলে যখন পড়া দেয়, তখন খুব বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা হয়,— উড়তে পারে না ই°।

**উড়ন-চণ্ডে (চড়ে)।**

উড়ন—টাকা-পয়সা উড়াইয়া দেওয়া ; অপব্যয় করা। চণ্ড ( অতি কোপনস্বভাব ) >অনাদরে চণ্ডে।

কোপনস্বভাব ব্যক্তি যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া নানা অনর্থ ঘটায়, সেইরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি অর্থের অপব্যয় করে।

হিন্দু ধর্ম তো উড়ন চণ্ডীর ধর্ম—খালি খরচ। অমৃতবসু—কৃপণের ধন।

**উড়ু উড়ু করা।**

উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হওয়া।

মন অস্থির ও চঞ্চল হওয়া, কোনো কাজে বা কোনো স্থানে মন না বসা।

উড়ু উড়ু করে প্রাণ রণে নাহি ভর ।। কাশীরাম—মহাভারত।

**উড়ে এলো চিল, জুড়ে বসলো বিল। উড়ে এসে জুড়ে বসা।**

বিলের ধারে-কাছে যে সকল ছোটো ছোটো পাখীর বাস, তাহারা সেই বিলের মাছ খাইয়া জীবন ধারণ করে। হঠাৎ কোথা হইতে একটা চিল আসিয়া বিলের উপর দখল জমাইল।

>নিঃস্বত্বীয় প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক প্রভুত্ব স্থাপন।

অনেক মা আছেন যাঁহারা ছেলেকে ভালবাসেন…কিন্তু বধূকে সহ্য করিতে পারেন না। কোথা হইতে "উড়িয়া আসা" পরের মেয়ের 'জুড়িয়া বসার" এই অনধিকার দাবীর উপরে তাই নির্ম্মমভাবে খড়গহস্ত হইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলেন। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**উড়ে ফড়িং পুড়ে মরে।**

ফড়িং দীপশিখার উজ্জ্বল আলোকে আকৃষ্ট হইয়া তাহার দিকে উড়িয়া যায় এবং পরিণামে পুড়িয়া মরে।

লক্ষ০ প্রলোভনের আকর্ষণে নিজের সর্বনাশ করা।

কান ধরিয়া টানিয়া চন্দনমণি তাহার গালে জোরে এক চড় কশাইয়া দিয়া বলিল—অপেয়ে, উড়ে ফড়িং পুড়ে মরে! শত্তুরের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিস? মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান, এও জানিস নে?

**উড়ে যায় পাখী, তার পালক গণে রাখি।** [ চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

এমন চতুর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে, পাখী দ্রুতবেগে দূর আকাশে উড়িয়া গেলেও তাহার ডানায় কতগুলি পালক তাহা গণিয়া লইতে পারি।

>চতুর ব্যক্তির আত্মশ্লাঘা।

তুমি যত বড়ই ধড়িবাজ হও না কেন, আমাকে ঠকিয়ে যেতে পারবে তা মনেও ভেবো না,—উড়ে যায় ই০।

**উড়ো কথা ( খবর )।**

যে কথা কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে জানা নয়,—যেন শূণ্যপথে উড়িয়া আসিয়াছে। জনরবে প্রচারিত কথা। ভিত্তিহীন গুজব।

এইরূপ নানাপ্রকার গুজবে বিশ্বেশ্বরের নাম গ্রামের পুরুষ মহলে সমধিক প্রচারিত ছিল, কিন্তু মেয়ে মহলে এ সকল উড়ো কথা স্থান পাইত না। নিরুপমা দেবী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

**উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।**

যে খই বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে তাহা নিতান্তই হাতছাড়া হইয়া গেল, পাইবার আর আশা নাই দেখিয়া 'গোবিন্দায় নমঃ' বলিয়া এরূপ ভান করা যেন খইগুলি উড়িয়া যায় নাই, স্বেচ্ছায় গোবিন্দকে নিবেদন করা হইয়াছে।

দৈবাৎ কোনো ক্ষতি হইলে তাহা ক্ষতি বলিয়া স্বীকার না করিয়া স্বেচ্ছায় সৎকার্যে নিয়োজিত হইয়াছে এরূপ প্রকাশ করা।

লক্ষ০ অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় কোনো সৎকার্য করা।

"ভালো কথা, এই শুক্রবারে আমার মেয়ের বিয়ে। চল, তোমার বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসি। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল, ভালোই হলো।"

"ভালো হলো বৈ কি,—উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ ক'রে নিমন্ত্রণটা সারা হয়ে গেল। না হলে কি আমাকে মনে পড়তো?"

তু০ ফাটলে পড়লো নাড়ু, গোপালায় নমঃ।

**উড়ো চিঠি।**

কোনো পরিচিত বা বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির লিখিত পত্র নয়। বেনামী অথবা মিথ্যা নাম স্বাক্ষর করা পত্র।

**উড়ো তর্ক।**

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গম্ভীর বাদানুবাদ নয়—অসার প্রসংগের চটুল আলোচনা।

সেখানে কিছুক্ষণ দু'জনে মিলে পড়াশুনা ক'রে, আর তা'র চেয়ে ঢের বেশীক্ষণ গল্প আর উড়ো তর্ক ক'রে সময় কাট্‌ত।

**উড়ো সম্পর্কে গুড়ুর (পাইকের) নাতি।** [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়।

জমিদারের পাইক বা বরকন্দাজ নিরীহ প্রজাদের চক্ষে অতি প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে যাহার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে সে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করে, এবং সেই সূত্রে আপন প্রতিপত্তি জমাইবার চেষ্টা করে। যাহার সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক নাই সেও একটা কল্পিত বা দূর সম্পর্ক প্রচার করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

**উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে ( শত্রু সংকটে )।**
**রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥** ( সং ) চাণক্য হিতোপদেশঃ।

সুখে-দুঃখে, দুর্ভিক্ষের সময়ে, শত্রু হস্তে বিপন্ন হইলে, বিচারালয়ে, শ্মশানে—এই সকল স্থানে যিনি সঙ্গদান করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়, উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে।

যাযাবর—দৃষ্টিপাত।

**উতোর গাওয়া।** উত্তর ( জবাব ) >উতোর।

তর্জায় বা কবির গানে অগ্রে প্রথম পক্ষ 'চাপান' গাহিত, অর্থাৎ কোনো একটা প্রশ্ন বা সমস্যা উপস্থিত করিত ; এবং প্রতিপক্ষ 'উতোর' গাহিত, অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে এরূপ গান রচনা করিয়া গাহিত, যাহা অনেক স্থলে ব্যক্তিগত গালিগালাজে পর্যবসিত হইত।

কোনো কথার তীব্র ভাষায় বিস্তারিত উত্তর বা প্রতিবাদ করা।

অপরাধের মধ্যে ক্ষান্ত পিসীকে বলেছিলুম যে তার শ্বশুর চৌধুরিদের বাজার-সরকার ছিল। আর যায় কোথা! পিসী তখন যে উতোর গাইতে বস্‌লো, তাতে আমার মামাদের গুষ্টির কেউ বাদ পড়্‌লো না।

**উত্তম-মধ্যম দেওয়া।**

অল্প প্রহারে যদি শান্ত না হয় তো গুরুতর ভাবে প্রহার করা।

শুভাচার্য্য।......এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে, উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

**উত্তরে বাগ, দখিনে রাখ।** [ রামনারায়ণ—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব।

গৃহ নির্মাণ করিবার সময় তাহার উত্তর দিকে বাগান এবং দক্ষিণে খোলা জমি রাখা উচিত।

তুং পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, ইং।

**উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।** ( সং ) কঠোপনিষৎ।

মূল +ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

রাজশ্রবস্ ঋষি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়া সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। বালক পুত্র নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ আমাকে কাহার হস্তে দান করিলেন?" বারংবার এই প্রশ্ন করায় পিতা কুপিত হইয়া বলিলেন, "যমকে দান করিলাম।" পিতৃবাক্য রক্ষার জন্য নচিকেতা যমলোকে যাত্রা করিলেন। যমের অনুপস্থিতিবশতঃ তিনি তিনদিন যাবৎ অনাহারে যমদ্বারে অপেক্ষা করিলেন। যম আসিলে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন এবং নচিকেতাকে বর দিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা অন্য কোনও বর গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া দেবেরও দুর্লভ এই আত্মজ্ঞান-মন্ত্র চাহিয়া লইলেন।

পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—আমাদের জন্ম। কি কচ্চিস্ সব বসে? ওঠ্—জাগ্! নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

**উত্তুরে মেয়ে, পূবে নেয়ে।** [ শরৎ চক্রং—স্বামী-শিষ্য সংবাদ।

উত্তর বঙ্গের মেয়েরা এবং পূর্ববঙ্গের মাঝিরা বিলক্ষণ কর্মপটু হয়।

**উথলানো দুধে জলের ছিটে।**

দুধ উথলাইয়া উঠিলে সামান্য জলের ছিটা দিলে তাহা প্রশমিত হয়।

লক্ষ০ শান্ত মধুর বচনে বা কোমল আচরণে ক্রোধের উপশম হয়।

তু০ To pour oil on troubled waters.

**উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।** (সং) পঞ্চতন্ত্রম্।

মূল + বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব ॥

দরিদ্র ব্যক্তির হৃদয়ে নানারূপ আকাংক্ষার উদয় হয়, কিন্তু তাহা হৃদয়েই লুপ্ত হইয়া যায়।

"কিন্তু আপনি এলাহাবাদ গেলেন না কেন? যাওয়া……উচিত ছিল। হেসে কানাই বললে—জানেন তো, "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে"—বাকীটা সে অসমাপ্তই রাখলে। তারাশঙ্কর—মন্বন্তর।

**উদ খেতে খুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে!** সং উদক্ (জল) > উদ।

যাহার এরূপ সঙ্গতিও নাই যে জল পান করিবার সময় একমুঠা খুদ চিবাইয়া খায়, সে বেশ মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতেছে।

দরিদ্র ব্যক্তিকে আমোদে মগ্ন থাকিতে দেখিলে এই উক্তি।

**উদ্‌বিড়ালী খুদ খা, স্বামী রেখে সতীন খা।** (মেয়েলী)

দ্র০ অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি।

**উদ্‌বিড়ালে মাছ ধরে, খট্টাশে তিন ভাগ করে।**

উদ্‌বিড়াল নেউলের অনুরূপ আকৃতি জলচর মৎস্যপ্রিয় জন্তু; ভোঁদড়। খট্টাশ—বিড়াল জাতীয় জন্তু; ভাম।

উদ্‌বিড়াল জলে ডুবিয়া মাছ ধরিয়া আনিল, কিন্তু প্রবলতর জলচর খট্টাশ তাহাতে ভাগ বসাইল,—তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ নিজে লইল।

লক্ষ০ দুর্বলের কষ্টার্জিত বস্তুতে প্রবলের দাবি।

**উদরী, বাদুড়ী, যক্ষা—এ তিনে নাই রক্ষা।**

তিনটি অসাধ্য ব্যাধি ঃ—উদরী—দেহে (বিশেষতঃ উদরে) জলবৎ পদার্থ জমিয়া স্ফীতিরূপ রোগ বিশেষ। বাদুড়ী—'মুখ দিয়া মল-বমিরূপ রোগ। বাদুড় নাকি মুখ দিয়া মলত্যাগ করে।'—(সুশীল)। যক্ষা—ক্ষয়রোগ।

**উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥** (সং) হিতোপদেশঃ।

মূল অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্। +

উদারচিত্ত ব্যক্তি পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় জ্ঞান করে।

**উদুখলে খুদ নেই (দেড়বুড়ির ভাড়ানী) চাটগাঁয়ে বরাত।**

উদুখল—ঢেঁকির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বি০। ভাড়ানী—দিনমজুর,

যাহার দৈনিক বেতন মাত্র ত্রিশ গণ্ডা কড়ি। বরাত=প্রয়োজনীয় কার্য বা অপরের কার্যের ভার।

যাহার উদূখলে এক মুঠা খুদ পর্যন্ত পড়িয়া থাকে না, তাহার এরূপ ভান করা যেন সে কতো কাজের লোক,—চট্টগ্রামের মত দূরবর্তী স্থানেও তাহাকে অতি প্রয়োজনীয় কার্যে যাইতে হয়।

নিঃসম্বল দরিদ্র ব্যক্তি কর্তৃক নিজের প্রাধান্যের গর্ব।

**"উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ॥"** কৃষ্ণ মজুমদার—সদ্ভাবশতক।

মূল কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ। +

উদ্যম না করিলে কাহারও মনের বাসনা পূর্ণ হয় না।

সকালে উঠেই সে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক দ্রুত পদক্ষেপে রত্ন হাটের পথে চলতে আরম্ভ করলে। হয়ে যাবে, কোন রকমে সব হয়ে যাবে। "উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ!" তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

**উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।** (সং) হিতোপদেশঃ

মূল +নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

উদ্যম করিলেই কার্যসিদ্ধি হয়, কেবলমাত্র ইচ্ছা করিলেই হয় না।

**উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।** (সং) ঘটকর্পর; পঞ্চতন্ত্রম্।

যে পুরুষসিংহ উদ্যোগ করে তাহারই লক্ষ্মীলাভ হয়।

সেদিন শুনলুম দেবনাথ মাষ্টারের স্কুল আজও টিকে আছে এবং হাই স্কুল হয়েছে। এ পরিণতি যে কি করে হল বুঝতে পারিনে।...সংস্কৃতে আছে যে, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করে। যদিচ চেহারায় মাষ্টার মশায় সিংহ ছিলেন না, ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচর্মসার একটি ব্যক্তি।

তুং Fortune favours the brave. [ প্রমথ চৌধুরী—আত্ম-কথা

**উধার দেয়, বন্ধু খোয়ায়।**

বন্ধুকে ঋণ দিলে সেই সূত্রে মনোমালিন্য জন্মিয়া বিচ্ছেদ ঘটে।

**উধারে আঁধার।**

ঋণ করিলে জীবন দুঃখময় হয়।

**উধোর পিণ্ডি (বোঝা) বুধোর ঘাড়ে।**

লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে উদ্ধব অথবা উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর সহিত যোগেশ পণ্ডিত বা বুধোর অবৈধ প্রণয়ের ফলে যে পুত্র জন্মে সে উৎসাহের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে প্রকৃত জন্মদাতা বুধো তাহার অংশ পাইয়াছিল। এইরূপে 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' পড়িল। (জ্ঞানেন্দ্র)

> একজনের প্রাপ্য বা অপরাধের দণ্ড অপরের উপর যাইয়া পড়া।

আম পেড়ে নিয়ে পালালো জগা, আর যদু বেচারি মার খেয়ে ম'লো,—উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে !

তু০ গধা খেত খায়, জুলাহা মারা জায়।

**উন্‌কির কামড়ে চুল্‌কায় গা, একটু তেল দে অমর্তর মা।**
**তেল আছে, নাই পলা,—কাল এসো দুপুরবেলা।**

উন্‌কি—ক্ষুদ্র আকারের মাছি বি০।

মিথ্যা ছল করিয়া কোনো দ্রব্য দিতে অস্বীকার করা।

**উপদেশো ন দাতব্য যাদৃশে তাদৃশে জনে।** ( সং ) পঞ্চতন্ত্রম্।

যেমন তেমন লোককে অর্থাৎ হীন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

**উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।** ( সং ) হিতোপদেশঃ।

মূল + পয়ঃপানং ভূজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ ॥

মূর্খকে উপদেশ দিলে সে শান্ত হয় না, বরং আরও কুপিত হয়।

**উপমা কালিদাসস্য।** ( সং )

মূল উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ ( নৈষধে ) পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥

এই উদ্ভট কবিতায় চারিজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির রচনার প্রধান গুণগুলি বিবৃত হইয়াছে। কালিদাসের রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ উপমা; কিরাতার্জুনীয়-প্রণেতা ভারবির প্রধান গুণ গভীর অর্থ বা ভাব; দশকুমারচরিত-প্রণেতা দণ্ডীর প্রধান গুণ ভাষার মাধুর্য; কিন্তু শিশুপাল-বধ-প্রণেতা মাঘে ত্রিবিধ গুণই বর্তমান।

ইহার এরূপ অর্থ নয় যে যাঁহার যে গুণ উক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি অন্য কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের প্রযুক্ত উপমাগুলি যে অন্য কবিগণের উপমা অপেক্ষা সরস এবং উপযোগী একথা সর্ববাদিসম্মত নয়। কেহ কেহ বলেন উৎপ্রেক্ষা ও সাধারণ উপমার প্রয়োগে নৈষধ-কাব্য-রচয়িতা শ্রীহর্ষ অন্যান্য কবিগণ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তথাপি কালিদাসের উপমার এমন একটা গুণ আছে যাহা অনন্যসাধারণ। এখানে উপমা শব্দের অলংকার-শাস্ত্র-সম্মত অর্থ না করিয়া 'প্রবাদ-বাক্য' এই অর্থ প্রয়োজ্য।

কালিদাসের অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের মতো উপমা বা দৃষ্টান্ত রূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

**উপযুক্ত ভাইপো খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করায়।**

ভাইপো যখন বয়ঃপ্রাপ্ত এবং কার্যক্ষম হইয়া উঠে, তখন কর্ম করিবার উৎসাহ এতদূর বাড়িয়া যায় যে, অন্য কোনো ভালো কাজ না পাইলে অবশেষে বৃদ্ধ খুড়াকে গঙ্গাযাত্রায় লইয়া গিয়া কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়।

অতিরিক্ত কর্মোৎসাহের বশে যে ব্যক্তি কোনো অপকর্মও করিতে প্রস্তুত।

**উপর-চালাক।** উপর=সীমার বাহির ; অতিরিক্ত।

যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক চালাকি দেখাইতে চায়।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোন শাঁস নাই। "বনফুল"—জঙ্গম।

**উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ-সাত ;**
**যা'র যেখানে মর্মব্যথা, তা'র সেখানে হাত।**

ক্ষে° যা'র যেখানে ব্যথা, তার সেখান হাত।

কয়েকজন লোক উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলে, যাহার যেখানে আঘাত লাগে সেইখানে হাত দেয়। দেখিয়া বোঝা যায় কাহার কোথায় ব্যথা।

লক্ষ° সকলে নিজের স্বার্থের চিন্তাই করে।

**উপর-পড়া হওয়া।**

সমবেত জনমণ্ডলির মাথার উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কিছু বলিবার বা করিবার জন্য অযথা ব্যগ্র হওয়া।

অযাচিতভাবে এবং বিনা প্রয়োজনে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

আমরা এদিকে একটা মিটমাট ক'রে দেবার চেষ্টা করছি, তুমি কোথা থেকে উপর-পড়া হয়ে পাঁচ কথা বলতে এলে হে ?

**উপরে চাকণ-চিকণ, ভিতরে ঢন্ ঢন্ ( খড় )।**

চিকণ—চিক্কণ, মসৃণ, উজ্বল। চাকণ—সহ° শব্দ। ঢন্ ঢন্—শূণ্য, খালি, অন্তঃসারশূণ্য।

হিন্দু দেবদেবীর মৃণ্ময় মূর্তি বাহিরে দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার ভিতরের ঠাট বা কাঠামো খড় দিয়া তৈয়ারী ; ভিতর অসার।

> অন্তঃসারশূণ্য কিন্তু বাহিরে সুন্দর।

কতকগুলা ফতো বড় মানুষ আছে—তাহাদের উপরে চাকণ-চিকণ ভিতরে খ্যাঁড়।·· কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধূলা দেয়।

**উপরোধে ঢেঁকি গেলা।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঢেঁকির মতো প্রকাণ্ড বস্তুও বাধ্য হইয়া গলাধঃকরণ করা।

নির্বন্ধাতিশয্যের ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কঠিন বা অপ্রিয় কার্য করা।

সরোজিনী। পাত্র যোগাড় কর্ব্বার ভার আমিই নিচ্চি।

ইন্দুমতী। [ সাগ্রহে ] পার্ব্বে ?—সখি পার্ব্বে ?

সরোজিনী। পার্ত্তে হবে বৈ কি—খাতিরে পড়ে লোকে ঢেঁকি গেলে, আর আমি একটা ঘটকালি কর্ত্তে পার্ব্বো না ? দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রায়শ্চিত্ত।

**উপস্থিত ত্যাগ করা ( +ভালো ) নয়।**

যে বস্তু বা সুযোগ এখন পাওয়া যাইতেছে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয় ; কারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নাই।

তু° A bird in hand is worth two in the bush.

**উপুড় হস্ত করা।**

কিছু গ্রহণ করিবার সময় করতল চিৎ করিয়া পাতিতে হয়, কিন্তু দিবার সময় তাহার বিপরীত ভঙ্গী অর্থাৎ উলটাইয়া উপুড় করিতে হয়।

> দেওয়া ; দান করা।

গত দশ মাস কাগজ চলিয়াছে, কিন্তু এই দুই মাস অচল ; ······গ্রাহক মহাশয়েরা 'উপুড় হস্ত' করেন নাই। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্টচক্র।

**উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।**

অর্থাভাব হইলে দুই-এক দিন উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ধার করিয়া খাইলে দুর্বহ ঋণভার বহন করিতে হয়।

অভাবপূরণের জন্য ঋণগ্রস্ত হওয়া মূর্খতা।

**উপোস ক'রে ধর্ম, আর কোদাল পেড়ে কর্ম।**

নানা বার-ব্রত উপলক্ষ্যে উপবাস করা সকল ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। সেইরূপ কোনো দৈহিক শ্রম না করিলে তাহা কর্ম বলিয়া গণ্য হয় না।

**উপোসী ছারপোকা।**

যে ছারপোকা অনেকদিন অনাহারে থাকার জন্য অত্যন্ত ক্ষুধিত। এরূপ অবস্থায় তাহার দংশন স্বভাবতঃ অতি তীব্র ও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে।

লক্ষ° দীর্ঘকাল কোনো বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে যাহার লোভ ও আকাংক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ও ক'টা টাকায় কি তোমার উকীলবাবুর মন উঠবে? এক মাস পূজোর বন্ধের পর তাঁরা সব উপোসী ছারপোকা হয়ে রয়েছেন তো।

**উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই!**

পা° উপোসের নাগর পারণের ঠাকুর।

যে ব্যক্তি উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে রাজি নয়, কিন্তু অন্যান্য সকলে যখন উপবাসান্তে ভোজন করে তখন ভোজনপটু গোঁসাইদের সমকক্ষ।

লক্ষ° যে ব্যক্তি কোনরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সুখ-ভোগ করিতে বিলক্ষণ পটু।

ছাদ থেকে বিছানাপত্র আনতে বললুম, তা পারলে না। কিন্তু আমি যদি বিছানা করি, তো আরাম করে শুতে পারবে তো? উপোসের কেউ নয় ই°।

**উভয় সংকট।**

এমন অবস্থা যাহাতে দুই দিকে বিপদ, কোনদিকেই যাইবার উপায় নাই।

এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে ; এক্ষণে যদি অমূলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, অথবা নিরপরাধ জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার ন্যায় উভয় সঙ্কটে পড়ে নাই। বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস

তুং এগোলেও নির্বংশের বেটা, পেছুলেই ভেড়ের ভেড়ে।

Between the horns of a dilemma.

**উল্‌টা উৎপত্তি।**

যে কার্যের যেরূপ ফল সম্ভাব্য, তাহার বিপরীত ঘটা।

গেলুম তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে, কিন্তু তাতে উল্টো উৎপত্তি হলো। আমাকে বিপক্ষের লোক মনে ক'রে আরও চ'টে উঠ্‌লো।

তুং হিতে বিপরীত।

**উল্‌টা বুঝলি রাম !**

এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ পর্যটনে বাহির হইয়া পরিশ্রান্ত হইলে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "একঠো ঘোড়া দিলা দে রাম!" (হে রাম, আমাকে একটা ঘোড়া পাইয়ে দাও), তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারিবে। সেই পথ দিয়া এক অশ্ব-ব্যবসায়ী কয়েকটা অশ্ব লইয়া যাইতেছিল ; তাহার একটি ঘোটকী শাবক প্রসব করিলে, সেই ব্যক্তির স্কন্ধে তাহা চাপাইয়া লইয়া চলিল। পথিক হতাশ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে, ভগবান তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন উল্টা ! তাই তাহার আবেদন মঞ্জুর হইলেও ফল দাঁড়াইল বিপরীত। ঘোড়া সে পাইল বটে, কিন্তু তাহার পিঠে চড়িবার জন্য নয়, তাহাকে বহন করিবার জন্য।

যাহা কামনা করা যায় তাহার আক্ষরিক পূরণ কিন্তু ফল বিপরীত।

প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক……। আর আমাদের ঠাকুর বল্‌ছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝলি রাম" হলো ; ওরা, ইউরোপীরা, যীশুর কথাটী গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না। সদা মহারজোগুণ, মহা-কার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগ সুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিন রাত, মরণের ভাবনা ভাব্‌ছি…। স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**উল্‌টে চোরা মশান গায় !**

পূর্বকালে চোরকে শূলে দিবার জন্য মশানে (বধ্যভূমিতে) লইয়া যাইবার সময় রাজপথের বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়াইয়া কোটাল জনতাকে চোরের অপরাধ বিবৃত করিয়া শুনাইত ; ইহাকে মশান গাওয়া বলিত।

কোটালকে মশান গাহিতে না দিয়া চোর কর্তৃক নিজের নির্দোষিতা এবং অপরের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ প্রচারিত হওয়া।

> নিজের দোষ স্বীকার না করিয়া পরের দোষ প্রমাণের চেষ্টা করা।

চা-দানিটা ভেঙেছে ব'লে চাকরটাকে ধমকাতে গেলুম ; কিন্তু দেখি, উল্টে চোরা মশান গায় !—বলে সেটা আমিই টেবিলের একেবারে কিনারায় রেখেছিলুম, তাই আপনি প'ড়ে ভেঙে গেছে,—দোষ তার নয়, দোষ আমার !

**উল্‌টে চোরার গৃহস্থ বন্ধন।**

গৃহস্থ চোর ধরিয়াছে, কিন্তু চোর কর্তৃক গৃহস্থই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ধরা পড়া।

উলটিয়া চোর গৃহী বান্দে বুঝি শেষে। ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**উল্‌টে যাওয়া।**

কোনো কাজ এমন আগ্রহের সহিত করা যে উৎসাহের আতিশয্যে উলটিয়া পড়িয়া যাওয়া। ব্যং কর্মবিমুখতা।

তুমি রেণুকে বলছো পান সেজে আনতে ? তুমিও যেমন ! যে আদুরে মেয়ে—ও কি ঘরের কোনো কাজ করে ? পান সেজে তো উল্টে যাবে !

**উলুবনে (বেনাবনে) মুক্তা ছড়ানো।**

মানুষের কাছেই মুক্তার আদর। ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে—যাহা বেণাগাছ বা উলুঘাসে পূর্ণ, যেখানে জনসাধারণ নাই—সেখানে মুক্তা ছড়াইয়া রাখিলে তাহার কোনও আদর হয় না।

যে ব্যক্তি বস্তুবিশেষের মূল্য বা সৌন্দর্য বোঝে না তাহার কাছে সে বস্তুর উপস্থাপনা করা ব্যর্থ হয়।

'ওরে, আমি উলুবনে (মুক্ত) ছড়াই না।' —নব্য-বাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন ঠাকুর ; 'কালে সব বুঝতে পারবি। ......আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।' অচিন্ত্যকুমার—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

তুং অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

Casting pearls before swine.

**উলুবনে সাঁতার দেওয়া।**

উলুবনকে জলাশয় মনে করিয়া তাহার উপর সাঁতার দিবার চেষ্টা।

>নিতান্ত নির্বোধের মতো কাজ করা।

আমাকে কি বোকা পেয়েছ ? আমি কি উলুবনে সাঁতার দিই নাকি ?

**উলোর মেয়ের কুলজি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা,**
**শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।**

পা০ 'উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বাঘনাপাড়ার খোঁপা।।' ( সুশীল )।

কুলজি—বংশাবলীর পরিচয় ; >প্রতিপক্ষের পূর্বপুরুষকে গালি দিবার পটুত্ব। চোপা—মুখ ; >তীব্র ও দুর্বিনীত উত্তর দেওয়ার স্বভাব।

উলো—নদীয়া জেলার গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের সমীপবর্তী গ্রাম, বীরনগর নামেও পরিচিত। অগ্রদ্বীপ—বর্ধমান জেলার কাটোয়া হইতে চার ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গ্রাম। শান্তিপুর—নবদ্বীপের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ নগর। গুপ্তিপাড়া - হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রাম, ত্রিবেণী ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী।

পূর্বকালের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের স্ত্রীলোকগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।

পুরুষদের সম্বন্ধেও এই প্রকার বচন আছে ঃ—

উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিসহরের তঁ্যাদড়।

# ঊ

**ঊনকর্মার দুনো।**

ন্যূন>ঊন=হীন। ঊনকর্মা=যে হীন বা অপকর্ম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভালো কাজ পারে না কিন্তু অপকর্ম করিতে পটু!

ছেলেটা হয়েছে ঊনকর্মার দুনো। আমি যতই ঘর-দোর গুছিয়ে রাখি, ততই জিনিসপত্র ভেঙেচুরে ছড়িয়ে একাকার করে।

**ঊনকোটি চৌষট্টি।**

ঊন=কোনো পূর্ণ সংখ্যা অপেক্ষা এক কম ( যথা ঊনত্রিশ )। ঊনকোটি=এক কোটি অপেক্ষা এক কম ( ৯৯,৯৯,৯৯৯ )। এই সংখ্যাকে পূর্ণ এক কোটি বলিলে বিশেষ ভুল হয় না, দুয়ের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ তাহা ধর্তব্য নয়। কিন্তু তাহাকে এক কোটি না বলিয়া ঊনকোটি বলিলে নির্ভুল ও অতি সূক্ষ্ম হিসাব বুঝায়। চৌষট্টি—সংখ্যাধিক্য বুঝায়, যথা চৌষট্টি ব্যঞ্জন, চৌষট্টি বাজনা।

বহু প্রকার আয়োজন যাহাতে সামান্য খুটিনাটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

ভারি তো কোথাকার মস্ত বড় এক কুটুম্ব এসেছেন যে তাঁর জন্যে ঊনকোটি চোষট্টি রকম বায়নাক্কা করতে হবে! অতো পারবো না আমি।

**উনপঞ্চাশ বাই।**

বায়ু>বাই=বায়ুরোগ ; প্রবল বাতিক।

দিতির গর্ভে দৈত্যদিগের জন্ম ; তারা সকলেই ইন্দ্রশত্রু। দিতির পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে গর্ভের সন্তান বধ করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে ভ্রূণকে সপ্তধা ছেদন করেন এবং সেই সপ্ত খণ্ড রোদন করিতে লাগিলে ইন্দ্র আবার সাত খণ্ডকে সাত সাত খণ্ডে ছেদন করেন। ইহাদিকে "মা রুদঃ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে নিষেধ করা হয় ; তাহা হইতে এদের নাম হয় মরুৎ। এই মরুৎগণই বায়ু বা পবন। (মৎস্য পুরাণ, বামন পুরাণ) চারু বন্দ্যো॰—চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী।

ব্যং বায়ুর প্রকোপ-জনিত নানাপ্রকার উন্মাদ বা বাতিকের লক্ষণ।

**উনপাঁজুরে বরাখুরে।**

উনপাঁজুরে=যাহার পাঁজরার হাড় সংখ্যায় কম। বরাখুরে—বরাহ বা বন্য শূকরের খুরের মত যাহার পা। এইরূপ গাভী কুলক্ষণাক্রান্ত।

>সর্বদোষাশ্রিত অপদার্থ ব্যক্তি ; গালি বি॰।

ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, উন্‌পাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা ছুটিতে আরম্ভ করিল। দিবারাত্রি হট্টগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**উন পেলে উনচল্লিশে ধরে।**

'উন' উপসর্গের উত্তর ইচ্ছামত যে কোনো শব্দ যোগ করা।

নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা অনুযায়ী যে কোনো সংখ্যা ধরিয়া লওয়া।

**উনবর্ষায় দুনো শীত।**

বর্ষাকালে বৃষ্টি অল্প হইলে পরবর্তী শীতকালে শীতের প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে। ঋতু ও আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম বি॰।

**উন ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল।**

অল্প করিয়া খাইলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। কিন্তু অধিক ভোজনে নানা রোগ জন্মে এবং দেহ অপটু হইয়া পড়ে।

**উনিশ-বিশ।**

উনিশ ও বিশ সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প,—মাত্র এক।

>দুইটি অনুরূপ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য ; প্রায় সমান।

ভাবিতে ভাবিতে তখন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, সংসারের সকল বেটাই চোর! ......সংসারে ভাল লোক একটাও নাই,—তবে কেহ উনিশ, কেহ বিশ,—এইমাত্র তফাৎ। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**ঊষা যোগে যে জন যায়, ডাক বলে সিদ্ধি সে পায়। (ডাক)**

ঊষাকালে যাত্রা শুভ হইয়া থাকে।

তু॰ মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা ; যথা ইচ্ছা তথা যা।

# ঋ

**ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।** (সং)

মূল যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।।

আনু॰ খৃ॰ তৃতীয় শতাব্দীতে বৃহস্পতি বা চার্বাক মুনি এক অভিনব দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল ভিত্তিগুলির ধ্বংসোদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বেদের কোনো মাহাত্ম্য নাই, দেহ হইতে পৃথক আত্মার অস্তিত্ব বা তাহার অবিনাশিতারূপ কোনো ধর্ম নাই, পুনর্জন্ম নাই, পরলোক নাই, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ধূর্ত ব্রাহ্মণগণের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে কল্পিত ব্যর্থ ও অর্থহীন অনুষ্ঠান, শরীরকে ক্লেশ দিয়া ধর্মকর্মে রত হওয়া মূঢ়তা ই॰।

জীবন সুখে কাটাইবার জন্য ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করো।

**ঋণকর্তা পিতা শত্রু।**

মূল সং ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ।। (হিতোপদেশঃ)

যে ঋণ গ্রহণ করে সে প্রায়শঃ তাহা শোধ করিতে অক্ষম হয়,—তাহার মৃত্যুর পর ঋণভার পুত্রের উপর গিয়া পড়ে; সুতরাং ঋণগ্রহীতা পুত্রের প্রতি শত্রুতা করিয়া যায়।

শ্বেতাঙ্গিনী বলিলেন—"আর একটি অনুরোধ।"

যতীশচন্দ্র। কি?

শ্বেতাঙ্গিনী। ঋণ করিতে পারিবে না। "ঋণ-কর্ত্তা পিতা শত্রু"—খোকার আমার শত্রু হইও না। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মিলন-মন্দির।

**ঋণ-ছেঁচড়ার পার্বণে লাভ।**

যে ব্যক্তির যখন-তখন কারণে-অকারণে ঋণ লইবার অভ্যাস আছে, পার্বণ উপলক্ষ্যে সে ঋণ করিবার অধিক সুযোগ পায়।

**ঋণদাতার ভয় বেশী।**

ঋণ পরিশোধের জন্য অধমর্ণ চিন্তিত হয়; কিন্তু উত্তমর্ণের দুশ্চিন্তা অধিক, কারণ তাহার প্রাপ্য আদায় হওয়া সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নাই।

**ঋণ দিবে বান্ধা লইয়া, সকল পাইবে ঘরে বসিয়া;**
**লাভে-মূলে যতো ধন, ঘরে বসিয়া তার মিলন।** (ডাক)

জিনিস বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সুদে-মূলে সমস্ত পাওনা খাতকের নিজের গরজে আদায় হয়।

**ঋণের শেষ রাখবে না।** দ্র॰ রোগের শেষ, ঋণের শেষ ই॰।

**ঋষ্যা চিনি মোছে, বামুন চিনি গোছে।**

ঋষ্যা = তপস্বী বা তপসে মাছ। মোছ = গোঁফ। গোছ = টিকির গোছা।

তপসে মাছের পরিচয় তাহার বড়ো বড়ো গোঁফে, ব্রাহ্মনের পরিচয় শিখার স্থূলতায়।

## এ

**এ আলে পানি ও আলে পানি ; কমনে যাবো নাহি জানি।**

কমনে—কোন্ দিকে। মাঠের সমস্ত আইল জলে ডুবিয়া থাকিলে তাহা নজরে পড়ে না এবং কোনোদিকে যাইবার পথ পাওয়া যায় না।

পথ দেখিতে না পাইলে দিশাহারা হইতে হয়।

**এ আলের পানি ও আলে যায় না।**

আইল দিয়া ঘেরা জমিতে যে জল জমে তাহা আইল ভেদ করিয়া অপর জমিতে যাইতে পারে না।

যে বস্তু সযত্নে রক্ষিত হয় তাহা নষ্ট হয় না।

**এই ( মিছে ) ডুমুর গুমর করে, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।**

অপদার্থ বস্তু সহজেই বিনষ্ট হয়।

**এই তো কলির সন্ধ্যা !**

হিন্দুশাস্ত্র মতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনটি যুগ অতীত হইয়া চতুর্থ ও শেষ কলিযুগ চলিতেছে। এই যুগে পৃথিবী ক্রমে পাপে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন বিষ্ণু দশম অবতার কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংশ হইবে এবং পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। কলিযুগের প্রথম পাঁচ হাজার বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ বৎসর এখনও বাকি আছে। সুতরাং ঘনতমসাচ্ছন্ন কলিযুগের সন্ধ্যা বা সূচনা মাত্র হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরো অনেক হইবে।

দুঃখ, দুর্দশা বা অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, এখনও অনেক বাকি।

দু মাসও হয়নি কর্তার কাল হয়েছে, এখনি বউমা আমায় কি কষ্টটাই না দিচ্চে। ভাবছি, এই তো কলির সন্ধ্যা, আরও যে কতো হবে !

তুং Beginning of the end

**এই ফুরালে খাবে কি ? ঘরে তো নেই আইবুড়ো ঝি।**

যে অর্থ হাতে আসিয়াছে তাহা খরচ হইয়া গেলে ভবিষ্যতের কি উপায় হইবে ? ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকিলে তাহার দ্বারা অসৎ উপায়ে কিছু উপার্জন হইতে পারিত, কিন্তু তাহাও নাই।

ব্যং এরূপ দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য যে হীন উপায়ে পরিবার পোষণ করিয়া থাকে।

**এই বরতের এই কথা, ঘটে দাও বেলপাতা।**

বরত—ব্রত। কথা—মেয়েলী বার-ব্রত উপলক্ষ্যে যে পৌরাণিক উপাখ্যানের আবৃত্তি করা হয়।

ছোটখাটো ব্রতের আয়োজনও করিতে হয় সামান্য, কথাও সংক্ষিপ্ত। পূজার ঘটের উপর বেলপাতা ছুড়িয়া দিয়াই শেষ হয়।

যেমন অনুষ্ঠান তেমনই আয়োজন।

**এই বেড়া ঘেরা ( দেওয়া ) কার লেগে? ঝিয়ের লেগে।**
**তারে দেখো গিয়ে হাটখোলায়।**

লেগে—লাগি', জন্যে। হাটখোলা—প্রাচীন কলিকাতার একটি প্রধান গঞ্জ। সেখানে পণ্যা নারীগণেরও সমাবেশ থাকিত।

বেড়া দিয়া বাড়ী ঘেরা হইয়াছে যাহাতে গৃহস্থের কন্যা গৃহত্যাগ করিতে না পারে। কন্যা কিন্তু ইতিমধ্যেই বারাঙ্গনা-পল্লীতে গিয়া জুটিয়াছে!

বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো।

**এই ( ঘরের ) বেরালই বনে গেলে বনবেরাল ( বাঘ ) হয়।**

বিড়াল ও বনবিড়াল এই দুইটি পৃথক জাতীয় জীব নয়। যে নিরীহ বিড়াল লোকালয়ে বাস করে, সে যদি বনে গিয়া বাস করে সেও তখন হিংস্র বনবিড়ালে, এমন কি বাঘে পরিণত হয়।

লক্ষ° পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে।

বিলাতে আসিয়া যত লোকের সংস্পর্শে আসিতেছি সকলেরই ভদ্র, শিষ্ট অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু ভাবি, এই বিড়ালই তো বনে গেলে বনবিড়াল হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই ইহারা এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া পড়ে।

**এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে।**

আসন্ন দুঃসময়ের পূর্বেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

**এই মারে তো এই মারে!**

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতিপক্ষকে প্রহার পর্যন্ত করিতে উদ্যত।

পরিচারিকা। তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি। কুরু-ক্ষেত্তর! এই মারে ত, এই মারে! দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

**এই যদি গোরাচাঁদ, তবে কালাচাঁদ কেমন?**

দেহের বর্ণ অনুযায়ী নাম রাখা হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির নাম গোরাচাঁদ হইলে বিসদৃশ হয়।

**এই যদি ছিল মনে, তবে সাগর বাঁধলে কেনে ?**

লংকাযুদ্ধের পর সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে সীতার খেদোক্তি।

বিরাট প্রচেষ্টা সফল হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ দূর না হওয়া।

**এ ওর পিঠ চুলকে দেয়।**

পিঠ চুলকে দেওয়া—পরস্পরের আরাম ও তৃপ্তি বিধান করা।

লক্ষ° যাহারা কোথাও সম্মান বা প্রশংসা পায় না এরূপ অবহেলিত ব্যক্তিদের পরস্পরের গুণগান করিয়া আনন্দ ও উৎসাহ প্রদান।

তু° You scratch my back and I scratch thine.

**এঁটো খায় মিঠার লোভে, ( + যদি এঁটো মিঠা লাগে। )**

পরের উচ্ছিষ্ট খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। তবে তাহা সুস্বাদ হইলে লোভে পড়িয়া খাইতে পারে।

লক্ষ° হীন কর্ম কেহ স্বেচ্ছায় করিতে চায় না,—লাভের আশায় করে।

বামুনের ছেলে হয়ে জুতোর দোকান করেছিলুম কি সাধে? খুবই অভাব হয়েছিল, তাই করেছিলুম। লোকে এঁটো খায় মিঠার লোভেই তো?

**এঁটো ( অঁ স্তাকুড়ের ) পাতা স্বর্গে যায় না।**

লক্ষ° হীন ব্যক্তি কখনও সম্মান পাইতে পারে না।

হাজারই বড়লোক হও তোমরা সেই ধোপা ত বটে! তা তোমাদের ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কল্‌কাতা পাঠাবার কি দরকার ছিল? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায়?

**এঁড়ে গরু ঘরের জঞ্জাল।** [ প্রভাত—দেশী ও বিলাতী (প্রত্যাবর্ত্তন)।

ষাঁড় স্বভাবতঃ দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হইয়া থাকে; তাহার দৌরাত্ম্য গৃহস্থকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

তু° অঁড়িয়া বঁল জীকা জবাল।

**"এঁড়ে গরু।" "না, টেনে দোও।"**

এঁড়ে গরুকে দুহিয়া দুধ পাওয়া যায় না। তথাপি বেশী জোর দিয়া টানিয়া দুহিতে বলা বৃথা।

>অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রস্তাব।

"শ্বশুর বাড়ী যায় না কেন? এ বয়সে মেয়েমানুষের স্বামীর কাছে থাকাই তো উচিত।"

"শ্বশুরবাড়ী থাকলে তো যাবে। তুমি 'এঁড়ে গরুকে টেনে দোহার' ব্যবস্থা করে দিলে যে," বলিয়া শৈলেন হাসিল। অনুরূপা দেবী—ডঙ্কা।

**এঁড়ে ছেলের কেঁড়ে ডাগর।** কেঁড়ে—উদর। দ্র০ এঁড়ে লাগা।

কুভোজনের ফলে এঁড়ে লাগা ছেলের প্লীহা-যকৃতের রোগ জন্মে।

**এঁড়ে তর্ক।**

এঁড়ে গরু যেমন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্বিচারে সকলকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ন্যায় ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া তর্ক।

আমি যা বলছি, তা শুনবেও না বুঝবেও না। একটা গোঁ ধ'রে এঁড়ে তর্ক ক রে চলেছো,—এতে ক'রে কি কোনো মীমাংসা হয়!

**এঁড়ে লাগা।**

শিশুরোগ বি০। শিশু মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার পূর্বে তাহার মাতা পুনরায় গর্ভবতী হইলে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়া যায়। শিশু সেই দুগ্ধ পান করিয়া অজীর্ণাদি রোগগ্রস্ত হয় এবং শীর্ণ ও রোদনস্বভাব হইয়া পড়ে।

এঁড়ে-লাগা ছেলেটা কাহিল হয়ে প'ড়ে দিনরাত ঘ্যানঘ্যান ক'রে বেড়াচ্ছে।

**এঁদোপেটা খায়-দায়, নেয়োপেটার (নাদাপেটার) দোষ দেয়।**

এঁদোপেটা—যাহার পেট কোটরগত বা শীর্ণ। নেয়োপেটা—যাহার পেট লাউয়ের বা নাদার মতো বৃহৎ।

বাহ্য আকৃতি দেখিয়া বিচার করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

**এক আঁচড়েই বুঝা যায়।**

দ্র০ বেহাই কেমন ঘি খান ই০।

সামান্য পরীক্ষাতেই বস্তু বা ব্যক্তির দোষগুণ বুঝিতে পারা যায়।

সংসারের শৃঙ্খলা-বিধান! ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিই মায়ের শাসন মানে না! কেন মানে না? চারু ঢিলা প্রকৃতির বলিয়া ছোটরাও এক আঁচড়ে চিনিয়া লইয়াছে। রামপদ বন্দ্যো০—প্রেম ও পৃথিবী।

**এক একাদশী ছেড়ে ত্রিশ রোজা।**

একাদশী—হিন্দু শাস্ত্রের বিধানমতে প্রতি একাদশী তিথিতে পালনীয় উপবাস। রোজা—ইস্‌লাম ধর্মানুসারে রমজান মাসে প্রত্যহ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পালনীয় উপবাস।

একাদশীর উপবাসের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণে উল্টা উৎপত্তি হইল,—মাসে দুইটি একাদশীর পরিবর্তে টানা এক মাস রোজা রাখিতে হয়!

লক্ষ০ এক দুরবস্থা হইতে অধিকতর দুরবস্থায় পড়া।

তু০ गये थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी।

Out of the frying pan into the fire.

**এক ওয়াকিব-হাল, সাত নবিশিন্দা।**

আ০ ওয়াকিফ=জ্ঞাত, অভিজ্ঞ; আ০ হাল=অবস্থা; ওয়াকিব-হাল=যে ব্যক্তির কোনো বিষয়ের সম্যক জ্ঞান থাকে। ফা০ নবীসিন্দা=যে ব্যক্তি কোনো কার্য নূতন শিখিতেছে।

অনভিজ্ঞ অপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভালো কাজ করিতে পারে।

তু০ সৌ অজান, ন এক সুজান।

**এক কড়ার শিন্নি, আশী হাজার পীর!**

পীর—মুসলমান সমাজের পুণ্যাত্মা সাধক। ফা০ শিরনি >শিন্নি—পীরের স্মৃতিতে নিবেদন করা ভোজ্য,—দুধ, চিনি বা গুড়, ময়দা বা আটা ও কলা একত্র মাখিয়া প্রস্তুত। হিন্দু সমাজেও শিন্নির প্রথা আছে।

অল্প বস্তু বহু ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া সকলের তৃপ্তি সাধনের বৃথা চেষ্টা।

তু০ এক রত্তি সোনা, সেকরা শতেক জনা।

**এক কথার মানুষ।**

যে লোক এক এক সময়ে এক এক রকম কথা বলে না, একটি কথা যাহা বলে তাহা কখনও বদলায় না, সুতরাং নির্ভরযোগ্য।

তু০ A man of his word.

**এক করতে আর হওয়া।**

এক কাজ করিতে গিয়া অন্যরূপ ঘটিয়া যাওয়া।

তু০ কাছৈঁ কাছ ঔর, নাচৈঁ নাচ ঔর।

**এক কর্মে দুই কর্ম, ঠাকুরঝির বিয়ে আর নবান্ন।**

নবান্ন—নূতন ফসলের চাউল পরিবারবর্গের ভোজনের পূর্বে দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদন করার অনুষ্ঠান। অগ্রহায়ণ মাসে গৃহস্থকে নবান্নের জন্য আয়োজন করিতেই হয়। আবার এই মাস হিন্দু বিবাহের পক্ষেও প্রশস্ত। নবান্নের সঙ্গে কন্যার বিবাহও দিতে পারিলে একই আয়োজনে দুইটি কার্য সম্পাদন করিলে ব্যয় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

এক আয়োজনে দুই কাজ সারা।

তু০ রথ দেখা কলা বেচা।

**এক কলম লিখে দেওয়া।**

(১) কালিতে একবার কলম ডুবাইয়া যতটুকু লেখা যায়, এইরূপ সামান্য এক-আধ ছত্র লেখা।

আপনি যদি আমার সম্বন্ধে সাহেবকে এক কলম লিখে দেন তো কাজটা আমি পেয়ে যাই।

(২) কেবল মুখের কথায় নয়, লিখিত-পঠিত ভাবে কিছু স্বীকার করা। নারায়ণ। ... এক্ষণে কেবল তিন দিনের জন্য বিদায় দেও, আমি নিশ্চয় বল্‌চি এই মেয়াদের মধ্যে হাজির হব।

নারায়ণী। নাথ! আর কেন জ্বালাও? সেখানে গেলে তুমি যদি তিন দিন ছেড়ে তিন শত বৎসর মধ্যে ফিরে এস—এক কলম আমি লিখে দিতে পারি। —দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

তুং To put into black and white.

**"এক কলসী ( সিউনি ) জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত ;**
**এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত ?"** সিউনি—জল সেচনের পাত্র।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত "শিবায়ণ" কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে মহাদেব একসময়ে নীচ জাতীয়া বাগ্‌দিনী বা কোচ-নারীগণের মোহে পড়িয়া কৈলাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য ভগবতী বাগ্‌দিনীরূপে তাঁহাকে ছলনা করিতে গেলেন। মহাদেব এই বাগ্‌দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহী হইয়া পড়িলেন। বাগ্‌দিনী তাঁহাকে কলসীতে জল তুলিয়া ভূমি সেচন করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মহাদেব এক কলসী জল তুলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী এই শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন।

অকর্মণ্য পুরুষের প্রতি প্রয়োজ্য বিদ্রূপ-বচন।

**এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা।**

এক কলসী দুধে দৈবাৎ সামান্য পরিমাণ চোনা ( গোমূত্র ) পড়িলে সমস্ত দুধ কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

>সামান্য দোষ বা ত্রুটির জন্য কোনো কাজ পণ্ড হওয়া।

পঁয়ত্রিশের কত নামবে? পাঁচ, না শূন্য?

পাঁচ। ওই তো পাঁচই লিখেছি স্যার।

এটা পাঁচ তো, যোগের সময় কি করেছ? নিজেই যে শূন্য ধ'রে নিয়েছ বাবা। বলি, বার বার বলি, মাণিকচাঁদ পাঁচ লেখাটা ঠিক ক'রে ফেল। তা তুমি করবে না। এই ফল দেখ। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গো-মূত্র। সব বরবাদ। তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

তুং খীর মেঁ নোন ডাল দেনা।

**এক কাজের কাজী।**

যাহারা একই প্রকার কার্য করিয়া থাকে ; সমব্যবসায়ী।

**এক কাঠি উপরে ( বাড়া, সরেস )।**

কাঠি—মাপকাঠি ; গজ, ফুট ইং অথবা অন্য যে কোনো কাঠি।

কোনো একটি বস্তু অপর একটি বস্তু অপেক্ষা কিছু বেশী।

সহরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেষ,………… অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করে দেন। কালী সিংহ—হুতোম পেঁচার নক্সা।

**এককান-কাটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায়;**
**দুকান-কাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়।**

যাহার একটা কান কাটিয়া গিয়াছে সে তজ্জন্য লজ্জাবোধ করে, এবং গ্রামের এক পার্শ্বের পথ দিয়া যাতায়াত করে যাহাতে কাটা কানটি গ্রামের বাহিরের দিকে থাকে, কেহ দেখিতে না পায়। কিন্তু যাহার দুই কানই কাটা তাহার আর গোপন করিবার উপায় নাই। সে নির্ভয়ে গ্রামের মাঝের পথ দিয়া যাতায়াত করে। কেহ দেখিলেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

> লক্ষ° যে ব্যক্তির চরিত্রে অল্পস্বল্প দোষ থাকে সে তাহা গোপন করিবার জন্য যথাসাধ্য সতর্ক থাকে। কিন্তু যাহার অশেষ দোষ সে নিজের দুর্নামের জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, অবাধে পাপাচরণ করিয়া থাকে।

হরেন বলিল,·· এমন কোরে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুন্ঠনের কোন প্রয়োজনই যে অনুভব করলে না তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি? দু-কান-কাটার গল্প শোনেননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আমি চা বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনার ···সীমা নেই। কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু? [শরৎ—শেষ প্রশ্ন।

**এককান দিয়ে ঢোকে আর অন্য কান দিয়ে বেরোয়।**

কেহ অমনোযোগিতা বা অবাধ্যতার জন্য কোনো কথা অগ্রাহ্য করিলে এরূপ কল্পনা করা হয় যে, কোনো কথা বলিলে একটি কানে তাহা প্রবেশ করিয়া অপরটি দিয়া সোজা বাহির হইয়া যায়, মন পর্যন্ত পেঁছায় না।

"আমি ছাড়ছি নে, আজ ওঁকে বলবো।"

"দাদাকে? তা বল গে। তাঁকে বল্লে কোনও লেঠা নেই। এ কান দিয়ে শুনবেন ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।" নরেশ—ব্রতী।

তু° ইস্ কান সুনী, উস্ কান উড়াই।

**এক কালে অনুরাগী, আর এক কালে বৈরাগী।**
**এক কালে বিলাসিনী, শেষকালে তপস্বিনী।**

মানুষের মতিগতি সারা জীবন একপ্রকার থাকে না। এক সময়ে যে সুখ সম্ভোগে রত থাকে, আর এক সময়ে তাহারই সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে।

**এক কিল দিলে শ' কিল খায়; ছুঁচ চুরি করলে কুড়ুল হারায়।**

অপরের সামান্য অনিষ্ট করিলে তাহার ফলে নিজের গুরুতর অনিষ্ট হয়।

**এক কূল ভাঙে তো আর এক কূল গড়ে।**

নদীর প্রবল স্রোতে তাহার একদিকের তীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অপর তীরের জল সরিয়া গিয়া তীরভূমি বাড়িয়া যায়।

পদার্থের বিনাশ নাই, রূপান্তর হয় মাত্র।

**এককে আর, সেই তো বেগার।**

এক কাজ করিতে গিয়া অন্যরূপ হইয়া যাওয়া,—ইহাই বেগারের লক্ষণ।

বিনা পারিশ্রমিকে যে কাজ করা হয় তাহা কখনো সুসম্পন্ন হয় না।

**এককে একুশ করা।**

'১' সংখ্যার বামে '২' বসাইলে সহজেই '২১' করা যায়। সেইরূপ কোনো ব্যাপারকে বাড়াইয়া দেওয়া।

সামান্য বিষয়কে অযথা বাড়াইয়া বলা।

তুং উন পেলেই উনচল্লিশে ধরে।

**এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো ( কামানো )।**

একই ক্ষুর দিয়া কয়েকজনের মাথা কামাইলে সকলের মাথা একই প্রকার দেখাইবে এইরূপ কল্পনা।

লক্ষং সমান দোষ বা গুণবিশিষ্ট।

এ পর্যন্ত যে ক'টা চাকর রেখেছি, সব এক ক্ষুরে মাথা কামানো,—চোরের শিরোমণি!

তুং Tarred with the same brush.

**একখানাকে সাতখানা করা।**

সংখ্যা বাড়াইয়া একটা বস্তুকে সাতটায় পরিণত করা।

প্রকৃত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা।

মোক্ষদা যখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে এই ব্যাপারের এক খানাকে সাত খানা করিয়া অবিলম্বে……ঘরে ঘরে গিয়া রটনা করিবে।

নরেশ—শেষ পথ।

তুং বাতকা বতংগড় করনা।

**এক খায় ( পায় ) তো আর চায়, চাইতে চাইতে পাতাল যায়।**

চাহিয়া কিছু পাইলে প্রার্থীর লোভ বাড়িয়া যায়। সে আরো পাইবার আশা করে এবং সহজে সঙ্গ ত্যাগ করে না।

**এক খেঁচেতে ( ঝিকরে ) মাছ গাঁথে না, সেই বা কেমন বঁড়শী;**
**এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী;**
**বিনি তুফানে না' ডুবায়, সেই বা কেমন নেয়ে;**
**কথা পড়লে বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে।**

**এক ছাড়া দুই নেই।** দ্রঃ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

**এক ছিলিমে যেমন তেমন, দু' ছিলিমে তাজা ;**
**তিন ছিলিমে মদনমোহন ( উজীর-আমীর ), চার ছিলিমে রাজা।**

গাঁজাখোর কর্তৃক গাঁজার মহিমা কীর্তন ঃ—এক ছিলিমে বিশেষ কিছু হয় না, দু ছিলিমে বেশ স্ফূর্তি বোধ হয়, তিন ছিলিমে প্রসন্ন আমীরী মেজাজ হয় এবং চার ছিলিমে আনন্দের চরম হয়।

**এক ছেলে, তার ফুলের সজ্জা (শয্যা), পাঁচ ছেলে, তার কাঁটার সজ্জা।**

একটি মাত্র ছেলে হইলে তাহার প্রচুর আদর-যত্ন হয়, কিন্তু অনেকগুলি ছেলে হইলে তেমন হওয়া সম্ভব নয়,—সকলেরই দুরবস্থা হয়।

**এক ছেলের আশ, নদীকূলে বাস,—ভাবনা বারোমাস।**

**এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা।**

বাসগৃহ নদীর ধারে হইলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না,—যে কোনও সময়ে নদীর গর্ভে যাইতে পারে। সেইরূপ বংশরক্ষার জন্য একমাত্র পুত্রের উপর ভরসা রাখা যায় না,—সর্বদাই আশংকা থাকে।

তুঃ क्या सौ रूपये की पूंजी, क्या एक बेटे की औलाद।

**একজন ধরলে গান, তো সবাই ধরে তান।**

একজন গাহিতে আরম্ভ করিলে, আর সকলে সেই সুরে সুর মিলায়।

একজন কোনো কথা তুলিলে সকলে বিনা বিচারে তাহা সমর্থন করা।

**একজনা কীর্তুনে, আর সব বেতুনে,—গান হবে কেমনে ?**

একজন মাত্র ( মূল গায়েন ) প্রকৃত কীর্তন-গায়ক, দলের আর সকলে (দোয়ার) ভাড়া করা লোক, কাজেই ভালো গাওনা কিরূপে হইবে ?

মাহিনা করা লোকের দ্বারা ভালো কাজ হয় না।

**একজনের রাখলে মন, সুখ হয় বিলক্ষণ।**

অনেকের মন জোগাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া কেবল একজনকে সদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

**একজনে সুখ নাই, দুইজন কোথা পাই।**

নিঃসঙ্গ জীবন কষ্টকর। অথচ মনের মতো সঙ্গী পাওয়াও দুর্ঘট।

**এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে।**

দান করিলে পরজন্মে তাহার পুরস্কার পাওয়া যায়।

**এক জায়গায় থাকলে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠোকাঠুকি হয়।**

পরিজনগণ সহ একত্র বাস করিলে অলপস্বল্প মতান্তর ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

ঘর করিতে হাণ্ডিয়ে হাণ্ডিয়ে হয় ঠোকাঠুকি। রামেশর—শিবায়ন।

**এক ঝাড়ের বাঁশ ;—কেউ হয় ঠাকুরের কাঠামো. কেউ হাড়ির ঝুড়ি।**

একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও গতি হইয়া থাকে।

এক গ্রাম দিয়া পাদরী সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে", "নীলভূত বেরিয়েছে", বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরী সাহেবের বদান্যতা, বিনয় ও ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল...। এক্ষণে রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোনখানায় দুর্গাঠাকুরণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।" দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**এক টাকায় পোদ চৌধুরী, লাখ টাকায় বামুন ভিখারী।**

পোদ—নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু জাতি বি°। চৌধুরী—দলের সর্দার বা মোড়লের সম্মানসূচক উপাধি।

নীচ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি সামান্য অর্থ হইলেই আপনাকে ধনবান ও পদস্থ জ্ঞান করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি দান গ্রহণ, সেজন্য অবস্থাপন্ন হইলেও ভিক্ষা লইতে কুন্ঠিত হয় না।

**একটি ইঁদুর যদি নড়ে, চোরের প্রাণ ধড়ফড়ে।**

ধরা পড়িবার ভয়ে চোর সদা শংকিত থাকে, সামান্য শব্দেও ভীত হয়।

তু° To the guilty mind every bush is an officer.

**একটি ভাত টিপলেই হাঁড়িশুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।**

হাঁড়ির একটি মাত্র ভাত দেখিলেই বুঝা যায়, সব ভাত সিদ্ধ হইল কিনা।

লক্ষ° একই পরিবার, সম্প্রদায় বা দলের একজনকে দেখিলেই সকলের স্বভাব-চরিত্র জানা যায়।

তু° हाँड़ीसे एकही चावल टटोला जाता है।

**এক ডাকের পথ।**

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে শুনিতে পাওয়া যায়, এমন নিকটবর্তী স্থান।

**এক ডালে দুই পাখী, গায়ে গায়ে মাখামাখি!**

একত্র বাস করিলে আপনা হইতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

**এক ঢিলে দু' পাখী মারা।**

এমন ভাবে কাজ করা যাহাতে সেইসঙ্গে আরও একটি কাজ সম্পন্ন হয়।

তা হলে এক ঢিলে দুই পাখী, ফাঁকতালে কিছু টাকা পাওয়া, আর শরতা বেটাও জব্দ হয়। গিরিশ—গৃহলক্ষ্মী।

তু° एक एक गोली, दो दो चिड़िया। एक पन्थ दो काज।

To kill two birds with one stone

**এক ঢোল এক কাঁশি।**

এক সঙ্গে অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র বাজানো যায়, তাহার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। কিন্তু ন্যূনপক্ষে একটি ঢোল ও এক কাঁশি না হইলে চলে না।

লক্ষ০ ন্যূনতম সংখ্যা, সংগতি, আয়োজন ই০।

তোমার ছোটো সংসার,—এক ঢোল এক কাঁশি ; বড়ো বাড়ী নিয়ে করবে কি ? দুখানা ঘর হলেই তো তোমার বেশ চ'লে যায়।

তু০ असबाब में असबाब, एक चंग एक रबाब।

**একদিকে ভাদ্দর-বউ (বট্‌ঠাকুর) একদিকে আঁস্তাকুড়।**

হিন্দু সমাজে ভাশুর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে লেশমাত্র সংস্পর্শও নিষিদ্ধ।

কোনো দিকেই যাইবার উপায় নাই, এরূপ উভয় সংকটে পড়া।

তু০ आगे कुआँ, पीछे खाइ।

**একদিন ঘি-রুটি, দশদিন দাঁত ছিরকুটি।**

একদিন জুটিলে ভোজন করিয়া পরে অভাব জনিত ক্লেশ সহ্য করা।

যদো মুচি কারিগর ভালো, কিন্তু তার দুর্দশার অন্ত নেই। রোজগার বেশ করে, কিন্তু পয়সা হাতে পেলেই,—একদিন ঘি রুটি, দশদিন দাঁত ছিরকুটি।

তু০ आई तो रोजी, नही तो रोजा।

**একদিন মদ খেয়ে সাতদিন মাথা ঘোরে।**

একদিন মদ খাইয়া আনন্দ করিলে, দীর্ঘকাল তাহার কুফল ভুগিতে হয়।

**এক দেশের বুলি, আর দেশের গালি।**

একই শব্দ কোনো দেশে সদর্থে কোনদেশে কদর্থে ব্যবহৃত হয়।

দ্র০—হিন্দীতে বেটা=বৎস, বাছা (স্নেহসূচক) ; কিন্তু বাংলায় বেটা (ব্যাটা) অনাদর বা গালিসূচক।

**এক দোর বন্ধ (মোদা), তো হাজার দোর খোলা।**

এক বাড়ীর দ্বার বন্ধ থাকিলে ভিক্ষুক বিমুখ হয় ; কিন্তু আরও অনেক বাড়ী আছে, কোথাও না কোথাও ভিক্ষা জুটিয়া যায়।

একজনের কাছে সাহায্য না পাইলেও সাহায্যকারীর অভাব হয় না।

তু০ एक दरवाजा बन्द तो हज़ार खुले।

**এক নম্বর।**

ইং নম্বর=সংখ্যা। আদালতে কোনো নালিশ রুজু হইলে, তাহার একটি ক্রমিক সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। >এক দফা মকদ্দমা।

হরে মুদী তোমার নামে উঠ্‌নার বাকীর দরুণ এক নম্বর ছোট আদালত করেছে ; শমন নিয়ে পেয়াদা বেরিয়েছে। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ।**

একবার নিঃশ্বাস গ্রহণে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকুর মধ্যে দীর্ঘ সাতটি কাণ্ডে বা সর্গে সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থের পাঠ বা আবৃত্তি শেষ করা।

নিতান্ত সংক্ষেপে কাজ বা বক্তব্য সারা।

**এক পয়সা মা-বাপ।**

মাতাপিতা সন্তানের নিকট যেরূপ পরম ভক্তির পাত্র, সামান্য একটা পয়সাকেও সেইরূপ মহামূল্য জ্ঞান করা। কৃপণ-স্বভাব।

বাল্যকাল হইতেই হরিতারণ হিসাবী,—একটা পয়সা মা-বাপ্। দুই চারিটা যা পয়সা পাইতেন, তাহা জমাইতেন;…নূতন কাপড় পাইলে… লুকাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**এক পয়সার মুরদ নেই, পাগড়ী বাঁধে তেড়া।**

সাজপোষাকে দরিদ্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ।

**এক পাঁচিলে ঘর (বাস)।**

এক প্রাচীরের দুইপার্শ্বে সংলগ্ন দুইখানি বসত বাড়ী; অথবা যাহা একই প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। >নিকটতম প্রতিবেশী।

তু° A next-door neighbour.

**এক পা এগোয় তো তিন পা পিছোয়।**

অগ্রপশ্চাৎ করা; ইতস্ততঃ করা; দারুণ সংশয় বা দ্বিধায় পড়া।

**এক পা গঙ্গাজলে।**

হিন্দুমতে মুমূর্ষুকে গঙ্গাজলী করার প্রথা হইতে—যাহার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই এরূপ অতি প্রাচীন ব্যক্তি।

বেটার এক পা গঙ্গার জলে, এক পা ডাঙ্গায়—এখন এসেছে বিয়ে কর্তে।

With one foot in the grave.

**এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা!** [ দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী।

একজন পাগলকেই সামলাইতে পারা যায় না, তাহার উপর আরও কয়েকজন পাগল একত্র জুটিলে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

**এক পা জলে, এক পা স্থলে।**

কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, এরূপ অব্যবস্থিত ও অনিশ্চিত অবস্থা।

**এক পালি ধানে মহাভারত।** পালি—শস্য মাপিবার পাত্র।

কথককে মাত্র এক পালি ধান দিয়া মহাভারত শুনিবার দুরাশা।

বৃহৎ কার্যের জন্য যৎসামান্য পারিশ্রমিক।

তু° গান শুনবেন অক্রূর-সংবাদ, পয়সা দেবেন একটি।

**এক পিণ্ডি জনম শোধ।**

পিতৃপুরুষকে একবার মাত্র পিণ্ডদান করিয়াই পিণ্ডদাতা সারা জীবনের ঋণ শোধ করে। গুরুদায় হইতে সহজে নিষ্কৃতি।

**এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়, এক কড়ি কড়ি নয়।**

একটি মাত্র বস্তুর কোনো মূল্য থাকে না।

**এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার।**

যাহার একটিমাত্র পুত্র, সে সেই পুত্রের অতিরিক্ত আদর-যত্ন করিয়া থাকে।

**এক পুত্র অন্ধের নড়ি।**

একমাত্র পুত্র মাতাপিতার সকল আশা-ভরসার স্থল।

**এক পো' কড়ায়ের ডাল, আমার যাতুর বিয়ে কাল ;**
**বর খাবে, বরযাত্র খাবে, নদীনালা বয়ে যাবে।**

এক পোয়া কলাইয়ের দাইল রান্না হইলে খাইয়া ফুরাইতে পারা যাইবে না, এরূপ অসম্ভব কথা প্রচার।

বৃহৎ ব্যাপারের জন্য যৎসামান্য আয়োজন করিয়া তাহার জন্য গর্ব প্রকাশ। কাণ্ডজ্ঞানহীন কৃপণের বর্ণনা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োজ্য।

**এক পো চালের পরমান্ন, গাঁ শুদ্ধ নেমন্তন্ন।**

তু° छटाकभर सतूआ मथूरामें भंडारा।

**এক 'বউ যার', তার পাতে ভাত, দু 'বউ যার' তার গালে হাত।** (মেয়েলী)

সপত্নীদের বিবাদের ফলে স্বামীর অযত্ন হয়।

**এক বনে দুই বাঘ।**

একই স্থানে দুইজন প্রবল ব্যক্তি থাকিতে পারে না।

তু° एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रहती।

**একবরের মাগ পাতে বসে খায়,**
**দোজবরের মাগ সাথে বসে খায়,**
**তেজবরের মাগ কাঁধে চড়ে যায়।** (মেয়ালী)

প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিশেষ সমাদর লাভ করে না। কিন্তু স্বামী যদি পর পর আরও কয়েকটি বিবাহ করে, তবে পরবর্তী পত্নিগণের স্পর্ধা উত্তরোত্তর বাড়িয়া থাকে।

"আমাদের এজজন ঠানদি ছিলেন,—তিনি তাঁর স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। যখন তখন তিনি.. এই ছড়াটি বল্‌তেন, 'একবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী পাতে ব'সে খায়, দোজবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী সাথে বসে খায়, আর তেজবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী কাঁধে চড়ে যায়।" অনুরূপা দেবী—মা।

**একবরের মাগ হেলাফেলা।**
**দোজবরের মাগ গলার মালা।** (মেয়েলী)

প্রথম পক্ষের স্ত্রী অবহেলা ও অনাদর পাইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গলার মালার মত সমাদর লাভ করে।

**এক বলিতে দু'বোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে টালে,**
**কিছু বলিতে পাড়ে গালি ; তার স্বামী কেন নয় ভিখারী ?** ( ডাক )

স্বামী তিরস্কার করিলে যে স্ত্রী রূঢ় উত্তর দেয় এবং স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাহার স্বামী অতি হতভাগ্য।

**এক বাড়ীতে সাত কর্তা, করে কেবল বেগুন-ভর্তা।**

বেগুন-ভর্তা—বেগুন-পোড়া >অত্যাচারে জর্জরিত।

পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকিলে তাহাদের সকলের পীড়নের ফলে পরিজনগণের জীবন দুঃসহ হয়।

**একবার থালায়, একবার মালায়।**

মালা—নারিকেলের খোলার অর্ধাংশ, পাত্ররূপে ব্যবহৃত।

কখনও থালা ভর্তি করিয়া, কখনো বা মালা ভরিয়া অনিয়মিত দান।

**একবার যায় যোগী, দুবার যায় ভোগী, তিনবার যায় রোগী।**

সংযমী ব্যক্তিকে দিনে একবারের অধিক শৌচে যাইতে হয় না, যে ভোগসুখে রত থাকে তাহাকে দুইবার যাইতে হয়, তাহার অধিক হইলে উদরের পীড়া আছে বুঝিতে হইবে।

তু॰ একবার যোগী, দোবার ভোগী, তিনবার রোগী।

**একবার হলো ফেনে-ভাতে (নুনে-ফেনে), তারপর হলো ছেলের সনে,**
**দেখে গেছো সেই, আর নিয়ে বসেছি এই।** ( মেয়েলী )

পা॰ +তবু আবাগীরা বলে কতোই খাই।

উদর-পরায়ণা স্ত্রীলোকের উক্তি ঃ—ভাত নামিবার আগে খানিকটা ফেনশুদ্ধ ভাত খাইয়াছি, তারপর ছেলেদের সঙ্গে একবার, সে অনেক আগে ; তারপর এইমাত্র একবার খাইতে বসিয়াছি।

**একবারের ভিক্ষা, ফিরেবারের বার্ষিক।**

বার্ষিক—প্রতি বৎসরের প্রাপ্য >বাঁধা পাওনা।

প্রথমবার যাহা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয় যাচক তাহা অনুগ্রহের দান রূপে গ্রহণ করে ; কিন্তু পরে এইরূপ দানের উপর যাচকের স্বত্ব বা অধিকার জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করে। সে তখন আর দান চাহে না, স্বীয় প্রাপ্য বলিয়া দাবী করে।

**একবারের রোগী, ফিরেবারের রোজা।**

যে একবার কোনো রোগ ভোগ করিয়াছে, সে রোগ সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে। পরে আবার সেই রোগে পড়িলে সে ব্যক্তি আর অসহায় রোগীর মত চিকিৎসকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় না,— নিজেই নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে।

একবার যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা পরে অনেক কাজে লাগে।

**এক বিছানায় শোয়, গায়ে গায়ে লাগে না।**

একত্র থাকিয়াও ঘনিষ্টতা না হওয়া।

তু° साथ सोना, और मुँह छिपाना।

**এক বিপদ গেলো, তো আর বিপদ এলো।**

বিপদের পর অন্য বিপদ হয়।

তু° दस्त थम गये तो बुखार आया।

**এক বিয়ে দেবতার বরে, আর এক বিয়ে কি গাছে ফলে ?**

প্রকৃত বিবাহ হয় ভগবানের দয়ায়। বিবাহ গাছের ফলের মতো সুলভ নয় যে একাধিক হইবে।

একটি বিবাহই পবিত্র সংস্কার বলিয়া গণ্য।

**এক বুদ্ধি ভালো, দুই বুদ্ধি আরো ভালো।**

একজনের নিজের বুদ্ধিতে যাহা করা যয় তাহা যতোই ভালো হউক, দুজনে যুক্তি করিয়া যাহা করা হয় তাহা আরো ভালো হয়।

তু° Two heads are always better than one.

**এক বৃন্তে দুটি ফুল।**

ঘনিষ্ট সাহচর্যে বর্ধিত ভ্রাতা, ভগিনী, মিত্র ই°।

তু° Like to a double cherry, seeming parted.

**একবেলা ( দিনে ) ভাগ, একবেলা ( রাতে ) ঠিকে।**

ভাগ—ফসলের অংশ দিবার স্থায়ী চুক্তিতে নিযুক্ত চাষী-প্রজা ; বর্গাদার। ঠিকে—অস্থায়ী ইচ্ছাধীন প্রজা।

একই ব্যক্তিকে কখনো ভাগীদার কখনো ঠিকা প্রজা মাত্র বলিয়া প্রচার করা।

>অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্গীকার অস্বীকার। কথার ঠিক না থাকা।

**এক ব্যঞ্জন নুনে বিষ!**

ভাত খাইবার জন্য একটি মাত্র ব্যঞ্জন, তাহাও অখাদ্য।

লক্ষ° যে বস্তুটি একমাত্র সম্বল তাহাই কোনো গুরু দোষে অব্যবহার্য।

তু° एकही अंडा वहभी गंदा।

**একমন হলে সমুদ্র শুখায়।**

বহুলোক একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে।

**এক ( একা ) মাঘে ( ঝড়ে ) শীত ( বর্ষা ) যায় না।**

মাঘ মাসে খুব শীত পড়ে। সে মাস কাটিয়া গেলে শীতের প্রকোপ কমিয়া যায় বটে ; কিন্তু তেমন শীত আবার পড়িতে পারে।

লক্ষ০ বিপদ একবার কাটিয়া গেলে আবার যে বিপদ আসিবে না এরূপ মনে করা ভুল।

''বটে ! এতবড় স্পর্দ্ধা ! পায়ে ধরে ডেকে এনে জুতো মারা ! এস সবাই এস এস হে—" বলিয়াই রমেন্দ্র যাহাতে শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে কহিলেন—''দেখা যাবে, এক মাঘে শীত যাবে না।"

**এক মানিকে সাত সাগর আলো।** [ রবীন্দ্র মৈত্র—মায়াজাল।

সাগরের তলায় যে মাণিক থাকে, তাহা এত উজ্বল যে তাহাতে সাতটি সাগর আলোকিত হয়।

লক্ষ০ একজন বিদ্যাগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি একাধিক কুল উজ্বল করে।

**এক মায়ের এক পুত, বেড়ায় যেন যমের দূত।**

মায়ের যদি একটিমাত্র ছেলে থাকে, তাহার অতিরিক্ত আদর হয়, কোনো শাসন থাকে না, যথেচ্ছ ভাবে বিচরণ করে।

**এক মুখ সোনা দিয়েও ভরা যায়, পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না।**

দ্র০ এক ছেলে, তার ফুলের সজ্জা ই০।

তু০ एकका मुंह शक्करसे भरा जाता है,

सौका मुंह खाकसेभी नहीं भरा जाता।

**এক মুখে দু'রকম কথা, ( +থুথু ফেলে থুথু গেলা )।**

একবার যে কথা বলা হইয়াছে পরে তাহার বিপরীত কথা বলা।

তু০ एक मुंह दो बात।

Blowing hot and cold in the same breath.

**এক মুরগী ক'বার জবাই হয় ?**

যে মুরগী একবার জবাই হইয়াছে তাহাকে আর জবাই করা যায় না।

লক্ষ০ একই বস্তুকে একাধিকবার ব্যবহার করা অনুচিত।

আপনার নামযুক্ত এই কবিতাটি বহুদিন পূর্বে 'জন্মভূমি'তে বাহির হইয়াছিল। তাহাই আবার আমাদের পত্রিকায় ছাপিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। এক মুরগী কবার জবাই হইবে ?

তু০ एक मूरगी नौ जगह हलाल नहीं होती।

**একমেবাদ্বিতীয়ম্।** ( সং ) ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

শিক্ষা সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের প্রাচীনতম আবাসভূমি ভারতবর্ষ, এখন বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া, নিজের নিমিত্ত কোটি কোটি ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা-চরিত।

**এক যাত্রায় পৃথক ফল।**

যাত্রাকালে তিথি-নক্ষত্রাদির হিসাবে শুভাশুভ ফল নির্ণয় হইয়া থাকে। এক সময়ে একাধিক ব্যক্তি যাত্রা করিলে সকলের পক্ষেই একপ্রকার ফল হইবার কথা। তাহা না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল হওয়া।

>একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াও বিভিন্ন ফলপ্রাপ্তি।

বিনয়। আমরা দুজনে কেউ বিয়ে করব না এ ত একরকম ঠিক হয়েই ছিল।

গোরা। এখন ঠিক করা গেল তুমি বিয়ে করবে আর আমি করব না।

বিনয়। কেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? রবীন্দ্র—গোরা।

**এক রত্তি সোনা সেকরা শতেক জনা।**

সং রক্তি>রত্তি, রতি—এক কুঁচের সমান ওজন (৬ রতি = ১ আনা),—সোনা, রূপা ও রত্নাদির সূক্ষ্ম পরিমাপে ব্যবহৃত।

সামান্য একটু সোনা লইয়া গহনা গড়িতে একশত সেকরার নিয়োগ।

তু° এক কড়ার শিন্নি আশী হাজার পীর।

চটকস্য মাংসং ভাগশতম্

रत्तीभरकी तीन चपाती, खाने बैठे सात संगाती।

**এক রাজা যায়, অন্য রাজা হয়; বঙ্গের সিংহাসন শূণ্য নাহি রয়।**

কোনো অভাবই অপূর্ণ থাকে না। একজনের অভাবে কাজ বন্ধ থাকে না।

তু° The King is dead—Long live the King!

**এক রোদে ( সূর্যে ) ধান শুখানো।**

ধান হইতে চাউল বাহির করিতে হইলে অগ্রে তাহা সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইতে হয়।

একই সময়ে যে অঞ্চলে রৌদ্র উঠে তাহার বিভিন্ন অংশে একসঙ্গে একই রূপ ধান শুখায়, কোনো প্রকার তারতম্য ঘটে না।

(১) একই দেশে বাস করা। (২) একই অবস্থার অধীন।

তোমাতে আমাতে এক রোদেই ধান শুখিয়ে খাই ভাই, তোমার যদি দুরবস্থা হয় আমারই কি আর হবে না?

**"'এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।**
**একজন না রাখিব বংশ দিতে বাতি॥"** কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

রাবণকে লক্ষ্য করিয়া উক্তি ;—পাপের ফলে বংশ লোপ হয়।

তু° इक लख पूत सवा लख नाती, जिस रावनके दीया न बाती।

**এক লাউয়ের বিচি,—কেউ বা করে কচর মচর, কেউ বা আছে কচি।**

লাউ যখন পাকে তাহার সমস্তটাই এককালীন পাকিয়া উঠে। যদি দেখা যায় যে কতকগুলি বিচি পাকিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি তখনও নরম আছে, তাহা অস্বাভাবিক এবং নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে।

লক্ষ° একই পরিবারের পরিজনবর্গের একই প্রকৃতি হওয়া স্বাভাবিক হইলেও, কোনো বিশেষ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে।

**একলা ঘরের গিন্নী হবো, চাবি ঝুলিয়ে নাইতে যাবো।** (মেয়েলী)

উচ্চাকাংক্ষিনী স্ত্রীলোকের আন্তরিক কামনা ঃ—সংসারে শাশুড়ী, যা, ননদ ই° কোনো প্রতিযোগিনী থাকিবে না, আমি সর্বেসর্বা হইব।

**একলা ঘরের গিন্নী হলি বুঝি মা ;**
**নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস কি,—নড়ছে দুটো পা।** ( মেয়েলী )

শাশুড়ীর মৃত্যুশয্যায় বসিয়া বধূর মাতা বলিতেছে—এইবার বোধ হয় তোমার শাশুড়ী মরিল, তুমি ঘরের গিন্নী হইলে। বধূ বলিতেছে—নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়াছে বটে, তবু সন্দেহ আছে ;—পা দুটা এখনও নড়িতেছে।

শাশুড়ী মরিলে বধূর গৃহিনী হইবার আগ্রহ।

**এক লাঠিতে সাত সাপ মারা।**

দ্র° এক ঢিলে দু পাখী মারা।

**একলা মায়ের ঝি, গরব করবো না তো কি ?** ( মেয়েলী )

মাতাপিতার একমাত্র সন্তান স্বভাবতঃ একটু গর্ববোধ করিয়া থাকে।

**একলার চেয়ে দোকলা ভালো।**

একা থাকার চেয়ে দুজন একত্র থাকিলে শক্তিবৃদ্ধি হয়।

তু° एकसे दो भले।

**এক শ' আট ( তিন শ' ষাট ) কলা রুয়ে,**
**থাক গেরস্ত ( চাষা ) ঘরে শুয়ে।** (খনা)

১০৮=৩×৩×৩×২×২ ; ৩৬০=৫×৩×৩×২×২×২। এই দুই সংখ্যক গাছ নানারূপে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসাইতে পারা যায়। এই জন্য এই দুইটি সংখ্যার উল্লেখ থাকিলেও ইহা বাধ্যতামূলক নয়।

কলার চাষ করিলে সুনিশ্চিত আয়ের পথ হয়।

**একশত আট (১০৮)।**

হিন্দু সংস্কৃতিতে এই সংখ্যাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতিষের অষ্টোত্তরি দশা এবং রাশিচক্রের ১০৮ অংশ উল্লেখযোগ্য। দেবতার নাম বা ইষ্টমন্ত্র ই° ১০৮ বার জপের ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণু, শিব ই° বহু দেবতার অষ্টোত্তর শত নাম প্রচলিত আছে। হি° দেবদেবী এবং বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণের নামের পূর্বে ১০৮টি শ্রী যোগ করিবার নিয়ম আছে ( ক্ষে° শ্রী ১০৮)।

**একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।** ( সং, চাণক্য )

মূল বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি ॥

একটি মাত্র চন্দ্র রাত্রের অন্ধকার দূর করিতে পারে।

লক্ষ° উৎকৃষ্ট বস্তু একটি মাত্র হইলেও তাহার বিলক্ষণ মর্যাদা আছে।

শৈল। দেখেছেন ? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দু-টী আছে—

শ্রীশ। দু-টিই দেখেছি,—তা এ-রুমাল দু জনের যাঁরই হোক, দাবী আমি পরিত্যাগ ক'রতে পারবো না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়-গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না, 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।' রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**এক সঙ্গে এলাম পাঁচ ভাই,**
**এখন, কারো পরণে জরির ধুতি, কারো টেনাও নাই।**

এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া।

**এক হইলে গৃহস্থালী, তা নইলে চুণকালি।**

এক পরিবারের লোকেরা একত্রে থাকিলে শৃংখলাবদ্ধ গৃহস্থ বলিয়া প্রশংসিত হয়, পৃথক হইয়া থাকিলে লক্ষীছাড়ার দশা হয় এবং পরিজনবর্গ সমাজে নিন্দিত হয়।

**এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচা।**

বিশেষ চতুর ব্যক্তি এক হাটে কোনো বস্তু কিনিয়া অপর হাটে অথবা পরবর্তী হাটে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে।

>অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন চতুর ব্যক্তি।

ডেপুটিটী সাহেবকে এক হাটে কিনিতে এবং এক হাটে বেচিতে পারে।
[ বঙ্কিম—লোকরহস্য।

**এক হাটে দুই দর।**

লক্ষ° একই প্রকার বস্তুর সমান আদর না হওয়া।

কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে দুই দর। দাশরথি রায়—পাঁচালি।

**এক হাটে পিঁয়াজ বেচলাম চাচা, মোল্লা হ'লে কবে ?**

পিঁয়াজের ব্যাপারী হঠাৎ মোল্লা হইয়া বসিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়।

অযোগ্য ব্যক্তির অকস্মাৎ পদোন্নতি।

**এক হাটে মায়ে-ঝিয়ে চোর।**

মা ও মেয়ে একই হাটে বেচাকেনা করিল, অথচ তাহাদের মধ্যে একজনেরই চোর অপবাদ লাভ হইল।

অন্যায় বিচারে একই কার্যের জন্য একের দণ্ড অপরের অব্যাহতি।

পুরুষের যবার মনে তবার বিয়ে সই,<br>সে সুখে আমরা কেন নই।<br>কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই ॥

**এক হাত গলায়, এক হাত পায়ে।** [ দাশরথি—বিধবার বিবাহ।

গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা, আবার সেই সঙ্গে তোষণের প্রয়াস।

এককালীন নরম-গরম আচরণ।

**এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।**

দ্রং বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

**এক হাত লওয়া।**

একবার বেশ আশ মিটাইয়া প্রহার করিয়া হাতের সুখ করিয়া লওয়া।

>তীব্র বাক্যবাণ দ্বারা কাহাকেও বিব্রত বা অপদস্থ করা।

সেদিন সুরেশের সঙ্গে দেখা হ'লো। তাকে খবর না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছি ব'লে সে আমার উপর খুব এক হাত নিলে।

**এক হাতী, এক ঘোড়া—থৈ থৈ করে গাছের গোড়া।**

কোনো গাছে একটা মাত্র হাতী বা একটা ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিলে অল্পক্ষণের মধ্যে সে স্থান তাহাদের মলমূত্রে অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া উঠে।

লক্ষং বাড়ীতে দুই একটি মাত্র ছোটো ছেলে বা নোংরা লোক থাকিলে তাহাদের দ্বারা সারা বাড়ী অপরিষ্কার হয়।

তুং एक मछली सब जलको गंदा करता है।

**এক হাতে ছড়াও, দু'হাতে কুড়াও।**

সৎকার্যে যাহা ব্যয় করা হয়, তাহার বহুগুণ পাওয়া যায়।

তুং Scatter with one hand, gather with two.

**এক হাতে তালি ( আঙ্গুলে তুড়ি ) বাজে না।**

দুই করতালের পরস্পর আঘাতে তালি বাজার শব্দ হয় ; এক হাতে সেরূপ শব্দ হইতে পারে না।

লক্ষ০ দুই পক্ষের দোষ না থাকিলে কলহ-বিবাদ ঘটে না।

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিরোধের ব্যাপারে উভয় পক্ষের দোষ না থাকিলে কলহ হয় না। এক হাতে তালি বাজে না। ললিত—কাব্য-সুধা।

তু০ যথৈকেন হস্তেন ন তালিকা সংপ্রপদ্যতে। ( পঞ্চতন্ত্রম্ )

It takes two to make a quarrel.

**এক হাতে দেওয়া, এক হাতে নেওয়া।**

দুটি বস্তুর বিনিময় একই সময়ে হওয়া। হাতে হাতে শোধ।

তু০ एक हाथ लेना, एक हाथ देना।

**এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে ম'লো ফেন গালুনী।**

দ্র০ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

**একাই একশ'।**

একজন লোক একশত লোকের সমান। অসাধারণ কর্মকুশল ব্যক্তি।

সেতার, এসরাজ, পাখোয়াজ ছিল তাঁর হাতের খেলনা। গানেও ছিলেন গণি মিঞা।...মজলিশে তিনি ছিলেন একাই একশো; তাঁর জোড়া মিলতো না। কেদার—আমরা কি ও কে ( মুক্তি )।

তু০ To be a host in oneself.

**একাক্ষরী মন্ত্র।**

যে মন্ত্র একটি মাত্র অক্ষরে সম্পূর্ণ।

কালীমন্ত্রের বীজ—"ক্রীং"। সকল মন্ত্রের আদি বীজ—"ওঁ"।

**একা ঘরের একা ভাই, খেতে বড়ো সুখ;**
**মারতে এলে ধরতে নেই, তাই বড়ো দুখ।**

যাহার আর ভাই নাই সে একাই সব সুখ উপভোগ করিতে পায়। কিন্তু কেহ তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে সে কাহারও সাহায্য পায় না।

**একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর;**
**সতীন এলো, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর।** ( মেয়েলী )

স্ত্রীলোকের যতদিন সতীন না জোটে ততদিন সে সমাদর লাভ করে। সতীন আসিলেই তাহার দুর্দশার একশেষ হয়।

**একাদশ বৃহস্পতি।**

জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থিতি,—সৌভাগ্যের লক্ষণ।

"...রবীনের দেখছি একাদশ বৃহস্পতি। ওদিকে সে পেলে একটা মেয়েমানুষের কাছ থেকে অতগুলো টাকা, আর একগাদা বই। আবার এদিকে স্কুলে সে হ'য়ে বসলো সর্ব্বময় কর্ত্তা।" নরেশ—রবীন মাষ্টার।

**একা দুধে ক্ষীর, ছানা, ননি।**

>একই পদার্থ হইতে নানাপ্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়।

**একা নদী বিশ কোশ।**

একটি নদী পার হওয়া বিশ ক্রোশ স্থলপথ অতিক্রম করার সমতুল্য। সেজন্য নদীর অপর পারে যে স্থান তাহার দূরত্ব অধিক না হইলেও সেখানে যাতায়াত করা সহজসাধ্য নয়।

"...গাড়ি ত' রাত দুটোয়, এখন ত' সবে সন্ধ্যে। সাত ঘণ্টায় পাঁচ কোশ রাস্তা যাওয়া যায় না?"

জহরলাল মাথা নেড়ে বললেন, "পাঁচ কোশ নয় মামা, পঁচিশ কোশ। মধ্যে কাঁসাই নদী আছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। লোকে কথায় বলে একা নদী বিশ কোশ।..." উপেন্দ্র গঙ্গো০—অভিজ্ঞান।

**একা না ভেকা।** ভেকা=হতবুদ্ধি।

অপরের সাহায্য বা পরামর্শের অভাবে মানুষ অসহায় বোধ করে।

দুনিয়ায় তার কিছুই নাই। একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা, ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই। বিহারী চক্র০—বঙ্গসুন্দরী।

**একান্ন পাপও পাপ, বাহান্ন পাপও পাপ।**

দ্র০ একেন পাপঃ; শতেন পাপঃ।

**"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।"** (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

মূল +যতন বিহনে নাহি মিলয়ে রতন।।

বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যার অসাধারণ রূপ ও বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া সুন্দর স্বয়ং রাজপুত্র হইয়াও, বিদ্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য একাকী বর্ধমান যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একাই কার্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প হওয়া।

রজত বলিল—কাল ত আমি যেতে পারব না। আমার কাজ আছে।

ভূধর বলিল—তবে শিশিরবাবু, আমি "একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন!" চারু—হেরফের।

**"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর" (তাঁর মিতা)।** (কৃত্তিবাস)

রামচন্দ্র স্বয়ং অসাধারণ বীর। রাবণের সহিত যুদ্ধে বানররাজ সুগ্রীব যখন রামকে সাহায্য করিবার জন্য অসংখ্য বানর-সৈন্য লইয়া মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার এতদূর শক্তি বৃদ্ধি হইল যে রাবণের জয়ের আর কোনো আশা রহিল না।

দুইজন শক্তিমান ব্যক্তি মিলিত হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়।

তখন লোকে আত্মহারা হইয়া অসংযত আচরণ করিয়া বসে। যেমন ভাঙা নৌকা ডুবিয়া যাইতে পারে তাহা না ভাবিয়া সজোরে দাঁড় টানিতে থাকে।

আশাতিরিক্ত কিছু পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হওয়া।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নতুন জামাই খুব ভাল গাহিতে পারে।…বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

**একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে।** [ বিভূতি বন্দ্যো০—অপরাজিত।

যাহাকে পীড়ন করিবার জন্য একজন আসিয়া ধরে, তাহাকে আরও দশ জনে ঘেরিয়া বিব্রত করিয়া তোলে।

একটা বিপদে পড়িলে আরও বহু বিপদে পড়িতে হয়।

**একেন পাপঃ শতেন পাপঃ।** (সং)

কুকার্য একটি করিলেও পাপ, একশত করিলেও পাপ।

দুষ্কৃতকারীর মনোভাব ঃ—একটা কুকার্য করাতেই যখন পাপ হইয়াছে, তখন আরও নানা কুকার্য করিলেও দোষ নাই।

**একে বাধা, দুয়ে বিধি ; তিনে হয় কার্যসিদ্ধি।**

একাকী কোনো কাজ করিতে গেলে, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা দুরূহ হয় ; দুইজন হইলে পরামর্শ দ্বারা বিধি ব্যবস্থা করিয়া কাজ করা যায় ; তিনজন হইলে পরস্পরের সাহায্যে কার্যসিদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

সম্মিলিতভাবে কার্য করিলে সফলতা লাভ হয়।

**একে বেরাল কালো, তায় পাঁশ-গাদাতে গেল।**

যে বিড়ালের নিজের রঙই কালো, ছাই-গাদাতে গিয়া গড়াগড়ি দিলে সে আরও কদাকার হইয়া যায়।

>মন্দ জিনিস যাহাতে আরও মন্দ হইয়া যায় এরূপ কিছু করা।

তু০ एक तो करैला कड़ुया दूसरा नीम चढ़ा।

**একে মধুপর্কের বাটি, তাও আবার কাত!**

দেবপূজাদির সময় যে বাটিতে মধুপর্ক ( মধু, ঘৃত ও দধি মিশ্রিত ) দেওয়া হয় তাহা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সে বাটি যদি আবার কাত হইয়া বসে তো সবই পড়িয়া যায়, কিছুই থাকে না। স্বল্প পরিমাণ বস্তুর অপচয়।

**একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!**

দ্র০ ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে।

**একের ঘা, অপরের ব্যথা।**

একজনের কষ্টে আর একজনের মিথ্যা সমবেদনা প্রকাশ।

**“একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে**

**নিমজ্জিতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাংকঃ ॥** (সং, কালিদাস—কুমারসম্ভব)

মূল অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্ ।+

বহু গুণের মধ্যে একটিমাত্র দোষ থাকিলে তাহা উপেক্ষিত হয় ।

**এখন-তখন অবস্থা ।**

রোগীর অবস্থা এতো মন্দ যে এখনই মরিতে পারে, অথবা কিছু পরে। যে কোনো মুহূর্তে মরিতে পারে এরূপ সংগীন অবস্থা।

রায় মহাশয় ! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমীদার বাটীতে একটা বালকের জ্বর বিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগীর এখন তখন হইয়াছে, তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতযশ । টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল ।

তু° अब तब होना ।

**এখন না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে, সময়ে কাঁদিতে হবে অঝোর-ঝরে**

যৌবন-গর্বে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি পরিণাম চিন্তা না করিয়া নানারূপ অনাচার করিয়া থাকে, উপযুক্ত সময় আসিলে সে অনুতাপ বোধ করে ।

**এখান থেকে মারলাম তীর, লাগলে কলাগাছে ;**

**উরুত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেলরে বাবা !**

এই ছড়ার দুই চরণের অন্তে মিল নাই, অর্থেরও সামঞ্জস্য নাই ।

অর্থহীন প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ উক্তির দৃষ্টান্ত। কেহ অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ অসংলগ্ন কথা বলিলে তাহার সহিত তুলনার্থে ব্যবহৃত ।

তু° उल्टी गंगा पहाड़ को चली ।

**এখানেও ঘাস-জল, সেখানেও ঘাস-জল ।**

গবাদি গৃহপালিত পশুর কোথাও থাকিয়া সুখ নাই,—যেখানে যাইবে একই রূপ খাদ্য খাইতে পাইবে, কোনো উন্নতির আশা নাই ।

লক্ষ° অক্ষম বা পরাধীন ব্যক্তি সর্বত্রই সমান অবহেলা পায় ।

কেরানিগিরি করেই যখন বাঁচতে হবে তখন এক জায়গায় পড়ে থাকাই ভালো। যেখানেই যাও, এখানেও যে ঘাসজল, সেখানেও সেই ঘাসজল ।

**এগারো ইঞ্চি ।**

একালে সচ° যে ইষ্টক নির্মিত হয় তাহার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এগারো ইঞ্চি ।

>সম্পূর্ণ একখন্ড ইষ্টক ; থান ইট ।

বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারিঞ্চি ঝাড়িব যে, তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে । টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল ।

**এগোলেও নির্বংশের বেটা, পেছোলেও ভেড়ের ভেড়ে।**

নির্বংশের বেটা—দ্র০ আঁটকুড়ের পুত। গালি বি০।

এদিকে গেলেও দোষ, ওদিকে গেলেও দোষ।

কোনো উপায়েই অপরের সন্তোষবিধানে অক্ষম হওয়া।

তু০ আগে জায় ঘুটনে টুটে, পীছে দেখে আঁখে ফুটে।

**এগোলে রাম, পেছোলে রাবণ।**

স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য রাবণের প্ররোচনায় পড়িয়া মায়াবী মারীচের এই অবস্থা হইয়াছিল। উভয় সংকট অবস্থা।

**এটা ছেড়ে ওটা ধরি, হাত ফস্‌কে পড়ে মরি!**

একটা অবলম্বন ছাড়িয়া অপর একটা ধরিতে যাই, কিন্তু তাহা ধরিতে না পারিয়া পড়িয়া যাই।

অপর একটা আশ্রয় স্থির না করিয়াই উপস্থিত আশ্রয় ত্যাগ করিলে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন হইতে হয়।

ল' পাস করেছি বটে,চাকরি ছেড়ে কিন্তু ওকালতি করবো কি না এখনও ঠিক করতে পারিনি। ভয় হয়, পাছে এটা ছেড়ে ওটা ধরি ই০।

**এটা ধরি, না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।**

নিশ্চিতকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করা।

**এটা বলে খাবো খাবো, এটা বলে কোথা পাবো?**

**এটা বলে ধার করনা, এটা বলে শুধবে কে? এটা বলে নবডংকা।**

ছেলে ভুলানো ছড়া। হাতে পাঁচটা আঙুল একে একে স্পর্শ করিয়া বলা—কনিষ্ঠাঙ্গুলী (শিশু) খাইতে চায়, অনামিকা (শিশুর মাতা) সাংসারিক অনটনের কথা বলে, মধ্যমা (শিশুর পিসী) ধার করিবার পরামর্শ দেয়, তর্জনী (শিশুর পিতামহী) বলে ধার শোধ করিবে কে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (শিশুর পিতামহ) বিদ্রূপ করিয়া বলে ধার শোধ করিবার কেহই নাই, অতএব খাইতে চাহিও না।

**এড়ায় পর্বত, বাধে সরষে।**

পর্বতকে অনায়াসে অতিক্রম করে, কিন্তু ক্ষুদ্র সরিষা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ০ কঠিন কার্য অনায়াসে করিতে সক্ষম কিন্তু সহজ কার্যে অপারগ।

**এড়িয়ে গড়িয়ে।**

গড়াইয়া গড়াইয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হওয়া।

গদাই-লস্করি চালে বা আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার সহিত কাজ করা।

তু০ In an easy-going manner.

**এতো এতো মহারথী, তারা পায় না এক রতি,**
**তুমি এমন ভঁুইয়া, এলে গামলা লইয়া।**

গণ্যমান্য ব্যক্তিও যাহা পায় না, নগণ্য ব্যক্তির তাহা পাইবার দুরাশা।

**এতো ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে (বলে, ভাবে) পর।** (মেয়েলী)

ঘর করা=গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করা। বাসে=বোধ করে, মনে করে। এতো যত্ন করিয়া সংসারের কার্য করিতেছি, তথাপি স্বামী পর মনে করে।

> বহু চেষ্টাতেও অপরের সন্তোষবিধানে অক্ষম হওয়া।

**এতো খাই অতো খাই, তবু গায়ে গত্তি নাই।**

গত্তি=পুষ্টি। প্রচুর ভোজন করা সত্ত্বেও দেহের পুষ্টি হয় না।

**এতো টাকাই যদি ঋণ, আর এক পয়সার ঘি কিন।**

ঋণ যখন অনেক হইয়াই গিয়াছে, তখন আর এক পয়সার ঘি কিনিলে ঋণ আর বিশেষ কিছু বাড়িবে না।

তু° বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

**এতো তুলো ধুন্‌বে কে?**

তুলা ধুনিতে অনেক শ্রম ও সময় লাগে। কথিত আছে যে এক ব্যক্তি নৌকা বোঝাই তুলা দেখিয়া এতো তুলা কে ধুনিয়া শেষ করিবে, এই দুরূহ সমস্যার কোনো কূল-কিনারা না পাইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল।

>তুচ্ছ বা অবাস্তর কথা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া।

বোসেদের মেয়ের বিয়েতে কতো লোক খেয়েছে, তার হিসেব ক'রে তোমার এতো মাথা ঘামানো কেন? এটা 'এতো তুলো ধুন্‌বে কে' গোছের হচ্ছেনা?

**"এতো ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গভরা।"**

মূল সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।।
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ।। ঈশ্বর গুপ্ত—পৌষ-পার্ব্বণ।

বাঙালী জাতি পূর্বকাল হইতেই অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' এবং তদুপলক্ষে নানারূপ আনন্দোৎসব সর্বজনবিদিত। দুর্গা পূজার মতো সমারোহ বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ধর্মানুষ্ঠানে ঘটে না। কোন কোন উৎসব (রথযাত্রা, রাসযাত্রা ই°) এবং পীরগণের পূণ্য স্মৃতি উপলক্ষ্যে দীর্ঘকালব্যাপী মেলা ও জাত চলিয়া থাকে। কীর্তন, তর্জা, কবির গান, যাত্রাগান ই° বহুকাল যাবৎ বাঙালী জাতির আনন্দবিধান করিয়া আসিয়াছে। জাতীয় জীবনে বহু সংকট উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙালীর আমোদপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হয় নাই।

বাংলাদেশ নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হইলেও বাঙালীর আমোদপ্রিয়তা নষ্ট হয় নাই।

**এতো সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন দেখি কাঁথা বগলে?**

যে ব্যক্তি ধনৈশ্বর্যের গর্ব করে অথচ ছেঁড়া কাঁথা বগলে করিয়া বেড়ায়, তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দারিদ্র্যের প্রমাণ যাহার সঙ্গেই রহিয়াছে তাহার ঐশ্বর্য-গর্ব বৃথা।

**এদিক ওদিক হওয়া।**

মধ্যবর্তী বা ঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য দিকে চলিয়া যাওয়া।

> কোনরূপ ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা।

কলেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেন। একটি কথা এদিক্ ওদিক্ হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন তাহা অবিকল শুনাইতে হইত।　　চণ্ডীচরণ বন্দ্যো০—বিদ্যাসাগর।

**এদিক নেই ওদিক আছে (+তেল নেই সম্বরা আছে)।**

সম্বরা—ব্যঞ্জনাদি সাঁৎলাইবার মশলা। ফোড়ন।

তৈলে ফোড়ন ভাজিয়া তাহা দিয়া ব্যঞ্জনাদি সাঁতলাইতে হয়। ফোড়ন অপেক্ষা তৈল অধিক প্রয়োজনীয়, অথচ তৈলেরই অভাব।

প্রয়োজনীয় ব্যপারে ত্রুটি, কিন্তু অন্য বিষয়ে পূর্ণ লক্ষ্য থাকা।

তোমার দেখছি এদিক নেই ওদিক আছে। নিজের সংসার চালাতে পারো না, আবার একটা ভাগনেকে এনে পুষছো।

**এনে দাও কাছে তো মারি, বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।**

অক্ষমের বিক্রম প্রকাশ।

**এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ সমান।**

ব্যং সর্বাংশে সমান দোষযুক্ত, ভালো কিছুই নাই।

রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এপিঠ ওপিঠ।

**এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।**　　[ দীনবন্ধু—লীলাবতী।

সমকক্ষ দুইজনের প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিয়া নিজের দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা।

ব্যং উভয়েই সমদোষযুক্ত,—কোনো ইতর-বিশেষ নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'এ মেজবউ প্রমদার চরিত্র অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার শ্বাশুড়ী ও যা—এ বলে আমারে দেখ ও বলে আমারে দেখ!　　ললিত—কাব্যসুধা।

তুং Little to choose between.

**এ বাড়ী বিয়ে, ও বাড়ী বিয়ে, হেঙলা ম'লো এসে গিয়ে।**

লোভী ব্যক্তির কিছুতেই আশ মিটে না, নানা স্থানে ঘোরে।

**"এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে তার॥"** ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

মূল আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। +

বার্ধক্যেও প্রাণে সরসতা আছে এরূপ ব্যক্তি।

**এমন ওষুধ,—ডাকলে সাড়া দেয়।**

সজীব প্রাণীর মতো কার্যকর এমন ঔষধ।

**এমন কিছু কথা (লেখাপড়া) নাই।**

এমন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। প্রস্তাবিত কথা অবশ্য পালনীয় বা সর্ববাদিসম্মত নয়, ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব।

নিমন্ত্রণ করেছে ব'লে যেতেই হবে এমন কি কথা আছে? না-ই বা গেলে।

**এমন কুটুম কইবা পাই, গাদাখান থুয়ে লেজাখান খাই।** (মেয়েলী)

গাদা মাছের পিঠের মাংসল অংশ। লেজা—কাঁটাবহুল নিকৃষ্ট অংশ! এমন প্রিয় কুটুম্ব বিরল যাহার সমাদরের জন্য ক্লেশ ভোগ করা যায়।

**এমন ঠাঁয়ে বসবে, কেউ না বলে—'উঠ'।**
**এমন কথা কইবে, কেউ না বলে—'ঝুট'॥**

ক্ষে০ বসতে জানলে উঠতে হয় না।

এমন স্থান দেখিয়া বসা উচিত যে পরে উঠিতে না হয়; যে কথা সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস আছে কেবল সেই কথাই বলা উচিত, যাহাতে কেহ অবিশ্বাস করিতে না পারে।

বিবেচনা পূর্বক সতর্কতার সহিত কাজ করা উচিত।

**এমন দিনও যায়; খড় দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও 'বর' পায়।** (মেয়েলী)

যে মেয়ে এতো গরীব যে চুলবাঁধা ফিতার অভাবে খড় দিয়া চুল বিনাইয়া খোঁপা বাঁধে, তাহারও একদিন বিবাহ হয়।

>দুর্ভাগ্য চিরদিন থাকে না, সুদিন আসে।

**এমন সুন্দরীর হাবা বর, দুঃখে প্রাণ জরজর।**

সুন্দরী কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে পড়িতে দেখিলে দুঃখের সীমা থাকে না।

**এমন সুন্দরের মুখে ছাই, জাতি-কুলের ঠিক নাই।**

অজ্ঞাতকুলশীলা নারী কেবল রূপের জন্য সমাদর পায় না।

**এমনি আমার হাতযশ,—**
**এ-পাড়ায় ওষুধ খাওয়াই, তো ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ।**

অপদার্থ চিকিৎসককে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তি।

**এমনি যায় না মাস, তায় দুদিন বেশী।**

কোনো কোনো বাংলা মাস ৩২ দিনে হয়।

এমন দুরাবস্থা যে একটা গোটা মাসের খরচ চালানোই কষ্টকর; তাহার উপর কোনো মাস বত্রিশ দিনে হইলে ব্যয় সংকুলান অসম্ভব হয়।

>কষ্টের উপর আরও কষ্ট।

**এ মা, ও মাসী;—তবে কেন উপবাসী?**

এমন দুরদৃষ্ট যে, যত্ন করিবার লোক থাকিতেও ক্লেশভোগ করিতে হয়!

**এয়সা দিন নাহী রহেগা।** ( হিং )

এমন দিন চিরকাল থাকিবে না, পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিবে।

"এসা দিন নহি রহেগা, বিশ বছরে সব গোঁড়াকেই বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া বনতে হবে, সমাজের আজ সে নাড়ীজ্ঞান নেই!" কেদার বন্দ্যো৹—পাওনা।

**এ যাত্রা।** এবার; এ ক্ষেপ।

শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমার নিতান্ত ন্যূনতা ও বিনয়ে কাকুতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। কালীকৃষ্ণ দাস—কামিনীকুমার।

**এয়োস্ত্রীর পুত খেলতে যায়।** ( মেয়েলী )

সধবার শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটিলে, "মরিয়াছে" বলা রূঢ় ও শ্রুতিকটু হয়। অধিকন্তু, সধবার পুনর্বার পুত্রলাভের সম্ভাবনা থাকায়, অজাত পুত্রেরও অকল্যাণকর হইতে পারে। তাই বলা হয় "খেলিতে গিয়াছে", যেন আবার আসিবে।

**এয়োস্ত্রীর শতেক শ্রী।** ( মেয়েলী )

সধবা যদি সুশ্রী না-ও হয়, এয়োতির চিহ্নগুলি তাহাকে শ্রীমন্ডিত করিয়া রাখে।

**এর কথা ওরে, ধরা পড়লেই মরে।**

যে ব্যক্তি দুইজনের নিকট পরস্পরের মিথ্যা নিন্দা প্রচার করে, সে প্রথম প্রথম উভয়েরই প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু পরে ধরা পড়িলে তাহাকে মহা বিপদে পড়িতে হয়।

**এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।** ( সং, হিতোপদেশঃ )

মূল অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।।

অবস্থা বিশেষে হীন এরণ্ডের মতো চারাগাছও বৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয়।

যেখানে গুণবান্ ব্যক্তি নাই সেখানে গুণহীন ব্যক্তিও সম্মানিত হয়।

তু° উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

बर पीपर बिन हो रहे ज्यों एराण्ड अधिकार ।

**এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে।**

দ্র° উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

কতক সাহেবকে দিতাম, কতক আপনি লইলাম, তার পরে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তু° अहमदकी पगड़ी मुहम्मदके सिर ।

**এলতলা, বেলতলা,—শেষকালে শেওড়াতলা।**

নানাস্থানে চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিকৃষ্ট আশ্রয় পাওয়া।

**এলে ( আসেন ) লক্ষ্মী, গেলে ( যান ) বালাই।**

লক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্যের দেবী, তাঁহার সকলেই সাদর সংবর্ধনা করে।

যে ব্যক্তি আসিলে লক্ষ্মীদেবীর মতো সংবর্ধিত হয়, অথচ চলিয়া গেলে কেহ দুঃখিত না হইয়া, আপদ গিয়াছে মনে করিয়া আনন্দিত হয়।

যাহাকে বাহিরে আদর দেখানো হয় কিন্তু অন্তরে অবজ্ঞা করা হয়।

তুমি বেয়াইয়ের উপর যে কেমন সদয় তা আমি জানি,—এলে লক্ষ্মী ই°।

**এলো শ্রাদ্ধে গুঁতো দক্ষিণা।** এলো = আল্গা, বিশৃংখল।

যে শ্রাদ্ধের আয়োজনে কোনো ব্যবস্থা বা শৃংখলা নাই তাহাতে, পুরোহিতের ভাগ্যে দক্ষিণার পরিবর্তে প্রহার লাভ ঘটে।

ব্যবস্থাহীন কার্য পরিণামে পণ্ড হয়।

**এ সংসার ধোঁকার টাটি।**

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সংসার বাহ্যতঃ যেরূপ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নয়; কেবল ভ্রম উৎপাদন করিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

**এসো যেও,—পাত পেড়ো না।**

আমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করো, কিন্তু খাইতে চাহিও না।

বিনা খরচে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিবার ইচ্ছা।

তু° आवो आवो घर तुम्हारा, खाने मांगो दुश्मन हमारा ।

**এ হাতটি সব জানে, মাছ থাকৃতে কাঁটা টানে।** ( মেয়েলী )

কোনটা মাছ কোনটা বা মাছের কাঁটা তাহা বেশ বুঝি। তথাপি মাছ থাকিতেও মাছের কাঁটা মুখে দিয়া মাছ খাইবার সাধ মিটাই। ভ্রম বা অজ্ঞানতার জন্য এরূপ করি না, খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যেই করি।

ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছসাধন।

# ঐ

**ঐ ঐ ঐ,—কার কথা কই ?**
**বউ বলে রান, ঝি বলে আন ;—**
**টানাটানি হয় নিয়ে শাশুড়ীর প্রাণ।** ( মেয়েলী )

রান—রাঁধো। আন—আনিয়া দাও।

বউ নিজে না রাঁধিয়া শাশুড়ীকে রাঁধিতে বলে, মেয়ে এটা ওটা চাহিয়া পাঠায়। ফলে, গৃহকর্ত্রীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

সকলের দাবি পূর্ণ করিতে গিয়া নিজের দুর্ভোগ।

**ঐ কথাই রইলো।**

কোনো বিষয়ের আলোচনা শেষ করিয়া বিদায়কালে শেষ সম্মতি জ্ঞাপন—যেরূপ কথা হইয়াছে তাহাই স্থির, তদনুযায়ী কার্য হইবে।

"তুমি যা বলবে আমি তাই করব, তোমার চরণের দাসী হয়ে থাকব।"
"তবে এই কথাই রইল, আমি চল্লেম।" অমৃত—বিষাদ।

**ঐ রোগেই ঘোড়া মরে।**

বন্ধুর কাছে ঘোড়া রাখিয়া পরে ফেরত চাহিলে, ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভাগাড়ে মরা গরুর খুলি দেখানো হইয়াছিল। ঘোড়ার দাঁত ও-রকম হয় না বলিয়া ঘোড়ার মালিক কথাটা অবিশ্বাস করিলে, বলা হয় যে দাঁতের ঐ প্রকার রোগ ঘোড়ার পক্ষে সাংঘাতিক হয় এবং ঐ রোগেই তাহার ঘোড়া মরিয়াছে।

লক্ষ০ অধঃপাত বা সর্বনাশের পূর্বলক্ষণ।

শচীন তার ইয়ারদের নিয়ে খুব ফুর্তি করে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। তার আর পথে বসতে বেশী দেরি নেই;—ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরে কিনা।

# ও

**ওউ কুটতে বউ দড়ো, লাউ কুটতে বউ পাতাল গেল।** ( মেয়েলী )

ওউ - বেগুন।

বেগুন কোটা খুবই সহজ ; লাউ কোটাও সহজ কাজ, তবে অতটা নয়। বেগুন কোটার মতো সহজ কাজে বধূ বিলক্ষণ পটু, কিন্তু লাউ কুটিতে হইলেই পলাইয়া গিয়া পাতালে লুকায়।

যে সহজ কাজ করিতে রাজি, কিন্তু একটু কঠিন কাজ হইলেই এড়াইতে চায় এরূপ ফাঁকিবাজ ও আত্মসুখী ব্যক্তি।

**ওঁ তৎ সৎ।** (সং)

পরব্রহ্মের গুণত্রয়-বোধক মন্ত্র, যাহা বেদানুমোদিত দান, যজ্ঞ ও তপস্যার সূচনায় উচ্চারণ করিতে হয়। (গীতা, অধ্যায় ১৭)

**ওঁ মণিপদ্মে হুং।**

বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্র, পদ্মপাণিকে (বুদ্ধদেবকে) নমস্কার।

পরদিন সকালে,...সুরু হোলো অভাবনীয় ঝড় আর বাতাস।...সেই দুরন্ত ঝড়ের তলায় অসহায় দার্জিলিং সহরে সেদিন গৃহে গৃহে শুধু এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল ঃ ওম্ মণি পদ্মে হুং, ওম্ মণি পদ্মে হুং. পদ্ম মধ্যে অধিষ্ঠিত হে ঈশ্বর, রক্ষা করো, রক্ষা করো। 'রঞ্জন'—শীতে উপেক্ষিতা।

**ওগো ও কলমীলতা, জল শুখালে থাক্‌বি কোথা?**

গোড়ায় প্রচুর জল থাকিলে কলমী শাক বর্ধিত হয়; জলের অভাব ঘটিলে শুখাইয়া যায়। জলই কলমী শাকের ঐশ্বর্যের মূল।

লক্ষ০ স্ত্রীলোকের নিজস্ব কোনো সঙ্গতি থাকে না,—স্বামী, পুত্র বা আত্মীয় পুরুষই ভরণপোষণ করে; আশ্রয়দাতার অভাবে তাহার দুরবস্থা ঘটে।

**"ওগো জ্যেঠা!"—"কি কয় রে বেটা?"**

নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে অলীক সম্পর্ক পাতাইয়া ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ।

**ওঝা আনলাম মাকে ভালো করতে; ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে!**

যাহার নিকট উপকার প্রত্যাশা করা যায় তাহার অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি।

**ওঝার ঘাড়ে ভূত (বোঝা)।**

ওঝা (রোজা) মন্ত্রাদি দ্বারা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাড়িয়া ভূত দূর করিয়া থাকে। কিন্তু ওঝার উপরেই যদি ভূতের ভর হয় তাহা হইলে সে ভূতকে দূর করা অসম্ভব।

লক্ষ০ যে অপরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে তাহারই উপর সেই বিপদ আসিয়া পড়া।

আহা বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল।
[ গিরিশ—মায়াবসান।

**ওঝার বেটা বনগরু।**

ওঝা নিজে ভূত ছাড়াইতে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাহার পুত্র সে বিদ্যা না শিখিয়া বন্য গরুর মতো দুর্দান্ত ও নির্বোধ হইয়া রহিল।

সুযোগ্য ব্যক্তির মূর্খ অকর্মণ্য পুত্র।

**ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে ! (+ কাঠের আগুন দিয়ে)।**

যে মেয়ের বিবাহের কোনও কথাবার্তা নাই, হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বিনা আয়োজনে বিবাহ দিতে উদ্যত হওয়া।

যে পূর্ব হইতে প্রস্তুত নাই তাহাকে সহসা কোনো কার্যে নিযুক্ত করা।

সিনেমা দেখতে যাবে, তো আগে বলতে হয়। আফিস থেকে এইমাত্র বাড়ী এসেছি, বলা নেই কওয়া নেই,—ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে !

তু॰ চট মগনী পট ব্যাহ।

**ওঠ্ বলতে ওঠা, বস্ বলতে বসা।**

বিনা আপত্তিতে এবং নির্বিচারে পরের আদেশমতো চালিত হওয়া।

বাবুরাম বাবু স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন—বস্ বলিলে বসিতেন।

**ওড় গাঁয়ের ডাঙা।** [ টেকচাঁদ– আলালের ঘরের দুলাল।

যে গ্রাম উড়িয়া গিয়াছে বা অস্তিত্বহীন স্থানের জমি। অলীক বস্তু।

বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ওড় গাঁয়ের ডাঙা।

**ওড়ন কাড়ে, বলে সানে,** [ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—পদাবলী।
**তাকে লইয়া ঘর কেনে ?** (ডাক)

ওড়ন = ওড়না, ঘোমটা। কাড়ে—টানে। সান—সংকেত, ইসারা।

যে স্ত্রীলোক পরপুরুষ দেখিলে ঘোমটা টানিয়া লজ্জাশীলতা ও সচ্চরিত্রতার ভান করে, অথচ তাহার সহিত কথা না কহিয়া ইঙ্গিতে ব্যক্তব্য জানায় এ প্রকার নারী ভ্রষ্টা, স্বামী কর্তৃক পরিত্যজ্যা।

**ওদা ধানের চাল দড়ো, গোদা পায়ের লাথি দড়ো।**

ওদা—আর্দ্র ; ভিজা। ধান সিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ শুখাইবার পূর্বেই ভানিয়া যে চাউল হয় তাহা ভারী এবং মোটা হয়।

স্থূল বস্তু দিয়া স্থূল কাজই হয়।

**ওদা ধানের বারা বাঁধে, তারে কয় বাঁধুনী,**
**ওদা ধানের ভাত রাঁধে, তারে কয় রাঁধুনী।**

ভিজা ধান ভানিয়া যে গোটাগোটা চাল বাহির করিতে পারে, এবং যে সেই চালে ভালো ভাত রাঁধিতে পারে, তাহারাই প্রশংসার যোগ্য।

নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারাও যাহারা কাজ করিতে পারে তাহারাই প্রশংসা পায়।

**ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙাতে বয় ;**
**নাকে কেমন সয় ? না, ওরাই শুধু কয়।**

সাঙাত = বন্ধু ; সখী। নথ এতো ভারী যে, টানা দিয়া রাখা যায় না,—অপরে ধরিয়া থাকে। এমন নথ পরায় যে কষ্ট তাহা উহারাই জানে।

অত্যন্ত ভারী গহনা পরার ক্লেশ।

**"ও রসে বঞ্চিত।"**

মঙ্গল ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোলন কন্দল পাছে লাগে ॥

০ ০ ০

ও রসে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥ ভারত—অন্নদামঙ্গল।

এরূপ মধুর রসের আস্বাদ পাইবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে নাই। এ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা নাই।

**"ওরে কানা, সাপ রে!" "কি চক্কর বাপ রে!"**

অন্ধ অপরের কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়, অথচ সে যে দেখিতে পায় না তাহাও স্বীকার পায় না। কেহ যদি মিথ্যা করিয়া কানাকে বলে সম্মুখে সাপ আছে, সে তাহা বিশ্বাস করিয়া লয় এবং এরূপ ভান করে যেন সে নিজেও দেখিয়াছে,—সাপটা কি ভয়ংকর, কতো বড়ো তার ফণা!

পরের কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিলেও সে দুর্বলতা স্বীকার না করা।

**ওরে নোলা, ভাজনা-খোলা,**
**এটা হলো পরের ঘর, ওরে নোলা সামাল কর;**
**আগে যাই বাপের ঘর, তবে খাবি দুধ-সর।** (মেয়েলী)

নোলা—রসনা,—ভোজন-লোলুপতার প্রতীক। ভাজনা-খোলা—খই, মুড়ি ইং ভুজা ভাজিবার মাটির পাত্র।

খোলা যেমন যাহা পায় ভাজিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ পেটুকের রসনা যাহা কিছু দেখে খাইবার জন্য লালায়িত হয়।

লোভী বধূ তাহার রসনাকে সংযত থাকিবার জন্য বলিতেছে যে এটা পরের বাড়ী, এখানে বেশী লোভ করিলে নিন্দা হইবে, বাপের বাড়ী গেলে তখন ভোজন সুখ হইবে।

লোভী স্ত্রীলোক শ্বশুরালয়ে গিয়াও লোভ সম্বরণ করিতে পারে না।

**ওল, কচু, মান,—তিনই সমান।**

ওল, কচু ও মান একই জাতীয় পদার্থ, বন-বাদাড়ে জন্মে, খাইলে মুখ কুটকুট্ করে এবং তরিতরকারীর মধ্যে অতি নিকৃষ্ট। ইহাদের আকৃতিগত কিছু প্রভেদ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে কোনও পার্থক্য নাই।

>লক্ষ০ একইজাতীয় হীন বস্তু বা ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ নাই।

**ওলাউঠার নাড়ী, মৌলবীর দাড়ি, জঙ্গলের গাই,—তিনে বিশ্বাস নাই।**

এইগুলির অস্তিত্বের কোনো স্থিরতা থাকে না,—উলাউঠা রোগীর নাড়ী ক্রমে অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে, কখন বন্ধ হইয়া যায় বলা যায় না ; মুসলমানের দাড়ি যখন ইচ্ছা কামাইয়া ফেলা যায় ; যে গরু জঙ্গলে চরে, যে কোনো সময়ে তাহাকে বাঘে খাইতে পারে।

**ওষুধের চেয়ে পথ্য ভালো।**

ঔষধ সেবনে রোগের সাময়িক উপসম হইলেও উপযুক্ত পথ্যের দ্বারা স্বাস্থ্যের যে উপকার হয় তাহা স্থায়ী হইয়া থাকে।

তুং Diet cures more than doctors.

**ওস্তাদের মার শেষরাত্রে।**

যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বিশেষ দক্ষ ও চতুর তাহাকে সহজে কেহ হারাইতে পারে না। বহু চেষ্টার পর শেষে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে দৈবক্রমে তাহার পরাজয় ঘটে।

মহেশ পাল এতদিন অনেক জাল-জুয়াচুরি ক'রে এসেছে, অথচ গায়ে একটুও আঁচ লাগেনি। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে ;—একটা জাল চেক ভাঙাতে গিয়ে এমন ধরা প'ড়ে গেল যে, দুটি বছর জেল !

## ঔ

**ঔষধ না খায় যার নিকটে মরণ।**

রোগী ঔষধ খাইতে না চাহিলে তাহা আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ।

তুং বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

**ঔষধার্থে সুরাপানম্।** (সং)

সুরাপান অতি অনিষ্টকর। তথাপি অসুস্থ অবস্থায় অল্প পরিমাণ সেবন করিলে ঔষধের মত উপকার হয়।

সারাদিনের খাটুনির পর দেহ-মনের অবসাদ একটু দূর করবার জন্যে সিনেমা-থিয়েটার দেখা কিছু দোষের নয়,—অনেকটা ঔষধার্থে সুরাপানম্।

**ঔষধার্থে সুরা পান (+না বাড়ালেই থাকে মান)।**

ঔষধ রূপে অল্প পরিমাণে মদ্য পান করা চলিলেও, মাত্রাধিক্য ঘটিলে মাতাল বলিয়া দুর্নাম হয়।

**ঔষধি জাহ্নবীবারি বৈদ্যঃ নারায়ণো হরিঃ।** (সং)

ঔষধকে গঙ্গাজলের তুল্য এবং বৈদ্যকে ভগবানের তুল্য জ্ঞান করিবে। ঔষধ ও বৈদ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিলে রোগীর মঙ্গল হয়।

# ক

**'ক' অক্ষর গোমাংস (মহামাংস)।** মহামাংস—নরমাংস।

গোমাংস হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ভোজন, নরমাংস সকলেরই অভক্ষ্য।

ব্যঞ্জন বর্ণমালার আদ্যাক্ষর 'ক' পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুর মতো যে কখনও মুখে আনে নাই, অর্থাৎ উচ্চারণ করে নাই।

যাহার বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত নাই। গণ্ডমূর্খ।

শুভাচার্য্য। · উঃ বেটা কি দাম্ভিক।···কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে!

তুং কালা অক্ষর ভঁইস বরাবর। [ রামনারায়ণ—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব।

**'ক' অক্ষর জ্ঞান নেই, ব্রহ্মবিচার করে।**

মূর্খ ব্যক্তির পাণ্ডিত্যাভিমান।

**কইতে কইতে মুখ বাড়ে, দিতে দিতে হাত বাড়ে।**

মুখ বাড়ে—বাক্‌পটুতা জন্মে। দান করিতে করিতে দানশীলতা জন্মে। যাহা অভ্যাস করা যায় তাহাতেই উন্নতি হয়।

তুং Practice makes perfect.

**কইতে জানলে ঘাটি (ঠকি) না, বসতে জানলে উঠি না।**

সকল দিক ভাবিয়া কাজ করিলে কখনও ভুল হয় না।

**কইবার কথা নয়, না কইলেও নয়।**

কথাটা অতি গোপনীয়, কাহাকেও বলিবার উপযুক্ত নয়; অথচ কাহাকেও যতক্ষণ না বলা যাইতেছে কিছুতেই স্বস্তি নাই।

গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবার দুর্দমনীয় আকাংক্ষা।

**কইলে কথা নাড়াচাড়া, না কইলে পেটভরা।**

আহারে বসিয়া বেশী কথা কহিলে, খাদ্যবস্তু নাড়ানাড়ি করাই সার হয়, খাওয়া হয় না। নীরবে ভোজন করাই ভালো।

**কখন আছে কখন নাই।**

যাহা স্থায়ী নয়,—যে কোনো মুহূর্তে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

"বৃদ্ধ হয়েচি, কোন দিন আছি কোন দিন নেই, কাজ কি—এ হাঙগামা চুকিয়ে রাখাই ভাল।" অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**কখনো খেয়ো না যেন তালে আর ঘোলে ;**
**কখনো ভুলো না যেন ঢেমনের বোলে।** ঢেমন = দুশ্চরিত্র পুরুষ।

ঘোল শীঘ্র জীর্ণ হয়, তাল তাহা হয় না। ঘোল স্নিগ্ধকর, তাল উগ্র। ঘোল সংকোচক, তাল বিরেচক। এরূপ পরস্পর-বিরোধী দুইটি পদার্থ একত্র খাইলে পীড়ার সম্ভাবনা। কুলোকের কথায় বিশ্বাস করিলেও বিপদ ঘটিতে পারে।

**কখনো দিন বড়ো, কখনো রাত বড়ো।**

সব দিন সমান হয় না। কখনো সুখ বেশী কখনো দুঃখ বেশী।

তুং কভী কে দিন বড়, কভী কী রাত বড়ী।

**কখনো বা লাল গামছা, লোকে দেখে ফিরে ;**
**কখনো বা ছেঁড়া গামছা, গণ্ডা দশ গিরে।**

কখনো স্নান করিতে যায় নূতন লাল গামছা লইয়া, সকলে আগ্রহের সহিত চাহিয়া দেখে ; কখনো বহুগ্রন্থিযুক্ত ছেঁড়া গামছা।

অদৃষ্ট পরিবর্তনশীল।

**কচি পাঁঠা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ,**
**শাকের ছা, মাছের মা,—ডাক বলে বেছে খা।** (ডাক)

ছাগমাংস কচি হইলে নরম ও সহজপাচ্য কিন্তু মেষ মাংস পাকা হইলে মুখরোচক ও পুষ্টিকর হয়। দধি জমিলে উপরে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তলায় জল থাকে, সেজন্য উপরিভাগই ভালো ; কিন্তু ঘোলের উপরিভাগে জল থাকে এবং সারভাগ নীচে, সেজন্য তলার ঘোল উৎকৃষ্ট। কচি শাক সহজপাচ্য ও মুখরোচক। পাকা মাছ, যাহার বাচ্চা হইয়াছে-তাহাই পুষ্টিকর।

খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া নির্বাচন করা উচিত।

**কচু-কাটা করা।**

কচু গাছ কাটার মত অনায়াসে বহু লোককে হত্যা করা।

অমর মোগল সৈন্যকে মেবার যুদ্ধে কচুকাটা করেছে।

**কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়।** [ দ্বিজেন্দ্রলাল—মেবারপতন।

কচু গাছ অতি সহজে কাটা যায়। বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে কচু গাছ কাটিয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস হইতে পরে খুনী ডাকাত হইয়া ওঠে।

সামান্য কুকার্য করিতে করিতে ক্রমে ঘোর পাষণ্ড হইয়া থাকে।

তুং আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।

**কচু (কলা) পোড়া খাওয়া।**

পোড়া কচু বা কাঁচকলা অখাদ্য। গালি বা তিরস্কারে প্রযুক্ত।

কচু পোড়া খাও, উঠছি অমনি পেছু ডাকছ। টেকচাঁদ—আলাল।

**কচুবনের কালাচাঁদ।**

কালাচাঁদ—বৃন্দাবনের কদম্ব-কুঞ্জে কেলিরত শ্রীকৃষ্ণ।

যে দুশ্চরিত্র পুরুষ কচুবনে (বন-বাদাড়ে) লুকাইয়া থাকিয়া স্ত্রীলোকের গতিবিধি লক্ষ্য করে। লম্পট-প্রকৃতি পুরুষ।

আমি কচুবনের কালাচাঁদ, ক্যায়সে আমার প্রেমের ফাঁদ।

**কচুর বেটা ঘেঁচু, বড়ো বাড়েন তো মান।** [অমৃত বসু—যাদুকরী।

ঘেঁচু—কচুর মুখি। নিকৃষ্ট কচু-ঘেঁচু যতই বাড়ুক না কেন মানকচু অপেক্ষা বড়ো বা ভালো হইতে পারে না।

লক্ষ° হীন ব্যক্তির অধিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

**কচ্ছপ অযাত্রিক।**

কূর্ম ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে দ্বিতীয়। কূর্মরূপে তিনি বসুমতীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে বসুমতী স্থির ও নিশ্চল, গতিশীল নয়। সেজন্য কূর্ম স্থিতিশীলতার প্রতীক। এই স্থিতিশীলতার জন্য যাত্রাকালে কূর্মনাম পরিত্যজ্য।

**কচ্ছপ জলে থেকেও ডেঙায় ডিমের উপর নজর রাখে।**

কচ্ছপ উভচর জীব। অনেক সময় জলে বিচরণ করে। কিন্তু তখনও ডাঙায় যে ডিম পাড়িয়া রাখে তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

প্রিয় বস্তু দূরে থাকিলেও তাহার প্রতি মমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙগাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে জুতোর ওপোরও নজর রেখেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

**কচ্ছপের কামড়।**

প্রসিদ্ধি যে কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকা পর্যন্ত ছাড়ে না।

লক্ষ° শক্ত পাল্লা, যাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

কেদার। ... সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, যাকে একবার ধরে... তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। রবীন্দ্র—বৈকুণ্ঠের খাতা।

**কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মানো।**

বংশলোচন (সং বংশ্যবাচন)—নীলাভ শ্বেতবর্ণ পদার্থ, বৈদ্যকে দুষ্প্রাপ্য ঔষধ যাহা বিশেষ জাতীয় বাঁশের ভিতরে জন্মে, সাধারণ কঞ্চির ভিতরে পাওয়া যায় না। লক্ষ° হীন বংশে মহতের জন্ম।

বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো; কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সী, ছিরে বেনে, পুঁটে তেলি রাজা হলো।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

**কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা।**

নির্ভুল সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া যে পরিমাণ প্রাপ্য নির্ধারিত হয় তাহার ক্ষুদ্রতম অংশ (কড়া) পর্যন্ত রেহাই না দিয়া আদায় করিয়া লওয়া।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। বঙ্কিম—আনন্দমঠ।

তু° To the last farthing

**কড়ার ভিখারী।**

যে ব্যক্তি এত দরিদ্র যে একটি কড়ি পাইবার জন্যও ভিক্ষা চাহে। নিতান্ত দীনহীন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি।

কড়ার ভিখারী আমি কড়া পাইলে যাই।
শাপ বর দিবার কি সামর্থ্য আছে ভাই ॥

তু° কৌড়ী কৌড়ীকে মুহতাজ। [শ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী।

**কড়িও ছ'বুড়ি, দইও চাপ-চাপ।**

সামান্য মূল্যে উৎকৃষ্ট বস্তু খরিদ করা।

**কড়ি-কপালে।**

যাহার অদৃষ্টের গুণে প্রচুর অর্থলাভ ঘটে। যাহার লাভের বরাত।

**কড়িকাঠ গণা।**

এরূপ শূন্যদৃষ্টিতে উপর দিকে চাহিয়া থাকা যে দেখিলে মনে হইবে যে, অতি নিবিষ্ট মনে ঘরের কড়ি-বরগার সংখ্যা গণনায় নিমগ্ন।

>কাজকর্ম না করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কালহরণ করা।

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু হৌসের কর্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ সময়টা কাজকর্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গণিতেন।

**কড়ি-কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হ'লে কৃষ্ণ পাই।** [ বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ।

ধন থাকিলে ভগবানকেও লাভ করা যায়।

**"কড়িতে বাঘের দুধ মিলে"।** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

মূল কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।

বাঘের দুধ সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য ; তথাপি অর্থব্যয় করিলে তাহাও পাওয়া যাইতে পারে।

>অর্থব্যয় করিলে সব কিছুই পাওয়া যায়।

**কড়ি থাকলে বেহাইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,**
**না থাকলে নিজের বাপেরও হয় না।**

যাহার ধন আছে সে অপরের প্রয়োজনেও ব্যয় করিতে পারে ; যাহার নাই সে নিজের প্রয়োজনেও ব্যয় করিতে অক্ষম।

**কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।**

পূর্ণ মূল্য দিয়া নিকৃষ্ট বস্তু ক্রয় করা। ঠকিয়া যাওয়া।

**কড়ি দিয়ে কিনবো দই, তো গোয়ালিনী আমার কিসের সই?** (মেয়েলী)

গোয়ালিনীকে মূল্য দিয়াই যদি দই কিনিতে হয়, তবে তাহার সঙ্গে সখীত্ব করিয়া কি লাভ হইল ?

>যাহার কাছে কোনো উপকার পাওয়া যায় না, তাহার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব থাকা বৃথা।

**কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম ;**
**হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা বসো তো বাপু।** ( মেয়েলী )

বাঙালী হিন্দু বিবাহের স্ত্রীআচার কালে কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়া বরের হাতে তাঁত-বোনা মাকু দিয়া হাত দুটি ফুলমালা জড়াইয়া দেয় এবং এই ছড়া বলিয়া তাহাকে অনুগত ভেড়া বানাইয়া লয়।

বরপণ দিয়া জামাই কিনিয়া লওয়ার ইঙ্গিত।

**কড়ি দিয়ে নারী চিনি, নারী দিয়ে নর।**

অর্থের লোভ দেখাইয়া নারীর চরিত্র পরীক্ষা করা যায়। সেইরূপ নারীর দ্বারা পুরুষের চরিত্র পরীক্ষা হয়।

**কড়ি দিয়ে বিয়ে করলাম, জুড়ে রইল ঘর ;**
**আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর।**

বিবাহ করিয়া পুরুষের লাভ হয় এই যে, তাহার স্ত্রীপুত্রগণ সব কি দখল করিয়া বসে এবং সে যেন বাহিরের লোক হইয়া পড়ে।

**কড়ি নেবে গ'ণে, পথ চল্‌বে জেনে ;**
**আপন জনের সঙ্গে বিবাদ করবে আপন কানে শুনে।**

পরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজের বিবেচনায় কাজ করা নিরাপদ।

**কড়ির কেনা হাঁস, ঠ্যাং অবধি মাস।**

লক্ষ০ দাম দিয়া জিনিষ কিনিলে তাহা উৎকৃষ্ট মনে হয়।

**কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।**

বৃদ্ধের বিবাহ অর্থের উপর নির্ভর করে। সে যদি অর্থশালী হয়, তাহার বিবাহে কোনো বাধাবিঘ্ন হয় না।

অর্থব্যয় করিলে দুরূহ কার্যও সুসম্পন্ন হয়।

কড়িতে বুড়োর বিয়ে কড়ি লোভে মরে গিয়ে
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

তু° Money makes marriages.

**কড়ির লোভে কুড়েরও আঙুল চোষে।** কুড়—কুষ্ঠ।

ধনপ্রাপ্তির আশা থাকিলে কুষ্ঠরোগীর দূষিত অঙ্গুলিও চোষা যায়।

অর্থের লোভে লোকে অতি ঘৃণ্য বা বিপজ্জনক কার্যও করিয়া থাকে।

**কড়ে রাঁড়।**

সং কনীয়ান্ (ক্ষুদ্র)>কড়িয়া, কড়ে। সং রান্ড (নিষ্ফল)>রান্ডা, রান্ডী, রাঁড় = বিধবা।

যে নিতান্ত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে।

বেহুলা বলেন আমি হইলাম কড়্যা রান্ডী ॥ বংশীবদন—মনসামঙ্গল।

**কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।** (সং পঞ্চতন্ত্রম্)

মূল শত্রুমুন্মূলয়েৎ প্রাজ্ঞস্তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণেন শত্রুণা।
ব্যথাকারং সুখার্থায় কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥

দ্র° কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

**কণ্ঠাগত প্রাণ।**

মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন কেবল কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস বহে, ভয়ে বা উদ্‌বেগে সেইরূপ ক্লেশ বোধ করা।

নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে পিছনে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা হইল কণ্ঠাগত।

তু° কলেজা মুহপর আনা। [ রবীন্দ্র—পুরাতন ভৃত্য।

**কণ্ঠী-বদল।**

কণ্ঠী—বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠে ধারণ করিবার তুলসীকাঠের মালা।

বৈষ্ণব প্রথা মতে বর-কন্যার পরস্পর কণ্ঠী বিনিময় দ্বারা বিবাহ।

**কত জলে কত মসুরি ভেজে।**

মসুর ডাল ভিজাইতে হইলে কি পরিমাণ জল লাগে তাহার জ্ঞান। সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

তু° কত ধানে কত চাল।

**কত দুঃখের নীলমণি, জানে তো দিদি রোহিণী।** (মেয়েলী)

নীলমণি—শিশু কৃষ্ণ। রোহিণী—বাসুদেবের পত্নী ও বলরামের জননী। কংশের ভয়ে বসুদেব পত্নী রোহিণী ও পুত্র বলরামকে স্বীয় মিত্র ব্রজের গোপরাজ নন্দের আলয়ে রাখিয়া

আসিয়াছিলেন। পরে বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকেও তথায় রাখিয়াছিলেন। নন্দপত্নী যশোদা কত কষ্টে কৃষ্ণের লালন-পালন করিয়াছিলেন একমাত্র রোহিণীই তাহা জানিয়াছিলেন।

যে কথা সকলে অবগত নয়, একজন মাত্র জানে।

**কত ধানে কত চাল, ( + গিন্নী বিনে আল্ থাল।)**

আল্ থাল—আলুথালু, এলোমেলো, বিশৃংখল।

কি পরিমাণ ধান ভানিলে কত চাউল হইবে সংসারের গৃহিণীর সে অভিজ্ঞতা থাকে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে নানা বিশৃংখলা ঘটে।

লক্ষ০ কোন কার্যের কি ফল দাঁড়াইবে তাহা বুঝিতে পারা।

বিয়ে করবার সখে বাবু বাপের সংগে ঝগড়া করেছিলেন। তখন বোঝেন নি যে কত ধানে কত চাল। ত্যাজ্যপুত্র হয়ে এখন বুঝছেন।

তু০ আটে দালকা ভাব মালুম হোনা।

How many beans make a five.

**"কত রবি জ্বলে রে!" "কে বা আঁখি মেলে রে?"**

যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে তাহার ভিতরে নিদ্রিত আলসে কুড়ের মুদিত চক্ষে আলো পড়ায় ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে চোখ চাহিবে না, পড়িয়া ভাবিতেছে,—এত আলো, না জানি কতগুলা সূর্য উঠিয়াছে!

অলস ব্যক্তির স্বভাব বর্ণনা।

তু০ "পি পু", "ফি শু।"

**কত শত গেল রথী, এখন শেওড়াতলার চক্রবর্তী!**

যে কার্য বহু যোগ্য ব্যক্তিও করিতে পারে নাই, তাহা সামান্য এক চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ (যিনি সেওড়াতলায় অর্থাৎ জংগলাকীর্ণ স্থানে বাস করেন), তাহা করিতে উদ্যত।

মহতের অসাধ্য কার্য করিবার জন্য নগণ্য ব্যক্তির প্রয়াস।

তু০ বড়ো বড়ো হাতী গেল তল, মশা বলে কতো জল।

**কত সাধ যায় রে চিতে,—**
**মলের আগে চুট্‌কি দিতে (ফোক্‌লা দাঁতে মিশি দিতে)। (মেয়েলী)**

মলের সংগে সামান্য চুট্‌কি পরার কোনও সার্থকতা নাই। যাহার দাঁত নাই তাহার মিশি লাগাইবার সখ হওয়াও অস্বাভাবিক ও হাস্যকর।

লক্ষ০ কোনরূপ অদ্ভুত বা অসংগত সাধ হওয়া।

'কী বলেছিলি?' কথাটা ধরিয়ে দিলুম: 'বিয়ে করতে বলেছিলি?'

হরেন্দ্র বললে, 'বলেছিলুম, কী হবে এমনি বসে' থেকে, দিনে-দিনে দু'জনেই বুড়িয়ে গিয়ে?……চল্ আমরা দু'জনে চ'লে যাই।'

'ও ঠাট্টা করে' উঠলো, চোখ টেরিয়ে মাজা বেঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটলো : কত সাধ যায়রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে !

**কথা, কড়া, কারসাজি,—তিনে করে কবিরাজী।** [ অচিন্ত্য—পলায়ন।

কবিরাজী ব্যবসায়ের তিনটি অঙ্গ,—বিস্তর কথা বলা, কড়া ঔষধের ব্যবস্থা করা এবং নানা কৌশল প্রয়োগ করা।

চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিদ্যা অপেক্ষা বাক্‌চাতুর্য এবং কৌশলের প্রয়োজন।

তুং চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী।

**কথা টলার চেয়ে পা টলা ভালো।**

হাঁটিবার সময় যত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন অঙ্গীকার পালন সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক সাবধান হওয়া কর্তব্য।

তুং Better to slip with the foot than with the tongue.

**কথাটা কইলে ব্যথাটা সারে ; বিনয়েতে কি না করে।**

যে মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহার নিকট সান্ত্বনার কথা বলিলে দুঃখ দূর হয়। মধুর বচনের দ্বারা সকল ব্যাপারেই সাফল্য লাভ হয়।

**কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায়।**

মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিয়া হাতী পর্যন্ত পুরস্কার পাওয়া যাইতে পারে। আবার কথা বলার দোষে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশও হইতে পারে।

>কথা বলার দোষগুণ অনুসারে বিভিন্ন ফল ফলিয়া থাকে।

তুং কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি।

बातो हाथी पाइयां बातों हाथी पावें।

**কথা দিয়ে কথা বা'র করা।**

কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে নিজ পক্ষ হইতে কিছু বলিয়া, তাহার বিনিময়ে অপরের গোপন কথা জানিয়া লওয়া।

**কথা নাই বার্তা নাই।**

পূর্বে কোনো বিষয়ের আলোচনা বা উল্লেখমাত্র না হইয়া যাহা অকারণে ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে।

সহসা এবং বিনা কারণে।

—'আজ্ঞে, ওই ছিরু পাল !...কথা নাই, বার্তা নাই, এসেই এক গাছা দড়ির বাড়িতে দেখেন কি করে দিলে, দেখেন !' সে আবার পিছন ফিরিয়া ক্ষতবিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল।

তুং বলা নেই কওয়া নেই। [ তারাশঙ্কর—গণ-দেবতা।

**কথা বেচে খাওয়া।**

বিস্তর কথা বলিয়া তাহার বিনিময়ে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করা।

ব্যবহারজীব, দালাল ই০ কর্তৃক বাক্ চাতুর্য দ্বারা জীবিকার্জন।

বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়,

তাদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যো০—বাজিমাৎ।

তু০ बातों के बल रोटी खाय।

**কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান,**

**বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান।**

অনূঢ়া অথবা বিবাহিতা কন্যা দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে বাস করিলে, পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকার জন্য তাহার সম্ভ্রমহানি ঘটে।

**কথায় কথা বাড়ে, মন্থনে বাড়ে ঘি,**

**বাপে পুত বাড়ায়, মায়ে বাড়ায় ঝি।**

দুধ বা ঘোল অধিক মন্থন করিলে মাখন বা ননির পরিমাণ বাড়ে, তাহাতে অধিক ঘৃত উৎপন্ন হয়। পিতার প্রশ্রয় পাইয়া পুত্রের এবং মাতার প্রশ্রয় পাইয়া কন্যার যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়।

**কথায় কথায়।**

(১) প্রতি কথায়।

কথায় কথায় এমন ছল ধরা তোর ভয়ানক বদ্ অভ্যাস।

(২) আলোচনা প্রসঙ্গে ; পরম্পরাক্রমে।

সেদিন কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাস করেছিলুম যে, সেই জমি-বেচা টাকাটা এখনো আছে না খরচ হয়ে গেছে।

(৩) পদে পদে ; যখন তখন ; কারণে-অকারণে।

ইউরোপ য়িহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এই কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে …অষ্টম হেনরীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না।

**কথায় কাজ কি!** [ বঙ্কিম—কৃষ্ণচরিত্র।

বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্য০ স্বীকৃতির ছলে অস্বীকার বা প্রতিবাদ।

স্বাধীন হয়ে আমাদের যা সুখ হয়েছে, সে আর কথায় কাজ কি!

**কথায় ( +মন ভেজে, ) চিঁড়ে ভেজে না।**

শুষ্ক চিঁড়া ভিজাইয়া নরম ও আহারের উপযোগী করিবার জন্য জল, দুধ, দই ই০ তরল পদার্থের সংযোগ প্রয়োজন হয়। তাহার পরিবর্তে মিষ্ট কথা শুনাইলে চিঁড়া নরম হয় না।

লক্ষ০ কেবলমাত্র কতকগুলো ফাঁকা কথার দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হয় না বা কাহাকেও সন্তুষ্ট করা যায় না।

তু০ बातोंसे पेट नहीं भरता।

Fine words butter no parsnips.

**কথায় ধন্য, কাজে শূণ্য।**

বড়ো বড়ো কথা বলিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু কাজে পটু নয়।

তু০ Much cry, little wool

**কথায় বলে।**

চলিত কথায় বা প্রবাদাদির ভাষায় বলা হইয়া থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে এ কার্য্যে হাতে খড়ি দেওয়া হলে তেমন সুফল হয় না। শৈশব হইতে তালিম করা দরকার। কথায় বলে, কাঁচায় না নুইলে বাঁশ, পাকলে করবে ট্যাঁশ ট্যাঁশ! ললিত—পাগলা ঝোরা।

**কথায়-বার্তায় সুপারিশ, মাঠা নিবি তো ছালা আনিস।**

বচনে বেশ অমায়িক কিন্তু কিছু দিবার বেলায় বাজে কথায় ভুলানো।

**কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে,**
**গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে।**

গ্রামের যে মণ্ডল বা দলপতি হয় তাহার কথার ধরণ দেখিয়াই বুঝা যায়। দান করিতে দেখিলে লোককে দাতা বলিয়া জানা যায়। পরুষ বচন দুর্বৃত্তের পরিচয় দেয়।

**কথায় সাউ শুঁড়ি, কথায় ছুঁড়ী বুড়ী।**

বেশী বাজে কথা কহিলে সম্ভ্রান্ত বণিক হীন সুরা-বিক্রেতা বলিয়া মনে হয়। পাকা পাকা কথা কহিলে বালিকাও বৃদ্ধা বলিয়া মনে হয়।

>কথায় দোষগুণ অনুসারে বক্তার প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়।

**কথার কথা।**

বহু কথার মধ্যে এমন কোন অপ্রয়োজনীয় কথা যাহার কোনও বিশেষ অর্থ বা মূল্য নাই। ফাঁকা কথা, বাজে কথা,—কাজের কথা নয়।

নারীত্ব হয়েছে, সখি, দেবত্বে বিলীন,—
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন! দেবেন্দ্র সেন—গোলাপগুচ্ছ।

**কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি।**

কথা বলার দোষগুণের উপর ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ভর করে।

**কথার ঘা সয় না, হাতের ঘা সয়।**

প্রহারের ফলে দেহে যে ব্যথা লাগে তাহা বরং সহ্য হয় কিন্তু দুর্বচনে অন্তরে যে ব্যথা লাগে তাহা অসহ্য।

**কথার চোটে খাদের কেঁচো মোড় দিয়ে ওঠে।** খাদ=গর্ত।

কেঁচো অতি নিরীহ প্রাণী হইলেও অত্যাচার করিলে চঞ্চল হইয়া উঠে। লক্ষ০ শান্ত প্রকৃতির লোকও দুর্বাক্যের ফলে রুষ্ট হয়।

তু০ Even the worm turns.

**কথার দোষে কার্য নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান,**
**গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**কথার দোষে বার্তা নষ্ট।**

কথা বলিবার দোষে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না, এবং ফলে অনর্থ ঘটে।

**কথার ধোকড় ( ধুকুড়ি )।**

ধোকড়—মোটা কাপড়ের বা চটের থলি।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি অনেক কথা জানে ও বলিতে পারে। প্রগল্‌ভ।

তু০ A chatterbox.

**কথার নাম মধুরাণী, যদি কথা কইতে জানি।**

স্থান-কাল-পাত্র বুঝিয়া কথা কহিবার কৌশল জানিলে তুষ্ট করা যায়।

**কথার নেই মাথা,—বেঙে খায় চিঁড়ে-দই।**

প্রলাপ বাক্যের ন্যায় অর্থহীন কথা; যেমন, বেঙ চিঁড়া-দই খাইতেছে।

**কথার পিঠে কথা।**

কোন কথা শুনিবামাত্র তাহার প্রত্যুত্তর বা প্রতিবাদ।

**কথার পেঁচাপেঁচি, কাজের আঁচাআঁচি।**

ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে বহু অকর্মণ্য ব্যক্তি জুটিয়া জটলা করে, কিন্তু কাজ করিবার বেলায় নিশ্চেষ্ট ভাবে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকে।

**কথার ভট্‌চায্যি।**

ভট্টাচার্য ( শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ) যেমন বহু শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেন, সেইরূপ যে শিশু অনাবশ্যক অনেক পাকা পাকা কথা বলে।

বালক আবারও কি বলিতে যাইতেছিল, মা তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "কথার ভটচায্যি হয়েছেন! তুই থাম বাপু হাঁ!"

**কথার মতন কথা।** [ প্রভাত—গরীব স্বামী।

যে কথা আদর্শস্থানীয়। সারবান, মূল্যবান কথা।

"তবে কি এইটুকু বুঝিস-নে রে নিব্বুদ্ধি, জীবনে আর কখনো দার পরিগ্রহ করব না।"

উত্তরে বলিলাম, "ধন্য—ধন্য! সাধু—সাধু! এত দিনের পর

একটা কথার মত কথা শোনা গেল !" স্বর্ণকুমারী দেবী—স্বপ্নবাণী।

তুং লাখ কথার এক কথা।

**কথার মানুষ।**

যে ব্যক্তি আপন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালন করে।

সে জন্য আপনার চিন্তা নাই। সতীশদা কথার মানুষ, সে যখন হাঁ বলেছে, তখন না হবে না। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

তুং A man of his word.

**কদম-ছাঁট চুল।**

মাথার ঘন এবং কঠিন চুল সমান এবং ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, যাহার জন্য মাথাটি কদম ফুলের মত দেখায়।

লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রং, খর্ব্বাকৃতি, কদম ছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোখের কোণে পিচুটি। 'বনফুল'—জঙ্গম।

**কদাচিৎ কুপিতা মাতা ন কুপিতা হরীতকী।** (সং)

জননী কুপিত হইলেও হরীতকী কখনও কুপিত হয় না।

আয়ুর্বেদ মতে হরীতকী সকল রোগ নাশ করে, কখনও মন্দ প্রতিক্রিয়া দ্বারা রোগীর অনিষ্টসাধন করে না।

**'ক' দেখেই কেঁদে আকুল।**

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদ বর্ণমালা শিখিতে গিয়া প্রথম অক্ষর "ক" দেখিতেই কৃষ্ণকে মনে পড়িয়া গেলে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, ফলে বর্ণপরিচয় হইল না।

ব্যং পাঠে অমনোযোগী শিশুর প্রতি প্রযুক্ত।

**কনে-দেখা মেঘ।**

সন্ধ্যার সময় যে সোনালী রঙের মেঘের আলোকে সকল বস্তুর বর্ণ উজ্জ্বল দেখায় এবং সে জন্য বিবাহের পাত্রী অতি সুন্দর দেখায়।

"...তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলমল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে।" রবীন্দ্র—চার অধ্যায়।

**কনের আশা হবে বিয়ে ; তিথির লেগে থাক্ গে' শুয়ে।**

বিবাহের জন্য কন্যার যতই আগ্রহ থাকুক, তাহা নিজের ইচ্ছামত ঘটিবার উপায় নাই,—উপযুক্ত লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

নিজের ইচ্ছামত সময়ে কোনো কাজ হয় না, তাহা যথাসময়েই ঘটে।

**কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে,**
**আর বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচ শ' টাকার পাশে।**

একই ব্যাপারে এক পক্ষের আনন্দ অপরের দুঃখ।

**কনের মা কনে বাখ্‌নায়, আমার মেয়েটি ভালো—**
**ধানসিদ্ধ হাঁড়ির চেয়ে একটুখানি কালো।**

বাখ্‌নায় = ব্যাখ্যা করে ; রূপগুণের বর্ণনা করে।

নিজের সন্তানকে সকলেই ভালো দেখে এবং সেইরূপ প্রচার করে।

**কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটুলি বাঁধে।**

যে ক্ষেত্রে বিবাহের সময় পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিবার প্রথা আছে, কন্যা বিবাহান্তে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে ভাবিয়া তাহার মাতা কাঁদিতে থাকে, কিন্তু পণস্বরূপ প্রাপ্ত টাকা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইতে ভোলে না।

দুঃখশোকের ভিতরেও প্রবল স্বার্থচিন্তা।

**কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।** (সং, মহানির্বাণ তন্ত্র)।

মূল +দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা !!

কন্যাকেও যত্ন সহকারে পালন ও শিক্ষাদান করা কর্তব্য।

**কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।**

যে ক্ষেত্রে অকৃত্রিম ভালবাসার অভাব সেখানে প্রতারণার ভাব থাকে ; বচনে ও ব্যবহারে মাধুর্য থাকিলেও মনের মধ্যে অনিষ্ট-চিন্তা থাকে।

**কপালও চুল্‌কানো, সেলামও বাজানো।**

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা করিতে বাধ্য হইলে এরূপ ভাবে হাত দিয়া কপাল স্পর্শ করা, যাহাতে সেলাম করাও মনে হয় আবার কেবলমাত্র কপাল চুলকানোও হইতে পারে।

দ্ব্যর্থবোধক কাজ করা।

**কপাল গুণে গোপাল মেলে।**

গোপাল—আদর-যত্নে পালিত সুশীল ও সুবোধ পুত্র। ব্যং কুপুত্র।

দুরদৃষ্টের ফলেই কুপুত্র লাভ ঘটে।

**কপাল ঠুকে লাগা।**

ফলাফল কি হইবে তাহা বিবেচনা না করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

তুং To try one's luck.

**কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না।**

সৌভাগ্য নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা ফিরিয়া আসে না।

**কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্ব-ঝুলি হাতে ;**
**মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেই কো তা'তে।** ( মেয়েলী )

তুম্ব—ভিক্ষাপাত্র রূপে ব্যবহৃত লাউয়ের ফাঁপা খোল।

ভিক্ষুকের উপযুক্ত সাজসজ্জার ত্রুটি নাই, তথাপি ভিক্ষা মিলে না। ব্যর্থ বাহ্যাড়ম্বর।

**কপালে থাকলে, শাক বেয়েও গু আসে।**

অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে তাহা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া থাকে।

**কপালে (ভাঁড়েতে) নাইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি ?**

ঘি খাওয়া যাহার ভাগ্যে নাই সে শূণ্য ভাণ্ডে যদি ক্রমাগত পলার আঘাত করিয়া ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করে তথাপি ঘি বাহির হইবে না।

অদৃষ্টে যে সুখ নাই তাহা সহস্র চেষ্টাতেও পাওয়া যায় না।

**কপালে নাইকো সুখ, এমনই বিধাতা বিমুখ !**

বিধাতা এতই বিরূপ যে কপালে কিছুমাত্র সুখ লেখেন নাই, সেজন্য জীবনে কোন সুখই ঘটিতেছে না।

**কপালে যদি জুটলো ভাত,—আলোনা ব্যঞ্জন, ছেঁড়া পাত।**

অভাগার অদৃষ্টে পরিপূর্ণ সুখ লাভ হয় না, কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়।

**কপালে যার মৃত্যু লেখা, তার ঘরে বাঘ দেয় দেখা।**

যাহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে, গৃহে বসিয়া থাকিলেও তাহার রক্ষা নাই ; মৃত্যু তাহার গৃহে আসিয়া দেখা দেয়।

**কপালের এমনি ফের,**
**যাবো বিয়ে করতে, না কাটি শংকর ঘোষের খ্যাড় !** খ্যাড়—খড়।

দ্রঃ খেয়ে দেয়ে যায় শুতে, বিধাতা নিয়ে যায় মুলো চুরি করাতে।

**কপালের দোষে ভাত না মিলে ; ভিটায় দোষে রাত পোহালে।**

নিজের অদৃষ্ট দোষে যাহার অন্ন জুটে না, সে তাহা না বুঝিয়া বাস্তু ভিটার দোষ মনে করে।

**কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।**

ললাটের উপর বিধাতা পুরুষের লিখিত ভাগ্যলিপিতে যাহা নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহার অন্যথা হয় না।

পূর্ব হইতে যেরূপ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহা অবশ্যই ফলিবে।

তুঃ ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি।

भाग्यके लिखेकी कौन मेट सकता है ।

What is lotted cannot be blotted.

কবি-প্রসিদ্ধি।

প্রাচীন কবিগণ কর্তৃক কল্পিত কতকগুলি নৈসর্গিক নিয়ম ইং, বাস্তবে যাহার কোন ভিত্তি না থাকিলেও মনোহারিত্ব গুণে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী সাহিত্যকারগণ কর্তৃক নির্বিচারে অনুসৃত হয়।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে প্রচলিত এবং বাংলা সাহিত্যে গৃহীত কতিপয় কবি প্রসিদ্ধি ঃ—

রাজহংস জল হইতে মিশ্রিত দুগ্ধ পৃথক করিয়া পান করে।

বর্ষাগমে রাজহংস মানস সরোবরে চলিয়া যায়।

মেঘোদয় হইলে ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করে।

চক্রবাক-দম্পতি সন্ধ্যাসমাগমে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রভাতে পুনর্মিলিত হয়।

চকোর জ্যোৎস্না পান করে।

মেঘোদয় হইলে চাতক মেঘের নিকট জল ভিক্ষা করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

চাতকের গায় ছিদ্র থাকা হেতু মুখ নামাইয়া জল পান করিতে পারে না। সেজন্য ঊর্ধ্বমুখে বৃষ্টির জল পান করে।

কাকী একটিমাত্র শাবকের জন্ম দেয়। (দ্রঃ কাকবন্ধ্যা।)

কাকের এক চক্ষু কানা।

অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়ে বর্ষার অবসান হয় এবং জল পরিষ্কার হয় (দ্রঃ অগস্ত্যোদয়)।

স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলবিন্দু সামুদ্রিক শুক্তিমুখে পড়িলে তাহা মুক্তায় পরিণত হয়।

কমলিনী (রক্তপদ্ম) সূর্যের অনুরাগিনী, সেজন্য দিবসে বিকশিত ও রাত্রে মুদিত হয়।

কুমুদিনী (শ্বেতপদ্ম) চন্দ্রের অনুরাগিনী, সেজন্য রাত্রে বিকশিত ও দিবসে মুদিত হয়।

অশোক তরুতে ফ হয় না।

চন্দন বৃক্ষে ফ ও ফু কিছুই হয় না।

হস্তীর মস্তকের ভিতর গজমুক্তা জন্মে। সিংহ তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া মণি বাহির করে।

সর্পের মস্তকে মণি থাকে। সর্প সঙ্গীতে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়।

কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘের গর্জন না হইলে ছাড়ে না।

সুন্দরীগণের সান্নিধ্যলাভে নিম্নলিখিত পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হয়—

পাদাঘাতাদশোক স্তিলকুরবককৌ বর্ণিনালিঙ্গ নাভসং
স্ত্রীণাং স্পর্কাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকশরি বকুল সীধুগণ্ডুষসেকাৎ।
মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসানাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাৎ চূতো
গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥

কবিয়ালের শাল-দোশালা, পুরুতের পাঁচহাতি।

কবিয়াল—যাহারা কুরুচিপূর্ণ গান শোনায়। পাঁচহাতি—ছোট ধুতি। অধমের সমাদর ও যোগ্যের অনাদর।

**কবে মরবো কেবল তাই জানি না।**

চতুর সবজান্তা ব্যক্তির উক্তি ঃ—আমার অজানা কিছুই নাই, সবই বুঝি ; কেবল একটি কথা জানি না—আমি কবে মরিব।

হাবার মা বলিল—আমি যা বলেছিলাম তাই। হাবার মা সব জানে, কেবল মরবে কবে গো তাই জানে না। প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

**কবে হবে পো, নেকড়া-কানি তুলে থো।** ( মেয়েলী )

সূতিকাগারে ব্যবহারের জন্য বিস্তর বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই ভবিষ্যতে সন্তান জন্মের আশায় ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করিয়া রাখা।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনার জন্য পূর্ব হইতে আয়োজন করা।

**কম বৃষ্টিতে কাদা, বেশী বৃষ্টিতে সাদা।**

অল্প বৃষ্টি হইলে ধূলা মাটির উপর জল জমিয়া কাদা হয়। কিন্তু বৃষ্টি অধিক হইলে জলের প্রবাহে কাদা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়।

লক্ষ০ যে বস্তু পরিমাণে অল্প হইলে অনর্থ ঘটে, অধিক পরিমাণে তাহা মঙ্গলকর হয়! যেমন,—অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

**কমল-বনে করী।**

পদ্মবনে হস্তী প্রবেশ করিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

লক্ষ০ প্রবলের অত্যাচার।

তু০ A bull in a china-shop.

**কমৃলি নেহি ছোড়তা।**

নদীতে কালো কম্বলের মত কি একটা বস্তু ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া এক সাধু তাহার সঙ্গী সাধুকে সেই কম্বলটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু কাছে গিয়া দেখা গেল উহা কম্বল নয়, একটা ভালুক। সাধুকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভালুক স্রোতে ভাসিয়া চলিল। প্রথম সাধু তাহার সঙ্গীকে কম্বলের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, 'কম্বলে আর কাজ নাই, তুমি কম্বল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইস।' ভালুকের আলিঙ্গনাবদ্ধ দ্বিতীয় সাধু উত্তর করিল· 'আমি তো ছাড়িতে চাই, কিন্তু কম্বল যে আমাকে ছাড়িতেছে না।'

লক্ষ০ কাহাকেও ছাড়িতে চাহিলেও তাহার হস্ত হইতে নিস্কৃতি না পাওয়া। শক্ত পাল্লায় পড়া।

"যা—এক্ষুনি বিয়ে করগে তুই। আমি নিঃস্বত্ব হয়ে ছেড়ে ছিচ্ছি।

হাসিয়া সরমা বলিল, "ও সব বাজে ফক্কুড়ী রাখ। তুই যা পারিস ওকে ছাড়তে, সে তোর চেয়ে আমি বেশী জানি। তা ছাড়া, তুই ছাড়লেও কমলী ছোড়তা নেই। তার মনটা যে তোকেই আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে রয়েছে।" নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

তু০ To catch a Tartar.

**কমলে কণ্টক।**

রক্তপদ্ম অতি বৃহৎ ও সুন্দর, কিন্তু কন্টকের জন্য দোষযুক্ত।

কোন বস্তুই সম্পূর্ণ দোষশূন্য নয়।

তু° No rose without its thorns.

**কম্বলের লোম বাছা।**

কম্বলের সমস্তটাই ভেড়া ইং পশুর লোমে প্রস্তুত, সুতরাং কম্বল হইতে একটি একটি করিয়া লোম বাছিয়া ফেলিয়া দিলে গোটা কম্বলটাই চলিয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

লক্ষ° যে বস্তু দোষে পরিপূর্ণ তাহার সংশোধনের চেষ্টা বৃথা।

**কয়লা না ছাড়ে ময়লা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**কয়লার ব্যাপারীর মুখ কালো।**

লক্ষ° হীন সংসর্গের ফলে অবনতি ঘটে।

তু° कोयलेकी दलालीसे हाथ काले।

**কয়লার ময়লা ছোটে যখন আগুণ ছোঁয়।**

বিপদের মধ্য দিয়া চরিত্রের শুদ্ধি হয়।

কয়লাকে ধুলে তার রং বদলানো যায় না। তাকে আগুণে পোড়াতে হয়। শরৎ—রমা।

তু° कोयलेका मयला छुटे जब आग करे परबेस।

**কয়লার রং যায় না ধুলে।**

কয়লার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ কিছুতেই দূর হয় না।

যাহার স্বভাব মন্দ বহু চেষ্টাতেও তাহার সংশোধন হয় না।

তু° অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

Can the leopard change his spot?

**করবে খেতি, তো দেখবে নিতি।**

কৃষিকার্য করিতে হইলে নিয়মিত পরিদর্শন প্রয়োজন।

**করিনি তো ডরি কেন?**

যে অন্যায় কার্য করে নাই তাহার ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই।

**ক'রে খাওয়া।**

নিজের চেষ্টায় নিজের ভরণপোষণের উপযোগী অর্থ উপার্জন করা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তবে কি না একটু বুদ্ধি দরকার। তা তোমার বুদ্ধি ত বেশ আছে দেখতে পাই।

রামকান্ত। এজ্ঞে। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি কর্ত্তা!

দ্বিজেন্দ্রলাল—বিরহ।

**করো গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামুন আছে ।**

কুল-পুরোহিতের সহিত বিবাদ হইলেও পিতৃ-শ্রাদ্ধের মত অবশ্য করণীয় কার্য কখনও আটকায় না, অপর পুরোহিতেরও অভাব হয় না।

একজনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেও আরও অনেক লোক আছে যাহাদের সাহায্যে কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

**করো যদি তাড়াতাড়ি, ভুলের হ'বে বাড়াবাড়ি ।**

কোনো কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিবার জন্য বেশী তাড়াতাড়ি করিলে অসাবধানতার ফলে নানা ভ্রম-ত্রুটি ঘটিয়া থাকে।

তু০ ঝটপটকী ঘানী, আধা তেল আধা পানী ।

Hurry spoils the curry.

**কর্জ ক'রে খাওয়া, আর ভাঁটায় না' বাওয়া ।**

কর্জ করা টাকা এবং নদীতে ভাঁটার টান, কোনটা বেশীক্ষণ থাকে না।

>অনিশ্চিত ও স্বল্পক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর নির্ভর করার লাভ নাই ।

তু০ উধারকা খানা, ফুসকা তাপনা ।

**কর্জ ক'রে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় যায়, তার সুবিধা পায়-পায় ।**

ভেটেল নৌকা—নদীতে ভাঁটার সময় স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেলে নৌকা চালাইতে কোন শ্রম হয় না।

যে পরের উপরে নির্ভর করিয়া চলে তাহার আরামে দিন যায়।

**কর্জ করে যে, কষ্ট পায় সে ।** অর্থ সুস্পষ্ট ।

**কর্তাভজা ।**

খৃ০ ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে আউল চাঁদ কর্তৃক লুপ্তপ্রায় সহজিয়া ধর্ম পরিবর্তিত রূপে পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। আউলচাঁদ ও তাঁহার পরবর্তী গুরু রামশরণ পাল 'কর্তা মশায়' নামে অভিহিত হইতেন এবং শিষ্যগণ কর্তৃক দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইতেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের ঐ নাম।

ব্যা০ কর্তৃস্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্তাবক বা অন্ধ অনুসরণকারী।

মহাত্মাকে ঘিরে উন্মত্ত হয়ে অর্থাৎ যে কর্তা-ভজা মনোবৃত্তির জন্য ভারতের অধঃপতন, সেই অন্ধ-ভক্তির শিখরে দাঁড়িয়েই গান্ধীজী মহাত্মা হলেন। "বনফুল"—সপ্তর্ষি।

**কর্তা (বাবু, দাদা) মুগের ডাল খান না ;**
**কেন খান না? না, পান না তাই খান না ।**

ক্ষে০ পান না তাই খান না।

যে বস্তুর অভাব তাহা স্বেচ্ছায় বর্জিত বলিয়া প্রচার করা।

তু০ রোটীপরকা ঘী গির গয়া, সুঝে রুখী হী ভাতী হৈ।

Grapes are sour.

**কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।**

প্রভু বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিই সর্বেসর্বা। তাঁহার অভিরুচি অনুসারেই সকলে কাজ করিতে বাধ্য,—বিচার বা যুক্তি-তর্ক করা চলে না।

সার্বভৌম। এক্ষণে...... আমাদের যথাযোগ্য বিদায় পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্বাদ করতে করতে চ'লে যাই।

দেওয়ান। এবার বাবু আসছেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিদায় করবেন।

সকলে। কারণ—কারণ?

দেওয়ান। কারণ অবশ্যই আছে। কর্তার ইচ্ছা কর্ম।

**কর্তার (গিন্নীর) গায়ে গন্ধ নেই।** [ অমৃতলাল— কালাপানি।

প্রভুস্থানীয় ব্যক্তির মিথ্যা তোষামোদ।

**কর্তার পাতে মাছের মুড়ো।**

যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট বস্তু খাইতে দেওয়া হয়।

**কর্পূর ভক্ষিলে কাকে কি পাইবে স্বাদ?**

লক্ষ০ অজ্ঞ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বস্তুর মর্যাদা বুঝিতে পারে না।

তু০ চাষা কি জানে মদের স্বাদ।

**কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ। (সং)**

মূল কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমহরিণমন্বগাঃ ॥

কর্মই বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে, কর্ম বুদ্ধির অনুগামী হয় না।

মানব-বুদ্ধি স্বাধীন নয়, উহা কর্মফলের দ্বারা পরিচালিত হয়।

**কলম চালানো।**

অপরের লেখা কাটিয়া তাহার খণ্ডন, সংশোধন বা পরিবর্তন।

>অপরের বক্তব্য সংশোধন বা পরিবর্তন করা।

আমাদের দেশের লৌকিক শাস্ত্রে একটা মৌখিক সূত্র আছে—'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে।' কোন অখ্যাতনামা টীকাকার তাহার উপর কলম চালাইয়া টিপ্পনী কাটিয়াছেন—'যদি না পড়ে ধরা।'

[ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

**কলম পেষা।**

কাগজের উপর কলম ঘষা।

মুহুরি বা কেরানির বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লেখার কাজ করিতে থাকা।

এত লেখাপড়া ক'রে আমরাও তো এইরকম একটা কিছুই ক'রবো। হয় কলম পিষবো, নয় তো তোমার মতই কিছু একটা দোকান দিয়ে ব'সবো।

তু০ Quill-driving. [ রণজিৎ সেন—আগামী পৃথিবী।

**কলমীর ঝাড়।**

কলমী শাকের বহুদূর -প্রসারিত শাখা-প্রশাখা।

লক্ষ০ যে পরিবারের নানাস্থানে বহু আত্মীয়-কুটুম্ব আছে।

**কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রাজপুত।**
**বৈদ্য চিনি তারে যার ঔষধ মজবুত॥**

কাহার কি জাতি বা বৃত্তি তাহা তাহার আকৃতি, বাহ্য লক্ষণ বা কর্মকুশলতা দেখিয়া অনুমান করা যায়।

**কলমের খোঁচা।**

প্রতিকূল মন্তব্য লিখিয়া পরের অনিষ্ট সাধন।

তু০ A stroke of the pen.

**কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই ফুরায়।**

লক্ষ০ সঞ্চিত অর্থের অপরিমিত ব্যয় করিলে শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়।

সুরধুনী বলিল, "...কলসীর জল, গড়াতে গড়াতে কতকাল আর থাকবে? এই সময় হাতে কিছু থাকতে থাকতে বিয়েটা ওর সেরে ফ্যালো।

[ শৈলজানন্দ হোমানল।

**কলা খাওয়া।**

হিন্দু শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশ্যে পাকা কলা দিয়া আতপ চাউল মাখিয়া পিণ্ড দেওয়া হয়। >মৃত অথবা বিনষ্ট হওয়া।

বইগুলো দেখছি বৃষ্টিতে ভিজে সব কলা খেয়ে গেছে!

**কলা দিয়ে পোলা ভোলানো।** পোলা = পুত্র, শিশু।

লক্ষ০ ক্ষুদ্র প্রলোভন দেখাইয়া ফুসলাইবার চেষ্টা করা।

তোমাদের স্কুলের জন্যে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে বলছ, তাতে আমার লাভ কি? আমার নামে স্কুল হবে? ভারি তো! কলা দিয়ে পোলা ভোলাতে এসেছ?

**কলা দেখানো।** কলা – বৃদ্ধাঙ্গুলি ( আকৃতিগত সাদৃশ্যবশতঃ )।

অপরকে ঠকাইয়া বাহাদুরি দেখানো বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

গাঙ্ পেরিয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।

**কলাপাতে না এগোতেই গ্রন্থ লেখার সাধ!**

পাঠশালার পড়ুয়ারা লিখিতে শিখিবার সময় প্রথমে বালি ছড়াইয়া তাহার উপর তর্জনী দিয়া লিখিত, পরে ভূমির উপর খড়ি দিয়া লিখিত। অতঃপর কালি-কলম দিয়া তালপাতায় ও পরে কলাপাতায় লিখিত এবং সর্বশেষে কাগজে লিখিবার গৌরব লাভ করিত।

সামান্য যোগ্যতাও যাহার নাই তাহার দুরূহ কাজ করিবার ধৃষ্টতা।

**কলা-বউ।**

দুর্গাপূজার প্রারম্ভে প্রতিমার পার্শ্বে গণেশের মূর্তির দক্ষিণে কদলি বৃক্ষাদি দ্বারা রচিত যে নব-পত্রিকাবাসিনী দুর্গার মূর্তি স্থাপিত হয় তাহা গণেশের বধূ বলিয়া কল্পিত এবং বস্ত্রমণ্ডিত হইয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত দেখায় বলিয়া এই নাম।

লক্ষ০ দীর্ঘ অবগুণ্ঠণবতী অতিরিক্ত লজ্জাশীলা নারী।

মামীর ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, ছি ছি, মামী হয়ে ভাগ্নের কাছে ঘোমটা টেনে কলাবৌ সাজবে? [ মানিক বন্দ্যো০—অতসী মামী।

**কলায় দলা, হলুদে ছাই,**
**বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।** দলা = মাটির ডেলা।

কলাগাছের গোড়ায় মাটি এবং হলুদ গাছের গোড়ায় ছাই দিলে ফল ভালো হয়। সেইরূপ বধূকে সন্তুষ্ট রাখিলে পুত্র প্রসন্ন থাকে।

গোড়া বাঁধিয়া কাজ করিলে ফল শুভ হয়।

**কলার ভেলায় সমুদ্র পার।**

কলাগাছের গুঁড়ি পাশাপাশি বাঁধিয়া যে ভেলা নির্মিত হয় তাহা জলে ভাসে বটে, কিন্তু তাহাতে চড়িয়া সমুদ্র পার হওয়া অসম্ভব।

লক্ষ০ সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

**কলিকালের পোলাপান, বাপেরে কয় তামুক আন।**

পোলাপান ( পূ০ ব০ ) = পুত্রগণ।

ছেলেরা আজকাল অত্যন্ত দুর্বিনীত হইয়া পড়িয়াছে।

**কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান ;**
**আপনি তো মজে, আর মজায় যজমান।**

দান গ্রহণে ব্রাহ্মণ পতিত হয়। কিন্তু কলিকালে ব্রাহ্মণের এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে তাহারা উপযাচক হইয়া দান গ্রহণ করে। তাহার ফলে ব্রাহ্মণ নিজেও ধর্মচ্যুত হয়, দানকর্তারও সর্বনাশ হয়।

**কলিকালের মুন্সী-মোল্লা নামে হয় দড় ;**
**না মানে কোরান-কেতাব, হুজ্জত করে বড়।**

আ০ কিতাব—ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ।

বর্তমান কালে মৌলবী ও মোল্লাগণের এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে তাহারা কোরাণ-শরীফ ই০ ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন অমান্য করে, বৃথা বিবাদ ও বাকবিতণ্ডা করে, অথচ জ্ঞানী ও ধার্মিক বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করে।

**কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই ;—**
**গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ।** ( মেয়েলী )

কলিকালে এতদূর নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে যে, বধূ নিজের সুখটুকুই দেখে এবং শাশুড়ীর অনাদর করে।

**কলির বউ ঘরভাঙানী ।**

একালের বধূ পরিজনবর্গের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা ইং হীন মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া পারিবারিক ঐক্য নষ্ট করিতে পটু ।

সুষমা ও সরোজ এই দুই যাএর স্নেহ-প্রীতির চিত্র বড় সুন্দর, তাহাদিগের সহিত শ্বশ্রূর সম্পর্কও সুন্দর। পক্ষান্তরে নৃত্যকালী 'কলির বৌ ঘর ভাঙগানী'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাঁহার শাশুড়ী ও যাএর সহিত ব্যবহার অতি কদর্য। ললিত—কাব্য-সুধা।

**কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ ; যে না মারে তার পাপ ।**

ঢোঁড়া সাপ যেমন আকারে বৃহৎ কিন্তু কোন ক্ষমতা নাই, কলির বামুনও সেইরূপ গুণহীন। তাহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। বরং না মারিলে পাপ।

**কলির ব্রাহ্মণ।**

কলির প্রভাবে বর্তমানকালের অধঃপতিত ব্রাহ্মণ।

কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল ।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ।।
আচার বিচার নাই অহিত ব্রাহ্মণ ।
গায়ত্রীর লেশ নাই সন্ধ্যা দেবার্চ্চন ।।
[ বংশীবদন—মনসা মঙগল ]

**কলুর ঘুম ঘানিগাছে।**

কলু ঘানিগাছের উপর বসিয়া গরুর চালনা করিতে করিতে নিদ্রা যায়। মানুষ অবস্থাগতিকে বিচিত্র বা বিসদৃশ অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে।

**কলুর ছেলে, গয়লার গাই,—গৃহস্থকে পুষতে নাই।**

কলুর ছেলে কেবল ঘানিগাছ চালাইতে পারে, অন্য কোনো কাজ পারে না। গৃহস্থ বাড়ীতে চাকর রাখিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজই পাওয়া যায় না। গোয়ালার গরু নিকৃষ্ট বস্তু খাইতে অভ্যস্ত, গৃহস্থ বাড়ীতে অনভ্যস্ত খাদ্য খাইতে পারে না, তাহাতে গৃহস্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাহারও কোনো কদভ্যাস থাকিলে তাহাতে অপরের অসুবিধা ঘটে।

**কলুর ছেলে গায় ভালো ঘানিগাছে শুয়ে।**

দ্রঃ কলুর ঘুম ঘানিগাছে।

**কলুর ( +চোখঢাকা ) বলদ।**

কলুর ঘানিগাছে যে গরু জুড়িয়া চালানো হয় তাহার চোখ ঠুলি বাঁধিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তাই সে কিছু দেখিতে পায় না, কেবল পরের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

লক্ষ০ যে সম্পূর্ণরূপে পরের নির্দেশ মত চলে।

অন্য গ্রহেরাও কলুর চোখঢাকা বলদের মত চক্রপথে একই নির্দিষ্ট নিয়মে একই মুখে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

[ রামেন্দ্র--জিজ্ঞাসা (মাধ্যাকর্ষণ)।

**কল্কে না পাওয়া।**

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে অভ্যাগতদের তামাক সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়, কিন্তু নগণ্য ব্যক্তি সেরূপ সমাদর পায় না।

অন্যান্য লোকের তুলনায় হীন বিবেচিত হওয়া ; উপেক্ষিত হওয়া।

নারায়ণ। বাপ! ( কাশীতে ) কেবল শিবমূর্ত্তি, অন্য দেবতার এখানে কল্কে পাবার যো নেই। —দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**কল্লার ঘাড় বোল্লায় ভাঙে।**

কল্লা=ছলাকলা ও চাতুরীতে অভ্যস্তা স্ত্রীলোক। বোল্লা—যে ব্যক্তি কঠোর শ্লেষাত্মক বোল বা বচনে পটু।

অতি দুষ্টস্বভাব মেয়েও তীব্র বচনের কশাঘাতে শায়েস্তা হইয়া যায়।

**কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে ভোজন।**

যে কোনো কার্যই উপযুক্ত সময়ে না হইলে তাহা ব্যর্থ হয়।

**কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না।**

**কষ্ট বৈ ইষ্ট নাই।**

কৃষ্ণ=ভগবান; ঈপ্সিত বস্তু, মঙ্গল, সুখ।

ভগবানের সান্নিধ্য-সুখ লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

ক্লেশ স্বীকার না করিলে কোনও বাঞ্ছিত মহৎ বস্তু লাভ করা যায় না।

টেক্সী বাবৎ পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজ কিছু হল না।…সে স্থির করলে, "কুচ পরোয়া নেহী, লেগে থাকতে হবে। কষ্ট নইলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।" চারুচন্দ্র দত্ত—দুনিয়াদারী (চিড়িয়াখানা)।

তু০ बिना सेवासे नहीं मिलता

No pain no gain.

**কস্‌তে কস্‌তে বাঁধন ছেঁড়ে।**

দড়ি দিয়া অত্যধিক জোরে বাঁধিবার চেষ্টা করিলে, ছিঁড়িয়া যায়।

লক্ষ০ অতিরিক্ত কঠোরতার বিপরীত ফল হয়।

**কসাই-কালী।**

অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু বৃথা মাংস ভোজন করে না। তাহাদের সন্তোষের জন্য কোন কোন কসাই ন্যায়ের ফাঁকি অবলম্বন করিয়া দোকানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করে এবং তাহার সমক্ষে ছাগ কাটিয়া কালীর প্রসাদী মাংস রূপে বিক্রয় করে।

**কসাইয়ের (জোলার) কুকুর নাড়িভুঁড়িতেই (মাড়ে) তুষ্ট।**

লক্ষ০ অধীনস্থ হীন ব্যক্তি নিকৃষ্ট বস্তু পাইলেই সন্তুষ্ট হয়।

আমরা হুজুর কসায়ের কুকুর, নাড়িভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি।

দীনবন্ধু—নীলদর্পন।

**কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে? না, কাল মঙ্গলবার করবে যে।**
**ও তো তবু দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনেই কাঁকাল ভেঙে গেছে!** মেয়েলী

মঙ্গলবার—দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে যাহা হিন্দু নারীর পালনীয়।

পরদিন ব্রত পালন করিতে হইবে ভাবিয়া একজন পূর্ব হইতেই অবসন্ন বোধ করিতেছে আর একজনের অবস্থা আরও শোচনীয়।

একজন আর একজনের উপর এক কাঠি সরেশ!

**কাঁকুড়ী বাঁকুড়ী পরমেশ্বরী, গাড় থেকে বেরোও মা গড় করি।**
**মাথায় ব্যথা গায়ে জ্বর, বাইরে থেকেই করো গড়।**

কাঁকড়া খাইবার লোভে শৃগাল কাঁকড়ার গর্তের কাছে গিয়া ভক্তিভরে বাহিরে আসিবার জন্য ডাকিতেছে, কিন্তু চতুর কাঁকড়া আসিতে চাহে না।

সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি।

**কাঁকে কলসী চড়ক-পাক, গিন্নী হবার বড়ো জাঁক।**

যে বধূ জলের কলসী লইয়া সহজ ভাবে চলিতে পারে না, টাল খাইতে খাইতে যায় তাহার গিন্নী হইবার দুরাকাংক্ষা।

যে ছোটকাজই করিতে অক্ষম তাহার গুরুতর কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

**কাঁকে কলসী পানিকে যায়, হেঁট মুণ্ডে কাকহো না চায়,**
**যেন যায় তেন আইসে;—বলে ডাক, "গৃহিণী সেই সে।"** (ডাক)

লজ্জাশীলা সাধ্বী গৃহস্থ বধূর লক্ষণ।

**কাঁচপোকার আরশুলা ধরা।**

আরশুলা (তেলাপোকা) অপেক্ষা কাঁচপোকা আকারে ছোট, তথাপি আরশুলাকে অনায়াসে ধরিয়া ফেলে এবং একবার ধরিলে কিছুতেই ছাড়ে না।

লক্ষ০ এমন শক্ত পাল্লায় পড়া যাহা হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

**কাঁচা-খেকো ঠাকুর।**

অত্যন্ত প্রবল-প্রতাপ দেবতা যাঁহার কোপে পড়িলে জলজ্যান্ত মানুষের ত্বরায় মৃত্যু ঘটে; যেমন, বসন্তের দেবী শীতলা, সর্পের দেবী মনসা, বিসূচিকার দেবী ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবি।

লক্ষ০ দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি যাহার কোপে পড়িলে আশু সর্বনাশ ঘটে।

এ কথা সাহেবের কানে গেলে রক্ষা থাকবে না, কাঁচা-খেকো ঠাকুর যে!

**কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি।**

দ্র০ আলুনি রাঁধতে দুনো ব্যয়।

তু০ A work ill done must be done twice.

**কাঁচা গুয়ে ঢিল মারলে নিজের গায়ে লাগে।**

লক্ষ০ দুর্জনকে ঘাঁটাইলে নিজেরই অনিষ্ট হয়।

**কাঁচা পয়সা**

ব্যবসায়সূত্রে বা উৎকোচরূপে যে অনির্দিষ্ট ও অপরিমিত নগদ অর্থ নিয়ত হাতে আসিয়া পড়ে।

দোকানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত…শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি, ভাল ভাল কামিজ, কোট,……সর্ব্বদাই খরিদ হইতে লাগিল। কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া আরও দুই একটা বিষয়ে অদ্বৈত দ্রুত উন্নতিলাভ করিল—তাহা আর প্রকাশ করিব না। [ প্রভাত—পত্রপুষ্প ( অদ্বৈতবাদ )।

**কাঁচা-পাকা জল।**

শীতল জলে উষ্ণ জল মিশ্রিত। কুসুম-কুসুম জল।

শীতের সময়ে কাঁচা-পাকা জলে নিত্য স্নান করা স্বাস্থ্যকর।

**কাঁচা বাঁশেই ঘুণ ধরে।**

লক্ষ০ অপরিণত বয়সে নৈতিক অবনতি ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা।

**কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকায় করে টঁ্যাস্ টঁ্যাস্।**

লক্ষ০ বাল্যকালে শিক্ষালাভ বা চরিত্রগঠন না হইলে অধিক বয়সে তাহা সম্ভব হয় না।

বয়ঃ-প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে এ কার্য্যে হাতে খড়ি দেওয়াইলে তেমন সুফল হয় না। শৈশব হইতে তালিম করা দরকার। কথায় বলে, কাঁচায় না নুইলে বাঁশ, পাক্‌লে করবে ট্যাঁশ ট্যাঁশ। ললিত—পাগলা ঝোরা।

তু০ কচ্চে বাংসকো জিঘরকো নবাঔ নব জায়, পক্কা কভী ন টেঢ়া হোয়।

**কাঁটা গাছে জল দিলে কাঁটা বেড়ে যায়।**
**সর্পকে খাওয়ালে দুধ বিষ উগরায়।**

লক্ষ০ দুষ্টের উপকার করিলে নিজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

**কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।**

দেহে কাঁটা ফুটিলে অপর একটা কাঁটা দিয়া খোঁচাইয়া তোলা।

লক্ষ০ এক শত্রুর দ্বারা অপর শত্রুর উচ্ছেদ সাধন।

তু০ কাঁটেসে কাটা নিকালনা। To draw thorn with a thorn.

**কাঁটা বিনা কমল নাই, কলংক বিনা চাঁদ নাই।**

লক্ষ০ কোনও বস্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়।

তু০ জহাঁ ফুল বহাঁ কাঁটা।

**কাঁটায় কাঁটায়।**

ঘড়ির কাঁটা যখন কোন নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয় ঠিক সেই সময়ে।

"আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় তাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি দেরী করবে না ?" প্রভাত—পত্রপুষ্প।

তু০ True to the hands of the clock.

**কাঁঠালটি আমায় দাও বীচি গণে কড়ি নাও।**

লক্ষ০ ন্যায় বিচারের ভান করিয়া কার্যতঃ খামখেয়ালী ব্যবস্থা করা।

**কাঁঠালের আমসত্ত্ব।**

লক্ষ০ কোন বস্তুর অর্থহীন বা অসংগত নাম বা পরিচয়।

বিলিতী সুতো বুনে যদি দিশী কাপড় হয় তা হলে কাঁঠালের রস দিয়ে আমসত্ত্ব হবারও কোন বাধা নেই। উপেন্দ্র গংগো০—রাজপথ।

**কাঁড়ানো চালে তিন ঘা পাড়!**

কাঁড়ানো=পরিষ্কৃত। পাড়=ঢেঁকির আঘাত।

লক্ষ০ যে কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা বিনা প্রয়োজনে করা।

ঘরদোর ঝেড়ে মুছে রাখলাম, তুমি এলে কাঁড়ানো চালে পাড় দিতে।

**"কাঁথ্‌খান্‌, কাঁথ্‌খান্‌, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান ?"**
**"খান খান খান, এখন একটু তেল পেলে নাইতে চলে যান।"**

কাঁথ—মেটে ঘরের দেওয়াল।

হিন্দু সমাজে ভাশুর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে আলাপ নিষিদ্ধ। তাই উপায়ান্তর না থাকায় ঘরের দেওয়ালকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের কথাবার্তা। এই কৌশল দ্বারা ভাশুর পাঁকাল মাছ খান কিনা বধূর জানিয়া লওয়া হইল। আবার স্নান করিবার জন্য ভাশুরেরও তেল চাহিয়া লওয়া হইল।

**কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত ( চিনি ) খাওয়া ;**

সাধ্যের অতীত সুখ সম্ভোগের আশা বা কল্পনা।

**কাঁথায় আগুন !**

কাঁথায় আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া যাউক—এইরূপ অমঙ্গল কামনা করিয়া গালি, অভিসম্পাত বা ভর্ৎসনা।

গৃহিণী বলিলেন, "...এখন সাহেবদের দেখাদেখি এই সবই হচ্ছে কিনা। যার সঙ্গে যার প্রেম হবে সে তাকে বিয়ে করবে।"

মধুসূদন বলিলেন, "দুত্তোর প্রেমের কাঁথায় আগুন !

[ প্রভাত—গরীব স্বামী।

**কাঁদলে চোখই যায়, শোক যায় না।**

শোকে অতিরিক্ত রোদন বৃথা – তাহাতে চোখ নষ্ট হয়, শোক যায় না।

**কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজে।**

যে জিনিস কাছেই রহিয়াছে অন্যমনস্কতাবশতঃ তাহা দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে প্রবৃত্ত হওয়া।

তুং কোলে ছেলে সহরে ঢেঁট্‌রা।

**কাক-কোকিলের এক বর্ণ, রা কাড়ে ভিন্ন ভিন্ন।**

রা = রব। রা কাড়ে=শব্দ করে।

কাক ও কোকিল উভয়েরই বর্ণ কালো, কিন্তু তাহাদের কন্ঠস্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—কাকের স্বর কর্কশ, কোকিলের স্বর মধুর।

লক্ষং কে হীন কে মহৎ তাহা আকৃতি দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না, আচরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

**কাক খায় সবার মাংস, কাকের মাংস কেউ খায় না।**

লক্ষং অধম ব্যক্তি সকলেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু সে এতদূর ঘৃণার্হ যে কেহ তাহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করিতে চাহে না।

**কাক খেলে কাঁঠাল ( সব শিয়ালে কাঁঠাল খায় ),**
**আর বকের মুখে আঠা !**

যে বক কাঁঠাল খায় নাই তাহার ঠোঁটে আঠা লাগা অসম্ভব।

লক্ষং একজন দোষ করিলে আর একজনকে দায়ী করা যায় না।

তুমি যদি মনিবের টাকা মেরে থাক তো জেলে যাবে তুমি, না ও-পাড়ার দত্ত বুড়ো ? কাক খাবে কাঁঠাল, আর বকের মুখে আটা !

**কাক-চিল বস্‌তে পায় না।**

প্রচণ্ড কলরবের জন্য স্থানীয় সুখশান্তি নষ্ট হওয়া।

শাশুড়ী-বউ যখন ঝগড়ায় মাতে বাড়ীতে কাক-চিল বসতে পারে না।

**কাক-জ্যোৎস্না।**

ক্ষীণ চন্দ্রালোক, যাহা দেখিয়া বায়সকুল উষাকাল বলিয়া ভ্রম করে এবং নিদ্রোত্থিত হইয়া কলরব করিতে থাকে।

**কাকতালীয় ন্যায়।**

গাছে পাকা তালের উপর উপবিষ্ট কাক উড়িয়া গেল এবং তালটি পড়িয়া গেল। এই ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন উঠে যে কাক সহসায় উড়িয়া যাওয়ায় তালটি নাড়া পাইয়া পড়িল অথবা সুপক্ব তালটি আপনা হইতেই খসিয়া পড়ার ফলে আশ্রয়-চ্যুত কাক উড়িয়া গেল।

কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত কূটপ্রশ্নের দৃষ্টান্ত।

**কাক ধূর্ত, আর কায়েত ধূর্ত।**

কায়স্থের জাতিগত বৃত্তি করণিকের কাজ, সেজন্য কূটবুদ্ধি।

**কাক, নাক, ফণী, মাকড়, গোধা।**
**সম্মুখে দেখিতে পাইব বাধা॥** (ডাক)

গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাত্রা করিবার সময় এই কয়টির মধ্যে কোনটিকে সম্মুখে দেখিলে তাহা অশুভ (অযাত্রা) বলিয়া গণ্য ঃ—কাক, নাসিকাহীন (খাঁদা-বোঁচা) মুখ, সাপ, মাকড়শা এবং গোসাপ।

**কাকবন্ধ্যা।**

লোকপ্রসিদ্ধি যে বায়সীর সারা জীবনে একটি মাত্র শাবক জন্মে।

>যে নারী একটিমাত্র সন্তান প্রসব করিয়া বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে

**কাক ভূশুণ্ডী।**

সং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ষষ্ঠ ও শেষ (নির্বাণ) প্রকরণে বর্ণিত ত্রিকালদর্শী অমর কাক; লোমশ ঋষির অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ।

>অতি প্রাচীন ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

সাবেক কালের কথা সব আমার কাছে শোনো—আমি যে এখানে কাক ভুষণ্ডিটি ব'সে আছি—সেই যখন এই আপিস খুললো, তখন থেকে।

**কাক মরে ঝড়ে, পেঁচা বলে আমার শাপ লাগল হাড়ে হাড়ে।**

পেঁচা কাকের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া কাককে অভিশাপ দেয়। পরে ঝড়ে কাক মরিলে পেঁচা ভাবে তাহার অভিশাপে মরিয়াছে।

প্রবল শত্রুর বিপদ ঘটিলে দুর্বলের আত্মপ্রসাদ লাভ।

**কাক মরে ঝড়ে, ফকিরের কেরামৎ বাড়ে।**

দৈবক্রমে কাক মরিলে ফকির তাঁহার মন্ত্রশক্তির প্রভাব বলিয়া প্রচার করে এবং তাহার ফলে ফকিরের খ্যাতি বাড়িয়া যায়।

আকস্মিক ঘটনার সুযোগে অকারণে প্রশংসা লাভ।

**কা কস্য পরিবেদনা।** ( সং )

মূল কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়প্রাণৈর্ণ সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥

কাহার প্রতি বা কাহার সমবেদনা আছে ?

হরেক রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেল গাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। শরৎ—শ্রীকান্ত।

**কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দুজন।**

চোর ধরিতে না পারার অলীক কৈফিয়ৎ।

**কাকে করে বাসা, কোকিলে করে বাস।**

কোকিল-শাবক কাকের বাসায় পালিত হয়।

একজনের শ্রমের ফল অপরে উপভোগ করা।

**কাকে নিয়ে গেল কান, তো কাকের পিছে ধাবমান।**

অপরের কথা অসম্ভব হইলেও নির্বিচারে বিশ্বাস করা।

ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কাণ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা'হোলে কাণে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন!

তু° কৌআ কান লে গয়া। [ রবীন্দ্র—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

**কাকে-পক্ষীতে না জানতে পারা।**

কাক ও অন্যান্য পক্ষীর সর্বত্রই অবাধ গতিবিধি, কিছুই তাহাদের চক্ষু এড়ায় না। এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা যে ইহাদের মত সর্বদর্শী জীবও কিছু জানিতে না পারে।

এমন গোপনে কাজ করা যে কোনো প্রাণী জানিতে না পারে।

আমাদেরও এমন আট ঘাট বেঁধে কাকপক্ষীকে জানান না দিয়ে, এমন ভাবে কাজ হাঁসিল করতে হয়, যাতে-ক'রে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

**কা'কে ফেলে ( ছেড়ে ) কা'কে রাখি ?** [ হেমেন্দ্র রায়—ঝড়ের যাত্রী।

দুই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ভালমন্দ বিচার করিয়া কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি পরিত্যাজ্য তাহা ভাবিয়া সংশয়াকুল অবস্থা।

তু° শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

**কাকের ছা, বকের ছা।**

পক্ষীশাবক পক্ষোদ্গমের পূর্বে অতি কদাকার দেখিতে হয়।

কাঁচা হাতের বাঁকাচুরা কিম্ভূতকিমাকার লেখা।

সেকালে আমাদের পল্লী-অঞ্চলে বালির কিংবা শ্রীরামপুরের কাগজের

বড়ই অভাব ছিল, এবং শ্রীহস্তের 'কাকের ছাঁ বকের ছাঁ' লেখাতে মূল্যবান কাগজ নষ্ট করাও গুরুজনের মতে যুক্তিসংগত বিবেচিত হইত না।

**কাকের ডিমও সাদা হয়।** [ দীনেন্দ্র রায়—পল্লীচিত্র।

কাক কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু সে যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা নিজের বর্ণানুযায়ী হয় না, শ্বেতবর্ণই হয়।

লক্ষ০ হীন লোকের সকল কার্যই মন্দ হয় না, ভালোও হইতে পারে।

তু০ কালী মুরগী সফেদ অণ্ডা।

A black hen lays white eggs.

**কাকের নাওয়া। কাকস্নান।**

কাক যেরূপ ঠোঁট দিয়া সামান্য জল তুলিয়া গায়ে ছড়াইয়া দেয়, সেইরূপ আংশিক স্নান।

**কাকের পাছে ফিঙে লাগা ( ধরা )।**

ফিঙে—কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চলস্বভাব ক্ষুদ্র পক্ষী বি০। ইহারা সর্বদা কাকের পশ্চাতে থাকিয়া উত্ত্যক্ত করে।

লক্ষ০ নাছোড়বান্দা লোক নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া বিরক্তি উৎপাদন করে।

পদী।...আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে? পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ীর ব্যাটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙে লাগে।

**কাকের বাসায় কুলির ছা, জাতস্বভাবে কাড়ে রা।** [দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

কুলি=কোকিল। ছা=শাবক। রা=রব। রা কাড়ে=শব্দ করে।

লক্ষ০ শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে কাহারও জন্মগত প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না।

**কাকের মাস কাকে খায় না।**

কাকের অভক্ষ্য কিছুই নাই; তথাপি কাক স্বজাতির মাংস খায় না।

লক্ষ০ সমধর্মী বা সম ব্যবসায়ীর অনিষ্ট কেহ করে না।

পরদিন মোক্তারের বিরুদ্ধে এফিডেবিট করিয়া নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য সকল মোক্তারের নিকট গিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিয়াছে, জান ত হে বাবু, কাকের মাংস কাকে খায় না, আমরা মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিতে পারিব না। প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

তু০ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।

One raven will not pluck another's eye.

**কাকের মুখে কি কোকিলের রা?**

যে হীন তাহার কাছে ভদ্র আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না।

তু০ कौआ पिजड़ें में परे बोलत नहिं सुखबानी।

**কাকের মুখে কৃষ্ণ-কথা।**

টিয়া, ময়না ইং পাখী শিক্ষা পাইলে ভালো ভালো কথা বলে। কিন্তু কাক অনাচারী তাহার সে যোগ্যতা নাই।

তুং ভূতের মুখে রাম নাম।

**কাকের মুখে খবর পাওয়া।**

কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট সংবাদ না পাইয়া, লোক-পরম্পরায় বা জনরবে অবগত হওয়া।

তুং কাগোঁকে হাথ সংদেশ।

**কাকের মুখে সিঁন্দুরে আম।**

কৃষ্ণবর্ণ কাকের মুখে সুন্দর রক্তবর্ণ আম অতি অশোভন দেখায়।

লক্ষং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক উপাদেয় দ্রব্য উপভোগ।

তুং হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।

**কাকের রাখা।**

কাক অতি চতুর ও সাবধানী। কোন বস্তু পাইলে অনেক সময়ে সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং পাছে অন্য কাক চুরি করে এই ভয়ে এমন স্থানে লুকাইয়া রাখে যে নিজেই তাহা পরে খুজিয়া পায় না।

যে রাখিয়াছে তাহার নিজেরই খুঁজিয়া না পাওয়া।

**কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।**

কাক যদি হাতীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, পথে কোথাও পাঁক থাকিলে কাক তাহার উপর দিয়া নিরাপদে উড়িয়া যায়, কিন্তু হাতী পাঁকে ডুবিয়া যায়।

অধমের দ্বারা পরিচালিত হইলে মহতের বিপদ ঘটে।

**কাগজে-কলমে।**

কাগজের উপর কলম দিয়া লিখিত।

(১) কেবলমাত্র মুখের কথায় নয়, লিখিত পঠিত ভাবে পাকা ব্যবস্থা।

বাপমা-মরা ভাগনেটির জন্যে একটা ব্যবস্থাও কাগজে কলমে ক'রে রেখো।

তুং In black and white.

(২) কাগজে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যবস্থা কার্যকরী নয়।

রবিবারটা কাগজে-কলমে ছুটি থাকলেও বেরোতে হয়।

**কাগারে বগারে, নবান্ন খারে।** দ্রং নবান্নের কাক।

**কাঙ্গলা, আপন সামলা।**

যে অভাবগ্রস্ত তাহার নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রথম কর্তব্য।

**কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা ;**
**বাঘার শত্রু সিংগি, আর সিংগির শত্রু শিয়াল ;**
**শিয়ালের শত্রু মহাকাল।**

মহাকাল—রুদ্র, শিব, ধ্বংশের দেবতা>মৃত্যু।

লক্ষ° যে যতই প্রবল বা চতুর হউক, তাহার অপেক্ষাকৃত বলবান শত্রু আছে। তিমিঙ্গিল ন্যায়।

**'কাঙলা ভাত খাবি?' না, 'হাত (ধুয়ে বসে আছি) ধোব কোথায়?'**

যে নিঃস্ব ভিক্ষোপজীবী তাহাকে আহার করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। সে আহার করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

যে অভাবগ্রস্ত সে কোনো কিছু পাইবার জন্য সদা লালায়িত।

"কাজটা একটু গোলমেলে, এই জন্যে যদি তুমি না নিতে চাও।"

সত্যশরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি আবার কাজ না নিতে চাইব। বলে 'ক্যাংলা ভাত খাবি', না হাত ধোব কোথায়?"

**কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই।** [ সীতা দেবী—ক্ষণিকের অতিথি।

দরিদ্র ব্যক্তি লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। তাহাকে শাকের ক্ষেত দেখাইয়া দিলে সে অভাবের তাড়নায় যখন-তখন আসিয়া শাক তুলিয়া লইয়া যাইবে।

লোভী ব্যক্তিকে সামান্য প্রশ্রয় দিলে তাহার লোভ বাড়িয়া যায়।

( তারাসুন্দরী ) দুই একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া সুখী হইলেন। 'কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে সে সহজে কখনও সরিয়া যায় না। সতীনাথ তারাসুন্দরীর অন্তরে ও গৃহে তাঁহার অজ্ঞাতেই অনেকখানি স্থান করিয়া লইল। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**কাঙাল বলে ধন পাই ; ধন বলে আসমানে ধাই।**

দরিদ্র ধনের আশা করে। কিন্তু ধন কখনও তাহার আয়ত্তের মধ্যে আসে না - যেন আকাশে উড়িয়া যায়।

**কাঙালী মেরে কাছারি গরম।**

নিঃস্ব প্রজাকে জমীদারের কাছারিতে লইয়া গিয়া হাঁক-ডাক ও প্রহারের দ্বারা কাছারি সরগরম করিয়া তোলা।

দুর্বলকে উৎপীড়ন করিয়া পৌরুষ প্রকাশ।

কাঙালী মেরে কাছারি গরম করলে কি এমন বাহাদুরী হয়? সমানে সমানে লড়তে পার তো বুঝি।

**কাঙালে কর'না দয়া, কাঙাল জানে আঠারো মায়া।**

গরীব মাত্রেই দয়ার উপযুক্ত পাত্র নয়,—অনেকে নানারূপ ছলকৌশল দ্বারা প্রভাবিত করে।

**কাঙালের ছেলের জাঙালে মরণ।**

দরিদ্রের সন্তান অবহেলায় পালিত হয়।

**কাঙালের ঠাকুর-ব্যাধি।**

যাহার নিজের খাইবার সংস্থান নাই তাহার নিজ গৃহে দেব-প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য-পূজা করিবার আকাংক্ষা।

অসংগত ইচ্ছা, যাহা একটা ব্যাধির তুল্য।

তু° গরীবের ঘোড়ারোগ।

**কাঙালের দুনো ব্যয় ;—পান্তা ভাতে লবণ ক্ষয়।**

গরীবের খরচ কম মনে করা ভুল।

**কাঙালের দুয়ারে হাতীর পাড়া।** পাড়া—পদচিহ্ন।

লক্ষ° গরীবের গৃহে মহতের আগমন।

আসুন হুজুর, এ যে কাঙালের দুয়ারে হাতীর পাড়া দেখছি যে!

**কাঙালের বউ লুটের বিল।** দ্র° লুটের বিল।

দরিদ্রের স্ত্রীকে অসহায়া দেখিয়া অনেকেই তাহার সহিত ঘনিষ্ট হইতে চাহে।

তু° আবরকী জোরু সবকী ভৌজাই।

**কাঙালের মরণও বিট্‌কেল।**

দরিদ্র ব্যক্তি মৃত্যুকালেও অশেষ যাতনা পায়।

**কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।** দ্র° গরীবের রাংতাই সোনা।

**কাচ-কাঞ্চনে সমান জ্ঞান।**

অজ্ঞানতা অথবা বৈরাগ্যজাত সমদর্শিতার ফলে সকল বস্তুকে তুল্য-মূল্য মনে করা।

**কা চিন্তা মরণে রণে।** (সং, ভবভূতি)

মূল যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
দুর্গমে গহনে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে।।

যদি ভগবানে ভক্তি থাকে মহা বিপদের সম্মুখীন হইতেও ভয় হয় না।

**কাছা-আল্‌গা।**

যাহার কাছা যখন-তখন আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে।

অসতর্ক, অসাবধান স্বভাবের লোক।

স্ত্রীবিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়—সেই সখী, সচিব, গৃহিণী সব—বিশেষতঃ আমার মত কাছাখোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নেই।

[ "বনফুল"—রাত্রি।

**কাছা গলায় করা।**

কাছা—ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ( পিতামাতার মৃত্যু হইলে অশৌচকালে উত্তরীয়রূপে পরিহিত )।

পিতামাতার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করা।

সোনা। কি গো বাবু, তোমার অমন চেহারা হয়েছে কেন? জুতো-টুতো সব কোথায় গেল?

উমাচরণ। দেখতে পাচ্ছিসনে বাপু কাচা গলায়, মা মরেছেন।

**কাছিমে ডিম পাড়ে গোসাপে খায়।** [ অমৃতলাল—একাকার।

একজন যে কাজ করে আর একজন তাহার ফল ভোগ করে।

তুং ছাগলে বিয়ায়, শিয়ালে খায়।

**কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।**

দ্রং চোখে চোখে যতক্ষণ, মন পোড়ে ততক্ষণ।

**কাজ আট্‌কালেই বুদ্ধি যোগায়।**

কোন কাজ যখন কঠিন বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন সেই প্রতিবন্ধক দূর করিবার উপায়ও আপনা হইতেই মনে উদয় হয়।

তুং Necessity is the mother of invention.

**কাজই কাজ শেখায়।**

কাজ করিতে করিতেই কর্মকুশলতা জন্মে।

তুং कामको काम सिखाता है।

**কাজও নেই, কামাইও নেই।**

কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার দায়িত্ব না থাকিলেও নানা বাজে কাজে নিযুক্ত থাকা। ফলে, বিন্দুমাত্র অবসরেরও অভাব।

**কাজ করো যত পারো, ভাত খাও তো আমারে মারো।**

যত পারো খাটিয়া যাও, কিন্তু খাইতে চাহিও না; বরং যদি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো।

খাটাইয়া লইয়া পারিশ্রমিক দিবার অনিচ্ছা।

**কাজ-কর্মে আমি নেই ঠাকুরঝি;**
**চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি কাঁচা ( বালশ ) পোয়াতী।** (মেয়েলী)

বধূ ননদকে বলিতেছে, আমি গর্ভবতী, সেজন্য ঘরের কাজ কিছুই করিতে পারিব না; তুমি কিন্তু বেশী করিয়া ভাত দিও।

বালশ পোয়াতী—সদ্যোজাত শিশুর প্রসূতি। (সুকুমার) যার শিশু বালসায় বা নিজে রুগ্ন। (সুশীল)

**কাজ গুছানো।**

স্বকার্য সাধন বা স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লওয়া।

আমাকে ছাড়িয়ে দিলেও দুঃখু নেই, ওদিকে কাজ গুছিয়ে নিয়েছি।

**কাজ নেই ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে ;—গতর যাবে পাথর ধুয়ে।**

ঠাকুর—ব্রাহ্মণ। প্রসাদ—ব্রাহ্মণ-বাড়ীর অন্ন। পাথর—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, বিধবা ই০ কর্তৃক ব্যবহার্য পাথরের থালা।

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে শূদ্রের নিমন্ত্রণে বিশেষ লাভ নাই, আহারের বিনিময়ে তাহাকে যে সকলের উচ্ছিষ্ট একরাশি পাথর মাজিতে হইবে তাহাতেই প্রাণ বাহির হইবে।

কেহ নিঃস্বার্থ পরোপকার করে না, কৃপা বিতরণের ছলে সকলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাই করে। এরূপ কৃপার প্রার্থী হওয়া বিড়ম্বনা।

**কাজ নেই বউ কাজ ক'রে,—ধানে-চালে এক ক'রে।** (মেয়েলী)

অকর্মা লোক কাজ করিতে গিয়া চাউলের সহিত ধান মিশাইয়া ফেলিয়া অপরের কাজ বাড়াইয়া দেয়।

অকর্মা লোককে কাজ করিতে না দেওয়াই ভালো।

**কাজ পড়লে ডোমও বাপের ঠাকুর।**

প্রয়োজনের সময় হীন লোকেরও তোষামোদ করিতে হয়।

তু০ जरूर के वक्त गाधकोभी बाप बताया हैं।

**কাজ ফুরালে বাড়ই শালা।** বাড়ই=ছুতোর।

দ্র০ কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।

**কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।**

চূড়ান্তভাবে কর্তব্য সম্পন্ন হইলে তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

**কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।**

কাজী মুসলমান, হিন্দুর পর্বের গুরুত্ব তিনি বুঝেন না।

কোন ব্যাপারের সহিত যাহার সংশ্রব নাই, সে তাহার মর্ম বুঝে না।

কাজীর কাছে হিঁদুর পরব! মুনিব বড়লোক, সুখে আছেন আমাদের মতন গরীবের সুখ-দুঃখের কোনও খবর রাখেন না কি ?

**কাজীর গরু,—খোদা রাখাল।**

লক্ষ০ যে শক্তিমানের আশ্রিত তাহার কোনও বিপদ ঘটে না।

**কাজীর গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই।**

বিপুল বিত্তশালী ব্যক্তির সম্পত্তি অবহেলিত হইয়া থাকে,- সব কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

**কাজীর বিচার।**

কাজী বা মুসলমান আমলের বিচারক শরীয়ৎ ইং ইস্লামিয়া শাসন অনুযায়ী বিচার-কার্য করিতেন। অনেকস্থলে শাসনকর্তার প্রিয়পাত্র শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও কাজীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন এবং যথেচ্ছভাবে বিচার করিতেন।

সম্পূর্ণ খামখেয়ালি বিচার।

এটা কিন্তু আপনার কাজীর বিচার, বউদি। আমরা রইলুম বসে, আর নিজের ভগ্নীপতিকে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়ানো হচ্ছে!

**কাজে কম, খেতে যম।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**কাজে কম ভোজনে ভারী, নাম তার অধিকারী।**

কাজ করে কম, কিন্তু খায় বেশি, নিজেকে কর্মকর্তা বলিয়া পরিচয় দেয়, অর্থাৎ কেবল ফোঁপল দালালী করে।

**কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।**

অপদার্থ ব্যক্তির বর্ণনা;—আলস্য পরায়ণ, কিন্তু ভোজনে পটু এবং সকলকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করিতে বিলক্ষণ নিপুণ।

**কাজের কথা।**

কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত কথা; প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা; যুক্তিসঙ্গত কথা।

কাজের কথা বল তো দু দণ্ড বসি,—গালগল্প নয়।

মাইনে-করা লোক রেখে দোকান চালাবে—এ কোন কাজের কথা নয়।

**কাজের কাজি।**

কাজি = যে কাজ করে; কর্মদক্ষ ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্যে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

ধান-চালের ব্যবসা কি ভাবে করলে লাভ হবে তা আমি বলতে পারি না। ও কাজের কাজি তো নই, চিরকাল কেবল চাষবাসই করে এসেছি।

**কাজের গুরু কামাই।**

যে কাজ প্রকৃতই কঠিন নয়, কামাই করিলে তাহা কঠিন হইয়া পড়ে।

**কাজের নাম নেই, বউ কিলানোর যম।**

অকর্মণ্য পুরুষ কেবল স্ত্রীকে মার-ধর করিয়াই নিজের পৌরুষ দেখায়।

**কাজের নামে নাই কাজি, অকাজে সবাই রাজি।**

কাজের সময় কাজ করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু কুকাজ বা বাজে কাজ করিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত।

তু° बेले कामके सीगई, परसाद के बेले जागी।

**কাজের বউয়ের ঘোমটা খাটো।**

কর্মপটু বধূ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া জড়সড়ো হইয়া থাকে না।

>যে কর্মঠ তাহার পোষাক দেখিয়াই বোঝা যায়।

**কাজের মধ্যে আড়াই—খাই, শুই, আর বেড়াই।**

অলস নিষ্কর্মা ব্যক্তি।

তু° खाना और ऍंड़ना।

**কাজের মধ্যে চাষ, আর রোগের মধ্যে কাশ।**

সকল প্রকার কাজের মধ্যে চাষ সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। সেইরূপ রোগের মধ্যে ক্ষয় কাশ সর্বাপেক্ষা দুরারোগ্য।

**কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।**

**কাজের সময় গলার মালা, কাজ ফুরালে ঢেমনা-শালা।**

যাহার দ্বারা স্বকার্য উদ্ধার হয় তাহাকে পরে অবজ্ঞা করা হয়।

বুঝলাম, যে দাম্পত্য বিবাদের বিচার করবার জন্য কাজী সেজে এসেছিলাম, সে বিবাদ আর নেই। কাজীর কাজ ফুরিয়েছে, সুতরাং কাজী এখন— সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

তু° काम रहे तक काजी, न सेतो पाजी।

**কাঞ্চন-কৌলীন্য।** দ্র° নবধা কুললক্ষণম্।

যে সম্মান আচার, বিনয়, বিদ্যা ই° ব্যক্তিগত গুণাবলি অথবা বংশ মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—কাঞ্চন বা ধন-সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অর্থবলে লব্ধ প্রাধান্য।

গুণের বা জ্ঞানের সম্মান আর নাই,—এখন কাঞ্চন কৌলীন্যের সমাদর।

**কাঞ্চন মূল্য।**

কোন সামগ্রী বা কার্যের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ। নগদ মূল্য।

ভট্টাচার্য মশাইদের……আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না; কেবল সংবচ্ছর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ! সেও কেবল কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের জন্য। কালী সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

**কাটলেও রক্ত নেই, কূটলেও মাংস নেই।**

এতদূর শীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য যে কাটাকুটি করিলেও রক্ত বা মাংস কিছুই পাওয়া যায় না।

লক্ষ০ এমন সঙ্গতিহীন যে কিছু আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই।

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণ পিসিমা বললেন আর কাটলেও রক্ত নেই কুটলেও মাংস নেই। আমি দুঃখী মানুষ আর টাকা কড়ি কিছুই দিতে পারব না। শরৎ—শুভদা।

**কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা।** দ্র০ আপনার মান আপনি রাখ ই০।

**কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে।**

ক্ষতের উপর লবণ ছিটাইয়া দিলে তাহা জ্বালা করিয়া উঠে।

লক্ষ০ যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়াইয়া দেওয়া।

এমনই তাহার দুঃখের অবধি নাই, তাহার উপর সে যদি জানিতে পারে যে, পলের সহিত কলিকাতার গির্জ্জায় যাহা হইয়াছিল, সেটা বিবাহ নয় বিবাহের অভিনয় মাত্র—তবে তাহার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়িবে অথচ কোন উপকার হইবে না। প্রভাত—সিন্দুর কৌটা।

তু০ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

নমক ছিটা লগানা।

To add insult to injury.

**কাঠ কাটে কুড়ুলিয়া হালিয়ার হয় রীষ।**

কুড়ুলিয়া = কাঠুরিয়া। হালিয়া—হলধারী কৃষক। রীষ—ঈর্ষা।

অপরকে কঠিনতর কার্য করিতে দেখিলে হিংসা বোধ করে।

**কাঠ-খড়।**

আগুণ জ্বালিবার জন্য ডালপালা, খড় ই০ সংগ্রহ করিতে হয়।

লক্ষ০ কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য বিরক্তিকর নানা উদ্যোগ আয়োজন।

আবার নতুন ক'রে নালিশ করা—সে বিস্তর কাঠখড়—পারবো না।

**কাঠ খায় যে, আঙার হাগে সে।**

কাঠ পুড়িলে কয়লায় পরিণত হয়।

লক্ষ০ মন্দ কাজের পরিণাম মন্দই হইয়া থাকে।

**কাঠখোট্টা।**

খোট্টা—উত্তর ভারতবাসী হিন্দুস্থানী, যাহাদের অনমনীয় দৃঢ়তা ও রুক্ষ প্রকৃতির প্রসিদ্ধি আছে।

যাহার প্রকৃতি কাঠের মতো কঠিন, নীরস এবং অনমনীয়।

এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে যেন এক কাট-খোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। শরৎ—দেনা-পাওনা।

**কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা।**

প্রবাদ, সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র সাগর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলে ইতর প্রাণীরাও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। এমন কি, ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও সাধ্যমত সহযোগিতা করিয়াছিল।

লক্ষ০ কোন বৃহৎ কার্যে সামান্য ব্যক্তিরও সাধ্যমত সাহায্য দান।

উৎপল। কি রে মাকুড়ী? কি করবি? ঘরে ফিরে যাবি?

মকরী। তা ছাড়া আর উপায় কি! কাঠবিড়ালি যতটুকু সাগর বাঁধতে পারে, তা বেঁধেছে—আমাদের করবার কাজ হ'য়ে গেছে।

ক্ষীরোদ—কিন্নরী।

**কাঠুরের মেয়ে রাজা আনলে ঘরে;**
**খাট-পালঙ্ দেখে সে হেসে হেসে মরে।**

কাঠুরিয়ার মেয়ের বিশ্বাস যে কাঠ কাটিয়া চেলাইয়া কেবল জ্বালানি ব্যবহৃত হয়, শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া সেই কাঠ দিয়া নানাপ্রকার সামগ্রী নির্মিত হইয়াছে দেখিয়া কৌতুক বোধ করে।

যে যাহা কখনও দেখে নাই প্রথম দর্শনে তাহা বিচিত্র মনে করে।

**কাঠে কাঠে পড়া।**

দুইটি কাঠের মত সমান কঠিন পদার্থের সংঘর্ষ।

লক্ষ০ দুইজন সমান জবরদস্ত ব্যক্তির সংঘর্ষ।

ঘোষ-গিন্নি এইবার কাঠে কাঠে পড়েছে—তার যে বিধবা নদদটি এসে জুটেছেন কোঁদলে তিনিও কম যান না।

তু০ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

Diamond cuts diamond.

**কাঠে-খড়ে আগুন দেওয়া।**

কাট-কুটা জড়ো করিয়া আগুন ধরাইলে অল্প সময়েই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে কোনও কাজ শেষ করিয়া ফেলা।

অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করিয়া কোন কাজ সম্পন্ন করিবার চেষ্টা।

তোমার ছেলে ওদিকে কেঁদে ককিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি খৈ বাছতে বসেছ! অমন কাঠে-খড়ে আগুন দিয়ে কি এসব কাজ হয়?

**কাঠের ঘোড়া জল খায় না, সোনার লাগামেও চলে না।**

নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা কোন অবস্থাতেই কাজ হয় না।

**কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর তাড়াতে পারলেই হলো।**

কাঠের বিড়াল ঘরে রাখলে যদি ইঁদুর ভয়ে পালায় তাহাতে ক্ষতি নাই।

লক্ষ০ অযোগ্যের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হইলেই ভালো।

মদনিকা।...এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখিনা, তাতে কি

ভাব দাঁড়ায়। হাঃ হাঃ হাঃ! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হ'ল, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক্ না কেন, ইঁদুর ধরতে পারলেই হয়। মাইকেল—কৃষ্ণকুমারী নাটক।

**কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে চিনি নইলে খাবনি,**
**চিন্তা করে' চিন্তামণি জোগান তারে আপনি।**

পা০ যিনি খান চিনি, তারে জোগান চিনি, চিন্তামণি যিনি।

কাঠ-পিঁপড়া বৃক্ষে বাস করে, সেখানে চিনির অভাব। অথচ চিনি ভিন্ন সে কিছুই খায় না; তাই ভগবান তাহার মনের বাসনা বুঝিয়া কাঠের ভিতরেও তাহাকে চিনি সরবরাহ করেন।

কাঠ-পিঁপড়া গাছের রস হইতে শর্করা জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লয়—এই নৈসর্গিক তত্ত্বের ইঙ্গিত।

দয়াময় ভগবান সকল জীবের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন, অসংগত বাসনাও পূর্ণ করেন।

তু০ शक्कर खारेको ईश्वर शक्कर देता है।

Spend and God will send.

**কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।** (সং, শঙ্করাচার্য—মোহমুদ্গর)

মূল + সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

দারাসুত পরিবার কেহই আপনার নয়।

সে-যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি…ঐহিকের সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কি? যাযাবর—দৃষ্টিপাত।

**কাদা মেখে ধোয় কাদা, তারে কে না বলে গাধা।**

কোনো অপকর্ম করিয়া পরে সংশোধনের চেষ্টা করা মূর্খতা। পূর্ব হইতে সাবধান হওয়াই শ্রেয়ঃ।

**কাদের সাপ?**

দাবা খেলায় খেলোয়াড়দের একাগ্র মনোযোগের একান্ত প্রয়োজন। যাহারা কাছে বসিয়া খেলা দেখিয়া যায় তাহাদেরও একাগ্রতা কম হয় না। সেজন্য অনেক সময়ে মনে থাকে না যে পরবর্তী চাল কোন পক্ষ দিবে। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন হয়—'কাদের চাল?' কথিত আছে একব্যক্তি দাবার আসরে যখন তন্ময় হইয়া আছে, সংবাদ আসিল যে তাহার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে। এত বড় দুঃসংবাদ পাইয়াও তাহার চমক ভাঙিল না, অন্যমনস্কভাবে অভ্যাসমত জিজ্ঞাসা করিল। 'কাদের সাপ?'

ব্য০ কোন চিন্তায় অত্যধিক মনোনিবেশ বশতঃ অথবা অন্যমনস্কতা হেতু অর্থহীন অবান্তর কথা বলা।

মনটা থাকে কোথায় ? বললাম, খরচগুলো ঠিক দিয়ে ফেল ; তুমি বললে, সব ঠিকই আছে। এ সেই 'কাদের সাপ' গোছের কথা হল না ?

**কান ( নাক ) কাট্‌তে পারা।**

অপরের কান কাটিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয় ; যে বিশেষ চতুর বা শক্তিশালী কেবল সেই পারে।

অপরকে পরাস্ত বা অপদস্থ করিবার ক্ষমতা।

পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**কানকাটা।**

(১) নির্লজ্জ, বেহায়া। দ্রঃ এক-কান-কাটা ইং

কানকাটা মানকাটা মোরা দুটি ভাই ;

দুই ভায়েতে যুক্তি করে 'অমুকের' বাড়ী যাই।

(২) ছেলেধরার মত এক শ্রেণীর লোক যাহারা দুরন্ত ছেলেদের কান কাটিয়া লয়,—শিশুগণকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত।

একজনের হাতে নুনের কেটো,

একজনের হাতে ছুরি ;

যে ছেলেটা কাঁদে তার কানটি কেটে

নুনের কেটোয় পুরি। ( ঘুমপাড়ানিয়া গান )

**কানকাটা কৈ মাছ তালগাছে বায় ;**
**পোচরা মুখ নিয়ে দরবারেতে যায়।**

বায়—যায় ; ওঠে। পোচরা—বসন্তের চিহ্নে পরিপূর্ণ।

কুৎসিত বা গুণহীন ব্যক্তির ধৃষ্টতার সীমা থাকে না।

**কান-কামড়ানি, মাথা ব্যথা, ছেপ তলায় না ;**
**এককাঠা চালের ভাত একটি এড়ায় না।**

ছেপ তলায় না—মুখের লালা গিলিলেও তাহা বমি হইয়া যায়। অত্যন্ত অসুস্থতার ভান করিয়া প্রচুর ভোজন করা।

তুঃ খাবো না খাবো অনিচ্ছে, এককাঠা চাল একটি উচ্ছে।

**কান খাড়া করা।**

কুকুর, ঘোড়া ইং পশুগণ ইচ্ছামত কান নাড়িতে পারে। তাহারা কোন শব্দ শুনিবার উদ্দেশ্যে কানদুটিকে ঊর্ধ্বমুখ করিয়া রাখে।

কোন শব্দ শুনিবার জন্য একাগ্র ভাবে অপেক্ষা করা।

অগ্নি। আর ঠাকুর; যদি হরি এসে পড়ে !

বিদূষক। তাতে কাণখাড়া রেখেছি ! শ্রীমধুসূদন নগরদ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত। গিরিশ—জনা।

**কান ঘুরিয়ে নাক দেখানো।**

হাত দিয়া সোজাসুজি নাক না দেখাইয়া, কানের উপর দিয়া মাথা বেষ্টন করিয়া দেখানো।

সোজা কথা ঘুরাইয়া বলা।

তাই কেন ভেঙে বল না, এত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন?

তুং To prick up one's ears. [ অমৃতলাল—কালাপানি।

**কান চায় (কাঁদে) সোনারে, সোনা চায় (কাঁদে) কানেরে।**

কর্ণের সহিত স্বর্ণনির্মিত কর্ণালংকারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাই তাহারা পরস্পরের সহিত মিলন আকাংক্ষা করে এবং বিচ্ছেদে ক্লেশ অনুভব করে।

যাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাহার সান্নিধ্য লাভের আকাংক্ষা।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমার মনের কথা বলতে কি, আমি বড়-রাণীর শোকে অধীর হয়েচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও করব না।

মাধব। মহারাজ কান কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কানেরে।

[ দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**কান টানলেই মাথা আসে।**

মাথার সঙ্গে কানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; তাই কান ধরিয়া টানিলে মাথাও সেই সঙ্গে আপনি সরিয়া আসে।

লক্ষং যাহাদের পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাহাদের একটিকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে অপরটি আপনি আসে।

বাঃ আমি গেলে তুমিও যেতে বৈ কি সঙ্গে। কান টানলেই ত' মাথা আসে।

অচিন্ত্য—ছিনিমিনি।

**কান থাকতে কালা।**

যে কালা নয় তথাপি অন্যমনস্কতার জন্য শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও না শোনার ভাণ করে।

**কান-পাৎলা।**

যাহার কর্ণপটাহ এত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয় যে অতি মৃদু শব্দও শ্রবণ গোচর হয়।

যে যাহা বলে তাহাই যে ব্যক্তি নির্বিচারে বিশ্বাস করে।

গিন্নি বড় কান পাৎলা,—বউদের নামে যে যা লাগায় তাই তাঁর কাছে বেদবাক্যের মতন।

**কান ভাঙ্গানো। কান ভারি করা।**

কানে কানে (গোপনে) কাহারও বিরুদ্ধে নিন্দা বা অভিযোগ করিয়া বিরাগ সৃষ্টি করা!

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ—ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম—ফুল-ডোর ;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা।

তু০ To poison one's ear. [ বিহারী—বঙ্গসুন্দরী।

**কান মলা।**

কান ধরিয়া পাক বা মোচড় দেওয়া।

(১) অপরাধের দণ্ড দেওয়া।

(২) অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজের দণ্ড নিজে দেওয়া।

"হয়েছে হয়েছে গো, আমি পাজি, আমি নচ্ছার, স-ব স্বীকার করছি, ক্ষান্ত দাও, এই নাক কান মলছি।" বিভূতি মুখো০—রাণুর কথামালা।

**কান যায় যথায়, মন যায় তথায়।**

যে কথা শোনা যায় তাহাই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

**কানশল্লা, ভেতর বুঁদে দীঘল-ঘোমটা নারী,**
**পানাপুকুরের শীতল বারি, বড়ো মন্দকারী।** ( মেয়েলী )

অনিষ্টকারী স্ত্রীলোকের লক্ষণ ঃ—যে কানে কানে শলা (কুপরামর্শ) দেয়, মনোভাব চাপিয়া রাখে, দীর্ঘ ঘোমটা দিয়া শান্ত লজ্জাশীলার ভান করে, পানায় ঢাকা শীতল জলের মত মধুর আচরণ করে।

**কান শুনতে ধান শোনা।** দ্র০ ধান শুনতে কান শোনা।

**কানা কড়ি।**

পূর্বকালে ( বর্তমানেও কোন কোন স্থানে ) বিনিময়-মুদ্রা রূপে কড়ির প্রচলন ছিল। হাতে হাতে ঘুরিয়া অত্যধিক ঘর্ষণের ফলে যে কড়ির পৃষ্ঠদেশ ছিদ্রযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেজন্য বিনিময়-মুদ্রারূপে মূল্যহীন ও অচল।

পয়সা দিয়ে কি জিনিসই এনেছ ! এর দাম এক কানা কড়াও নয়।

**কানা ক'বার নড়ি হারায় ?**

কানা লাঠির সাহায্য বিনা পথ চলিতে পারে না, সুতরাং এই অপরিহার্য অবলম্বনটিকে সে অতি সাবধানে রাখে, সহজে হারাইতে দেয় না।

যে দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয় তাহার সম্বন্ধে লোকে বিশেষ সতর্ক থাকে।

তু০ অ'ধা লকড়ী একবার খোতা হৈ।

**কানা, কুজো খোঁড়া ; তিন অসতের গোড়া।**

বিকলাঙ্গ ব্যক্তির স্বভাব চরিত্রও দোষযুক্ত হইয়া থাকে এইরূপ সংস্কার।

**কানাকানির পরই জানাজানি।**

কোনো গোপন কথা দুই-চার জনে বলাবলি করিলে তাহা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

**কানা কি বোঝে চাঁদের আলো ?**

অন্ধ কোন সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে না।

তু° अंधा क्या जाने बसन्तकी बहार।

**কানা কুকুর সাড়েই তুষ্ট।**

গরীব লোক যৎসামান্য যাহা পায় তাহাতেই খুসী হয়।

**কানা, খোঁড়া একগুণ বাড়া।** গুণ—ব্যং দোষ।

সচরাচর লোকের যেটুকু দোষ থাকে, কানা খোঁড়ার দোষ তাহা অপেক্ষা বেশীই হয়।

"আর ফণিভূষণ ?"

"তিনি আবার খোঁড়া। কথায় বলে,—কানা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া, কিন্তু এ ছোঁড়া বোধ হয় অতটা খারাপ নয়। তার কারণ, খোঁড়া ব'লে বাড়ী থেকে বেরুতে পারে না।" শরদিন্দু বন্দ্যো°—ব্যোমকেশের কাহিনী।

তু° काने के एक रंग सिवा होती है।

**কানা, খোঁড়া, কুঁজো, তিন চলে না উজো।**

ঋজু>উজো। ইহারা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ইহাদের মনও সরল হয় না।

তু° काने के एक रंग मिवा होती है।

**কানা খোঁড়া ব'লে কি কিছু কম খায় ?**

দুঃখী লোকের আকাংক্ষা আর সকলের মতই হয়।

**কানা গরু বামুনকে দান।**

কানা গরু উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা যায় না। এইরূপ নিকৃষ্ট গরু ব্রাহ্মনকে দান করিয়া অল্প ব্যয়ে গো-দানের পুণ্য সঞ্চয় করা।

অপদার্থ বস্তু কোনও কাজে লাগিবে না বুঝিয়া তাহা অপরকে দান করিয়া দানশীলতার সুলভ খ্যাতি অর্জন করা।

বেশ ঘড়িটি আমাকে উপহার দিয়েছিলে যা হোক,—কানা গরু বামুনকে দান ! নিত্যি তার মেরামত করাতে নাকাল হয়ে গেছি।

**কানা গরুর চেনা পথ।**

অভ্যস্ত কাজ বিনা আয়াসে করা যায়। ভুল হয় না।

তু° मरल बछिया बाभन को दान।

**কানা চোখেই কুটো পড়ে।**

লক্ষ০ যে দুর্দশাগ্রস্ত তাহারই বিপদ বেশী ঘটিয়া থাকে।

তু০ খোঁড়া পা-ই খানায় পড়ে।

কানে খোট কনৌড়ে মেঁট।

**কানা চোখে ঘুমও যা চেতনও তা।**

অন্ধ নিদ্রিত ও জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই কিছু দেখিতে পায় না।

তু০ অন্ধ জাগো, না, কিবা রাত্রি কিবা দিন।

**কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।**

পদ্মলোচন—পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর চক্ষু যাহার।

কানা ছেলের চোখ দোষযুক্ত, তথাপি পিতামাতা যদি স্নেহবশে তাহার পদ্মলোচন নাম রাখে তাহা ব্যর্থ ও হাস্যকর হয়।

যাহার যে গুণের অভাব তাহার প্রতি সেই গুণের আরোপ। নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর মিথ্যা গুণ বর্ণনা।

**কানা দেখতে পায় না, কাঙাল দেখতে চায় না।**

কানা ভালো জিনিস দেখিতে উৎসুক, কিন্তু দেখিতে পায় না; গরীব লোক দুঃখ পাইবার ভয়ে ইচ্ছা করিয়াই দেখে না।

**কানা পুতে পোষে, রাজা ঝিয়ে শোষে।**

পুত্র যতই অক্ষম হউক, সে মাতাপিতাকে সাধ্যমত প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু কন্যা ধনী গৃহের বধূ হইলেও মাতাদিগের নিকট যতদূর পারে আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করে।

মাতাপিতার সহিত পুত্রের স্নেহ-সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়।

**কানা পুতের নানা রোগ।**

যে ছেলেটি কোন শারীরিক দোষযুক্ত তাহার স্বাস্থ্য প্রায় ভালো হয় না, সেজন্য সর্বদাই কোন না কোন রোগ ভোগ করিয়া থাকে।

ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি চিররুগ্ন হয়।

**কানা বক শুকনো গাড়ে, খায় না খায় আছে পড়ে।**

সং গর্ত>গাড়=ছোট ডোবা বা খানা।

অক্ষম হইয়া পড়িলে কেহ ভাগ্যোন্নতির আশায় নিজের গৃহ বা গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে সাহস করে না, সেইখানেই থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করে।

তু০ অংধা বগুলা কীচড় খায়।

**কানা বামুনও শূদ্রের দুনো।**

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট বস্তু ঈষৎ দোষযুক্ত হইলেও নিকৃষ্ট অপেক্ষা আদরণীয়।

**কানা, মনে মনেই জানা।**

নিজের দোষ-ত্রুটি কাহারও অজ্ঞাত থাকে না।

তু০ কানী অপনে মনে সুহানী।

**কানা মাছি।**

মাছি রাত্রে ভালো দেখিতে পায় না, সেজন্য লক্ষ্যহীন ভাবে উড়িয়া বেড়ায় এবং যেখানে সেখানে বসিবার চেষ্টা করে।

**কানা-মাছি খেলা।**

শিশুগণের ক্রীড়া বি০। একজন চোখের উপর কাপড় বাঁধিয়া কানা মাছি হয় এবং আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া অথচ তাহার স্পর্শ বাঁচাইয়া "কানা মাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ" বলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া হাতড়াইয়া বেড়ায়। কানা মাছি যাহাকে ছুঁইয়া ফেলে সে তখন অন্ধ বা কানা মাছি হয়। খেলা চলিতে থাকে।

তু০ The blindman's bluff.

**কানা মেঘ।**

যে মেঘ প্রায় জলহারা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে বৃষ্টি হয় না।

**কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র নয় দৃষ্টি।**

লক্ষ০ কৃপণস্বভাব ব্যক্তির বদান্যতার উপর নির্ভর করা যায় না।

**কানার পাতেই বেরাল পড়ে।**

লক্ষ০ যে অক্ষম বা অসহায় তাহার উপরেই অত্যাচার।

**কানার লগ্নে কুঁজোর বিয়ে।**

বিকলাঙ্গ ব্যক্তির বিবাহ হওয়া দুর্ঘট। দৈবক্রমে কানার বিবাহ হইলে সেই সুযোগে কুঁজোরও বিবাহ ঘটিয়া যাইতে পারে।

>ঘটনাক্রমে কোনো অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আবির্ভাব।

'কানার লগ্নে কুঁজোর বিয়ে',—মাঝ খান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম। এ এক রকম মন্দ হ'ল না। যথালাভ।

**কানা রাজা, তার কুঁজো মন্ত্রী।** [ শৈলবালা ঘোষজায়া—নমিতা।

যেমন রাজা তাহার উপযুক্ত মন্ত্রীও জুটিয়া থাকে।

যে যেমন লোক তাহার সংগী, সহকারী ই০ সেইরূপই হয়।

তু০ হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

**কানা শুক্র।**

দৈত্যগণের গুরু শুক্রাচার্য কানা ছিলেন।

>কুচক্রী অথবা একচোখো, পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি।

**কানু ছাড়া গীত নাই।**

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ বঙ্গদেশে সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য ছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম বহু প্রাচীন। আর্য্যানার্য্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে এই বৈষ্ণব ধর্ম আশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনা বঙ্গদেশে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। তাই বঙ্গদেশে কানু ছাড়া আর গীত ছিল না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস (ভূমিকা)।

>কোনো প্রসঙ্গের যখন-তখন বিরক্তিকর পুনরুল্লেখ।

তোমার তো দিদি, কানু ছাড়া গীত নেই। সেই সব কথা—বউ খেতে দেয় না। কতো আর শুনবো?

তুং Harping on the same tune.

**কানে আঙুল দেওয়া।**

অশ্লীল বা অপ্রীতিকর কথা যাহাতে কানে প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কানে আঙুল দিয়া পথরোধ করা।

শ্বাশুড়ী-বউ যখন ঝগড়ায় মাতে, তখন দুজনেই এমন মুখ খারাপ করে গালাগাল দিতে থাকে যে লোককে কানে আঙুল দিতে হয়।

**কানে কাঠি, নাকে তেল, আর মাঝে মাঝে খাবে বেল।**

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম—কাঠি দিয়া নিয়মিতভাবে কানের মল বাহির করিলে বধিরতা জন্মে না, নাকে তেল দিলে পরিস্কার থাকে এবং সুনিদ্রা হয়; মধ্যে মধ্যে বেল খাইলে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে।

**কানে খাটো।**

শ্রবণশক্তির ন্যূনতাবশতঃ যে ভালো শুনিতে পায় না; বধির।

মদনিকা। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধনদাস। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়! আপনি কিছু কানে খাট বটে? বিলাসবতী—বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন? মাইকেল—কৃষ্ণকুমারী নাটক।

**কানে গুঁজলাম তুলো, পিঠে বাঁধলাম কুলো;**
**তোরা যত পারিস বল্, যত পারিস কিলো।**

কানে তুলা গুঁজিলে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; পিঠেকুলা বাঁধিলে প্রহার করিলে আঘাত লাগে না।

কোন নিন্দা বা ভর্ৎসনা অথবা প্রহারকে ভয় করে না এরূপ নির্লজ্জ দুষ্কৃতকারীর উক্তি।

**কানে জল দিয়ে জল বা'র করা।**

দ্র° বেণো জল ঢুকে ঘরো জল বা'র হওয়া।

**কানে তালা লাগা।**

শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রুদ্ধ হওয়ার ফলে বধিরতা জন্মে এই কল্পনা।

(১) রোগ বা শারীরিক দৌর্বল্যজনিত সাময়িক বধিরতা।

(২) প্রচণ্ড শব্দে কর্ণপটহ আহত হওয়ায় জন্য ক্ষণিক বধিরতা।

আকর্ণ পূরিয়া কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান।
দশ দিক্ শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান॥
মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি।
কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই না শুনি॥

**কানে মন্ত্র দেওয়া।** [ মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

মন্ত্রদাতা গুরু কর্তৃক শিষ্যের কানে কানে ইষ্টমন্ত্র শুনাইয়া দীক্ষা দান।

>গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া।

নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না…এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। রবীন্দ্র—গল্প-দশক (প্রতিহিংসা)।

**কানের পোকা বা'র হওয়া। কানে পোকা পড়া।**

কোন কথা বার বার এমন ভাবে বলা যে, শ্রোতার কানের ভিতর পোকা থাকিলে জ্বালাতন হইয়া বাহির হওয়া বা পোকা জন্মানোর কল্পনা।

বার বার একই কথা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া যাওয়া।

…আরে ওসব কথা আমাকে কি শোনাবে। আজ বিশ বছর ধ'রে ওসব শুনতে শুনতে কানে পোকা প'ড়ে গিয়েছে।

**'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।'** [ সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

মূল কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ। (রবীন্দ্র—ভানু সিংহের পদাবলী)।

কোনো বিশেষ ধ্বনি সাধারণ ভাবেই কর্ণে প্রবেশ করিয়া অন্তরের গভীরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

**কানের সোনায় কান কাটে।**

কানের গহনার ভারে কান কাটিয়া যায়।

যাহার দ্বারা সুখের আশা করা যায় সে অনিষ্টও করিতে পারে।

**কানে শুনেও কালা, চোখে দেখেও কানা।**

কোন ব্যাপারের সব কথা জানিয়াও নেকা সাজা।

**কান্তা রূপবতী শত্রুঃ।**

সুন্দরী পত্নী শত্রুতুল্য। তাহার রূপে লুব্ধ হইয়া দুষ্ট লোক নানাবিধ অত্যাচার করিয়া স্বামীকে বিপন্ন করিয়া তোলে।

দ্র০ পিতা ঋণকারী শত্রু।

**কাপড় হলে পচা, আঙুল হয় খোঁচা।**

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র অতি সহজেই ছিঁড়িয়া যায়।

**কাপড়ে-চোপড়ে হওয়া।** (অশিষ্ট)

আকস্মিক ভয়ে অথবা অতি কষ্টসাধ্য কাজ করিতে গিয়া এতদূর বেসামাল হওয়া যে, কাপড়ে মলত্যাগ করিয়া মাখামাখি করিয়া ফেলা।

অত্যধিক আতঙ্কিত হওয়া।

একটা বন্দুক দেখলেই কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে পড়, তোমরা আবার দেশ উদ্ধার করবে!

তু০ ধোতী ঢীলী হোনা।

**কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে।**

কাহারও সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে তাহা সহজে দূর হয় না।

**কাপুড়ে বাবু।**

যাহার শিক্ষাদীক্ষা নাই অর্থ সংগতিও নাই, কেবলমাত্র সাজ-পোষাকেই গণ্যমান্য বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহে।

আজকাল সবাই প্রায় কাপুড়ে বাবু; সত্যিকার ভদ্রলোক আর ক'টা?

**কাপ্তেন বাবু।**

ইং ক্যাপ্‌টেন>কাপ্তেন—জাহাজের অধ্যক্ষ>গোরা নাবিক।

কলিকাতার বন্দরে যে সকল জাহাজ আসে, পূর্বকালে তাহার কর্মচারিগণকে সরল বিদেশী লোক পাইয়া নানারূপে শোষণ করা হইত।

>উচ্ছৃংখল চরিত্রের ধনী যুবক যাহার অর্থে বন্ধুবর্গের আমোদ-প্রমোদ চলিয়া থাকে।

ক'দিন তো আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখছো, আমাকে কাপ্তেন বাবু ক'রে তুল্‌তে চাও না কি?

**কামলা, আপনি সামলা।**

কামলা-কমলা (ন্যাবা) রোগগ্রস্ত। এরূপ ব্যক্তি সমস্ত পীতবর্ণ দেখে, চোখ না সারিলে প্রকৃত রং বুঝিতে পারে না।

লক্ষ০ অগ্রে নিজের ত্রুটি সংশোধন করিয়া পরের বিচার করা উচিত।

**কামানো মাথায় ক্ষুর বুলানো।**

দ্রঃ কাঁড়ানো চালে তিন ঘা পাড়।

**কামার বাড়ীর বেরাল ঠক্‌ঠকিতে ভয় পায় না।**

যে বিড়ালের কামার বাড়ীতে বাস সে সর্বদা লোহা পেটার শব্দ শুনিতে অভ্যস্ত, সেজন্য সামান্য শব্দতে সে ভয় পায় না।

যে ক্লেশ যাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে তাহা অনায়াসে সহ্য করে।

**কামার বুড়ো হলে লোহা শক্ত।**

সামর্থ্য কমিয়া গেলে অভ্যস্ত কাজও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

**কামারে ( কুমোরে ) গড়ে যা, মনে মনে জানে তা।**

কারিগর যাহা তৈয়ারি ক'রে আগের কল্পনা করিয়া লয়।

**কামারের কাছে ছুঁচ বেচতে আসা।**

কামার যাবতীয় লৌহনির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করে। সূচের মত সামান্য বস্তু সে অনায়াসেই গড়িতে পারে, তাহার নিকট সূচ বেচিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

লক্ষ০ যে যে কাজে নিপুণ তাহাকে সেই বিষয়েই সাহায্য করিতে যাওয়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "কেশব, তুমি কিছু বল ; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।"

কেশবচন্দ্র। ( বিনীত ভাবে সহাস্যে ) এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রী করতে আসা ! শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

**কামারের কাছে লোহা ( ইস্পাত ) চুরি।**

লোহা ও ইস্পাত লইয়া কামারের কারবার, সেজন্য লোহা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। সুতরাং সে বিষয়ে কামারকে ঠকাইবার চেষ্টা বৃথা !

লক্ষ০ সে বিষয়ে যাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকে তাহাকে সে বিষয়ে তাহাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

**কামারের কুমোর-বৃত্তি ( +কামার বলে একি বিপত্তি ! )**

অনভ্যস্ত কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না।

তুঃ The cobbler should stick to his last.

**কামালে-জোমালেই বর, আর নিকোলে-পুঁচলেই ঘর।**

যত্নপূর্বক সংস্কার করিলে সকল বস্তুই দেখিতে সুন্দর হয়।

অনিলা বলে "তুমি সর্বদা একটু কামিয়ে-কুমিয়ে ফিটফাট হ'য়ে থেক ইমানুল—কথায় বলে, 'কামালে-কুমুলেই বর, নিকুলে পুঁছলেই ঘর'..."

বিভূতি মুখো০—নীলাঙ্গুরীয়।

**কামিনী-কাঞ্চন।**

ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের প্রধান উপকরণ নারী ও ধনৈশ্বর্য।

সংসারে কামিনী-কাঞ্চনই যে সকল অনর্থের মূল, বৈরাগ্যই যে পরম বস্তু, এই সত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার সম্প্রতি সাধনার বস্তু।

তু° The world, the flesh and the devil. [ শরৎ—চরিত্রহীন।

**কার্যের সাক্ষী করণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ।**

কে কেমন করিতকর্মা তাহার কার্য দ্বারা প্রমাণিত হয়; কে কেমন পুণ্যশীল তাহার সুখের মৃত্যু হয় কিনা দেখিয়া প্রমাণিত হয়।

**কায়েতের ঘরের বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।**

কায়স্থের বংশগত বৃত্তি মুহুরিগিরি। সেজন্য তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা থাকে, এবং পরিবারস্থ প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

**কায়েতের ঘরের মূর্খ ( গরু, ঢেঁকি )।**

কায়স্থ জাতি মসীজীবী, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য। মূর্খ কায়স্থ নিতান্ত অকর্মণ্য।

তু° কাযথকা বেটা, পঢ়া ভলা, যা মরা ভলা।

**কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।**

কায়স্থ-সন্তানকে অন্ন সংস্থানের জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না; জাতীয় বৃত্তি লেখনী-চালনাদ্বারা অর্থোপার্জন করিতে পারে।

তু° বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।
কাযথকা হথিযার কলম হৈ।

**কায়েতের ছোটো, বেদের বড়ো।**

কায়স্থ ইং ভদ্রপরিবারের বয়স্থ পরিজনবর্গ নানা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকায় খুচরা কাজ বয়ঃকনিষ্ঠকে করিতে হয়। কিন্তু বেদে ইং অনুন্নতশ্রেণীর বয়ঃকনিষ্ঠগণ আজ্ঞাবহ হয় না, সেজন্য বয়ঃজ্যেষ্ঠগণকেই ছোট বড় সকল প্রকার করিতে হয়।

ভদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত।

তু° কাযথোঁকা ছোটা ঔর মাংড়োঁকা বড়া।

**কায়েতের বুড়ো হীরার ধার, নাপিতের বুড়ো ছারের ছার।**

হীরার ধার—হীরার ধারের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

কায়স্থ বুদ্ধিজীবী, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু নাপিত বৃদ্ধ হইলে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে,—দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, হাত কাঁপিতে থাকে।

বিভিন্ন বৃত্তি ভেদে কাহারও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হয়, কাহারও বা অবনতি ঘটে।

তুং কীর্তনীয়ার গুঁড়া, কবিরাজের বুড়া।

**কায়েতের মড়া জলে ভাসে, কাক বলে কি ফিকিরে আছে।**

পাং কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।

কায়স্থ জাতি স্বভাবতঃ এত চতুর ও কৌশলী হয় যে, মৃত্যুর পরেও তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

**কায়েতের মূর্খ কলুর বলদ।**

কায়স্থ বুদ্ধিজীবী জাতি, সুতরাং মূর্খ কায়স্থ অতি অপদার্থ,—সে কলুর বলদের মত কোন কার্যের উপযুক্ত নয়। কলুর বলদ চোখে ঠুলি পরিয়া একই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘানি টানে, তাহার দ্বারা অন্য কোনও কাজ সম্ভব হয় না।

**"কার আগুণে কেবা পোড়ে, আমি জাতে কলু।"**
**"মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে উলু॥"**

পূর্বকালে অনেক সময়ে বলপূর্বক সতীদাহ করা হইত। যাহার সতী হইবার কথা তাহাকে না পাইয়া এক বিধবা কলুনীকে ধরিয়া পুড়াইবার চেষ্টা হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সতীদাহ চলিত না; তাই কলুনী বলিল, "আমি জাতে কলু, আমাকে পুড়াইতেছ কেন? এদিকে তাঁহার ছেলে মাকে পুড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। তাই সে বলিতে চাহে, তোমরা উলুধ্বনি করিয়া আমাকে উৎসাহিত করো।

ধ'রে ভদ্র ঘটানো।

**কারও ঘর পোড়ে, কেউ আগুণ পোহায়।**

একের বিপদে অপরের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা।

তুং किसीका घर जले, कोई हाथ सेंके।

**কারও জলে যশ, কারও দুধে ঠস্।** ঠস্=পসার নষ্ট।

কেহ দুধে অতিরিক্ত জল মিশাইয়াও প্রশংসা লাভ করে, কেহ খাঁটি দুধ সরবরাহ করিয়াও পসার রাখিতে অক্ষম হয়।

নিন্দা বা সুখ্যাতি সকল সময়ে গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না।

**কারও দুধে চিনি, কারও শাকে বালি।**

কাহারও অদৃষ্টে সুখের উপর সুখ, কাহারও দুঃখের উপর দুঃখ।

**কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস।**

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস আনন্দ উৎসবের সময়, যখন নবান্ন ও পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে নূতন শস্যে নানাপ্রকার পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া বাংলার পল্লীবাসিগণ উৎসব করিয়া থাকে।

যখন একজনের বিপদ সেই সময়ে অপরের আনন্দ।

পাঁচজনের মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচ পাঁচটা টাকা আমার গলে গেল—আর এই তোদের তাগাদা করবার সময় হল! কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস। শরৎ—পল্লী-সমাজ।

তু° কোই মরে কোই মল্‌হার গাবৈ।

Nero fiddling while Rome is burning.

**কারও শূল হয়, কেউ পাবে পাবে গণে।**

[ পাব = বাঁশের এক গাঁঠ হইতে পরবর্তী গাঁঠের মধ্যস্থ অংশ। পূর্বকালে অপরাধীকে শূলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এক ব্যক্তি যখন শূলের উপর ক্রমে ক্রমে মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছে, সেই সময়ে সমবেত জনগণ কিরূপে শূলদণ্ডের এক একটি গাঁঠ হতভাগ্যের দেহে প্রবেশ করিতেছে তাহাই লক্ষ্য করে, তাহার যন্ত্রণা কেহ উপলব্ধি করে না।

অপরের বিপদে সহানুভূতির অভাব!

**কার কপালে কে বা খায়?**

কাহারও সুখ দুঃখ অপরের অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। নিজের ভাগ্যফলই ভোগ করিয়া থাকে।

**কার গোয়ালে কে সাঁজাল দেয়।** সাঁজাল—সন্ধায় গোয়ালে ধোঁয়া দেওয়া।

**কার ছেলে কে মানসিক করে।**

অনাবশ্যক অনধিকার চর্চা।

তু° কিসীকা লড়কা কোই মন্নত মানে।

**কার ঘাড়ে দুটো মাথা?**

লক্ষ° কাহারও একাধিক মাথা থাকিলে অপরাধ করিতে ভয় পায় না, কারণ দণ্ডস্বরূপ একটি মাথা কাটিয়া ফেলিলেও মরিবে না—আরও মাথা আছে। যাহার একটিমাত্র মাথা তাহার সে দুঃসাহস হইতে পারে না।

গুরু অপরাধ করিবার দুঃসাহস কাহারও হয় না।

ভিক্ষুক। কার ঘাড়ের উপর দুটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে? দ্বিজেন্দ্রলাল—চন্দ্রগুপ্ত।

**কারণ বিনা কার্য নেই (+ আগুন বিনা ধোঁয়া নেই)।**

যাহা কিছু ঘটে তাহার কোন না কোন হেতু অবশ্যই থাকে।

তু° আগ বিনা ধুঁয়াঁ নহীং।

No smoke without a fire.

**কার দুঃখ কে বা বোঝে, যার যা সে পেটে গোঁজে।**

পরের অভাব কেহ দেখে না। নিজের স্বার্থসাধনে সকলেই ব্যস্ত।

**কার ধন কেবা খায়! কার সোনা কেবা পরে।**
**কার শাল কে গায়ে দেয়।**

একের দ্রব্য অপর কাহারও ভোগে আসা।

**কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।**

খোলা—কলা গাছের খোলা বা পেটোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ড যাহার উপর শ্রাদ্ধে পিন্ড রক্ষিত হয়। সুব্যবস্থা না হইলে ব্রাহ্মণের খোলা কাটিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করা ব্যর্থ হয়—কার্য হয়।

অব্যবস্থার ফলে কার্য পন্ড হইয়া থাকে।

এইরূপে তর্ক বিতর্ক হইতেছে—মুখোমুখি হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম……গোল কোন ক্রমে থামেনা………অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল, "কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে—এই বেলা সরে পড়া ভাল।" টেকচাঁদ—আলাল।

**কার সাধ্য কে বা মারে, খোদা যারে রাজি।**

ঈশ্বর যাহার প্রতি অনুকূল তাহার অনিষ্ট করা কাহারও সাধ্য নয়।
তুং রাখে হরি মারে কে?

राखनहारा साइयाँ, मारिना सकिहेइ कोइ।

**কার হাঁড়িতে কতো চাল।**

কাহার হাঁড়িতে কত চাল রাঁধা হইতেছে—এই তথ্য।
কাহার কিরূপ আর্থিক অবস্থা বা যোগ্যতা।

**কারে পড়লে আল্লার নাম।** কারে—সংকটে।

বিপাকে পড়িলেই লোকে পরমেশ্বর স্মরণ করে, অন্য সময়ে ভুলিয়া থাকে।

**কারে পড়লে বাঘা ফড়িংও খায়।**

বিপত্তিকালে ভালোমন্দ বিচার থাকে না।

অন্ধকার একটু ঘন হইতেই মাঠে মাঠে আসিয়া একটা আকের ক্ষেতে ঢুকিয়া বসিয়া বসিয়া আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মিষ্টরস তাহার ভাল লাগে না—খানিকটা মদ হইত! মনে করিয়াই সে হাসিল—'কারে পড়িলে বাঘা ফড়িং খায়।' তারাশঙ্কর—বেদেনী (চোর)।

**কারো ভাত যায় সোঁতে, কেউ ভাতের লেগে কোঁথে।**

সোঁতে—স্রোতে; নদীতে। কোঁথে—কোঁথায়; কাতরায়।

কোথাও অপচয় হয় কোথাও দারুণ অভাব।

**কারো মন্দ কেউ করে না, যার মন্দ সেই করে।**

লোকে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে, অপরে করে না।

**কালঘাম।** কাল = মৃত্যু।

মৃত্যুর প্রাক্কালে জীবনীশক্তি লুপ্তপ্রায় হওয়ায় যে শীতল ঘর্ম প্রচুর পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে। >অতিরিক্ত শ্রমবশতঃ ঘর্মস্রাব।

এখন জোয়ার—দাঁড় টানতে ও ঝিঁকে সারতে মাজিদের কালঘাম ছুটবে। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তুং Cold sweat.

**কালনেমির লঙ্কা ভাগ।**

কালনেমি লঙ্কারাজ রাবণের মাতুল। লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইলে হনুমান ঔষধ আনিবার জন্য যখন গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন, তখন রাবণ কালনেমিকে লঙ্কারাজ্যের অর্ধাংশ দিবার অঙ্গীকারে হনুমানের বধার্থে প্রেরণ করেন। কালনেমি পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া লঙ্কার কোন অংশ লইবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল। কিন্তু হনুমান কর্তৃক অনায়াসে নিহত হইল।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অত্যধিক আস্থাবান হওয়া।

নিরীহ নির্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে—কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর করে বালিগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড় শো টাকার মাইনের কেরাণীর আশাও কম নয়! 'বনফুল'—সপ্তর্ষি।

তুং पानीमें मछली, नौ नौ टुकड़ा हिससा।

To count one's chickens before they are hatched.

**কাল বললে ধরে কাল।**

কাল করিব বলিয়া কোন কাজ ফেলিয়া রাখিলে, তাহা আর করা হয় না, মৃত্যু আসিয়া ধরিয়া ফেলে।

দীর্ঘসূত্রতা সর্বনাশকর।

**কাল বৈশাখী।**

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নের তুমুল ঝটিকা ও তৎসহ অল্পবিস্তর বারিপাত—বাংলার সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা।

সন্ধ্যার সময় কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠল। পথের ধুলায় আকাশ ভরে গেল, গাছপালাগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তান্ডব নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়! (প্রতীক্ষা)।

**কাল যায় না জল যায়।**

জলের স্রোত যেমন দ্রুত বহিয়া যায়, সময়ও সেইরূপে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়।

**কালরাত্রি।**

হিন্দু বিবাহের পরবর্তী রাত্রি, যে সময়ে বর বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।

প্রং—দশরথ কৈকেয়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহের পরবর্তী রাত্রে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কৈকেয়ী স্বামীর মৃত্যুর কারণ ও জগতে নিন্দিতা হইয়াছিলেন।

বাসিবিয়া পরদিন হয় কাল রাতি।
স্ত্রীপুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি॥
কালরাত্রে যে নারীরে করে পরশন।
সে স্ত্রী দুর্ভাগ্য হয় না যায় খণ্ডন॥ কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

**কাল (কোথা) রাম রাজা হবে,—না, চোদ্দ বছর বনবাস।**

উৎসবের স্থলে শোকের আকস্মিক আবির্ভাব। হরিষে বিষাদ
তুং ঈদমে মুহর্‌রম।

**কালস্য কুটিলা গতিঃ।** (সং)

মূল যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্‌।
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কালস্য কুটিলা গতি॥

কাল অতি বক্রগতি, কি ঘটিবে কিছুই বলা যায় না।

বড় আশা ছিল, অচিরেই আরোগ্যের শুভসংবাদ দিয়া দেশবাসীর অশান্ত চিত্তে শান্তির সুধা সিঞ্চনে সমর্থ হইব; কিন্তু হায়, 'কালস্য কুটিলা গতি'—আমাদের আশা সমূলেই নির্ম্মূল হইল।

[ বিভূতি মুখো৹—রাণুর তৃতীয়ভাগ (শোক-সংবাদ)।

**কালাপানি।**

সমুদ্রের নীল জল।

(১) সমুদ্রপথে বিদেশ-যাত্রা।

…আর তারপর এক সপ্তাহও পার হ'লো না, সিতেশ কালাপানি পেরুবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেল্‌লে। 'পাসপোর্ট' নিলে, কবে কোন জাহাজে যাবে তা ঠিক করলে,……। হেমেন্দ্রলাল রায়—শিল্পীর খেয়াল।

(২) গুরু অপরাধের জন্য দ্বীপান্তরের দণ্ড (ইং Transportation)।

দ্বীপান্তরে দণ্ডিত অপরাধীকে বৃটিশ ভারতের আইনানুসারে বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থিত আন্দামান ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। দ্রং পুলি-পোলাও।

নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। বৎসর খানেক পূর্ব্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়াছে। তারাশঙ্কর—কবি।

**কালাপাহাড়।**

উৎকট হিন্দু-দেবদ্বেষী জনৈক মুসলমান। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন অথবা আফগান বংশে জন্মিয়াছিলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, ইঁহার প্রকৃত নামও নির্ণয় করা দুরূহ। ইনি খ্রী° ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলার আফগান বংশীয় সুলতান সুলেমান কারাবনীর সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব ভারতের প্রধান প্রধান দেবমন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া কালাপাহাড় (কৃষ্ণবর্ণ পর্বতের ন্যায় ভীষণ ও কঠিন) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই নামেই পরিচিত ছিলেন।

>প্রচলিত সামাজিক ও অন্যান্য প্রথা, বিধিনিষেধ ই° ধ্বংসপ্রয়াসী বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ব্যক্তি।

"জানেন ত, জার্ম্মানি দেশের সুতা থেকেই আমাদের দেশের সব পৈতা তৈরী হয়। আপনি যতই কেন হা-হুতাশ করুন না, স্বদেশী কালাপাহাড়দের হাত থেকে কিছুতেই এ সুতাকে রক্ষা করতে পারবেন না; শেষে আপনার গলাটায় পর্যন্ত টান পড়তে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবী—স্বপনবাণী।

**কালা বলে গায় ভালো, কানা বলে নাচে ভালো।**

যাহার যে বিষয় বুঝিবার শক্তি নাই সে সেই বিষয়ের সমালোচনা করিলে তাহা ব্যর্থ হয়।

তু° बहरे आगे गावना, अंधे आगे नाचना।

**কালা বলে,—হাত পা নাড়ে, ঢাকী তো বাজায় না।**

কালা ঢাকের বাদ্য শুনিতে পায় না, তাই ভাবে ঢাকী কেবল হাত পা নাড়িতেছে, বাজাইতেছে না।

যে যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না তাহার অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

**কালা যজমান, তার তোৎলা পুরুত।**

পুরোহিত যদি তোৎলা হয় সে মন্ত্রাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে না; তাহার উপর যজমান যদি কালা হয়, সে এক শুনিতে আর শোনে, সুতরাং অশুদ্ধ মন্ত্রকে আরও অশুদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করে;—ফলে পূজাদি ক্রিয়া নিতান্তই পণ্ড হয়।

>অক্ষমের সহিত অক্ষমের সহযোগিতার কার্য সম্পন্ন হয় না।

**কালা শোনে কাড়ার বাদ্যি, কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি।**

কালা সচরাচর কোন শব্দ শুনিতে পায় না। দৈবক্রমে সে যদি ঢাকের উচ্চ রব শুনিতে পায় তাহাতে তাহার ভারি আনন্দ, সে ভাবে আমার বোধ হয় বিবাহ হইবে, তাই এই বাজনা বাজিতেছে।

সকল ব্যাপারেই নিজের সুখ বা লাভের কল্পনা করা।

তু° শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে; বেরাল ভাবে আমার ভাত বাড়ে।
As the fool thinks, so the bell clinks.

**কালি, কলম, পাত ;—যেমন তেমন হাত।**

পাত—পাঠশালার পড়ুয়াদের লেখার জন্য ব্যবহার্য তালপাতা অথবা কলাপাতা।

কালি, কলম ও পাতা তিনটিই যদি ভালো হয়, কাঁচা হাতেও ভালো লেখা হইতে পারে।

উপকরণ উৎকৃষ্ট হইলে অপটু ব্যক্তিও ভালো কাজ করিতে পারে।

**কালি, কলম, মন ;—লেখে তিনজন।**

কেবল কালি-কলম হইলেই লেখা হয় না,—লেখকের একাগ্র মনোযোগ থাকাও প্রয়োজন।

মনোযোগ ব্যতিরেকে কোনও কার্য সুসম্পন্ন হয় না।

**কালি ছিলাম ব'সে স্বর্ণপিঁড়ে, আজ বসেছি আঁস্তাকুঁড়ে।**

যে ব্যক্তি গতকল্য সোনার আসনে বসিয়াছিল, আজ তাহার আঁস্তা-কুঁড়ে স্থান হইয়াছে।

অবস্থার বিপর্যয় ঘটিতে বিলম্ব হয় না। সুখ-সৌভাগ্য অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী।

তু° আজ রাজা কাল ভিখারী ই°।

**কালির আঁচড় নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।**

কালির আঁচড়—কালির রেখা, লেখা>বর্ণজ্ঞান।

দ্র° কালীঘাটে চণ্ডী পাঠ।

মূর্খ ব্যক্তি গর্হিত কার্য করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় না।

**কালীঘাটে চণ্ডীপাঠ।**

কালীমন্দিরে যে চণ্ডীপাঠ হয়, দক্ষিণা অনুযায়ী তাহার তারতম্য হয়।

একবার চণ্ডীপাঠ করিয়া অনেকের কার্য একসঙ্গে সাধন হয়।

**কালীঘাটের কাঙালী।**

সকল তীর্থস্থানের ন্যায় কালীঘাটেও বহু ভিক্ষুকের সমাগম দেখা যায়। ইহারা যাত্রীগণকে ঘেরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এবং উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে।

প্রার্থীর দল, যাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

"...পয়সা ত কারও নেই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে,...যেন সব কালীঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে।" রমেশ—সংসার।

**কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।**

দ্র° পোর নামে পোয়াতি বর্তায়।

**কালে আবজায় তুলে বেচে ; তার বাড়া কি ফসল আছে।**

আবজায় = আবাদ করে, চাষ করে।

ঠিক সময়ে চাষ করিলে এবং শস্য তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিলে বিলক্ষণ লাভ হয়।

**কালে কালে কতই হলো,—পুলিপিঠের লেজ বেরুল।**

নেশার ঝোঁকে মরা নেংটি ইঁদুরকে পুলিপিঠা মনে করিয়াছিল। তাহার লেজ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ।

মাতালের বিচিত্র ভ্রম।

**কালে কালে দেখবো কত ; দেখে দেখে হলাম হত!**

যত দিন যাইতেছে, কত নূতন নূতন বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেছি, ভবিষ্যতে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিব।

আমাদের এক ঠাকুর জামাই ত বিদেশে বিদেশেই ঘুরেন, আর একজন পড়ার ছুতা করিয়া এ পাড়া মাড়ান না। এবার আবার আর এক রকম দেখা গেল। বলে—কালে কালে দেখ্‌ব কত! দেখে দেখে হ'লাম হত।

**কালের আবার কালাকাল!** [ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্ট চক্র।

কাল = (১) মৃত্যু, (২) সময়।

মৃত্যুর কোনো সময়-অসময় বিচার নাই।

**কালের কোমল চরণপাত, কালের মতন শক্ত হাত।**

মৃত্যু অতর্কিতে আসে এবং কঠোরভাবে কার্য করে, কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

**কালো ( ছেঁড়া ) কাপড়, রুক্ষ মাথা, লক্ষ্মী বলে থাক কোথা।**

অপরিচ্ছন্নতা সমৃদ্ধি লাভের অন্তরায়।

**কালো বাজার।**

যে বাজার প্রকাশ্য স্থানে বসে না এবং আইনসঙ্গত ক্রয়-বিক্রয় হয় না।

যে স্থানে দুষ্প্রাপ্য পণ্যদ্রব্য অতি উচ্চ মূল্যে গোপনে বিক্রয় হয়।

বয়কে হুইস্কি হুকুম করল সিধু। নিষেধ করলেম। হেসে বললে, "...চেখেই দেখ্‌না। খাস স্কচ্‌। খাসা।..."

"...কিন্তু স্কচ পাও কোথায়? বাজারে তো শুনছি—।"

"হ্যাঁ, সাদা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? ভাইরে, সবই টাকার মাম্‌লা।..... " 'যাযাবর'—দৃষ্টিপাত।

তু° Black market.

**কালো বামুন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,**
**ঘর জামাই, পোষ্য পুত্র ;—পাঁচ জনই সমান।**

ইহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ এবং অস্বাভাবিক, সুতরাং ইহারা ভালো লোক হইতে পারে না।

তু০ করিয়া ব্রাহ্মণ গোরা শূঁদ্, ইন দোনোঁ সে কাঁপে রুদ্।

**কালো হাঁড়ি কেয়াপাত,—তবে দেখবি জগন্নাথ।**

পূর্বকালে তীর্থযাত্রা অতি ক্লেশকর ব্যাপার ছিল। পুরী ধামে জগন্নাথ দর্শন করিতে হইলে কেয়াবনের ভিতর দিয়া দীর্ঘ পথ পদব্রজে যাইতে হইত। কেয়াবন সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসংকুল এবং কেয়াপাতার কাঁটায় দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। পথিমধ্যস্থ চটিতে বিশ্রাম করিয়া এবং তদ্দেশীয় কালো মাটির হাঁড়িতে রাঁধিয়া খাইয়া দীর্ঘকাল নানা বিপদ ও ক্লেশ ভোগ করিবার পর জগন্নাথ দর্শনের পুণ্যলাভ ঘটিত।

ক্লেশস্বীকার না করিলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায় না।

তু০ কষ্ট বিনা কৃষ্ট মিলে না।

**কালো হি দূরতিক্রমঃ ( বলবত্তরঃ )।** (সং)

মূল　মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
　　সোঽপি কালংপ্রাপ্তঃ কালো হি দূরতিক্রমঃ ।।

মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না।

**কালোয় কালোয় ধলো হয় না।**

লক্ষ০ একটা দোষ বা ভুল আর একটা যোগ করিয়া সংশোধন হয় না।

**কালোর ওপর রং নেই।**

কালোকে অন্য কোনো রং করা যায় না।

লক্ষ০ মন্দকে ভাল করা যায় না।

তু০ জৈসে কালী কামরী চরৈ ন দূজো রংগ।

Black will take no other hue.

**কাশীতেই ভূত বেশী।**

মোক্ষলাভের আশায় বহু হিন্দু মৃত্যুকালে কাশীবাস করে। তাহার অধিকাংশই মরিয়া অপদেবতা হয়। কারণ বহু দুরাত্মা কাশীতে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

**কাশীতে ভূমিকম্প।**

প্রবাদ যে, কাশী ( বারাণসী ) নগরী—ভূমণ্ডলের বাহিরে শিবের ত্রিশূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য পৃথিবীতে কোথাও ভূমিকম্প হইলে কাশীতে তাহা অনুভূত হয় না, অর্থাৎ ভূমিকম্প হইতে পারে না।

>কোনো অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

**কাশীর (গোকুলের) ষাঁড়।**

কাশী শিবের পুরী, তথায় বহু শিবমন্দির আছে এবং অসংখ্য ষাঁড় (শিবের বাহন) স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। গোকুলের গোপরাজ নন্দ ও তাঁহার প্রজাবর্গের অসংখ্য গোধন ছিল এবং বহু ষন্ডও পালিত হইত।

লক্ষ০ দুর্দান্ত প্রকৃতির যথেচ্ছাচারী পুরুষ।

**কাষ্ঠ লৌকিকতা।**

আন্তরিকতা-বর্জিত কৃত্রিম সৌজন্য, যাহা কাষ্ঠের মত নীরস।

**কি অপূর্ব সৃষ্টি,—মা তিতো ছা মিষ্টি!**

হেঁয়ালি বি০। পটোলের গাছ (পলতা) তিক্তস্বাদ, কিন্তু তাহাতে পটোলের মতো স্বাদু ফল জন্মে। মন্দ বস্তু হইতে উত্তম বস্তুর উৎপত্তি।

তু০ কাকের ডিমও সাদা হয়।

**কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।**

কি করা উচিত সে জ্ঞান লুপ্ত হওয়া। হতবুদ্ধি।

তু০ হাথকে তোতে উড় জানা।

To be at one's wit's end.

**কি করবে পুতে?**
**কানভাঙানীর কাছে সে যে নিত্যি যায় শুতে।** (মেয়েলী)

মায়ের জন্য ছেলের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ বউ সর্বদাই শ্বাশুড়ীর নামে নালিশ করে।

**কি করবে ভালো গরু, কি করবে সারে,**
**দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে?**

উদ্যোগ-আয়োজন যতই করা হউক, ফল সম্পূর্ণ দৈবাধীন।

**কি করলাম ভাইরে রামায়ণ গেয়ে?**
**বারো আনা কামালাম তিন টাকা খেয়ে।**

উপার্জন বা লাভ করিতে গিয়া অধিক ব্যয় হইয়া যাওয়া।

**কি করিবে কীর্তনীয়া, লয়েছে বেতন;**
**কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,—উলুবনে কীর্তন।**

কীর্তনীয়া কীর্তন গাহিবার জন্য যাহার নিকট বায়না লইয়াছে তাহার ইচ্ছামতই চলিতে হইবে। সে যদি উলুবনে গাহিতে বলে কীর্তনীয়া তাহাই করিতে বাধ্য।

যাহার নিকট অর্থ প্রাপ্তি ঘটে তাহার আদেশ পালন করিতে হয়।

তু০ He who pays the piper calls the tune.

**কি ছাঁই বেরালে খেয়েছে !**

ছাঁই = পুর ; ক্ষীর, নারিকেলবাটা, মিষ্ট ইং সংযোগে প্রস্তুত, যাহা ভিতরে পুরিয়া পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয়।

উপাদেয় ছাঁই প্রস্তুত হইয়াছিল, বিড়ালে খাইয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষং অপ্রত্যাশিতভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আক্ষেপ।

ভূদেব। আর ওপরে আমার প্রপিতামহ কি প্রমাতামহ ঠিক মনে হচ্ছে না—নবাব আলিবর্দী খাঁর হাতে একটা কি যেন খেতাব পেতে পেতে ফস্কে যান।

যাদব। আহা, কি ছাঁই বেড়ালে খেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্র্যহস্পর্শ।

**কিছু আপন কিছু পর, তার সঙ্গে বসত কর্।**

দূর সম্পর্কীয় লোকের সহিত একত্রে বসবাস করাই ভালো। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য হইলে আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটে ; আবার অনাত্মীয়ের সহিত বাস করার ফল বিপজ্জনক হইতে পারে।

**কি জানি কি লেখাজোখা, এক এক পোদ ( চাঁড়াল ) এক এক টাকা।**

মূর্খ লোক বেতনের সূক্ষ্ম হিসাব বোঝে না, সোজা হিসাবে যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

**কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারণম্।** (সং)

বালক-বালিকাগণকে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া যাহা শিখানো হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে বিবাহের সময় একটু সুবিধা হইবে।

আজকালকার বালিকা মহলে 'কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারণম্' একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইলেও…প্রেমপত্র পাঠানই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা নহে। ললিত—পাগলা ঝোরা (ভর্ত্তার উত্তর)।

**কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়ায় মরেছে বাপ-বেটা।** দ্রঃ গয়ার ভূত।

খোঁটা দেওয়া = দোষ বা নিন্দা প্রচার করা।

যে ব্যক্তির প্রকৃত কোন দোষ বা ত্রুটি নাই, নিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি তাহারও দোষ বাহির করিবার চেষ্টা করে। কোন দোষ খুঁজিয়া না পাইলে শেষে এই বলিয়া তাহার নিন্দা করে যে পিতাপুত্র উভয়েই গয়ায় গিয়া মরিয়াছে।

নিন্দা-পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক অলীক নিন্দা প্রচার।

**কিন্‌তে ছাগল, বেচ্‌তে পাগল।**

কোন প্রয়োজনীয় বস্তু কিনিবার সময় কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সামান্য একটা ছাগল কেনার মত তাড়াতাড়ি কিনিয়া ফেলা, আবার পরে তাহাই বেচিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অব্যবস্থিতচিত্ততা।

**কি বল্‌বো ভাশুর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর ছেলেকে মারে।** (মে০)

হিন্দু নারী পরিজনগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লজ্জা করিয়া চলে ভাশুরকে। উগ্রচণ্ডা নারী পরিবারস্থ অপর এক স্ত্রীলোককে উচ্চৈস্বরে শাসাইতেছে,—তোমার ছেলে আমার ছেলেকে মারিয়াও পার পাইয়া গেল, কারণ বাড়ীতে ভাশুর রহিয়াছেন। ভাশুর কিন্তু সবই শুনিতে পাইতেছে!

লজ্জাশীলতার মিথ্যা ভান।

**কি বলবো, ম'রে আছি!**

শবদেহ বাহকরা শ্মশানের পথ চিনিতে পারিতেছে না; মৃত ব্যক্তি তাহা জানে, অথচ বলিতে পারিতেছে না, কারণ সে যে মরিয়া গিয়াছে।

সব জানিয়াও কিছু করিতে পারে না, এরূপ অক্ষম ব্যক্তির ক্ষোভ।

কি বলবো, ম'রে আছি! দেনার দায়ে মাথা তুলতে পারছি না; তা না হলে আমি থাকতে রসিক এ গাঁয়ের মাতব্বর হয়ে বস্‌তে পারত?

**কি বা জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, যে বোঝে সেই শ্রেষ্ঠ।**

বয়স বেশী হউক বা কমই হউক, যাহার বোধশক্তি আছে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়।

তু০ বয়সে না বড়ো হয়, বড়া হয় জ্ঞানে।

**কি বা দেশের গুণ;—একই গাছে পান-সুপারি, একই গাছে চুণ।**

ডুমুর গাছের পাতা ও ফলকে পান ও সুপারি বলিয়া ভ্রম এবং পক্ষীপুরীষকে চূণ। তিনটি বস্তুর একত্র সমাবেশ দর্শনে বিদেশীর বিস্ময়।

অজ্ঞ ব্যক্তির অদ্ভুত ভ্রমের উদাহরণ।

**কিবা বাছার মুখের ছাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই।**

ছাঁই—ছায়া, বর্ণ; ছাঁচ, ছাঁদ। হলুদ—পূর্বকালের প্রসাধন-দ্রব্য।

কদাকার ব্যক্তির রূপ বর্ণনায় ব্যাজস্তুতি।

**কি বা বিয়ায় বিয়া, সাতটা জ্বলেছে দীয়া!**

**কি বা রঙ্গের (তারি তো) একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি!**

**কি বা রোগ, তার ধনে-পলতা!**

তুচ্ছ ব্যাপারে বিরাট আয়োজন।

**কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার আছে পয়সা-কড়ি।**

যাহার অর্থসংগতি আছে সে শ্বশুরালয়ে সমাদর লাভ করে।

**কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।** (সং মহাভারত—বনপর্ব)।

মূল অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

ইহার অধিক আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে ?

'জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় কি ?'—বকরূপী ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বিচিত্র, বিস্ময়কর বা অসম্ভব ব্যাপার দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ।

**কিল আর তেল, পড়লেই গেল।**

কিল মারিলে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না ; তেল পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া লওয়া যায় না।

দ্রং হাতের কিল আর মুখের কথা, ছুটলে আর ফেরে না তা।

**কিল খায়, গুঁতো খায়, গালে খায় ঠোনা,**
**তবুও ঘরের কোণে ব'সে রয় বাম্না।** ( মেয়েলী )

স্ত্রৈণ পুরুষ পত্নীর শত লাঞ্ছনা ধৈর্যসহকারে পরিপাক করে, তথাপি পত্নীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারে না।

**কিল খেয়ে কিল চুরি।**

অপমানিত হইয়াও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য তাহা গোপন করা।

যে সকল ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী-ননদ বধূর হাতে নির্যাতিত হয়েন, সে সকল ক্ষেত্রে তাহারা লোকলজ্জা ভয়ে কীল খাইয়া কীল চুরি করেন, ব্যাপারটা চাপিয়া যান। ললিত—কাব্যসুধা।

তুং To pocket an insult.

**কিল খেয়ে গেলাম দাদার ঘর ; দাদা কিলোয় আড়াই প্রহর।**

যাহার নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা করা যায় তাহার নিকটও নির্যাতন।

**কিল-দগ্ড়ী ওঠ্ ওঠ্ ; জামাই এলো, কিলে কোট্।** (মেয়েলী)

কিল-দগ্ড়ী—কিল মারায় যে এমন নিপুণ, যে মারের ফলে গায়ে মোটা দড়ার মতো ফুলিয়া ওঠে। কোটা—ঢেঁকি মুষলের মতো কিল মারা।

প্রতিবেশীর বাড়িতে জামাই আসিলে তাহার সমাদরের জন্য যে নারী কিল মারায় ওস্তাদ তাহাকে আহ্বান।

**কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।**

অপরিপুষ্ট কাঁঠাল কিল মারিয়া পাকা কাঠালের মতো নরম করা।

কৃত্রিম উপায়ে কোন বস্তুকে কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া।

এ পাগলী ছুঁড়িটার যৌবন কিন্তু বয়সের অনেক পেছনে প'ড়ে ; হয় তো বিশ বছর বয়সে গিয়ে তবে কখনও ওর যুবতীর লজ্জা আসবে। তবে বিয়ে হ'য়ে গেলে আলাদা কথা। কেন না, তখন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হবে কিনা! নজরুল—বাঁধন-হারা।

**কিলের ভয়ে বাঁদর নাচে।**

যাহারা পোষা বানরের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়, তাহাদের শাসনের ভয়েই বানর নাচিয়া থাকে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় নয়।

শাসনের ভয় দেখাইয়া অপরকে ইচ্ছামত পরিচালিত করা যায়।

ছেলেদের শাসনে রাখলে ঠিক থাকে। কিলের ভয়েই বাঁদর নাচে।

তু০ लकड़ी पर बानरी नाचे ।

**কিসে আর কিসে,—ধানে আর তুষে!**

উত্তম ও অধম তুল্যমূল্য নয়, তাহাদের পরস্পর তুলনা করা চলে না।

ভবানী বলিল, "কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে। তোমার সোয়ামী আর ঐ ছোটবাবু, এ কি এক কথা হ'ল? তোমাদের আপন লোক মা, তোমাদের কাছে বলতে নেই, কিন্তু ছোটবাবুর রকম সকম ভাল নয়।"

**কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি!** [ সীতা দেবী—পরভৃতিকা।

পাং তপ্ত ভাতে নুণ জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি!

অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাব, কিন্তু অনাবশ্যক বস্তুর সখ।

**কিসের মাসী, কিসের পিসী; কিল ছাড়া কি ভাতে বসি?**

দুরন্ত বালক স্নেহের বশ নয়, শাসনের বশ।

**কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন;**
**মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।** ( মেয়েলী )

মাসী, পিসী ইং আত্মীয়-স্বজন কেহই মায়ের তুল্য নয়। যাহার মাতা নাই সে বৃন্দাবনের মত স্থানে বাস করিয়াও সুখী হয় না। যে মাতার স্নেহ পায়, মরা গাছে ফুল ফোটার মত শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সে সুখী।

**কি হবে আর লোকের শাপে, পুড়ে মরবে নিজের পাপে।**

স্বকৃত পাপের ফলে দুর্দশা ভোগ ঘটে, কাহারও অভিশাপের জন্য নয়।

**কীটস্য কীট।**

কীট অপেক্ষাও হীন। অতি নগণ্য ব্যক্তি।

সাধুচরণ। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে, সাহেবকে কয়েদ করবো?

**কীর্তন ছেড়ে দশা।** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

কীর্তন গাহিতে গাহিতে ভক্তির আতিশয্যে ভাবাবিষ্ট হওয়া।

ফ্যালার মা খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লেগেছে। কীর্তন ছেড়ে দশায় পড়েছে আর কি!

**কীর্তনীয়ার গুঁড়া, কবিরাজের বুড়া।** গুঁড়া—অল্পবয়স্ক বালক।

অল্প বয়সে গলা মিষ্ট থাকে বলিয়া কীর্তনের দলে ছোকরা গায়কের কদর বেশী। কিন্তু বৈদ্যের যত বয়স বাড়ে, অভিজ্ঞতার ফলে ততই যোগ্যতা বাড়ে।

তুং কায়েতের বুড়ো হীরার ধার, নাপিতের বুড়ো ছারের ছার।

**কীর্তির্যস্য স জীবতি।** ( সং, ঘটকর্পর )

মূল চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তম্ চলজ্জীবনযৌবনম্ ।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ।।

যাহার কীর্তি আছে সেই চিরজীবী বা চিরস্মরণীয়।

**কুঁচকি-কণ্ঠা খাওয়া।**

কুঁচকি হইতে গলা পর্যন্ত সমস্ত দেহ-গহ্বর ভোজ্য বস্তুতে ঠাসিয়া পূর্ণ করা। দ্রং গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া।

**কুঁচ (চাঁদ)-বরণ কন্যা, তার মেঘ-বরণ চুল।**

যে মেয়ের গায়ের রং কুঁচের মত টুকটুকে লাল (অথবা চাঁদের মত সাদা) এবং চুলের রং মেঘের মত কালো।

রূপকথার রাজকন্যার অলৌকিক সৌন্দর্যের বর্ণনা।

.........সে-রাত্রে অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে দেখলাম সোনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপোর পালঙ্কে যে জেগে উঠল সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়, সে হচ্ছে আমার সেজবৌদির সই নয়নতারা।

"কঙ্কাবতী নয়—হাসিতে যার মুক্তা ঝরে, অশ্রুতে যার হীরে গলে পড়ে, যে চাঁদের বরণ কন্যের মেঘের বরণ চুল। বিভূতি মুখো০—বর্ষায়।

**কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার সাধ।**

কুঁজোর পিঠ সমতল নয়, সেজন্য চিৎ হইয়া শুইতে পারে না।

অক্ষমতার জন্য মনের সাধ মিটাইতে না পারা।

তুং সব কোঈ ঝূমর পহরে, লংগড়ী কহে হমহুঁ।

**কুঁড়েঘরে বাস, খাট-পালঙ্কের আশ।** অর্থ সুস্পষ্ট

**কুঁড়োজালি।**

চুণোমাছ ধরিবার পাৎলা কাপড়ের ছোট জাল।

>ব্যং যে থলিতে মালা রাখিয়া নামজপ করা হয়। হরিনামের ঝুলি।

"ওটা মোল্লা নয় ভাই রসের বৈরাগী ঠাকুর। ঐযে কুঁড়োজালি হাতে আছে।" মাইকেল—একেই কি বলে সভ্যতা?

**কুঁড়ো পাথর ঠাসা।**

কুণ্ড>কুঁড়ো(?)। কুঁড়ো পাথর—কালো পাথর কাটিয়া প্রস্তুত কুণ্ডের মত প্রকাণ্ড থালা বা ভোজনপাত্র।

অত্যধিক অন্ন ধ্বংস করা।

"চাকরী নেই, বাকরী নেই, বার মাস ঘরে বসে কুঁড়ো পাথর ঠাসবেন, আর পান থেকে চুণ খসলেই অমনি নবাব-পুত্তুরের গমগমী দেখে কে?"

**কুঁতিয়ে মলো দেবকী,** [ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।
**নাম পড়ালো যশোদারাণীর।** ( মেয়েলী )

কৃষ্ণের গর্ভধারিণী দেবকী প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু যশোদা শিশু কৃষ্ণকে কেবল পালন করিয়া মাতার খ্যাতি লাভ করিলেন।

দ্র° না বিইয়ে কানাইয়ের মা।

**কুঁদুলে নাড়ী কোঁ কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে।**

যে কলহপ্রিয় সে কলহের সুযোগ না পাইলে অস্বস্তি বোধ করে।

**কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।**

কুঁদ=আবর্তনশীল কাষ্ঠ, প্রস্তর বা ধাতুখণ্ডকে বাটালির দ্বারা চাঁচিয়া নানা আকারের বস্তু নির্মাণের যন্ত্র ( ইং Lathe )।

বাঁকা কাষ্ঠখণ্ড কুঁদিলে তাহার বক্রতা চাঁচিয়া সরল হইয়া যায়।

লক্ষ° কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলে দোষের সংশোধন হয়।

ছেলে এখন বাপের ভাতে আছে, বেশ নির্ভাবনায়। সংসারের ভার ঘাড়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে,—কুঁদের মুখে বাঁক থাকবে না।

**কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে, কখনও সুগন্ধি নয় চন্দনের গুণে।**

উত্তমের সংস্রবে অধমের স্বভাব পরিবর্তিত হয় না।

**কুকুরকে দাও মুগের পথ্যি, কুকুর বলে এ কি বিপত্তি।**

মুগ অতি পুষ্টিকর অথচ সহজ পাচ্য, সেজন্য রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য। কিন্তু কুকুর মাংসাশী জীব, মুগের পথ্য তাহার ভালো লাগে না।

যে খাদ্য যাহার উপযোগী নয় তাহা তাহার পছন্দ হয় না।

**কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।** নাই=প্রশ্রয়; আদর।

লক্ষ° নীচ ব্যক্তিকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে শেষে অসম্মান করে।

নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিয়াছে।

তু° কুত্তা মুঁহ লগানেসে সির চঢ়ে। [ 'পরশুরাম'—কজ্জলী।

Jest with an ass, and he will flap you in the face [ with his tail.

**কুকুরকে ঘি-ভাত দিলে বমি ক'রে মরে,**
**গাবুরে পীঁড়ে দিলে চিৎ হয়ে পড়ে।**

গাবুর—মাঝিদের সর্দার>হীন ব্যক্তি।

অনভ্যস্ত সুখ সহ্য হয় না।

**কুকুর ( শিয়াল ) মারে, হাঁড়ি ফেলে না।**

কুকুর হেঁসেলে ঢুকিয়া হাঁড়ি খাইয়া গেলে কুকুরকে প্রহার করা, কিন্তু হাঁড়ি অশুচি হওয়া সত্ত্বেও না ফেলা।

অনিষ্টকারীকে দণ্ড দেওয়া, কিন্তু অনিষ্টের প্রতিকার না করা।

বিদ্যাভূষণ। মহারাজ,······ কাল আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে, তাই ওর হাতে দড়ী দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসিচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেছেন?

বিদ্যা। সে বালিকা, তার দোষ কি?

মাধব। আপনারা বামন জাত, কুকুর মারেন, হাঁড়ি ফেলেন না।

[ দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।**

দ্র০ পাখী যখন খায় তখন গান গায় না।

**কুকুর যদি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে,**
**তলে তলে চেয়ে দেখে ছেঁড়া জুতোর আশে।**

ক্ষে০ কুকুর রাজা হলেও জুতো খায়।

বদভ্যাস কিছুতেই দূর হয় না।

**কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।**

কুকুর ক্ষুদ্রাকার হীন জাতীয় জীব, মানুষকে হাঁটুর নীচেই কামড়াইতে পারে, তাহার উপরে নাগাল পায় না।

হীন ব্যক্তি হীন উপায়েই পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

তু০ भेड़ की लात घुटनों तक।

**কুকুরের পেটে ঘি সয় না।**

কাঁচা মাংস কুকুরের খাদ্য, ঘৃত-পক্ব ভোজন তাহার সহ্য হয় না।

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট বস্তু অধমের উপভোগ্য নয়।

তু০ कुत्ते को घी नही पचता।

**কুকুরের লেজ ( + তেল দিলেও ) সোজা হয় না।**

কুকুরের লেজ স্বভাবতঃ বাঁকা, শত চেষ্টাতেও সোজা করা যায় না।

লক্ষ০ যাহার স্বভাব মন্দ তাহার কোনও উপায়েই সংশোধন হয় না।

তু০ कुत्ते की दुम बारह बर्ष नल्वेमें रखो तौभी टेढ़ी की टेढ़ी!

**কুজনের ( বেহায়ার ) নাহি লাজ নাহি অপমান ;**
**সুজনকে এক কথা মরণ সমান।**

অধম ব্যক্তির মান-অপমান জ্ঞান থাকে না। রূঢ় ভর্ৎসনাতেও তাহার লজ্জা-সরম হয় না, আত্মসংশোধনের কোন চেষ্টা করে না। কিন্তু যে সুবোধ হয় তাহার একটি মাত্র কঠোর কথায় দারুণ মর্মপীড়া জন্মে এবং নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান হয়।

**কুঞ্জবনে বাজলো বাঁশী ঘরে রয় না মন ;**
**শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন।**

দ্র° শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

**কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা,**
**সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**কুটো নাড়া ( ভেঙে দুখান করা )।**

তুচ্ছ কাজ, যাহাতে কোন পরিশ্রম নাই, সেটুকু পর্যন্ত করে না। অলস ও কর্মবিমুখ ব্যক্তি।

অত বড় মেয়ে সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খান করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন।

**কুঠে মুর্গীর ঠোঁটে বল।** [ বিভূতি বন্দ্যো°—পথের পাঁচালী।

দুর্বলের বাক্যবল অধিক হয়।

তু° হেগো রোগী মুখে দড়ো।

**কুঠের পাতে ব'সে খেও, তবু বেয়োর কাছে যেয়ো না।**

বেয়ো = বাও বা উপদংশজনিত বাগী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি।

কুষ্ঠরোগ 'মহাব্যাধি' নামে প্রসিদ্ধ ; ইহার ছোঁয়াচ অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া এড়াইয়া চলা উচিত। কিন্তু কুষ্ঠরোগীর সহিত এক পাত্রে ভোজন করা বরং চলিতে পারে, তথাপি উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটে যাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ। উপদংশ কুষ্ঠ অপেক্ষাও ভীষণতর রোগ।

**কুড়িতে বুড়ী।**

স্বাস্থ্যহীনতা ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে বাংলার স্ত্রীজাতি কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবনের কমনীয়তা হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর ( স্ত্রীলোকের রূপ )।

তু॰ बारह बरस की पटिया, बीस बरस की टटिया।

**কুড়িয়ে নিতে রত্ন চয়, সকলেই নত হয়।**

লক্ষ০ লাভের আশায় সকলেই হীনতা স্বীকার করে।

**"কুড়ুলটা একবার দিবে কি?" "ঘরে নেই তার দিব কি?"**
**"না বল কেন, ঐতো দেখি।" "তোর গরজে দিব না কি?"**

নিজের স্বার্থ ব্যতীত কেহ অপরের উপকার করে না।

**কুড়ুলে নমস্কার।**

কোপ মারিবার সময় দুই হাতে কুড়ুল ধরিয়া মাথার উপরে তোলার ভঙ্গীতে মস্তক নত না করিয়া যুক্তকর দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া পূজ্য ব্যক্তির অভিবাদনের রীতি,—নব্য যুবক-মহলে বিশেষ প্রচলিত।

**কুড়ুলের পরখ বন কেটে।**

উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারাই বস্তুর গুণাগুণ প্রমাণিত হয়।

**কুড়ে গরু ( কৃষাণ ) অমাবস্যা খোঁজে।**

হিন্দু কৃষকের পক্ষে অমাবস্যার দিন ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ ( দ্র০ পূর্ণিমায় অমায় যে ধরে হাল ই০ )। শ্রমবিমুখ বলদ বা কৃষক একদিন বিশ্রাম পাইবার আশায় অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

অলস ব্যক্তি কাজে ফাঁকি দিবার সুযোগ অন্বেষণ করে।

**কুড়ে গরুর এঁটুলি সার।**

এঁটুলি—পরভোজী ( parasitic ) অষ্টপদ কীট বি০ যাহা গো-কুক্কুরাদি পশুদেহের লোমমূলে আঁটিয়া ধরিয়া থাকে এবং রক্তশোষণ করে।

অলস ব্যক্তি শারীরিক অস্বস্তিবশতঃ কোনও কাজ করে না।

**কুড়ে ( কানা ) গরুর ভিন্ন গোঠ।**

যে গরু অলস বা রুগ্ন, অন্যান্য সুস্থ ও সবল গরুর সাহচর্য সে ভালবাসে না, কোনো পৃথক মাঠে চরিয়া থাকে।

ভিন্ন প্রকৃতির লোকের আচরণ ভিন্নরূপ হয়।

তু০ कानी गायके अलगे बथान।

**কুড়ে পাটুনির মুখে আঁটুনি।** পাটুনি=খেয়া নৌকার মাঝি।

অকর্মণ্য ব্যক্তির মুখ-সাপটই সার।

**কুড়ে যোগী ধ্যানে দড়ো।**

অলস সন্ন্যাসী কোন শ্রমসাধ্য যাগযজ্ঞ করে না। সর্বক্ষণ ধ্যানের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে।

অলস ব্যক্তি শ্রমসাধ্য কাজ এড়াইয়া চলে, অথচ যোগ্যতার ভান করে।

**কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, নুলোর অন্ত নাই,**
**তিন শ' বিরাশী বুদ্ধি যার এক চোখ নাই।**

রুগ্ন ও অকর্মণ্য ব্যক্তির দুষ্টবুদ্ধির অভাব থাকে না।

**কুড়ের পাটকেল শিখান।**

অলস ব্যক্তি বালিশ মাথায় দিয়া আরাম করিয়া শুইতে পায় না। ইট-পাটকেল যাহা পায় তাহাই মাথায় দেয়।

অলস ব্যক্তিকে দুর্দশা ভোগ করিতেই হয়।

**কুড়ের বাথান বদ্যিনাথ ( শিবের দুয়ারে )।**

সাঁওতাল পরগণাস্থিত বৈদ্যনাথ শিবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। তথায় তীর্থযাত্রীরা মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকে; সেজন্য শ্রমবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ তীর্থস্থান উপযুক্ত আশ্রয়।

লক্ষ০ যে স্থানে অলস ব্যক্তির সমাবেশ হয়।

খেটে খেতে না চাও তো কুড়ের বাথান বদ্যিনাথ তো রয়েছে। না হয় পালেদের অতিথিশালায় প'ড়ে থাকো না।

**কুড়ের বাদশা ( সর্দার )।**

কুঁড়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য। অত্যন্ত অলস।

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দার।

**"কুড়ে রে কুড়ে, বায় বয়।"** [ রবীন্দ্র—ফাল্গুনী।

**না, "দোরটা দিলে ভালো হয়।"**

উভয়েই সমান কুড়ে। খোলা দ্বার দিয়া বাতাস আসার জন্য শীত করিতেছে,—একজন এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইল; মনের ইচ্ছা অপর ব্যক্তি উঠিয়া দ্বার বন্ধ করুক! দ্বিতীয় কুড়ে কিন্তু সে কাজটা প্রথম ব্যক্তির উপর চাপাইতে চায়,—কেহই নিজে করিতে চায় না।

তু০ "পি পু", "ফি শু।"

**কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।**

**কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রাপি কুমাতরঃ।** ( ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ )

সন্তান মাতৃদ্রোহী হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু সন্তানের অনিষ্ট কামনা করে এরূপ কুমাতা হয় না।

বিভা। মোহন তুই এতদিন আসিস নি কেন?

রামমোহন। তা মা! কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখন নয়, তুমি কোন্ আমাকে মনে ক'রেছ? সে কথা বল! একবার ডাকলেই ত হ'ত!

[ রবীন্দ্র—প্রায়শ্চিত্ত।

**কুমড়ো-কাটা বটঠাকুর।** ( মেয়েলী )

গোটা কুমড়া কাটিয়া দুইখণ্ড করা মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ থাকায় পরিবারস্থ কোনো পুরুষকে তাহা করিতে হয়।

অকর্মণ্য ভাশুর—কুমড়ো কাটা ছাড়া যে অন্য কোনো কাজ পারে না।

**কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বানরের নদী পার হওয়া।**

লক্ষ০ সরল ব্যক্তিকে দিয়া চতুরের স্বকার্য সাধন।

**কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জলে বাস করা।**

লক্ষ০ যেখানে যে প্রবল সেখানে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা চলে না।

এলাহী। রাজার সঙ্গে ত আর লড়াই চল্‌বে না! কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি জলে বাস চলে? ক্ষীরোদ—মিডিয়া।

তু০ पानी में रहे और मगर से बैर करे ।

To live in Rome and strife with the Pope.

**কুম্ভাকারে ধূম্রাকার—ধূম্রাকারে মেঘাকার—মেঘাকারে জলাকার।**

এক ঘটনার ফলে আর এক ঘটনা। কার্যকারণ পরম্পরা।

মাষ্টার···বলিলেন, দেখুন, একটা ছড়া বলি,··· । কুম্ভাকারে ধূম্রাকার—ধূম্রাকারে মেঘাকার—মেঘাকারে জলাকার, বুঝলেন? কুম্ভকার হাঁড়ি পোড়ালে আর জল হ'ল। কেন? না, হাঁড়ি পোড়ালে হ'ল ধোঁয়া ধোঁয়া থেকে মেঘ, মেঘ থেকে জল। আজ শিবুর বিয়ে দেবেন, বিয়ে দিলেই বউ আসবে, বউ এলেই শিবু পড়বে না ভাল ক'রে; বাস, তা হ'লেই সব মাটি। তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**কুয়া হয়, আমের ভয়; তাল-তেঁতুলের কিছুই নয়।**

সুকোমল আম্রমুকুল কুয়াশার ঝাঁজে নষ্ট হয় এবং আমের ফসলের ক্ষতি হয়। কিন্তু তাল ও তেঁতুলের তাহাতে কোনও অনিষ্ট হয় না।

লক্ষ০ কষ্টে পড়িলে দুর্বলেরই সমূহ ক্ষতি, সবলের কিছু হয় না।

**কুয়ো খুঁড়ে জল খাওয়া (স্নান করা)।**

সামান্য প্রয়োজনে বৃহৎ কার্য করা।

**কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।**

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় কোনও তুমুল ব্যাপার।

পরিচারিকা। তোমার বাপ তাই না শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা; এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি। কুরুক্ষেত্তর! দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

**কুলকাঠের আগুন।**

কুলকাঠের আগুনে প্রচণ্ড তাপ হয়। এদেশে পাথুরিয়া কয়লা প্রচলিত হইবার পূর্বে কুলকাঠের আগুনে ইট পোড়ানো হইত।

লক্ষ০ অসহ্য মানসিক ক্লেশ।

**কুলগাছ থাকলে অনেকেই নাড়া দেয়।**

কুলগাছ দেখিলে, গাছ নাড়িয়া কুল সংগ্রহের প্রবল ইচ্ছা হয়।

লোভনীয় বস্তু অপরের নিকট হইতে বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

**কুল পাড়ে, পরে খায় ; কাঁদতে কাঁদতে ঘরে যায়।**

কুলগাছ নাড়া দিলে কুল পড়ে, কিন্তু যে বেচারি গাছে উঠিয়া কুল পাড়ে সে কিছুই পায় না, অপরে কুড়াইয়া লইয়া যায়।

নিজের পরিশ্রমের ফল অনেক সময়ে ভোগ করিতে পারা যায় না।

**কুলে কালি দেওয়া।**

গর্হিত কার্য করিয়া নিজের বংশকে কলংকিত করা। স্ত্রীপক্ষে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া।

..... দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? মাইকেল—মেঘনাদ বধ কাব্য।

**কুলে (বংশে) বাতি দেওয়া।**

মহৎ কার্যের দ্বারা বংশ উজ্জ্বল বা গৌরবান্বিত করা।

দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল সতী
পতির মরণে জয়াবতী॥

[ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**কুলের ধ্বজা।**

ধ্বজা বা পতাকা যেরূপ রাজার গৌরব প্রচার করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। ব্য০ কুলের কলঙ্ক।

পীতাম্বর। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজহরি। সে কি? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! গিরিশ—প্রফুল্ল।

**কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়া।**

সদ্যোজাত শিশুকে কুলার উপর শোয়ানো হইত এবং ঝিনুক হইতে দুগ্ধপান করিতে পারে না বলিয়া দুধে তুলা ভিজাইয়া চুষিতে দেওয়া হইত।

ব্য০ বয়স্থ ব্যক্তির শিশুজনোচিত আচরণের জন্য বিদ্রূপ।

বউদি আমাদের এখনও খুকীটি,—কুলোয় শুয়ে তুলোয় ক'রে দুধ খান। ছেলেমানুষ দেওরকে দেখেও একগলা ঘোমটা!

**কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা।**

পাখার পরিবর্তে কুলার বাতাস দেওয়া অত্যন্ত অপমানকর। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কুলার বাতাস দিয়া তাড়াইবার প্রথা ছিল। দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মীকে কুলা বাজাইয়া এবং কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিবার পর লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়।

চরম অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া।

"তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস্। আমি হ'লে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কত্তেম।"

**কুশপুত্তলিকা দাহ।** [ মাইকেল—একেই কি বলে সভ্যতা ?

হিন্দুর মৃতদেহের সংকার না হইলে তাহার শ্রাদ্ধ হইতে পারে না। সেজন্য নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে অথচ মৃতদেহ পাওয়া না গেলে, কুশনির্মিত মনুষ্য মূর্তি গড়িয়া তাহাকে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিরূপে দাহ করিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

>কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা বা আক্রোশ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহার প্রতিমূর্তি প্রকাশ্য ভাবে পুড়াইবার আধুনিক প্রথা।

তুং To burn an effigy.

**কুসংবাদ বাতাসের আগে যায় ( ধায় )।**

শোচনীয় ঘটনার সংবাদ অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

তুং Ill news runs apace.

**কুসঙ্গের চেয়ে একা ভালো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।** ( সং )।

স্বর্ণ কুস্থান হইতেও গ্রহণযোগ্য।

উৎকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট স্থানে পতিত হইলেও আদরণীয়।

তুং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

**কুপো কাৎ হওয়া।**

কুপো (কুপা)=চর্ম বা কাষ্ঠ নির্মিত স্ফীতোদর ঘটাকৃতি পাত্র বিং, যাহা শূণ্য অবস্থায় সহজেই উলটাইয়া কাৎ হইয়া যায়।

কাৎ হইয়া শুইয়া পড়া বা থাকা। পতন ; মৃত্যু।

**কূলে কূলে তরী যায়, সবাই মাঝি হতে চায়।**

অল্প জলে নৌকা চালনা সহজ, দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কম।

লক্ষং সহজ কাজ সকলেই করিতে চায়।

**কৃপণস্য ধনং নষ্টম্।**

**কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নি তস্কর পার্থিবে॥**

মূল ন দেবায় ন বিপ্রায় ন বন্ধুভ্যো ন চাত্মনে॥

কৃপণের সঞ্চিত ধনের সদ্ব্যবহার হয় না, আগুণে পুড়িয়া নষ্ট হয়, চুরি হয় অথবা উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজার অধিকারে যায়।

**কৃপণের ধনক্ষয় ;—চুরি না হয় ডাকাতি হয়।**

**কৃপণের ধনক্ষয় ;—রাজা, বহ্নি, তস্করে হয়।**

**কৃপনের ধন তেড়তের ফল।**

তেড়ত—তালজাতীয় উচ্চ বৃক্ষ, যাহার ফল বহু দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

**কৃপণের ধন বর্বরে খায় ( +কৃপণ করে হায় হায় )।**

কৃপণ ধন সঞ্চয় করে, ভোগ করে না। পরে অপরের ভোগে আসে।

**কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন-ঘেঁষে,—এই তিন সর্বনেশে।**

বাংলার পণ্ডিত সমাজ নিজ প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য ইতর সাধারণের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের প্রচার ও আলোচনার বিরোধী ছিল। সেজন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের বাংলা মহাভারত পাঠ এবং ব্রাহ্মণের সংস্রবে থাকিয়া ইতর জাতির ধর্মজ্ঞান লাভ উচ্চবর্ণের নিকট নিন্দনীয় ছিল।

**কৃষ্ণকথা কয় না বকে, মধু হয় না বোলতার চাকে ;**

দুষ্টের কাছে ভালো কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।

**কৃষ্ণ কেমন ? না, যে ভাবে যেমন।**

ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া নানা মত প্রচারিত হইয়াছে; সেজন্য প্রত্যেকে আপন আপন বিশ্বাস ও সংস্কার অনুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া থাকে।

**কৃষ্ণ মধুর বাণী, তুমি বলো আমি শুনি।**

লক্ষ০ নিজে ভালো কাজ করিতে অনিচ্ছুক।

**কৃষ্ণ পাওয়া।**

ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটা ; প্রাণত্যাগ করা।

চোরটা দেখছি শেষে মায়ের চোটেই কেষ্ট পাবে !

**কৃষ্ণের জীব।**

ঈশ্বরের সৃষ্ট অসহায় প্রাণী, যাহার প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের মমতা জন্মিয়া থাকে।

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই কৃষ্ণের জীবকে তুলিয়া লইয়া নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। প্রভাত—পত্রপুষ্প (কুকুর-ছানা)।

**কেউ করে দান-ধ্যান, কেউ হয় হাঁতা,**
**হাড়ির কোদালে সব কাটা যায় মাথা।**

সং হন্তা>হাঁতা—হন্তারক ; বিষম বিঘ্নকারী ; নিষ্ঠুর অত্যাচারী। পাপী-পুণ্যবান সকলের একই পরিণাম—মৃত্যু।

**কেউ চুরি ক'রে ত'রে যায়, কেউ দেখতে গিয়ে সাজা পায়।**

অনেক সময়ে অপরাধী নিস্কৃতি পায় এবং নিরপরাধ দণ্ড ভোগ করে।

**কেউ নাচে ধনে-জনে, কেউ নাচে বোঁচা কানে।**

সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অনেকেই আনন্দিত হয় ; কেহ কেহ তাহাতে বঞ্চিত হইয়াও আনন্দে থাকে।

তু॰ कोई मालमें मस्त, कोई ख्यालमें मस्त ।

**কেউ ভেনে-কুটে মরে, কেউ ফুঁ দিয়ে গালে ভরে।**
**কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ।**

একজন কষ্ট করিয়া সুখের উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহা অপরের ভোগে লাগে।

তু॰ अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई ।

One beats the bush, another has the hare.

**কেউ যায় পাল্‌কি চ'ড়ে,—কেউ যায় কাঁধে ক'রে।**

একজন আরামে পালকি চড়িয়া যায়, আবার সেই পালকি কাঁধে করে অপরে। মানুষে মানুষে এতো প্রভেদ।

**কেউ শুঁড়ি কেউ হাড়ি, কেউ খায় না কারুর বাড়ী।**

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান থাকার জন্য তাহাদের মধ্যে সামাজিক সংশ্রব বা আদান-প্রদান থাকে না।

তু॰ বারো রাজপুত, তেরো হাড়ি।

**কে ও, কেটা নয়।**

অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে 'কে ও', 'কে ওটা' এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহার পরিচয় লওয়া হয়।

এরূপ সুপরিচিত ব্যক্তি যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। গণ্য-মান্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন আমার তুলিবার শক্তি আছে, যাহা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবুরও চিন্তার অতীত, ইহা দেখিয়া বুঝিলাম, আমিও সাহিত্য-ক্ষেত্রে বড় কেও কেটা নহি।

ললিত বন্দ্যো॰—পাগলা ঝোরা ( বঙ্কিম-চর্চা )

**কেঁচে গণ্ডূষ করা।**

কেঁচে = পুনরায়। গণ্ডূষ করা—দ্বিজাতীয় পুরুষ কর্তৃক ভোজন আরম্ভ করিবার পূর্বে এক গণ্ডূষ জল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পান।

প্রবাদ, কোনো ভক্ত প্রসাদ পাইবার আশায় গুরুদেবের ভোজনকালে নিকটে বসিয়াছিল। গুরুদেব গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভোজনান্তে তাঁহাকে আচমনার্থে পুনরায় এক গণ্ডূষ জল লইতে দেখিয়া ভক্ত ভাবিল, গুরুদেব বুঝি দ্বিতীয়বার গণ্ডূষ করিয়া আবার ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন; তাহা হইলে তুক্তাবশেষ কিছুই থাকিবে না, প্রসাদ পাইবার আশাও নাই।

ব্যং কোনো কার্য শেষ হইবার পর পুনরায় তাহা আরম্ভ করা।

কি হেমদা', আবার বই বগলে ক'রে কলেজ যেতে আরম্ভ করেছেন দেখছি যে! এতদিন পরে কেঁচে গণ্ডূষ করলেন না কি?

**কেঁচোও মাথা তোলে।**

লক্ষ০ নিপীড়িত হইলে দুর্বলও বিদ্রোহ করে।

তু০ दबेपर चींटी भी चोट करती हैं।

Even the worm turns.

**কেঁচো খুঁড়্তে সাপ।**

মাটি খুঁড়িয়া নিরীহ কেঁচো বাহির করিতে গিয়া অবশেষে গর্তের ভিতর হইতে সাপ বাহির হইতে পারে।

লক্ষ০ অতি সাধারণ নিরাপদ বিষয়ের আলোচনায় বা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইলে বিপজ্জনক পরিণাম ঘটিতে পারে।

বিদূষক। তারপর, কে জানে যে কেঁচো খুঁড়্তে খুঁড়্তে সাপ বেরুবে! আমি আগে অতশত জান্তেম না।

**কেঁচো দিয়ে কাৎলা ধরা।** [ রাজকৃষ্ণ রায়—রাজা বিক্রমাদিত্য।

বঁড়শীতে কেঁচোর টোপ গাঁথিয়া বড় বড় মাছ ধরা যায়।

লক্ষ০ সামান্য উপায় অবলম্বন করিয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হয়।

আজ বড়বাবুর বাড়ী দু'শো লিচু দিয়ে এলাম। এই রকম ক'রেই কেঁচো দিয়ে কাৎলা ধরতে হয়।

**কেঁদে-কেটে মরবি, না কাটনা কেটে খাবি?** ( মেয়েলী )

পূর্বকালে চরখা কাটিয়া বহু সহায়হীনা নারীর জীবিকার্জন হইত। নিজের দুরবস্থার জন্য হা-হুতাশ করিয়া দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে থাকা ভালো, কি চরখা কাটিয়া নিজের চেষ্টায় অন্ন-সংস্থান করা ভালো?

দুঃখময় অলস জীবন যাপন অপেক্ষা স্বাবলম্বী হওয়া শ্রেয়ঃ।

**কেঁদে জেতা।**

আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো যুক্তি-প্রমাণ না পাইয়া অবশেষে কান্নাকাটি করিয়া দয়া বা সহানুভূতি লাভ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

বালক আর কোন কথা কহিতে পারিল না ; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্-ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। কালাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"এখন কেঁদে জিৎলে ত আর হবে না !"

**কেঁদে মাটি ভেজানো।** [ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

অকারণে বা তুচ্ছ কারণে কপট রোদন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করা।

যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া ভিজায় মাটী
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে।** দ্র° কার ধন কে বা খায় !

**কে কেমন দাতা, জানে তার জমা-খরচের খাতা।**

কে সৎকার্যে ব্যয় করে তাহা কেবল মুখের কথায় প্রমাণ হয় না, কার্য দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আগে আমার চাকরী হোক, তার পর তোমার বাউটি সুট গয়না গড়িয়ে দেবো।

নারাণ দাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ—
কে কেমন দাতা জানে তার জমা-খরচের খাতা। চারু বন্দ্যো°—পরগাছা।

**কেতাব নেই, কোরান নেই, মনু খোন্দকার।**

খোন্দকার—ইস্‌লাম ধর্মের উপদেষ্টা।

কোনো ধর্মগ্রন্থের ধার ধারে না, অথচ ধর্মোপদেষ্টা হইয়া বসা।

**কেমন কেমন ( এক তরো )।**

এক বিচিত্র ধরণের, যাহা ঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না।

লোকটাকে দেখে, প্রথমেই আমার কেমন কেমন ঠেকেছিল—সেই যে হুজুর হুজুর করে এক পাশে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে কথা বলা—তখনি আমার বোধ হয়েছিল অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। নবকৃষ্ণ ঘোষ—অপবাদ।

**কেল্লা মার দিয়া ( ফতে ) !**

শত্রুদুর্গ অধিকার করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ লাভ বা স্বার্থসিদ্ধি।

সে ঘরে ফিরিল, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে। অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সে বলিল, "অনি মার দিয়া কেল্লা ! ভেবেছিলাম বাবার বিষয় কিছু পাব না—সব পাব।" নরেশ—খেয়ালের খেসারত।

তু° রন ফতহ্ হো গয়া।

**কেষ্টো-বিষ্টু।**

কৃষ্ণ, বিষ্ণু ইং দেবগণের তুল্য প্রতিষ্ঠাবান ও বরণীয় ব্যক্তি।

রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক সামান্য, বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ,
হতাম পেলে সুযোগ বুঝি একটা যেও সেও,
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হ'তাম নিঃসন্দেহ ;

**কৈফিয়ৎ কাটা।** [ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

হিসাবের খাতায় মোট জমা হইতে মোট খরচের অঙ্ক বিয়োগ করিয়া কি বাকী থাকে তাহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করা।

রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাট্‌রা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে ; রোকড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাট্‌চে। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

**কৈ মাছের প্রাণ ( +অল্পেতে না যান )।**

কঠিন প্রাণ, দারুণ ক্লেশ সহ্যের ক্ষমতা।

তুং The cat has nine lives.

**কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া।**

কোকিলের স্বর মধুর হওয়ায় তাহার মাংস পাক করিয়া খাইলে কণ্ঠস্বর মধুর হয় এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি। কর্কশ কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধকোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্ত জ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। বঙ্কিম—লোকরহস্য (বাবু)।

**কোকিল-বঁধু, ছেলে ধরতে জানেন না।**

কোকিল মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া সময় কাটায়, সন্তান পালন করিতে অক্ষম ; তাই কোকিলা কাকের বাসায় গিয়া ডিম পাড়ে।

>আত্মসুখসর্বস্ব পুরুষ, যে নিজের ছোটো ছেলেমেয়েদের একটু ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।

**কোকিলের রা শুনে পেঁচার হাসি পায়।**

পেঁচার স্বর কর্কশ ; কোকিলের মধুর স্বর তাই ভালো লাগে না।

লক্ষং উত্তমের গুণ অধম বোঝে না।

**কোথাকার কে, দুটো আমড়া ভাতে দে।** (মেয়েলী)

যাহার সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই এরূপ অবাঞ্ছনীয় অতিথির আহারের জন্য আমড়া-ভাতে ছাড়া অধিক কিছু আয়োজন করা নিষ্প্রয়োজন।

অবাঞ্ছনীয় অতিথির অনাদর।

**কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় ( মরে ) !**

জল যেখানে পড়ে সেখানেই থাকে না, নিম্নভূমির দিকে বহিয়া যায়। কিন্তু তাহা কোথায় গিয়া জমা হইবে অথবা শুখাইয়া যাইবে, গোড়াতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

লক্ষ০ কোন্ কার্যের কি পরিণাম হইবে।

"যাঁহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে ? আচ্ছা, দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় ?" রমেশ—সমাজ।

**কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাসকাটা।**

ধানহাটা ও মাসকাটা নামের সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও দুটি পৃথক স্থান। ধানহাটা যাইতে গিয়া মাসকাটায় চলিয়া যাওয়া অতি বিসদৃশ।

লক্ষ০ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা।

**কোথায় যাবো !** ( মেয়েলী )

কোনো অদ্ভুত বিষ্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া দেশত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

অত্যধিক বিষ্ময় প্রকাশের ভাষা।

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে-বাড়ী, অথচ কিছুই দেখতে পাইনে। বাদ্যি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই, সে কি—অ্যাঁ, ও মা, আমি কোথা যাব ! ও মা, আমি কোথায় যাব ! রামনারায়ণ—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব।

**কোথায় রাজা ভোজ ( রামকৃষ্ণ ), কোথায় ভজা জেলে।**

রাজা ভোজ—মালব দেশের পরাক্রান্ত অধিপতি (খৃ০ ১১শ শতাব্দী)।

মহতের সহিত অধমের তুলনা।

তু০ কহাঁ রাজা ভোজ কহাঁ গংগা তেলী।

**কোথায় লাগে !**

প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সমকক্ষ হয় না। তুলনা হয় না।

পথে পথে ফেরিকর অবিরত চীৎকার করে, "চাই ভালো আম ! খাসা মিষ্টি আম !" ফেরিকর ডাকিয়া, আম কাটিয়া চাখিয়া দেখ,—টক্ আমড়া তার কাছে কোথায় লাগে ? যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**কোদালে-কুড়ুলে মেঘ।**

কোদাল বা কুড়ুল দ্বারা ভূমির উপরিভাগ অগভীর ভাবে খুঁড়িয়া রাখিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড-সমাকীর্ণ স্থান যেরূপ দেখায় সেইরূপ খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘের সমষ্টি। এরূপ মেঘে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু কুষ্ঠির সূচনা দেয়।

**কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা,**
**বল্‌গে চাষায় বাঁধতে আল, আজ না হয় তো হবে কাল।** ( খনা )

কোদালে-কুড়ুলে মেঘের সঙ্গে অল্প অল্প বাতাস বহিলে বুঝিতে হইবে যে বৃষ্টির অধিক বিলম্ব নাই। এরূপ লক্ষণ দেখিলে চাষীর উচিত মাঠে আল বাঁধিয়া চাষের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

**কোন্ কালে বা চুরি করেছি, ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি।**

চুরি করা যাহার প্রকৃতিগত নয়, সেও অভাবে পড়িয়া চুরি করে।

**কোন্ কালে বা বউ রূপসী ?**
**জাড়কালে জাড়কাঁটা, গরমী কালে ঘামাচি।** ( মেয়েলী )

জাড়কাঁটা—শীতকালে দেহের লোমকূপ রুদ্ধ হওয়ায় গাত্রত্বকের মসৃনতা নষ্ট হওয়া। বধূর প্রতি ঈর্ষান্বিতা শাশুড়ী বধূকে কোনো সময়ে সুশ্রী দেখেনি। সকল সময়েই কিছু না কিছু দোষ থাকে।

**কোন্ ঘাটের জল খাও ?**

কাহারও মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য ( রোগা, মোটা ইং ) দেখিলে ব্যং প্রশ্ন যে কি কারণে এরূপ হইয়াছে, কোনো বিশেষ ঘাটের জল খাওয়ার ফলে ?

তুং कोनसी चक्कीका पीसा खाया है।

**কোন্ দিকে সূয্যি উঠেছে ?**

দীর্ঘকাল পরে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে এতদূর অদ্ভুত মনে হওয়া যে, সূর্য পূর্ব দিকে উঠিয়াছে কিনা এমন সন্দেহ হয়।

তুং आज किधरका चाँद निकला है।

**কোন্ দিকে হাওয়া বইছে।**

বায়ু যখন যেদিকে বহিয়া যায় সেই দিকে ধূলা, কুটা ইং উড়াইয়া লইয়া যায়। ইহাদের গতিবিধি দেখিয়া বায়ু কোন্‌দিকে বহিতেছে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষং সাধারণ ঘটনা দেখিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপলব্ধি।

লেখাপড়া শিখে অনেক মেয়ে আজকাল বিয়ে করতে রাজি হয় না। এই থেকেই বুঝুন, কোন্ দিকে হাওয়া বইছে।

তুং तेल देखो तेलका धार देखो।

Which way the wind blows.

**কোনো কালে দেখিনি ডুলি, আগেই গিয়ে দু'পা তুলি।**
**কোনো কালে নেইকো গাই, চালনি নিয়ে দুইতে যাই।**

যাহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, নির্বোধের মতো সে কাজ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয়।

**কোনো কালে নেই ষষ্ঠীপূজা, একেবারে দশভুজা।**

ষষ্ঠী পূজা অতি অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে ও সামান্য আয়োজনে হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে দুর্গাপূজা অতি ব্যয়সাধ্য, প্রচুর আয়োজন-সাপেক্ষ এবং তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান।

যাহার সহজ কার্যের অভিজ্ঞতা নাই, দুরূহ কার্যে তাহার হস্তক্ষেপ।

তু° হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।

**কোমর বাঁধা।**

কোমরে বস্ত্র আঁটিয়া বাঁধিলে কর্মশক্তি বাড়িয়া থাকে।

লক্ষ° দৃঢ় সংকল্প, উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহ উদ্যোগ করা।

ওঠ, ওঠ, ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো!
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করে,
কোমর বাঁধিয়া লাগো!

তু° লংগোটী কসনা। [ রবীন্দ্র—মানসী (ধর্মপ্রচার)।

To gird up one's loins

**কোম্পানি কা মাল, দরিয়া মে ডাল্। (হি°)**

ইংলণ্ডের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান মোগল আমলে ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে এই কোম্পানি এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া শাসন কার্য পরিচালনা করিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই শাসনাধিকার ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে গেলেও 'কোম্পানি' শব্দ ইংরাজ সরকার অর্থে ব্যবহৃত হইত।

সরকারী সামগ্রীতে কাহারও দরদ নাই, তাহা যত ইচ্ছা অপচয় করায় কোনো দোষ নাই।

**কোম্পানির কাগজ।**

দেশের সরকার কর্তৃক সাধারণের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সুদে গৃহীত ঋণের নিদর্শন-পত্র। ইহা হস্তান্তর-যোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ।

তড়িৎ লিখেছে যে, তার লাইব্রেরী আর পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যেন রবীনকে দিয়ে দেয়। নরেশ—রবীন মাষ্টার।

তু° Government Promissory Note.

**কোল-আঁধারে।**

পশ্চাদ্দিক হইতে আলো আসিলে কোলের কাছে (সম্মুখে) নিজের ছায়া পড়ার জন্য যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়।

একটু ঘুরে বসো দেখি; ও রকম কোল-আঁধারে হলে কি বই পড়া যায়?

**কোল দেওয়া।**

স্নেহভরে নিজের কোলে টানিয়া লওয়া। সাদরে গ্রহণ করা।

চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল।।

তু° To receive with open arms. [বৃন্দাবনদাস—চৈতন্য-ভাগবত।

**কোলে ছেলে, সহরে ঢেঁটরা।**

ছেলে নিজের কোলেই রহিয়াছে, অথচ ছেলে হারাইয়াছে মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানের জন্য ঢোল পিটিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

লক্ষ° কোনো বস্তুর অনুসন্ধান না করিয়া বিভ্রান্ত ভাবে কাজ করা।

তু° কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজে।

গোদ মেঁ লড়কা শহর ভর ঢিঁঢোরা।

**কোলে-পিঠে (কাঁখে) ক'রে মানুষ করা।**

শৈশবাবস্থায় লালন-পালন করিয়া ক্রমে লায়েক করিয়া তোলা।

বিজয় ।...মন্ত্রী মহাশয়! আপনি জ্ঞানী, স্থবির, সরল প্রকৃতি। আমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। আপনিও এই অভাগা পিতৃ-মাতৃহীন বালকের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন? ধিক্!

**কোলে মরে, তবু পোষানি দেয় না।** [দ্বিজেন্দ্রলাল—সিংহল-বিজয়।

পোষানি—পালনের জন্য নিজ শিশুসন্তানকে অপরের হস্তে সমর্পণ।

সন্তানকে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অন্ধ স্নেহের বশে তাহার প্রাণরক্ষার জন্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক।

লক্ষ° নিজে যাহা পারে না অপরকেও তাহা করিতে না দেওয়া।

**কোলের ছেলে।**

(১) যে শিশু এখনও মায়ের কোলে থাকে।

(২) বয়ঃপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

কোলের ছেলে চিরজীবনই মায়ের অতিরিক্ত আদর পেয়ে থাকে।

**কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে চলে।**

যে শিশু সর্বদা কোলে-কোলে থাকিয়া অত্যধিক যত্নে পালিত হয় তাহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়া থাকে। তাহাকে ভূমিতে ছাড়িয়া দিয়া খেলাধুলার সুযোগ দিলে স্বাস্থ্যবান হয় এবং শীঘ্রই হাঁটিতে শিখে।

**কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে পেটের ভরসায় থাকা।** (মেয়েলী)

যে সন্তান বিদ্যমান তাহার অবহেলা করিয়া ভবিষ্যতে যে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে সযত্নে পালনের আশা করা।

লক্ষ০ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানকে উপেক্ষা করা।

তু০ গোদ্‌কা ছোড়্‌কে পেটকী আশা।

**কোলের মানুষ চেনা যায় না।**

এমন গাঢ় অন্ধকার যে অতি নিকটস্থিত বস্তুও ভালো দেখা যায় না।

"এই মোটা চাদর দুখানা দুজনে গায়ে জড়াও ভাই! জুজুবুড়ীর মত একটু জড়সড় হোয়ে চল। কি জানি হঠাৎ যদি কেউ চিনে ফেলে।"

একজন বলিল,—"না, সে ভয় নেই। যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোলের মানুষই চেনা যায় না। হারাণ রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

**কোষ্ঠীতে নাই (লেখে না)।**

জাতকের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী এবং তাহার স্বভাব কোষ্ঠীতে লিপিবদ্ধ থাকে। কোষ্ঠীতে যে কথার উল্লেখ নাই তাহা ঘটা অসম্ভব।

ব্য০ যাহা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বাড়ী ফিরিয়া দুর্গা দেখিল যে শারদা ঘরে নাই! তার থাকিবার কথাও নয়। কেন না, দু' দণ্ড ঘরে চুপ করিয়া থাকা শারদার কোষ্ঠীতে কোন দিনই লেখে নাই। নরেশ—শেষ পথ।

**ক্যা বাৎ!** (হিং)

কি (আশ্চর্য) কথা বা ব্যাপার! প্রশংসা বা বিদ্রূপসূচক ধ্বনি।

মিশিরজী আসর জমাইয়াছেন আর একটি তাঁবুতে। সেখানে কাঁটা-গাছির জমিদার স্বয়ং তবলা ধরিয়াছেন এবং তাঁহার মোসাহেব অতিরিক্ত মাত্রায় কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ করিতেছে। "বনফুল"—দ্বৈরথ।

**ক্রোশ অন্তর ধুয়ে পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা।**

কিছুক্ষণ চলিবার পর পা ধুইলে দেহের গ্লানি দূর হয়, বিশেষতঃ রক্তের অধোগতি রোধ হইয়া অবাধ চলার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেজন্য অনায়াসে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যায়।

**ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী, ছাগীর মুখে যথা দাড়ি।**

ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র,—নিয়মের ব্যতিক্রমও কখনো কখনো দেখা যায়। যেমন স্ত্রীজাতির মুখে দাড়ি হয় না; তাহার ব্যতিক্রম ছাগীর দাড়ি।

**ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডালেও শাপে, খণ্ডাইতে না পারে ব্রহ্মার বাপে।**

দ্র০ দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনী ই০

**ক্ষমার বাড়া গুণ নেই, দানের বাড়া পুণ্য নেই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।** (সং)

রোগীর অত্যধিক দুর্বল অবস্থার নাড়ী প্রবল হওয়া সাংঘাতিক।

সাধুচরণ।...এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি। বোধ হইতেছে চরমকালের পূর্বলক্ষণ।.. নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবিরাজ। হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ। "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা। দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি।**

হীরক অতি কঠিন পদার্থ, ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এইরূপ তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা ক্ষীরের মত কোমল উপাদেয় পদার্থের ভিতর লুকাইয়া রাখা।

লক্ষ০ মধুর শিষ্টাচারের অন্তরালে অনিষ্ট সাধনের গোপন ইচ্ছা।

তু০ মুহ্ মেঁ রামনাম, বগল মেঁ ছুরী।

Like the serpent in a bed of flowers.

**ক্ষুদে মঙ্গলবার।** ক্ষুদ্র>ক্ষুদে।

কল্পিত দিনের নাম,—মিথ্যা স্তোক দিবার জন্য প্রযুক্ত।

কাঁদিসনি, কলের পুতুল কিনে দেবো তোকে সেই ক্ষুদে মঙ্গলবারে।

**ক্ষুধায় চায় না সুধা, পিরীতে চায় না জাতি,**
**ঘুমে চায় না খাট-পালঙ, বাহ্যে চায় না বাতি।**

প্রয়োজনের প্রবল তাগিদ থাকিলে বিচার-বিবেচনার অবকাশ থাকে না।

**ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে, ভোজন তুষ্ট দইয়ে।**

ক্ষেতে লাঙল দিবার পর তাহার উপর মই চালাইয়া মাটির চাঙড় ভাঙিয়া গুঁড়া করিলে মাঠ আবাদের উপযোগী হয়। আহারের শেষে দধি ভোজন করিলে তৃপ্তি হয়।

**ক্ষেতে অবজে, কপালে ফলে।** অবজে = আবাদ করে।

চাষী মাঠে চাষ করে, কিন্তু শস্যপ্রাপ্তি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে।

**ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য, ঘরে ঘরে নবান্ন!**

হেমন্তে বঙ্গপল্লীর শোভা ও সমৃদ্ধি,—ধানভরা মাঠ এবং প্রতি গৃহে নবান্নের উৎসব।

**ক্ষেতে ছাড়ায় দুর্গতি, পুতে ছাড়ায় পেরতী।** পেরতী—প্রেতাবস্থা।

অর্থাভাব-জনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত করে চাষের জমি এবং মৃত্যুর পর প্রেতাবস্থা হইতে পুত্র মুক্ত করে গয়া ই০ তীর্থস্থানে পিণ্ড দিয়া।

পুত্র এবং ভূসম্পত্তি সকল দুঃখ দূর করে।

**ক্ষেতে দিলাম বেড়া, বেড়া খেলো ক্ষেত।**

ক্ষেত সুরক্ষিত করিবার জন্য চারিদিকে বেড়া বাঁধা হইল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বেড়া ক্রমশঃ ক্ষেতের ভিতরে সরিয়া যাওয়ায় ক্ষেত ছোটো হইয়া গেল।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

**ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা।**

বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করা যায়। কিন্তু তাহা চাষীর ক্ষেতের একটি অংশে যে ফসল জন্মে তাহার সহিত তুল্যমূল্য।

**ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।**

যে কৃষক নিজের ক্ষেত্রে চাষবাস করে তাহার কোনও অভাব থাকে না।

**ক্ষেতের দৌলতে রাজা, নয় তো ফকির।**

ভালো করিয়া চাষ করিলে চাষীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, নতুবা চরম দুরবস্থা।

তু° खेती राज रजाय, खेती भीख मंगाय।

**ক্ষেতের হুড়ো, বাড়ীর বুড়ো।** হুড়ো—অতিরিক্ত বাড় বা বৃদ্ধি।

ধানগাছের অত্যধিক বৃদ্ধিতে ফসল নষ্ট হয়। বৃদ্ধের খিটখিটে স্বভাবের জন্য পরিজনবর্গ জ্বালাতন হয়।

**ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।** (সং)

দ্র° অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ক্ষেত্রে কার্য্যং বিধীয়তে। দেখা যাক, দরকার হয়, সত্যকে চেপে যাব ; কিন্তু মিথ্যা দিয়ে সেটাকে বিকৃত করবো না, এটা নিশ্চয়।

**ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।** [ শৈলবালা ঘোষজায়া—নমিতা।

মানুষ একবারই ঠকে, সারাজীবন বার বার কেহ ঠকে না।

তু° खेप हारी, जनम नहीं हारा।

**ক্ষেপার চোদ্দ, ক্ষেপীর আট ; এই নিয়ে কাল কাট্।**

ক্ষেপা—ভাঙড় ভোলা মহাদেব। ক্ষেপী—তাঁহার পত্নী দুর্গা। চোদ্দ—চতুর্দশী। আট—অষ্টমী।

শিব-চতুর্দশীতে মহাদেবের এবং মহাষ্টমীতে দুর্গার অর্চনা,—বৎসরের মধ্যে ভক্তিভরে এই দুইটি মাত্র পূজাই হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য।

# খ

**খইয়ে বন্ধন।**

শিশু দাওয়ার খোঁটা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া খাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহার মাতা তাহাকে খই দিতে আসিল। শিশু খোঁটার দুই দিক দিয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিয়া খই লইল। কিন্তু সে বিষম সংকটে পড়িয়া গেল। দুই বাহুর মাঝখানে খোঁটা থাকায় খই খাইতে পারে না। আবার খোঁটা ছাড়িতে গেলে হাত দুইটি পৃথক করিতে হয়, তাহাতে খই পড়িয়া যাইবে। তাহার হাতের খই হাতের বাঁধন হইয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ০ উভয় সংকট অবস্থা।

মেহেরউন্নিসা। পুরুষ মানুষগুলো—বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে' খয়ে বন্ধনে পড়ে—না পারে খৈ খেতে, না পারে হাত খুলতে। দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

**খঞ্জনের (ময়ূরের) নৃত্য দেখে চড়াই (ছাতারে) নৃত্য করে।**

খঞ্জন পক্ষী অতি চঞ্চলস্বভাব, সদাসর্বদা দীর্ঘ পুচ্ছ নাচাইয়া থাকে। নৃত্যশীলতার জন্য খঞ্জন সুন্দরীগণের চটুল নয়নের উপমাস্থল। খঞ্জনের মনোহর নৃত্যভংগী দেখিয়া সামান্য চড়াই পাখীরও নাচিবার সখ হয়।

উত্তমের কার্যকলাপ অনুকরণ করিবার জন্য অধমের হাস্যকর আগ্রহ।

তু০ ঊঁটকো দগতে দেখ মেড়কীনে ভী টাংগ ফৈলাই।

**খটমটিয়ে হাঁটে নারী, কটমটিয়ে চায়,**
**মাসেক খানেক ভিতর তার সিঁথির সিঁদুর যায়।** (মেয়েলী)

পুরুষভাবাপন্ন নারী দুর্ভাগ্যবতী হয়।

**খড়দার মা-গোঁসাই।**

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। তথায় চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণের বাস। তাঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় এবং গোস্বামী বা গোঁসাই নামে প্রসিদ্ধ। মহিলাগণও বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা এবং সদাচারিণী। কেহ কেহ শিষ্যগণকে দীক্ষাদানও করিয়া থাকেন।

ব্য০ যে নারী বচনে, বসন-ভূষণে বা আচরণে শ্রদ্ধার যোগ্য নয়।

মিষ্টার সিং। তুমি এই লেডীকে বেশ্যা বলিলে কেন?

ঝী। তা জুতো পায়ে দিয়ে, ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মা গোঁসাই এসেছেন, তা বুড়ো মানুষ কেমন করে জানবে? [ অমৃত—বিবাহ-বিভ্রাট।

**খড়ম পায়ে গঙ্গা (নদী) পার হওয়া।**

লক্ষ০ বিনা আয়াসে দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস।

**খড়ি ওঠা (ওড়া)।**

দেহে তৈলাদি স্নেহময় পদার্থ মাখিলে ত্বক সরস ও চিক্কণ থাকে। তদভাবে গাত্রমল শুখাইয়া খড়ির গুঁড়ার আকারে খসিয়া পড়িতে থাকা।

তৈল বিবর্জ্জিত তার গায়ে উড়ে খড়ি।
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি।

[ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**খড়ি পাতা।**

ভূমির উপর খড়ি দিয়া জ্যোতিষ সংক্রান্ত গণনাদি করা।

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী, "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পুজে লঙ্কাপুরে।"

[ মাইকেল—মেঘনাদ-বধ কাব্য।

**খড়ে-বড়ে জড়ানো।**

বড়ু—খড় পাকাইয়া প্রস্তুত রজ্জু, ধানের মরাই বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত।

খড় ও খড়ের দড়া ইংর মতো স্থূল পদার্থ দিয়া কোনো একটা জিনিস মোটামুটি ভাবে গড়িয়া তোলা।

অতো ভাবছো কি ? খড়ে-বড়ে জড়িয়ে যা হোক একটা মামলা খাড়া করে দাও না। কিছু না হোক বিপক্ষের খানিকটা হয়রানি তো হবে।

**খড়ের (তালপাতার) আগুন।**

খড় ও তালপাতা সহজেই জলিয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্রই নিভিয়া যায়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জলে তেমনি নেভে।

[ দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**খয়ের খাঁ।**

ফা০ খ্যয়ের (মঙ্গল) + খবাহ্ (ইচ্ছা) = মঙ্গলাকাংক্ষী > অপ০ (মুসলমানী নামের অনুকরণে) খয়ের খাঁ।

যে প্রভুস্থানীয় ব্যক্তির মনস্তুষ্টি করিতে ব্যস্ত ; স্তাবক ; চাটুকার।

রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়ের খাঁই ও প্রজাপীড়নের জন্যে এদেশের লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। বিভূতি বন্দ্যো০—ইচ্ছামতী।

**খর আঁচে আসকে, ধিকি আঁচে পুলি। ( মেয়েলী )**

বেশী আঁচে আসকে ভাজিলে ভালো হয় ; কিন্তু বেশী আঁচে পুলি পিঠার বহির্ভাগ সিদ্ধ হয়, ভিতর কাঁচা থাকে।

লক্ষ০ যে কার্যে যেমন সময় লাগে তাহা দেওয়া উচিত।

**খর-কোটা বউ চাল্‌তা, মাটো-কোটা বউ লাউ ;**
**তুমি কোটো বউ চাল্‌তা, আমি কুটি বউ লাউ।** ( মেয়েলী )

চাল্‌তা কোটা অতি শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। প্রত্যেকটি স্তরকে ছাড়াইয়া পৃথক করিতে হয়। পক্ষান্তরে লাউ অনায়াসে ও তাড়াতাড়ি কুটিয়া ফেলা যায়। কিন্তু শাশুড়ী বধূকে উল্টা বুঝাইয়া, যেন স্নেহ-পরবশ হইয়া, তাহাকে চাল্‌তা কোটার মত সহজ কাজ করিতে বলিতেছে।

স্বার্থপর ব্যক্তি কর্তৃক অপরকে উল্টা বুঝাইবার চেষ্টা।

**খরচ লেখা।**

যাহা ব্যয় হইয়া যায় তাহা হিসাবের খাতায় খরচের ঘরে লেখা হয়।

ব্য০ কোনো বস্তু বা ব্যক্তি আর আসিবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া।

কি হে, আমাকে বাদ দিয়েই যে সবাই খেতে লেগে গেছ! আমাকে কি নিতান্তই খরচ লিখে ব'সে আছ নাকি?

তু০ বট্টে খাতে ডালনা।

**খর নদীতে চড়া পড়ে।**

যে নদীর স্রোত দ্রুত তাহার জল শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া চড়া পড়ে।

লক্ষ০ অপরিমিতব্যয়ী ব্যক্তি শীঘ্রই নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

**খল পড়শী, নাতান ভাই, তার সাথে বসতি নাই।**

ফা০ নাতুয়ান>নাতোয়ান, নাতান = অসমর্থ, বি০ খাজনা দিতে অক্ষম।

ইহাদের দ্বারা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

**খলের পিরীত (জলের আঁক) বালির বাঁধ।**
**ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।**

দুর্জনের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

তু০ ওছেকী প্রীত বালুকা ভীত।

**'খসম'-চোর বিবি বাঁদীর বাঁদী (খপ্পরে)।**

যে নারী পরপুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয় করে তাহার গোপন কথা নিজের দাসীর অজ্ঞাত থাকে না। সেজন্য দাসীর মুঠার মধ্যে থাকিতে হয়।

>গোপন পাপের কথা যে জানে তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

**খাই কি না খাই?—না খাওয়া ভালো।**
**যাই কি না যাই—না যাওয়া ভালো।**
**খাই কি না খাই, খাই কি না খাই? যদি খাই তো পৌষে।**
**যাই কি না যাই, যাই কি না যাই? যদি যাই তো শৌচে॥**

খাওয়া উচিত কিনা, এ প্রশ্ন উঠিলে সাধারণতঃ না খাওয়াই ভালো। তবে সময়টা যদি পৌষ মাস বা শীতকাল হয় তাহা হইলে খাইলে দোষ

নাই, কারণ সে সময়ে পরিপাক শক্তি ভালো থাকে। যাওয়া উচিত কি না, এ প্রশ্ন উঠিলে সাধারণতঃ না যাওয়াই ভালো। তবে শৌচের প্রশ্নে দ্বিধা না করিয়া যাওয়াই ভালো। কারণ কোষ্ঠশুদ্ধি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

**খাই-দাই, ওড়াই কম্বল, ম'রে গেলে ঢুঢু সম্বল।** ঢুঢু=কিছুই না।

নিশ্চিন্ত মনে বেশ খাওয়া-দাওয়া করি এবং কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাই। মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইব না।

নিঃস্ব ব্যক্তির নিরুদ্বিগ্ন জীবন।

**খাই-দাই ডুগ্‌ডুগি (বগল) বাজাই, (+ রগড়ের ধার ধারি না)।**

খাই-দাই আর মনের আনন্দে সময় কাটাই; নিজের সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নাই, অপরের সম্বন্ধে কোনো হুজুকে মাতি না।

তোমরা যে অনেক গ্রন্থ পড়েছ !……আমি গ্রন্থের গ-ও জানি না। আমি খাই-দাই আর বগল বাজাই। অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

তু॰ তীনমেঁ না তেরা মেঁ, মৃদং বজাবে ডেরেমেঁ।

**খাই না খাই আছি ভালো, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।**

দরিদ্রের অন্ন না জুটিলেও মনে শান্তি থাকিলেই সে সুখী।

**খাই না খাই দেখে সুখী (মরি)।**

অভাব বা রোগের জন্য যে নিজে খাইতে পারে না, সে পরকে খাইতে দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করে।

**খাইশ আছে রুচ নেই, দাড়ি আছে মুছ নেই।**

ফা॰ খাহীশ=আকাংক্ষা, লোভ। রুচ—রুচি। মুছ=গোঁফ।

গোঁফ না থাকিলে কেবল দাড়ি রাখার সার্থকতা নাই। সেইরূপ প্রবৃত্তি-বশে কোনো বস্তুর প্রতি লোভ থাকিলে তাহা ব্যর্থ হয়, যদি তাহা ভোগ করিবার স্পৃহা বা সামর্থ্য না থাকে।

**খাওয়াটা পরের, পেটটা তো নিজের?** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু॰ খানা পরায়া হৈ, পেট তো পরায়া নহীং হৈ।

**খাওয়া-দাওয়া চিম্‌ড়ীর, নাম হয় টিপ্‌সীর।** (মেয়েলী)

চিম্‌ড়ি=শীর্ণকায়া। টিপ্‌সী—স্থূলকায়া।

দ্র॰ এঁদোপেটা খায় দায়, আর নেয়োপেটার দোষ হয়।

**খাওয়াবে দুধে-ভাতে, আঁচাবে গুয়ে-মুতে।**

লক্ষ॰ কাহারও অত্যধিক আদর-যত্ন করা ভালো নয়। ভালো খাইতে দিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু অনাদরও করিবে।

তু॰ Love well, whip well.

**খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে।**

সন্তানকে একদিকে যেমন ভালো খাইতে-পরিতে দিবে, তেমনি আবার বাঘ যেরূপ তাহার শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, সর্বদা সেইরূপ তাহার উপর সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সন্তান পালনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী,—আদরও দিবে শাসনও করিবে।

**খাওয়ায়ে পরায়ে রাখলাম দাসী, সে হলো পাড়াপড়শী।** (মেয়েলী)

যাহাকে দাসী করিয়া গৃহে রাখিয়াছি এবং ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছি তাহার দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া যায় না। সে এমন ব্যবহার করে যেন সে দাসী নয়, প্রতিবেশী বা বাহিরের লোক মাত্র।

যাহার কাছে উপকার পাইবার দাবী আছে অথচ পাওয়া যায় না এরূপ ব্যক্তির অবহেলায় ক্ষোভ প্রকাশ।

**খাঁচায় পুরে খোঁচা দেওয়া।**

অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে পীড়ন করা,—যেমন অন্তঃপুরিকা হিন্দুনারীকে।

**খাঁদা নাকে নথ নেইকো, গোদা পায়ে মল!** (মেয়েলী)

খাঁদা নাকে নথ পরিলে তবু একটু মুখের শোভা হইতে পারে। তাহা না করিয়া গোদা পায়ে মল পরিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

লক্ষ০ প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য আগ্রহ।

**খা খা খা—যদ্দিন না হয় ছা; শো শো শো—যদ্দিন না হয় পো।** (মে০)

নারীর যে পর্যন্ত সন্তান না জন্মে, ভোজন ও শয়নের সুখ ভোগ করিতে পায়।

**খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে।**

তাঁতি কাপড় বুনিয়া বেশ জীবিকার্জন করিতেছিল, এঁড়ে গরু কিনিয়া তাহার সর্বনাশ হইল! তাঁতি তাঁত বুনিবার জন্য টানার সুতা খাটায়, আর এঁড়ে গরু ছুটাছুটি করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে।

লক্ষ০ নিজের অভ্যস্ত কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ করিতে গেলে বিপদ ঘটে।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো এঁড়ে গরু কিনে। জমিদারের সঙ্গে যেমন লড়াই করতে যাওয়া হয়েছিল, তার ফল ভোগ করতে হবে না? চারু বন্দ্যো০—দুই তার।

তু০ करघा छोड़ जुलाहा जाय, नाहक चोट बिचारा खाय।

The cobbler should stick to his last.

**খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।**

লক্ষ০ যেরূপ আয় তাহা অপেক্ষা জাঁকজমক অধিক।

**খাট ভাঙলে ভুমিশয্যা।**

লক্ষ° সুদিন গিয়া দুর্দিন আসিলে ক্লেশ সহ্য করিতেই হয়।

**খাটে খাটায় সোনার (লাভের) গাঁতি, তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।**
**ঘরে ব'সে পুছে বাৎ, তার কপালে হা ভাত, হা ভাত!** (খনা)

যে চাষী কৃষাণ নিযুক্ত করিয়া এবং নিজেও জমিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে পরিশ্রম করে তাহার জমিজমা অল্প হইলেও বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারে। যে চাষের সময় মাঠে উপস্থিত থাকে, ছাতা মাথায় দিয়া কৃষাণদের কার্য পরিদর্শন করে, তাহার অর্ধেক লাভ হয়। কিন্তু যে আদৌ মাঠে যায় না, গৃহে থাকিয়াই খবর লয় মাত্র সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিজে না খাটিয়া পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিলে কখনও উন্নতি হয় না।

**খাটে মজুর, কাটে নাড়া, তার 'বউয়ের' আবার নথ নাড়া!** (মেয়েলী)

অপরের ক্ষেতে ধান কাটে এমন যে দিন-মজুর, তাহার স্ত্রীর গর্বিত আচরণ শোভা পায় না।

যে অতি হীন তাহার অহংকার সহ্য হয় না।

**খাটো পেটে আই ঢাই, মোটা পেটে দিতেই নাই।**

যাহার পেট ছোটো, সে একটু বেশী খাইলে অস্বস্তি বোধ করে; যাহার পেট বড়ো সে যতই খায় পেট ভরে না।

**খাটো 'বর' দেওর হেন সাজে।**

স্বামী যদি স্ত্রীর অপেক্ষা খর্বাকৃতি হয়, তাহাকে দেখিলে স্বামী বলিয়া মনে হয় না, দেবর বলিয়া ভ্রম হয়।

**খাতায় নাম লেখানো।**

যাহারা প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে তাহাদের নামের তালিকা পুলিসের নিকট রক্ষিত হয়।

>প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা।

বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়। দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**খাতির জমা।** ফা° খাতর্‌জমাহ্‌ = নিশ্চিন্ত।

কোনো বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া থাকা।

তার কিছু হবে না। এই দেখুন না, পেলে এতগুলো টাকা, এতগুলো দামী বই! আপনি আমি হ'লে বইগুলো বেচে কোম্পানীর কাগজ করে খাতির জমা হয়ে বসতাম। ও—দিলে সব টাকা উড়িয়ে একখানা বাড়ী ক'রে।" নরেশ—রবীন মাষ্টার।

**খাতির নদারৎ।** ফা° নদারৎ = নাই।

কাহারও সম্মান বা যথোচিত সমাদর না করা ; তোয়াক্কা না রাখা।

বাবু আদুড় গায়ে আড়াই হাত উঁচু গদির মাঝখানে নীলগিরির ন্যায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন।……ব্রাহ্মণকে পাছতলায় বসিয়েছেন। খোদ সাহাজাদা নবাব এলেও খাতির নদারৎ।

**খাতিরের বাপের নাম খেসারৎ।** [কালীপ্র° সিংহ—কলকেতার হাটহদ্দ

ক্রেতার প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাবশতঃ ধারে জিনিস দেওয়া লোকসান দেওয়ারই নামান্তর। কারণ পাওনা উসুল হওয়ার আশা অল্প।

**খাদের জল খাদেই যায়, তু'দিন কেবল চোখ পাকায়।**

খাদ বা খানা বর্ষার জলে উপচাইয়া পড়িলে গৃহস্থকে সাময়িক ক্লেশ দেয় মাত্র, কারণ অতিরিক্ত জল শীঘ্রই সরিয়া যায়।

লক্ষ° হীন ব্যক্তি কাহাকেও অধিক ক্লেশ দিতে পারে না।

**খানা থেকে খালে পড়া।**

লক্ষ° বিপজ্জনক অবস্থা হইতে অধিক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়া।

তু° Out of the frying pan into the fire.

**খানে খারাপ।**

আ° খানহ্ খরাব = ছন্নছাড়া। দুর্দশাগ্রস্ত। অধঃপতিত।

সে……বিবাহ করে গৃহ-ধর্ম্ম করুক। এ বিয়েতে বাধা দিলে সে আবার খানে খারাপ হয়ে যাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়নতারা।

**খাবার বেলা মস্ত হাঁ, উলু দেবার সময় মুখে ঘা।** (মেয়েলী)

স্বার্থপর আত্মসুখী কুটুম্বিনী নিমন্ত্রিত হইয়া শুভকার্যে যোগ দেয় কেবল ভুরিভোজনের জন্য। সামান্য কিছু করিয়াও সাহায্য করিতে চাহেনা।

**খাবার সময় কুড়ে পাথর।** কুড়ে পাথর—পাথরের মত অচল।

খাইতে বসিলে আর উঠিতে চায় না। পেটুক।

**খাবার সময় বারো ভাই, ছেলে ধরবার সময় কেউ নাই।** (মেয়েলী)

সংসারের একটা ছোট কাজের প্রয়োজনে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অলস কর্মবিমুখ পরিজনবর্গের প্রতি প্রযোজ্য।

**খাবার সময় শোবার চিন্তা।**

যখন যে কাজের সময় তখন তাহা ছাড়িয়া অবান্তর কথা চিন্তা করা।

**খাবো তো খাবো,—পেট ভরে খাবো ;**
**যাবো তো যাবো,—দেশ ছেড়ে যাবো।**

যাহা করিব তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িব।

**খাবো না, খাবো না, অনিচ্ছে ;—এক কাঠা চাল একটা উচ্ছে।**

কাঠা—ধান, চাউল ইং মাপিবার পাত্র বি০।

ক্ষুধা নাই, খাইতে পারিব না,—মুখে এইরূপ বলা, কিন্তু কার্যতঃ একটি মাত্র উচ্ছে-ভাতে দিয়া এক কাঠা চালের ভাত খাইয়া শেষ করা।

পেটুকের মিথ্যা বিনয়।

**খাবো না খাবো না পেটে বিষ ; খেতে বসলে না পায় দিশ।**

অসুস্থতার ভান করা, কিন্তু দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া খাওয়া।

**খায় দায় করে বড়াই, সে কুটুমে কাজ নাই।**

যে কুটুম্বকে ভালো খাওয়াইয়াও সন্তুষ্ট করা যায় না, মিথ্যা ঐশ্বর্যের গর্ব করে, তাহাকে কেহ দেখিতে পারে না।

**খায়-দায় ভোলে না, তত্ত্বকথা ছাড়ে না।**

তত্ত্বকথা—মনের গূঢ় বাসনা। স্বার্থচিন্তা।

অত্যন্ত চতুর লোককে নানা উপায়ে তোষণের চেষ্টা করিলেও আপন স্বার্থচিন্তা ভোলে না।

**খায় না, কেবল নাকের তলায় গোঁজে ( শোঁকে )।**

যে বেশ খাইতে পারে, অথচ নেকামী করিয়া খাইতে পারি না বলে, এরূপ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত।

**খায় না খায় সকালে নায়,**
**হয় না হয় তিনবার যায়,**
**তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় ?**

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ঃ—প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা এবং দিনে তিনবার নিয়মিতভাবে মলত্যাগ করিতে যাওয়া।

**খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে, তার ধন লয় চোরে আর পরে।**

দ্র০ কৃপণের ধন বর্বরে খায়।

**খায়-মাগীর গলা বেশী, না-খায়-মাগীর ফোঁপানি বেশী।**

যাহার অবস্থা ভালো তাহার অহংকার বেশী ; দরিদ্রের কাঁদুনি বেশী।

**খায় মালসাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধ'রে।**

পেটুকের লক্ষণ ঃ—ভীম বিক্রমে রাশি রাশি ভোজ্যবস্তু গলাধঃকরণ করে, কিন্তু আহারান্তে সহজে উঠিতে পারে না।

**খাল কেটে কুমীর ( নোনা জল ) আনা।**

নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনিতে গেলে সেই খালের পথে নদীর কুমীরও আসিয়া জুটে।

বাহিরের বিপদ ভিতরে ডাকিয়া আনা।

বাবা, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে রাণী ভবানী বলেছিলেন,—সায়রের রাঘব বোয়ালকে মারতে নদী থেকে খাল কেটে কুমীর এনো না।

**খালি হাঁড়িতে পাতা বাঁধা।** [ তারাশঙ্কর—মন্বন্তর।

হাঁড়ির ভিতর কিছুই নাই, অথচ তাহার মুখে কলাপাতা দিয়া বাঁধা হইয়াছে, যেন তাহাতে কতো মিষ্টান্ন আছে।

অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির মিথ্যা আড়ম্বর।

**খালে জল, তো নালায়ও জল।**

খালে জলবৃদ্ধি হইলে সংযুক্ত নালাতেও জল বাড়ে।

তুং দাতার শ্রীবৃদ্ধি হইলে আশ্রিতগণও উপকৃত হয়।

**খাস তালুকের প্রজা।**

তালুকের অন্তর্গত কিছু জমি ভূম্যধিকারী নিজ দখলে রাখিয়া কৃষাণ দ্বারা চাষাবাদ করেন। এই শ্রেণীর কৃষাণগণের জমিতে কোনরূপ স্বত্ব জন্মে না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভূম্যধিকারীর স্বেচ্ছাধীন এবং নিতান্ত বাধ্য ও আজ্ঞাকারী প্রজা।

"আমরা বাপু তোমার গমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্ম বাড়ীতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাব।"

তুং গোলাবাড়ীর চাকর। [শরৎ—পল্লী-সমাজ।

**খাস বাগানে আলকুশী।** আলকুশী—বন্য লতা যাহার ফল কাঁটাযুক্ত।

মালিকের সযত্ন রক্ষিত সখের বাগানও আলকুশী গাছে পূর্ণ।

লক্ষং বিশেষ যত্ন সত্বেও দুরবস্থা!

**খিচুড়ি পাকানো।**

চাউল ও দাইল পৃথকভাবে পাক না করিয়া একত্র মিশাইয়া খিচুড়ি রাঁধিলে চাউল ও ডাইল পৃথক করা যায় না!

লক্ষং কোনো সহজ সরল ব্যাপারকে জটিল করিয়া তোলা।

যদু মোড়ল বিবাদ মেটাতে এসে খিচুড়ি পাকিয়ে বসেছে।

তুং To make a mess of.

**খিড়কি দিয়ে হাতী গ'লে যায়, সদরে বাধে ছুঁচ।**

সদর দরজায় এত কড়া পাহারা যে, একটা ছুঁচ পর্যন্ত গলিতে পারে না। কিন্তু খিড়কি দ্বার এমন অবারিত যে হাতী পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে।

একদিকে অতি সাবধান, অন্যদিকে অজ্ঞাতসারে অনর্থ ঘটিয়া যায়।

তুং To swallow a camel and strain at a gnat.

**খিদে পেলে কি দু' হাতে খায় ?**

প্রবল আকাংক্ষা পূরণেও সংযমের প্রয়োজন।

তুং ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ।

**খিদের নেই চাটনি, ঘুমের নেই শয্যা।** [ চন্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলে কোনো আয়োজন করিতে হয় না।

তুং भूखेको क्या रुखा, नीदको क्या तकिया।

**খিদের বড়ো টাক্না নেই।**

ক্ষুধা থাকিলে ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন হয় না।

তুং Hunger is the best sauce.

**খিদের বাড়া গরজ নাই,—যা পাই তাই খাই।**

ক্ষুধার সময় ভালমন্দ বিচার থাকে না।

তুং सबसे बड़ी भूख, जो पावै सो चूख।

**খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।** নারি = না পারি।

কোনো জিনিস খুঁজিবার সময় শিশুগণ এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ঝড়ে আম পড়িতেছে···দেখা যাইতেছে না। আম খুঁজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি - 'খুঁজি খুঁজি নারি; যে পায় তারি।'

**খুঁট-আঁখুরে গাঁয়ের বালাই।** [ চন্দ্রনাথ বসু—পৃথিবীর সুখদুঃখ।

খুঁট-আঁখুরে—যাহার হস্তাক্ষর খুঁট বা দোষযুক্ত। স্বল্পশিক্ষিত।

অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি আপনাকে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রচার করে এবং সরলচিত্ত গ্রামবাসীগণকে দুর্বুদ্ধি যোগাইয়া সর্বনাশ সাধন করে।

**খুঁটি না থাকলে ঘর আপনি পড়ে।**

কাঁচা ঘর খুঁটির সাহায্যে দাঁড়াইয়া থাকে।

লক্ষ০ অপরের সাহায্য ব্যতীত একা টিকিয়া থাকা যায় না।

**খুঁটে খাওয়া।**

পক্ষিশাবক একটু বড়ো হইলে নিজেই খাদ্য খুজিয়া খাইতে পারে।

লক্ষ০ স্বাবলম্বী হওয়া।

**খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়া।**

খোঁড়া লোকের মতো পায়ের আঙগুলের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া দেহের উচ্চতা বাড়াইবার চেষ্টা।

হীন ব্যক্তির আপনাকে মহৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

**খুঁয়ে তাঁতি, বেয়াল্লিশ হাত। খুঁয়ে তাঁতির তসরে হাত।**

খুঁয়ে তাঁতি—যে মোটা সুতার নিকৃষ্ট কাপড়-গামছা বোনে। জোলা। সামান্য জোলার বেয়াল্লিশ হাত লম্বা থান বা তসর বুনিবার আকাংক্ষা।

>অযোগ্যের অসংগত উচ্চাশা।

তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার।।
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**খুচরা কাজের মুজরা নাই।** ফা০ মুজরা=নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক।

ছোটখাটো কাজ যত বেশীই করা হউক, তাহা কাজ বলিয়া গণ্য হয় না, উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পাওয়া যায় না।

অলপ অলপ করিয়া অনেক কাজ করিলেও কোনো যশ নাই।

**খুদ কাটে না চোখের দায়, হাঁড়ি বেয়ে উথলে যায়।** ( মেয়েলী )

খুদ কাটা—চাউল কুলায় ঝাড়িয়া খুদ পৃথক করা।

দৃষ্টি কৃপণতা বশতঃ খুদ ফেলিয়া দেওয়া হয় না, কিন্তু হাঁড়িতে ফুটাইবার সময় খুদগুলি ভাসিয়া উঠিয়া হাঁড়ির গা বাহিয়া পড়িয়া নষ্ট হয়।

লক্ষ০ অত্যধিক কৃপণতা দ্বারা অপচয় রোধ করা যায় না।

**খুদকুঁড়ো যে না বাছে, তার অন্ন আছেই আছে।**

যে ভালমন্দ বিচার না করিয়া যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করে তাহার কখনও অভাব হয় না।

**খুদ খেয়ে পুঁজি করে, দু' পুরুষ ধ'রে খরচ করে।**

মিতব্যয়িতার দ্বারা ধন সঞ্চয় করিলে, সেই সঞ্চিত ধনে দীর্ঘকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যায়।

**খুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্যে কাঁদে।** জাউ=মন্ড।

দরিদ্রের সুখ-সম্ভোগের দুরাশা।

**খুন করলে খুনে, পরের কথা শুনে।**

অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তি বিনা কারণে অপরের নির্দেশে নরহত্যা করে।

**খুব করলে পেটের ছেলে, আর করবে জামাই ;**
**গতর বর্তিয়ে থাক, ক'রে খাবো কামাই।** ( মেয়েলী )

নিজের ছেলের দ্বারাই যখন কোনো সাহায্য হইল না, তখন ভবিষ্যতে আর কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, শরীর সুস্থ থাকিলে নিজেই খাটিয়া রোজগার করিব ;—স্বাবলম্বী নারীর উক্তি।

**খুরে দণ্ডবৎ !**

যাহার নিন্দা করিতে হয় তাহাকে গরুর সহিত তুলনা করিয়া কপট ভক্তি সহকারে তাহার চরণে প্রণিপাত হওয়া ।

কুলপালক। বলি ভাই, তোমার দেশের খুরে দণ্ডবৎ, এমন দেশ কোথাও দেখি নাই ।

কুলধন। যথার্থ ভাই, এ দেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না, হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাক, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য ।　　রামনারায়ণ—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ।

**"খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট ।"** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

প্রিয়জনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ শীঘ্র শেষ হয় না ।

আমার বাসায় চলুন, মন খুলে আলোচনা করা যাবে। খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট ।　　সুবোধ ঘোষ—তিলাঞ্জলি

**খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোক বাড়ে ।** অর্থ সুস্পষ্ট ।

**খেতে জানলে মরে না, বসতে জানলে নড়ে না ।**

আহারের নিয়ম যে জানে এবং মানিয়া চলে তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয় ; বিবেচনা করিয়া স্থান বাছিয়া লইয়া বসিলে সেখান হইতে আর সরিতে হয় না !

**খেতে পায় না শাক সজিনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন্ না ।**

দরিদ্রের ধনবান বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা ।

**খেতে পারি না, রোচে না ; মুখে দিলে থাকে না ।**

ক্ষুধা নাই, রুচি নাই, বলিয়া আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ, কিন্তু কিছু মুখে দিতেই গলা দিয়া নামিয়া যায় ।

**খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না ;**
**বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না ।**

স্বার্থপর ও নিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির উক্তি ।

**খেতে পেলে ছাড়বে না, শুনলে কথা বলবে না ।**

না চাহিতেই খাইতে পাইলে সে সুযোগ ত্যাগ করা মূর্খতা । গোপন কথা জানিতে পাইলে অপরের নিকট প্রকাশ করা অনুচিত ।

**খেতে যদি হয় সাধ, সকলই পরসাদ ।**

নিজের রুচি অনুযায়ী ভোজন করা উচিত। অখাদ্য-কুখাদ্যেও রুচি হইলে, দেবতার প্রসাদ মনে করিয়া বিনা দ্বিধায় খাওয়া যায় ।

**খেদাই না, তোর উঠান চষি।**

গৃহস্থকে বলা হইতেছে;—তোমাকে বাস্তুগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাই না, কেবল তোমার ঘরের উঠান চষিয়া ক্ষেত করিতে চাই। বাড়ীর উঠান ক্ষেত্রে পরিণত হইলে গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া বাস উঠাইতে হয়।

বাহ্যতঃ কোনও অত্যাচার না করিয়া প্রকারান্তরে ঘোর অনিষ্ট করা।

**খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।**

আহার করা ছাড়া সারাদিনের মধ্যে যেন আর কিছু করিবার মতো কাজ নাই, তাই সময় কাটাইবার জন্য এমন কিছু করা যাহা নিতান্ত বাজে কাজ।

শীলা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল,—আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ওর সঙ্গে বসে বাজে বকি! প্রফুল্ল সরকার—বালির বাঁধ।

**খেয়ে-দেয়ে বেয়ে পড়ে, তবে পাড়-পড়সীকে মনে পড়ে।**

বেয়ে পড়া—অতি প্রাচুর্যবশতঃ উপচিয়া পড়া।

নিজে খাইবার পর উদ্‌বৃত্ত হইলে তখন অপরকে দিবার কথা ভাবে। স্বার্থপর ব্যক্তি অপরের সুখ-দুঃখ বা অভাব দেখে না।

**খেয়ে-দেয়ে যায় শুতে, বিধাতা নিয়ে যায় মূলো চুরি করাতে।**

রাত্রে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত মনে যে শয়ন করিতে যাইতেছে, অদৃষ্টের ফেরে সে হঠাৎ চলিয়া গেল প্রতিবেশীর ক্ষেতে মূলা চুরি করিতে!

ভবিতব্যতা মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই পরিচালিত করে।

তুং Man proposes, God disposes.

**খেয়ে বাঁচলে কামাই, ঝি বাঁচলে জামাই।**

অর্জিত ধন দ্বারা ভরণ-পোষণ নির্বাহ হইবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃতপক্ষে আয় বলিয়া গণ্য। মেয়ে যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিনই জামাইয়ের সহিত সম্পর্ক।

**খেলতে জানলে কানাকড়ি দিয়েও খেলা যায়।**

গোলকধাম, দশ-পঁচিশ ইং কড়ি-খেলায় হাতের আলগা মুঠার মধ্যে কড়ি নাড়িয়া ফেলিতে হয় এবং কড়ি চিৎ বা উপুড় হইয়া পড়ার উপর খেলার গতি ও হার-জিত নির্ভর করে। কানা-কড়ি লইয়া খেলিলে, তাহার পৃষ্ঠদেশ ঘষা থাকে বলিয়া ইচ্ছামত চিৎ বা উপুড় করিয়া ফেলা যায় না। তথাপি, যে পাকা খেলোয়াড় সে কানাকড়িও ইচ্ছামত ফেলিতে পারে।

নিপুণ ব্যক্তি নিকৃষ্ট বস্তুর সাহায্যেও কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারে।

তোমার এ মামলায় কিছু নেই বটে, তবু যদি আমাদের উকীল বাবুর হাতে পড়ে এক রকম দাঁড়িয়ে যেতে পারে। খেলতে জানলে ইং।

**খেলাম ভাত, ফেললাম পাত।**

পাতা পাতিয়া ভাত খাইয়া, তারপর এঁটো পাতা ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত ! নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

**খেলিয়ে তোলা।**

বড়ো মাছ ছিপে ধরিবার সময় কিছুক্ষণ তাহাকে জলের ভিতর ছুটাছুটি করিতে দিয়া পরে মাছ শ্রান্ত ও দুর্বল হইলে জল হইতে তোলা।

শক্তিমান বা চতুর ব্যক্তিকে ঐ প্রকারে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনা।

**খেলে শালা, না খেলে বোনাই।**

অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া যদি আহার করে, তাহাকে শালা বলিয়া গালি দিতে ইচ্ছা করে ; যদি আহার না করে, ভগ্নীপতির মতো সমাদর লাভ করে।

অতিথি গৃহস্থের আন্তরিক সেবা লাভ করে না।

**খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।** ক্ষেং খোঁটার জোর থাকা।

মেড়ার লড়াই হইবার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী মেড়া দুটিকে শক্ত দড়ি দিয়া দুইটি খোঁটায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবার সময় পিছন দিকে দড়ির জোর টান পড়িলে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, সেজন্য পূর্ণ বিক্রমে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে পারে। খোঁটা কমজোর বা আলগা হইলে মেড়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। মজবুৎ খোঁটার সাহায্য না পাইলে মেড়া ভাল লড়িতে পারে না।

শক্তিমানের অবলম্বন বা সাহায্য পাইলে শক্তিবৃদ্ধি হয়।

গিরিবালা বলিলেন—"তা তো হোল। কিন্তু চাকরিটা হোল কি করে বললেন না তো ; বেশ খোঁটার জোর না থাকলে তো হয় না এসব চাকরি।
বিভূতি মুখো০—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

তুং খুঁটেকে বল বছ্ড়া কুদে।

**খোঁড়া পা-ই খানায় পড়ে।** দ্রং কানা চোখেই কুটো পড়ে।

**খোঁয়ারি ভাঙা।**

খোঁয়ারি—মদ্যপান-জনিত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবসাদ।

মদ্যপানের ফলে যে শারীরিক অবসাদ জন্মে তাহা দূর করিবার জন্য অল্পমাত্রায় পুনরায় মদ্যপান করা।

>শারীরিক অবসাদ বা আলস্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা।

কি গো ! আটটা বাজলো, এখনও বিছানায় প'ড়ে খোঁয়ারি ভাঙছো—অফিস যেতে হবে না ?

তুং To have a hair of the dog that bit.

**খোদার ওপর খোদকারি।**

খোদকারি—কারিগরি বা শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ।

সৃষ্টিকর্তার কার্যের ত্রুটি সংশোধনের ধৃষ্টতা।

>নিপুণ ব্যক্তির কার্যের দোষ বাহির করিয়া সংশোধনের চেষ্টা।

**খোদার খাসি।**

মু০ পর্ব ঈদ্-উজ্-জোহা বা বক্‌র্-ঈদ্ উপলক্ষ্যে কোরবানি বা খোদার উদ্দেশে বলি দিবার জন্য সযত্নপালিত হৃষ্টপুষ্ট খাসি।

> গোলগাল মেদবান স্থূলকায় ব্যক্তি।

দিন দিন খোদার খাসি হচ্ছিস,—একটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারে না। এদিকে ক্লাসে পড়া বলতে পারিস না কেন ?

**খোল-নল্‌চে বদলানো।**

হুঁকার দুইটি মাত্র অংশ,—খোল এবং নল্‌চে। যদি দুটিই বদলাইয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে নূতন হুঁকাই দাঁড়ায়, পুরাতনের কিছুই থাকে না।

লক্ষ০ আমূল পরিবর্তন। এমনভাবে আগাগোড়া বদলাইয়া দেওয়া যে সম্পূর্ণ নূতন বস্তুই দাঁড়ায়।

কান্ডারীতে যেটা ছাপা হয়েছে সেটা কি আর শিশিরেরই লেখা ! আমি প্রুফে কেটেকুটে ওর খোল-নল্‌চে বদ্‌লে এক রকম চলনসই করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, তবে না এমন হয়েছে। চারু বন্দ্যো০—হেরফের।

তু০ To alter lock, stock and barrel.

**খোশ খবরের ঝুটোও ভালো।**

শুভ সংবাদ মাত্রই আনন্দদায়ক। সংবাদ মিথ্যা হইলেও ক্ষণিক আনন্দ লাভ হয়।

**খোশ মেজাজ, বহাল তবিয়ৎ।** ( ফা০ )

প্রসন্ন চিত্ত ও সুস্থ মন।

দানপত্র ই০ দলিল সম্পাদনকালে সম্পাদনকারী যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং সুস্থ দেহ-মন লইয়া দলিল সম্পাদন করিতেছেন তাহা জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে এই শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হয়। সাধারণ পত্রে ও কথোপকথনেও ব্যবহৃত হয়।

আমার মধুপুরের বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে দু'মাস থেকে আসতে পারো ;— খোশ মেজাজে ও বহাল তবিয়তে অনুমতি দিচ্ছি !

**খোসে তেল জোটে না, তালের বড়ার সাধ।**

লক্ষ০ দরিদ্রের অসঙ্গত আশা।

তু০ चुटियाको तेल नहीं पकौड़ोकी जी चाहे ।

# গ

**গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা !**

যে কখনও গঙ্গা দেখে নাই, কেবল তাহার মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছে, সে মনে করে যে গঙ্গা কত বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু পরে দেখে যে গঙ্গা একটি সাধারণ নদী মাত্র।

লক্ষ০ অদৃষ্টপূর্ব বহু-প্রশংসিত বস্তু সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা থাকে।

তু০ চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত ; খেয়ে দেখি না জল !

**গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।**

গঙ্গাজল দিয়া হিন্দুর দেবপূজা হয়। গঙ্গাদেবীর পূজাতেও গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া লইয়া তাহাই আবার গঙ্গায় ঢালিয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ০ যাহার যে বস্তু তাহাকে সেই বস্তু দিয়াই সংবর্ধনা করা।

তোমারি তুলনা, তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে ॥
সৌরভে কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে;
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥

[ নিধুবাবু—গান।

**গঙ্গাজলে গোবর গোলা।**

পবিত্র গঙ্গাজলকে আরও পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে তাহাতে গোবর মিশানো,—ঘোর শুচিবাইয়ের দৃষ্টান্ত।

**গঙ্গাজলে ব্বলে।**

হি০ বরবোলা—যে অনর্গল কথা বলে, যাহার বেশীর ভাগ মিথ্যা।

ঘোর মিথ্যাবাদী। যে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়াও মিথ্যা কথা বলে।

আ-রে গঙ্গাজলে ব্বলে ! আমি এই উঠানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি।

প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**গঙ্গা দু'কুল ভাঙে না।**

নদীর বাঁকের মাথায় স্রোতের বেগ প্রখর হওয়ায় সেই স্থানটি ভাঙে, অপর পারে ভাঙন হয় না।

লক্ষ০ সৎব্যক্তির দ্বারা সামান্য অনিষ্ট হইতে পারে, সমূহ ক্ষতি হয় না।

**গঙ্গা মড়া আলে না।**

আলা = প্রাচুর্য-জনিত বিতৃষ্ণাবশতঃ কোনো বস্তু প্রত্যাখ্যান করা।

গঙ্গায় যতই শবদেহ নিক্ষিপ্ত হউক গঙ্গা তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

লক্ষ০ যতই অধিক দেওয়া হউক গ্রহণ করিতে অসম্মত না হওয়া।

ও পেটুকটাকে আর বেশী দিও না, ও কি আর 'না' বলবে? গঙ্গা কি কখনও মড়া আলে?

**গঙ্গামণ্ডলের তালুক বিকিয়ে যাওয়া।**

ব্য০ অস্তিত্বহীন একটা কল্পিতনামা তালুক ঋণের দায়ে বিক্রয় হইয়া যাওয়া। অর্থাৎ কিছুমাত্র ক্ষতি না হওয়া।

আমার শরীর যখন এত খারাপ, রান্না করিতে পারছি না, তখন একটা রাঁধুনি আর দিন কতকের জন্যে রাখতে পারো না? কতো আর খরচ পড়বে? তাতে আর কি তোমার গঙ্গামণ্ডলের তালুক বিকিয়ে যাবে?

তু০ কোয়লোঁকী নাব ডুব জানা।

**গঙ্গামুখো পা।** দ্র০ এক পা গঙ্গাজলে।

"দাদামশায়, আপনার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গাপানে পা করেছেন, মায়ার বাঁধন সবই একে একে কেটে ফেলেছেন, আর এই পাপ নেশাটা ত্যাগ করতে পারেন না?

ললিত—পাগলা ঝোরা (দাদামহাশয়)।

**গঙ্গায় 'ময়লা' ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।**

গঙ্গাজলের স্পর্শে অপবিত্র বস্তু পবিত্র হয়, কিন্তু অপবিত্রের স্পর্শে গঙ্গা কলুষিত হয় না।

লক্ষ০ প্রকৃত সাধু ব্যক্তি দুর্জনের সংশ্রবে অসাধু হয় না।

**গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না দুষ্ট;**
**দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট।**

সারি—নৌকার দাঁড় টানিবার সময় মাঝি-মাল্লাগণের সমস্বরে গীত গান, যাহা অনেক সময়ে অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ হয়।

নৌকায় অশ্লীল গান গাহিলে গঙ্গার পবিত্রতা নষ্ট হয় না; অসৎ লোকের প্রশংসা করিলেও তাহার স্বভাবের সংশোধন হয় না।

**গঙ্গার জল গঙ্গায় রইলো, পিতৃলোক উদ্ধার হলো।**

পিতৃপুরুষের তর্পণ করিবার জন্য গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গার জল কুশীতে তুলিয়া মন্ত্রপাঠান্তে তাহা গঙ্গাতেই ঢালিতে হয়। ইহাতে গঙ্গার জলের হ্রাস হয় না, অথচ পিতৃপুরুষের স্বর্গলাভ ঘটে।

**গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ।**

বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ভাই বিষয়-সম্পত্তি লইয়া সর্বদা বিবাদ করিত। পরে পরস্পরের শাপে তাহারা হস্তী ও অতিকায় কচ্ছপের রূপ প্রাপ্ত হয়। তখন হইতে তাহারা কোনো এক সরোবরের তীরে বাস করিত এবং নিয়ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত। একদা গরুড় অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে পিতা কশ্যপমুনির নির্দেশক্রমে যুদ্ধনিরত গজ-কচ্ছপকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গন্ধমাদন (মতান্তরে সুমেরু) পর্বতে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব)

দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা বাক্‌যুদ্ধ।

**গজভুক্ত কপিত্থবৎ।** (সং)

মূল আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

গজ—ক্ষুদ্র কীট বি°, যাহা কয়েৎ বেলের ভিতরে জন্মিয়া তাহার শস্য নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। চলিত ভাষায় ইহাকে 'শুঁড়ো পোকা' বলে। লোক-প্রসিদ্ধি যে, হাতী কথবেল গিলিয়া খায় এবং তাহার শাঁস জীর্ণ করিয়া ফাঁপা খোলাটি বাহির করিয়া দেয়।

লক্ষ° অন্তঃসারশূন্য অথচ বাহ্য দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না।

হঠাৎ রাণী জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু হইল। অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি দেশে প্রস্থান করিল। কুবের আসিয়া গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় কলিকাতার বাড়ীটি দখল করিয়া বসিল। [চারু বন্দ্যো°—পরগাছা।

তু° हाथीका खाया कैथ हो जाना।

**গজে আসে গজে যায়, ফেউ দেখে সে কি ডরায়?** ফেউ=ফেরু, শৃগাল।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছে, কিছুতেই সে ভীত হয় না।

**গড় করি পিঠে, দাঁত ছেড়ে দে।**

পিঠা খাইতে গিয়া দাঁতে দাঁতে জুড়িয়া গিয়া বিপন্ন হওয়া।

লক্ষ° অধমের শক্ত পাল্লায় পড়া।

**গড় করি মেয়েদের পায়, ধান-ভানা চাল ঠাকুরেও খায়।**

স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকিতে পা দিয়া ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করে, আর সেই চাউল দিয়া ঠাকুরের পূজা হয়;—নারীর চরণের এমনই মহিমা। অতএব নারী জাতির চরণে নমস্কার!

**গড়িমসি করা।**

দৃঢ় সংকল্পের অভাবে নিশ্চেষ্ট ভাবে কালহরণ। দীর্ঘসূত্রতা।

"আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়িমসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট করে মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল? শরৎ—গৃহদাহ।

**গড়ের বাদ্যি।**

গড়=দুর্গ, বি০ কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ।

ফোর্টের গোরা বাদ্যকার-দলের ঐকতান বাদ্য (Military band)। ধনীগৃহের বিবাহাদি উৎসবে এই বাদ্যের আয়োজন হইত।

**গড্ডলিকা প্রবাহ।** গড্ডলিকা=স্ত্রী-মেষ।

মেষজাতি অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বোধ বলিয়া পরিগণিত। তাহারা নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে চলিতে অক্ষম। মেষের পাল যখন একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন কয়েকটি স্ত্রী-মেষ পুরোভাগে থাকে, এবং অন্যান্য মেষ নদীর স্রোতের মতো অনুসরণ করে।

লক্ষ০ অন্ধভাবে অপরের দৃষ্টান্ত অনুকরণকারী মনুষ্য সম্প্রদায়।

আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া দিয়া একটার পর একটা পরীক্ষা পাস করিয়া যাই মাত্র,—কোনো উদ্দেশ্যও নাই, লক্ষ্যও নাই।

তু০ ভেড়িয়া ধসান।

**গণক যদি গণে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিখ?**

জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে পারে না। তাহা হইলে সে নিজে দুর্দশা ভোগ করিত না। জ্যোতিষ-গণনায় অনাস্থা প্রকাশ।

**গণকে গণনা ক'রে বলেছে নির্ঘাৎ, হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত।**

ব্য০ গণকের ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্ভুল, কারণ এই তিনটির যে কোনো একটি ছাড়া আর কিছু ঘটিতে পারে না।

**গণেশ ওল্‌টানো।**

গণেশ সিদ্ধিদাতা দেবতা; সেজন্য হিন্দু ব্যবসায়ীর কার্য-পরিচালনার স্থানে (দোকান, গদি, অফিস ই০) গণেশের মূর্তি স্থাপিত হয়। ব্যবসায়ে লোকসান হইয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সিদ্ধিদাতা গণেশ বিমুখ হইয়াছেন এবং কল্পনা করা হয় যেন দেবতা মুখ ঘুরাইয়া অর্থাৎ পশ্চাত ফিরিয়া বসিয়াছেন।

ব্য০ ইঙ্গিত করা যে ব্যবসায়ী তাহার ভাগ্য-বিপর্যয় জ্ঞাপনার্থে নিজেই গণেশের মূর্তি উল্‌টাইয়া রাখে।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার তুলিয়া দেওয়া। দেউলিয়া হওয়া।

"ব্যবসায় ঢুকে পড়লাম।

"তিনমাস পরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। জেঠামশাই দু হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান বরদাস্ত ক'রে বললেন, নাও, ঢের হয়েছে; গণেশের মুখটি ফিরিয়ে দাও।" বিভূতি মুখো০—রাণুর কথামালা (মোটর দুর্ঘটনা)।

তু০ লালবাতি জ্বালা।

**গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ।** (সং)

গণ্ড=অর্বুদ, আব।　পিণ্ডক=ফোড়া।

লক্ষ্য০ ক্লেশের উপর ক্লেশ।　বিপদের উপর বিপদ।

তু০ গোদের উপর বিষফোড়া।

**গণ্ডায় আণ্ডা মেলানো।**

গণ্ডাকিয়া পড়িবার সময় পদে পদে 'গণ্ডা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।　পাঠশালার ফাঁকিবাজ পড়ুয়ারা অন্যান্য শব্দ উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র 'গণ্ডা'-শব্দের পরিবর্তে ধ্বনি-সাদৃশ্য হেতু অপর পড়ুয়াগণের সুরে সুর মিলাইয়া 'আণ্ডা' শব্দ উচ্চারণ করে।

>এরূপ কৌশলে কাজে ফাঁকি দেওয়া যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়।

সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে, মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গণ্ডায় এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত।　　টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তু০ গোলে হরিবোল দেওয়া।

**গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে ॥** (সং)

মূল　অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ। +

ক্ষুদ্র পুঁটিমাছ এক গণ্ডূষ জলে (গর্বভরে) ফরফর করিয়া থাকে।

লক্ষ্য০ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি তাহার বিদ্যা জাহির করিতে সর্বদাই সচেষ্ট।

আশেপাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
　　ছিব্লেয় ছিব্লেমো করে স্বভাব তাহার ;
সফরী গণ্ডূষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
　　তা হেরে কেবল হয় করুণা সঞ্চার।

[ বিহারী চক্র০—নিসর্গসন্দর্শন।

**গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া।**

গণ্ড=মুখগহ্বর।　পিণ্ড=কুঁচকির সংযোগস্থলে অবস্থিত গ্রন্থি।

গলা হইতে কুঁচকি পর্যন্ত পূর্ণ করিয়া আহার। কুঁচকি-কণ্ঠা খাওয়া।

পান চিবাইতে-চিবাইতে পঞ্চানন…সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিতে-ছিলেন…জামাই বাড়িতে এলে খাবার সুখটা খুব হয় হে! ওঃ, গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে এখন হাঁসফাঁস করছি।　　চারু বন্দ্যো০—দুই তার।

**গতর খাটাও, গতর খাটাও, সোনা হেন জ্বলে ;**
**গতর পোষো, গতর পোষো, রাঙ হেন গলে।**

শারীরিক শ্রম করিলে স্বাস্থ্য ও দেহকান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। শ্রমবিমুখ হইয়া দেহের অত্যধিক যত্ন করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

তু০ A rolling stone gathers no moss.

**গতর নেই, চোপায় দড়ো ; মেগে খায় তার পালি বড়ো।**

অলস, দরিদ্র, অথচ অমিতব্যয়ী ব্যক্তির লক্ষণ ঃ—শারীরিক শ্রম করিতে অক্ষম, কিন্তু রূঢ় প্রত্যুত্তর করিতে বিলক্ষণ পটু। নিজে উপার্জন করিতে পারে না—পরের নিকট চাহিয়া খায়, কিন্তু যে পালিতে মাপিয়া চাউল ইং খরচ করে তাহা ছোট নয়, অর্থাৎ অপরিমিত ব্যয় করে।

**গতরের নাম পরশমণি।** গতর—কর্মপটুতা।

স্পর্শমণি যেমন হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ কর্মপটুতা থাকিলে সকল কার্য সুসম্পন্ন হয়।

**গতরে শোঁয়াপোকা ধরা।** (মেয়েলী)

দেহের কোনো স্থানে শোঁয়াপোকা লাগিলে অত্যন্ত কুট্‌কুট্‌ করে এবং শারীরিক অস্বস্তি হয়, সে কারণ কাজ করিবার স্পৃহা থাকে না।

তুং অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়া

"তারা একবার দেখে যেতে পারে না। তার বেলায় কি গতরে শুঁয়া পোকা ধরে ?" প্রভাবতী দেবী—তীর্থযাত্রা।

**গতস্য শোচনা নাস্তি।** (সং)

মূল কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্‌॥

যাহা অতীত হইয়াছে তাহার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্তপ্রসাদ। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে, সে কথা আর কেন ?

বাচস্পতি। সে তো গিয়েইছে,—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই, অমনেও নেই। মাইকেল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

তুং बीती ताही बिसार दे, आगेकी सुधि ले।

Let bygones be bygones.

**গদাই লস্করী চাল।**

ফাং লশ্‌কর (সেনা) > লস্কর—জাহাজের নাবিক বা খালাসী।

গাদা বা গাদাই বোট (দ্রঃ গাধা বোট) > গদাই। গাধা বোটের মাঝিকে বিশেষ কোনো কাজই করিতে হয় না, কারণ অপর নৌকা বা জাহাজ তাহা টানিয়া লইয়া যায়, সেজন্য মন্থর ও অলস-স্বভাব হইয়া পড়ে।

মন্থর ভাবে চলাফেরা বা কাজ করা।

তোমার ও গদাই-লস্করি চাল রাখো। একটু হাত চালিয়ে কাজটা চট্‌পট্‌ সেরে ফেলো দেখি।

তুং ঢিমে তেতালা।

**গন্ধমাদন বয়ে আনা।**

হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত বহিয়া আনার রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা।

> কোনো গুরুভার বস্তু অনাবশ্যক বহিয়া আনা।

বাজার হইতে গন্ধমাদন মাথায় করিয়া পঞ্চু যখন বাড়ি ফিরিল, বেলা তখন গড়াইয়া গিয়াছে। অচিন্ত্য—আকস্মিক।

**গব্য থাকলে আগে-পাছে, কি করবে শাকে-মাছে?**

আহারের সময় সর্বাগ্রে গব্যঘৃত এবং শেষে গো-দুগ্ধ অথবা দুগ্ধ-জাত ক্ষীর কিংবা দধি ভোজন করিলে অধিক শাক-সব্জি অথবা আমিষ আহারের কোনো প্রয়োজন হয় না।

**গয়ং গচ্ছ করা।**

দ্র° গড়িমসি করা।

যাচ্ছি-যাব, হচ্ছে-হবে,—এইরূপ দীর্ঘসূত্রতার ভাব।

**গয়লা আশী বছরে সাবালক হয়।**

লোকপ্রসিদ্ধি—গয়লা এবং তাঁতী স্বভাবতঃ নির্বোধ হইয়া থাকে।

**গয়লাতে গর্ত খোঁড়ে মারতে পাড়ার গাই;**
**সেই গর্তে পড়ে মরে গয়লার সাত ভাই।**

দ্র° পরের জন্যে ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তাতে।

**গয়লার দই গয়লায় বাখনায়।**

নিজের জিনিস কেহ মন্দ বলিয়া স্বীকার করে না।

তু° ग्वालन अपने दहीको खट्टा नहीं कहती।

Every potter praises his pots.

**গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে।**

গোয়ালা যতই ধর্মপরায়ণ হউক একটু পাপ সে করে দুধের ভাঁড়ের ভিতর—জল মিশাইয়া।

**গয়ার ভূত।**

গয়াক্ষেত্র হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থ। তথায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহার প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু যে ব্যক্তি গয়াতেই মরে, পিণ্ডদানেও তাহার নিস্কৃতি হয় না,—সে ভূত হইয়াই থাকে।

> যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

ছোঁড়াটার দুর্দশা দেখে দয়া ক'রে দুদিন খেতে দিয়েছিলেম। এখন এ গয়ার পাপ যে কিছুতেই দূর হয় না গো,—আঠার মত নেপ্‌টে রইলো!

**গরজ বড়ো বালাই।** বালাই = শত্রু, বিপদ।

গরজ বা দায় দারুণ বিপদের সমতুল্য। বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য লোকে যেমন সব কিছুই করিতে বাধ্য হয়, প্রয়োজনের তাগিদেও সেইরূপ অবস্থা হয়।

সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজার তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। একদিন বনোয়ারী লালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওয়াল সাহুর বাড়ী। বিভূতি বন্দ্যো০—আরণ্যক।

তু০ लाचारीमें बिचार कहां।

Necessity knows no law.

**গরজে গয়লা ঢেলা বয়।** ক্ষে০ গয়লার ঢেলা বওয়া।

গোয়ালা দুগ্ধ, দধি ই০ বাঁকে বহন করিয়া থাকে। কিন্তু বাঁকের দুই দিক সমান ভারি না হইলে অসুবিধা হয়। তাই ভারসাম্যের জন্য এক দিকে অনাবশ্যক ইট, পাথর ই০ চাপাইয়া অতিরিক্ত ভার বহিতে বাধ্য হয়।

নিজের প্রয়োজনের তাগিদে কষ্টসাধ্য কার্যও করিতে হয়।

তু০ अपने गरजमें गधा चराते हैं।

**গরজে লোহা বয়, অ-গরজে সোনাও বয় না।**

নিজের প্রয়োজনে ভারি লোহা বহিতে পারা যায়, কিন্তু নিজের কোনো স্বার্থ না থাকিলে মূল্যবান সোনাও কেহ বহিতে চায় না।

**গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে!** (মেয়েলী)

ধন-যৌবন-গর্বিতা নারী নানা ছলা-কলায় অভ্যস্ত।

**গরীবকে দিলে তোলা থাকে।**

দরিদ্রকে দান করিলে ব্যর্থ হয় না। পরে সে পুণ্যের ফল পাওয়া যায়।

**গরীবের (কাঙালের) কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।**

নগণ্য ব্যক্তি কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিলে প্রথমে তাহা মনঃপূত হয় না, কিন্তু পরে সে কথার সারবত্তা বুঝিতে পারা যায়।

"সেই সময় আমি কত বলেছিলুম, তা তখন সে গা করত না, তোমরাও গা করতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরীবের কথা বাসী হ'লেই ভাল লাগে!

[ রমেশ—সংসার।

**গরীবের (কাঙালের) ঘোড়ারোগ।**

দরিদ্রের ঘোড়া কিনিবার সখ।

লক্ষ০ অবস্থার অতিরিক্ত অসংগত আকাংক্ষা।

"পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব—আমায় বেচলেও তা আসবে না। কেন রে বাবু, গরীবের মেয়ের অত কেন? জন্ম গেল ঘর নিকিয়ে, এখন হাকিম জামাই এসে প্রণাম না করলে আর চলবে না! কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ বড় ভয়ানক রোগ, বুঝলে? ইন্দিরা—স্পর্শমণি।

**গরীবের রাংতাই সোনা।**

গরীব লোক সোনা ব্যবহার করিতে পায় না, তাহার পক্ষে রাংতাই সোনার সমতুল্য।

দরিদ্রের নিকট সুলভ নিকৃষ্ট বস্তুও আদরণীয়।

**গরু কালো বলে কি তার দুধও কালো হবে?** দ্র° কাকের ডিমও সাদা হয়।

**গরু-খোঁজা করা।**

ব্য° গরু হারাইলে যেমন সম্ভব অসম্ভব সকল স্থানে অন্বেষণ করা হয়, সেইরূপ কোনো ব্যক্তিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ানো।

একদিন হঠাৎ পথে নরেনের সঙ্গে দেখা হইল। নরেন বলিল, "বাঃ এই যে তুমি! আমি আজ দশদিন হ'লো তোমাকে গরু খোঁজা করে ফিরছি।"

মৈনাক ম্লান হাসিয়া বলিল, "মানুষ খুঁজলে পেতে।" নরেশ—ব্রতী।

**গরুচোর।**

গরু চুরি করে ধরা পড়িলে অপরাধী অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া থাকে।

>অপরাধীর মত অত্যধিক সংকোচ যাহার।

সহদেও মিটমিটে দেখতে; থাকে চুপচাপ গরুচোরের মতো। কিন্তু কথা যখন শোনায় তখন একেবারে বিঁধিয়ে বলে।

তু° One with gallows airs. [ সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

**গরু, জোরু, ধান; রাখ বিদ্যমান (না দেখলেই যান)।** জোরু (হি°) = পত্নী।

গরু, স্ত্রী ও শস্য – এই তিনটিকে সর্বদা স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য, বিশ্বাস করিয়া পরের উপর ভার দেওয়া চলে না।

**গরু মেরে জুতো দান।** পা° জুতো মেরে গরু দান।

হিন্দু গো-বধ করিলে তাহার যে পাপ হয় ব্রাহ্মণকে জুতা-দান রূপ পুণ্য কর্ম করিয়া তাহা ক্ষালনের চেষ্টা করা।

লক্ষ° সামান্য সৎকর্মের দ্বারা গুরু পাপের ভার লাঘব হয় না।

ধর্মে অধর্মে কাটাকাটি হইতে পারে না। গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিলে কোন লাভ নাই। অশ্বিনী দত্ত—ভক্তিযোগ।

তু° To steal a goose and give the giblets in alms.

**গরু যার, গোবর তার।**

লক্ষ° মূল বস্তুতে যাহার স্বত্বাধিকার আছে, তাহার প্রতি অংশ বা তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য বস্তুতেও তাহার স্বত্ব থাকে।

**গরুর শত্রু কা', খুঁচিয়ে করে ঘা।**

কাক গরুর গায়ে বসিয়া ঠোকরাইয়া পোকা-মাকড় বাহির করিয়া খায়; তাহার ফলে ঘা হইয়া গরু কষ্ট ভোগ করে।

**গরুরে জিজ্ঞাসি' হাল নাহি বয়।**

কৃষাণ ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙলে বলদ জুড়িবার পূর্বে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করে না, নিজের ইচ্ছামতই করে; বলদ তাহার আজ্ঞাবাহী মাত্র।

লক্ষ° ভৃত্য বা অধীনস্থ ব্যক্তির কোনো স্বাধীন মতামত থাকিতে পারে না।

**গরু হাবড়ে পড়ে যার, দুনো বল তার।** হাবড়=কাদা।

লক্ষ° বিপদের সময় শক্তিবৃদ্ধি হয়।

সুকুমার দ্বিধাভরে বলল, ব্যবসা জিনিসটা তো ভালোই। কিন্তু তুমি কি পারবে?

একটা তুড়ি দিয়ে জ্যোতির্ময় বললে, পারব না মানে? বলে, গরু পাঁকে পড়লে দুনো বল ধরে। তা জানো?

[ সরোজ রায়চৌধুরী—হংসবলাকা।

**গরু হারালে পাওয়া যায়।**

এমন ব্যবস্থা যাহাদ্বারা সব কিছুই পাওয়া যায়, এমন কি (ব্যং°) গরু হারাইলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

>যে কোনও ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তির সহজ উপায়।

ভূদেব।...তা কোন ভাবনা নেই। আমি ঔষধ দিয়ে আপনাকে বড়লোক করে দিচ্ছি।

মথুর। ঔষধ দিয়ে বড়লোক করা যায় নাকি?

ভূদেব। ও, আপনি Homeopathy পড়েন নি দেখছি।

কুঞ্জ। এতে তা হ'লে গরু হারালে পাওয়া যায়!

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্র্যহস্পর্শ।

তু° A panacca for all ills.

**গরু-হাল বেচে গড়ায় বউয়ের গলার হার!**

লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রৈণ পুরুষের লক্ষণ।

**গর্জন আছে, বর্ষণ নেই।**

লক্ষ° বাহ্যাড়ম্বর সার, ফলে কোনও কাজ হয় না।

তু° কোরৈ গর্জে, বুন্দ ন এক।

Much ado about nothing.

**গলা ( গাল ) টিপলে দুধ বেরোয়।**

এত অল্পবয়স্ক যে দুগ্ধপোষ্য শিশু বলিলেও চলে,—গলায় এখনও দুধ জমিয়া আছে, একটু টিপিলেই বাহির হইয়া পড়িতে পারে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞায় প্রযুক্ত।

কোথাকার একটা ছোঁড়া, যার গলা টিপলে আজও দুধ বাহির হয়। এতবড় গুরুভার যে তাহাকে দেওয়া হইল, তাহাতে দেশের কাহারও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

তু॰ होंठों से अभी दूधकी बू न गयी ।

**গলা দিয়ে নামলে আর মনে থাকে না।**

দ্র॰ আর গাব খাবো না, গাবতলা দিয়ে যাবো না।

বিপদ কাটিয়া গেলে তাহা আর মনে থাকে না।

**গলা নেই গান গাই মনের আনন্দে,**
**'বউ' নেই শ্বশুরবাড়ী যাই পূর্ব্বের সম্বন্ধে।**

অশোভন অথবা অনাবশ্যক কার্য করার অজুহাত।

**গলা নেই গান গায়, বিনা সম্বলে পথ বায়।** বায়=যায়; অতিক্রম করে।

লক্ষ॰ অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবে কোনো কার্যই সুসম্পন্ন হয় না।

**গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরা।**

যাহাতে দেহ ভাসিয়া না উঠে সেজন্য জলভরা কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করা।

কোনো গর্হিত কার্যের জন্য নিজের বা অপরের প্রতি প্রযুক্ত ধিক্কার-বচন।

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥
দ্বিজ কানাই—মহুয়া।

তু॰ গলায় দড়ি!

चुल्लूभर पानीमें डूब मरना ।

**গলায় ( মাছের ) কাঁটা ফুটলে বেরালের পায়ে পড়া।**

বিড়ালের গলায় মাছের কাঁটা ফুটিলে সে তাহা অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলিতে পারে। সে জন্য গলায় কাঁটা ফুটিলে মনে হয় যে বিড়ালের শরণাপন্ন হইলে সে বাহির করিয়া দিতে পারে।

লক্ষ॰ বিপদে পড়িলে লোকে বাধ্য হইয়া অধম ব্যক্তিরও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া থাকে।

**গলায় গামছা দেওয়া।**

অপরের গলায় গামছা জড়াইয়া টানা।

>দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার। জোর-জবরদস্তি।

পাইক বলিয়া উঠিল—গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে! নায়েব মশায়ের হুকুম, টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে…কাছারীতে নিয়ে যাব।

[ চারু বন্দ্যো০ – দুই তার।

**গলায় দড়ি!**

ঘোর নির্বুদ্ধিতা, অবমাননা অথবা কোন গর্হিত কার্যের জন্য জীবনে এতদূর বিতৃষ্ণা হওয়া যে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা।

নিজের বা অপরের প্রতি প্রযুক্ত ধিক্কার-বচন।

আমি এমন মেয়ে—জামাইয়ের ভাত খেতে এসেছি—আমার গলায় দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শত গুণে ভাল!

[ শরৎ—রামের সুমতি!

**গলার হারও ভার হয়।**

দ্র০ কানের গয়নায় কান কাটে।

**গল্প করবো তো অল্প নয়;**
**তালগাছটা খড়কে খাবার যোগ্য নয়!**

এতদূর অতিরঞ্জিত মিথ্যা বর্ণনা করা যে তাল গাছের মতো প্রকাণ্ড বস্তুকেও দাঁত খুঁটিবার অযোগ্য অতি ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা।

অলীক অতিরঞ্জিত কথা বলার অভ্যাস।

**গল্প-হাজারীর দেশে টাকায় ষোল খানা শাড়ী!**

গল্প-হাজারী—যে ব্যক্তি বাস্তবকে হাজারগুণ বাড়াইয়া বর্ণনা করে।

**গল্পের গরু গাছে চড়ে।**

কল্পিত গল্প বলিবার সময় অসম্ভব কথাও বলিতে বাধে না।

প্রা০ গাছে গরু চরানো, মুখে ধান শুখানো।

**গহনা কর্মণো গতিঃ।** ( সং, গীতা )

মূল কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ।।

কৃত কর্মের ফলাফল দুর্জ্ঞেয়।

**গহনার নৌকা।**

গহনা=যে ধীরে ধীরে অর্থাৎ বিলম্ব করিয়া যায়। (জ্ঞানেন্দ্র)

মালবাহী নৌকা, যাহা অতি মন্থর গতিতে যায় বলিয়া যাত্রিগণ তাহাতে সাধারণতঃ যাতায়াত করে না। ক্বচিৎ কেহ যৎসামান্য ভাড়া দিয়া যায়।

গহনার নৌকায় গেলে দুই চার পয়সায় হতে পারে। টেকচাঁদ—আলাল।

**গাই কিনবে খেঁক্‌রা, বউ আনবে নেকরা।** (খনা)

খেঁকরা = বৃহদাকার। ফা০ নেক (ভালো) >নেকা, নেকরা = নিরীহ, স্থূলবুদ্ধি, হাবাগোবা।

বড় আকারের গরু বাছিয়া কিনিবে এবং নিরীহ সরলবুদ্ধি দেখিয়া বধূ পছন্দ করিবে।

**গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে।** (খনা) বেয়ে—হাল বহাইয়া।

লক্ষ০ পরীক্ষা না করিয়া কোনো বস্তু ক্রয় করা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

**গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।**

লক্ষ০ নিয়মিত অভ্যাস করিলেই নিপুণ হওয়া যায়।

তু০ गाते गाते कलावंत हो जाते हैं।

Practice makes perfect.

**গাই নেই তো বলদ দো'।**

(১) দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে গাই দুহিবার আবশ্যক হয়। গরুর অভাবে বলদ দুহিয়া দুগ্ধের অভাব পূর্ণ করিবার অসম্ভব ও হাস্যকর চেষ্টা করিবার পরামর্শ দেওয়া।

(২) ভৃত্য বা আশ্রিত ব্যক্তিকে না খাটাইয়া কেহ বসাইয়া খাওয়াইতে চাহে না ; সেজন্য গরুর অভাবে বলদ দুহিবার অসংগত আদেশ ও দেয়।

কোনো কাজ খুঁজিয়া না পাইয়া অসম্ভব কাজ করিবার আদেশ দেওয়া।

তু০ गाय न हो तो बैल दूहो।

**গাই-বাছুরে ভাব থাকলে মাঠে গিয়ে দুধ দেয়।**

লক্ষ০ যাহাদের মধ্যে সদ্ভাব থাকে তাহারা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে।

**গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা।**

কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সমাদৃত, পক্ষান্তরে গাভীর পুং-বৎস অপেক্ষা স্ত্রী-বৎসের কদর বেশী। সে জন্য যে গৃহস্থের গাভী স্ত্রী-বৎস প্রসব করে এবং বধূ পুত্র প্রসব করে সেই ভাগ্যবান।

**গাঁ ছাড়ে না কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর।**

লক্ষ০ কেহ নিজের অভ্যস্ত বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না।

**গাঁজাখুরি ( গুলিখুরি ) গল্প ( কথা )।**

গাঁজা, গুলি ই০ মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে উত্তেজিত কল্পনা-প্রসূত গল্প বা বর্ণনা। অসম্ভাব্য ও অবিশ্বাস্য কথা। আজগুবি কথা।

তু০ A cock-and-bull story.

**গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে, গর্দানে বাড়ে জোর ;**
**বাপ-দাদার নাম ডুবিয়ে, ডাকে গাঁজাখোর।** পাঁজা—হাতের পাঞ্জা।

গাঁজা খাইলে হাতের জোর বাড়ে এবং ঘাড় মজবুত হয় ? এই বিশ্বাসে লোকে গাঁজা খাইবার অভ্যাস করে ; কিন্তু ফলে বংশের কলংক-স্বরূপ হয়।

**গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খায়, লোকে বলে মাতাল।**

নিজের অর্থ ইচ্ছামত ব্যয় করিবার অধিকার সকলেরই আছে, সেজন্য কেহ কিছু বলিতে পারে না। তথাপি যে ব্যক্তি নিজের খরচে মদ খায় তাহাকে সকলে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করে।

লক্ষ্য০ নিজের অনিষ্ট করিবার অধিকারও কাহারো নাই।

**গাঁ ঢুকতে ভেটে রায়,—একগুণ ব্যাপারে দুগুণ পায়।**

ভেটে = সাক্ষাৎ করে। রায় = রাজা > ধনী ব্যক্তি। ব্যাপার = বাণিজ্য।

বণিক পণ্য লইয়া যখন কোন লোকালয়ে প্রবেশ করে, তখন প্রথমেই রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে সে আশাতিরিক্ত লাভবান হয়।

**গাঁ বড়ো, তার মাঝের পাড়া !**

নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামের একাধিক পাড়া থাকা সম্ভবপর নয়। তথাপি মাঝের পাড়ার উল্লেখ করিয়া মিথ্যা গৌরব প্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা।

**গাঁ-বেড়ানী ছুতারণী (ধোপানী), তোলা জলে চান !**

নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক গ্রামের সর্বত্র অবাধে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু পুকুরে যায় না, তুলিয়া আনা জলে ঘরেই স্নান করে।

লক্ষ্য০ মিথ্যা আভিজাত্যের ভান করা।

**গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।**

যাহার কথা কেহ গ্রাহ্য করে না এরূপ নগণ্য ব্যক্তির আত্ম-প্রাধান্য প্রকাশের জন্য অযাচিত ভাবে কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা।

কেহ বলে, একটা দানসাগর না করিলে মান থাকা ভার—…এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে লাগিল…সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—সকলেই স্ব স্ব প্রধান। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**গাঁয়ের (পাড়াপড়শীর) গুণে কুড়ে গরুও বিকায়।**

গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে যদি ঐক্য থাকে, তাহা হইলে গৃহস্থের অলস ও অকর্মণ্য বলদও অনায়াসে বিক্রয় হইয়া যায়,—কেহ তাহার দোষের কথা প্রকাশ করে না।

ঐক্যের ফলে দুরূহ কার্যও সুসম্পন্ন হয়।

**গাঁয়ের নাম তেঘরা, তার আবার উত্তর পাড়া দক্ষিণ পাড়া।**

দ্র° গাঁ বড়ো তার মাঝের পাড়া !

**গাঁয়ের মধো, ভিন গাঁয়ের মধুসূদন।**

যাহার নাম মধুসূদন তাহাকে নিজের গ্রামে অতি-পরিচয়ের অবজ্ঞাবশত মধো বলিয়া ডাকে ; কিন্তু অন্য গ্রামে খাতির করিয়া মধুসূদনই বলে।

তু° Familiarity breeds contempt.

**গাঁয়ের শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা।**

কানা খোঁড়া, একগুণ বাড়া (দ্র°)। এরূপ কুচক্রীর দ্বারা গ্রামের অনিষ্ট হয়। যেমন পানায় পুকুরের জল নষ্ট হয়।

**গাঁ-সুবাদে মুচি মামা।**

পল্লীগ্রামে নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির সঙ্গেও কল্পিত সম্পর্ক পাতাইবার রীতি আছে। সেই নিয়মে মুচিকেও মামা সম্বোধন করিতে হয়।

>শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করিতে হয়।

**গাঙ (খাল) পেরিয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।** দ্র° কলা দেখানো।

নদীতে কুমীর থাকিলে পারাপার করা বিপজ্জনক। কোন গতিকে নির্বিঘ্নে পার হইয়া তীরে পৌঁছিলে, আর কুমীরের ভয় না থাকায় তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

লক্ষ° বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর সেই বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করা।

**গাঙ পেরিয়ে ভেলায় লাথি।** দ্র° বিয়ে ফুরালে ছাঁদলায় লাথি।

**গাঙ ( খেয়া ) পেরোলে পাটনি শালা।** দ্র° কাজের সময় কাজি ই°।

তু° The river past, the saint is forgotten.

**গাঙ ম'লেও রেখ থাকে।** রেখ—রেখা, চিহ্ন।

নদী ক্রমে শুখাইয়া গেলেও তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়।

লক্ষ° অতীতের স্মৃতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

**গাছ আগে, না ফল আগে ?**

গাছে ফল জন্মে, ফলের বীজ হইতে নূতন গাছ হয় এবং সেই গাছে আবার ফল হয়। এ অবস্থায় গাছ আগে হয় কি ফল আগে হয় এই প্রশ্ন।

এমন সমস্যা যাহার কোনও সমাধান হয় না।

**গাছকে কি ফল ভারি ?**

ফল গাছে জন্মে, উহা গাছের অংশ মাত্র। সুতরাং ফল যতো বড়ই হউক গাছের চাইতে বড়ো হইতে পারে না।

লক্ষ° মাতাপিতা অপেক্ষা সন্তানের মর্যাদা অধিক হইতে পারে না।

**গাছ-কোমর বাঁধা।**

মেয়েদের গাছে উঠিতে হইলে পরিহিত বস্ত্র সংযত করিবার জন্য যে ভাবে কোমরে আঁচল জড়াইয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিবার প্রয়োজন হয়।

ছুটাছুটি, সাঁতার, বাগ্‌যুদ্ধ ইং যে সকল কার্যে হাত পায়ের অধিক পরিচালনা হয় তদুপযোগী কোমর বাঁধা।

কালাচাঁদের মা তখন চামুণ্ডা মূর্তি ধরিয়া, এলোচুলে, চোখ কপালে তুলিয়া, গাছ-কোমর বাঁধিয়া, হাত নাড়িয়া বৃদ্ধাকে বলিতে লাগিল,…।

[ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**গাছ-গাছালি ঘন সয় না ;**
**গাছ হয় তার ফল হয় না।** ( খনা )

গাছপালা বেশী ঘেঁষাঘেঁষি হইলে গাছ যদিও বাড়ে, ভালো ফল হয় না।

**গাছ থেকে পড়া।**

গাছের ফল পাকিয়া খসিয়া পড়িলে বিনা আয়াসে তাহা পাওয়া যায়।

লক্ষ০ সহজলভ্য বস্তু।

ভবানন্দ।…একটা গোলা দেখিলে মুসলমানেরা গোষ্ঠিশুদ্ধ পালায়—আর গোষ্ঠিশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরাজ পালায় না।

মহেন্দ্র। তোমাদের এ সব গুণ আছে ?

ভবানন্দ। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করতে হয়।

[ বঙ্কিম—আনন্দমঠ

**গাছ পড়বার আগে, গাছের বাঁদর ভাগে।**

লক্ষ০ বিপদ ঘটিবার পূর্বেই সকলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

**গাছ-পাঁঠা।**

যে পাঁঠা গাছে জন্মে, ইঁচড়, যাহা গরম মশলাদি সংযোগে পরিপাটিরূপে কালিয়া রাঁধিলে খাইতে অনেকটা পাঁঠার মাংসের মতো বোধ হয়।

**গাছ রুইলে বড় কর্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম।** ( ডাক )

বৃক্ষ রোপণ অতি প্রশংসনীয় কার্য, কারণ সেই বৃক্ষ ফলচ্ছায়া প্রদানে বহু লোকের উপকার করে ; এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলে পুণ্যলাভ হয়।

**গা ছুঁয়ে বলা।**

কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া কিছু বলা শপথ করিয়া সত্য বলার তুল্য।

আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। রবীন্দ্র—য়ুরোপ প্রবাসির পত্র।

**গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার !**

যে নিজে গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িতে অক্ষম, সে অপরকে বলিতেছে,—'তুমি ছানা পাড়িয়া আন, কিন্তু বড় ছানাটি আমি লইব।'

লক্ষ° অক্ষম ব্যক্তির অন্যায় আবদার।

তু° হিল ন সক্কুঁ, মোর তীন বখরা।

**গাছে ওঠে পড়তে, আর জামিন হয় দিতে।**

গাছে ওঠা বিপজ্জনক ; অনেক সময় পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতে হয়। অপরের জন্য জামিন হওয়াও সমান বিপজ্জনক ; অনেক সময় অধমর্ণ ঋণ শোধ করে না, জামিনদারকেই সেই ঋণ শোধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

তু° জামিন হোনা, ধনকা খোনা।

**গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।**

কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার সময় গোঁফে আঠা জড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা ; সেজন্য গোঁফে তেল মাখিতে হয়। কিন্তু কাঁঠাল যখন পাড়া হয় নাই, তখন হইতেই গোঁফে তেল মাখিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা।

লক্ষ° অনিশ্চিত লাভের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া উল্লসিত হওয়া।

কাঙালী। জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি!‥এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব।… একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া…জগা কথা কচ্ছিস্ না যে ?

জগমণি। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি ; তুই মুখ্যু কিনা, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস্। গিরিশ—প্রফুল্ল।

তু° কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

To count one's chickens before they are hatched.

**গাছে তুলতে অনেক আছে, নামাতে কেউ নেই।**

লক্ষ° দুরূহ কার্য করিবার জন্য অনেকেই উৎসাহ দেয়। কিন্তু সংকট উপস্থিত হইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা কেহই করে না।

**গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।**

লক্ষ° সংকটজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অপরকে উৎসাহিত করিয়া পরে তাহার উদ্ধারের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করা।

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির! ভীষ্ম জীবিত থাক্‌তে এ পক্ষে জয়াশা নাই। আমি তবে দ্বারকায় ফিরে যাই।

সহদেব। সোনার চাঁদ আর কি! যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তার পর সরে পড়বার যোগাড়!

নকুল। একে বলে—গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলাল—ভীষ্ম।

**গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।**

নারিকেল বা তাল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিবার পূর্বেই একটা কাঁদি আপনা হইতে ভাঙিয়া পড়িলে বিনাশ্রমে ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইয়া যায়।

লক্ষ০ কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই তাহার ফলপ্রাপ্তি।

"...বাগানে গিয়ে দেখে এলো দুটিতে মুখোমুখী বসে গল্প করছে।"

চারু বিস্মিত স্বরে কহিল, "বলিস কিলো! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?"

সুলতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "...বিয়েটা শীগগির হলেই ভাল হতো, নয়?" রামপদ বন্দো০—প্রেম ও পৃথিবী।

**গাছে ফলে?**

বিচিত্র বস্তু লক্ষ্য করিয়া বলা যে, এমন কোনো বিশেষ গাছ নাই যাহাতে এ বস্তু ফলে। সাধারণ বস্তুরই ইহা ব্যতিক্রম মাত্র।

পৃথক ভাবে সৃষ্ট অসাধারণ বস্তু নয়।

নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ী এসেছে, তার পরণে থান ধুতি, গায়ে পিরাণ আর মোটা চাদর, আর পায়ে কটকি চটি! পাগল কি আর গাছে ফলে?

**গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।**

ফুল গাছেই রহিল, তোলা হইল না, অথচ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া গেল! লক্ষ০ কোনও আয়োজন না করিয়াই ফাঁকি দিয়া কাজ সারা।

তু০ হাটে কলা, গোবিন্দায় নমঃ।

**গাছের পাড়া, তলারও কুড়ানো।**

গাছে উঠিয়া ইচ্ছামত ফল পাড়িয়া লওয়া, কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া গাছের তলায় যে সকল ফল পড়িয়া আছে তাহাও সংগ্রহ করা।

লক্ষ০ সকল উপায়ে নিজের লাভ করিয়া লওয়া।

আমাদের নতুন রাঁধুনি-বামুনটি এবার বেশ জুটেছে! মাছ-তরকারি ফুরিয়ে যাবে বলে নিজের ভাগটি আগে আলাদা করে রাখে; তারপর সবাইকে দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাও টেনে নিয়ে খেতে বসে। গাছেরও পাড়বে আবার তলারও কুড়োবে!

**গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।**

বৃক্ষ যে লতাকে আশ্রয় দেয় তাহার দ্বারাই বৃক্ষের সর্বনাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ মানুষ অসতর্ক কথা বলিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করে।

লক্ষ০ নিজের দোষেই সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

তু০ জবান হী হাথী চঢ়াবে, জবান হী সির কটাবে।

**গাজনের নেই ঠিকানা, কেবল বলে ঢাক বাজা না।**

চড়ক উৎসবের সময় সন্ন্যাসীরা গাজনের কোনো উদ্যোগই করিতেছে না, কেবল ঢাকিদের ঢাক বাজাইবার জন্য তাগাদা দিতেছে।

লক্ষ০ আসল কাজের কোনো ব্যবস্থা না করিয়া কেবল আড়ম্বরের দিকেই মনোযোগ দেওয়া।

**গা টেপাটেপি করা।**

কোনো কথা বা ঘটনায় আমোদ বোধ করিয়া পরস্পরের দেহে ঈষৎ চাপ দিয়া ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করা।

**গাড়ী,—চলেন তো রথ, না চলেন তো আগলান পথ।**

গাড়ী যখন চলে যাত্রী বহন করে, পথে দাঁড়াইয়া থাকিলে অপর গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ করে।

লক্ষ০ একই বস্তু কখনো উপকার করে কখনো অপকার।

**গা-ঢাকা।**

(১) অপরের দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন।

যে রমেশ দুইবেলা আমাদের এখানে আসিত, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারো দেখাও করিল না, অন্য বাসায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল। রবীন্দ্র—নৌকাডুবি।

(২) সন্ধ্যার অন্ধকার, যখন সহজে আত্মগোপন করা যায়।

"দিনের আলোয় যাওয়া হবে না, পথে কেউ দেখে ফেলবে ; একটু গা-ঢাকা হয়ে এলে বেরিও।"

**গা ঢালা।**

(১) শুইয়া পড়িয়া অলসভাবে অঙ্গ এলাইয়া দেওয়া।

চন্দন তরুর তলে রাজা ঢালে গা। কবিকঙ্কণ—চন্ডীমঙ্গল।

>(২) হতাশ হইয়া উদ্যোগ ত্যাগ করা।

চাকরির চেষ্টায় ছ'মাস বৃথা ঘোরাঘুরি ক'রে সুবোধ এখন একেবারে গা ঢেলে দিয়েছে।

**গা তোলা।**

গাত্রোত্থান করা। ওঠা। সম্মানার্হ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য।

সূপকার অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্ন কৃষর, অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া যখন আমাকে ডাকিবে যে কর্ত্তা মহাশয় ! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি কহিব, যা বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার—প্রবোধচন্দ্রিকা।

**গাধা পিটে ঘোড়া করা।**

আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গাধা ঘোড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব। প্রহারের চোটে তাহাকে ঘোড়ার সমতুল্য করিয়া তোলা অসম্ভব।

ব্যং নির্বোধ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিকে শিক্ষা ও শাসনের দ্বারা বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল করা।

…'ভুবনমোহন ইস্কুলে'র নাম পড়ে গিয়েছিল ভারী। গাধা পিটে ঘোড়া ক'রবার খ্যাতি হয়েছিল এ ইস্কুলের। নরেশ—রবীন মাষ্টার।

তুং गधा पीटे घोड़ा नहीँ होता।

**গাধা বোট।** ইং বোট=নৌকা।

(১) গাধার মত বিস্তর মাল বোঝাই লইয়া যে নৌকা মন্থর গতিতে গমন করে।

(২) গাদা > গাধা। যে নৌকায় বিস্তর মাল গাদাই বা বোঝাই করা হয় এবং অপর নৌকা বা ষ্টীমার টানিয়া লইয়া যায়।

**গাধার টুপি।**

গাধা পশুগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্বোধ বলিয়া পরিগণিত। সেজন্য মূর্খ নির্বোধ ব্যক্তি গাধার সহিত তুলনীয়। বিদ্যালয়ের অপটু ছাত্রকে লজ্জাকর দন্ড দিবার জন্য মাথায় গাধার টুপি পরাইবার প্রথা ছিল, অধুনা বিরল। ইহা কাগজ মুড়িয়া শালপাতার ঠোঙার আকারে বিলাতের ভাঁড়-গণের টুপির (Fool's Cap) অনুকরণে প্রস্তুত।

কানটি মলা খেয়ে মলো গোয়ালাদের গুপী;
টেবির পড়া হয়নি বলে মাথায় গাধার টুপী।

যোগীন্দ্র সরকার—হাসিখুসি। ১ম ভাগ

**গাধা সব করতে পারে; কেবল ভাতের কাঠি বইতে নারে।**

ভাতের কাঠি—রন্ধনের সময় হাঁড়ির ভাত নাড়িবার কাষ্ঠদন্ড।

গাধা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং অতি গুরুভার বহনে পটু, কিন্তু ভাতের কাঠির মত ক্ষুদ্র অথচ প্রয়োজনীয় বস্তু বহন করিতে অক্ষম—এইরূপ প্রবাদ।

>অনেক শ্রমসাধ্য কার্য করিতে পারে, অথচ অতি সহজ কার্য করিতে অনিচ্ছুক এরূপ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত।

**গাধা সেই জল খায়, তবু ঘুলিয়ে খায়।**

গাধা নির্বোধ এবং একগুঁয়ে বলিয়া পরিচিত। তাহাকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলাশয়ে লইয়া গেলে কিছুতেই জল খাইতে চাহে না।

শেষ পর্যন্ত সে জল খায়, কিন্তু তাহার আগে একগুঁয়েমীর জন্য জল ঘোলা হইয়া যায়।

লক্ষ০ কোনো কাজ করিবার পূর্বে ব্যাপারটাকে অপ্রীতিকর করিয়া তোলা।

সেই বরযাত্র গেলি, কেবল খামকা কথা কাটাকাটি ক'রে মেজাজ খারাপ করে নিয়ে গেলি। গাধা সেই জল খায়, তবু ঘুলিয়ে খায়।

**গান শুনবো অক্রুর-সংবাদ, পয়সা দেবো একটি।**

অক্রুর-সংবাদ—মথুরার রাজা কংসের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রুর তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান নাই। এই ঘটনার বর্ণনা-সংবলিত করুণ গীত।

হৃদয়গ্রাহী গান শুনিব, অথচ গায়ককে পুরস্কার দিব এক পয়সা!

লক্ষ০ খাটাইয়া লইয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়া।

**গানের আগে গুন্‌গুনি, ঝড়ের আগে শুন্‌শুনি।** শুনশুনি = নিরবতা।

গান আরম্ভ করিবার পূর্বে গায়ক নিম্নস্বরে একটু সুর ভাঁজিয়া লয়। ঝড় আসিবার পূর্বে চারিদিক স্তব্ধ হইয়া থাকে।

সকল ব্যাপারের সূচনা বুঝিতে পারা যায়।

**গায়ে আঁচ না লাগা।**

অগ্নির কাছে থাকিয়াও তাহার উত্তাপজনিত ক্লেশ না হওয়া।

লক্ষ০ কিছুমাত্র ক্লেশ বা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া।

মোকদ্দমায় যে খুড়ার গায়ে আঁচটীও লাগবে না, ইহা আমরা বরাবরই জানি। বিধুভূষণের কোন দাবী-দাওয়া নাই, এ কথা কে না বলিবে।

**গায়ে ওড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।** [ দামোদর—নবীনা।

অর্থাভাবে তেল মাখিতে পায় না বলিয়া যাহার গায়ে খড়ি উড়িতেছে, তাহার পাকা দাড়িতে কলপ লাগাইয়া বাহার দিবার ইচ্ছা।

অবস্থার অতিরিক্ত বিসদৃশ সখ।

**গায়ে কাঁটা দেওয়া।**

হর্ষ বা ভয়বশতঃ দেহের লোমাবলি কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠা। রোমাঞ্চ হওয়া। কদম্ব কুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥

**গায়ে-গায়ে শোধ।** [ গোবিন্দ দাস—কড়চা।

কোনো দ্রব্যের নগদ মূল্য না দিয়া বিনিময়ে অপর কোনো দ্রব্য দিয়া বা খাটিয়া পরিশোধ।

**গায়ে গু মাখলে যমে ছাড়ে না।**

মৃত্যুর হস্ত হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই।

>প্রবলের হস্ত হইতে কোনো অজুহাতেই উদ্ধার নাই।

এবার ক্ষেতখামারে একদানা ফসল মিলবে না ; পেটের ভাতই জোটাতে পারব না, তা খাজনাই বা শুধবো কোথেকে……

পাইক বলিয়া উঠিল—গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে ! নায়েব মহাশয়ের হুকুম, টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে…কাছারীতে নিয়ে যাব ?

[ চারু বন্দ্যো০—দুই তার।

**গায়ে জ্বর আসা।**

জ্বর হওয়ার মতো শারীরিক বা মানসিক কষ্ট অনুভব করা।

বাঙালি বড় মানুষ বাবুরা দেশ শুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে খান—টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে। [ টেকচাঁদ—আলাল।

**গায়ে থুথু ( ধূলো ) দেওয়া।**

লক্ষ০ হীন কার্যের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা।

"না ভাই, মামা বেশ ক'রেছেন। বেচারার জেঠামশায় মারা গেছেন। তিনি কত বড় বন্ধু ছিলেন মামার।… তাঁর ছেলের জন্য উনি এতটুকু না ক'রলে চ'লবে কেন ? লোকে যে থুথু দেবে।"

[ নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

**গায়ে নাম লেখা থাকা।**

কোনো বস্তুর গায়ে ব্যক্তিবিশেষের নাম লেখা থাকিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহা কাহার।

>ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব বা অধিকার থাকার প্রমাণ।

এতগুলো চেয়ার পাতা রয়েছে, একটাতে ব'সে পড়ো না ; কোনটাতে কারুর নাম লেখা নেই তো।

**গায়ে নেই চাম, রামকৃষ্ণ নাম।**

শীর্ণ কুৎসিত আকৃতি, কিন্তু গালভরা নাম !

**গায়ে নেই রস, রাঁধে ব্যঞ্জন দশ।**

সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।

**গায়ে পড়া।**

লক্ষ০ অপরের বিনা সম্মতিতে তাহার সহিত কোনো সংস্রবে আসা।

প্রফুল্লর মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ী আসিতে নাই ?

গিন্নি। আসিতে থাকিবে না কেন ? শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভালমানুষের মেয়ে-ছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে ?

বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী।

**গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো।**

লক্ষ০ কিছুমাত্র পরিশ্রম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আরামে কালাতিপাত করা।

ঈশান।...... তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কি না যে, তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের টাকায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বড়মানুষী করে বেড়াচ্ছ।

[ রবীন্দ্র—বৈকুণ্ঠের খাতা।

**গায়ে মাখা।**

দেহে তৈল ই০ মাখিবার মতো কোন বস্তুকে ঘনিষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করা।

লক্ষ০ বিনা প্রতিবাদে কোনো কিছু স্বীকার বা সহ্য করা। আমল দেওয়া।

ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বিভূতি বন্দ্যো০—জন্ম ও মৃত্যু।

**গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি মলে যায়।**

দেহে কোনো কালো দাগ লাগিলে তাহা ধুইলে দূর হয়, কিন্তু নীচ মনের সংশোধন হয় না।

**গায়ের জোরে হার যেথা, মনের জোরে জয় সেথা।**

সে ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তির প্রয়োগ ব্যর্থ হয় সেখানে মানসিক শক্তির দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়।

**গায়ের ( গলার ) মাস ছেঁড়া।**

লক্ষ০ সর্বক্ষণ বিরক্তিকর আচরণের দ্বারা অপরকে উত্যক্ত করিয়া তোলা।

"দেখো, দিদিকে যেন ব'লে দিও না,—শুনলে এখুনি কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রতে ছুটে আসবে।—আমার গলার মাস ছিঁড়ে খাবে।"

তু০ জান খাজানা। [ শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

**গায়ের ( বুকের ) রক্ত জল ( হিম ) হওয়া।**

অত্যধিক ভয়, দুশ্চিন্তা বা পরিশ্রমে এতদূর অভিভূত হওয়া যে মনে হয় যেন মৃতের ন্যায় দেহের রক্ত শীতল জলে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল;—আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। প্রমথ চৌধুরী—চার ইয়ারী কথা।

**গায়ে লাগে না।**

কোনও ক্লেশ অনুভূত হয় না।

কুমার সাগ্রহে কহিলেন,—"বেশ তো প্রাইজ দিন না। তাতে যা খরচ পড়ে আমিই সব দিব।"

যামিনী কহিল,—"আপনি সব দেবেন কেন? সবাই কিছু কিছু দেবেন, এতে সবারই একটা ভাল কাজের উৎসাহ থাকে, দায়িত্ব জ্ঞানও জন্মায়, কারো গায়েও লাগে না।" অনুরূপা দেবী—জ্যোতিঃহারা।

**গায়ে ( +পিঠে ) হাত বুলানো।**

সাদরে অপরের দেহে লঘুভাবে হস্ত চালনা করা।

সস্নেহ মধুর আচরণ করা।

"ও আমার সবে ধন নীলমনি—ভুলাইয়া টুলাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া শেখাও।" টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**গালকে মাল হারে, বোঁচা কানে ছুরি হারে।**

গাল = গালাগালি। মাল = মল্ল; পালোয়ান।

মল্ল যতই বলবান হউক, কেহ গালাগালি দিলে তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ছুরিতে যতই ধার থাকুক, বোঁচা কান কাটা যায় না।

শক্তি বা যোগ্যতা থাকিলেও, যে ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগের উপায় নাই সে ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

**গাল গল্প—কোঠাবাড়ী, বাজার খরচ চোদ্দ বুড়ি।**

গালগল্প = মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কথা। বুড়ি = পাঁচ গণ্ডা কড়ি।

যে ব্যক্তির অবস্থা এত হীন যে চোদ্দ বুড়ি কড়িতেই দৈনিক বাজার-খরচ চলিয়া যায়, সে নিজের সম্বন্ধে গল্প করিবার সময় বৃহৎ অট্টালিকার বর্ণনা করে।

নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কথা বলার অভ্যাস।

**গাল ফুলো গোবিন্দর মা ( +চালতা-তলায় যেও না )।**

গোলগাল মুখ, গাল দুটি অত্যধিক স্ফীত;—স্থূলকায় নারীর মুখের বর্ণনা। ঐরূপ নারীকে চালতা গাছের নীচে যাইতে নিষেধ করা হইতেছে এই জন্য যে তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া চালতা বলিয়া ভ্রম হয়।

সাগর। দেখতে কেমন?

নয়নতারা। রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দর মা।

**গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।** [ বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী।

গাল আগাইয়া দিয়া স্বেচ্ছায় মার খাওয়া।

জানিয়া শুনিয়া প্রতারিত বা অবমানিত হওয়া।

**গালে ( মুখে ) চুণকালি।**

প্রাচীনকালে দুষ্কৃতকারীর এক গালে চূণ ও এক গালে কালি মাখাইয়া এবং পথে পথে ঘুরাইয়া দণ্ড বিধানের প্রথা ছিল।

লক্ষ০ কুকার্যের জন্য লজ্জা ও অপমান।

ঘরে নিজের মা থাকতে শ্বাশুড়ীকে এনে বাড়ীর গিন্নী ক'রে রাখলে তোমারই মুখে চূণকালি পড়বে।

**গালে-মুখে চড়ানো।**

নিজের প্রতি রুষ্ট হইয়া নিজের গালে চড় মারিয়া ক্ষোভ প্রকাশ।

থাকমণি। আমার বাবু, গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে, বুড়ো মিনসে একটা উপায় কত্তে পারে না। গিরিশ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

**গিন্নীর উপর গিন্নীপনা, ভাঙ্গা পিঁড়ায় আলপনা।** (মেয়েলী)

বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পিঁড়ির উপর আলপনা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাঙা পিঁড়িতে কোন কাজ হয় না, তাহাতে আলপনা দেওয়া বৃথা। সেইরূপ যিনি সংসারের কর্ত্রী তাঁহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের প্রতিপত্তি দেখাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

নিরর্থক ফোঁপর দালালী।

**গিন্নী ভাঙলো নাদা,—ও কিছু নয় দাদা,**
**মেয়ে ভাঙলো কাঁসি,—পড়লো একটা হাসি;**
**বউ ভাঙলো সরা,—গেল পাড়া পাড়া।** (মেয়েলী)

নাদা—মাটির বড়ো গামলা বা জল রাখিবার জালা।

কর্ত্রী একটা বড়ো জিনিস ভাঙিলেন, কিন্তু তাহা তেমন কিছু নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল। কর্ত্রীর কন্যা কাঁসার বাসন ভাঙিল, তাহাও হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। পক্ষান্তরে বধূ সামান্য একটা সরা ভাঙিলে তাহা অমার্জনীয় অপরাধ হিসাবে পাড়ায় পাড়ায় প্রচারিত হইল।

নিজেদের সাত খুন মাফ, কিন্তু সামান্য কারণে বধূর কুৎসা রটনা।

**গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।** (মেয়েলী)

পলা—পলাকাঠি, পলা (প্রবাল) নামক সিন্দুরবর্ণ নিকৃষ্টজাতীয় রত্ন ও স্বর্ণখন্ড সংযোগে নির্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ।

মাননীয় ব্যক্তির মর্যাদা হানি করিয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তির সমাদর।

**গিন্নী হৈয়া রূপে ভোলে, স্বামীর পিঁড়ি পায়ে ঠেলে,**
**প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসী শয্যা সূর্য না পায়।**
**উদয়ে ছড়া, সাঁজে ভাড়া;—সে গিন্নীর মুখ পোড়া।** (ডাক)

ছড়া—গোবর জল ছিটানো। ভাড়া—বারা ধান ভানা।

কুগৃহিণীর লক্ষণ ঃ—বয়স হইয়াছে, তথাপি রূপের গুমর আছে; স্বামী যে পিঁড়ায় বসেন তাহা পায়ে ঠেলিয়া স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে; সকালে বেশী বেলা পর্যন্ত ঘুমায়; বাসী বিছানা রৌদ্রে দেয় না; সূর্যোদয় হইয়া যাইবার পর ছড়াঝাঁট দেয়; সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ধান ভানে।

**গুটিপোকা গুটি করে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।**

গুটিপোকা মুখ হইতে লালা বাহির করিয়া নিজের চারিদিকে জড়াইয়া অণ্ডাকার গুটি নির্মাণ করে এবং তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া মরে।

তুং To be hoist with one's own petard.

**গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি।**

লক্ষং উৎকৃষ্ট বস্তুর গুণ সকল অবস্থাতেই সমান বর্তমান থাকে।

**গুড় থাকলেই পিঁপড়ে আসে।**

লোভনীয় বস্তুতে সকলেই আকৃষ্ট হয়।

**গুণ থাকে তো কাঁদি, চুল থাকে তো বাঁধি।**

লক্ষং যে কার্যের জন্য যে বস্তু অপরিহার্য তাহার অভাবে সে কার্য সম্ভব হয় না।

**"গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

মূল—রাজা বলে এ কি আর ঘটিল অপবাদ॥

তেজপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।

হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥

হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।

গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥

যাহা সাধারণতঃ গুণ বলিয়া গণ্য হয় তাহা অবস্থা বিশেষে কার্যত দোষের সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়।

**গুণে ঘাট নেই।** ঘাট=ঘাট্তি, স্বল্পতা, ন্যূনতা।

গুণ সর্বাংশে পরিপূর্ণ, লেশমাত্র কম নয়।

ব্যং সর্ব দোষের আকর।

**গুণের মাথায় ধরো ছাতি, কুলের মাথায় মারো লাথি।**

মাথায় ছাতি ধরা—রাজার মাথার উপরে রাজছত্র ধারণ করা>সম্মান প্রদর্শন। কুল—বংশ-গৌরব।

গুণী ব্যক্তির সমাদর করা উচিত ; কুল-গৌরবের কোন মূল্য নাই, তাহা উপেক্ষা করাই কর্তব্য।

**গুয়া-পানের জন্যে দুর্গোৎসব আটকায় না।**

পান-সুপরি মাঙগলিক দ্রব্য হিসাবে পূজা, ব্রত ও বিবাহাদিতে প্রয়োজন হয় ; কিন্তু ইহা এমন অপরিহার্য বস্তু নয় যে তাহার অভাবে দুর্গাপূজা হওয়াই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

একটিমাত্র সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে কোনো কার্য পণ্ড হয় না।

**গুয়ে বলে, গোবরা দাদা তোমার গায়ে গন্ধ !**

গোময়ের নিন্দা করিতেছে তাহার অপেক্ষাও যে অধম—বিষ্ঠা।

দ্র° চালনি ছুঁচের বিচার করে।

**গুয়ে বলে, গোবরা দাদা, বনমালী আবার একটা নাম !**

গুয়ে ও গোবরা উভয়েরই নাম অতি বিশ্রী, অথচ তাহারা বনমালী নামের নিন্দা করে।

**গুয়ে-মুতে মানুষ হওয়া।**

শিশু গু-মুত মাখিয়া পড়িয়া থাকে, কেহ পরিষ্কার করে না,—এইরূপ অবহেলার মধ্যে পালিত হওয়া।

**গুয়ের এ-পিট ও-পিট দুই সমান।**

নিকৃষ্ট বস্তুর কোনো অংশই ভালো হয় না, সমস্তই সমান।

রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট আর ও পিট।

**গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।** [দীনবন্ধু—লীলাবতী।

পানীয় জল কাপড়ে ছাঁকা নির্মল ও বিশুদ্ধ (বস্ত্রপূত) হওয়া উচিত। সেইরূপ যাঁহাকে দীক্ষাগুরুর পদে বরণ করা হইবে তিনি প্রকৃতই ধার্মিক ও চরিত্রবান কিনা জানিয়া লওয়া উচিত।

**গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।**

সুপন্ডিত শিক্ষককে নানা প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না, বরং বহু জ্ঞানগর্ভ উত্তর দিয়া শিক্ষাদান করেন। কিন্তু মূর্খকে অধিক প্রশ্ন করিলে সে তাহার সদুত্তর দিতে পারে না বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার পর্যন্ত দিতে পারে।

**গুরুচণ্ডালী ভাষা।**

পূজনীয় দীক্ষাগুরু এবং হীন-জাতীয় চন্ডাল এই দুইয়ের সম্মিলন অস্বাভাবিক ও নিন্দনীয়। সাহিত্য রচনায় বিশুদ্ধ সাধু ভাষার সহিত অপকৃষ্ট চলিত ভাষার সংমিশ্রণ একটি অমার্জনীয় দোষ।

যথা—শরতের নির্মল নৈশ গগনে যখন অগুন্তি উজ্জ্বল তারকারাজির গাঁদি লাগে, তখন সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য দর্শন করিলে সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব কেরামতির কথা মনে ক'রে মানুষের আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া যায়।

তু° শবপোড়া মড়াদাহ।

**গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।**

ঈশ্বরের আনুষ্ঠানিক উপাসনা করিতে হইলে দীক্ষাগুরুর নির্দেশ বিনা উপাসনা করিলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইয়া অধোগতি হয়।

**গুরুজনের কথা না শোনে কানে, প্রাণ যায় তার হেঁচকা টানে।**

গুরুজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে পরিণামে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

গোপীনাথ। গিন্নী! এর যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না।

গিন্নী। হুঁহুঁ! গুরুর কথা না শোন কানে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে! আমি তো বলেছিলুম, অত কমে রাজি হয়ো না, নন্দলাল আমার চার হাজারের ছেলে! অমৃত—বিবাহ-বিভ্রাট।

**গুরুদশা।**

মহাগুরুর নিপাত অর্থাৎ পিতৃমাতৃ-বিয়োগের বর্ষকালব্যাপী সংযম পালনের অবস্থা, যে সময়ে পংক্তি-ভোজনাদি নিষিদ্ধ। কালাশৌচ।

পিসিমা বলিলেন, "এই গুরুদশার সময় কি অমন ক'রে বেড়াতে হয়, না যার তার ঘরে যেতে হয়।" জলধর সেন—আমার বর।

**গুরুনিন্দা অধোগতি।**

পূজনীয় ব্যক্তির নিন্দা করিলে নৈতিক অবনতি ঘটে।

**গুরু-পুরুতে দ্বন্দ্ব, কারে বলি ভালো মন্দ?**

বিবদমান উভয় পক্ষই সমকক্ষ হইলে দোষগুণ বিচার করা দুরূহ।

**গুরুবল।**

দীক্ষাগুরুর কৃপা, যাহা বিপদে উদ্ধার করে।

খুব গুরুবল,—তাই অমন জাহাজডুবি হয়েও প্রাণে বেঁচে গেছে।

**গুরুমারা বিদ্যা (চেলা)।**

গুরুর নিকট যে বিদ্যা শিক্ষা হইয়াছে তাহারই প্রয়োগে গুরুকে পরাজিত করিবার শক্তি।

অতঃপর গৌড় হ'তে এল হেন বেলা,
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা। [ রবীন্দ্র—( হিং টিং ছট্ )।

**গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক। (হিং)**

"উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে, এরূপ লোক অতি অল্প মেলে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।

**গুরু মোতে দাঁড়িয়ে, তো শিষ্য মোতে পাক দিয়ে।**

উবু হইয়া বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা ভারতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত। সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া একজন গুরু যাহা করে, তাহার চেলা আরও একটু অগ্রসর হইতে চায়।

শিষ্য গুরুর এককাঠি উপরে যায়।

তুং গুরু গুড়হী রহে, चेला चीनी हो गया।

**গুরুর আদেশ ( নিষেধ )।**

মন্ত্রগুরু শিষ্যকে মন্ত্রদান কালে যে সকল নির্দেশ দিয়া থাকেন তাহা অবশ্য পালনীয়।

>ব্যং মজ্জাগত অভ্যাস। চিরাচরিত নীতি।

"বিলক্ষণ! চা আবার খাবো না? অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তা প্রত্যাখ্যান করতে গুরুর নিষেধ আছে!"

তুং কোষ্ঠীতে নাই।

**গুল দেওয়া ( মারা )।**

বড়ো বড়ো অসম্ভব কথা বলিয়া মিথ্যা চালবাজি করা।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ও পদ্ম, হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল! রাণাঘাটের বাজারে হোটেল ক'রে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার তবিল।

পদ্ম ঝি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—গুল দিয়ে গেল না তো?

—না, গুল দেবার লোক নয় ও।

[ বিভূতি বন্দ্যো০—আদর্শ হিন্দু হোটেল।

**গুলে খাওয়া।**

কোনো বস্তু যেমন জলে গুলিয়া সহজেই গিলিয়া ফেলা যায়, সেইরূপ—

(১) কোনো বিষয় সহজেও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা।

(২) বেমালুম বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া।

কম পণ্ডিত সে? পাণিনির গোটা ব্যাকরণ গুলে খেয়েছে!

মনে মনে কেবলই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব করছ?……ঐটি ছাড়া যে তোমার আর দুনিয়ায় কিছুই লক্ষ্য নেই। মান, অপমান, দয়া মায়া, ধর্মকর্ম,—মনে মনে যে তুমি সব গুলে খেয়েছ।

[ হারাণ রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

**গৃহশূন্য।**

(১) যাহার গৃহ বা বাসস্থান নাই। নিরাশ্রয়।

(২) যাহার পত্নী জীবিত নাই। বিপত্নীক।

যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজ হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥

[ ভারত—অন্নদামঙ্গল।

তুং গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।

**গৃহস্থ বলে দু' বিয়েন, পাড়াপড়শী বলে সাত বিয়েন।**

গৃহস্থ নিজের গরুর গুণকীর্তন করিয়া বলে যে তাহার দুইটি মাত্র শাবক জন্মিয়াছে, কিন্তু পাড়ার লোকে বলে সাতটি, অর্থাৎ বুড়া গরু।

লোকে নিজের জিনিষের প্রশংসা করে, অপরে তাহার দোষ প্রচার করে।

**গৃহস্থে অলক্ষ্মী (ভূতে) পায়, চাল কুটে পিঠে খায়।**

সাধারণ গৃহস্থ খুদ গুঁড়াইয়া পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে। কেবল লক্ষ্মীছাড়ারাই চাউল গুঁড়াইয়া অপব্যয় করে।

**গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।** (সং, পঞ্চতন্ত্রম্)

মূল ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে॥

গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। যে গৃহের গৃহিণী আছে তাহাই গৃহ।

**গৃহিনীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট।**

পরিবারের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি গৃহিণীর উপরেই নির্ভর করে।

**গৃহিনী লক্ষ্মীরূপিনী, বাম হলে কাল-ভূজঙ্গিনী।**

গৃহের কর্ত্রী যতদিন সংসারের প্রতি অনুকূল থাকেন ততদিন পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি হয়; তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সংসার ছারখার হয়।

**গৃহিনী সচিবঃ সখী।** (সং, কালিদাস—রঘুবংশম্)

মূল গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

পত্নী একাধারে স্বামীর গৃহের কর্ত্রী, পরামর্শদাত্রী, আনন্দদায়িনী সখী এবং ললিতকলার চর্চায় শিষ্যা।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার বলে কিছুই রইল না?"

"না, রইল না। যা-কিছু তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে।"

দাসী! মনে পড়ল, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা? রবীন্দ্র—যোগাযোগ।

তু° A friend, philosopher and guide.

**গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না।**

যোগী>যুগী—পূর্বে বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, পরে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভিক্ষাজীবী জাতি।

স্বগ্রামে যুগীর মত ভিক্ষাজীবীরাও ভিক্ষা পায় না।

লক্ষ০ সম্মান বা সাহায্য পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি নিজের নিবাসস্থানে অতি-পরিচয়ের ফলে তাহার প্রাপ্য সমাদর হইতে বঞ্চিত হয়।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশী পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গেঁয়ো যুগীরই ভিখ মেলে না। অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

তু০ A prophet is not honoured in his own country.

**গেরস্ত কাওরার শূয়রে কড়ি।**

কাওরা হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী বি০, শূকর-পালন যাহাদের জাতীয় বৃত্তি। তাহারা অত্যন্ত উচ্ছৃংখল-স্বভাব, সেজন্য চিরদরিদ্র। তথাপি যাহারা রীতিমত গার্হস্থ্য জীবন পালন করে তাহারা শূকর-পালনের মত হীন বৃত্তি দ্বারাও অর্থোপার্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে।

>সুশৃংখলার সহিত সংসার-ধর্ম পালন করিলে সামান্য কার্য করিয়াও সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারা যায়।

**গেরস্ত-পোষা।**

যে বস্তু সাধারণ গৃহস্থের সাংসারিক ব্যয়ের সাশ্রয় করে।

তোমাদের খিড়কীতে যে জায়গাটুকু আছে তাতে গোটাকতক কলাগাছ লাগাও। কলাগাছের মতন গেরস্ত-পোষা জিনিষ আর আছে ?

**গেরস্ত মারে মুড়ো ঝাঁটা, বেরাল ভাবে মাছের কাঁটা।**

বিড়ালকে তাড়াইবার জন্য তাহাকে ঝাঁটা মারিলে সে ভাবে মাছের কাঁটা খাইতে দিয়া তাহার সমাদর করা হইতেছে।

যাহার মান-অপমান বোধ নাই সে কিছুতেই অবমানিত জ্ঞান করে না।

নারাণদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—তোকে ঝাঁটাপেটা করব! বেরো আমার বাড়ী থেকে……

বিন্দি হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদিঠাকরুণ—

গেরস্ত মারে কোস্তা ঝাঁটা। বেরাল ভাবে মাছের কাঁটা!

তুমি ঝাঁটা মারবে, আমি মনে করব আমার আদর করছ। আম্যকে কি তুমি তাড়াতে পারবে মনে করেছ ? চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**গেরস্তে গেরস্তে মেলা,—খাসী কেটে ফেলা;**
**গরীবে গরীবে মেলা,—শাক সিজিয়ে গেলা।**

মেলা—একত্র মিলিত হওয়া! সিজিয়ে=সিদ্ধ করিয়া।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থ লোকেরা একত্র মিলিত হইলে খাসীর মাংস রাঁধিয়া কিছু খায় বাকি ফেলিয়া দেয়। দরিদ্ররা শাক সিদ্ধ করিয়া গোগ্রাসে খায়।

লোকেরা নিজেদের অবস্থানুযায়ী ভোজন করে।

**গেছে গেছে দাঁতটা, তবু তো আছে ঠোঁটটা।**

আঘাত লাগিয়া দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ নাই, ঠোঁট কাটিয়া যায় নাই ইহাই যথেষ্ট লাভ।

গুরুতর ক্ষতি না হইয়া অল্পের উপর দিয়া গেলে তাহার সান্ত্বনা আছে।

**গেছে গেছে টাকাটা, শিখলাম তো টোকাটা।**

টোকা = আঘাত, খোঁচা। (সুশীল।)

ঠগ্‌-জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া ধনহানি হইলে তাহার জন্য দুঃখ নাই, বরং ইহাতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাই বিলক্ষণ লাভ, কারণ ভবিষ্যতে সাবধান থাকা যায়।

**গেল তো সেই পথ।**

কোনো প্রয়োজনে গিয়া ফিরিতে অযথা কালবিলম্ব করা।

খেতে বসিয়ে নুন আনতে গেল তো সেই পথ।

তু° গয়ে কটক, রহে অটক।

**গেল যে গঙ্গার হাটী, আছে যে লোহার কাঠি।**

হাটী = গমনকারী; যাত্রী। লোহার কাঠি—লৌহ নির্মিত শলাকার ন্যায় স্থায়ী বস্তু।

যে মরিয়াছে সে গঙ্গায় চলিয়া গিয়াছে, যে জীবিত আছে সে লোহার কাঠির মত স্থায়ী, তাহার যত্ন করা কর্তব্য।

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া লাভ নাই, যে বর্তমান আছে তাহার যত্ন করা উচিত।

**গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।**

গোঁগা = মূক; বোবা; যে গোঁ-গোঁ ই° শব্দ মাত্র করিতে পারে।

তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তির বাক্‌পটুতা প্রধান গুণ। যে ছেলে বোবা তাহার কোনও কালে বাক্‌পটুতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে তর্কবাগীশ বলা হাস্যজনক।

যাহার যে গুণ নাই তাহাকে সেই গুণের আরোপ।

তু° কানা পুতের নাম পদ্মলোচন।

পঢ়ে ন লিখে নাম বিদ্যাধর।

**গোঁজামিল।**

খড়ের পুরাতন চাল আগাগোড়া নূতন করিয়া না ছাইয়া যেখানে খড় খসিয়া গিয়াছে সেখানে খড়ের গোছা গুঁজিয়া চালের বাকী অংশের সহিত মিলাইয়া বা মানাইয়া দেওয়া।

কোনো কাজের ছোটখাটো খুঁৎ সংশোধন করিয়া তাহা ঢাকা দেওয়া।

গোঁজামিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার এক প্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।

**গোঁদলপাড়া যাওয়া বা পাঠানো।** [ রবীন্দ্র—সমালোচনা।

গোঁদলপাড়া—হুগলী জেলার চন্দননগরের সন্নিহিত গ্রাম, যেখানে কুকুরে কামড়ানোর ঔষধ পাওয়া যায়।

জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা করানো।

ব্যং পাগলা কুকুরে কামড়াইলে রোগী যেমন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যায়, সুস্থব্যক্তি সেইরূপ আচরণ করিলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ইঙ্গিত করা এবং জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার বিধান দেওয়া।

আজকাল ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস দেখছি,—যাকে-তাকে তেড়ে মারতে যাস। শেষে তোকে নিয়ে গোঁদলপাড়া যেতে হবে নাকি?

তুং বহরমপুর বা রাঁচি পাঠানো।

**গোঁফও রাখবো, ঘন দুধও খাবো।**

বেশী বড়ো গোঁফ রাখিলে ঘন দুধ খাইবার সময় গোঁফ তাহাতে ডুবিয়া যায় এবং দুধ ও সর গোঁফে মাখামাখি হইয়া অতি হাস্যকর চেহারা হয়। এ অবস্থায় গোঁফ কামাইয়া ফেলিতে হয়, অথবা ঘন দুধ খাওয়া ছাড়িতে হয়; কিন্তু কোনটাই না করিয়া চিরকাল এই অসুবিধা ভোগ করিতে থাকা।

লক্ষং ক্লেশ বা অসুবিধা দূর করা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা।

তুং चूल्हेको फूक्‌ना और दाढ़ी भी रखना।

**গোঁফ-খেজুরে।**

এক অতি অলস ব্যক্তি গাছ হইতে খেজুর পাড়িয়া খাইবার শ্রম স্বীকার না করিয়া গাছের তলায় চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া শুইয়া রহিল,—গাছ হইতে খেজুর খসিয়া মুখের মধ্যে পড়িলে তবে খাইবে। অনেকক্ষণ পরে একটা খেজুর পড়িল বটে, কিন্তু তাহা গোঁফের উপর আটকাইয়া রহিল। হাত দিয়া খেজুরটাকে একটু সরাইয়া মুখের ভিতর ফেলিবে এইটুকু পরিশ্রম করিতেও সে অপারগ। অগত্যা সেই অবস্থাতেই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া এই আশায় পড়িয়া রহিল যে, দৈবক্রমে কেহ যদি সেই পথ দিয়া যায় সে খেজুরটা সরাইয়া মুখে ফেলিয়া দিবে।

>আলসে কুড়ে। অলসের অগ্রগণ্য।

তুং 'পি পু,' ফি সু'।

কিন্তু গোঁপ খেজুরে হয়ে কি থাকা যায়। খেজুরটি গোঁপে আছে ত আছেই, কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না।

**গোঁফে চাড়া দেওয়া।** [ টেকচাঁদ—অভেদী।

মুখের পুরুষোচিত সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য গোঁফের দুই প্রান্ত টানিয়া পাক দেওয়া।

**গোঁফে তা দেওয়া।**

তার>তা—পাকাইয়া তারের মতো সূক্ষ্ম ও সূচ্যগ্র করা।

লক্ষ০ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করা।

এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে কেহ বা গোঁফে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়।

**গোঁয়ার গোবিন্দ।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

হি০ গাঁও ( গ্রাম )>গাঁওয়ার>গোঁয়ার=কান্ডজ্ঞানহীন ও দুর্ধর্ষ।

গোকুলে অবস্থানকালে যশোদার অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া কৃষ্ণ যেরূপ যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন তাহার সহিত তুলনার্থে—গোবিন্দ।

অমন কথা বলো না, দোষ তোমার গোঁয়ার গোবিন্দ জামায়ের।

**গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে।** [ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

খোঁয়াড়—গরু, শূকর ই০ পশু আটক রাখিবার ঘেরা স্থান।

দুর্ধর্ষ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তু০ ডানপিটের মরণ আগডালে।

**গোঁসাইয়ের মরণ, মান রক্ষার কারণ।**

অনাচারী বৈষ্ণব নিজের সম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য বাহ্যতঃ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ক্লেশ ভোগ করে।

**গোকুলে বাড়া।**

দ্র০ তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা করো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়চেন। [ রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**গোকুলের ষাঁড়।** দ্র০ কাশীর ষাঁড়।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়—কাহারও কথা শোনে না, কাহাকেও মানে না। [ টেকচাঁদ—আলাল।

**গো-গ্রাসে খাওয়া ( গেলা )।**

গরু খাদ্যদ্রব্য পাইলে প্রথমে তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণে গিলিয়া ফেলে, পরে গিলিত বস্তু পুনরায় মুখের মধ্যে আনিয়া ধীরে-সুস্থে চর্বন করে।

না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি অধিক পরিমাণে ভোজন করা।

গৌর দাস পরিবেশন করে—রাঙা রাঙা ভাত এক বাটী, মসুরীর ডাল এক 'ডাবুয়া', তরকারী এক ছটাক, আর খানিকটা নুন।

তাও এতটুকু পড়িয়া থাকে না ; সকলে গো-গ্রাসে গিলিয়া চলে।

[ তারাশঙ্কর—পাষাণপুরী।

লক্ষ০ না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অনেক বই পড়া।

বলা যায় যে গো গ্রাসে রাশি-রাশি অসার বই গেলা সারাদিন তাস খেলার মতোই একটা বদ নেশা। বুদ্ধদেব বসু—উত্তরতিরিশ (পড়া)।

**গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্ব জন্ম হওয়া।**

গন্ধর্ব—দেবযোনি বি০। ইহাদের মুখ ঘোটকের মত। ইহারা স্বর্গের গায়ক, সুতরাং অত্যন্ত সুখী।

গো-জীবন অতি হীন ও দুঃখময়। মৃত্যুর পর তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গন্ধর্ব জীবন লাভ করিলে তাহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

লক্ষ০ দুঃখময় জীবন ঘুচিয়া সুখময় জীবন লাভ।

এতদিন সামান্য ইস্কুল-মাষ্টারি ক'রে খাচ্ছিলে, এখন বড়লোকের বাড়ী বিয়ে হয়ে তোমার তো বরাত ফিরে গেছে হে! গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্ব-জন্ম হলো।

**গোড়া কেটে আগায় জল।** গোড়া = মূল ; শিকড়।

গাছের শিকড় ছিন্ন বা নষ্ট হইয়া গেলে গাছ খাদ্যাভাবে মরিয়া যায় ; তখন জল ছেঁচিয়া তাহাকে জীবিত রাখা যায় না।

লক্ষ০ অনিষ্ট করিয়া অন্য উপায়ে তাহা প্রতিরোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

তু০ जड़ काट्‌के उपर पानी।

তোমাকে আর এখন গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

**গোড়া কেটে জলের ঝারা,** [ অমৃত—বিজয়-বসন্ত।
**মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা।**

ঝারা—হিন্দু দেব-বিগ্রহ অথবা পবিত্র তুলসী গাছের উপর ছিদ্রযুক্ত পাত্র হইতে জলের ধারা বর্ষণের ব্যবস্থা।

গাছের গোড়া কাটিয়া মাথায় ঝারা বসাইলে যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ ইচ্ছাপূর্বক অপমান করিয়া পরে ক্ষমা ভিক্ষা করা বৃথা।

**গোড়া ঘেঁসে কোপ মারা।** কোপ = কুঠার ই০ অস্ত্রের আঘাত।

এরূপ চূড়ান্ত ভাবে শেষ করিয়া দেওয়া যে, ভবিষ্যতের জন্য কোনও আশা থাকে না।

ম্যানেজার বাবু একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মেরেছেন। বলেন, পাঁচ হাজার টাকার জামিন দিলে চাকরি হতে পারে। অতো টাকা কোথায় পাবো?

তু০ To strike at the root.

**গোড়া বেঁধে কাজ করা।**

কাজ আরম্ভ করিবার সময় যাহাতে পরে কোনো প্রকার দোষ-ত্রুটি না ঘটিতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতার সহিত সুব্যবস্থা করা।

**গোড়ায় গলদ।**

কার্যের সূত্রপাতেই ভুল-ত্রুটি।

তোমার মাইনে বাড়লো না কেন? গোড়ায় গলদ করে বসেছ যে। বড় বাবুর ভাইপোর মাইনে বাড়লো না, তুমি আগে ভাগে ছুটলে। হবে কেন?

তু° বিসমিল্লায় গলদ।

**গোডিম ভাঙা।**

গোডিম—সদ্য ডিম হইতে বাহির হওয়া পক্ষীশাবক।

পক্ষীশাবকের মাংসপিণ্ডবৎ অসহায় অবস্থা ছাড়াইয়া উঠা।

ব্য° শৈশবাবস্থা অতিক্রম করা।

চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আশপাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; এক পাশে কতকগুলো গোডিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না।

[ কালী প্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচা।

**গোড়ে গোড় দেওয়া।**

হি° গোড়=চরণ; পা। একজন যেখানে যেখানে পা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই সকল পদাঙ্কের উপর পা রাখিয়া চলা।

লক্ষ° অপরের কথায় সায় দেওয়া। নির্বিচারে অপরের মত সমর্থন করা।

বড়ো হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ,—এখন কি শুধু দাদার গোড়ে গোড় দিয়ে যাওয়া তোমাকে সাজে? তোমায় নিজের কি মত তাই বলো।

তু° To follow in the footsteps of another.

**গোত্র হারিয়ে কাশ্যপ।**

কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যের সুযোগে, যে নিজের গোত্র ভুলিয়া যায় সে কাশ্যপ গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিবার মতো না হইলে মিথ্যা পরিচয় দিতে হয়।

দ্র° জাত হারিয়ে বোষ্টম।

**গোদা পায়ে চুটকি (আল্‌তা, মল)।**

গোদা পায়ের শোভা বর্ধনের জন্য অসংগত চেষ্টা করিলে কার্যত তাহার বীভৎসতাই বৃদ্ধি করা হয়।

লক্ষ° কদর্য বস্তুকে সুশ্রী করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

**গোদা ( পাচন ) বাড়ি, ছাঁদন দড়ি, এখন তুমি কার ?**
**না, যখন যার হাতে থাকি তখন আমি তার।**

গোদা বাড়ি = গরু তাড়াইবার মোটা লাঠি। ছাঁদন দড়ি = দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীর পা বাঁধিবার দড়ি।

লাঠি এবং দড়ি পরপীড়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহারা যখন যাহার আয়ত্তে থাকে তাহারই শক্তিবৃদ্ধি হয়।

**গোদা পায়ের লাথি।**

গোদা পা দেখিতে স্থূল, সেজন্য মনে হয় সে পায়ে লাথি মারিলে বিষম আঘাত লাগিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোমল মাংসপিন্ডের আঘাত আদৌ কষ্টদায়ক নয়।

লক্ষ০ অমূলক ভয়।

কর্তা খুব হাঁক-ডাক করে বটে, কিন্তু তাতে যেন ভয় পাস নি। ঐ হাঁক-ডাকই সার—গোদা পায়ের লাথি।

**"গোদা মামা নমস্কার।" "বাপু, তোমার বচনেই পুরস্কার।"**

যাহার পায়ে গোদ আছে; সে সর্বদাই সেজন্য লজ্জিত থাকে। তাহাকে গোদা বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহার মনে আঘাত লাগে। এরূপ অভদ্রোচিত সম্বোধন করিয়া নমস্কার করিলেও সে ব্যক্তি প্রীত হয় না।

বাহ্য সৌজন্য অপেক্ষা মধুর বচন অধিক প্রীতিকর।

**গোদের উপর বিষফোড়া।**

বিষফোড়া অতি কষ্টদায়ক। ইহা গোদের উপর হইলে সহজে সারে না এবং যাতনা বৃদ্ধি করে।

>এক বিপদের উপর নূতন বিপদ।

তু০ দুঃখের উপর টনকের ঘা।

গন্ডস্যোপরি পিন্ডক সংবৃত্ত।

কোঢ়মেঁ খাজ।

**গোদেরে কয়ো না গোদ,—পিরীতে কয়ো পানিফোট।**

পানি = জল>শরীরস্থ লালাবৎ তরল পদার্থ (lymph), লাসিক। ফোট = ফোলা; স্ফীতি।

চর্মের নিম্নে লাসিক জমিয়া উঠিয়া পা ফুলিলে তাহাকে গোদ বলে। গোদ শব্দ শ্রুতিকটু বলিয়া ভদ্রতা ও সুরুচির অনুরোধে তাহার পরিবর্তে পানিফোট ( জল জমিয়া ফোলা ) বলা উচিত।

লক্ষ০ রূঢ় কথাকে যথাসম্ভব শ্রুতি-সুখকর করিয়া বলা উচিত।

**গোপাল সিংহের বেগার।**

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ( প্রাচীন মল্লভূমি ) রাজা রঘুনাথ সিংহ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের সংকল্প করায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল সিংহ আনু॰ ১৬৫৬ ( মতান্তরে ১৭১২ ) খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃহত্যার পাপ ক্ষালনের জন্য রাজা গোপাল সিংহ প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। প্রজার পুণ্যের অংশ রাজাও পাইয়া থাকেন এই বিশ্বাসে তিনি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে ১৮ বৎসরের ঊর্ধবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষকে সকাল-সন্ধ্যা হরিনাম জপ করিতে হইবে; আদেশ অমান্য হইলে দণ্ড হইবে। যাহারা অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া রাজাদেশ পালন করিত তাহারা এই পুণ্যকার্যকে বেগার খাটা বলিয়া মনে করিত।

>অনিচ্ছাকৃত সৎকর্ম।

বউমা, বুড়ো শ্বশুর খেতে বসেছে, তুমি তো দেখছি পাখা হাতে চুপ ক'রে বসেই আছ; এ কি গোপাল সিংয়ের বেগার দেওয়া না কি?

**গো, পো,—চোখে থো।** পো = পুত্র।

গরু এবং ছেলের উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

**গো-বধে খুড়ো কর্তা।**

গো-বধ হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ বলিয়া গণ্য। এই পাপ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে এবং তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য হয় যৌথ পরিবারের কর্তা—খুড়া।

একজনের অপরাধে অপরের দণ্ডভোগ।

**গোবর গণেশ।**

গণেশের মূর্তি একেই আকারে স্থূল, তাহা যদি আবার গোবর দিয়া তৈয়ারী হয়, তাহা একটা গোবরের ঢিপির মত কদাকার ও নিতান্ত অসার বস্তু হয়। >স্থূলবুদ্ধি ও অকর্মণ্য ব্যক্তি।

রাজ্য ফেলি ছারখার তল্লাস কে করে তার।
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ। [ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**গোবর গাদা উঁচু হলেই বা কি? রাজবাড়ী নীচু হলেই বা কি?**

গোবরের স্তূপ যদি রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও উচ্চ হয় তথাপি তাহার গৌরব বৃদ্ধি বা রাজপ্রাসাদের মর্যাদাহানি হয় না।

লক্ষ॰ নিকৃষ্ট বস্তু কোনো উপায়েই উৎকৃষ্ট বস্তুর গৌরব লাভ করে না।

**গোবর-ছড়া।**

অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করিবার জন্য গোময় মিশ্রিত জল ছিটানো।

মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি
শেষে দিবে গোবর ছড়া। [ রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**গোবর দিয়ে ঘাস এলানো।** এলানো = মাখা।

গরু তাহার বিষ্ঠা-মিশ্রিত বস্তু খায় না। গোবর দিয়া ঘাস মাখিয়া তাহা গরুর অখাদ্য করিয়া ফেলা।

লক্ষ° কোনো জিনিষকে অব্যবহার্য করিয়া তোলা।

**গোবরে পদ্মফুল।**

গোবর অতি হীন ও নিকৃষ্ট পদার্থ। গোবরের গাদার উপর পদ্মের মত উৎকৃষ্ট ফুলের উৎপত্তি অতি আশ্চর্য ঘটনা।

লক্ষ° হীন বংশে রূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব।

রেখো মুচির মেয়েটাকে দেখেছ? আমাদের ভদ্র ঘরে অমন সুন্দর মেয়ে কটা দেখা যায়। ও একেবারে গোবরে পদ্মফুল!

তু° A primrose on a dung hill.

**গো-বেচারা।**

গরুর মতো নিরীহ, শান্তস্বভাব ব্যক্তি।

আমি ললিতের সব খবরই রাখি। ওর বাপ ছিল বড়ই গো ব্যাচারি; লোক শান্ত-সুবোধ। হেমেন্দ্র রায়—ঝড়ের যাত্রী।

**গো-ভাগ্য নেই, এঁটুলি-ভাগ্য আছে।**

দ্র° কুড়ে গরু এঁটুলি সার।

লক্ষ° কোনো কার্যের সুফল পাওয়া যায় না, কেবল কুফল ভোগ করিতে হয়।

দোকান ক'রে আমার কি সুখই হয়েছে! খদ্দেরের টিকি দেখা যায় না, কেবল পাড়ার ছেলেগুলো এসে আড্ডা জমায় আর চা-বিড়ি ধ্বংশ করে। আমার দেখছি গো-ভাগ্যি নেই, এঁটুলি-ভাগ্যিই আছে!

**গো-মড়কে মুচির পার্বন।**

চামকাটা মুচিরা ভাগাড় হইতে মরা গরুর ছাল ছাড়াইয়া আনে এবং সেই চামড়ায় জুতা, ঢাক ই° নির্মাণ করে। মড়ক হইয়া বেশী গরু মরিলে গোয়ালা ও গৃহস্থগণের সমূহ ক্ষতি, কিন্তু সেই অনুপাতে মুচিদের লাভ।

লক্ষ° একের বিপদে অপরের আনন্দ।

ভক্তপ্রসাদ। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে, আমি দেব।

গদাধর। যে আজ্ঞা। (স্বগত) কত্তাটি এমনি ক্ষেপে উঠ্‌লেই তো আমরা বাঁচি,—গো-মড়কেই মুচির পার্বণ।

তু° বৈদ্যানামাতুরঃ শ্রেয়ান্। [মাইকেল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

**গোলা খা ডালা। ( হিং )**

খৃ০ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের নিকটবর্তী স্থানে মীর নাসির আলি ( তিতু মিঞা বা তিতুমীর ) নামে জনৈক সংগতিপন্ন চাষী ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রেরণার ফলে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া নানাস্থানে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে দমনের চেষ্টা আরম্ভ হইলে তিতু নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করিয়া দলবল সহ আশ্রয় নেয়। বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করিতে আসিয়া প্রথমে কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলে তাহাতে কোনো ক্ষতি হইল না দেখিয়া তিতু দলের লোকদিগকে বলিয়াছিল,—"গোলা খা ডালা" ( গোলা খাইয়া ফেলিয়াছি )। তাহার এই অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিয়া সকলে মহা উৎসাহে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হয় এবং তিতুমীর ও দলের বহুলোক নিহত হয়।

অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির মিথ্যা গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ।

**গোলা নেই, তার লক্ষ্মীবার!**

গোলা—অধিক পরিমাণে ধান-চাউল জমাইয়া রাখিবার স্থান। লক্ষ্মীবার—বৃহস্পতিবার, যে দিন গৃহস্থ অর্থ বা ধান্যাদি হস্তান্তর করে না।

যাহার গৃহে সঞ্চিত ধান-চাউল নাই, তাহার পক্ষে বৃহস্পতিবারের নিয়ম-নিষেধ মানিয়া চলিবার কোনো সার্থকতা থাকিতে পারে না।

যে বস্তুর অভাব, সে বিষয়ে বাধা-নিষেধ মান্য করা নিরর্থক।

**গোলাবাড়ীর চাকর।**

দ্র০ খাস তালুকের প্রজা।

গোলাবাড়ী—শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার গৃহ ; আড়ৎ।

**গোলাম যদি বাদশা হয়, রাত্রিকালেও ছাতা বয়।**

রাত্রিকালে রৌদ্র থাকে না, সুতরাং ছাতা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গোলাম যদি সহসা বাদশা হয়, সে প্রভুত্বের চূড়ান্ত করিতে চাহে ; সেজন্য রাত্রেও তাহার মাথায় ছাতা ধরিতে হয়।

হঠাৎ ধনবান হইলে মাত্রাজ্ঞান লোপ পায়।

**গোলেমালে চণ্ডীপাঠ। গোলে হরিবোল।**

হট্টগোলের মাঝে চণ্ডীপাঠ করিলে ভুল-ত্রুটি শুনিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে বহু লোকে মিলিয়া হরিধ্বনি করে, তাহার মধ্যে কেহ হরিনাম উচ্চারণ না করিয়া উচ্চৈস্বরে যে কোনো ধ্বনি করিলে তাহার কথা শুনা যায় না, অথচ কলরব বৃদ্ধি হয়।

এমন ভাবে গোঁজামিল দিয়া কাজ করা যাহাতে ফাঁকি ধরা না পড়ে।

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়।
সুখের সর্ব্বস্ব ধন তেজে করে হেলা;
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া মেলায় ?

তুং গণ্ডায় আণ্ডা মেলানো। বিহারী চক্রং—নিসর্গসন্দর্শন।

**গোল্লায় যাওয়া।** গোল্লা—শূন্য (০)>বিলুপ্ত অবস্থা।

(১) মরা ; সর্বনাশ হওয়া। (২) অধঃপাতে যাওয়া।

"আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে যেন গোল্লায় যাই।"

তুং To go to the dogs. [ বঙ্কিম --ইন্দিরা।

**গোষ্ঠীর মাথা (পিণ্ডি)।**

বংশের বা সমগ্র পরিবারের মাথা খাওয়া বা পিণ্ড চটকানো।

>অনিষ্টজনক বা নিরর্থক কাজ,—ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশে প্রযুক্ত।

"কেন তারা তো গ্রাম সংগঠন ক'রছে।"

"ওদের গুষ্টির মাথা ক'রছে। কয়েকটি সহুরে বাবু এসেছিলেন এখানে –গণ্ডাদশেক চরকা নিয়ে। সে ক'টা বিলিয়ে দিয়ে বাবুরা চলে গেলেন। সে চরকা যেখানে যাবার সেখানে গেছে—উনোনে। নরেশ—ব্রতী।

**গোসাঘর (ক্রোধাগার)।** আ০ গুস্সা>গোসা=ক্রোধ।

পৌরাণিক ও রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত নির্দিষ্ট কক্ষ বিং, যাহাতে রাজ-পরিবারের বা অভিজাত শ্রেণীর অন্তঃপুরিকা ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশার্থে আশ্রয় লইতেন।

আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষ গুণশালিনী, কিন্ত তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চ্চা করিতেছিলাম, দূরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। 'পরশুরাম'—হনুমানের স্বপ্ন।

**গোস্বামী-মতে পরাহে।**

কোন কোন স্থলে হিন্দু পর্ব বা উপবাসাদির জন্য যে দিন সাধারণভাবে নির্দিষ্ট হয়, বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে তাহা পরদিবস অনুষ্ঠানের বিধান থাকে এবং পঞ্জিকায় নির্দেশ দেওয়া হয়,—'গোস্বামিমতে পরাহে'।

ব্যং নির্দিষ্ট দিবসের পরিবর্তে পরদিবস অনুষ্ঠান পালন।

"কি হে, বউ ভাতের ভোজ হয়ে গেল কাল, তুমি এলে আজ!

"তাতে আর কি ? এ ক্ষেত্রে না হয়, গোস্বামী মতে পরাহে।

**গৌরচন্দ্রিকা।**

গৌরচন্দ্রিকা অর্থে শ্রীগৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয়। কীর্তনে যে রসের গান হইবে, গৌরচন্দ্রিকায় সেই রসাশ্রিত পদ গান করিতে হয়। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে গায়ক অভিসার, মান, বিরহ অথবা রাসলীলা গান করিবেন। এইরূপ পূর্বাভাস থাকে বলিয়া গৌর-চন্দ্রিকার গৌণ অর্থ হইয়াছে সূচনা বা পূর্বাভাস। খগেন্দ্র মিত্র—রস-সাহিত্য ( লীলাকীর্তন )।

কৃষ্ণ-কীর্তনের পালা গীত হইবার প্রারম্ভে উপক্রমণিকা বা মঙ্গলাচরণ।

>আসল কথা উত্থাপন করিবার পূর্বে দীর্ঘ ভূমিকা।

দেবেন বলিল, "অমর কিছু মনে করো না, তোমাকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই! তুমি আমায় যদি আগেকার এখনো অধিকার দাও তবেই সাহস করে—"

বাধা দিয়া অমর সহাস্যে বলিল, "গৌরচন্দ্রিকা রাখ, কীর্ত্তন আরম্ভ কর। কথাটা কি? নিরুপমা দেবী—দিদি।

**গৌরবে বহুবচন।**

ব্যাকরণের নিয়ম বি°—গৌরবজনক পদারূঢ় ব্যক্তি ( শাসনকর্তা, গ্রন্থকার, পত্রিকা-সম্পাদক ই° ) আপনাকে বুঝাইবার জন্য উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করিতে পারেন।

……সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু কাল রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়নো অ্যাঁ?" "বনফুল"—ভীমপলশ্রী।

**গৌরী সেনের টাকা।** দ্র° লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

**গ্রন্থকীট।**

কাগজ কাটা পোকা, যাহা পুস্তকাদির ভিতরে বাস করে।

>যে ব্যক্তি সর্বদা গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত থাকে। বইয়ের পোকা।

তু° A bookworm.

**গ্রাম-সম্পর্ক।** দ্র° গাঁ সুবাদে মুচি মামা।

যাহার সহিত কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই এরূপ স্বগ্রামবাসী ব্যক্তির সহিত প্রীতি বা ঘনিষ্ঠতাসূচক কল্পিত সম্পর্ক।

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।

# ঘ

**ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা।**

লক্ষ০ অপরের বিবাহ স্থির করিতে গিয়া নিজেই সেই কন্যাকে বিবাহ করা।

অপরের কাজ করিতে গিয়া তাহার পরিবর্তে নিজের স্বার্থসিদ্ধি।

**ঘট ( ছুঁচ ) গড়তে পারে না, মেটের ( বন্দুকের ) বায়না নেয়।**

মেটে—জল ই০ রাখিবার বৃহৎ মৃতপাত্র; জালা।

যে সহজ কাজ করিতে অক্ষম তাহার কঠিন কাজ করিবার আকাংক্ষা।

তু০ খুঁয়ে তাঁতির তসরে হাত।

**ঘটা নেই লেঠা আছে।**

ঘটা = আড়ম্বর; জাঁকজমক। লেঠা = ঝংঝাট; আয়োজনের প্রাচুর্য।

যে কাজে বিশেষ আড়ম্বর নাই অথচ প্রচুর আয়োজন করিতে হয়।

গৃহিণী কি একটা ব্রত করবেন তার বাজার করতে বেরিয়েছি। খরচ এমন কিছু বেশী পড়বে না, কিন্তু সব জিনিস খুঁটিয়ে যোগাড় করতেই প্রাণান্ত হবে। ঘটা নেই লেঠা আছে।

**ঘটি-কেনা গঙ্গাস্নান।**

এমন গঙ্গাস্নান যাহার উদ্দেশ্য পুণ্যার্জন নয়, সেই উপলক্ষ্যে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা;—গঙ্গাস্নান গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র।

একটা কাজের উপলক্ষ্যে আরও একটা কাজ করা।

তু০ রথ দেখা কলা বেচা।

**ঘটিচোর।**

কোনো পূর্ববঙ্গবাসী কলিকাতায় নূতন আসিয়া এক চতুর পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাল্লায় পড়িয়াছিল এবং সে ব্যক্তি নবাগতের ঘটিটি লইয়া সরিয়া পড়ে। এই ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মে যে পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রই এই প্রকার প্রতারক বা ঘটিচোর। পশ্চিমবঙ্গের লোক পূর্ববঙ্গবাসীকে যেমন 'বাঙাল' বলিয়া কৌতুক করে, পূর্ববঙ্গবাসিগণ কর্তৃক তাহার পাল্টা জবাব স্বরূপ 'ঘটিচোর' ( সংক্ষেপে ঘটি ) আখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি প্রযুক্ত।

**ঘটিটাই নেয় কি বাটিটাই নেয়।**

গৃহে চোর ঢুকিতে দেখিয়া গৃহস্থ তাহাকে কোনো বাধা না দিয়া নীরবে লক্ষ্য করিতেছে যে চোর কি করে,—ঘটিটাই লইয়া যায় কি বাটিটা।

কোনরূপ বাধা না দিয়া অপরের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া যাওয়া।

নতুন সরকারটি দেখছি বড় বেশী চালাক ; সুবিধের লোক হবে ব'লে মনে হয় না। যাই হোক, এখন কিছু ক'রে কাজ নেই,—দেখা যাক, ঘটিটাই নেয় কি বাটিটাই নেয়।

**ঘটি ভাঙলে কাঁসারী পায়, ঝি বিধবা হ'লে বাপের বাড়ী যায়।**

ঘটি ই০ বাসন ভাঙিয়া গিয়া অব্যবহার্য হইলে তাহা আবার কাঁসারির নিকট বিক্রয় হয়। মেয়ে বিধবা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার আর স্থান হয় না, সে তখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়।

কোনো বস্তু যতক্ষণ ব্যবহারোপযোগী থাকে ততদিনই তাহার আদর। অপ্রয়োজনীয় হইয়া গেলে পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া যায়।

**ঘটির তলায় দিয়ে আটা, যোগেযাগে কাল কাটা।**

ঘটি ফুটা হইয়া গেলে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নূতন ঘটি কিনিতে পারে না, আটা দিয়া ফুটা বন্ধ করিয়া তাহা দ্বারাই কষ্টেসৃষ্টে কাজ চালায়।

দুঃস্থ ব্যক্তির অভাব মোচন হয় না, ক্লেশ সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

**ঘটিরাম।**

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকের কেনারাম ঘোষ নামক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোন মামলার ফরিয়াদীর নাম 'মুচিরাম' না পড়িয়া 'ঘটিরাম' পড়িয়াছিলেন এবং তদবধি 'ঘটিরাম ডেপুটি' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

স্থূলবুদ্ধি আত্মাভিমানী ব্যক্তি।

নগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ...ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্র বাবু 'ঘটিরাম' সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

**ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি,**
**বৈদ্যে নাহি পায় বিধি।** [ প্রভাত—দেশী ও বিলাতী (খালাস)।

রোগ যদি সাংঘাতিক হয়, সারিবার মত নয়, চিকিৎসক তাহার কোনো ব্যবস্থাই করিতে পারে না, তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

স্নেহশীল পিতা শেষে বলিলেন, "তোর তৃপ্তি হয়, ডাক্তার দেখাইব। কিন্তু জানিস, 'ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পায় বিধি।' এই সেই অসাধ্য ব্যাধি।" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্টচক্র।

**ঘটে-পটে পূজা।**

দেব-দেবীর প্রতিমা গড়িয়া পূজা করার পরিবর্তে চিত্র অথবা কেবল-মাত্র ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা। আড়ম্বরশূন্য অনুষ্ঠান।

**ঘড়িক্কে ঘোড়া ছোটে।**

ঘড়ি—সময়ের ক্ষুদ্র অংশ বি০ ; প্রহরের চতুর্থাংশ ( ৪৫ মিনিট )।

(১) দ্রুতগামী ঘোড়া যেমন এই এখানে আছে পরক্ষণে বহু দূরে গিয়া পড়ে; সেইরূপ যাহা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

এ সব রোগ বড় বেয়াড়া,—ঘড়িক্কে ঘোড়া ছোটে ; কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

(২) দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়ার মত অবিবেচক ব্যক্তির তাড়াতাড়ি কাজ সারা।

হিসেব-নিকেসের কাজ একটু ধীরে-সুস্থে বুঝে-সুঝে করতে হয়। অমন ঘড়িক্কে ঘোড়া ছুটিয়ে কি হয় ? তাতে ভুল হবেই তো।

**ঘণ্ট পাকানো।**

ঘন্ট—মোচা বা শাকের সহিত বহুবিধ তরি-তরকারি মিশাইয়া পাক করা ব্যঞ্জন, যাহার উপাদানগুলি এরূপভাবে ঘাঁটিয়া মিশিয়া যায় যে কোনটিকে পৃথক করিয়া চেনা যায় না।

লক্ষ০ কোনো বস্তু বা ব্যাপারকে অত্যন্ত জটীল করিয়া তোলা।

দোকানের হিসেব-পত্র সব এমন ঘন্ট পাকিয়ে রেখেছ যে, তা থেকে কিছুই উদ্ধার করা যায় না।

**ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতু ( ষষ্ঠী ) পূজোয় ঢাক!**

দুর্গাপূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহার জন্য কোনও বাদ্যের ব্যবস্থা হইল না, অথচ সাধারণ ইতু বা ষষ্ঠী পূজা উপলক্ষ্যে ঢাক বাজানো হইল !

লক্ষ০ যে কার্যের যেরূপ আয়োজন করা উচিত তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করা।

**ঘণ্টার গরুড় যথা ( + কণ্ঠাগত প্রাণ )।**

(১) গরুড় পক্ষিকুলের শ্রেষ্ঠ;—যেমন বিশালকায় তেমনই অসীম শক্তিশালী এবং বিষ্ণুর বাহন। কিন্তু দেবপূজায় বাজাইবার ঘন্টার হাতলের উপর যে গরুড়মূর্তি থাকে তাহা গরুড়ের ক্ষুদ্র নির্জীব প্রতিকৃতি মাত্র,—কিছুই করিতে পারে না।

>সর্বদা করযোড়ে বসিয়া থাকে এরূপ অক্ষম খোসামুদে ব্যক্তি।

ক্রমে অষ্টপ্রহর ঘন্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত হাঁটাহাঁটী ও হাজিরের পর দু চারখানা সই সুপারিশও হস্তগত হল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

(২) ঘন্টার গরুড় কানের নিকট ঘন্টার তীক্ষ্ণধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, অথচ নিষ্কৃতির কোনও উপায় নাই।

লক্ষ০ যে অহরহ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

**ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা।**

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট বস্তু অল্প হইলেও নিকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

**ঘর আর বর,—মাঘ-ফাগুনে কর্।**

গৃহ নির্মাণ ও কন্যার বিবাহ দিবার উপযুক্ত সময় শীতকাল, যখন আবহাওয়া ভালো থাকে এবং পরিশ্রম করিতে ক্লেশ হয় না।

**ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গেও ঝগড়া হয়।**

লক্ষ০ পরিজনগণের সহিত একত্র বাস করিতে হইলে তাহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে মতান্তর ও বিবাদ হওয়া স্বাভাবিক।

**ঘর করা।**

বিবাহিতা নারীর স্বামীগৃহে বাস করিয়া সংসার-ধর্ম পালন।

শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছর রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়।

[ শরৎ—রামের সুমতি।

**ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর।** (হি০)

ঘরে পোষা মুরগী মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যিকার ডাল ভাত খাচ্ছে। সৈয়দ মুজতবা আলী—ময়ূরকণ্ঠী।

লক্ষ০ অতি-পরিচয়ের ফলে উৎকৃষ্টও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

—পড়বার নাম ক'রে (গৌড় থেকে) এখানে এসে দিন নাই রাত নাই, পাহাড়ী মেয়েগুলোর সঙ্গে নাগরপনা করা!

—ওদের দেশে কি মেয়ে নেই?

—আরে ভাই ঐ যে কথায় বলে—'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।' তাদের মুখে কাশ্মীরী নাশপাতি গৌড়ী আমের চেয়ে অনেক মধুর!

[ প্রমথনাথ বিশী—ধনেপাতা।

**"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর;**
**পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"** (চণ্ডীদাস)

পরের সহিত এতদূর প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হওয়া যে আপন-পর বলিয়া কোনো প্রভেদ না থাকা।

বধূ পরের মেয়ে···একটুখানি স্নেহ মমতার সিঞ্চনে তাহার শ্রমক্লান্তি

অপনোদন করিতে চাও, দেখিবে…সেই-ই একদিন 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর' বলিতে পারিবে।

**ঘর-চোরে পার নেই।**　　[ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

বাহিরের লোক আসিয়া চুরি করিলে তাহা রোধ করা যায়, কিন্তু ঘরের লোক চুরি করিলে তাহার হাত হইতে নিস্তার নাই।

**ঘর-জামাই আধা চাকর, সর্বলোকে বলে ;**
**বাপ-দাদার নাম নেই, ফলনার জামাই বলে।**

ক্ষে° পা° ঘর-জামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফলনার জামাই।

ঘরজামাই শ্বশুরালয়ে তাহার প্রাপ্য আদর-সম্মান পায় না। সে ভৃত্য ও কুপোষ্যগণের সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার পিতৃকুলের নামে পরিচিত না হইয়া শ্বশুরের নামেই পরিচিত হয়।

**ঘর-জামাইয়ের পোড়ার মুখ ; মরা বাঁচা সমান সুখ।**

ঘর-জামাইকে সকলে অবজ্ঞা করে; তাহার জীবনে কোনও সুখ নাই।

**ঘর-জামাই 'সোয়ামী' যার ; কানের সোনা নিন্দে তার।** (মেয়েলী)

যে নারীর স্বামী শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া বাস করে, তাহার ক্ষুদ্র অলংকারটিও তাহার আত্মগ্লানির হেতু হয়। কারণ সে কখনই ভুলিতে পারে না যে তাহার স্বামী এত হীন যে পত্নীকে এই সামান্য অলংকারটিও দিতে পারে না, ইহা তাহার পিতাই তাহাকে দিয়াছে।

ঘর-জামাইয়ের পত্নী সর্বদা দারুণ মনকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

**ঘর-জ্বালানে, পর-ভুলানে।**

যে ব্যক্তি স্বগৃহের পরিজনবর্গের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হয়, কিন্তু বাহিরের লোককে তুষ্ট করিতে পটু।

**ঘর তুলতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি।**

মাটির ঘর তৈয়ারি করিতে তাহার চাল ছাইবার জন্য দড়ি অপরিহার্য। সেইরূপ বিবাহ করিতে গেলে তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের একান্ত প্রয়োজন। তবে বিবাহে বরপণ পাইলে অবশ্য এ কথা খাটে না।

যে কোনো কার্য করিতে গেলেই আনুষঙ্গিক উপকরণ অপরিহার্য।

তু° ঘর কর ঘর কর, সত্তর বলা সির কর।

**ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।**

বাবুই পাখী অতি সুন্দর বাসা তৈয়ারি করিতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির সময় সে বাসার ভিতরে আশ্রয় না লইয়া বাহিরে বসিয়া ভিজিতে থাকে।

লক্ষ° নির্বোধ ব্যক্তি ক্লেশ নিবারণের উপায় থাকিতেও কষ্ট সহ্য করে।

**ঘর দেখে দেয় আর বর দেখে দেয়।**

কন্যার বিবাহ দিবার সময় পাত্রের বংশ-মর্যাদা ও বিষয় সম্পত্তি দেখিয়া নির্বাচন করা উচিত, অথবা পাত্রের *নিজস্ব* যোগ্যতা দেখিয়া।

**ঘর নেই যার, আগুনে কি ভয় তার?**

দ্র° নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

**ঘর নোংরা দোর বাসি, গিন্নী করেন পঞ্চগ্রাসী।**

পঞ্চগ্রাসী—দিনান্তে পঞ্চগ্রাস মাত্র অন্ন ভোজন করার ব্রত।

ঘরে বাসী পাট হয় না, অথচ গৃহকর্ত্রী পুণ্যার্জনে রত।

>শুদ্ধাচার নাই, কেবল বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যার্জনের প্রয়াস।

তু° अन्दर छूत नहीं, बाहर दूर दूर।

**ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।**

যে গরুর গোয়ালঘরে একবার আগুন লাগিয়াছে, সে আকাশে লাল মেঘ দেখিলে তাহাকে আগুনের লাল শিখা ভ্রমে ভীত হয়।

লক্ষ° যে একবার কোনো বিপদে পড়িয়াছে সে ভয়ের কোনো কারণ না থাকিলেও অনুরূপ কিছু দেখিলেই ভয় পাইয়া যায়।

ক্ষে° ঘর-পোড়া গরু—যাহার বিপদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

সেবার বুদ্ধির দোষে পাঁচশ' টাকা লোকসান দিয়েছিলেম। এবার রসিদ নিয়ে তবে টাকা দিয়েছি। ঘরপোড়া গরু,—আর কি অমন কাঁচা কাজ করি।'

তু° চূণ খেয়ে গাল পুড়লে দই দেখেও ভয় হয়।

পাণৌ পয়সা দগ্ধে তক্রং ফুৎকৃত্য পামরাঃ পিবন্তি।

अत्तास कुत्ता बत्तास भुकै।

The burnt child dreads the fire.

**ঘরপোড়া বাঁশ ( কাঠ ),—যথা লাভ!**

আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িয়া গেলে তাহা হইতে চালের দু'চারখানা বাঁশ বা কাঠ বাহির করিয়া লইতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট লাভ।

লক্ষ° গুরুতর ক্ষতির মধ্য হইতে যতটুকু উদ্ধার করা যায়,তাহাই লাভ।

মাসে হাজার টাকা হলে আমার এক রকম চলে যাবে। বউ-রাণীকে বিয়ে করতে পারতাম,—ষোল আনার মালিক হতাম। তা যখন হল না—এই হলেই বাঁচি। ঘরপোড়া বাঁশ যথা লাভ! প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

তু° ভরাডুবির মুষ্টিলাভ।

आग लगन्ते झोंपडा, जो निकले सो सार।

To make the best of a bad bargain.

**ঘর বাঁধবে খাটো, গরু কিনবে ছোটো,**
**বিয়ে করবে কালো;—তাই গৃহস্থের ভালো।**

ঘর ছোটো হইলে মজবুত হয়, দেওয়াল বা চাল শীঘ্র পড়িয়া যায় না। গরু ছোটো হইলে অল্প খায়; বধূ কালো হইলে তাহার রূপের গর্ব না থাকায় নম্র ও বাধ্য হয়;—গৃহস্থের পক্ষে এইগুলিই বাঞ্ছনীয়।

>সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহার্য সামগ্রী উৎকৃষ্ট না হওয়াই মঙ্গলজনক।

**ঘর-বার করা।**

কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে গৃহ হইতে বাহিরে ঘন ঘন যাতায়াত করা।

এত রাত হয়ে গেলো, তবু ফিরছি না দেখে নিশ্চয়ই সে ঘর-বার করতে সুরু করে দিয়েছে। অচিন্ত্য—নেপথ্য।

**ঘর ভাঙা।**

পরিজনগণের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করিয়া পারিবারিক ঐক্য নষ্ট করা।

দূর সম্পর্কের অনাথা পিসীকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে কি ভুলই করেছিলুম! এখন দেখছি তিনি একটি ঘর ভাঙবার আঁদি।

**ঘরমুখো বাঙালী, আর রণমুখো সেপাই।**

সৈনিক যখন যুদ্ধ করিতে যায়, তখন তাহার যেমন গতিরোধ করা যায় না, গৃহে যাইবার সময় বাঙালীও সেইরূপ কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না।

ঘরের প্রতি বাঙালীর প্রবল টান।

"কাল কলেজ বন্ধ হবে—কালই রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী যাব।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন? বাড়ী যাইতে এক দিনও বুঝি তর সয় না।"

"জানেনই ত বাড়ীমুখো বাঙগালী, আর রণমুখো সেপাই।"

[ যতীন্দ্রমোহন সিংহ—ধ্রুবতারা।

**ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট।**

রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত যোগদান করিয়া সমুদায় গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গৃহশত্রুর দ্বারাই রাবণের সর্বনাশ ঘটিয়াছিল।

>গৃহশত্রুই বিনাশের প্রধান কারণ হয়।

তুং ঘরকা ভেদী লংকা ঢায়।

**"ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ।"** জ্ঞানদাস—পদাবলী।

অন্তঃপুরচারিণী নারী, যে কখনও গৃহের বাহির হয় না, গৃহের আঙিনা পর্যন্ত তাহার পক্ষে বহু দূরবর্তী ও বিপদসংকুল স্থান মনে হয়।

অবরোধবাসিণী ভীরু অবলা নারী।

**ঘরামির চাল ছেঁদা। ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যি-বউয়ের নিত্য জ্বর।**

ঘরামি অপরের ঘর ছাইয়া থাকে, কিন্তু নিজের ঘরে নূতন চাল দিতে বা জীর্ণ চাল মেরামত করিতে পারে না। বৈদ্যের অবস্থাও তদ্রূপ।

লক্ষ০ যে পরের কার্য করে সে প্রায় নিজের কার্যে অবহেলা করে।

তু০ Physician, heal thyself.

**ঘরে আখা বাইরে রান্ধে, অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে,**
**ঘন ঘন চাহে উলটি ঘাড়,—এ গৃহিণীতে ঘর উজাড়।** (ডাক)

যে গৃহস্থ-বধূ রান্নাঘর থাকিতেও বাহিরে রান্না করে, পাতলা চুল ফুলাইয়া বাঁধিয়া মুখের শোভা বৃদ্ধি করে সে দুশ্চরিত্রা।

**ঘরে আগুন দিয়ে খাড়ু দেখানো।** (মেয়েলী)

হাতের নূতন খাড়ু প্রতিবেশিনীদের নজরে পড়িল না দেখিয়া বধূ নিজে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া আগুন দেখাইতে গেলে, তবে খাড়ুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল।

লক্ষ০ নিজের অনিষ্ট করিয়াও সৌভাগ্য প্রচারের প্রয়াস।

তু০. घर जल गया तब चुड़ियाँ पूछीं।

**ঘরে আছে কি বা সুখ, পোষ মাসেও ভাতের দুখ।**

পৌষ মাসে নূতন ফসল ঘরে উঠিলে গৃহস্থ মাত্রেরই অবস্থা সচ্ছল হয়। সে সময়েও অন্নাভাব থাকিলে ঘোর দুরদৃষ্ট।

**ঘরেও খাবে না, না ডাকলেও যাবে না।**

খাতির করিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যাইবে এই ভরসায় কিছু না খাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা।

মিথ্যা আত্মাভিমানের জন্য ক্লেশ ভোগ করা।

**ঘরেও ঢোকে পাও কাঁপে।**

লক্ষ০ কুকর্ম করিবার প্রবল ইচ্ছা আছে, অথচ ভয়ও আছে।

**ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণ ধরি।**

নিজের ঘরে চুরি হইলে দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় এই ভাবিয়া যে, চুরি অনেকের ঘরেই হয়।

যে বিপদ অনেকেরই ঘটে, তাহা সহজেই সহ্য হইয়া যায়।

**ঘরে থাকতে নানা নিধি, খেতে দেয় না দারুণ বিধি।**

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপ।—গৃহে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও অদৃষ্টের দোষে কিছুই খাইতে পায় না।

**'ঘরে' নেই ইন্দী, ভজরে গোবিন্দি !** ইন্দিরা>ইন্দী = লক্ষ্মীশ্রী।

যাহার নিতান্ত দৈন্যদশা, তাহার সংসার চিন্তা ছাড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কালাতিপাত করা শোভা পায় না।

লক্ষ০ নিজের যোগ্যতার অতিরিক্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্য করা।

**ঘরে নেই খড়, ঢেঁকশালে পরচালা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ ছপ্পর পর ফুস নহীঁ ড্যোঢ়ীপর নক্কারা।

**ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।**

নিঃস্ব ব্যক্তির মিথ্যা ঐশ্বর্য-গর্ব।

**ঘরে নেই চাউল-পাত, চড়িয়ে দে ঘি ভাত।**

বিনা আয়োজনে উৎকৃষ্ট বস্তুর জন্য ফরমাইস।

তু০ কমানী ন পহিয়া, গাড়ী জোত মরে ভঁয়া।

**ঘরে নেই যা, ছেলে চায় তা।**

যে বস্তু গৃহে নাই, অবুঝ ছেলে তাহারই জন্য বায়না ধরে।

লক্ষ০ কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির অসংগত দাবী।

তু০ ঘরমেঁ নহীঁ বূর, বেটা মাংগে মোতীচূর।

**ঘরে ব'সে করি কি, দাদার পাছে পেয়াদা দি'।**

যে অলস জীবন যাপন করে, সে সময় কাটাইবার জন্য আর কোনো কাজ খুঁজিয়া না পাইয়া দাদার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া পেয়াদা লাগাইয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করে।

লক্ষ০ বেকার লোক যে কোনও অপকর্ম করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না।

তু০ An idle brain is the devil's workshop.

**ঘরে-বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণ-ভজন।**

যে আপন-পর সকলের সহিত সমান ব্যবহার করে এরূপ সরল প্রকৃতির সমদর্শী লোকই ঈশ্বরের ভজনা করিবার যোগ্য।

**ঘরে ভাত না থাকলে (দায়ে ঠেকলে) শালগ্রামের সোণা বেচে খায়।**

অভাবের সময় গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলায় জড়িত ক্ষুদ্র সোণার পাত-টুকুও বিক্রয় করিতে হয়।

>অভাবে পড়িলে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না।

**ঘরে ভাত নেই, দোয়ারে চাঁদোয়া ( বাইরে রোশনাই )।**

লক্ষ০ নিঃস্ব ব্যক্তির বাহিরে জাঁকজমক।

**ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই।**

অমায়িক ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও অভ্যাগতের যথোচিত আদর-যত্ন করে।

**ঘরের ইঁদুর কাটে বেড়, কেউ কখনো পায় না টের।**

ঘরের ইঁদুর মরাইয়ের বেড় কাটিয়া ধান খায়, সকলে মনে করে বাহির হইতে কেহ আসিয়া চুরি করিয়াছে, অথচ কাহাকেও ধরা যায় না।

লক্ষ০ ঘরের লোকে লুকাইয়া অনিষ্ট করিলে ধরা যায় না।

তু০ ঘর-চোরে পার নেই।

**ঘরের কড়ি দিয়ে ডুবে মরা।**

আত্মহত্যা করিবার জন্য নৌকা ভাড়া করিয়া গিয়া নদীর জলে পড়া।

লক্ষ০ নিজের অনিষ্ট সাধনের জন্যও অর্থব্যয় করার মূঢ়তা।

**ঘরের কোণের ভাঙা হাঁড়ি।**

অতি পুরাতন অকেজো ভাঙা হাঁড়ি যাহা ঘরের এক ধারে পড়িয়া থাকে বলিয়া সব কিছুই দেখে, সব খবরই রাখে।

লক্ষ০ সংসারের এমন একজন পরিজন যাহার দ্বারা কোনও উপকার হয় না; কিন্তু গৃহছিদ্র প্রকাশ করিতে পটু।

নিলু···চেঁচিয়ে উঠলো, মা দ্যাখো দাদা কি ক'রছে। জিতেনের মা—দিদি তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেন। "ঘরের কোণের ভাঙা হাঁড়ি বলে আমি সব জানি। আপনি থামুন তো।" কিন্তু নিলুকে কি থামানো যায়? সতীনাথ ভাদুড়ি—জাগরী

**ঘরের ( +ভাত ) খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।**

বন্য মহিষ যাহাতে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিতে না পারে সেজন্য তাড়াইয়া বেড়ানো; অথচ সেই শ্রমসাধ্য কার্যের জন্য কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়া।

লক্ষ০ বিনা পারিশ্রমিকে পরের জন্য বাজে খাটুনি খাটা।

তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে কেহ পারিতেছে না। [ শরৎ—পল্লী-সমাজ

**ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না।**

গরু যেখানে থাকে তাহার নিকটে যে ঘাস জন্মে তাহা তাহার ভালো লাগে না,—দূর মাঠে গিয়া চরিয়া খাইতে ভালবাসে।

>নিজের চেয়ে পরের জিনিষ বেশী ভালো লাগে।

**ঘরের গাছা, পেটের বাছা।** ( মেয়েলী )

নিজের গর্ভজাত সন্তানের নিকট যেমন সেবা পাওয়া যায়, সেইরূপ গৃহ-সংলগ্ন গাছপালা দ্বারা গৃহস্থের অনেক উপকার হয়।

**ঘরের গুণ, মেঝের মাটি,—যে আসে সে বিয়োয় বেটী।** ( মেয়েলী )

পুত্রদের বিবাহ দিয়া যে সকল বধূকে গৃহে আনা হয় তাহারা সকলেই কন্যা প্রসব করিলে এইরূপ ধারণা জন্মে যে গৃহের দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে। লক্ষ০ স্থান-মাহাত্ম্য।

তু০ জ্বরো ভিটায় তোলে ঘর; যে আসে তারই জ্বর।

**ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা।**

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বদেশে বা স্বগৃহে ফিরিয়া শান্তিলাভ করা।

সদানন্দ বলিয়া চলিলেন—"রাওলপিন্ডিতে কনট্রাক্টরি করে বেশ দু' পয়সা রোজগার করা গিয়েছিল।…কিন্তু সেখানে আর গতিক সুবিধা নয়। বাঙালীর যে খাতির ছিল তা' ত নেই-ই, বরং সকলে ভয় করে, সন্দেহ করে। তাই ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা গেল।"

**ঘরের ঢেঁকি কুমীর!** সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়! (দুই বন্ধু)

নিজের ঘরের আশ্রিত নিরীহ ঢেঁকি, যাহা নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে এবং লাথির আঘাতে উঠানামা করে সেই হীন জড়পদার্থের কুমীর-রূপ ধারণ করিয়া গৃহস্থের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা।

লক্ষ০ পরিজনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি শত্রুতে পরিণত হয়।

এত সব মামলা-ফ্যাসাদ বাধিয়েছে কে? আমারই উপযুক্ত ভাই-পো। ঘরের ঢেঁকি কুমীর না হলে আর এতদূর হয়?

তু০ অস্তীনকা সাঁপ।

**ঘরের বালাই বুড়ী, পেটের বালাই মুড়ি।**

বুড়ীরা নানারূপে পরিজনগণের ক্লেশের হেতু হইয়া থাকে, তাহার ফলে পারিবারিক অশান্তি জন্মে। সেইরূপ মুড়ি পেটের পীড়াদায়ক।

**ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেঁকে ব'সে।**

শকুনিকে গৃহে আশ্রয় দিলে সে তাহার প্রতিদানে গৃহস্থের গরু কবে মরিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

লক্ষ০ অনিষ্টকারীর উপকার করিলেও সে অনিষ্টচিন্তা হইতে কদাচ বিরত হয় না।

**ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাওয়া।**

কাহারো উপর ক্রোধ হইলে যদি তাহার কোনো অনিষ্ট করিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে নিজের ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাওয়া ছাড়া রাগ দেখাইবার জন্য আর কিছু করা সম্ভব হয় না।

লক্ষ০ নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করা।

সেকালের মত এখন আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে না। উহার মধ্যে দুই চারিটী মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটী দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন। ত্রৈলোক্য মুখো০—নয়নচাঁদের ব্যবসা।

**ঘরের মা ভাত পায় না, পরের তরে মাথাব্যথা।**

যে নিজের মাতাকে খাইতে দেয় না, পরহিতৈষণা তাহার সাজে না।

তু০ पराये पीरको मलीदा, घरके देवताको धतुरा।

**ঘরের শত্রু বরযাত্রী।**

পূর্বকালে বরযাত্রগণ বিবাহ-বাটীতে গিয়া উচ্ছৃংখল আচরণে কন্যাপক্ষকে নানারূপে ক্লেশ দিত। ফলে কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত, এমন কি কোন কোন স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাইত। এইরূপে বরযাত্রগণ প্রকারান্তরে বরপক্ষের শত্রুতা সাধনই করিত।

স্বপক্ষের লোক অনেক সময়ে কার্যতঃ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

**ঘরের শত্রু বিভীষণ।** দ্র০ ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

পদ্মাবতী বললে, তোমাকে সময় মত টাকা আমি পাঠাতে পারি নি। এত লোকজনের মাঝখানে লুকিয়ে পাঠানো খুবই শক্ত। তাছাড়া অজিত আজকাল বড় হয়েছে, সব হিসেব রাখতে শিখেছে।

চোখ পাকিয়ে সুরবালা বললেন, তাহ'লে বল তোমার পেটের ছেলেই এখন ঘরের শত্তুর বিভীষণ? প্রবোধ সান্যাল—শ্যামলীর স্বপ্ন।

**ঘরে সোয়ামী, বাহিরে বইসে, চারিপাশে চায় মুচকি হেসে;—**
**হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস, তার কেন জীবনের আশ?** (ডাক)

যাহার পত্নী দুশ্চরিত্রা তাহার জীবন-সংশয় ঘটিতে পারে।

**ঘষতে ঘষতে ক্ষয়, লড়তে লড়তে জয়।**

কোনো কাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে করিতে তাহার ফল পাওয়া যায়।

**ঘ'ষে-মেজে রূপ আর ধ'রে-বেঁধে সোহাগ (পিরীত)।**

কুৎসিত ব্যক্তি নিজের দেহ ঘষিয়া মাজিয়া যতই পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করুক সুন্দর হইতে পারে না। সেইরূপ যে ভালবাসে না, জবরদস্তি করিয়া তাহার ভালবাসা লাভ করা যায় না।

লক্ষ০ কেবল শক্তি প্রয়োগে অভীষ্ট বস্তু লাভ হয় না।

জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়?

[ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**ঘাঁটি আগলানো ( দেওয়া )।**

হি০ ঘাটি (পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ গিরিপথ ( mountain pass) >ঘাঁটি = প্রবেশপথ।

যাতায়াত বন্ধ করিবার জন্য প্রবেশপথ অবরোধ করিয়া রাখা। কোনো কার্যে বাধাস্বরূপ হওয়া।

সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল। হাঁ আমি ডাকাতি করেছি। মৌলিক-ঘোষ পাড়ায় দোকানীর বাড়ীতে যে ডাকাত পড়েছিল—তাতে আমি ছিলাম। বাড়ীতে ঢুকি নাই, ঘাঁটি আগলেছি। তারাশঙ্কর—পঞ্চগ্রাম।

**ঘাটে এসে তরী (না') ডোবানো।**

নির্বিঘ্নে নদী পার হইয়া ঘাটে পেঁছিবার পর নৌকা ডুবিয়া যাওয়া।

লক্ষ০ বহু চেষ্টার পর কার্য সফল হইবার প্রাক্কালে পণ্ড করিয়া ফেলা।

**ঘাটের না' ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে।**

যাত্রী পার করিবার জন্য ঘাটে নৌকা লাগাইয়া মাঝি সরিয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ০ আশা দিয়া নিরাশ করা।

**ঘাটের মড়া।**

এত বৃদ্ধ যে মনে হয় মরিয়া গিয়াছে এবং ঘাটে দাহ করিতে আনা হইয়াছে।

"আমার বাবা সব জেনে শুনে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন।" "বনফুল"—তৃণখণ্ড।

**ঘাটের লাথি, হাটের কিল,—যার কপালে যেমন মিল।**

যাহাদের অদৃষ্টে কষ্ট আছে, তাহারা নানা ভাবে তাহা সহ্য করিতে বাধ্য হয়;—কেহ ঘাটে স্নান করিতে গিয়া অপরের লাথি খায়, কেহ হাটে গিয়া ভীড়ের মধ্যে কিল-গুঁতা খায়।

লক্ষ০ অদৃষ্টে কষ্ট থাকিলে কোন না কোন ভাবে ভুগিতে হয়।

**ঘাড় করবে, যাবে ইং।**

নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য না করিলে ঘাড় ধরিয়া ( জোর করিয়া ) সেই কার্য করিতে বাধ্য করা। অবস্থাগতিকে কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া।

হেমা কহিল, "তা কি হয়? নূতন এসেছে, হঠাৎ তোর এখানে আসবে কেন?"

নলিনী কহিল, "আমিই বা তবে যাব কেন?"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "তোর ঘাড় যাবে, এই আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।" শরৎ—কাশীনাথ ( বোঝা )।

**ঘাড় কেন কাত ? না, ঐ এক জাত।**

একরোখা স্বভাবের লোক যদি কোনো কথায় ঘাড় হেলাইয়া অসম্মতি জানায়, কিছুতেই তাহার ঘাড় সোজা হয় না,—মতের পরিবর্তন হয় না।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা কোনো কথায় কর্ণপাত করে না।

**ঘাড়ে ভূত চাপা।**

ভূত-প্রেত যথেচ্ছাচারী ও অনিষ্টকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা যাহার উপর ভর করে সেও অনুরূপ আচরণ করে।

>দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যথেচ্ছাচারিতা করা।

এতক্ষণ বাড়ীতেই ছিল, হঠাৎ কেন যে ঘাড়ে ভূত চাপলো, বেরিয়ে গিয়ে পাড়ায় একটা হাঙগামা বাধিয়ে বসলো।

**ঘাড়ের উপর যাওয়া।**

অপরের ঘাড়ের উপর উঠিয়া তাহার অপেক্ষা উচ্চতায় বড়ো হওয়া।

অপরকে অতিক্রম করা।

তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সেকালের ভট্টাচার্য্যরা সেরূপ ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসু—সেকাল ও একাল।

**ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।**

জ্বর কমিবার সময় দেহে প্রচুর ঘাম হইলে শীঘ্রই জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং রোগী আরাম বোধ করে।

>বিপদ কাটিয়া গিয়া স্বস্তিবোধ হওয়া।

পিরীত গেছে পাপ গেছে।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল,
ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ॥

রাম বসু—কবির গান।

**ঘা শুখোলেও চিন্ থাকে।**

লক্ষ০ বিপদ কাটিয়া গেলেও দেহের বা মনের গ্লানি থাকিয়া যায়।

**ঘাস কাটা।**

নির্বোধের মত বাজে কাজ করা বা নিষ্ক্রীয় হইয়া থাকা।

"রাজি ত হতেও পারে ?

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন—"যদি রাজি হয় তবে তুমি যাচ্ছ কি ঘাস কাটতে ? এমনভাবে কথা কইবে যাতে সে কোন মতে রাজি না হয়।"।

[ প্রভাত—রমাসুন্দরী।

**ঘাস খাওয়া। ঘাসে মুখ দিয়ে চলা।**

তৃণভোজী নির্বোধ পশুর মতো কোনো কথা বুঝিতে না পারা।

মেজবৌ অধিকতর কঠোর স্বরে কহিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। শরৎ—নিষ্কৃতি।

**ঘাসের বিচি খাওয়া।**

ধান এক প্রকার ঘাসজাতীয় গাছের বীজ বা ফল।

ব্যং চাউল (ভাত) ভোজন করা, যাহা বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্য।

সুবোধ বলিল, "জান মা, ওরাই বলে ধান গাছের তক্তায় দোর জানালা হয়।"

মা বলিলেন; "নে বাপু রঙ্গ রাখ। ওরা ঘাস খায় কিনা।"

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঘাস না খাক, ওর বিচি যে ওরা খায়—একথা হলপ করে বলতে পারি। রামপদ মুখো॰—প্রেম ও পৃথিবী।

**ঘি আতুড়, ঘোল ঢাকা।**

লক্ষ॰ ভালো জিনিসের অবহেলা করিয়া নিকৃষ্ট জিনিষের যত্ন করা।

**ঘি খেয়ে ছেলে ঊনায়; কুঁড়ো খেয়ে ছেলে দুনায়।**

ঊন (ন্যূন)>ক্রি॰ ঊনায় = শীর্ণ হয়। দুনায়—দ্বিগুণ হয়।

ঘৃত ই॰ পুষ্টিকর অথচ দুষ্পাচ্য খাদ্য অধিক খাওয়াইলে তাহা পরিপাক করিতে না পারিয়া ছোট ছেলেদের স্বাস্থ্যহানি হয়; পক্ষান্তরে সুলভ ও সহজপাচ্য খাদ্য খাইলে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

**ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাতা, তবু না যায় তার জাতের জাতা।**

নিমপাতার তিক্ত আস্বাদ ঘৃতের সংযোগেও দূর হয় না।

লক্ষ॰ জাতীয় স্বভাব বা ধর্মের পরিবর্তন হয় না।

তু॰ পয়সা সিঞ্চিতং নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে।

নীম न मिठी होय सींच गुड़ घी से।

**ঘিভাত।**

ঘিয়ে রাঁধা ভাত (মধ্যপদ॰ কর্ম॰)।

ঘৃত ও মশলাদি সহযোগে পাক করা অন্ন। নিরামিষ পলান্ন।

ঘরে হঠাৎ একটা কুটুম এলে দুটি ঘিভাত ক'রে দিয়ে তার সমাদর করা খুব সহজেই হয়ে যায়।

**ঘি-ভাত।** ঘি ও ভাত (দ্বন্দ্ব)।

ঘি দিয়া মাখা ভাত।

**ঘিয়ে-ভাজা কুকুর।**

কুকুরের পেটে ঘি সয় না (দ্রঃ)। তাই রোগ বা বার্ধক্যবশতঃ কুকুরের গায়ের লোম ঝরিয়া গিয়া দেখিতে কুৎসিত হইলে অনুমান করা হয় যে অত্যধিক ঘি খাইয়া তাহার এই অবস্থা হইয়াছে। অথবা (ব্যং) কল্পনা করা যায় যে তাহাকে ঘি দিয়া ভাজার জন্য গায়ের লোম পুড়িয়া গিয়াছে।

লোমহীন কদাকার কুকুর।

**ঘুঁটে-কাঠ কুড়ুতে গেনু, মহীপালের গান পেনু।**

দ্রং ধান ভানতে মহীপালের গান।

দুঃখিনী নারী উনান জ্বালিবার জন্য ঘুঁটে ও কাঠকুটা কুড়াইতে গিয়া একস্থানে মহীপালের গান হইতেছে দেখিয়া সেইখানেই রহিয়া গেল।

কোনো কাজ করিতে গিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া।

**ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা, ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল (চন্দনবিলাস), উড়ুনী গায়ে।**

অতি হীন ব্যক্তির মিথ্যা প্রাধান্য প্রচারের চেষ্টা।

আবু। ও বাবা! এ ত পাগলা গারদ। আমি ব্যাটাও ত পাগল। ঘুঁটেকুড়োনীর ব্যাটা সদর নায়েব। কোথা আবু হোসেন, না বাদসাই চাল চালছি। গিরিশ—আবু হোসেন।

তুং মা করে কটৌনী পিসৌনী, বেটবাকা নাম সম্পত্র রায়।

**ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটী পেলে রাজপুত্তুর বর,**
**মুড়ি-মুড়কি দেখে বলে—কোন গাছের ফল?**

নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে যে হঠাৎ বড়ো হয় সে তাহার পূর্বাবস্থা গোপন করিবার আগ্রহে আভিজাত্যের পরিচায়ক অসংগত ব্যবহার করে।

তুং চালতা-বেচুনী দোলায় চড়ে,
কোথায় কোন দেশ জিজ্ঞাস করে।

**ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, (+তোর দিন গেছে, মোর দিন আছে)।**

গোবর এবং ঘুঁটে একই পদার্থ, কেবল অবস্থার প্রভেদ। গোবর শুকাইয়া ঘুঁটে হইলে তাহা পুড়ানো হয়। কাঁচা গোবর তাহা দেখিয়া এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে ঘুঁটের সর্বনাশ হইতেছে, কিন্তু সে বেশ সুখে আছে এবং থাকিবে। গোবরেরও যে এক সময়ে এই অবস্থাই ঘটিবে তাহা সে ভাবে না।

নিজের ভবিষ্যৎ দুর্দশার চিন্তা না করিয়া অপরের বিপদে উল্লাস।

বিনা দোষে আমার মাইনে কাটা গেছে বলে তোমরা খুব হাসাহাসি করছো। কিন্তু মনে রেখো—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

তুং গহুরী জলে, গোবর হঁসে।

**ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি !**

মাঠে ঘুঘু পাখীদের মনের সুখে বিচরণ করিতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছ ; কিন্তু ঘুঘু ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতা আছে এবং তাহাতে পড়িয়া ঘুঘুদের যে কি অবস্থা হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

লক্ষ০ ভবিষ্যতে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা না করা।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; "বাছাধন, ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখনো হয়েছে কি ? আগে জেলে যাউন, তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁতি থাকবে না।" তারক গঙ্গো০—স্বর্ণলতা।

**ঘুম নেই রোগীর আর ভোগীর ( যোগীর )।**

রোগ-যন্ত্রণার জন্য রোগীর নিদ্রা হয় না। ভোগ-বিলাসে মত্ত ব্যক্তিরও নিদ্রা হয় না। আর নিদ্রা নাই নিদ্রাজয়ী যোগ-সাধকের।

সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেরই স্বাভাবিক ঘুম হইয়া থাকে।

**ঘুমন্ত বাঘ জাগিও ( চেতিও ) না।**

বাঘ যতক্ষণ ঘুমাইয়া থাকে ততক্ষণই সকলে নিরাপদ। তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক জাগাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা মূর্খতা।

লক্ষ০ অত্যাচারী বা ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা বিপজ্জনক।

খোকাবাবু যে কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেননি তা কর্তাবাবু জানেন না। খবরদার, এ কথা যেন তাঁর কানে না ওঠে। ঘুমন্ত বাঘ জাগাসনি।

তু০ Rouse not the sleeping lion.

**ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না।**

উদ্যোগ ও শ্রম ব্যতিরেকে কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না।

তু০ ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

The sleeping fox catches no poultry.

**ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী।**

শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য মৃদুস্বরে যে ঘুমপাড়ানিয়া গান গীত হয় তাহাতে শিশুর যে কল্পিত নিদ্রাদায়িনী মাসী ও পিসীকে আহ্বান করা হয়। যথা—ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী, আমাদের বাড়ী এসো ;
আমাদের বাড়ী পিঁড়ি নেই, খোকার চোখে বসো।

**ঘুম হচ্ছে না!**

দুশ্চিন্তাবশতঃ ঘুমাইতে না পারা।

ব্য০ আগ্রহের অভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত।

"দেশে কি তোমার খুড়ো মশায়কে চিঠি লিখব আমরা ?"

"না কিছু দরকার নেই। আমার জন্যে ত ভেবে ভেবে তাঁদের ঘুম হচ্ছে না কি না! আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খবরও তাঁরা নেন না!" প্রভাত—পত্রপুষ্প ( সম্পাদকের কন্যাদায় )।

**ঘুরে-ফিরে বারো, ঘরে ব'সে তেরো।**

পা০ কারও ধেয়ে-ধেপে বারো, কারও রয়ে-বসে তেরো।

একজন বহু পরিশ্রমেও যাহা উপার্জন করিতে পারে না, আর একজন ঘরে বসিয়া থাকিয়াও তাহা পারে।

**ঘুরে যাওয়া।**

বিপরীত পথে যাওয়া। সংকল্পিত কার্য অসম্ভব হইয়া যাওয়া।

যে রকম গল্প ফেঁদে বসেছ আমার অফিস যাওয়াই বুঝি ঘুরে যায়।

**ঘুষের টাকা ফুস্।**

অধর্মের উপার্জন সঞ্চিত থাকে না,—শীঘ্রই নষ্ট হয়।

**ঘৃণা, লজ্জা, ভয়,—তিন থাকতে নয়।**

কোনো কুকর্মে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঘৃণা, লজ্জা ও ভয় অন্তরায় স্বরূপ হয়, এবং যতক্ষণ উহা বর্তমান থাকে সে কার্যে প্রবৃত্তি হয় না।

**ঘোঙা উলটানো।**

ঘোঙা = শামুকের কঠিন বহিরাবরণ। শামুক মরিয়া গেলে তাহার খোল উলটাইয়া ভাসিতে থাকে। >মৃত্যু হওয়া।

**ঘোড়া চিনি কানে, রাজা চিনি দানে,**
**মানুষ (মেয়ে) চিনি হাসে, মণি চিনি ভাসে।**

ভাস = দীপ্তি ; উজ্জ্বলতা ; স্বচ্ছতা। বিবিধ বস্তুর প্রধান লক্ষণ।

**ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।**

ঘোড়ার উপর দিয়া ডিঙগাইয়া গিয়া বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া অন্য কোনো পশু মাঠের ঘাস খাইতে পারে না।

লক্ষ০ যোগ্যতর ব্যক্তির সাহায্য না লইয়া, স্বয়ং কোনো দুরূহ কার্য করিবার ধৃষ্টতা।

আমার একটা মৎলব পর্যন্ত ত নিলে না! ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে কি চলে? রাজ্যের লোক বিপদে পড়লেই যে ছুটে এসে এই চক্কোতি-মশায়ের পা দুটো ধরে, তা কেন? শরৎ—চরিত্রহীন।

**ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।**

যে বেশ হাঁটিয়া যাইতেছে, পথে ঘোড়া দেখিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া

বিনা আয়াসে পথ অতিক্রম করিবার লোভে সে খোঁড়ার মত চলচ্ছক্তিহীন বলিয়া অনুভব করে।

লক্ষ০ সুখের উপকরণ দেখিলেই উপভোগের জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে।

নয়ন-তারা।…মার সঙ্গে বাঙলা বল না, তখন ত চোস্ত চোস্ত বাঙলা আসে। আর আমরা একটু ইংরেজী জানি বলে বুঝি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হও, যখন তখন ইংরেজী ছাড় ? শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

তু০ गाड़ीको देख लाड़ीका पैर फूले।

**ঘোড়া বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে।**

ঘোড়ার মনোহর চলন-ভঙ্গী এবং কাপড় ভাঁজ করিবার পারিপাট্য দেখিয়া সহজেই পছন্দ হয় এবং অনায়াসে বিক্রয় হইয়া যায়।

লক্ষ০ বাহ্য সৌন্দর্য দেখিয়াই লোকে মুগ্ধ হয়।

**ঘোড়া বেচে লাগাম নিয়ে ঝগড়া।**

ঘোড়া বিক্রয় হইবার পর তাহার লাগাম ক্রেতা পাইবে না বিক্রেতারই থাকিবে এই তুচ্ছ প্রশ্ন লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ।

তু০ বিক্রীতে করিনি কিমংকুশে বিবাদঃ।

**ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা।**

জিন (ফা০)=আরোহীর বসিবার জন্য ঘোড়ার পিঠের সাজ।

ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া থাকিলে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইতে হয় ; কারণ ঘোড়া বেশীক্ষণ স্থির হইয়া থাকে না, ছুটিতে চায়।

লক্ষ০ তর সয় না, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে অক্ষম—এইরূপ ভাব।

অপু…বলিল—চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্ম্মলা · হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কি-না একেবারে।

তু০ हवाके घोड़ेपर सवार। [বিভূতি বন্দ্যো০—অপরাজিত।

**ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।**

ঘোড়া অপেক্ষা ভেড়া সর্বাংশে নিকৃষ্ট।

লক্ষ০ উচ্চ সমাজে স্থান পাইবার চেষ্টা করা।

**ঘোড়ার ডিম।**

ঘোড়া ডিম পাড়ে না, শাবক প্রসব করে।

>অলীক, অসম্ভব, কল্পিত বস্তু। কিছু না।

কোনো বস্তু বা ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞা অথবা বিরক্তি প্রকাশে প্রযুক্ত।

ডালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম। বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ।

ভাতের ফেন গাল্‌তে গাল্‌তে গোপাল বল্‌লে—"এ রকম রেঁধে খাওয়াও ঘোড়ার ডিম পোষায় না।" সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয় !

তু॰ A mare's nest.

**ঘোড়ার পেট, আর গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।**

ঘোড়া বেশীক্ষণ আহার না করিয়া থাকিতে পারে না, যখন-তখন খায়। গাধার পিঠে কিছু না কিছু বোঝা চাপানো থাকে, বিশ্রামের সুযোগ নাই।

তু॰ হাথীকা কংধা কভী খালী নহীঁ রহতা।

**ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না।**

ঘোড়া কিনিতে পারিলে সামান্য চাবুক সহজেই হয়।

লক্ষ॰ গুরুতর অভাব দূর হইলে সাম্যন্য অভাব সহজেই দূর হয়।

বিয়েটা ক'রেই ফেল না ; বাসার জন্যে ভাবছো কেন ?—যা হোক একটা জুটেই যাবে। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্যে ভাবতে হবে না।

**ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ।**

কুলনারী লজ্জা ও শীলতা দেখাইবার জন্য দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তাহার অন্তরালে বার-বণিতার মতো নির্লজ্জ বিসদৃশ হাবভাব।

লজ্জাশীলতার বাহ্য অভিনয়ের সহিত নির্লজ্জ আচরণ।

তা আমাদেরই বা সব দোষটা দিলে এখন চলবে কেন? মেয়েরা সেখানে লজ্জায় ঢাকা মুখখানি বত্রিশ হাত ঘোমটা কৌতুহলের তাড়নায় উঁচু করিয়া তাহার মধ্যে হইতে খেমটা নামক এক জাতীয় নাচ নাচিতে থাকেন, আবার লোকে দেখিলেই যেন কি একটা কান্ডই ঘটিল, এমনই করিয়া দুড় দুড় হুড় হুড় শব্দে ছুটিয়া পালান। অনুরূপা দেবী – উল্কা।

**ঘোর কলি !**

কলিযুগে পৃথিবী পাপ ও অনাচারে পূর্ণ হইবে—এই পৌরাণিক ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে কোনো অদ্ভূত অবিশবাস্য ঘটনা দেখিয়া তাহা যে কলির প্রভাবে হইয়াছে এইরূপ মন্তব্য করা।

"অ্যাঁ! সদ্য জাহাজ থেকে নামা বিলেত ফেরত, ধুতি পরা ?…… কালে কালে হ'ল কি ? ঘোর কলি, ঘোর কলি !"

[ প্রভাত – পত্রপুষ্প ( গুণীর আদর )।

**ঘোর কীর্তনে মৃদং ভঙ্গ !**

কীর্তন গান যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়ে মৃদঙ্গ বা খোল ভাঙিয়া গিয়া কীর্তন নষ্ট হওয়া।

লক্ষ॰ তুমুল উৎসাহের মধ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া কার্য পণ্ড হওয়া।

নবীনের বিয়েতে বরযাত্র যাবার জন্যে তার বন্ধুরা যখন ব'সে কমিটী

করছে, হঠাৎ খবর এলো—কনের বসন্ত হয়েছে, বিয়েটা বোধ হয় ভেঙেই গেল। কি বিভ্রাট বল দেখি,—একেবারে ঘোর কীর্তনে মৃদং ভঙ্গ !

**ঘোল, কুল, কলা,—তিনে নষ্ট গলা।**

এই তিনটিই শ্লেষ্মাবর্ধক, সেজন্য কণ্ঠস্বরের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

**ঘোল খাওয়ানো।**

ঘোল মন্থন করিয়া ননী তুলিবার সময় ঘোল যেরূপ আলোড়িত হয় সেইরূপে বিপাকে ফেলিয়া মাথা গুলাইয়া দেওয়া।

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখো না তোমার সামনেই তাঁরে বেশ ঘোল খাওয়াব, আর ভেড়া বানাবো। দ্বিজেন্দ্রলাল—বিরহ।

**ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ, কড়ি দেবে কালু।**

একজন সুখ ভোগ করিবে, অপর একজন তাহার খরচ জোগাইবে।

**ঘোল মাগতে পিছনে ভাঁড়।**

ঘোলের মত অকিঞ্চিৎকর বস্তু ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ঘোর দারিদ্রের পরিচায়ক। সে জন্য ঘোল চাহিবার জন্য লজ্জাবশতঃ ভাঁড় পিছনে লুকাইয়া লইয়া যাওয়া।

কাহারও নিকট কোনো বস্তু চাহিতে হইলে লজ্জা করিয়া কাজ কি?

**ঘোষ বংশ বড় বংশ, বোস বংশ দাতা,**
**মিত্তির কুটিল অতি, দত্ত হারামজাদা।**

কুলীন কায়স্থ বংশগুলির দোষগুণ বিচার।

তুং মুখুটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা,
এদের মাঝে বসে আছে চট্ট হারামজাদা।

**ঘোষ, বোস, মিত্র—কুলের অধিকারী।**
**অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি॥**

খৃ০ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার হিন্দু রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য পশ্চিম ভারতের কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলার রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের পূর্বপুরুষ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ—এইরূপ প্রসিদ্ধি। শেষোক্তগণের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র ও বিরাট গুহকে পরবর্তী কালে (খৃ০ ১২শ শতাব্দী) রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য-মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বালিগ্রাম-নিবাসী পুরুষোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার না করায় কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। (কায়স্থ-কৌস্তুভ)

**ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্।**

ব্যং খাদ্যদ্রব্যের কেবল আঘ্রাণ লইলেও আংশিক ভোজন বলিয়া গণ্য।

ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। শরৎ—নববিধান।

# চ

**চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥** (সং)

মূল সুখস্যান্তরং দুঃখম্ দুঃখস্যান্তরং সুখম্ ।+

চক্রের ন্যায় সুখ ও দুঃখ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হইয়া থাকে ।

তু° চিরদিন কভু সমান না যায় ।

**চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন (মিটানো) ।**

পরস্পর-বিরোধী নানা কথা শুনিয়া তাহার মধ্যে কোনটি যথার্থ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে স্বচক্ষে দেখিয়া মীমাংসা করা ।

তিনি বলিতেছিলেন প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজ এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান । শরৎ—শ্রীকান্ত ।

**চক্ষু চড়কগাছ ।**

চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবে চড়ক-গাছের মাথায় ঘূর্ণায়মান বংশদণ্ডে যখন সন্ন্যাসীরা ঝুলিত, তখন তাহা দেখিতে হইলে চোখ তুলিয়া অতি ঊর্ধ্বে তাকাইতে হইত ।

>বিস্ময়ে অথবা বিপদে চড়ক-গাছ দেখার মতো ঊর্ধ্বনেত্র হওয়া ।

পাণ্ডুর মুখে শুয়েছিল মনোরমা । কোলের কাছে সদ্যোজাতা শিশুকন্যা ।…

মনোরমা হেসে বললে, তোমার মত হয়েছে ।

সীতারাম বললে, তবে তো খুব ভাল হয়েছে ! বিয়ে দিতেই চক্ষু চড়কগাছ ! আমার মত কুচ্ছিত ! তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা ।

তু° চোখ কপালে তোলা ।

**চক্ষু ছানাবড়া ।**

বিস্ময়ে চক্ষু এতদূর বিস্ফারিত হওয়া যে ভিতরের তারা ছানাবড়ার মত বৃহৎ দেখায় । অত্যধিক বিস্ময়াপন্ন ।

আবার হয়তো হনু-ভানুর মিতালীর রঙ্গে মজলিস তো মজলিস, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই । তারাশঙ্কর—রসকলি ।

**চক্ষুদান করা।**

পরের বস্তুতে লুব্ধ চক্ষু নিবদ্ধ করা। >আত্মসাৎ করা ; চুরি করা।

হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল—হাজারি দা, সর্ব্বনাশ ! থালাবাসন কোথায় গেল ? একখানাও তো দেখছি নে !

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন ঘরেই বাসনের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিমাই বলিল—বাসন সব চক্ষুদান দিয়েচে কে।

তুং To wipe one's nose of. [বিভুতি বন্দ্যো০—আদর্শ হিংহোটেল।

**চক্ষু বিনা যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনা সাধুসঙ্গ।**

চক্ষুর অভাবে দেহ যেমন অসম্পূর্ণ, ভক্তি না থাকিলে সাধুসঙ্গ করা বৃথা।

সজ্জনের উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে পালন না করিলে কোনো লাভ নাই।

**চক্ষুলজ্জা।**

অভদ্র বা অসংগত আচরণের অন্তরায় স্বরূপ কুণ্ঠা, যাহার জন্য কাহারও পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও লজ্জা বোধ হয়।

>অন্যায় কাজ করিতে সংকোচ।

এতগুলো টাকা এই অলবড়ে লোকটাকে ধার দেব—শোধ যা করবে তা মা গংগাই জানেন। অথচ নালিশ করে বাড়ীগুলো বিক্রী করে নেওয়া, সেও বিষম চক্ষুলজ্জা। প্রভাত—গল্পাঞ্জলী (বাল্যবন্ধু)।

**চক্ষের তারা (পুতুলি)**

চক্ষু-তারকা যেমন সর্বদা চক্ষু-কোটরের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে, কখনও পৃথক হয় না, সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য বস্তু। গভীর স্নেহের পাত্র।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতুলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। বিভূতি বন্দ্যো০—মেঘ মল্লার।

তুং The apple of one's eye.

**চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।** ( সং )

চটক (চড়াই) অতি ক্ষুদ্র পক্ষী ; তাহার মাংস শত ভাগে বিভক্ত হইলে এক-একটি অংশ অতি যৎসামান্য হয়। >অল্প পরিমাণ বস্তুর বহু ভাগ।

নবাব বংশধরগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অসংখ্য বেগম—তাদের গর্ভজাত পুত্রকন্যাও অসংখ্য। সুতরাং ২।১ লক্ষ টাকা ভাগ করিয়া সকলকে দিতে হইলে "চটকস্য মাংস"—কি থা থাকে—এবং কত করেই বা পড়ে বিবেচনা করুন না। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

তুং সাত চোরে মসুরি বাঁটা।

**চড়-চাপড় গায়ের কাপড় ; একে বলো মার !**

মার খাইতে যে অভ্যস্ত সে দু-চার ঘা চড়-চাপড়কে গ্রাহ্য করে না,—সেটাকে প্রহার বলিয়াই মনে হয় না।

বেহায়া লোক অপমান হজম করিতে পটু।

**চড়ুকে পিঠ সড়্ সড়্ করে।**

যে ব্যক্তি চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনে পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক-গাছে উঠিয়া ঘুরিতে অভ্যস্ত, সে চড়কের সময় আসিলে চড়কগাছে ঝুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। >অভ্যাস ত্যাগ করা যায় না।

শুনিয়াছি সেকালে নাকি ঢাকের বাদ্য শুনিলেই চড়ুকে সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠদেশ সড়্ সড়্ করিত। আমি বাঙ্গালী, দেশ হইতে বহুদূরে থাকিয়াও কি জানি কি কারণে আশ্বিন মাসে বাঙ্গলা দেশের এই মধুর শরতের হাওয়া গায়ে লাগিত, দুর্গোৎসবের গন্ধ আমাকে বিহ্বল করিত। জলধর সেন—আশীর্ব্বাদ ( সতীর দান )।

**চড়ুকে হাসি।**

চড়কের উৎসবে পিঠ ফুঁড়িলে যে যন্ত্রণা হয় তাহা গোপন করিবার জন্য মুখের কৃত্রিম হাসি।

লক্ষ০ ক্লেশের মধ্যেও লোক-দেখানো ম্লান হাসি।

**চড়ের ঘা তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা !**

দ্র০ একুশ কোড়া গণে খায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান !

**চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া।** দ্র০ লেখাপড়া হুতুম-তুম্ ইং।

**চতুরে ফতুর।**

অত্যধিক চাতুরী দেখাইতে গেলে পরিণামে সর্বনাশ ঘটে।

তু০ অতি বুদ্ধির নাকে দড়ি।

**চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।**

শাস্ত্রে আছে, কার্তিক মাসে ভূত-চতুর্দশীর দিন চোদ্দ রকম শাক মিশাইয়া খাইলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না। কোন কোন শাক দুষ্প্রাপ্য; বহু যত্ন ও ক্লেশ সহকারে সংগ্রহ করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করা হয়।

লক্ষ০ অত্যন্ত আদর ও যত্নের বস্তু।

**চতুর্ভুজ হওয়া।**

বিষ্ণু, গণেশ ই০ চারি বাহু বিশিষ্ট দেবতাগণের সমকক্ষ হওয়া।

>অত্যধিক সম্মানার্হ হওয়া।

তাকে দেখে কি আমি চতুর্ভুজ হব ? প্রভাত—সিন্দুরকৌটা।

**চন্দ্র-সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি ;**
**মোগল-পাঠান হদ্দ হলো, ফার্সী পড়ে তাঁতি।**

দ্বিতীয় পংক্তির পাং—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হলো রথী ; বাঘ পালালো বেরাল এলো শিকার করতে হাতী ; বিস্তর করলে পেটের পুত, আর করবে নাতি।

লক্ষং যে কার্য করিতে যে সক্ষম তাহার অভাবে অক্ষমে সেই দুরূহ কার্য করিতে পারিবে এরূপ অসংগত আশা করা।

**চম্পট দেয় লম্পট, ভালোর কিসের ভয় ?**

যে দোষী সেই দণ্ড পাইবার ভয়ে পলায়ন করে, যে নির্দোষ তাহার ভীত হইবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

**চরকা আমার ভাতার-পুত, চরকা আমার নাতি ;**
**চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।** ( মেয়েলী )

চরকা পূর্বকালে নারীগণের গর্বের বস্তু ছিল। স্বামী-পুত্রের মতো চরকা তাহাদিগের ভরণ-পোষণ করিত। চরকায় সুতা কাটিয়া তাহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইত।

তিনিই আমাকে শেখাতে আরম্ভ ক'রলেন—চরকার কথা উঠলে, মহাত্মাজীর কথা উঠলে, দেশের কথা উঠলে, হিন্দুস্থানীদের সম্মুখে কি ব'লতে হবে। এদেশে তো আর কেউ 'চরখা আমার ভাতার পুত, চরখা আমার নাতি' একথা বুঝবে না—এখানে তো অন্যরকম কথা সব ব'লতে হবে।
[ সতীনাথ ভাদুড়ী-জাগরী।

**চরণবাবুর জুড়ি।**

মোটর-যান প্রচলনের পূর্বে ধনবানগণ জুড়ি-গাড়ী ব্যবহার করিতেন। জুড়ির ঘোড়া সরবরাহের জন্য কলিকাতায় কয়েকটি বিখ্যাত আড়গড়া ছিল। 'চরণ বাবু' একটা অস্তিত্বহীন ব্যক্তির কল্পিত নাম। চরণ বাবুর আড়গড়া হইতে আমদানি করা জুড়ি বলিলে কোনো ঘোটক-যুগলকে বুঝায় না, বক্তার নিজের চরণদ্বয় বুঝায়, অর্থাৎ পা দুটি জুড়ির ঘোড়ার ন্যায় ব্যবহৃত।

ব্যং পদব্রজে গমন।

"ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধু, আমি তো চরণবাবুর জুড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলে এলুম।"

তুং To ride Shanks' mare.

**চরণামৃত, চরণামৃত,—না জানি কি অমৃত ; খেয়ে দেখি, না জল !**

যে কখনও দেবতার চরণামৃত পান করে নাই, সে মনে করে ইহা অমৃতেরই মত কি অপূর্ব বস্তু ; কিন্তু খাইয়া দেখে যে ইহা জল মাত্র।

তুং গঙ্গা, গঙ্গা ;—না জানি কত রঙ্গা !

**চরিয়ে খাওয়া।**

অপরকে নিজের ইচ্ছামত চালিত করিয়া অর্থোপার্জন করা।

সুনীল ( উকিল ) বুদ্ধিমান লোক, মানুষ চরাইয়া খায়। তার চোখে লাবণ্য ধুলা দিতে পারে কি ? নরেশ—বেতারে বর।

**চ'রে খাওয়া।** দ্র° খুঁটে খাওয়া।

**চর্বিত-চর্বণ।**

যাহা একবার চর্বিত হইয়াছে তাহাই পুনরায় চর্বণ করা—গো-মহিষাদি যেরূপ করে। জাবর কাটা।

লক্ষ° পূর্বে অপরের দ্বারা আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি।

নানা শাস্ত্রের পল্লবগ্রাহিতা নিয়ে আমরা যে সব বই লিখি; তার যতই গালভরা নাম হোক, তাতে নতুন তত্ত্ব কিছু থাকে না,—কেবল চর্বিত-চর্বণ।

**চলতে জানে না লাফডিংরা (বামুন ডেকরা), পথকে বলে হেটাটেংরা !**

লাফডিংরা—সে সহজ ভাবে পথ চলিতে পারে না,—লাফাইয়া ডিঙাইয়া চলে। হেটাটেংরা—উঁচুনীচু ; বন্ধুর।

দ্র° নাচতে না জানলে উঠানের দোষ !

**চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি।**

প্রথম চেষ্টা সফল হইলে সেই সাফল্যের ফলে বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং পরে সকল কার্যেই সাফল্য লাভ ঘটে।

তু° Nothing succeeds like success.

**চলা ভালো এক ক্রোশ, বেটী ভালো এক,**
**মাগা ভালো বাপের কাছে– যদি বিধি রাখে টেঁক।**

টেঁক—কোমরের কাপড়>অর্থসংগতি।

প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটা স্বাস্থ্যের উপকারী,তাহার কম বা বেশী ভালো নয়। একটিমাত্র কন্যা হওয়া ভালো, বিবাহ দিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না, অথচ সেবাযত্ন পাওয়া যায়। পিতার নিকট অর্থসাহায্য চাওয়া ভালো অবশ্য যদি তাহার সঙ্গতি থাকে। পরের নিকট চাওয়া মর্যাদাহানিকর।

তু° चलनी भली तो कोसको, दुहिता भली तो एक।
मांगन भली तो बाप को, जो बिधि राखे टेक ॥

**চ'ষে বেড়ানো (ফেলা)।**

জমি চষিবার সময় তাহার সকল অংশে অনবরত যাতায়াত করিয়া লাঙল দিতে হয়।

যে চাকুরীর খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে আসিয়া সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরীর প্রস্তাব আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তু॰ পায়ের দড়ি ছেঁড়া। বিভূতি বন্দ্যো॰—আরণ্যক।

**চাইলাম জিরা, পাইলাম হীরা।**

তুচ্ছ জিরা চাহিতে গিয়া তাহার পরিবর্তে বহুমূল্য হীরা পাওয়া।

লক্ষ॰ অপ্রত্যাশিত ও আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি।

**চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, মুখে তার সরষে-বাটা।**

সুন্দর আকৃতি, তাহার উপর কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটার জন্য আরও দেখিতে সুন্দর; কিন্তু মুখের কথাগুলি অত্যন্ত শ্রুতিকটু।

প্রিয়দর্শন কিন্তু রুক্ষস্বভাব ব্যক্তি।

**চাঁদ দেখতে মশাল জ্বালা।**

চাঁদের নিজস্ব আলো আছে, মশাল জ্বালিয়া দেখিতে যাওয়া বাতুলতা।

লক্ষ॰ গুণীর গুণ কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না।

তু॰ রবি নহীঁ লখিয়ত বারি মশাল।

To hold a candle to the sun.

**চাঁদ মুখের সর্বত্র জয়।**

যাহার সুন্দর মুখ, সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়, যাহা চায় তাহাই পায়, কখনও বিপন্ন হয় না।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন।...তিনি পাল্কীতে চড়িয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন; ভাবিলেন, ছেলেটি ডাকিনী বেটীদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই।...চাঁদ মুখের সর্ব্বত্র জয়! বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী।

**চাঁদ মুখে সবই মানায়।**

যে প্রিয়দর্শন, যে কোন সজ্জাতেই তাহাকে সুন্দর দেখায়।

তু॰ নীকেকো সব লাগত নীকো।

**চাঁদেও গেরণ লাগে।**

লক্ষ॰ মহতেরও বিপদ ঘটিতে পারে।

তু॰ চাঁদকো ভী গ্রহণ লগতা হৈ।

**চাঁদের কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক।**

লক্ষ॰ জগতে কিছুই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়।

তু॰ No rose without its thorns.

**চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, ঢাকের কাছে টেমটেমি।**

লক্ষ০ মহতের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্রের সমাদর হয় না।

তু০ ভানু উদয় দীপক কহ কাম।

**চাঁদের সভা (শোভা), মধ্যে তারা; পানি বর্ষে মুষল-ধারা।** ( খনা )

সভা—আকাশে হাল্কা মেঘ থাকিলে যে বৃত্তাকার রেখা চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে; চন্দ্রমণ্ডল।

চন্দ্রমণ্ডল যদি বৃহৎ হয় এবং তাহার পরিধির মধ্যে তারকা দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে শীঘ্রই প্রচুর বারিপাত হইবে।

তু০ দূর সভা নিকট জল, নিকট সভা দূর জল।

**চাঁদের হাট।**

লক্ষ০ অসংখ্য চাঁদের মত সুশ্রী নারী, শিশু বা পুরুষের একত্র সমাবেশ।

দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥ বিদ্যাপতি—পদাবলী।

**চাঁপাফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।**

ভ্রমর প্রজাপতি ই০ ফুলের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আসে।

লক্ষ০ তরুণী পত্নীর রূপযৌবনের আকর্ষণে জামাতা শ্বশুরালয়ে যায়।

**চাকৃতি যেথা বলবতী, যুক্তি হয় না ফলবতী।** চাকৃতি—টাকা।

যে ক্ষেত্রে অর্থের বলে কার্যোদ্ধার হয়, যুক্তিতে কোনো ফল হয় না।

**চাকা যতো জেরবার, ততো তার শোর-শার।**

গাড়ীতে যতো বেশী বোঝাই করা হয় চাকা ততই গুরুভারে ক্লিষ্ট হয় এবং সেই অনুপাতে তাহার ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ বাড়িয়া থাকে।

লক্ষ০ অত্যাচার বাড়িলে নিগৃহীতের আর্তনাদও বাড়ে।

**চাকুরি তালপাতার ( মেঘের ) ছায়া, মিছা তার করো মায়া।**

তালপাতার ছায়া অতি চঞ্চল, কারণ অল্প বাতাসে পাতা নড়িতে থাকে। মেঘ সরিয়া গেলে তাহার ছায়াও সরিয়া যায়।

চাকরির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

তু০ নৌকরী তাড়কী ছাঁহ।

**চাকুরে কুকুরের সমান। চাকুরি না কুকুরি।**

যে পরের চাকরি করে তাহাকে কুকুরের মতো প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকিতে হয়।

চাকরি অতি হীন বৃত্তি।

তু০

**চাকের মধু মিষ্টি হতো, মৌমাছি যদি না থাকৃত।**

মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া খাওয়ার যে সুখ তাহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না, মৌমাছির কামড়ে ব্যাঘাত ঘটে।

অবিমিশ্র সুখভোগ কখনও ঘটে না।

**চাচা আপন, চাচী পর ;—চাচীর মেয়ে বিয়ে কর্।**

হিন্দু সমাজে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাই-বোনের, এমন কি সগোত্রেও, বিবাহ নিষিদ্ধ ; কিন্তু অন্যান্য সমাজে কোনো বাধা নাই। মুসলমান সমাজের এই প্রথা হিন্দুর চক্ষে বিসদৃশ দেখায় বলিয়া, এই যুক্তি দ্বারা তাহা সমর্থন করা হয় যে, খুড়া যদিও সগোত্র বলিয়া তাহার মেয়েকে বিবাহ করা যায় না, তথাপি খুড়ী তো ভিন্ন পরিবার হইতে আসিয়াছে। অতএব—

চাচীর মেয়েকে বিবাহ করায় দোষ নাই।

**চাচা, আপন বাঁচা।**

বিপদের সময় সর্বাগ্রে নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক, পরের জন্য তখন কেহ ভাবে না।

শ্যাস্ত্রে আছে 'চাচা আপন বাঁচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। ত্রৈলোক্য মুখো৹—বীরবালা।

তু৹ Self-preservation is the first instinct of life.

**চাচাই বলো, মামাই বলো, কলাটি পাঁচ কড়া।**

বিক্রেতাকে চাচা, মামা ই৹ বলিয়া যতোই আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা হউক, সে তাহাতে ভুলিয়া জিনিসের দাম কমাইতে রাজি হয় না।

ব্যবসায়ী মিষ্ট কথায় ভোলে না।

**চাচা মরে সেও ভালো, তবু পরের কাস্তে হারিয়ে না যায়।**

চাচা ভাইপোর নিকট হইতে কাস্তে চাহিয়া লইয়া ধান কাটিতে গিয়াছে। কাস্তেটা কিন্তু ভাইপোর নিজের নয়—অপরের। কাজেই তাহার ভাবনা কাস্তের জন্যই বেশী। চাচা মরে তাহাতে দুঃখ নাই, পরের কাস্তে না হারায়।

লক্ষ৹ মানুষের অপেক্ষা জিনিসের উপর দরদ বেশী।

**চাট্‌লে চিতি, কামড়ালে বোড়া।**

চিতি—ক্ষুদ্র সর্প বি৹, যাহা বিষধর না হইলেও গা চাটিলে ফুলিয়া ঘা হয়। বোড়া—বৃহৎ বিষধর সর্প। চিতি-বোড়া নামে আর এক প্রকার উভয় গুণবিশিষ্ট সর্প আছে,—যাহা চাটিলে ঘা হয়, কামড়াইলে মৃত্যু।

লক্ষ৹ একই বস্তুর দুই প্রকার গুণ।

**চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়।** দ্র৹ কাজ আটকালেই বুদ্ধি জোগায়।

**চাতক রইলো মেঘের আশে, মেঘ ঝরলো অন্য দেশে।**

লক্ষ০ অভাবগ্রস্তকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে দান করা।

**চাদর-নিবারণী সভার সভ্য।**

বাড়ীর বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে গায়ে চাদর বা উড়ানি (দোছুট) ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। ইউরোপীয়গণের অনুকরণে নব্যতন্ত্রের যুবক সমাজ চাদরের ব্যবহার অনাবশ্যক ও অসুবিধা-জনক বিবেচনায় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। ব্যং ইঙ্গিত করা হয় যেন চাদরের ব্যবহার তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাইবার জন্য কোনো সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং যুবকগণ তাহার সদস্য হইয়া চাদর ত্যাগের অঙ্গীকারে আবদ্ধ (রেফ) হইয়াছে। কলিকাতায় এই নামে নাকি সত্য সত্যই একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

চাদর ব্যবহার করা যে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যখন রক্ত গরম ছিল, আমিও চাদর-নিবারণী সভার সভ্য হয়েছিলুম। এখন বয়স হয়েছে, একটা দোছুট না হলে যেন লজ্জা বোধ করে।

**চাপ পড়লেই বাপ বলে।**

গুরু ভার আসিয়া পড়িলেই বিপন্ন বোধ করিতে হয়।

**চার কড়ার চেটা নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসে!**

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাটীর বহির্ভাগে চণ্ডীমণ্ডপ গৃহ থাকে, যেখানে নানা অভ্যাগতের সমাগম হয়। পাতিয়া বসিবার জন্য সামান্য একটা চেটা পর্যন্ত যাহার নাই, তাহার চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার সখ!

লক্ষ০ অবস্থার অতিরিক্ত আকাংক্ষা।

**চার চোখে বাঘে খায় না।**

লক্ষ০ সতর্ক রক্ষণায় থাকিলে কোনো বস্তু খোয়া যায় না।

তু০ হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না।

**চারটিখানি কথা।**

সহজ কাজ। তুচ্ছ ব্যাপার।

'......এ তো ভাগবৎ আর উপনিষদ পাঠ নয়, রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপার। চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, বদমাস, পকেটমার,—এইসব বিষধর সর্পকে নিয়ে চলা চাট্টিখানি কথা নয়।' রণজিৎ সেন—আগামী পৃথিবী।

**চারটে হাত বেরোনো।** দ্র০ চতুর্ভুজ হওয়া।

পিসিমা বলিলেন, "......এই দেখনা আমার ভাসুর পো, এখানে ফেল হয়েছিল। বিলেত ঘুরে সে ত আজ একটা দিগ্‌গজ হ'য়ে গেছে!"

"বিড়ালের ভাগ্যে শিকে পিসিমা, এ দেশেও যেমন ছেঁড়ে, বিলেতেও তেমন হয়। তাই ব'লে বিলেত গেলেই মানুষের চারটে হাত বেরোয় না।

নরেশ—বেতারে বর।

**চারদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধরো চাষের গোড়া।**

চাষ আরম্ভ করিবার পূর্বে বেড়া বাঁধিয়া জমি সুরক্ষিত করা কর্তব্য।

**চারপেয়ের ধারাই এই।**

পুকুর-ধার দিয়া একটা হাতীকে যাইতে দেখিয়া জলচরদিগের মধ্যে তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। একজন মন্তব্য করিল, "ওটা কি রকম বীরের মতন হেলেদুলে চলে গেল! ভেক উভচর বলিয়া জলচরগণ তাহাকে ঘৃণা করিত। সে নিজেকে হাতীর সঙ্গে একই চতুষ্পদ শ্রেণীভুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; বলিল, "আমাদের সব চারপেয়ের চলনই ঐ রকম।"

(১) সমশ্রেণীর সকলেরই স্বভাব ও আচরণ একরূপই হয়।

(২) আপনাকে উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

**চার (দু') হাত এক করা।**

বরের সহিত কনের হাতের মিলন সম্পাদন। বিবাহ ঘটানো।

যতীন যদি অনুকে বিয়ে করতে চায় আর অনুর যদি তাতে অমত না থাকে তবে চার হাত এক কোরে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

[ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—প্রবাসী।

**চাল-কুমড়ি করা।**

পরিবারস্থ অতি প্রাচীন ব্যক্তি মরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে ঘরের চালের উপর তুলিয়া কুমড়ার মত পুনঃ পুনঃ গড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার আশু সদ্‌গতি করিবার প্রথা—যাহা কোন কোন বর্বর জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

>আত্মীয়গণের হস্তে অপঘাত মৃত্যু।

নিমচাঁদ।……যদি হোঁচট খেয়ে মারা যাই, তাতেও আমার দুঃখ নেই, তোমার হাতে চাল-কুম্‌ড়ি হয়ে মর্‌বো, তা হচ্ছে না।

[ অমরেন্দ্র দত্ত—নির্ম্মলা।

**চাল কেটে উঠানো।**

দুর্বল শত্রুর বা অধীনস্থ ব্যক্তির ঘরের চাল কাটিয়া খুলিয়া ফেলিয়া তাহার বাস তুলিয়া দেওয়া।

লক্ষ০ দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার।

**চাল-চিঁড়ে বেঁধে যাওয়া।**

এমন দূর দেশে যাত্রা করা যে পথিমধ্যে আহারের জন্য চা'ল, চিঁড়া ই০ খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন হয়।

ব্য০ অতি দূরবর্তী স্থানে যাওয়া।

তোমাদের বাড়ী যেতে বলো; কিন্তু যাওয়া কি ভাই মুখের কথা? এমন জায়গায় বাসা করেছ যে চাল-চিঁড়ে বেঁধে যেতে হয়!

তু০ সত্তু বাঁধকে চলনা।

**চাল্‌তা-বেচুনী দোলায় চড়ে ; কোন্‌টা কোন্ দেশ পুছ করে।**

যে দরিদ্র স্ত্রীলোক গ্রামে গ্রামে চাল্‌তা ফেরি করিয়া থাকে, সে যদি কখনো দোলায় চড়িয়া স্থানান্তরে যায়, তো এমন আচরণ করে যেন সে ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরিকা। যে যে স্থান দিয়া দোলা যায় তাহা যেন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এইরূপ ভান করিয়া কোন্ স্থানটার কি নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যায়।

>মিথ্যা আভিজাত্যের ভান করা।

তুং নিত্য চাষার ঝি—বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে, এ আবার কি ?

**চাল থেকে পড়লো বিছে, এই সত্যি এই মিছে।**

ঘরের চাল হইতে বিছা পড়িয়া পলাইয়া গেল, কেহ দেখিল কেহ দেখিল না। ফলে কাহারও কথা সত্য কাহারও মিথ্যা বলিয়া মনে হইল।

লক্ষ০ একই ঘটনার বিভিন্নরূপ বর্ণনা।

**চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, পরের বাড়ী হবিষ্যি।**

যে ব্যক্তির কোন আশ্রয়স্থল নাই, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু নাই, যাহার-তাহার বাড়ী খাইয়া বেড়ায়। লক্ষ্মীছাড়া নিঃস্ব ব্যক্তি।

"জামাই নিয়ে হাড় মাস জ্বলে গেল······কোথাকার একটা হাড় হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেছে।······বলে 'চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো—পরের বাড়ী হবিষ্যি'—এ একেবারে ঠিক তাই !" অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব।**

তু জোরু না জাঁতা, আল্লামিয়াঁসে নাতা !

**চা'ল নেই, তার ধুচুনী নাড়া।**

ধুচুনীতে চাল নাই, তথাপি নাড়িয়া নাড়িয়া চাল ধোয়ার ভান করা।

লক্ষ০ নিজের দারিদ্র্য গোপনের চেষ্টা।

**চা'ল নেই, তার ভাতে-ভাত।**

যাহার গৃহে চাউল পর্যন্ত নাই, তাহার অদৃষ্টে ভাতই জুটিবার উপায় নাই। সে অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব হাস্যজনক।

অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবে কোনো ব্যবস্থাই সম্ভব হয় না।

**চা'ল নেই ধান নেই, গোলাভরা ইঁদুর ;**
**'স্বামী' নেই, পুত নেই, কপালজোড়া সিঁদুর।**

গোলায় ধান-চা'ল নাই, কেবল বাহিরের ঠাট বজায় আছে। সেইরূপ পতিপুত্রহীনার সুখ-সৌভাগ্য দেখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস।

লক্ষ০ অভাব গোপন করিবার চেষ্টা।

**চা'ল বাড়ন্ত।** ( মেয়েলী )

'নাই' শব্দ অভাবসূচক, সুতরাং অমঙ্গলকর। চাউল লক্ষ্মীশ্রীর প্রতীক, সেজন্য ঘরে চা'ল নাই বলা অশুভ ; তাই 'বাড়ন্ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

**চাল-ভরা কুমড়ো-পাতা ; লক্ষ্মী বলেন, আমি তথা।** ( খনা )

যাহার ঘরে চাল কুমড়া-গাছে ছাইয়া থাকে সে লক্ষ্মীমন্ত।

লক্ষ০ যাহাতে খরচের সাশ্রয় হয় সুগৃহস্থ সে ব্যবস্থা করে।

**চালুশে ধরা।**

প্রৌঢ়াবস্থায় (সচ০ চল্লিশ বৎসর বয়সে) চক্ষের নিকট-দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া। ইং Presbyopia.

অমর ভাবলে···মেজর সাহেবের চোখে চালশে ধরেছে, তাই নীলিমার অপরূপ সৌন্দর্য আজও চোখে পড়ছে না। চারু দত্ত—দুনিয়াদারী।

**চালাও পান্সী!**

ইং Pinnace > পান্সি—সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত ক্ষুদ্র প্রমোদতরী।

পান্সি-যোগে প্রমোদ-ভ্রমণে বাহির হইয়া আনন্দের আতিশয্যে বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইবার সংকল্প-সূচক উল্লাসধ্বনি।

>হিতাহিতজ্ঞানশূণ্য হইয়া দুঃসাহসিক বা নিন্দনীয় কার্যে রত থাকা।

সে কিন্তু মোটেই লজ্জিত হইল না বা দমিল না।···প্রকাশ্য পথেই সে আস্ফালন আরম্ভ করিল, কুছ পরোয়া নেই, এ তো বউ মলে বিয়ে করেছি, এবার একটা থাকতেই আবার বিয়ে করব। এক আধটা নয়—পাঁচ দশটা, দেখি কে কি করে! চালাও পান্সী! তারাশঙ্কর—দিল্লী কা লাড্ডু।

**"চালাকির দ্বারা কোনো বড়ো কাজ হয় না।"** ( স্বামী বিবেকানন্দ)

কোনো মহৎ কার্য করিতে হইলে কঠোর শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়,—ফাঁকি দিলে চলে না।

**চালুনি ছুঁচের বিচার করে।**

**চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর 'তলা' কেন ছেঁদা?**

**( + আপন দোষ দেখেন না, যার সর্বাঙ্গ বেঁধা)।**

**চালুনির গা ঝরঝর করে ; চালুনি সবার বিচার করে!**

ছুঁচের একটিমাত্র ছিদ্র, চালুনির অসংখ্য। তথাপি চালুনি নিজের গুরুতর দোষ না দেখিয়া ছুঁচকে সামান্য দোষের জন্য নিন্দা করে।

নিজের দোষ কেউ দেখে না, পরের দোষই দেখে।

তু০ আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাতি পরচ্ছিদ্রং পদে পদে।

অপনা টেঁটর ন দেখে, দূসরেকী ফুল্লী নিহারে।

The pot calls the kettle black.

**চালে খড় নেই ঘরে বাতি।**

ঘরের চাল ছাইবার মত সামর্থ্য নাই, অথচ ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

>দরিদ্রের সখ-সৌখীনতা।

তু° छप्पर पर फूस नहीँ देउढ़ी पर नक्कारा।

**চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মা'র গলগণ্ড।**

একজনের ঘরের চালে কুমড়া আর একজনের গলায় গলগন্ড।

>যে ব্যাপারের সঙ্গে কোনো সংস্রব নাই তাহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের কল্পনা।

ব্যা° সং অনুবাদ—চালে ফলতি কুষ্মান্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা।

**চালের জল উজান যায় না।** [ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—প্রবোধচন্দ্রিকা।

ঘরের চাল ঢালু হইয়া থাকে; সেজন্য তাহার উপর জল পড়িলে তাহা নীচের দিকে গড়াইয়া পড়ে—বিপরীত পথে যায় না।

লক্ষ° প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

**চা'লের দর কতো? না, মামার ভাতে আছি।**

যে পরের অন্নে প্রতিপালিত সে সাংসারিক কোন খবর রাখে না।

তু° आटे दालका भाव मालूम न होना।

**চালের বাতায় মানিক থুয়ে উলুবনে হাতড়ানো।**

মানিকের মত বহুমূল্য বস্তু যত্ন করিয়া না রাখিয়া চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখা, এবং পরে কোথায় রাখা হইয়াছে ভুলিয়া গিয়া সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানে তাহার অন্বেষণ করা।

লক্ষ° মূল্যবান বা প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর।

**চাষ ক'রে খাচ্ছিল আবদুল, ছিল ভালো;**
**চৌকিদারী নিয়ে আবদুল পরাণে ম'লো।**

দ্র° খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে ই°।

**চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ; শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নূণ।**

**চাষা কি জানে মদের স্বাদ!**

হীন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বস্তুর গুণ বুঝে না।

তু° কর্পূর ভক্ষিলে কাকে কি পাইবে স্বাদ।

तज गज-मुक्ता भीलनी पहिरत गुन्जाहार।

**চাষা যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত।**

মূর্খ নির্বোধ ব্যক্তি ভালো কাজ করিতে গেলেও বুদ্ধির অভাবে মন্দ করিয়া ফেলে।

**চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোকর।** গদ্দি = রসিকতা; কৌতুক।

মূর্খ নির্বোধ ব্যক্তি সরস রসিকতা করিতে জানে না,—তাহার কৌতুকও ক্লেশদায়ক হয়।

**চাষার ঘুম শিয়ালে চেনে।**

চাষা যখন রাত্রে ক্ষেত পাহারা দেয় শিয়াল তাহার উপর লক্ষ্য রাখে। চাষা একটু ঘুমাইয়া পড়িলে শিয়াল তাহা ঠিক বুঝিতে পারে এবং নিজের কাজ হাসিল করে।

যে চুরি করিতে বা কাজে ফাঁকি দিতে চায়, সুযোগ উপস্থিত হইলেই সে বুঝিতে পারে।

**চাষার চাষ, অন্যের হাবিলাস।** হাবিলাস = সখ।

কৃষিকার্য চাষার জাতীয় বৃত্তি; মন-প্রাণ দিয়া সেই কার্য করে এবং আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে। অপরের পক্ষে তাহা সখের কাজ মাত্র, এবং পরিণাম—অসাফল্য।

**চাষার চাষ দেখে চাষ করে গোয়ালা;**
**ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়ালা।**

চাষ করিয়া চাষার উন্নতি হইতেছে দেখিয়া গোয়ালা চাষ করিতে গেলে ধান হয় না, কেবল প্রচুর খড়ই জন্মে।

যে কাজে যে অনভিজ্ঞ সে তাহা করিতে গেলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তু০ যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।

**চাষার চিকিৎসা ক'রে, গোবদ্যিরা যায় ত'রে।**

গোবদ্যি—গবাদি পশুর চিকিৎসক, > ব্যং অশিক্ষিত মূর্খ বৈদ্য,—মানুষের চিকিৎসা করিবার যোগ্যতা যাহার নাই।

মূর্খ বৈদ্যকে কেহ চিকিৎসা করিতে দেয় না, সে কেবল নির্বোধ চাষারই চিকিৎসা করিতে পায়, এবং তাহার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে।

>অযোগ্য ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দেওয়া হয় না।

**চাষার মুখ, না আখার মুখ।** আখা = উনান!

উনানের মুখ দিয়া কেবল ছাই বাহির হয়। সেইরূপ বর্বর ব্যক্তির মুখ দিয়া অশ্রাব্য কথা অনর্গল বাহির হয়।

মূর্খের মুখে অশ্লীল কথা বাধে না।

**চাষার শুধু এগারো মাস দুঃখ।**

কেবল যখন নূতন ফসল ঘরে আসে তখনই অল্পকালের জন্য চাষীর স্বচ্ছল অবস্থা থাকে, নতুবা সর্বদাই দুরবস্থা।

**চিঁড়ে ( ভাজা ) বলো, মুড়ি ( ভুজি ) বলো, ভাতের বাড়া নেই ;**
**মাসী বলো, পিসী বলো, মায়ের বাড়া নেই।**

অন্নের সমতুল্য খাদ্য নাই, মাতার সমতুল্য হিতৈষী নাই।

**চিঁড়ের বাইশ ফের।**

(১) ধান হইতে চিঁড়া প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিতে প্রচুর সময়, ধৈর্য ও হিসাবের প্রয়োজন হয়। ধান অল্প সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে অল্প শুখাইতে হয়। সেই ধান বারে বারে অল্প পরিমাণে তপ্ত খোলায় নাড়িয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে কুটিতে হয় এবং রৌদ্রে ভালো করিয়া শুখাইতে হয়। শেষে কুলায় দিয়া তুষ ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

(২) ওজনদাঁড়ির দুই পাল্লায় দুইটি চিঁড়া রাখিয়া ওজন করিয়া ঐ দুইটি চিঁড়া এক পাল্লায় আনিয়া অপর পাল্লায় অন্য দুইটি চিঁড়া দিয়া আবার ওজন করা এবং এইরূপে প্রতি পাল্লার চিঁড়ার সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত করিয়া বাইশবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া ওজন করা বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ( সুবল, জ্ঞানেন্দ্র, সুশীল ) এইরূপে বারংবার ওজন করিলে গণিতের গুণোত্তর প্রগতির ('Geometrical Progression ) অঙ্ক কষিতে উত্তরোত্তর কঠিনতা বৃদ্ধি ও রাশির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ক্রমে অধিক বিপন্ন হইতে হয়।

(৩) হিন্দুস্তানী ভাষায় একটি আরও সার্থক মুহাওরা আছে,—'রেওড়ীকা ফের'। উত্তর ভারতের অতি সাধারণ মোদক রেওড়ী বাংলা দেশের বীরখণ্ডি ও তিলেখাজার সহিত তুলনীয়। রেওড়ী প্রস্তুতের প্রণালীতে প্রচুর দৈহিক শক্তির প্রয়োজন—বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষও বটে। গুড় পাক করিয়া প্রকাণ্ড তপ্ত পিণ্ডে পরিণত হইলে উত্তপ্ত অবস্থাতেই আংটায় আটকাইয়া সজোরে টানিয়া দীর্ঘ করিতে হয় এবং বারংবার ফের্তা দিয়া ও টানিয়া রজ্জুর আকার প্রাপ্ত হইলে তাহা ক্রমে কঠিন এবং খাস্তা হইয়া থাকে। শেষে ইহাকে ছোটো ছোটো চাকতির আকারে কাটিয়া সাদা তিল মাখাইয়া গুলাবী রেওড়ী নামে বিক্রয় করা হয়।

লক্ষ০ কোনো শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমে ঘোর বিড়ম্বনায় জড়াইয়া পড়িয়া বিপন্ন হওয়া।

খাতার হিসেব যা ছিল বেশ ছিল ; তাকে আবার দোরস্ত করতে গিয়ে চিঁড়ের বাইশ ফেরে পড়ে গেছি,—কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

**চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।**

নিষ্ঠাবান হিন্দু রবিবারে আমিষ ভোজন করে না। চিংড়ি মাছ প্রকৃতপক্ষে মাছ নয়, বিশেষ উপাদেয় খাদ্যও নয়। অতএব রবিবারে তাহা খাইলে নিয়ম লংঘন হয়, অথচ তৃপ্তি হয় না।

লক্ষ০ নামে মাত্র অন্যায় এরূপ কার্য করিয়া গুরুতর অপরাধের ভাগী হওয়া।

ছেলের বিয়েতে দুশোখানি টাকা নিয়ে কি হবে তোমার? কেন মিছে চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট করবে!

তুং বুড়ো মেরে খুনের দায়।

**চিকণ কাপড়ের নেকড়া, দাঁত পড়লেই বুড়োর চোপরা।**

চিকণ—চিক্কণ, মসৃণ। চোপা>চোপরা=মুখ।

উৎকৃষ্ট কাপড়ও ছিঁড়িলে নেকড়ায় পরিণত হয়। যৌবনে দাঁত পড়িলে মুখ বৃদ্ধের মত কুৎসিৎ হইয়া যায়।

**চিচিং ফাঁক!**

"আলিফ-লয়লা" বা একাধিক সহস্র রজনী (আরব্য উপন্যাস) নামক গ্রন্থের অন্তর্গত "আলিবাবা" গল্প অবলম্বনে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত নাটিকায় তৎকর্তৃক উদ্ভাসিত সাংকেতিক শব্দ (ইং Open Sesame এর অনুকরণে), যাহা উচ্চারণ করিলে দস্যুদলের গুপ্ত ধনাগারের ঐন্দ্রজালিক দ্বার উন্মুক্ত হইত।

লক্ষ০ দুরূহ কার্য সম্পাদনের সহজ কৌশল।

সংসার-পথে চলতে হলে পদে পদে নানা বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে। 'চিচিং ফাঁক' বললেই কোনো বাধা-বিঘ্ন দূর হয় না।

**চিটে গুড় আর চিনির পানা,—যার যেমন মান।**

যে যেমন দরের লোক সে সেইরূপ সংবর্ধনা পাইয়া থাকে।

**চিতেন কেটে বাহবা নেওয়া।**

চিতেন (চিতান)—গান গাহিবার সময় মহড়া বা প্রথম কলির পরে যে অংশ গলা ছাড়িয়া গাহিয়া কৌশল দেখানো হয়।

>কেবলমাত্র চালাকির দ্বারা সুখ্যাতি পাইবার চেষ্টা।

**চিত্রগুপ্তের খতিয়ান (খাতা, তলব)।**

চিত্রগুপ্ত যমরাজের মুহুরি। তিনি পৃথিবীর সকল মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখেন এবং যখন যাহার আয়ু শেষ হয় তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতগণকে আদেশ দেন।

জন্ম-মৃত্যুর হিসাব। মৃত্যুর ডাক।

অমরকে কাজ করিতে হয় জেলের অফিসে—কয়েদীদের টিকিটের ফাইল রাখবার কাজ। বেশ লাগে তাহার কাজটা। মানুষের পাপের হিসাব, তাহার দণ্ড—এ যেন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান। তারাশঙ্কর—পাষাণপুরী।

চিত্রগুপ্তের তলপ অনিবার্য জানিয়া জীবন-বীমার টাকা দিয়া থাকি।

[ রামেন্দ্রসুন্দর—জিজ্ঞাসা (সত্য)।

**চিৎ-বাজান্ বাজানা।**

ঢাকি ঢাক বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে হঠাৎ চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু সেজন্য লজ্জিত হইল না বা উঠিবার চেষ্টা করিল না,—চিৎ হইয়া পড়িয়াই বাজাইয়া চলিল। সকলে হাসিতেছে দেখিয়া সে বলিল, "তোমরা ভাবছো আমি পড়ে গিয়েছি? মোটেই না.—চিৎ-বাজান বাজাচ্ছি। এ এক রকম বাজাবার কেরামতি।

নিজের ভুল বা ত্রুটির জন্য অপ্রস্তুত না হইয়া বাহাদুরি লইবার চেষ্টা।

মন্মথ বাজার থেকে এক ছড়া পাকা কাঁচকলা কিনে এনেছে। কিন্তু সে কি স্বীকার পায় যে ঠকেছে? উল্‌টে চিৎ-বাজান বাজায়, বলে, "এ হচ্ছে আফগানী কলা। এ দেশে কি সহজে এ জিনিস পাওয়া যায়?"

তু॰ ফিসল পড়্‌কী হরগংগা।

**চিনির বলদ।**

যে বলদ চিনির বস্তা বহিয়া লইয়া যায় সে ভারবাহী পশু মাত্র—পরের উপভোগের সামগ্রী যোগায়, নিজে তাহার অংশমাত্রও পায় না।

লক্ষ॰ যে কেবল পরের সুখের জন্য শ্রম করে।

পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই! শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ার খরচ জোটে না। [ নারায়ণ গঙ্গো॰—গন্ধরাজ।

**চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাম্।** (সং, ভবভূতি)

মূল চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রানামাতপো জ্বরঃ।
অসম্ভোগো জ্বরঃ স্ত্রীণাং বাজিনাং মৈথুনং জ্বরঃ॥

চিন্তা মনুষ্য দেহকে জীর্ণ করে।

প্রথম পন্ডিত। 'চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং—প্রাণাধিকা সহধর্মিনীর বিরহটা অতি প্রচন্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহ শূণ্য বলে। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী

**চিন্তার মায়ের চিন্তা,—হাটের লোক শোয় কোথা?**

হাটে অসংখ্য লোক সমাগম দেখিয়া মনে এই দুশ্চিন্তার উদয় হওয়া যে, এত লোকের শয়ন করিবার স্থান কোথায়?

দ্র॰ এতো তুলো ধুন্‌বে কে?

**চিপ্‌টেন কাটা।** চিম্‌টি>চিপ্‌টেন।

চিম্‌টি কাটিলে যেমন শারীরিক ক্লেশ হয় সেইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দ্বারা মর্মে আঘাত করা। শ্লেষাত্মক টিপ্পনি বা বচন ঝাড়া।

বেচুকে আছাড় দিবার সময় বিষয়টা এত গুরু গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিয়া দেখি নাই,—কিন্তু মেজ-গুরুমার চিপ্‌টেনকাটা শ্লেষ এবং ধমকের চোটে এখন বুদ্ধি খুলিল! শৈলবালা ঘোষজায়া—জন্ম-অভিশপ্তা।

**চিম্‌টির হাতে ক্ষীর, খাওরে গানিকপীর।**

আঙুলের ডগায় সামান্য একটু ক্ষীর তুলিয়া পীরকে নিবেদন করা।
লক্ষ॰ অশ্রদ্ধার দান।

**চিরকাল (জন্ম) গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন!** ( মেয়েলী )

ছেলে খাওয়া—কুদৃষ্টি দিয়া শিশুর জীবন-নাশ করা।

যে বহুকাল কুকর্মে রত আছে তাহাকে প্রথম অপরাধী বলিয়া মনে করা।

ওরে আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! সাতকাল গেল ছেলে খেয়ে, এখন বলে ডা'ন। তুমি তো ওয়ার্ডারের ভয়ে একেবারে জড়সড় কি না। দিনরাত ওদের সঙ্গে হাসি মস্করা চলছে। আর যেই একটা কাজের কথা বললাম, অমনি আশীটা ছুতো। সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

**চিরদিন কভু সমান না যায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু° सदा एक ही रुख नाव नहीं चलती।

**"চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?"** ( মাইকেল )

মূল জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, +

জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য। জীবন চিরস্থায়ী নয়।

তু° आया है सो जायगा—राजा, रंक, फकीर।

**চিরাগের নীচে আঁধার।**

প্রদীপের আলোকে চতুর্দিক আলোকিত হয়, কিন্তু প্রদীপের নীচে তাহার ছায়া পড়ায় অন্ধকার থাকিয়া যায়।

লক্ষ° অধিক সম্পদের পার্শ্বেই দীনতা। ভালোর পাশে মন্দ।

তোমরা দূর পাড়াগাঁয়ে থাক, তবু এক রকম ভালো খেতে পাও। সহরের এতো কাছে বাস ক'রে আমাদের এমন দুর্দশা। চিরাগের নীচেই অন্ধকার।

তু: चिराग तले अन्धेरा।

**চিলকে বিল দেখানো।** দ্র° কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

**চিল পড়লে কুটোটাও নেবে।**

কোনো কিছুর উপর চিলে ছোঁ মারিলে তাহা প্রায় ব্যর্থ হয় না। কিছু না পারিলে অন্ততঃ একটা ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডও লইয়া উড়িয়া যায়।

(১) কেহ কোনো কাজ করিতে চাহিলে অন্ততঃ কতকটা অবশ্যই করে।

(২) লোভী ব্যক্তি কিছু না কিছু লাভ না করিয়া ছাড়ে না।

চিল পড়লে কুটোগাছটা না নিয়ে ওঠে? বেরিয়েছি যখন শুধু হাতে ফিরবো না।

হাতের মুঠো খুলে দেখালেন। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়। বললেন, চোর পেলাম না—খানিকটা এই কাপড় ছিঁড়ে আটকে ছিল লেবু গাছে। এর থেকে দেখুন যদি হদিস পাওয়া যায়। মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

তু° गोबर गिरा तो कुछ लेकर ही उठेगा।

**চিলের ভয়ে বিলে গেলেম, বিলে মাছরাঙারে পেলেম।**

চিল পুকুরের চুনো মাছ ধরিয়া খায়; সেই ভয়ে বৃহৎ জলাশয়ে পলাইয়া গিয়া মাছ মাছরাঙা পাখীর খপ্পরে পড়িল।

লক্ষ॰ বিপদের ভয়ে পলাইয়া বৃহত্তর বিপদে গিয়া পড়া।

তু॰ Out of the frying pan into the fire.

**চিলের মুত।** ( অশিষ্ট )

চিল অতি উচ্চ স্থানে বিচরণ করে, সেজন্য মূত্রত্যাগ করিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

লক্ষ॰ যাহার সহজে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না।

অন্নপূর্ণা দ্রুতগতি আসিয়া কহিলেন, "এস ভাই এস। বলি জল খেতে কি মনে নাই? আমি যেমন ঠাকুরপোর কাছে বসতে, ঠাকুরপোর মুখের গল্প শুনতে ভালবাসি, ঠাকুরপো তেম্নি 'চিলের মুত' হয়েছেন।

[ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

**চুনো-পুঁটি।**

পুঁটি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতীয় মাছ। বিপ॰ রুই-কাৎলা।

লক্ষ॰ অতি সাধারণ নগণ্য ব্যক্তি।

সে বাবু-লোক, আমাদের মতন চুনো-পুঁটির সঙ্গে কথা কয় না।

[ শৈলবালা ঘোষজায়া—তেজস্বতী।

তু॰ The smaller fry.

**চুরি তো চুরি, আরও জারিজুরি।** দ্র॰ পথে হেগে চোখ রাঙানি।

তু॰ चोरी और सीनाजोरी।

**চুরি-বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা।**
**( +যদি পড়েন ধরা, তবেই গেলেন মারা। )**

চুরি করা একটা কঠিন বিদ্যার সমতুল্য। তাহার জন্য বুদ্ধি ও বহু কৌশলের প্রয়োজন। কিন্তু ধরা পড়িলেই মহা বিপদ।

আমাদের দেশের লৌকিক শাস্ত্রে একটা মৌখিক সূত্র আছে—'চুরি-বিদ্যে বড় বিদ্যে।' কোন অখ্যাতনামা টীকাকার তাহার উপর টিপ্পনী কাটিয়াছেন—'যদি না পড়ে ধরা।' অর্থাৎ, কেবল চুরি করিলেই হয় না, তাহার সঙ্গে চাই—ধরা না পড়া। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

**চুরির ধন বাটপাড়ে খায়।**

দ্র॰ চোরের উপর বাটপাড়ি।

**চুল্‌কে ঘা করা (ব্রন তোলা)।**

যেখানে ঘা নাই সেখানে বিনা কারণে বেশী চুলকাইলে ঘা জন্মিয়া যায়।

লক্ষ॰ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দুর্ভোগ বা বিপদ ডাকিয়া আনা।

**চুলচেরা বিচার ( ভাগ )।**

চুলের মতো সূক্ষ্ম বস্তু চিরিয়া দুই সমান অংশে ভাগ করার মতো কোনো বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম বিচার অথবা কোনো বস্তুর নির্ভুল বিভাগ।

জমি-জমা, বাগান-বাগিচা, ভিটা-মাটী, সকলেরই চুলচেরা অর্দ্ধেক বিধুভূষণ ভাগ করিয়া লইবে। দামোদর—নবীনা।

রাজা। আমার একেবারে সমদর্শী বিচার।

প্যারিষদবর্গ। একেবারে চুল চেরা—চুল চেরা!

তু° Hair-splitting. [ দ্বিজেন্দ্রলাল—সে। রুস্তম।

**চুলের টিকি দেখা না যাওয়া।**

এমন সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য যে টিকির মতো মাথার চুলের ক্ষুদ্র অংশটুকু পর্যন্ত দেখা যায় না।

কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই।

**চুলের সঙ্গে খোঁজ নেই, গোছা গোছা দড়ি।** (মেয়েলী) [ রবীন্দ্র—শেষরক্ষা

খোঁপা বাঁধিবার উপযুক্ত চুল নাই, অথচ খোঁপা বাঁধিবার দড়ি বিস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।

লক্ষ° বিনা প্রয়োজনে প্রচুর আয়োজন।

তু° आँख्र एको नहीं, कजौति दश ठाइ।

**চুলোয় যাক।**

অপ্রয়োজনীয় বা নিকৃষ্ট বস্তু যেমন জ্বলন্ত উনানে ফেলিয়া পুড়াইয়া ফেলা হয়, সেরূপ কোনো বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞানে নষ্ট হইতেদেওয়া। ধ্বংশ হউক।

কোন এক সময়ে ব্যবহারবিদের মূলমন্ত্র ছিল যে পৃথিবী ধ্বংশ হউক কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা যেন না ক্ষুণ্ণ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এখন তার বিপরীত কথা বলেন। তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে ন্যায় চুলোয় যাক্, সভ্যতা যেন না নষ্ট হয়। রবীন্দ্র—রাশিয়ার চিঠি।

**চুলোর উপর ক্ষীর, মন নয়কো স্থির।** ( মেয়েলী )

দুধ মারিয়া ক্ষীর করিবার জন্য উনানে চাপাইয়া রাখিলে তাহা পুড়িয়া যাইবার ভয় থাকে,—নিশ্চিন্ত মনে অন্য কোনও কাজ করা যায় না।

লক্ষ° বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে মানসিক উদ্বেগ কিছুতেই দূর হয় না।

এই দাঙগা-হাঙগামার মধ্যে ছেলেটা স্কুলে গেল, সে যতক্ষণ না বাড়ী ফিরছে কিছুতেই সোয়াস্তি নেই। চুলোর ওপর ক্ষীর, মন নয়কো স্থির।

**চূণ খেয়ে যার গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয়ে মরে।**

দ্র° ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।

**চেং দিয়ে চিতল ধরা।** চেং অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মাছ, চিতল বৃহদাকার।

দ্র০ কেঁচো দিয়ে কাৎলা ধরা।

তু০ To venture a small fish to catch a great one.

**চেংদোলা করা।**

সাঙা ( মৃতদেহ বহনের বংশদণ্ড )>চেং।

মৃতদেহের হাত-পা বাঁশে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়ার মত জীবিত ব্যক্তিকে হাত-পা ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া।

কোনো ছেলে পাঠশালা থেকে পালিয়েছে শুনলে গুরু মশায় তৎক্ষণাৎ দুজন পড়ুয়াকে পাঠাতেন তাকে ধ'রে আনতে। তারা তাকে ধ'রে চেংদোলা ক'রে এনে হাজির করতো। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তু০ ডংডা ডোলী করনা।

A frog-march.

**চেং-মুড়ী কানী।**

মনসা-পূজা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী। সেখানে নাগ দেবীর নাম 'মঞ্চা আম্মা'। চ-এর উচ্চারণ ( পূর্ববঙ্গের মত ) স-এর অনুরূপ হওয়ায় এ দেশে 'মনসা' নাম হইয়াছে। মনসা গাছের তেলেগু নাম 'চেং মুড়ু'। তাহা হইতে চেং মুড়ী শব্দ মনসাদেবীর প্রতি অবজ্ঞায় প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। ক্ষিতিমোহন সেন—প্রবাসী, ১৩২৯ আষাঢ়।

চেং-মুড়ী—চেং (লেঠা জাতীয়) মাছের মত কুদৃশ্য মস্তক যাহার।

কানী—মনসাদেবী একচক্ষুহীনা। বিবাদ সূত্রে দুর্গা কুশের খোঁচা দিয়া মনসার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু পাল—মনসামঙ্গল)

শিবভক্ত চন্দ্রধর (চাঁদ সদাগর) কর্তৃক মনসাদেবীর প্রতি প্রযুক্ত গালি।

যে হস্তেতে পূজি আমি দেব শূলপাণি ;
সে হস্তে না পূজিব চেঙগ মুড়ি কাণি ॥ ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গল।

**চেটাং চেটাং কথা।**

চটা (ক্রুদ্ধ)>চেটাং—উদ্ধত কর্কশ বচন।

"...তার সঙ্গে কথা বলে কার সাধ্য? একটা কথা বললে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়—আর কি চটাং চটাং কথা!" নরেশ—রবীন মাষ্টার।

**চেতনেতে অচেতন, প্রেমে টানে যার মন।**

চেতন=যাহার চেতনা বা জ্ঞান আছে। জ্ঞানী।

প্রেমের আতিশয্যে যাহার মন বিহ্বল হয়, সে জ্ঞানবান হইয়াও অজ্ঞানের মতো কাজ করে ; যেমন চৈতন্যদেবের সমুদ্রকে কৃষ্ণজ্ঞান।

**চেনা বামুনের পৈতার ( ফোঁটার ) দরকার কি ?**

লক্ষ॰ সুপরিচিত ব্যক্তির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক হয় না।

তা ছাড়া কি হবে পড়ে ?

মৃদু হেসে কনক উত্তর দিয়েছিল, আর কিছু না হোক, ডিগ্রী হবে। চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না। বনফুল—সপ্তর্ষি।

তু॰ জাত-বোষ্টমের ভেকে কি করে ?

Good wine needs no bush.—*Shakespeare*

**চেপে (এঁটে) ধরলে চিঁ চিঁ করে, ছেড়ে দিলে তুড়িলাফ খায়।**

বেহায়া লোক বিপদে পড়িলে নিতান্ত নিরীহের মত আচরণ করে, কিন্তু বিপন্মুক্ত হইলেই উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

**চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর-ভরসা কিছু নয়।**

অপরের সাহায্য পাইবার আশায় নিশ্চেস্ট হইয়া থাকিলে তাহা ব্যর্থ হয় ;—কেবল দীর্ঘ অপেক্ষায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

**চেলার চেলা,—গু ফেলা।**

শিষ্য গুরুর সেবা করে। শিষ্যের শিষ্য আরও হীন কাজ করে।

যাহার স্থান যতো নীচু সে ততো নিকৃষ্ট কাজ করিতে বাধ্য হয়।

**চেষ্টা অন্তে দুঃখ খণ্ডে।**

কষ্টে পড়িয়া কায়মনোপ্রাণে চেষ্টা করিলে অবশেষে কষ্ট দূর হয়।

**চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**চৈতন-চুট্‌কি।** চূড়া > চুটি; ক্ষুদ্রার্থে চুট্‌কি।

চৈতন্য বা চেতনার অধিষ্ঠান-স্থান মস্তকের উপরিভাগে রক্ষিত হিন্দুত্বের পরিচায়ক দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ; মস্তকের শিখা ; টিকি।

পান্নালাল। ছাপা টাপা কেটে, চৈতন চুটকি উড়িয়ে দিয়ে, ভোল একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছি। সাধ্য কি যে কেউ এখন আমায় চিনতে পারে। মনমোহন রায়—রিজিয়া।

**চৈতে কুয়া, ভাদরে বান ;—নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।** (খনা)

শীতের শেষভাগে কুয়াশার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহা চৈত্র মাস পর্যন্ত চলিলে ফসল শুখাইয়া যায়। আবার ভাদ্র মাসে বর্ষার শেষে বন্যা হইলে ফসল হাজিয়া যায়। ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়।

ময়ুরাক্ষীতে এখন যে বন্যা, সে বন্যার বেশী আশঙ্কার কারণ নাই। বর্ষায় নদীর বন্যা স্বাভাবিক। তবে এটা ভাদ্র মাস ; ভাদ্রে বন্যা হইলে মড়ক হয়। ডাক পুরুষের কথায় আছে—"চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।" তারাশঙ্কর—পঞ্চগ্রাম।

**চৈত্তে খর খর, বৈশাখে ঝড়-পাথর,**
**জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে ;—তবে জানবে বর্ষা বটে।** (খনা)

যদি চৈত্র মাসে প্রখর রৌদ্র হয়, বৈশাখে কাল-বৈশাখীর ঝড় ও শিলবৃষ্টি হয় এবং জ্যৈষ্ঠে মেঘ না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে রীতিমত বর্ষা হইবে।

**চোখ কপালে তোলা।** দ্র° চক্ষু চড়কগাছ।

তা হ'লে মাইনেটা কি রকম দিচ্ছে ?

নরেন্দ্র কহিল, পরে কিছু বেশী দিতে পারে। চারশ' টাকা মাত্র দেয়।

চারশ'! রাসবিহারী বিবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, আহা বেশ—বেশ! শুনে বড় সুখী হোলাম। শরৎ—দত্তা।

**চোখ-কান বুজিয়া থাকা।**

চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া রাখিলে যেমন কোনরূপ অনুভূতি হয় না, সেইরূপ সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট নির্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া যাওয়া।

ব্রহ্মা। মা তোমার কষ্ট শুনে আমার পেটে ভাত যায় না, চক্ষে নিদ্রা আইসে না। আর কিছুদিন চোককান বুজে থাক, স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি।

[ দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

**'চোখ গেল' পাখী।**

পাপিয়া—যাহার ডাক 'চোখ গেল' এইরূপ ধ্বনির ন্যায় শুনায়।

একটা পাপিয়া বাগানের মধ্যে কোন একটা গাছে বসিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছে, 'চোখ গেল চোখ গেল'। প্রভাবতী—শতাব্দীর প্রতীক।

**চোখ চায় সে পায়, চোখ বোজে সে হারায়।**

যে সজাগ ও সতর্ক থাকে তাহার লাভ হয়, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তু° जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा।

**চোখ টন্‌টন্ করা ( টাটানো )।**

পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষাবশে এরূপ অস্বস্তি বোধ করা, যেন চক্ষে সত্যসত্যই দারুণ যন্ত্রণা হইতেছে।

ননীগোপাল ছোট কাকীমাকে পাইয়া হাসিয়া গিয়া তাহার কোল জুড়িয়া বসিল। ইহা দেখিয়া বড়-বৌ মহামায়ার চক্ষু টাটাইতে লাগিল, শিশু ননীগোপালের উপর তাহার বড় রাগ হইল।

[ সতীশ চক্র°—রায় পরিবার।

**চোখ টেপা ( ঠারা )।**

অপরের অলক্ষ্যে চোখের ইঙ্গিত দ্বারা গোপন মনোভাব প্রকাশ করা।

পেচিয়ে কথা বল্‌লে রূঢ়, বুঝতে পারি নইকো মূঢ় ;—
ঠারে ঠোরে প্রৌঢ় শব্দে বুড়ো ব'লে চোখ টেপা !

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—পঞ্চকমালা।

**চোখে সরষেফুল দেখা।**

শরীরের অত্যধিক দুর্বলতা ঘটিলে অথবা অকস্মাৎ কোনো বিষম বিপদে পড়িলে মাথা ঘুরিয়া উঠে এবং সরিষাফুলের মতো বহু উজ্জ্বল পীতবর্ণ বিন্দু চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

>নিতান্ত দুর্বল, অসহায় বা বিপন্ন বোধ করা।

শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের গালে কালাচাঁদ এমনি এক বিভীষণ চড় মারিলেন যে, সুরেশ সরিষা ফুল দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

তু০ To see stars.　　[ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**চোখে সাঁতার-পানি।**

এতো অধিক অশ্রুর প্রবাহ যে তাহাতে সাঁতার দেওয়া যায়।

>অতিরিক্ত মায়া-কান্না।

মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতার-পানি দেখি সাপের চোখে।।

**চোদ্দ পোয়া হওয়া।**　　[ দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

চোদ্দ পোয়া = সাড়ে তিন হাত,—মানব দেহের সাধারণ দৈর্ঘ্য।

>পা যতদূর যায় ছড়াইয়া আরাম করিয়া শয়ন করা।

সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল ও বলিয়া উঠিল, যাক বাঁচলুম! বাসায় গিয়ে চোদ্দপো হওয়া যাউক। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তু০ To measure one's length.

**চোদ্দশাকের মধ্যিখানে ওল পরামাণিক।**

দ্র০ চতুর্দশীর চোদ্দশাক।

চোদ্দশাকের মধ্যে ওলশাক নিকৃষ্ট; ইহা খাইলে মুখ কুট্‌কুট্‌ করে। কিন্তু ওলপাতা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিন্দু বিবাহে স্ত্রী-আচারের সময় এয়োগণের মধ্যস্থলে থাকিয়া পরামাণিক মোড়লী করিয়া থাকে। অন্যান্য শাকের মধ্যবর্তী ওলশাক যেমন বিসদৃশ দেখায়, নারীগণের মধ্যস্থিত পরামাণিকও সেইরূপ।

লক্ষ০ উত্তমের সমাজে অধিষ্ঠিত অধম ব্যক্তি।

তু০ হংসমধ্যে বকো যথা।

যেখানে তা-বড়ো তা-বড়ো বিদ্বান লোক আসবে—তুই মুখ্যু লোক সেখানে গিয়ে কি করবি? চোদ্দশাকের মধ্যিখানে ওল পরামাণিক!

**চোরকে দেখায় ভাঙা বেড়া।**

চোর গৃহস্থের বাড়ী চুরি করিতে গেলে গৃহস্থের প্রতিবেশী চোরকে সন্ধান বলিয়া দেয় যে বেড়া কোথায় ভাঙা আছে, প্রবেশ করা সহজ।

লক্ষ০ পরের গৃহছিদ্র প্রকাশ করিয়া তাহার শত্রুতা করা।

**চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে (সজাগ থাকতে)।**

যে ব্যক্তি চোরকেও সাহায্য করে, আবার গৃহস্থকেও শুভানুধ্যায়িতার পরিচয় দেয়। যে উভয় পক্ষেই থাকে।

তুং বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।

चोरसे कहे चोरी करो, शाहुके कहे जाग्ते रहो।

To hold with the hare and run with the hounds.

**চোর খোঁজে আঁধার রাত।**

চুরি করার সুবিধা হয় বলিয়া চোর অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষায় থাকে।

তুং चोरको अन्धियारी प्यारी।

**চোর চায় ঈদের পরব।**

চোর পর্বদিনের অপেক্ষায় থাকে, যাহাতে গৃহস্থ উৎসবে মাতিলে চুরির সুযোগ পাওয়া যায়।

**চোর চায় ভাঙা বেড়া।**

গৃহস্থের ঘরের বেড়া যদি কোনস্থানে ভাঙা থাকে, তাহা হইলে চোরের পক্ষে চুরি করা সহজ হয়; তাই চোর তাহাই কামনা করে।

যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি সে সেইরূপ সুযোগ পাইলে আনন্দিত হয়।

কর্তা বলিলেন, "মেধো, আজ আমার শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না; তুই একা গিয়েই বাজারটা করে নিয়ে আয়।" চোর চায় ভাঙা বেড়া; মেধো হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

**চোর, ছিনাল, চোপায় দড়;—আগে দৌড়ে ঠাকুরঘর।**

অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিজের সাধুতা প্রমাণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হয় এবং সেজন্য কথায় কথায় দেবস্থানে ছুটিয়া গিয়া শপথ করিতে প্রস্তুত।

**চোর-ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলেই হয় (রয়)।**

পাছে চোর-ডাকাত চুরি করিয়া লইয়া যায়, যেন সেই ভয়ে খাদ্যদ্রব্য পাইবামাত্র খাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া।

**চোর-দায়ে ধরা পড়া।**

চুরি করার অপরাধে ধরা পড়িলে নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

>কোনো প্রকৃত বা কল্পিত অপরাধের জন্য অত্যাচার সহ্য করা।

পরী বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই কোথা পাবি তা আমি কি জানি, বিয়ে করেছিলি কেন?

আখনা বলিল, বিয়ে করেছি ব'লে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি, তোকে ছিল্কের কাপড় দিতে হবে নাকি? তারাশঙ্কর—জলসাঘর (প্রতীক্ষা)।

**চোরা বাজার।**

(১) যে বাজারে পুরাতন দ্রব্য সস্তা দরে বিক্রয় হয় বলিয়া অনুমান হয় যে ঐ সকল দ্রব্য চোরাই মাল। (২) অতিরিক্ত মুনফা লাভের উদ্দেশ্যে বে-আইনীভাবে অতি উচ্চদরে বিক্রয়ের গুপ্ত ব্যবসায়। কালো বাজার।

**চোরা বেরাল লেজ চাটে।**

যে বিড়ালের চুরি করা অভ্যাস, সে চুরি করিতে না পাইলে নিজের লেজ চাটিয়াও তৃপ্ত হয়। কুঅভ্যাস ছাড়া যায় না।

**চোরার পার্বন কুলি ধেয়ে যায়।** কুলি = গলিপথ।

উৎসবাদি করিতে হইলে চোরেরা প্রকাশ্য স্থানে তাহা করিতে সাহস পায় না, সেজন্য গলিঘুঁজির ভিতরেই তাহা সারিতে হয়।

**চোরেই চোর ধরতে পারে।** দ্র০ চোর দিয়ে চোর ধরা।

**চোরে-কামারে দেখা নেই, সিঁধকাঠি গড়া হয়।**

সিঁধকাঠি গড়াইবার জন্য চোরকে কামারের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু তাহাতে উভয়েরই বিপদের আশংকা আছে। চোরকে সাহায্য করার জন্য কামারের দণ্ড পাইবার ভয় আছে। আবার চোরের ভয় আছে যে কামার তাহাকে সনাক্ত করিতে পারে। তাই পরস্পর সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে কাজ হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে চোর রাত্রিযোগে খানিকটা লোহা কামারশালায় রাখিয়া আসে। কামার সেই লোহায় সিঁধকাঠি গড়িয়া রাখে এবং চোর পরের রাত্রে আসিয়া লইয়া যায়।

>দুইজনের সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে, অথচ পরস্পরের সহযোগিতায়; কোনো কার্য সম্পন্ন হওয়া।

তুমি আমাকে গোটা কুড়িক টাকা দাও না, দেখবে তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে,—অথচ চোরে-কামারে দেখা হবে না।

**চোরে-চোরে আলি ;—**

**এক চোর বিয়ে করে আর এক চোরের শালী।** আলি = সখী>সখা,বন্ধু।

চোরেদের মধ্যে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য থাকে এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতর কুটুম্বিতা দাঁড়াইতে পারে।

**চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই।**

সহোদর ছাড়া অন্য যতো রকম সম্পর্কিত ভাই আছে তাহার মধ্যে মাসতুতো ভাইয়ের একটা বিশিষ্টতা আছে। একজন যদি জাঠতুতো ভাই হয়, অপর জন তাহার খুড়তুতো ভাই; একজন মামাতো ভাই হইলে অপর জন পিসতুতো। কিন্তু মাসতুতো ভাইদের পরস্পর একই সম্বন্ধ,— প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মাসতুতো ভাই; অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সমান।

>অসৎ ব্যক্তিরা আপনাদিগকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানে এবং অসৎ কর্মে পরস্পরকে সাহায্য করে।

খগেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আমি যে আপনার ভাই হই। আপন ভাই নই—মাসতুতো ভাই। অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয়। এত বড় বিষয়টা একলা একলা খাবেন মশায়—মাস্তুতো ভাইকেও কিছু বখ্রা দিন।"

তু০ चोर चोर मौसेरे भाइ। [ প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

**চোরের উপর বাটপাড়ি।** বাট = পথ। বাটপাড়ি = রাহাজানি।

লক্ষ০ একজন অসদুপায়ে যাহা সংগ্রহ করে, অপরে তাহা বলপূর্বক আত্মসাৎ করে।

লখে বলিল, "হ্যাঁ মা! হীরার বালা আর মতির মালা ত বের ক'রে রেখেচিস্? দেখিস্ বেটি! যেন আবার চোরের উপর বাটপাড়ি না হয়।" রাজকৃষ্ণ রায়—হিরণ্ময়ী।

তু০ चोरके घरमें छिछोर।

**চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।**

চোর তৈজসপত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে আবার যাহাতে চুরি না হয় এই উদ্দেশ্যে থালা-বাসন ব্যবহার না করিয়া মাটিতে ভাত খাইয়া চোরকে জব্দ করিবার হাস্যকর সংকল্প।

লক্ষ০ পরের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজে ক্লেশ স্বীকার করা।

আর, তুই নিজে কি এম্নি সন্ন্যাসিনীই রইবি, হায় রে শ্বেত-বসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল! চোরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভুঁই-এ ভাত খাবি নাকি? নজরুল—বাঁধন-হারা

তু০ जूँके डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती।

**চোরের কপনিও লাভ।**

চুরি করিতে গিয়া চোর যদি একটা কৌপীন মাত্র পায়, তাহাই লাভ।

>বিনা ব্যয়ে ও বিনা আয়াসে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই লাভ।

তু০ भगले चोर लंगोटी हाथ।

**চোরের দশদিন, গৃহস্থের ( সাধুর ) একদিন।**

চোর বারবার চুরি করিয়া পলায়, পরে একদিন গৃহস্থ প্রতিশোধ লয়।

তু০ सौ दिन चोरका, एकदिन शाहुका।

সোজা গোয়ালে গিয়ে দড়িটা খোল, তারপর হাঁটা দাও। রাতটা কোন রকমে কাবার হলে আর তোমাকে পায় কে! ধরা পড়ার কথা বলছ? ও সব কপালের লেখা। শাস্তরে বলেছে, দশদিন চোরের একদিন গেরস্তের।" "জরাসন্ধ"—লৌহকপাট।

**চোরের বাড়ী বালাখানা।**

চুরি করিয়া চোরের অবস্থা স্বচ্ছল হইলে সে আর মেটে ঘরে বাস করিতে চায় না, পাকা বাড়ী তুলিয়া আরামে বাস করে।

**চোরের মন পুঁই-আদাড়ে (ভাঙা বেড়ায়)।**

চোরের মনে সর্বক্ষণই এই চিন্তা যে কতক্ষণে সে বাহির হইয়া গৃহস্থের পুঁই-আদাড়ে বা ভাঙা বেড়ার কাছে গিয়া ওৎ পাতিয়া বসিবে।

>যাহার যে দিকে আকর্ষণ, তাহার মন সেই দিকেই পড়িয়া থাকে।

"—তাহলে মশায়, দয়া করে যদি দু'একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তাহলে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—"

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, "চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?" 　শরদিন্দু বন্দ্যো৹—ব্যোমকেশের কাহিনী।

**চোরের মন বোঁচ্কা পানে।**

চোরের মনে সর্বদাই চুরির চিন্তা। কোথায় কাহার কাছে একটা বোঁচকা আছে, চোরের দৃষ্টি কেবল সেইদিকে। কতক্ষণে বোঁচকাটি লইয়া সরিয়া পড়িবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

>সকলে নিজের স্বার্থ সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

তু৹ চোরকা মন বুক্‌চেমেঁ।

**চোরের মায়ের কান্না।**

চোর ধরা পড়িলে বা বিষম প্রহারে জর্জরিত হইয়া ঘরে ফিরিলে তাহার মা প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেপারে না, পাছে ছেলে চোর সাব্যস্ত হয়।

লক্ষ৹ অবস্থা গতিকে বাহিরে শোক প্রকাশ করিতে অক্ষম হওয়া।

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে এমনি সঙ্কট তারে॥

**চোরের মায়ের কুরকুট্টি, অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।** 　[ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

অন্ধকার রাত্রি কেহ ভালবাসে না। কিন্তু চোরের মা বিলক্ষণ আনন্দ বোধ করে। কারণ পুত্র অন্ধকারে নির্বিঘ্নে চুরি করিতে পারে।

>যাহা কেহ পছন্দ করে না, ব্যক্তি বিশেষের তাহাতেই আনন্দ।

তু৹ জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে!

**চোরের মায়ের ডাগর গলা;—খেতে চায় দুধকলা।**

চুরি করিয়া চোরের অবস্থা যেমন সচ্ছল হইতে থাকে, তাহারা নিত্য নিত্য উৎকৃষ্ট বস্তু খাইবার আকাংক্ষা করে।

>কুকর্মের দ্বারা লাভবান হইলে ক্রমে লোভ বাড়িতে থাকে।

**চোরের মুখ চাঁদপানা।**

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য চোর নিরীহ ভালমানুষের মতো মুখ করিয়া থাকে।

তু° चोरका मुह चाँदसा।

**চোরের রাত্রিবাসই লাভ।**

চোর চুরি করিবার জন্য গৃহস্থ-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু সারারাত অপেক্ষা করিয়াও চুরি করার সুযোগ না পাইয়া গৃহে ফিরিল। সে এই ভাবিয়া সান্তনা পায় যে আর কিছু লাভ না হউক রাত্রিটা যে নির্বিঘ্নে কাটিয়াছে তাহাই যথেষ্ট লাভ।

লক্ষ° কোনো কার্যে বিফলমনোরথ হইয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া।

কৌশলের ত্রুটি হবে না। তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম, চোরের রাত্রিবাসই লাভ। মাইকেল—কৃষ্ণকুমারী নাটক।

**চৌকিদারি কি ঝক্‌মারি,—মার খেয়ে প্রাণ যায়!**

গ্রাম্য চৌকিদারের কার্য অতি কষ্টকর। তাহার বেতন অতি সামান্য, তদুপরি রাত্রে চোর-ডাকাতের হাতে প্রায়ই প্রহার লাভ ঘটিয়া থাকে।

>অল্প পারিশ্রমিকে বিপজ্জনক কার্য।

# ছ

**ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার দশি।** দশি = ছিলা ; আঁচলা।

বস্ত্রের প্রান্তদেশের ছিলা প্রয়োজনীয় অংশ নহে, শোভাবর্ধন করে মাত্র। সেজন্য ছিলা অত্যধিক মূল্যবান হওয়া সামঞ্জস্যহীন।

লক্ষ° মূল বস্তু অপেক্ষা তাহার আনুসঙ্গিক অংশের অত্যধিক গুরুত্ব।

তু° गजभर लखड़ी, नव गज पूंछ।

**ছক্কাই-পাঞ্জাই ( ছক্কাবাজী ) করা।**

তাসের গ্রাবু খেলায় বিপক্ষকে হারাইয়া জয়ের প্রতীক ছক্কা, পাঞ্জা ই° তাস ধরা হয়।

>বিপক্ষের বিরুদ্ধে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ। লম্বাই চওড়াই করা।

সত্রাজিৎ। মণিটা ভোগা দেবার জন্য বলে, এটা পেলে কৌস্তভমণি দিতে পারি। কত রকম ছক্কাবাজী কর্‌লে,- তা আর তোমায় বল্‌বো কি! [ গিরিশ—মণিহরণ।

**ছড়া-হাঁড়ি।**

যে হাঁড়িতে গোবর জল গুলিয়া ছিটানো হয়।

ছড়া হাঁড়ি মারে কোণের বোঁয়াড়ী। কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**ছ' বুড়ির ঘোড়া, ন' বুড়ি খায়, কখনো চলে কখনো চালায়।**

সস্তার ঘোড়া খায় বেশী, কখনো চলিতে পারে, কখনো চালাইতে হয়।

তু° সস্তার তিন অবস্থা।

**ছ' মাসের পেট এক 'ঢেঁকুরেই' খালি!** (অশিষ্ট)

গর্ভিণীর বর্ধিত উদর একবার উদ্গার তুলিতেই খালি হইয়া যাওয়া।

লক্ষ° দীর্ঘকালের আয়োজন সহসা ব্যর্থ হওয়া।

তু° To end in smoke.

**ছয় চোখে ক্ষয়।**

কুলোকের কুদৃষ্টিতে অনিষ্ট ঘটে—এই বিশ্বাস।

>বহু লোকের চোখ পড়িলে বস্তু নষ্ট হইয়া যায়।

**ছ' রুটি তেরো পুতরা, খা পুতরা ধূল গুজড়া ;**
**ঘন ঘন আসোনা, তাই তো মন খেচড়া।** (মেয়েলী)

পুতরা—পুত্রস্থানীয় কুটুম্ব। ধূল গুজড়া—ধূলার মতো গুঁড়াইয়া। খেচড়া—খিচড়াইয়া থাকা ; অপ্রসন্ন হওয়া।

তোমরা তেরোজন অতিথি, ছয়খানি রুটি সম্বল। উহাই গুঁড়াইয়া ভাগ করিয়া খাও। তোমরা আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। তবে ঘন ঘন আসিলে আরো খুশী হইতাম।—অবাঞ্ছিত অতিথির প্রতি ব্যাজোক্তি।

**ছল ক'রে জল আনতে যাওয়া।**

ব্রজের গোপীগণ যমুনাতটে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে জল আনিবার ছল করিয়া কলসী লইয়া যমুনায় যাইত।

লক্ষ° একটা কাজের অছিলায় অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

**ছল্‌তে আসা।** (মেয়েলী)

দীর্ঘকাল বাঁচিবার জন্য জন্মগ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র সকলকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া শৈশবেই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাওয়া।

"ও কি বাঁচতে এসেছে, ও শুধু আমাদের ছলতে এসেছে বই ত না।··· দেখচোনা ও কি বাঁচবার ছেলে? এই বয়সে কত কথা, কত বুদ্ধি।"

অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**ছ'মাস ধ'রে বসে রইলাম, বিয়ে মোর রইলো ;**
**উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বিয়ে তার হইল।**

আগের কাজ ফেলিয়া পরের কাজ করা।

**ছলে-বলে-কৌশলে।**

মিথ্যা ছলনা, বলপ্রয়োগ, অথবা গূঢ় কৌশল দ্বারা কার্যসিদ্ধি করা।

তু° By hook or by crook.

**ছাই-চাপা আগুন।**

লক্ষ০ যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না ।

পান্নালাল ।···আজ যে লোক দুটীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তাদেরও যেন কেমন কেমন ঠেকলো। একটাকে ত আমার বেশ মালুম হয় যে একটা রাজপুত্তুর হবে। ছোঁড়াটা যেন ছাইচাপা আগুণ।

**ছাইতে না জানি, গোড় চিনি।** [ মনমোহন রায়—রিজিয়া।

গোড়—গোড়া, মূল। নিজের হাতে ঘরের চাল ছাইতে পারি না বটে, কিন্তু কাজের গোড়া-পত্তন দেখিয়া ভালমন্দ বুঝিতে পারি।

লক্ষ০ কাজ নিজে করিতে না পারিলেও কাজের সমালোচনায় পটু।

একজন (হাতুড়ে ডাক্তার) কহিল—"আমরা ছাইতে না পারি, গোড় চিনি। রোগের ঔষধই উপবাস। তাহাতে রোগ না সারিলে ঔষধ দিই। জল ঔষধে যদি বিকার টেনে আনে, দিন থাকতে বলি আমার অসাধ্য, ভাল ডাক্তার আন।" দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**ছাই (পাঁশ) পেড়ে কাটা।**

এতদূর ঘৃণা বা আক্রোশ, যে ভূমির উপর ছাই বিছাইয়া কাটিতে ইচ্ছা করে, যাহাতে রক্ত পড়িয়া ধরণী কলুষিত না হয়।

>অত্যধিক ক্রোধ প্রকাশ।

যেমন মেধো এসে বলেছে, 'ছোটবাবুর বোধ হয় অসুখ করেছে', অমনি মেয়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বৈঠকখানাতেই ছুটে গ্যালো !···আমরা হলে শ্বাশুড়ি ননদে তখনি পাঁশ পেড়ে কেটে দুখান করত।

**ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।** [ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

পুরাতন কুলা অব্যবহার্য হইয়া পড়িলে তাহাই আবর্জনা ফেলিতে ব্যবহার করা হয়,—অন্য কোনো কাজে লাগে না।

লক্ষ০ (১) অপদার্থ ব্যক্তি, যাহাকে হীন বা অপ্রীতিকর কার্যে নিয়োজিত করা হয়।

(২) নিরীহ প্রকৃতির ব্যক্তি যাহার উপর অপরের অপরাধ অনায়াসে চাপানো যায়।

"আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন না!"

রবীন হেসে ব'ললে, "আমি কিছু পারবো না ক'রতে। আমি ঠিক ছাই ফেলবার ভাঙ্গা কুলো নই।" নরেশ—রবীন মাষ্টার।

তু০ A scapegoat.

**ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, চাল-কুমড়ো কেন বাকি রয় ?**

গায়ে ছাই মাখিলেই যদি সাধু হওয়া যায়, তবে দেশী বা চাল-কুমড়া, যাহার গায়ে সাদা গুঁড়া লাগিয়া থাকে, সেও মর্যাদা পাইবে না কেন ?

লক্ষ০ বাহিরের সাজসজ্জা কাহাকেও মহত্ত্ব দান করে না।

**ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি।**

গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়িলে ছাগল ছুটিয়া পালায়।

>অতি অল্পক্ষণের বৃষ্টি।

আকাশে মেঘ আরও ঘন হইয়াছে, মাঝে মাঝে চড়বড় করিয়া দুচার ফোঁটা ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে।

**ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।** [ শরদিন্দু বন্দ্যো০—চিড়িয়াখানা।

লক্ষ০ অযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া কাজ করানো।

আসুন না আমাদের এখানে, একসঙ্গে কাজ করা যাক্।

অমরেশ বললে, ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো যায় না। আমার স্বভাবধর্মে নেই মানুষের সমাজেব শ্রীবৃদ্ধি করা। প্রবোধ সান্যাল—অগ্রগামী।

**ছাগল, পায়রা, পোষে হাঁস, সীমার মধ্যে রোয় বাঁশ,**
**নিতি নিতি অপরাধ করে ;—ডাক বলে, মো কি সহিবু তারে।** (ডাক)

ছাগল হাঁস পুষিলে গাছপালা নষ্ট করে এবং ঘর-দ্বার নোংরা করে ; জমির সীমানার মধ্যে বাঁশঝাড় হইলে তাহা ক্রমে প্রসারিত হইয়া জমি নষ্ট করিয়া ফেলে।

>যে নিজের ক্ষতিকর কার্য করে তাহার নির্বুদ্ধিতা অমার্জনীয়।

**ছাগল পোষে পাগলে, হাঁস পোষে আন্ধে ;**
**ফিরে না এলে সন্ধ্যেবেলায় দুয়ারে ব'সে কান্দে।**

ছাগল এবং হাঁস পোষা নির্বোধের কার্য ; তাহা প্রায়ই শিয়ালে খায় অথবা চুরি হয়।

**ছাগল বলে প্রাণে মলেম, গৃহস্থ বলে আলুনি খেলেম।**

পাঁঠা কাটিয়া তাহার মাংস গৃহস্থের ভোজ হইল ; কিন্তু রন্ধনের দোষে ভোক্তাদের রসনাতৃপ্তি হইল না। ছাগল যে প্রাণ হারাইল সে কথা কেহ ভাবিল না, নিজেদের সুখে যে সামান্য ত্রুটি ঘটিল সকলে তাহাই দেখিল।

লক্ষ০ পরের গুরুতর বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের সামান্য অসুবিধাটুকুকে বড়ো করিয়া দেখা।

তু০ बकरी जानसे गयी, खानेवाले को मजा न आया।

**ছাগলে কিনা খায়, পাগলে কিনা কয়।**

ছাগলের অভক্ষ্য কিছু নাই,—কাগজ, কাপড়, ঝাঁটা, মাদুর ই০ পর্যন্ত নির্বিচারে খায়। পাগল যাহা মুখে আসে বলে, তাহার কোনো অর্থ হয় না।

**ছাগলে বিয়োয়, শিয়ালে খায়।**

দ্র০ কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়।

**ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা।**

ছাগল অপেক্ষা মহিষের মূল্য অনেক বেশী। তথাপি একটা ছাগলের কল্যাণ কামনায় দেবতার নিকট মহিষ বলি দিবার মানত করা।

লক্ষ০ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য বৃহত্তর ক্ষতি স্বীকার করা।

তু০ दमड़ीकी सूई, सवा मनका मलीदा।

**ছাগলের পায়ে যদি যব মাড়ে, তবে কেন লোকে বলদ জোড়ে?**

দ্র০ ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।

তু০ गधोंसे हल चले तो बैल कौन बिसाय।

**ছাতা দিয়ে মাথা রাখা।**

অপরের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা।

লক্ষ০ কাহারও মহৎ উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া।

"আমি কি কারুকে সাধতে যাই যে ওগো আমার বাড়ীতে এসে ছাতা দিয়ে আমার মাথা রক্ষা কর? না আসবে না আসবে।"

**ছাতার বলে, গাঁ আমার।** [ নবকৃষ্ণ ঘোষ—অপবাদ।

ছাতার অতি নিকৃষ্ট জাতীয় পক্ষী, কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত কর্কশ। তাহারা যেরূপ দল বাঁধিয়া সারা গ্রামে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং উচ্চ কলরব করে, তাহাতে মনে হয় যেন তাহারাই গ্রামের মালিক।

লক্ষ০ হীন মুখর ব্যক্তির মিথ্যা আত্মপ্রাধান্য প্রচার।

**ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূরপক্ষী হাসে।**

লক্ষ০ অধম ব্যক্তি উত্তমের কার্যকলাপ অনুকরণ করিলে হাস্যাস্পদ হয়।

**ছাজা, বাজা, কেশ—তিনে বাংগালা দেশ।** ( হি০ )

প্রাচীনকাল হইতে বাংলাদেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত;—ছাজা বা ঘর ছাইবার রীতি, যাহার অনুকরণে নির্মিত গৃহ সারা ভারতে 'বাংলো' নামে প্রসিদ্ধ; বাংলার বিশেষ কয়েকপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, যথা জয়ঢাক, খোল, একতারা, গোপীযন্ত্র ই০; সযত্ন প্রসাধনের ফলে বঙ্গনারীর কেশের শোভা অতুলনীয়।

বাঙালী মেয়েছেলেদের কেশ-সৌন্দর্য্য নামী। এখানে কথায় বলে, 'ছাজা, বাজা, কেশ, তিনে বাংলা দেশ।

বিভূতি মুখো০—রাণুর কথামালা।

**ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।**

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া যে ছাতু পাইত তাহার একাংশ একটা হাঁড়িতে জমাইয়া রাখিত। ক্রমে হাঁড়ি ভরিয়া আসিতেছে দেখিয়া রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, চড়া দরে এই ছাতু বেচিয়া সেই অর্থে ব্যবসায় করিব। প্রচুর ধনসঞ্চয় হইলে কোনো ধনী কন্যাকে বিবাহ করিব এবং যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান জন্মিবে। শিশুপুত্র যখন আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিবে তখন লাঠি মারিয়া পত্নীকে শাসন করিব। এই ভাবিয়া সে এমন লাঠি চালাইল যে, হাঁড়ি ভাঙিয়া সমস্ত ছাতু পড়িয়া নষ্ট হইল। (পঞ্চতন্ত্র)

ভবিষ্যতের অলীক আশা নির্মূল হওয়া।

**ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।**

ছাত্রগণের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা কঠোর তপস্যার তুল্য,—তাহাতে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের একান্ত প্রয়োজন।

**ছায়া মাড়ানো।**

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া তাহার নিকটেই পড়ে। তাহার ছায়া মাড়াইলে তাহার নিকটেই যাওয়া হয়।

ব্রজেশ্বর একটা দোকানে কাজ করিত, আজ দশ-বারো দিন সে দোকানের ছায়াও মাড়ায় নাই, দিনরাত পুব্‌পাড়ায় কাটাইয়া দেয়।

তু॰ ছাঁহ ন ছুনা। [প্রভাবতী দেবী—মুক্তি-স্নান।

**ছারপোকার বিয়েন।** (মেয়েলী)

ছারপোকা প্রতিদিন একাধিক বার বহু ডিম্ব প্রসব করে।

ব্য॰ বহু সন্তানবতী নারীর প্রতি প্রযুক্ত।

**ছিঁচকে চোর।**

ছিঁচকে—হুঁকা বা গড়গড়ার নল পরিষ্কার করিবার লোহার শিক।

>যে চোর তুচ্ছ বস্তুও চুরি করিতে ছাড়ে না।

**ছিঁড়লো দড়া, তো ছুটলো ঘোড়া।**

লক্ষ॰ চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তি ছাড়া পাইলেই অস্থির হইয়া পড়ে।

**ছিঁড়ি কুটি নিজের সূতো, মারি ধরি নিজের পুত।**

চরকায় সূতা কাটিবার সময় নিজের সূতা নিজে ছিঁড়িলে কিংবা নিজের ছেলেকে মারিলে তাহাতে অন্য কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।

>নিজের জিনিস লইয়া যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

তু॰ নিজের ছাগল লেজের দিকে কাটা।

**ছিঁড়েখুঁড়ে কাটুনি, পুড়েঝুড়ে রাঁধুনী।**

দ্র॰ গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

**ছিটেবেড়ার ঘর।**

কঞ্চি, বাঁকারি ই০ দ্বারা তৈয়ারি বেড়ার উপর কাদা ছিটাইয়া এবং লেপিয়া যে ঘরের দেওয়াল নির্মিত হয়।

লক্ষ০ ব্য০ অত্যন্ত শীর্ণকায় ব্যক্তি, যাহার হাড়-পাঁজর দেখা যায়।

**ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।** ( সং, পঞ্চতন্ত্রম্ )

মূল একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে+

কিছু ত্রুটি থাকিলে সেই সুযোগে দুঃখ বহুগুণ বাড়িয়া থাকে।

তু০ কানা চোখেই কুটো পড়ে।

**ছিনিমিনি খেলা।**

ঢিল বা খোলামকুচি এরূপ কৌশলে ছোঁড়া যে তাহা জলাশয়ের জলের উপরিভাগ স্পর্শ করিতে করিতে বেঙের মত লাফাইয়া চলিয়া যায়।

লক্ষ০ টাকা পয়সা লইয়া খোলাম-কুচির মতো নষ্ট করা। অপব্যয় করা।

তু০ To play ducks and drakes with.

**ছিনে জোঁক।** শীর্ণ > ছিনে।

রোগীর দেহে জোঁক বসাইয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবার ( অধুনা বিরল ) চিকিৎসা-প্রণালী আছে। এই উদ্দেশ্যে উপবাসী শীর্ণ জোঁক জলে জিয়াইয়া রাখা হয়। এই জোঁক দেহের কোনো অংশে কামড়াইয়া বসিলে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ছাড়াইতে পারা যায় না।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি কিছুতেই সঙ্গ ত্যাগ করে না বা যাহা ধরিয়া বসে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। নাছোড়বান্দা।

কখন ছাড়বেন না, আপনি ছিনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন।

**ছিয়াত্তরে মন্বন্তর।** [ অমৃত বসু—সাবাস্ আটাশ।

সন ১১৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ, যাহাতে বাংলায় (প্রধানতঃ উত্তরাংশে) লক্ষ লক্ষ নরনারীর অনাহার ও মহামারিতে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

তখন মীরজাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার এবং রেজা খাঁ নায়েব সুবাদার। এই মন্বন্তরের প্রধান কারণ অনাবৃষ্টি-জনিত অজন্মা। যাহা কিছু জন্মিয়াছিল রেজা খাঁ অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

**ছিল ঢেঁকি, হলো তুল ; চাঁচ্‌তে চাঁচ্‌তে ( কাটতে কাটতে ) নির্মূল !**

তুল—পণ্যদ্রব্য ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড।

লক্ষ০ বৃহদাকার বস্তুর ক্রমে অতি ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্তি।

**ছিল না কথা, দিলে গাল ; আজ না হয় তো হবে কাল।**

যে আগে কথাই কহিত না, এখন তবু গালাগালি দিয়াছে, তাহা হইলেই

কথা কহিয়াছে ; আরও কিছুদিন পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে।

গৃহস্থ কুলবধূকে বিপথে আনিবার জন্য লম্পটের চেষ্টা ও আশ্বাস।

**ছিল রোগী ব'সে, শোয়ালে বদ্যি এসে।** [ —সুবল

পূর্বে রোগ কঠিন ছিল না, রোগী উঠিয়া বসিতে পারিত। পরে বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলে তাহার ফলে রোগের উপশম না হইয়া বিপরীত ফল হইল,—রোগী শয্যাগত হইয়া পড়িল।

>উপকারের পরিবর্তে অনিষ্ট করিবার যোগ্যতা।

**ছুঁচ খুঁজতে শাবল হারানো।**

লক্ষ০ সামান্য কাজ করিতে গিয়া গুরুতর ক্ষতি করা।

**ছুঁচ চলে না, চালায় বেটে।** বেটে = পাট বা শনের মোটা দড়ি।

যেখানে এতটুকু ফাঁক নাই যে সরু ছুঁচ প্রবেশ করানো যায়, সেখানে কৌশল পূর্বক মোটা দড়ি প্রবেশ করানো।

লক্ষ০ কার্যসিদ্ধির উপায় না থাকিলেও কৌশলে কৃতকার্য হওয়া।

বাবা! অনেক উকিলের মুৎসুদ্দি দেখিয়াছি বটে—কিন্তু ওর জুড়ি নাই।...যেখানে ছুঁচ চলে না, সেখানে বেটে চালায়। টেকচাঁদ—আলাল।

তু০ জহাঁ ন জায় সুই বহাঁ ভালা ঘুসেড়না।

**ছুঁচ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বেরোনো।**

কোনো স্থানে সূক্ষ্ম ছুঁচের মত অতি সহজে প্রবেশ করিয়া পরে বাড়িতে বাড়িতে লাঙলের ফালের মতো বৃহৎ ও স্থূল আকার ধারণ করা।

লক্ষ০ ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে বৃহৎ হওয়া।

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে সূচ হয়ে—এখন ফাল হয়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পরে রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক!—তার পর?

তু০ The thin end of the wedge. [ দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান।

**ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।**

ছুঁচোর মতো হীন জীবকে মারিলে কোনো পৌরুষ নাই, লাভের মধ্যে হাতে ছুঁচোর গায়ের দুর্গন্ধ হয়।

লক্ষ০ হীন কার্য করিয়া প্রশংসা লাভ হয় না, বরং নিন্দা হয়।

তু০ মাছি মেরে হাত কালো।

**ছুঁচোর গু পর্বত।**

লক্ষ০ তুচ্ছ বস্তুকে বাড়াইয়া বৃহৎ করিয়া তোলা।

ছেলেয়-ছেলেয় কি ঝগড়া হয়েছিল,—এখন হয়েছে ছুঁচোর গু পর্বত ;

ছেলেদের বাপ-খুড়োরা লাঠালাঠি ক'রে ফৌজদারী পর্যন্ত পেঁছেছে।

তু° राईको पर्वत बनाना।

To make mountain of a mole-hill.

**ছুঁচোর ( শিয়ালের ) গু যদি কাজে ( ঔষধে ) লাগে,**
**ছুঁচো ( শিয়াল ) গিয়ে সেই পর্বতে হাগে।**

লক্ষ° হীন ব্যক্তির দ্বারা যদি সামান্য উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তাহার এতদূর গুমর হয় যে সেই উপকারটুকু করিতে সহজে সম্মত হয় না।

ভূতো ছোঁড়াটাকে এত ক'রে বলছি যে, তুই তো রোজই মাঠে গরু চরাতে যাস্, আমাকে চারটি মুথো তুলে এনে দিস না। তা, তার ফুরসৎ আর হয় না। ছুঁচোর গু যদি কাজে লাগে ই°।

**ছুঁচোর গোলাম ( চাকর ) চামচিকে ;—**
**তার মাইনে চোদ্দ সিকে! ( তাকে বলে, ঘরে নিকে )**

ছুঁচো নিজেই নিতান্ত ঘৃণ্য জীব, তাহারই উপযুক্ত সেবক জুটিয়াছে চামচিকে। লক্ষ° অতি হীন ব্যক্তি।

আমার কি দোষ বলেন ? আমি হুকুমের গোলাম,···আমার উপর—হুকুমের গোলাম! বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, বেরো বলছি, বেরো। তারাশঙ্কর—পঞ্চগ্রাম।

**ছুটিলে হাতের শর, না চিনে আপন-পর।**

তীর ছোঁড়া হইয়া গেলে আর তাহার গমন-পথ নিয়ন্ত্রিত করা যায় না ;—আপন-পর নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিকে বিদ্ধ করে।

লক্ষ° সকল কাজেরই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়া থাকে।

**ছুতোরের তিন 'বউ' ভানে, কোটে, খায় ; যত থাকে যত যায়।**

সপত্নীগণ পরস্পর ঈর্ষাবশতঃ বেহিসাবী খরচ করে ;—যাহার যতো ইচ্ছা ধান লইয়া ভানে এবং রাঁধিয়া খায়, অপব্যয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না।

>সপত্নীর সংসারে অপচয় অনিবার্য।

**"ছুৎ-মার্গ।"** ( স্বামী বিবেকানন্দ )

জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ই° শব্দের অনুকরণে উদ্ভাবিত।

অস্পৃশ্যতার সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলিলেই ধর্মরক্ষা হয়,—এই বিশ্বাস।

সাহেব ছুঁইয়াছে, মুসলমান ছুঁইয়াছে···ইহাই যথেষ্ট। যে ছুৎমার্গ, স্পর্শদোষ-বিচার-আচারের উপর হিন্দুর ইহকাল পরকাল নির্ভর করিতেছে, —সেই সাংঘাতিক স্পর্শদোষ এ ক্ষেত্রে সশরীরে বিদ্যমান ; অতএব তাহার জাতি গিয়াছে। শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

**ছেঁচো, কাটো, ভাঙো মাথা,—তবু না ছাড়িব বড়াইয়ের কথা।**

আমার মাথা ছেঁচিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া যত প্রকারে পারো নিগ্রহ করো, তথাপি আমার মিথ্যা জাঁক করার অভ্যাস ছাড়িব না।

নিজের কথা বাড়াইয়া বলার অভ্যাস কিছুতেই দূর হয় না।

**ছেঁড়া কাঁথায় (চেটায়) শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন।**

দরিদ্র ব্যক্তির বৈভবের কল্পনা। আকাশ-কুসুম রচনা।

একটি দরিদ্র দরজীর চৌদ্দ বৎসর বয়সের তনয়ার এ সকল সাধ কেন হইত, ছেঁড়া চটে শয়ন করিয়া সে লাখ টাকার স্বপন কেন দেখিত, তাহা কেমন করিয়া বলিব? জলধর সেন—আশীর্ব্বাদ।

তু ঝোঁপড়ীমেঁ রহে মহলোঁকা খোয়াব দেখে।

**ছেঁড়া কাঁথা রোগের ঘর, রোগকে ভাবিসনি কো পর।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে মালা গাঁথা।**

ছেঁড়া চুল দিয়া বকুল ফুল গাঁথিয়া মাল্য রচনা।

সামঞ্জস্যহীন উপকরণ লইয়া কাজ করা।

**ছেঁড়া (ওড়া) পাতায় বাজ পড়ে না।**

লক্ষ° দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তির বিপদের আশংকা কম।

তু° He who is fallen fears no fall.

**ছেঁড়া লেঠা।**

তুচ্ছ ব্যাপার, যাহাতে বিস্তর ঝঞ্ঝাট অথচ বিশেষ লাভ নাই।

নালিশটা ক'রে মহা ছেঁড়া লেঠায় পড়া গেছে। সাক্ষী যোগাড় করা এক ঝকমারি। অথচ ডিক্রী হলেও টাকা আদায়ের তো উপায় দেখি না।

**ছেঁদো কথা।** ছাঁদ (আকৃতি, গঠন, বিন্যাস)>বিণ° ছেঁদো।

কৌশলপূর্ণ সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী।

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজচন্দ্র। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি। ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ? বঙ্কিম—রজনী।

**ছেঁদো কথা মাথার জটা;—খুল্‌তে গেলে বিষম লেঠা।**

মাথায় কৃত্রিম জটা বাঁধা থাকিলে তাহা চুলের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে খুলিয়া পৃথক করা কঠিন। সেইরূপ সত্য ও মিথ্যা মিশাইয়া কহিলে তাহা হইতে সত্যটুকু উদ্ধার করা অসম্ভব।

লক্ষ° বিস্তর বাগাড়ম্বর করিলে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

**ছেড়ে কথা কওয়া।**

কোনরূপ প্রতিশোধ বা দণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া নিষ্কৃতি দেওয়া।

সীতানাথ বলিলেন—"তা বাঙ্গালী কখনও ইংরাজের জোরে পারে? সায়েব বুঝি অমনি তাকে ছেড়ে কথা কইত?" প্রভাত—রমাসুন্দরী।

**ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।**

যাহা আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহা একবার হাতছাড়া হইলে আবার তাহা ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেলে তাহা ব্যর্থই হয়।

**ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।**

দেবীর অনুগ্রহ লাভ হইল বটে, কিন্তু সে অনুগ্রহ এমন দুঃসহ হইয়া উঠিল যে নিষ্কৃতি পাইলে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া শান্তিলাভ করা যায়।

ব্যং কোনো দুঃসহ অবস্থায় পড়িয়া নিষ্কৃতি পাইবার কামনা।

পারিসে, এক বৎসর, এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন, রাজভোগ খাওয়া দাওয়া, কিন্তু,—স্নানের নামটী নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে শেষে আর পারা গেল না। শেষ, বন্ধুকে বলতে হলো—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমায় এখন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" হয়েছে। [স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**ছেলেকে নাই, বুড়োকে খাঁই।**

ছোটো ছেলেকে অত্যধিক আদর দিলে তাহার স্বভাব নষ্ট হয়। তেমনই বৃদ্ধের খাইবার লোভকে প্রশ্রয় দিলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

**ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো, বর্গি এলো দেশে;**
**বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে।** ঘুমপাড়ানিয়া গান।

**ছেলে ধরো তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।** (মেয়েলী)

তুমি একটু আমার ছেলেকে লইয়া আমার উপকার কর, আমি তোমার ভাত খাইয়া তোমার উপকার করি।

লক্ষং পরের উপকার করার অজুহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি।

**ছেলে নয়, যেন বাঁশের কোঁড়া।**

বাঁশের কোঁড়া (কোঁড়)—বাঁশগাছের গোড়া হইতে যে অঙ্কুর মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয় এবং কালক্রমে বাঁশের আকার প্রাপ্ত হয়।

যে ছেলের দেহের বাড় বা বৃদ্ধি বেশী।

**ছেলে না হলে এক জ্বালা, ছেলে হলে শতেক জ্বালা।**

সন্তান না জন্মিলে মাতাপিতার ক্ষোভের কারণ হয়। কিন্তু জন্মিলে দীর্ঘকাল অনেক অধিক কষ্ট ভুগিতে হয়।

**ছেলে পড়ানো যা, গরু চরানোও তা।**

গরু চরাইবার সময় সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, যাহাতে বিপথে না যায়; ছোটো ছেলেকে পড়াইবার সময়ও তদ্রূপ।

**ছেলে বড়ো হলে মায়ের দুঃখ ঘোচে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তুং পূত ভয়ে সয়ানে, দুখ ভয়ে বিরানে।

**ছেলেবেলার অনেক গবা বয়সে হয় গোবর্ধন বাবু।**

বাল্যকালে নির্বোধ হইলেও পরে গণ্যমান্য হইতে পারে।

তুং Many a rugged colt makes a good horse.

**ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে।**

রাগ করিয়া নিজের ছেলেকে মারিলে অথবা নিজের কাপড় ছিঁড়িলে নিজেরই ক্ষতি হয়, আর কাহারও কিছু হয় না।

লক্ষং রাগ করিয়া নিজেরই অনিষ্ট করা।

তুং তাঁতি রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে।

**ছেলের ঘাড়ে বুড়োর মাথা।**

বয়সের চেয়ে বুদ্ধি বেশী।

তুং Carrying an old head on young shoulders.

**ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।**

লক্ষং মূল বস্তু অপেক্ষা তাহার অপ্রধান বা আনুষঙ্গিক অংশের গুরুত্ব।

তুং বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি।

**ছেলের পড়লো নাকো ফুল, ছেলে চললো খানাকুল।**

ফুল—ভ্রূণাবরণ বা গর্ভপুষ্প, যাহা সন্তান প্রসূত হইবার অনতিকাল পরে গর্ভচ্যুত হইয়া বাহির হয়।

যে শিশু সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার দূরদেশে যাত্রা।

লক্ষং অল্পবয়স্ক অক্ষম ব্যক্তির দুরূহ কার্য করিবার প্রয়াস।

**ছেলের পয়সা হলে কুকুরছানা কেনে।**

ছোটো ছেলেরা পয়সা পাইলে তাহায় সদ্ব্যবহার করিতে পারে না; যেমন করিয়া হউক খরচ করিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত হয়।

**ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে।**

অল্পবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি অগভীর হয়, কেবল মুখের কথায় তাহার প্রকাশ। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল, সেজন্য গভীর।

**ছেলের মতন হাত-পা, বুড়োর মতন কথা।**

**ছেলের মুখে বুড়ো কথা (+শুনে লাগে মাথাব্যথা)।**

বয়স অল্প হইলেও যে বুড়োর মত পাকা পাকা কথা কয়।

এক রত্তি ছোঁড়া, দিবারাত্রি ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে—ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**ছেলের হাতে কলা দিলে, ঝানু বুড়োরও মন মেলে।**

পাকা সংসারী লোককেও সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করা যায় তাহার ছোটো ছেলেকে কিছু উপহার দিলে।

**ছেলের হাতের মোয়া (নাড়ু, পিঠে, কলা)।**

লক্ষ০ যে বস্তু অনায়াসে ছিনাইয়া বা ভুলাইয়া লওয়া যায়।

ছেলের হাতের নাড়ু নয় যে ভোগা দিয়ে তুমি কেড়ে খাবে
কপট ভক্তি দিয়ে, শ্যামা মায়ের পায়ে।
[ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—শ্যামা সংগীত

**ছোঁড়া তীর ফেরে না।**

লক্ষ০ যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার আর অন্যথা করা যায় না।

**ছোটলোকের কড়ি হলে বুদ্ধি হয় নটো;**
**গাধা যদি পাহাড়ে ওঠে, পাহাড়কে দেখে ছোটো।** নটো = নষ্ট।

গাধার মতো হীন জন্তু পাহাড়ের উপর উঠিলে নিজেকে পাহাড় অপেক্ষা বড়ো মনে করে।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তির ধনলাভ হইলে তাহার মতিভ্রম ঘটে।

**ছোটলোকের কথা, কাছিমের মাথা।**

কাছিম ভয় পাইলে খোলের ভিতর মাথা লুকাইয়া ফেলে।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তি এক এক সময়ে অবিবেচকের মতে অনুচিত কথা বলিয়া ফেলে, কিন্তু চাপিয়া ধরিলেই ভয়ে তাহা প্রত্যাহার করে।

নীচের বচন টলে সত্য মিথ্যা কিবা।
নিঃসরে প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা॥
[ মাণিক গাঙ্গুলি—ধর্ম্মমঙ্গল।

**ছোটা হাজ্‌রি।** (হি০)

হাজ্‌রি = উপস্থিতি; আহার্য উপস্থিত বা পরিবেষণ করা।

প্রাতঃকালীন লঘু ভোজন; প্রাতরাশ। ইং Breakfast.

রে সাহেবটী একটু খোসামোদপ্রিয় ছিলেন। কলকাতাতেও অমর তাঁর বাড়ীতে দু-চার বার গেছল। এখানে রীতিমত তোয়াজ আরম্ভ করে দিলে। রোজ ছোট-হাজরী খেয়েই তাঁর কাছে উপস্থিত হত, চিঠিপত্র টাইপ করে দিত, নোট নকল করে দিত। চারুচন্দ্র দত্ত—দুনিয়াদারী।

**ছোটো কাজে সবাই মোড়ল।**

ছোটখাটো সহজ কাজে সকলেই পটুত্ব দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হয়।

**ছোটো চাবিতে বড়ো তালা খোলে না।**

লক্ষ০ অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বৃহৎ কার্য হয় না।

**ছোটো বউ পাটরাণী, বড়ো বউ ধান-ভানানি।**

পাটরাণী—পট্টমহিষী ; প্রধানা মহিষী, যাহার মর্যাদা অধিক।

সপত্নীগণের মধ্যে কনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্কা বলিয়া স্বভাবতঃ স্বামীর স্নেহ অধিক পাইয়া থাকে, জ্যেষ্ঠা অবহেলার পাত্রী হইয়া সংসারের হীন কার্যগুলি করিতে বাধ্য হয়।

**ছোটো মুখে বড়ো কথা (+শুনে অঙ্গ জ্বলে)।**

অধম ব্যক্তি নিজের হীন অবস্থা ভুলিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্যাদা-হানিকর কথা বলিলে তাহা সহ্য করা যায় না।

তু০ छोटे मुह बड़ी बात।

**ছোটো সরাটি ভেঙেছে বউ, বড় সরাটি আছে ;**
**নাচো আর কোঁদো, আমার হাতের আটকাল আছে।** (মেয়েলী)

বউ-কাঁটকী শাশুড়ী বধূর জন্য ছোটো সরায় চাউল মাপিয়া লইত। সেই সরাটি ভাঙ্গিয়া গেলে বধূর মহা আনন্দ,—সে ভাবিল এইবার বড় সরায় চাউল মাপা হইবে। কিন্তু শাশুড়ী পাকা লোক, ছোটো সরায় কতটি চাউল ধরিত তাহার আন্দাজ ছিল, সুতরাং বধূর চাউলের বরাদ্দ বাড়িবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

>পাকা সংসারী লোকের কখনো হিসাবে ভুল হয় না।

## জ

**জউ-ঘরে আগুন লাগা।** সং জতু>জউ=লাক্ষা, গালা।

লাক্ষা অত্যন্ত দহনশীল পদার্থ। লাক্ষানির্মিত গৃহে (পাণ্ডবগণকে পুড়াইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বাসের জন্য কৌরবগণ কর্তৃক যেরূপ গৃহ নির্মিত হইয়াছিল), সহজেই আগুন লাগে এবং সে আগুন শীঘ্র নির্বাপিত হয় না।

লক্ষ০ অত্যন্ত কোপনস্বভাব ব্যক্তির সহসা ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া।

**জংলা কখনো পোষ না মানে (+সদা মন তার কেওড়া-বনে)।**

বন্য পশুকে গৃহে আনিয়া পোষ মানাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তাহার মন সর্বদাই বনে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

লক্ষ০ উচ্ছৃংখল প্রকৃতির মানুষকে শান্ত ও সংযত করিয়া রাখা যায় না।

**জকারা পঞ্চদুর্ভরাঃ।** (সং)

মূল জামাতা জঠরো জায়া জাতবেদা জলাশয়ঃ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি জকারা পঞ্চদুর্ভরাঃ ॥

জামাতা, উদর, পত্নী, অগ্নি ও জলাশয়—জ-কারাদ্য এই পঞ্চ ব্যক্তি ও বস্তুর আকাংক্ষা সহজে পূর্ণ করা যায় না।

**জগতে ভালো কে? না, যার মনে লাগে যে।**

এমন কোনো লোক নাই যাহাকে সকলেই ভালো বলে। যে যাহাকে পছন্দ করে তাহাকেই সে ভালো মনে করে।

**জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা?**

নিয়তির (মৃত্যুর) জাল সারা জগতে বিস্তারিত। সকল জীবই তাহাতে জড়িত; সে জাল হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার স্থান নাই।

মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

**জগন্নাথ-ক্ষেত্র।**

জগন্নাথদেবের পুরীধামে জাতি-বিচার এবং অস্পৃশ্যতা দোষ নাই।

>যেখানে কোনও বাচ-বিচার নাই,—সব একাকার।

দুটো ছেলেতে ব'সে ভাত খেয়েছে, তো সারা বাড়ী জগন্নাথ-ক্ষেত্র!

**জগন্নাথ দেখতে পুঁই-মাচা দেখা।**

পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া কোনো বঙ্গনারী মন্দিরের পথে পুঁই-মাচার ঐশ্বর্য দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিয়াই ফিরিয়া আসিলেন,—দেব-দর্শন আর হইল না।

লক্ষ০ যে বস্তুতে যাহার আসক্তি সে তাহাতেই তন্ময় হইয়া থাকে।

মহালক্ষ্মী বললেন—"ওরে বাবা, মণিকে ছেড়ে তীর্থ? ত'হলে ঠাকুরঝি, জগন্নাথের বদলে পুঁইমাচা দেখাই সার হবে আমার।

**জগন্নাথে গেলে হাড়ির ঝাঁটা খেতে হয়।** [আশাপূর্ণা দেবী—বলয়গ্রাস।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলে প্রথমেই হাড়ির ঝাঁটার সম্বর্ধনা হয়।

লক্ষ০ ক্লেশ সহ্য না করিলে শ্রেয়োলাভ হয় না।

**জগাই-মাধাই।**

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অত্যন্ত দুরাচার ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়। নিত্যানন্দ প্রভুর অসাধারণ ক্ষমাগুণ দর্শনে এবং চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছিলেন।

>কদাচারী দুর্বৃত্তের দল।

মধ্যখণ্ডে দুই অতি পাতকী মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন।।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহদাহ সর্ব্বক্ষণ।।

তুং ষন্ডামর্ক। [ বৃন্দাবন দাস—চৈতন্যভাগবত।

**জগা-খিচুড়ি।** দ্রং খিচুড়ি পাকানো।

জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য প্রস্তুত খিচুড়ি।

লক্ষং বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে প্রস্তুত বিচিত্র পদার্থ।

সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার, আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতি বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। বিভূতি বন্দ্যোং—আরণ্যক।

**জটিলা-কুটিলা।**

রাধিকার শাশুড়ী ও ননদ, যাঁহারা রাধিকার চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিতেন এবং সর্বদা তাঁহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

>যে সকল নারী অপর নারীগণের সমালোচনায় বিলক্ষণ পটু।

আমার এই দুই বিবাহ (মনুমেণ্ট ও শিশু বামাচরণ)—এখন এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাসা—আমি সতী বলাইতে পারি কি?

**জড়-ভরত।** [ বঙ্কিম—রজনী।

চন্দ্রবংশীয় স্বনামপ্রসিদ্ধ নরপতি, যিনি বার্ধক্যে ধর্মাচারণের ফলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্বাক ও স্থানুবৎ সর্বদা ভগবদ্ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

<যে ব্যক্তি জড়পিণ্ডের ন্যায় অলস, নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করে।

সাহেবকে কি বলিবেন গাড়ীতে বসিয়া জড় ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। টেকচাঁদ—মদ খাওয়া বড় দায়।

**জন, জামাই, ভাগনা; তিন নয় আপনা।** জন—ভাড়া করা দিন-মজুর।

জামাই এবং ভাগিনেয় ভিন্ন বংশজাত, সেজন্য দিন-মজুরের মতো তাহারাও বাহিরের লোকের সমতুল্য। ইহাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি পাইবার আশা করা যায় না।

কি জানেন, কলিকালে, জন জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা। তা জামাইদিগে বিষয় রক্ষার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কৈ? টাকা অতি খারাপ জিনিষ! যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

তুং धी, जमाइ, भानजा, यह तीनों नहीं अपना।

**জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥** (সং)

মূল ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা ।+

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষাও পবিত্র ও পূজনীয়া।

মুরা। আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। [নতজানু হইয়া করযোড়ে] তোমার অপরাধ মা! মায়ের অপরাধ সন্তানের কাছে! তুমি যাই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—চন্দ্রগুপ্ত।

**"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনুঁ**
**নয়ন না তিরপিত ভেল।"** ( বিদ্যাপতি )

সৌন্দর্যের তৃষ্ণা কখনো মিটে না।

**জনে জনে পরামাণিক, গরু মরে ঘাসের তরে।** পরামাণিক—প্রধান।

পরিবারের প্রত্যেকেই হোমরা-চোমরা মানুষ,—গরুকে ঘাস খাইতে দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্মানজনক; ফলে গরু না খাইয়া মরে।

লক্ষ০ অত্যধিক আত্মাভিমানী ব্যক্তি নিজেরই অনিষ্ট করে।

তু০ तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरे कूयें का पानी।

**জন্ম মাত্র,-বলে ডাক,—পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ।** (ডাক)

প্রসবের পর শিশু অপেক্ষা প্রসূতির শুশ্রূষা অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ নবজাত শিশুর জীবন-ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ ভাবেই চলিতে থাকে, কিন্তু প্রসূতির পক্ষে ইহা অতি সংকটময় কাল।

**জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,—তিন না জানে বরাহ।**

বরাহ—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত জ্যোতির্বিদ—বরাহমিহির।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।

**জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,—তিন বিধাতা নিয়ে।**

মনুষ্যজীবনের এই তিনটি প্রধান ঘটনায় মানুষের হাত বিশেষ থাকে না।

"জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন অদৃষ্ট নিয়ে"...অদৃষ্টকে স্বীকার করে, তার যোগাযোগ মেনে নে, গীতাকে তুই বিয়ে কর। তারাশঙ্কর—মন্বন্তর।

**জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম্ম হোক ভালো।**

উচ্চ বা হীন কুলে জন্ম হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না; কিন্তু নিজের কর্ম নির্দোষ হওয়া আবশ্যক।

বংশমর্যাদা অপেক্ষা পুরুষকারের গুরুত্ব অধিক।

তু০ দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। ( মহাভারত )

**জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর, চৈত্র মাসে রাস !**

হিন্দুর পালনীয় বহু ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে চৈত্র মাসের রাসযাত্রা একটি অপ্রধান অনুষ্ঠান। নিমাই সারা জীবনের মধ্যে একবার মাত্র এই রাসের উৎসব করিয়াছে,—তাহার কৃতিত্বের ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয়।

লক্ষ০ যে কখনও কোনো বড় কাজ করে নাই, একবার মাত্র সামান্য যাহা কিছু করিয়াছে, সে তাহারই জন্য গর্ব বোধ করে।

**জপ-তপ করো কি, মরতে জানলে হয়।**

বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পারলৌকিক মংগল হয় না। মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া সর্বদা শুদ্ধচিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলে শ্রেয়োলাভ হয়।

**জপ নাই, তপ নাই,—ভস্মমাখা গা ( কপাল জোড়া ফোঁটা )।**

ধর্মচর্চার লেশমাত্র নাই, কেবল বাহিরে ধার্মিকতার ভান।

**জপের ( নামের ) সঙ্গে খোঁজ নেই, ফটিকে রাঙা থোপ।**

থোপ—ফুলের আকারে নির্মিত রেশম বা পশমের গোছা।

ইষ্টনাম জপ করিবার জন্য সুন্দর একটি মালা আছে, তাহা তুলসী বা রুদ্রাক্ষের নয়,—মূল্যবান স্ফটিকের মালা। আবার তাহার শোভা বৃদ্ধির জন্য রাঙা থোপ ! কিন্তু মালা রাখাই সার,—জপ আর হয় না।

লক্ষ০ মহা আড়ম্বর করিয়া কাজের আয়োজন হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

**জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।** (সং)

সূর্যপ্রণাম মন্ত্রের প্রথম পংক্তি।

সেই সূর্য্য অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল—"জবাকুসুম সঙকাশং" ই০। দেবেন্দ্র ঠাকুর—আত্মজীবনী।

**জমি অভাবে উঠোন চষা।**

চাষ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু চাষের জমি নাই। সে অবস্থায় নিজের বাড়ীর উঠান চষিয়া আকাংক্ষার নিবৃত্তি করা।

লক্ষ০ কার্যের উপযোগী সামগ্রীর অভাবে অন্য উপায়ে সাধ মিটানো।

**জমিদারী লাটে ওঠা।** ইং Lot ( একাধিক বস্তুর সমষ্টি ) >লাট।

রাজস্ব অনাদায়ে কতকগুলি জমিদারী একসংগে নিলাম হইবার উপক্রম।

লক্ষ০ আসন্ন ঘোর বিপত্তি।

"তবে আমি আসি এখন—বড্ড দরকার আছে—ভুলে গিয়েছিলাম।"

কান্তিবাবু বলিলেন, "কি এমন দরকার বাপু ! দু'চার মিনিট দেরীতে তোমার জমিদারী লাটে উঠছে না তো ! ব'স।" নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

**জমি বাপের নয়, –দাপের।** দাপ=দাপট ; পরাক্রম।

পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে যে সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহাই প্রধান নয়, নিজের শক্তিতে যাহা রক্ষা করা যায় প্রকৃতপক্ষে তাহাই নিজের সম্পত্তি।

গ্রাম পোড়াতে আমি দেব না। প্রজাশাসন···

গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে। তারাশংকর—জলসাঘর।

**জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ঔষধ নাই।**

ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে, কোনো অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। অন্যথায় বিপদ প্রতিরোধ করিবার কোনো উপায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

**জয়কেতে।**

পশু ও পক্ষিগণের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে যখন যে পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল বাদুড় সেইদিকে যোগ দিয়াছিল।

>যে ব্যক্তি ধনী বা শক্তিমানের দিকে কাত বা অনুগত হয়।

কতকগুলো খোসামুদে স্তাবক জয়কেতে, ছোটলোক তোমার এখন পোঁ-ধরা হয়েছে,···কিন্তু এই কটি লোক ছাড়া সবাই যে তোমায় ছি ছি করছে তার খবর রাখ কি? চারু বন্দ্যো০—হেরফের।

**জয় রাধে বলো, না পেট ভরলেই হলো।**

জয় রাধে বলিয়া ভিক্ষা করে ভক্তির জন্য নয়, উদর পূরণের জন্য।

তু০ राम भजन का नाम है, पेट भरन का काम।

**জয় হিন্দ!**

ভারতের জয়!

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের জয়ধ্বনি, পরে স্বাধীন ভারতে দেশ-মাতৃকার বন্দনা ও ব্যক্তিগত অভিবাদন।

**জল, আগুন, মন,—বশে যতক্ষণ।**

জল, আগুন ও মন যতক্ষণ সংযত রাখা যায় ততক্ষণই মঙ্গল।

**জল আচরণীয়। জল-চল।**

নবশাখাদি যে সকল শূদ্র জাতির ছোঁয়া জল উচ্চবর্ণের ব্যবহার-যোগ্য।

আজ দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না।

**জল উঁচু তো উঁচু, নীচু তো নীচু।** [ বিভূতি বন্দ্যো০—তালনবমী।

ধনী বা প্রভুস্থানীয় ব্যক্তি যখন যাহা বলেন, অসংগত হইলেও, নির্বিবাদে তাহা মানিয়া লইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন। তিনি যদি বলেন

জল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ তবে এই অসম্ভব কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া, আবার পরক্ষণে জল নীচু বলিলে সে কথাতেও সায় দেওয়া।

<অসংগত, অর্থহীন চাটুবাক্য।

সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত, আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু-নীচু বলিত। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

তু° ঊঁট বিলাই লে গযী, হাঁজী হাঁজী কহনা।

**জল এগোয়, না তৃষ্ণা এগোয়?**

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বাধ্য হইয়া জলের কাছে যাইতে হয়।

লক্ষ° যাহার গরজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সেই অগ্রসর হয়।

জল অগ্রসর না হইলে তৃষ্ণাকেই অগ্রসর হইতে হয়; সতীনাথের নিকট হইতে আহ্বান আসিবার আশা ছাড়িয়া দিয়া মুরারি নিজেই তাহার কাছে গেল। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

তু° প্যাসা কুযেঁকে পাস জাতাহৈ, কুযাঁ প্যাসেকে পাস নহীঁ জাতা।

**জলকে চল্।**

জল আনিতে চল।

দল বাঁধিয়া জলাশয় হইতে জল আনিবার জন্য সঙ্গিনীকে আহ্বান।

ছিলাম আনমনে একেলা এককোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জল্‌কে চল্!'

[ রবীন্দ্র—মানসী ( বধূ )।

**জলকে জল, দুধকে দুধ।**

এতো অধিক জল মিশানো দুধ যে, দুধও বলা চলে জলও বলা চলে।

**জল কেটে শেওলায় বাধে।**

সাঁতার দিবার বা নৌকা চালাইবার সময় সম্মুখের জল সরাইয়া সহজেই অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু ভাসমান শেওলা বাধাস্বরূপ হয়।

লক্ষ° প্রধান অপেক্ষা অপ্রধানের গুরুত্ব।

**জল খেয়ে জাতের বিচার।**

একজনের হাতের জল পান করিবার পর সে ব্যক্তি জলাচরণীয় সৎ-জাত কিনা তাহার অনুসন্ধান বা বিবেচনা করা বৃথা।

লক্ষ° কোনো কাজ করিবার পূর্বে ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া পরে চিন্তা করা যে, কাজটা ভাল হইল কি মন্দ। বিপরীত কার্যক্রম।

তু° পানী পীকর জাত পূঁছনা।

To put the cart before the horse.

**জল, জল, বৃষ্টির ( ইন্দ্রের ) জল ; বল, বল, বাহুর বল ।**

ইন্দ্র মেঘবাহন, বজ্রধারী এবং বারিবর্ষণের কর্তা ।

বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয় ।

**জল, জোলাপ, জুয়াচুরি,—তিন নিয়ে ডাক্তারি ।**

বিলাতী প্রণালীতে চিকিৎসা করা ফাঁকির ব্যবসায়। সকল রোগেই জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া, ঔষধের সঙ্গে প্রচুর জল মিশাইয়া এবং নানারূপে মিথ্যা বাগাড়ম্বর দ্বারা মন ভুলাইয়া অর্থ শোষণ করা হয় ।

তুং কথা, কড়া, কারসাজি ইং ।

**জল দিয়ে জল বা'র করা ।**

কোথাও অল্প-পরিমাণ জল আটকাইয়া থাকিলে ( যেমন কানের ভিতর ), তাহা সহজে বাহির হয় না। কিন্তু আরও কিছু জল যোগ করিলে সমস্ত জল এক সঙ্গে বাহির হইয়া যায় ।

**জল দেখলে মুত সরে, সতীন দেখলে রিষ চড়ে ।** রিষ—ঈর্ষা, দ্বেষ ।

সতীনকে চক্ষে দেখিলে ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ঈর্ষা জাগিয়া উঠে ।

সপত্নী-বিদ্বেষ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ও দুর্দমনীয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ।

**জল না খেয়ে থাকবে তুমি ; না মরি তো দেখবো আমি ।**

জীবনধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু। বায়ুর পরেই জলের স্থান। কিছু আহার না করিয়া অনেকদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। কিন্তু জল পান না করিলে অল্পক্ষণেই মৃত্যু ঘটে ।

**জল নেড়ে জোঁকের বল বোঝা ।** দ্রং ছিনে জোঁক ।

যে জলে জোঁক জিয়াইয়া রাখা হয় তাহা নাড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে জোঁকের রক্ত শোষণের শক্তি আছে কি না। উপবাসী ক্ষুধিত জোঁক নাড়া পাইলেই রক্ত পান করিবার আশায় চঞ্চল হইয়া উঠে ।

লক্ষং কোনো প্রসঙ্গে অপরের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করা ।

তুং বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা ।

**জলবৎ তরলম্ ।** (সং)

জলের মতো তরল । যাহা আদৌ কঠিন নয়, অতি সহজে বোধগম্য ।

ইচ্ছা থাকলে কাঁকর দিয়েও ব্যবসা জমানো চলে···বিশুদ্ধ কাঁকর। আর এই কাঁকরের টাকাতেই দমদমে আমি দুখানা বাড়ী কিনেছি ।··প্রথম যখন কন্ট্রাক্ট পেলাম, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি ব্যাপারটা। তার পরে দেখলাম এর মধ্যে জটিলতা নেই একবিন্দুও, সব কিছুই জলবৎ তরলম্ ।

নারায়ণ গঙ্গোং—ভাঙ্গা বন্দর (লুচির উপাখ্যান) ।

**জল সওয়া।**

হিন্দু বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজাদির সূচনায় পুরনারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচার, যাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহ হইতে জল সংগ্রহ করা হয়।

আনন্দ কোলাহলে পানি সহি বুলে
রসিক রমণী ঠাটে ॥ জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল।

**জলস্পর্শ ( জল গ্রহণ ) না করা।**

সামান্য কিছুও আহার না করা,—জল পর্যন্ত নয়।

বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব ?"

**জলাঞ্জলি ( তিলাঞ্জলি ) দেওয়া।** [ সঞ্জীব চট্টো০—পালামৌ।

হিন্দু শ্রাদ্ধে প্রেতের তৃপ্ত্যর্থে জল ও তিলের অঞ্জলি দান করিয়া মৃতের সহিত সম্বন্ধ শেষ করা।

লক্ষ০ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। বিসর্জন দেওয়া।

যাহক লাগি কুলবতী বরত সমাপল, লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥

**জলেই জল বাধে।** [ গোবিন্দদাস।

যেখানে কিছু জল পড়িয়া আছে, সেখানে আরও জল আসিয়া পড়িলে তাহা সেখানেই জমা হইয়া যায়।

লক্ষ০ কোনো বস্তু অনুরূপ বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে।

দেবেন্দ্র। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার না হতেই আর একটা ঘাড়ে এসে চাপল ! জলেই জল বাধে। যখন পড়তে আরম্ভ করেছি—আর রাখে কে ?

তু০ জর্ কো জর হী খীঁচতা হৈ। [ দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী।

Money begets money.

**জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ; (+যে পায় সে ভাঙে ঘাড় )।**

লক্ষ০ জলেও বিপদ, স্থলেও বিপদ। উভয় সংকট।

জলে ভাসে কুমীর আড়ায় ডাকে বাঘ। রামেশ্বর—শিবায়ন।

তু০ Between Scylla and Charybdis.

**জলে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় মরা।**

চারিদিকে জল থাকিতেও তৃষ্ণা নিবারণ না হওয়া।

লক্ষ০ প্রাচুর্যের মধ্যেও অভাবগ্রস্ত।

তু০ ভরে সমুন্দর ঘোঁঘা প্যাসা।

Water, water everywhere, not a drop to drink.

**জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না।**

লক্ষ° কোনো কাজ হাতে-কলমে অভ্যাস না করিলে কেবলমাত্র উপদেশ শুনিয়া বা অপরের কাজ দেখিয়া শিক্ষা করা যায় না।

তু° বিনা গোতা খায়ে তৈরনা নহীঁ আতা।

**জলে পাথর পচে না।**

জলে পড়িয়া থাকিলে কঠিন প্রস্তর নষ্ট হয় না।

লক্ষ° উৎকৃষ্ট বস্তুর কোনো বিকার ঘটে না।

তু° পানীমেঁ পত্থর নহীঁ গলতা।

**জলের আঁক ( আলপনা, তিলক, কোঁটা, রেখা )।**

জলের নিজস্ব কোনো বর্ণ নাই; সেজন্য জল দিয়া কিছু আঁকিলে তাহা শুখাইবার পর কোনো চিহ্ন থাকে না।

লক্ষ° নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু।

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

**জলের তল মাপা যায়, মনের তল নয়।** [ কাশীরাম—মহাভারত।

কাহারও মনের নিগূঢ় ভাব জানিতে পারা যায় না।

**জহুর জ্বালা।**

মধ্যযুগে রাজপুত জাতির মধ্যে প্রচলিত জওহর ব্রত। শত্রু কর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইলে শত্রু হস্তে নিগৃহীত হইবার ভয়ে দুর্গস্থ নারীদের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবনোৎসর্গের প্রথা।

>জওহর ব্রত পালনের জন্য আগুন জ্বালিয়া রাখার মত দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত কান্নাকাটি করা।

"মেয়েটা সকাল থেকেই এমন জহুর জ্বেলেছে কেন? কি চায়?"

**জহুরীই জহরৎ চেনে।**

যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, সে সেই বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিতে পারে। গুণগ্রাহী না হইলে কেহ অপরের গুণাগুণ বুঝিতে পারে না।

তুমিও তাহলে মস্ত জহুরী বলো! চট্ করে বুঝে ফেলেছ যে, আমি একটা উঁচুদরের কবি।

**জাগন্ত ঘরে চুরি নেই।**

গৃহস্থ রাত্রে সজাগ থাকিলে চোরের চুরি করিবার সুযোগ ঘটে না।

>সদা সতর্ক থাকিলে বিপদ ঘটে না।

**জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা।**

(১) সদা সতর্ক থাকিলে অর্থলাভ ঘটে ও ধনক্ষয় নিবারণ হয়।

(২) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার (পূর্ণিমা) রাত্রে "অক্ষক্রীড়য়া রাত্রি জাগরণে ধনবৃদ্ধি"—এই শাস্ত্রীয় বিধান।

**জাগ্রত দেবতা।**

যে দেবতা সর্বদা ভক্তের মঙ্গলসাধনে সচেতন।

যে দেবতার পূজা করিলে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

গ্রামের সমস্ত দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করতে হবে। তারপর এখানকার গ্রামদেবতা—জাগ্রত বুড়ীকালী মায়ের স্থানে পূজা করবে সে। [ তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

**জাগ্রত স্বপ্ন।**

জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন। কল্পনায় নানা সুখদ দৃশ্য দর্শন।

তুং A day-dream.

**জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর ;**
**শ্বাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।** (মেয়েলী) জাউলী—সহং শব্দ।

বধূগণ পরস্পরকে আপনার লোক বলিয়া মনে করে এবং স্বাধীনভাবে সংসার পরিচালনা করিবার আশা করে। কিন্তু সে পথের অন্তরায় ননদ এবং শাশুড়ী। ননদ ভিন্ন পরিবারের লোক, সে শ্বশুরবাড়ী গেলে এবং শাশুড়ী মরিলে তাহারা নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে—এই আশা।

**জাড়, জাড়, জাড় ; বুড়োর ভাঙে হাড়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**জাতও গেল, পেটও ভরলো না।**

লোভের বশে নীচ জাতির অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তি না হইলে বৃথা জাতিভ্রষ্ট হওয়াই সার, অথচ অন্য কোনরূপে ক্ষতিপূরণও হয় না।

লক্ষং কোনো দূষণীয় কার্য করিয়া নিন্দিত হওয়া, অথচ কিছু লাভও না হওয়া।

১ম দস্যু। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, আর পিছনে ফাঁস তৈরী—গলার উপর চেপে পড়লেই হল। এতে কি ডাকাতি চলে?

২য় দস্যু। জাত গেল—পেট ভরলো না।

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী।

তুং চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।

জাত গঁবৌলীঁ পেট ন ভরল।

**জাত খুইয়ে বোষ্টম।**

যে 'জাত-বোষ্টম' নয়, হিন্দুসমাজচ্যুত হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে।

**জাত খোয়ালেই বোষ্টম।**

জাতিচ্যুত হিন্দু বৈষ্ণব সমাজে সহজেই আশ্রয় লইতে পারে। তখন তাহার জাতির প্রশ্ন আর উঠে না, সামাজিক কলঙ্কও দূর হইয়া যায়।

**জাত-গোয়ালার কাঁজি ভক্ষণ।** কাঁজি—আমানি।

পা০ নামে গয়লা, কাঁজি খায়।

দুগ্ধ-ব্যবসায়ী যদি জাতিতে গোয়ালা হয়, দুগ্ধ পান করাকে সে ব্যবসায়ের ক্ষতিকর মনে করে; সেজন্য গৃহে প্রচুর দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহা পান করিতে চাহে না, তাহার পরিবর্তে আমানি খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।

>যে বস্তুর যে ব্যবসায় করে সে নিজে তাহা ভোগ করিতে পারে না।

তু০ ময়রার ছেলে সন্দেশ খায় না।

**জাত তো নিজের বাক্সের ভিতর।**

যাহার প্রচুর অর্থ আছে সমাজে কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। সে ব্যক্তি কোনো সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য করিলেও জাতিচ্যুত হইবার ভয় করে না; অর্থ ব্যয় করিয়া সে সংকট হইতে সহজেই উদ্ধার পায়।

অর্থবল থাকিলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তু০ टका हो जिसके हाथमें, वह बड़ा है जातमें।

**জাত-বেহারার কাঁধে চড়া।**

বেহারা—দোলা, পাল্কি ই০ যানের বাহক। জাত-বেহারা—যাহাকে বহন করা হয় তাহার স্বজাতীয় বাহক, অর্থাৎ শববাহক; কারণ হিন্দুর মৃতদেহ স্বজাতীয়গণ বহন করে।

মৃত ব্যক্তির স্বজাতীয়গণের দ্বারা বাহিত হইয়া শ্মশান-যাত্রা।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে,
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট্‌বহরা, জাত বেহারার কাঁধে চড়ে।

**জাত-বোষ্টমের ভেকে কি করে?** [ কাঙ্গাল হরিনাথ—গান।

জাত-বোষ্টম—জন্মগত বৈষ্ণব। ভেক—বৈষ্ণবগণের নির্দিষ্ট বেশ।

দ্র০ চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি?

**জাত-ব্যবসা নরের ভুষা, আর সব ফাসা-ফুসা।**

ভুষা—ভূষণ। ফাসা-ফুসা=ফাঁকা; নিরর্থক।

নিজের জাতিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় গ্রহণ করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

তু০ The cobbler should stick to his last.

**জাত মারলে তিন সেন ;—কেশব সেন, ইষ্টিসেন, উইল্‌সেন।**

জাত মারা—অপরের জাতিনাশ করা।

খৃ০ ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার হিন্দু সমাজে সর্বতোমুখী বিপ্লব ঘটিয়া বর্ণভেদ প্রথার যে শিথিলতা আসিয়াছিল তাহার জন্য প্রাচীনপন্থীদের মতে প্রধানতঃ দায়ী এই তিনটি—কেশবচন্দ্র সেন প্রভাবিত ব্রহ্ম সমাজ কর্তৃক জাতিভেদ বিলোপ, রেলপথের প্রসারে বহু জাতির অবাধ মেলামেশা এবং উইল্‌সন হোটেল ই০ ভোজনাগারে সর্বজাতির একত্রে নিষিদ্ধ-ভোজন।

তু০ রঘু, চৈতা, বলা—তিন কলির চেলা।

**জানলেই ভয়, না জানলে নয়।**

যতক্ষণ কোনো বস্তু বা কার্য বিপজ্জনক বলিয়া জ্ঞান না জন্মে ততক্ষণ ভয়ের উদ্রেক হয় না।

তু০ অনজান সুজান সদা কল্যাণ।

Where ignorance is bliss, 'Tis folly to be wise. (Keats)

**জানি না, পারি না, নাইকো ঘরে ; এ তিন কথায় দেবতাও হারে।**

কোনো প্রশ্নের নেতিসূচক উত্তর দিলে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

**জানি না শ্বশুর বার অ-বার, মঙ্গলবারের এ-ধার ও-ধার।** ( খনা )

জ্যোতিষ মতে মঙ্গল গ্রহের দৃষ্টি ভাল নয়। সেজন্য মঙ্গলবার বাদ দিয়া তাহার আগের দিন ( সোমবার ) এবং পরের দিন ( বুধবার ) শুভ বার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় ;—অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই।

**"জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।"** ( কবিকঙ্কণ ) কৃশানু = অগ্নি।

ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতের ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবার তিনটি মাত্র উপায় আছে,—হাঁটু দুটি বুকের সহিত চাপিয়া দেহকে যথাসম্ভব গুটাইয়া এবং রৌদ্র অথবা আগুন পোহাইয়া।

**জামাই এলে খায় ভালা, বোঝা যায় হিসাবের বেলা।**

জামাই আসিলে তাহার জন্য ভোজনের ভালো আয়োজন হয় ; কিন্তু তাহাতে যে বেহিসাবী ব্যয় হইয়া যায় তাহা পরে জানা যায়।

**জামাইয়ের তরে পিঠা বানাই, এসে খায় জামাইয়ের ভাই।**

একজনের উদ্দিষ্ট বস্তু আর একজনের ভোগে লাগা।

**জামাইয়ের নামে মারে হাঁস, গোষ্ঠীশুদ্ধ খায় মাস।**

জামাইকে সমাদরপূর্বক ভোজন করাইবার অজুহাতে হাঁস মারিয়া তাহার মাংস রন্ধন করা, কিন্তু পরিবারস্থ সকলেই তাহাতে ভাগ বসায়।

লক্ষ০ একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া অপরের স্বার্থসিদ্ধি।

তু০ পোর নামে পোয়াতি বর্তায়।

**জামাতা দশমো গ্রহঃ।** ( সং )

মূল সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সদা পূজামপেক্ষতে।
কন্যারাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ ॥

জামাতা একটি দুষ্ট গ্রহের ন্যায় দুঃখদায়ক।

জামাতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে গিয়া শ্বশুরকে বহু ক্লেশ পাইতে হয়।

**জাল-ছেঁড়া, পলো-ভাঙা।** পলো—মাছ ধরিবার খাঁচা বি°।

যে মাছ সহজে ধরা পড়ে না,—জালে পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়, পলো চাপা দিলে তাহাও ভাঙিয়া পলায়। > চতুর ধড়িবাজ লোক।

**জাহাজের পিছনে নঙ্গর।**

জাহাজের পশ্চাতে নঙ্গর ফেলা হয়, এবং সেই ক্ষুদ্র নঙ্গর প্রকাণ্ড জাহাজকে টানিয়া রাখে, অগ্রসর হইতে দেয় না।

লক্ষ° পরিবারবর্গের পেছুটান থাকিলে পুরুষের উন্নতি ব্যাহত হয়।

**জিব কাটা।**

লজ্জা প্রকাশের জন্য দুই পংক্তি দাঁতের মধ্যে জিব চাপিয়া ধরা।

দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥

**জিব বেরিয়ে পড়া।** [ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

লক্ষ° অত্যন্ত ক্লান্তি বা ক্লেশ বোধ করা।

এম্‌নিতেই মেয়েছেলের বিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে পড়ে। তারপরে যদি ঘরের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ বসাও তাহলে আমাকে কিন্তু এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে। রবীন্দ্র—গোরা।

**জিবে ( নোলায়, মুখে ) জল সরা।**

উপাদেয় খাদ্য দেখিলে মুখের গ্রন্থিবিশেষ হইতে লালা নিঃসরণ।

>লোভের উদ্রেক হওয়া।

সিনেমার কথা উঠলে ছেলে-বুড়ো সবার মুখেই যেন জল সরে।

তু° To have one's mouth water.

**জিবে-দাঁতে সম্বন্ধ।**

জিহ্বা অতি কোমল, এবং দুই সারি তীক্ষ্ণধার দন্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকা হেতু সর্বদাই দংশিত হইবার সম্ভাবনা।

জিহ্বার সহিতে দন্তের পিরীতি সময় পাইলে কাটে।

তু° বত্তীস দাঁতোমেঁ জীভ। [চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**জিলাপির পাক (প্যাঁচ)।**

অসরল, কুটিল বুদ্ধি।

বিশু খুড়োর মধুর বচনে ভুলো না,ওর পেটের ভেতর জিলিপির পাক।

**জিহ্বারে দিও না নাই, জিহ্বা বলে আরও খাই।** নাই = প্রশ্রয়।

লোভকে সংযত না করিলে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।

**জীবঃ—বলতে কেউ নেই।**

হাঁচিলে আয়ুক্ষয় হয় এই বিশ্বাসে কেহ হাঁচিলে উপস্থিত হিতৈষী ব্যক্তি "জীবঃ" বা বেঁচে থাকো বলে।

>কোনো হিতৈষী আত্মীয়-বান্ধব না থাকা।

**জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।**

ঈশ্বর জীবগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে আহার যোগাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,—মানুষের সে জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

সদানন্দ। আমার জীবনটা এক রকমে কাটিয়ে দিলুম, ছেলে দু-বেটার কি হবে?......যাক্,...আমার অত মায়া মমতার দরকার কি? জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে। অমরেন্দ্র দত্ত—নির্ম্মলা।

**"জীবে প্রেম করে যেই সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"** ( স্বামী বিবেকানন্দ )

ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ পন্থা —সর্বজীবের কল্যাণ সাধন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা-প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি।

**জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি।**

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত রাজপুত্রের হাতের দুইটি কাঠি, যাহার একটির স্পর্শে মৃতা রাজকন্যা বাঁচিয়া উঠে, অপরটির স্পর্শে মরিয়া যায়।

লক্ষ০ জীবন-মরণের উপায়।

এই দশ হাজার মজুর ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারে? তারা যদি কাজে না যায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে এই বিশ্বকর্ম্মার কামারশাল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যিই এর মরণ কাঠি জিয়ন কাঠি শিউচন্দ্রিকার হাতে। সতীনাথ ভাদুড়ী—চিত্রগুপ্তের ফাইল।

**জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়ানো।**

জীবিত মাছকে পচা ও পোকা-ধরা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা।

লক্ষ০ নির্দোষ বস্তুকে দোষযুক্ত অথবা সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার।

**জীয়ন্তে না দিলে ভাতের দলা, ম'লে দেবে কীর্ত্তনের পালা।**

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে সমারোহ করিবার ইচ্ছা ও সঙ্গতি থাকিলে শ্রাদ্ধ বাসরে কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে ব্যক্তি পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদিগকে আহার দেয় না, সে যে ঘটা করিয়া তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না।

**জীয়ন্তে মরা।**

অসহ্য দুঃখকষ্টের জন্য জীবিত অবস্থাতেও মৃতকল্প।

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাশ।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস ।। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

তু° जीते जी मरना।

**জুজু বুড়ী।**

শিশুগণকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত কুদর্শনা বৃদ্ধার মূর্তি।

"...এই মোটা চাদর দুখানা দুজনে গায়ে জড়াও ভাই! জুজু বুড়ীর মত একটু জড় সড় হোয়ে চল। কি জানি হঠাৎ যদি কেউ চিনে ফেলে।"

**জুতো মেরে গরু দান।** [ হারাণ রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

দ্র° গরু মেরে জুতো দান।

**জুতো মেরেছে, অপমান তো করেনি!**

জুতা মারিলে তাহাতে অপমানের চরম হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্লজ্জ বা মান-অপমান-জ্ঞান-রহিত, সে তাহাতে অবমানিত বোধ করে না।

বেহায়া লোক অপমান গায়ে মাখে না।

তু° हजार जूतीयां पढ़ी, पर इज्जत न गयी।

**জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।**

জুতা সেলাই করা অতি নিকৃষ্ট কাজ, যাহা মুচিরা করে; চণ্ডী পাঠ করা ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের কাজ।

ছোট-বড় সকল প্রকার কার্য একই ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হওয়া।

মাধব। দেখ, স্ত্রীর মত দরকারী মানুষ ত আর পাবে না।

দাশরাজ। সে কি!

মাধব। এই দেখ মাহিনা দিয়ে লোক রাখো—দেখবে যে রাঁধে সে বাসন মাজে না, যে বাসন মাজে সে ছেলে মানুষ করে না। কিন্তু এক স্ত্রীর দ্বারা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব চলে! এমন স্ত্রী ছেড়ো না। দ্বিজেন্দ্রলাল—ভীষ্ম।

তু° अपने मियाँ दर दरबार, अपने मियाँ चूल्हेदार।

**জেগে যে ঘুমায়, তারে তোলা দায়।**

যে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া আছে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিলে, সে সমস্তই বুঝিতে পারে এবং কিছুতেই উঠে না।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়াও না জানার ভান করে তাহাকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

তু০ सोतेको जागावे, सचलेको क्या जगावे।

**জেনেশুনে মিছে বলে, তার দোলা নরকে দোলে।**

ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলিলে নরকবাস ঘটে।

**জেল-ঘুঘু।** ঘুঘু—অত্যন্ত চতুর ও ধড়িবাজ। ঘাগী।

যে ব্যক্তি বহুবার কারাগারে বাস করিয়া পাকা বদমাইস হইয়াছে।

তু০ A jail bird.

**জেলের পরনে টেনা, পাঁজারির (নিকারির) কানে সোনা।**

টেনা = ছিন্ন মলিন বস্ত্র; নেকড়া; কানি। পাঁজারি, নিকারি—ফড়ে; যে উৎপাদনকারীর নিকট দ্রব্য ক্রয় করিয়া অধিক দরে বিক্রয় করে।

বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া জেলে মাছ ধরে; কিন্তু সে চিরদারিদ্র্যগ্রস্ত। অথচ সেই মাছের যে ব্যবসায় করে তাহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল।

উৎপাদনকারী অপেক্ষা ব্যবসায়ী অধিক লাভবান হয়।

**জেলের পেছনে কেলে হাঁড়ি।** ক্ষে০ জেলের হাঁড়ি।

জেলে যখন জলে নামিয়া মাছ ধরে তখন মাছ রাখিবার জন্য তাহার কোমরে বাঁধা যে হাঁড়ি পশ্চাতে ভাসিয়া বেড়ায়।

লক্ষ০ যে অপরের উপর নির্ভরশীল নিত্য-সহচর। ল্যাং বোট্।

রাজীবলোচন।......তুমি ঘর হ'তে গেলে, আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরবো; আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও, অমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, বস, যেও না! দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো।

**জোঁকের গায়ে জোঁক বসে (ধরে) না।** দ্র০ কাকের মাংস কাকে খায় না।

**জোঁকের মুখে নুন (চুন)।**

জোঁকের মুখে লবণ দিলে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ মরিয়া যায়।

লক্ষ০ যে যাহাতে লজ্জিত বা মর্মাহত হয় তাহার প্রয়োগ।

ভয়েতে হইল যেন জোঁকের মুখে চূণ। ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল।

তু০ To put salt on the tail.

**জো পেলে জোলায় কাপড় বোনে।** জো = সুযোগ।

জোলা গামছা ও মোটা কাপড় বোনে। তাহাকে মিহি কাপড়ের বায়না দেওয়া হয় না। কিন্তু সুযোগ পাইলে তাহাও পারে।

**জোয়ারের পানি নারীর যৌবন।**

নদীতে জোয়ারের জল আসিয়াই ফিরিয়া যায়, স্থায়ী হয় না।

নারীর যৌবন স্বল্পকাল স্থায়ী।

**জোর যার মুল্লুক তার।**

যাহার শক্তি আছে, সে বলপ্রয়োগে যাহা ইচ্ছা অধিকার করিতে পারে।

কোন দ্রব্যটা আমার তা'ত আমি বুঝি না। এই যে কোম্পানী, এ মুলুকটা নিয়েছে, এ মুলুকটা কি পরের নয়? জোর যার, মুলুক তার; —আপন-পর ইহাতে কি আছে? যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

তুং যার লাঠি তার মাটি।

জিস্‌কী লাঠী উস্‌কী ভৈঁস।

Might is right.

**জোরের লাঠি নির্জোরেরই বাজে।**

শক্তিমানের শক্তি দুর্বলের পীড়নেই প্রযুক্ত হয়।

**জো-হুকুম।** (হিং)

যথা আজ্ঞা,—প্রভুস্থানীয় ব্যক্তির আদেশ নির্বিচারে পালনকারীর উক্তি।

>তোষামোদকারী। আজ্ঞাবাহী, চাটুকার।

মনিব ভালই ছিল; নষ্ট করেছে যতো সব জো-হুকুমের দল।

**জ্ঞাতি-শত্রু পথে পথে, পারে না মক্কায় যেতে।**

**জ্ঞাতি-শত্রু সবখান, কুকুরের হয় না গঙ্গাস্নান।**

জ্ঞাতিশত্রু সকল সৎ-কার্যেই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

**জ্যায়সা কা ত্যায়সা।** (হিং)

যেমনকার তেমন। যেমন কর্ম তেমনই ফল।

**জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।**

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য পূজনীয়।

যথা, কন্যাদাতাঽন্নদাতা চ জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।

জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতঃ।। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

তুং বয়সে-বড়ো বোনাই বাপের ধাক্কা।

**জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা; শস্যের ভার না সহে ধরা।** (খনা)

জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্র এবং আষাঢ়ে বৃষ্টি হইলে প্রচুর শস্য জন্মে।

**জ্যোৎস্নার ফিনিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে।**

ফিনিক ফোটা—স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হওয়া>আলোক বিকীর্ণ হওয়া।

দ্রং চোরের মায়ের কুরকুট্টি, অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।

**জ্বর আর পর, খেতে না দিলেই পালায়।**

কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি গৃহে আসে, সে খাইতে না পাইলে আপনিই চলিয়া যায়। জ্বরও উপবাসে দূর হয়।

**জ্বরকে ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।**

**জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে।** বাতিক = বায়ুর প্রকোপ।

জ্বর আসার সময় প্রবল কম্প এবং পরে গা-জ্বালা অতি কষ্টদায়ক।

রোগ অপেক্ষা তাহার উপসর্গ অসহ্য বোধ হয়।

**জ্বরো ভিটেয় তোলে ঘর ; যে আসে তারই জ্বর।**

স্থানবিশেষের গুণে সেখানে যে বাস করে তাহারই জ্বর হয়।

**জ্বরো রোগীর অম্বলে রুচি।**

অম্লরস আহারে অরুচি দূর করে। সেজন্য জ্বর হইয়া মুখ বিস্বাদ হইলে অম্বল খাইবার জন্য প্রবল লোভ হয়, কিন্তু জ্বরের উপর অম্ল খাইলে নানা উপসর্গ জন্মে।

অনিষ্টকর নিষিদ্ধ বস্তুর আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল।

**জ্বলন্ত আগুণে ঘি।**

লক্ষ৹ যাহাতে অপরের ক্রোধ, ঈর্ষা ই৹ বর্ধিত হয় এরূপ কার্য করা।

তু৹ To add fuel to the fire.

**জ্বালার উপর পালার বাড়ি।** পালা = গাছের ছোট ডাল। বাড়ি = আঘাত।

দ্র৹ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

# ঝ

**ঝকমারির মাশুল।** দ্র৹ আক্কেল সেলামী।

**ঝগড়াটে লোক যদি ঝগড়া নাহি পায়,**
**বাবলা গাছে গা চুলকে গড়াগড়ি খায়।**

যে কার্যে যে অভ্যস্ত তাহার সুযোগ না পাইলে অন্য যে কোনো উপায়ে তাহার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করে।

**ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।** ঝাঁপা = ঢাকা দেওয়া ; আচ্ছাদন।

লক্ষ৹ উপযুক্ত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর কোনো কাজ করা।

তু৹ খিদে উৎরে ভাতি, সাঁঝ উৎরে বাতি।

**ঝড়ের আগে।**

ঝড় উঠিবার পূর্বে। উপযুক্ত সময়ের পূর্বে।

মেয়ের বিয়ের কিছুই ঠিক হলো না, এদিকে মাসী-পিসীরা কিন্তু ঝড়ের আগে এসে হাজির হয়েছে।

**ঝড়ের আগে ধুলো ওড়ে।**

ঝড় উঠিবার সময় প্রথমেই ভূমির উপরিভাগের ধূলা উড়িতে থাকে।

লক্ষ০ বিবাদ বা কলহের সূচনায় বাক্-বিতণ্ডা হইয়া থাকে।

**ঝড়ের আগে হাল ছাড়া।**

লক্ষ০ বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেই হতাশ ভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়া।

তু০ ঢেউ দেখে না' ডোবানো।

**ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা।**

পাতা শুকাইয়া হাল্কা হয় এবং ঝড়ের গতিমুখে উড়িয়া যায়!

লক্ষ০ বিচারবুদ্ধিহীন লঘুপ্রকৃতি ব্যক্তি অপরের দ্বারা চালিত হয়।

**ঝড়ো কাক।**

প্রবল বায়ুর আঘাতে বিপর্যস্ত হওয়ায় যে কাকের দেহের লোমাবলি বিশৃঙ্খল হইয়া দেখিতে কদাকার হইয়াছে।

>যাহার কেশবেশ রুক্ষ ও বিশৃংখল।

সকালে বাড়ী ঢুকতেই পিসিমা ব'লে উঠলেন, "এমন ঝড়ো কাকটি হয়ে এলি কি ক'রে? কাল কোথায় ছিলি?"

**ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে যায়।** ক্ষে০ ঝাঁকের কৈ।

গুরু শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন, সঙ্গে ভৃত্য। স্বপাকের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরা-ভরতি বড়ো বড়ো কৈ মাছের ঝোল লইয়া আহারে বসিয়াছেন তিনি। কিছু দূরে ভৃত্যও পাত পাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার পাতে একটিমাত্র মাছ। কিছুক্ষণ বিরস বদনে বসিয়া থাকিয়া ভৃত্য বলিল, আচ্ছা বাবা ঠাকুর, কৈ মাছেরাও তো ঝাঁক বেঁধে থাকে? তাহলে ঝাঁকছাড়া হয়ে এ মাছটার তো খুব কষ্ট হচ্ছে! তবে এই ঝাঁকের কই ঝাঁকেই যাক। নিজের পাতের মাছটাও সে খোরায় তুলিয়া দিল। গুরুদেবের খাওয়া নষ্ট হইল, ভৃত্যের পোয়াবারো!

>সকলেই নিজের দলের সহিত মিশিবার জন্য ব্যগ্র।

রাধেকৃষ্ণ বলার মত যিশু যিশু বলে বটে, কিন্তু সামান্য মাত্র কারণেই নিতান্ত বিরক্ত হইলে "এই নে তোর ইঞ্জিল বই" বলিয়া সুসমাচারের কেতাব পাদরী মহাশয়ের গায়ে ছুঁড়িয়া ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া যায়।

তু০ Birds of a feather flock together. [ প্রবাসী; ৪র্থ ভাগ।

**ঝাঁটা দিয়ে বিষ ( ভূত ) ঝাড়া।**

নির্দয়ভাবে ঝাঁটা মরিয়া সর্পদষ্ট বা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করা।

>ঐরূপে অপরাধীর দণ্ডবিধান।

এর শাস্তি দেবো ; ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ান ঝাড়বো।

**ঝাঁপানে উঠলে বাপকে বলে শালা।** [দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

ঝাঁপান—মাচা ; গাজনের সময় ঝাঁপ দিবার জন্য নির্মিত উচ্চ মঞ্চ।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তি উচ্চ পদ পাইলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়।

**ঝাড় ঝাড়, উচ্ছের ঝাড় ;—ঝাড়ে-মূলে তিতো তার।**

লক্ষ০ বংশগত দোষ সমস্ত পরিজনবর্গের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

**ঝাড়া হাত-পা।**

যাহার হাত-পা মুক্ত। সংসার জালে যে আবদ্ধ নয়।

আপনি ত পাঁচ জায়গায় ঘোরেন, একটু খোঁজ খবর রাখবেন, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে একটু ঝাড়া হাত-পা হওয়া যায়।

**ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না।** [ "বনফুল"—জঙ্গম।

লক্ষ০ সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

**ঝাল খাওয়া।**

(১) প্রসবের পর প্রসূতিকে ঘৃত সহ গোলমরিচ, পিপুল, কালোজিরা ই০ মশলা বাটিয়া নিয়মিত রূপে খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে প্রসূতির নাড়ী শীঘ্র শুখাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিশ্বাস।

(২) গৃহাদিতে আগুন লাগিলে গৃহস্থেরা পালিত গরুর গলার দড়ি কাটিয়া দেয়। তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখন ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়। সেই চকিত ভ্রমণকে গরুর ঝাল খাইয়া বেড়ান বলে। (জ্ঞানেন্দ্র)

**ঝাল ঝাড়া ( মিটানো )।** ঝাল—ক্রোধ, আক্রোশ।

রূঢ় বচন-প্রয়োগে মনের সঞ্চিত উষ্মার উপশম করা।

বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে;
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন,
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

তু০ To vent one's spleen. [ বিহারী চক্র০ - বঙ্গসুন্দরী।

**ঝাল মরিচের লাল চামড়া।**

লঙ্কা অতি কটুস্বাদ, কিন্তু তাহার বহিরাবরণ অতি মনোহর।

লক্ষ০ দুর্জনেরও আকৃতি সুন্দর হইতে পারে।

**ঝিকে মেরে বউকে শিখানো।**

**ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা, বউকে মেরে নাইকো রক্ষা।**

বধূ পরের মেয়ে, তাই শাশুড়ী নিজের মেয়েকে শাসন করিলে তাহা দেখিয়া বধূরও শিক্ষা হয়। বধূকে পরোক্ষভাবেই শিক্ষা দেওয়া চলে; সাক্ষাৎভাবে শাসন করিতে গেলে সে তাহা সহ্য করে না।

কোনো কাজ সোজাসুজি না করিয়া পরোক্ষভাবে করা।

তু° ধী মারূঁ পুতোহুলে তরাস।

**ঝি নষ্ট ঠাটে-পাটে, বউ নষ্ট ঘাটে-বাটে।**

পা° ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে।

গৃহস্থের কন্যা সাজসজ্জায় অধিক রত হইলে তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটে। বধূ স্নানের ঘাটে এবং পথে হীনচরিত্রা স্ত্রীলোকের সংস্রবে নষ্ট হয়।

**ঝিনুক ( শামুক ) দিয়ে সাগর ছেঁচা।**

লক্ষ° সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পাদনের ব্যর্থ চেষ্টা।

**ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।** দ্র° মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

**ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভুতের বোঝা।**

বিধবা অথবা বয়স্থা কুমারী কন্যার জন্য মাতাপিতাকে মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু মূর্খ অথবা দুর্বৃত্ত পুত্রের জন্য আরো অধিক দুঃসহ বিপদ ঘটিতে পারে।

**ঝিয়ের ঝি, করবে কি?**

কন্যা বিবাহ হইলেই পরগৃহে চলিয়া যায়, তখন তাহার দ্বারা পিতামাতার কোনো উপকার হওয়া দুরূহ। কন্যার কন্যা আরও দূরে চলিয়া যায়,—তাহার দ্বারা কোন উপকারই সম্ভব হয় না।

দৌহিত্রীর উপর কোনো দাবী থাকে না।

**ঝিয়ের সাধ এলঞ্চা, বউয়ের সাধ মালঞ্চা, আমার সাধ রাই;**
**সবার সাধ রাঁধতে গেলে হাঁড়িকুঁড়িই নাই।** (মেয়েলী)

এলঞ্চা ( হিংচে ), মালঞ্চ, রাই—বিভিন্ন প্রক্যর শাক।

প্রত্যেকের রুচিমত বিবিধ রান্না করিতে গেলে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

>সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

তু° He who would please everybody pleases nobody.

**ঝলোঝুলি করা।**

শিশু যেমন বায়না করিয়া মাতার হস্ত বা বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিয়া প্রায় ঝুলিতে থাকে, সেইরূপ প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করা।

"...ওঁর কাছে নাটক লিখে এনে কত লোক ঝুলাঝুলি করেছে। কিন্তু এমন খুঁত খুঁতে যে কত নামজাদা লেখককে পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

**ঝেড়ে কাপড় পরানো।** [ নরেশ—শুভা।

অত্যধিক প্রহার লাভ করিলে বস্ত্রাদি অসম্বৃত হইয়া পড়ে, তখন কাপড় ঝাড়িয়া পুনরায় ভালো করিয়া গুছাইয়া পরিতে হয়।

>কাহাকেও অতিরিক্ত বিপর্যস্ত করিয়া তোলা।

টাকাটা এই মাসেই শোধ না করলে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে ছাড়বো।

**ঝেড়ে কাশা।**

এরূপ সজোরে কাশা, যাহাতে গলায় অবরুদ্ধ শ্লেষ্মা সরিয়া গিয়া গলা পরিষ্কার হইয়া যায়।

>কিছু গোপন না করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।

একবার ঝেড়ে কাশো দেখি ; টাকাটা দেবার মৎলব আছে কি না ?

**ঝোঁকের মাথায় কাজ করে,—শেষকালেতে পস্তে মরে।**

বিবেচনা না করিয়া কাজ করিলে সেজন্য পরে আপশোষ করিতে হয়।

তু° Marry in haste and repent at liesure.

**ঝোপ বুঝে কোপ মারা।**

কোন ঝোপে পশু লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিয়া অস্ত্রাঘাত করা।

লক্ষ° সুযোগ দেখিয়া কার্য সম্পন্ন করা।

ইয়ার গোছের ব্রাহ্মণেরা সহর ঘেঁসা—বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্ত্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন।

**ঝোল পালানো।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

পাতে ঝোল ঢালিয়া দিলে, তাহা দিকে দিকে বহিয়া যায়।

>সুযোগ চলিয়া যাওয়া।

অন্নপূর্ণা দ্রুতগতি আসিয়া কহিলেন "এস ভাই এস। বলি জল খেতে কি মনে নাই ?"

নারায়ণ। কাশী এলাম চারিদিক দেখবো না ?

অন্ন। দেখতে আমি বারণ করচিনে, বলি একদিনে কি ঝোল পালাইবে ? দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**ঝোল-ভাত খাওয়ানো।**

দুরবস্থায় পড়িলে কেবল ঝোল-ভাত খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়।

>অপরকে ঘোর দুর্দশাগ্রস্ত করা।

তু° To give one one's gruel.

**ঝোলে-অম্বলে এক করা।**

বিভিন্ন প্রকারের একাধিক বস্তু একত্র মিশাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা।

**ঝোলে, ঝালে, অম্বলে ; (+বেগুন সবতাতেই আছে)।**

( ১ ) যাহা সর্বস্থানে এবং সকল ব্যাপারে উপস্থিত।

এরা কি একটা ভাল মিষ্টি তোয়ের ক'রতে জানে ?……মিষ্টির মধ্যে ঐ এক 'পুয়া'—সব পূজোয়-আচ্চায়। ঝোলে-ঝালে অম্বলে সর্ব্বঘটে আছে। জলে একটু আটাগুলে নিয়ে, তাতে একটু গুড় দিয়ে কোনরকমে ভেজে ফেলতে পারলেই হ'য়ে গেল 'পুয়া'। সতীনাথ ভাদুড়ি—জাগরী।

( ২ ) এরূপ বস্তু যাহা সকল প্রকার অবস্থার উপযোগী।

আমরা বাঙগালী এক রকম বেগুন বললেই হয়, যাতে দাও তাতেই আছি,—ঝালে, ঝোলে, চচ্চড়ি, অম্বলে। অমৃত—বাহবা বাতিক।

তুং সর্বঘটে কাঁঠালি কলা।

# ট

**টক কাঁজি নুনের ক্ষয়, কৃপণের দ্বিগুণ ব্যয়।** কাঁজি=আমানি।

খরচ কমাইবার জন্য কৃপণ কাঁজি খায়। কিন্তু টক আমানি বেশী লবণ না দিলে খাওয়া যায় না। সুতরাং তাহা কৃপণের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

>অতি-কৃপণের সাংসারিক বুদ্ধির প্রখরতার ফলে অধিক ব্যয় হয়।

**টক, টেঁসো, আঁটিসারা, শস্যশূন্য, আঁশভরা,—**
**এই আমই দিবার পারা।**

নিকৃষ্ট বস্তুই বিতরণ করার উপযুক্ত।

**টক পালঙের শাক,—দু'ভাগ ক'রে রাখ।**

এক প্রকার পালংশাক আছে তাহা খাইতে টক, সেজন্য অনাদৃত।

নিকৃষ্ট বস্তু অপরকে দেওয়া যায়, ভালো জিনিস একারই ভোগ্য।

**টকের জ্বালায় দেশান্তরী ( দেশ ছাড়লাম ), তেতুলতলায় বাস।**

টক খাইলে রোগ হয় ; যে ব্যক্তি সেই ভয়ে দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, শেষে সে ভাগ্যচক্রে তেঁতুলতলায় বাস করতে বাধ্য।

লক্ষ° যে বিপদের ভয় করা হয় তাহার মধ্যেই যাইয়া পড়া।

তু° জিস কারন মূড় মুড়ায়া, সো দুঃখ আগে আয়া।

**টনক নড়া।**

আঘাত-জনিত টন্‌টনানি ( ঈষৎ বেদনা-বোধ ) >টনক।

সহসা কোনো কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে অথবা কোনো বার্তা অবগত হইলে মস্তিষ্কে ক্লেশকর স্পন্দনের অনুভূতি।

>ভক্তের প্রার্থনার ফলে দেবতার অস্বস্তিকর অনুভূতি।

মরিতে স্মরণ করে সাধুর বালক।
কৈলাসেতে ভগবতীর কপালে টনক।।

তুং আসন টলা। [কবিকঙ্কণ—চন্ডীমঙ্গল।

**টাক, প্রকৃতি, গোদ,—মরলে হয় শোধ।**

স্বভাবের যেমন সংশোধন হয় না গোদ ও টাকও তেমনি দুরারোগ্য।

**টাকাও দিলাম আশী, বিয়ে করলাম দাসী।**

প্রচুর কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করা হইল, অথচ যাহার সহিত বিবাহ হইল সে গৃহস্থের নিজের কন্যা নয়, তাহার দাসী মাত্র।

লক্ষ্য অর্থব্যয় করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্তি।

**টাকা কড়ি ব্যয়, বউ সুন্দর নয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**টাকা টাকা করো তুমি,—মামলা করো নাই ;**
**বল বল করো তুমি,—রোগে পড়ো নাই।**

ধনের অহংকার ততদিনই থাকে যতদিন মামলা-মকদ্দমায় পড়িয়া অযথা অর্থব্যয় না হয়। রোগে পড়িলে স্বাস্থ্যের গর্ব থাকে না।

**টাকা, টাকা, টাকা ;—**
**গোপ্‌লা হলো গোপাল জ্যাঠা, মঙ্গলা হলো কাকা।**

অর্থের প্রভাবে অতি হীন ব্যক্তিও সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

**টাকা, তুমি যারে বাঁকা, তার বৃথাই জনম রাখা।**

ধন যাহার প্রতি বিরূপ তাহার জীবন ধারণের কোনো সার্থকতা নাই।

**টাকা তো হাতের ময়লা।**

অর্থের দ্বারা হস্ত কলংকিত হয়,—উহা সর্বথা বর্জনীয়।

আমি টাকা খেয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলাম মনে করো? আরে, টাকা তো হাতের ময়লা,—ও তো ফেলতে পারলে বাঁচি।

তুং रुपया हाथपैरका मैल है।

**টাকা থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।**

নির্বোধ ব্যক্তির ধন থাকিলে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

**টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।**

অর্থের লোভ দেখাইয়া নারীর চরিত্র পরীক্ষা করা যায়। নারীর দ্বারা প্রলুব্ধ হয় কি না তাহা দেখিয়া পুরুষের চরিত্র পরীক্ষা করা যায়।

**টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে, হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে।**

কুন্‌কি হাতী পাঠাইয়া যেমন বনের হাতী ধরা হয়, সেইরূপে মূলধন খাটাইয়া তাহার সাহায্যে অধিক অর্থ পাওয়া যায়। টাকায় টাকা আনে।

তু০ रुपये को रुपया कमाता है।

**টাকা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল।**

গোল=(১) গোলাকার, (২) বিড়ম্বনা।

টাকা সকল দিক দিয়াই গোল। ইহা গঠনে গোলাকার; অধিক অর্থ থাকিলে তাহার জন্য নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আবার অর্থের অভাবেও নানা দুর্গতি ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হয়।

অর্থ থাকা এবং না থাকা উভয়ই অনর্থের মূল।

**টাকা ধর্মঃ টাকা কর্মঃ টাকা হি পরমন্তপঃ।**

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ—এই সং মন্ত্রের ব্যং অনুকৃতি।

মানুষ ধনের উপাসক।

তু০ टका हर्त्ता टका कर्त्ता टका मोक्ष बिधायका।

टका सर्बत्र पूज्यते, बिन टका टकटकायते॥

**টাকা না হয় যাক, নিজের কথা থাক।**

নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আথিক ক্ষতিও স্বীকার করা যায়।

**টাকা যার, মামলা তার।**

মামলা-মকদ্দমা করিতে গেলে পদে পদে অর্থব্যয় করিতে হয়; সুতরাং যে পক্ষের অর্থবল অধিক তাহারই জয়লাভ হয়।

**টাকার কুমীর ( আণ্ডিল )।**

কুমীর সর্বভুক,—মাছ হইতে মানুষ পর্যন্ত খাইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের গায়ের গহনা জীর্ণ হয় না, উদরে জমা হইয়া থাকে।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি প্রভূত ধন অর্জন করিয়াছে কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে।

লোকটির নাম গোপালবাবু। গলায় তার একগাছি হার, হাতে একটি সোনার চেন্ পরানো সোনার কবচ, আঙুলে গোটা তিনেক হীরে-মুক্তোর আংটি,···আমরা বলতুম, টাকার কুমীর। প্রবোধ সান্যাল—যত দূর যাই।

**টাকার নাম জয় রাম ! টাকা থাকলে সব কাম।**

যাহার অর্থ আছে তাহারই জয়-জয়কার; অর্থের সাহায্যে তাহার সকল কার্যই সম্পন্ন হয়।

**টাকার নাম ময়নার ছা', মিছায় করে সাচার রা'।** সাচা—সাচ্চা, সত্য।

ময়না যেরূপ শিক্ষা পায় সেইরূপ পড়ে। তেমনই, অর্থ পাইলে মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করে।

**টাকার নাম মহাশয়, যা কহাও তাই কয়।**

অর্থ পাইলে মানুষ এতদূর অমায়িক হইয়া পড়ে যে, তাহাকে দিয়া সত্য-মিথ্যা যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারা যায়।

**টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।**

ধনের প্রসঙ্গ উঠিলে নির্জীব পুতুলেরও প্রবল আগ্রহ জন্মে।

অর্থের মতো লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু আর নাই।

**টাকার বলে তুনিয়া চলে।**

লক্ষ° অর্থের দ্বারা সংসারের যাবতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়।

তু° দাম করাবে কাম।

Money makes the world go round.

**টাকার বস্তার উপর ব'সে থাকা।**

অর্থের এরূপ প্রাচুর্য যে টাকার বস্তা ভিন্ন বসিবার স্থান নাই।

লক্ষ° প্রচুর ধন ভোগ করা।

**টাট্‌কা কড়ির ঝাট্‌কা উত্তর।** টাট্‌কা কড়ি—নগদ মূল্য।

যে ধারে জিনিষ কেনে তাহাকে বাধ্য হইয়া নম্র ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু যে নগদ মূল্য দেয় সে কোনও খাতির রাখে না, চোটপাট কথা কয়।

**টাটের নৈবিত্ত, কাঠের চিঁড়ে;—পেট ভ'রে খা, আমার কিরে।**

টাট—পূজায় ব্যবহৃত তামার থালা। কিরে=দিব্য, শপথ।

চিঁড়ার পরিবর্তে কাঠের কুঁচা দিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া দেবতাকে পেট ভরিয়া খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি।

লক্ষ° কার্যতঃ অবহেলা করিয়া বাহ্যতঃ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভান।

**টান দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।**

আলগা করিয়া দড়ি বাঁধিলে তাহা সহজে ছেঁড়ে না; বেশী টানিয়া বাঁধা হইলে তাহা অল্প আঘাতে ছিঁড়িয়া যায়।

লক্ষ° কঠোর শাসনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঘটে।

তু° ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশী।

**টানা-পোড়েন।**

কাপড় বুনিবার সময় যেমন পোড়েনের সুতা ক্রমান্বয়ে একবার এদিক একবার ওদিক যাওয়া-আসা করে, সেইরূপ গমনাগমন।

>অবিশ্রান্ত ভাবে যাতায়াত।

"...যে রকম ছুটাছুটি টানা-পড়েন আরম্ভ হয়েছিল—শরীরের উপর খুবই ধকল পড়ছিল ; এতে কি আর স্বাস্থ্য থাকে মানুষের।"

[ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়।

**টায়ে-টায়ে (টোয়ে)।**

যতটুকু প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ,—লেশমাত্র অতিরিক্ত নয়।

"মেজদি ছোড়দি, দুজনেই ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন অবিশ্যি। তা মেজদি ত ফেলই করে বসল, ছোড়দি কোনমতে টায়ে টায়ে উৎরে গেল।

[ সীতাদেবী—ক্ষণিকের অতিথি।

**টিক্ টিক্ করা।**

ঘড়ির অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দের মতো সদাসর্বদা একই কথা বার বার বলিয়া তিরস্কার করা। অথবা টিকটিকি ডাকার মতো সতর্ক করা।

ঝী-বৌরা তাস খেলিয়া কুড়ের সর্দ্দার হইয়া যায়। সেই জন্যই ঘরণী গৃহিণীরা তাহাদিগকে কার্য্য ফেলিয়া খেলা করিতে দেখিলে টিক্ টিক্ করেন।

[ ললিত—কাব্য-সুধা।

**টিক্‌টিকি পড়া।**

টিকটিকির শব্দ হওয়া।

প্রবাদ, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ-মিহির স্বীয় পুত্রবধূ খনার অসাধারণ জ্যোতিষ-শাস্ত্র-জ্ঞানের জন্য ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই কর্তিত জিহ্বা খাইয়া টিক্‌টিকি ভবিষ্যত-কথনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। তাই টিক্‌টিকি 'টিক্‌টিক্' শব্দ করিয়া শুভাশুভ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। কেহ কোনো কথা বলিবার পরেই টিক্‌টিকি ডাকিলে মনে করা হয় 'টিক্‌টিকি' সেই কথার সমর্থন করিল ( সত্য টিক্‌টিকি )। কিন্তু যাত্রাকালে টিক্‌টিকি ডাকিলে তাহা অশুভ সূচক বলিয়া পরিগণিত।

**টিক্‌টিকি পুলিস।**

ইং ডিটেক্‌টিভ ( গোয়েন্দা ) >ধ্বনি-সাদৃশ্যে ব্যং টিক্‌টিকি।

সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী।

"ওর পেছনে টিক্‌টিকি পুলিস লাগিয়ে ওকে হাতে নাতে ধরবার বুদ্ধি উনি ক'রেছেন। এবার ধরা প'ড়লে আর পুলিপোলাও না হ'য়ে যায় না।"

[ নরেশ—বেতারে বর।

**টিকে ধরাতে জামিন লাগে।**

এতদূর অবিশ্বাসের পাত্র যে আগুন ধরাইবার জন্য তাহাকে সামান্য একখানা টিকেও বিশ্বাস করিয়া দেওয়া যায় না,—সে যে টিকেটি লইয়া পলাইবে না তাহার জন্য একজন জামিনদারের প্রয়োজন হয়।

**টিটির পাখী চায় গাঙ শুখাতে।**

টিটির পাখী নদীর চড়ায় চরিয়া থাকে; সেজন্য সে কামনা করে যে গোটা নদীটাই শুখাইয়া চড়া বাহির হউক।

লক্ষ০ সকলে নিজের অভিলষিত বস্তুই কামনা করে।

**টিপ্ টিপ্ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।**

লক্ষ০ ক্ষুদ্রের সংহতি বিলক্ষণ শক্তিশালী হয়।

তু০ ধীর পানি পাথর কাটে।

Dripping water wears the stones.

**টিপ বোঝে না, টোপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে;**
**ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে।**

স্ত্রীজাতির চতুর বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু চোখ টিপিয়া ইঙ্গিত করিলে যে মেয়ে তাহার মর্ম বুঝিতে পারে না সে অতি নির্বোধ। যে নদীর তীর ও চড়ার প্রভেদ বুঝিতে পারে না সে নাবিক নামের অযোগ্য।

নির্বোধ অপটু লোকের দৃষ্টান্ত।

**টিপ মারা ব'সে খায়, বড়গলা দরবারে যায়।**

টিপমারা—যে মুখ টিপিয়া বা বুজিয়া থাকে, বেশী কথা কয় না; মুখচোরা। বড়গলা—যে জোর গলায় লম্বাচোড়া কথা বলে; 'বক্তার'।

মুখচোরা লোক ঘরে বসিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করে; মুখর ব্যক্তি রাজার দরবারে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বাক্‌পটুতার বিশেষ প্রয়োজন।

**টিপে-গুঁজে গৃহস্থ, চোটে-পাটে নাশ।**

মিতব্যয়িতার ফলে সম্পন্ন গৃহস্থ হওয়া যায়, খেয়ালের ঝোঁকে বেহিসাবী খরচ করিলে সর্বস্বান্ত হইতে হয়।

**টুক্‌নি (টোক্‌লা) সাধা।** টুক্‌নি, টোকলা—ভিক্ষাপাত্র।

ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো।

>নানাস্থানে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ানো।

"অত বড় মেয়ে সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খান করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন।"

[ বিভূতি বন্দ্যো০—পথের পাঁচালী।

**টুকনি হাতে দেওয়া।**

ভিক্ষুকে পরিণত করা। >সর্বনাশ সাধন করা।

মল্লিকা। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখবেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুকনী দিবে। দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**টুপ্ ভুজঙ্গ হওয়া।**

মদ্যপানের পর বাক্‌শক্তি ও গতিশক্তিহীন অবস্থা।

মদ মুরগী খেয়ে টুপ ভুজংগ হয়ে বংগমাতার মুখে চুণকালি দিচ্ছ। তুং অাঁটা গুড় গুড় হোনা। [ কালী প্রসন্ন সিংহ—হুতোম।

**টেঁক তো গড়ের মাঠ।**

টেঁক খালি। নিঃসম্বল।

রথ দেখতে যাবো কি,—ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ!

**টেঁকে গোঁজা।**

পরের অর্থ লইয়া নিজের টেঁকে রাখিয়া দেওয়া। আত্মসাৎ করা।

লক্ষং ক্ষুদ্র বস্তুর মতো অনায়াসে আয়ত্ত করা। হেয় জ্ঞান করা।

জগন্নাথ সাহা তোমার মতন দশটা বাবুকে টেঁকে গুঁজতে পারে।

**টেক্কা দেওয়া।**

তাস খেলিবায় সময় সর্বোচ্চ তাস খেলিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা।

লক্ষং সকলকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস।

আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা ত আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের? ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!

**টেণ্ডাই মেণ্ডাই।** [ রবীন্দ্র—গল্প চারিটি ( রাসমণির ছেলে )।

উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ। ভীতি প্রদর্শন।

মালিকের দল ততদিনই অন্যায় ক'রতে পারে……যতদিন শ্রমশক্তি বিচ্ছিন্ন—তারা এক জোট হ'লে মালিকের আর ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই চলে না। নরেশ—খেয়ালের খেসারত।

**টেনে বুনে কুলানো।**

কাপড় বুনিবার সময় পোড়েনের সূতা পরিমাণে কম হইলে তাহা টান করিয়া বুনিয়া কোনরূপে কার্য সম্পন্ন করা।

>অনটন হইলে মিতব্যয়িতা দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে কার্য নির্বাহ করা।

মাইনে যে ক'টা টাকা পাই তাতে সংসার-খরচটা টেনে বুনে কুলোয়।

**টেপাগোঁজা।**

যে ব্যক্তি টিপিয়া টিপিয়া ( অত্যন্ত সংযতভাবে ) ব্যয় করিয়া এবং গোঁজামিল দিয়া সংসার চালায়। মিতব্যয়ী। কৃপণ।

"সওদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখতা কত বেটা টেপা-গোঁজা……কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল। টেকচাঁদ—আলাল।

**টো টো ( টং টং, টঙস্ টঙস্ ) করা।**

লক্ষ্যহীন ভাবে অনবরত হাঁটাহাঁটি করিয়া বেড়ানো।

"এই বয়সে এই উদাসীনের মতন টো টো করে বেড়ান, একি আমি চোখে দেখতে পারি !"　　অনুরূপা দেবী—জ্যোতিঃহারা।

তুং টিক টিক ঘোড়া খেলনা।

**টো টো কোম্পানীর চাকরী।**

ব্যং বেকার ব্যক্তির উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটিয়া সময় কাটানো, যেন 'টো টো কোম্পানী' নামক কোনো অফিসের চাকরিতে নিযুক্ত আছে।

তুং Messrs Street & Walker.

**টোপ ফেললে খায় না, সেই বা কেমন বঁড়শি ;**
**চোখ টিপলে ( ইসারায় ) বোঝে না, সেই বা কেমন পড়সী ?**

যে বঁড়শিতে মাছ গাঁথে না তাহা যেমন কোনও কাজে লাগে না, মনের কথা যে ইঙ্গিতে বোঝে না তাহার দ্বারাও কোনো উপকার হয় না।

**ট্যাঁ-ফোঁ করা।**

লেশমাত্র শব্দ করা। সামান্য মাত্র প্রতিবাদ করা। শক্তি প্রকাশ করা।

যেমন ইংরাজ শাসনে কোন রাজা-রাজড়ার ট্যাঁ ফোঁ করবার যো নাই, তেম্নি কলির শাসনেও কোন দেবতার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

**ট্যাঁস (মেটে) ফিরিঙ্গী।**　[ দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

ইউরোপীয়ের ভারতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ( পূর্বে ইউরেশীয়ন ও পরে এংলো-ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত ) বর্ণসংকর সম্প্রদায়ের শ্রেণী-বিভাগ।

যাঁহাদের বর্ণ খুব ফরসা, মেজাজ ঠান্ডা এবং খুব বড় সাহেবদের অধোবংশধর, তাঁহারা ছিলেন ট্যাঁশ্। ……মেটে রং, বেশ কাল কোমল চুল, মাঝারি ভদ্রলোকের মেজাজ, তাঁহারাই ছিলেন মেটিয়া।

অমৃত বসু—কৌতুক-যৌতুক।

## ঠ

**ঠক বাছ্‌তে গাঁ উজাড়।**

অসাধু লোকদিগকে ছাঁটাই করিতে গেলে কেহই অবশিষ্ট থাকে না। জগতে সাধু ব্যক্তি অতি বিরল।

কে জানে কে ছোট, বড়, "ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ ওজড়,"
প্রত্যেককে দিতে হয় ফাঁসি সাত বার।

তুং কম্বলের লোম বাছা।　　[ বিহারী চক্রং—সঙ্গীত-শতক।

केकर केकर धरो नाम, कमरी बढ़ले सारी पाँव।

**ঠাকুর ( পীর ) কলা ( সিন্নি ) খেয়েছে !**

দেবতা বা পীরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়া কলা ইং ফলমূলের নৈবেদ্য অথবা সিন্নি দিয়া পূজা করা হয়। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে অনুমান হয় যে দেবতা বা পীর সন্তুষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়াছেন।

মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।

তোমার ঠাকুরই কলা খেয়েছে, দিদি। ভেবেছিলাম, আজ বৃষ্টি হয়ে গরমটা একটু কমলে আমার মাথার যন্ত্রণাটা কমবে। তা নয়, তোমার বড়ি শুখোবার সুবিধে হয়ে গেল।

**ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবেদ্য নিয়ে ছুটে পালা।**

অসাধু পুরোহিত পূজায় ফাঁকি দিয়া থাকে ;—তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নৈবেদ্য বাঁধিয়া লইয়া সরিয়া পড়ে।

**ঠাকুর ঘরে কে ? না, আমি তো কলা খাইনি।**

দুষ্ট বালক ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া পূজার জন্য রক্ষিত কলা খাইয়াছে। তাহার নড়াচড়ার শব্দ শুনিয়া বাহির হইতে প্রশ্ন হইল, ঠাকুর-ঘরে কে ঢুকিয়াছে। কলা যে চুরি হইয়াছে তাহা তখনও জানা যায় নাই, সুতরাং চুরির প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু অপরাধী বালক নিজের নির্দোষিতা প্রচারের আগ্রহে "আমি কলা খাই নি" বলিয়া কার্যতঃ দোষ স্বীকার করিয়া বসিল।

>অভিযোগের পূর্বেই অপরাধ অস্বীকার করিলে অজ্ঞাতসারে তাহা স্বীকৃতি হইয়া দাঁড়ায়।

"...আমি কিছুই জানি না।"

"এত কথার পর এই কথা আমাকে বিশ্বাস করাবার আশা রাখেন আপনি ? তা ছাড়া, কি জানেন না ? আমি তো কিছুই জিজ্ঞাসা করি নি এখনও। এ যে, ঠাকুর ঘরে কে ? আমি কলা খাইনি, গোছ হ'ল।"

তুং বিন মার্‌কা তোবা। [ নরেশ—ব্রতী।

He who excuses himself accuses himself.

**ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ মারো, বাজারের ভাও জানো কি ?**

দ্রং চালের দর কতো ? না, মামার ভাতে আছি।

**ঠাকুরে করিলে হেলা, রাখালেও মারে ঢেলা।**

ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ, অতি হীন ব্যক্তিও তাহার অবমাননা করে।

**ঠাকুরের সেবা দিতে গেলে সূতোর খেই হারায়।** ( মেয়েলী )

চরকা বা টেকুয়ায় সূতা কাটিতে কাটিতে ছাড়িয়া দিলে সূতার প্রান্তভাগ অনেক সময়ে জড়ানো সূতার গায়ে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ; পুনরায় কাটিতে আরম্ভ করিবার সময় সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই অসুবিধার জন্য সুতা কাটিতে কাটিতে উঠিয়া গিয়া দেবতার পূজার আয়োজন করিতে অনিচ্ছা।

স্বার্থহানির ভয়ে অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধনেও অনিচ্ছা।

**ঠাট-ঠমকে ( ঠমকে ঠসকে ) বিকায় ঘোড়া।**

দ্র° ঘোড়া বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে।

**ঠাণ্ডা লোহা গরম লোহা কাটে।**

লক্ষ° ক্ষমাশীল শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তি কোপনস্বভাবকে জয় করে।

তু° गर्म लोहे को ठंढा लोहा काटता है ।

**ঠাণ্ডী গারদ।**

জেলের কয়েদি নিয়মভঙ্গ করিলে তাহাকে ঠান্ডা বা সায়েস্তা করিবার জন্য দন্ড স্বরূপ যে পৃথক নির্জন কক্ষে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

দারোগা রাগিয়া বলিলেন, যো এসা বোলতা হ্যায় ওভি দারু পিয়া, উসকোভি ঠন্ডি গারদমে দেও। [ বিভুতি মুখো°—রাণুর কথামালা।

তু° Solitary confinement.

**ঠারে ঠোরে।** ঠার=চক্ষের ইঙ্গিত। ঠোর—সহ° শব্দ।

মুখে কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা।

আর যুবতী বলে মোর স্বামী বড় কালা।
আনের সকল ভাল মোর হৈল জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কহি কথা পতিদেব সনে। কবিকঙ্কণ—চন্ডীমঙ্গল।

**ঠিকে চাকরি, নিকের মাগ—কখন আছে কখন নেই।**

নিকে ( নিকা )—মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিধবা অথবা পতি-পরিত্যক্তা নারীর বিবাহ—যাহা শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য নয়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ প্রথার নাম 'সাঙা'।

অস্থায়ী চাকরি বা নিকার স্ত্রী যে কোনো সময়ে চলিয়া যাইতে পারে। অস্থায়ী ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য হয় না।

**ঠিকে ভুল হওয়া।**

ঠিক=গণিতে কয়েকটি রাশির যোগফল।

লক্ষ° কোনো কার্যের ফলাফল অনুমান করিতে ভুলভ্রান্তি হওয়া।

হিরন্ময়ী বালিকা, তাই এতদিন আপনার মনে ঠিক দিয়া আসিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঠিকে ভুল হইয়াছে। তাঁহার পিতার ঠিক দেওয়াই ঠিক হইল।

রাজকৃষ্ট রায়—হিরন্ময়ী।

**ঠুঁটো জগন্নাথ।**

মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীধামে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকর্মাকে বিষ্ণুর দারুময় জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা এই শর্তে সম্মত হইলেন যে নির্মাণকার্য শেষ হইবার পূর্বে কেহ মূর্তি দর্শন করিলে তিনি কার্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। রাজা পঞ্চদশ দিবসে আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মূর্তি দর্শন করিতে গেলেন। বিশ্বকর্মা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্তির হস্তপদ গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। সেজন্য জগন্নাথ দেবের হস্তহীন মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জগন্নাথ মূর্তির মতো হস্তহীন।

লক্ষ॰ কোনরূপ কার্য করিতে অক্ষম, নিশ্চেষ্ট, অকর্মন্য ব্যক্তি।

অমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে থাকলে তোমার চল্‌বে? খাবে কি?

তু॰ हाथ पैरमें मेंहदी लगी है।

**ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট।**

ধূর্ত লোক কথার কৌশলে ভুলাইয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করে।

**ঠেকে-ঠ'কে শেখে, সেই মূর্খের ভূত;**
**দেখে শুনে শেখে, সেই পণ্ডিতের পুত।**

ক্ষে॰ ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভালো।

বিপদে পড়িয়া এবং প্রতারিত হইয়া যে শিক্ষালাভ করে এবং পরে সাবধান হয় সে নির্বোধ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরের বিপত্তি দেখিয়া পূর্বেই সাবধান হইয়া যায়।

যাদব।…হা রে ছেলে! আমরা নিজে না খেয়ে আর দশজনকে বঞ্চিত করে' টাকা রেখে যাই তোদের ওড়াবার জন্যে। কৃপণ কে কোথায় আছো! দেখ, শেখ, কারণ, ঠেকে শিখবার অবকাশ পাবে না।

তু॰ आदमी ठोकर खाकर सम्हलता है। [ দ্বিজেন্দ্রলাল—পুনর্জ্জন্ম।

**ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।** দ্র॰ উচোট খেয়ে প্রণাম।

**ঠেলার নাম বাবাজী।**

বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন করিলে সকলেই কাবু হইয়া পড়ে।

পাঁচটা না বাজতেই বাড়ী পালানো এইবার বেরিয়ে যাবে। বড়বাবু বলেছে, দিনের কাজ না সেরে উঠতে পাবেনা কেউ। ঠেলার নাম বাবাজী! এখন রাত আটটা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে।

**ঠোঁটকাটা।**

যাহার ঠোঁট নাই তাহার মুখের কথা বাহির হইতে কোন বাধা পায় না।

লক্ষ॰ অপ্রিয় সত্য বলিতে যে কুণ্ঠিত হয় না। স্পষ্টবক্তা।

ডাক্তার। দেখুন আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না। কিছু মনে করবেন না। রবীন্দ্র—গৃহপ্রবেশ।

তু° চোখের পর্দা নাই।

**ঠোঁট চাটলে ( থুথু গিললে ) তৃষ্ণা মেটে না।**

লক্ষ° তুচ্ছ বস্তুতে তৃপ্তি লাভ হয় না।

তু° ওঠকে চাটে প্যাস নহীঁ বুঝতী।

**ঠোঁট সেলাই ক'রে থাকা।**

নির্বাক হইয়া থাকা, যেন দুই ঠোঁট এক করিয়া সেলাই করা হইয়াছে।

"আর আমি ও কথায় থাকবো না;—এই ঠোঁট সেলাই ক'রে রইলুম।"

**ঠোঁটের বলও বল, দাঁতের বলও বল।**

ঠোঁটের বল—মুখের জোর। দাঁতের বল—দেহের শক্তি।

দেহের শক্তিতে যেমন কার্যসিদ্ধি হয় মুখের জোরেও সেইরূপ হয়।

## ড

**ডাইনও নিজের ছেলে খায় না।**

লক্ষ° যে পরের সর্বনাশ করে সেও নিজের অনিষ্ট করে না।

তু° ডায়ন কো ভী দামাদ প্যারা।

**ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।**

একদিক দিয়া যে আয় হয় তাহাতে অপর দিকে ব্যয়ে সংকুলান হয় না। দারুণ অনটন।

"ওদের যা হয় একটা করে দিতেই হবে। তাতে তোমারই লাভ; দেখতে পাচ্ছি ত ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না।" জলধর—অভাগী।

তু° যত্র আয় তত্র ব্যয়।

To be unable to make two ends meet.

**ডাইনে-বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য।**

চিনির জোড়া নৈবেদ্য করিয়া দেবতার বিশেষ পূজা দেওয়া হয়।

লক্ষ° প্রচুর সুখের উপকরণ।

**ডাইনের মাথায় সরষে পড়া।**

মন্ত্রপড়া সরিষা ডাইনের মাথায় নিক্ষিপ্ত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয়।

লক্ষ° দুর্জনের উপযুক্ত শাস্তি।

**ডাইনের হাতে পো সমর্পণ।**

ডাইন কুদৃষ্টি দিয়া শিশুর জীবননাশ করে। তাহার হস্তে স্বেচ্ছায় শিশুপুত্রের লালন-পালনের ভার দিলে নিজেরই সর্বনাশ করা হয়।

লক্ষ০ যে ভক্ষক তাহাকেই রক্ষার ভার দেওয়া।

বলেন কি? তার চাবি আপনার হাতে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে? শরৎ—ষোড়শী।

তু০ চোট্‌টী কুতিয়া জলেবিয়োঁকী রখবালী।

To set a fox to keep one's geese.

**ডাক ছেড়ে কাঁদা।**

শোক বা হতাশার আতিশয্যে গলা ছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা।

প্রথম প্রহরী। কি সর্বনাশই হ'ল রে! এমন রাজা আর পাব না।

দ্বিতীয় প্রহরী।······আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছে।

[ অমরেন্দ্র দত্ত—হরিরাজ।

**ডাক, ডুব, মুঠো;—আর সব ঝুটো।**

ভগবানকে ডাকা, গঙ্গাদি স্নান এবং মুষ্টিভিক্ষা দান;—ইহাতেই প্রকৃত পুণ্য হয়। আর সমস্ত অনুষ্ঠান বৃথা।

**ডাক দিয়ে বলে ধান-ভানানী,—**
**ছেলের বিয়েতে চাই আড়ানী।** আড়ানী = চাঁদোয়া।

যে দুঃস্থা নারী পরের ধান ভানিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সেও বলে যে তাহার পুত্রের বিবাহের সময় চাঁদোয়া খাটাইতে হইবে।

দরিদ্রের অসংগত উচ্চাকাংক্ষা।

**ডাকয়ে পাখী, না ছাড়ে বাসা, উড়িয়া বৈসে খাবে করি আশা,**
**ফিরে যায় বাসে না পেয়ে দিশা;—খনা বলে সেই সে উষা।** ( খনা )

ঊষাকাল শুভকার্যের পক্ষে প্রশস্ত। ঊষা কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা ঃ—সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে যখন স্পষ্ট সূর্যালোক দেখা দেয় নাই, পাখীরা নিদ্রাভঙ্গের পর বাসায় বসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু বাসা ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না।

**ডাকলে ডাক ( পোয়া ), বসলে কোশ;**
**পথ বলে আমার কি দোষ।** ডাক—এক ডাকের পথ।

পথ চলিবার সময় মধ্যপথে কেহ ডাকিলে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে গেলে যেটুকু সময় যায় তাহাতে এক ডাকের পথ অগ্রসর হওয়া যায়। আবার বিশ্রাম করিবার জন্য একটু বসিলে, সেই সময়টুকুতে একক্রোশ যাওয়া যায়। ফলে পথ অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।

পথ চলিবার সময় মধ্যে মধ্যে থামিলে পথ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

**ডাকাতে কালী।**

হিন্দু ডাকাতগণ কালীভক্ত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি, যাহার পূজা করিয়া তাহারা অভিযানে বাহির হয়।

**ডাকের সুন্দরী।** ডাক=খ্যাতি।

যাহার সুন্দরী বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি আছে।

**ডানপিটের মরণ আগডালে (গাছের আগায়)।**

অসমসাহসিক ব্যক্তি গাছের সর্বোচ্চ ডালে পর্যন্ত উঠিতে ভীত হয় না এবং এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য করিতে গিয়া পড়িয়া মারা যায়।

দুঃসাহসিক ব্যক্তির অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

কালবোশেখীর দুর্যোগ, তবু নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে! একেই বলে ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।

**ডান হাত (দক্ষিণ হস্ত)।** [ অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

সচরাচর লোকে ডান হাতে কাজ করিতে অভ্যস্ত; সে জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

লক্ষ০ সর্বপ্রধান পরামর্শদাতা বা সহায়ক।

শকটার বলিলেন—"রাজকুমার! সত্য বটে; আপনার পিতার আমলে আমি এই বিশাল মগধ রাজ্যের প্রধান পরিচালক এবং স্বর্গীয় মহারাজের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ ছিলাম; কিন্তু এখন ত আমার সে শক্তি নাই।"

তু০ One's right hand.

**ডানাকাটা পরী।** [ হরিসাধন মুখো০—কঙ্কণ-চোর।

সুন্দরী মানবী যে সর্ব বিষয়ে পরীর সমকক্ষ, একমাত্র প্রভেদ এই যে তাহার ডানা নাই। ব্য০ অসাধারণ সুন্দরী।

রুদ্রকান্ত কহিলেন, "এখন থাক না কেন দুদিন...ভাল মেয়ে পেলে তখন হবে।" অথচ পক্ষহীন পরী অপ্সরীদের সংবাদ আসিলেও তাঁহার কোন ব্যস্ততা দেখা যাইত না।　　ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**ডাল না গলা।**

ফাঁকি বা চালাকি না চলা।

"রঘুনাথ যেরূপ পরিশ্রম করিয়া কাগজপত্র তৈয়ার করিয়াছেন...... তাহার উপর আর ডাল গলিবে না।　　দামোদর মুখো০—নবীনা।

তু০ दाल नहीं गलता।

**ডালভাঙা ক্রোশ।**

ব্য০ পথের দৈর্ঘ্য পরিমাপের অতি অদ্ভুত প্রণালী ঃ—গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া পথ চলিতে চলিতে ডালটি শুখাইয়া গেলে, তখন এক ক্রোশ পথ অতিক্রম হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক ক্রোশ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ওই ফতে সাগরের ওপারে, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেখান থেকে গোটা পাঁচেক ডাল ভাংগা ক্রোশ পায়ে ভাঙতে পারলে—যে গ্রাম পাওয়া যাবে; সেখানে একঘর চারণ ছিল বলে শুনেছি। দেবেশ দাস—রাজোয়ারা।

**ডালা ( ডোল )-ভরা আশা, কুলো-ভরা ছাই।**

লক্ষ০ অতি উচ্চ আকাংক্ষার চরম ব্যর্থতা।

**ডালের মধ্যে খেঁসারী, দেবতার মধ্যে বিষহরি।** বিষহরি—মনসা।

খেঁসারি হইতে খঞ্জত্ব ও দৃষ্টিহীনতা জন্মে—এরূপ বিশ্বাস।

ডালের মধ্যে খেসারী অনিষ্টকর, দেবতার মধ্যে মনসা অতি ভয়ংকর।

**ডালের মধ্যে মশুরী, মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।**

ডালের মধ্যে যেমন মশুর শ্রেষ্ঠ—যাহাতে প্রচুর প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাদ্য থাকে—মানুষের মধ্যে সেইরূপ শাশুড়ী সর্বাপেক্ষা মাননীয়া।

শাশুড়ীর প্রতি স্ত্রৈণ পুরুষের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা।

**ডাহিনে ফণী, বামে শিয়ালী, দহি লে দহি লে বলে গোয়ালী,**
**তবে জানিবে যাত্রা শুভালী।** ( ডাক )

শুভ যাত্রার লক্ষণ ঃ—ডানদিকে সাপ, বামদিকে শিয়াল, দধি ফেরি করায় নিযুক্ত গোয়ালা।

**ডুবতে গিয়ে শেওলা ধরা।**

আত্মহত্যা করিবার জন্য জলে পড়িয়া, পরে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া জলের উপরের ভাসমান শেওলা ধরিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা।

লক্ষ০ কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার শক্তি শেষ পর্যন্ত না থাকা।

**ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।**

লক্ষ০ অতি সহজ কাজও গোপনে করিতে গেলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

**ডুবন্ত মানুষ কুটোও ধরে।**

জলে ডুবিবার সময় ভাসমান তৃণ খণ্ডকে ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা হয়।

লক্ষ০ মৃত্যুভয়ে মানুষের বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়।

তু০ ডুবতে কো তিনকেকা সহারা।

The drowning man catches at a straw.

**ডব মারা।**

কিছুকাল দেখা না দেওয়া।

তারপর সন্ধান করিয়া জানিলাম, কিংশুক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এমনি মাঝে মাঝে হঠাৎ ডুব মারিয়া যাওয়া তার একটা স্বভাব।

**ডুবলো না', তো ডুবিয়ে যা।** না'—নৌকা। [ নরেশ—বেতারে বর।

নৌকা যখন নিতান্তই ডুবিতেছে, তখন ভালো করিয়াই ডুবাও।

আশা যখন কমিয়া আসে তখন সে আশায় জলাঞ্জলি দেওয়াই ভালো।

**ডুবেছি, না ডুবতে আছি,—পাতাল কত দূরে দেখি।**

জলে যখন ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছি; তখন একেবারে শেষ করিয়াই ছাড়ি,—একবার পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া আসি।

লক্ষ০ কোনো ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবার সংকল্প।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতাল কত দূর।

তু০ मरिहौं पर हटिहौं नहीं। [ লালু নন্দলাল—কবির গান।

**ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের ( একাদশীর ) বাবাও টের পায় না।**

পা০ ডুব দিয়ে খাই পানি ; আল্লা জানে আর আমি জানি।

ক্ষে০ ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

নিরম্বু উপবাসের সময় স্নান করিতে গিয়া জলাশয়ে ডুব দিয়া জল পান করিলে তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

অতি সঙ্গোপনে কাজ করিলে ধরা পড়িতে হয় না।

"হাঁ গা চাচী, এখানে কুঁকড়োর মাংস বিক্রয় হয় ?……লুচি দিয়ে খেতে সাধ হয়েছে।"

"ও মা! তুমি বল কি ? তা হলে হিঁদুরা তোমায় ঘরে নেবে কেন ?

"চাচী, ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না।"

**ডুমুরের ফুল।** [ দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

ডুমুরের অভ্যন্তরে বীজ ও পুষ্প উভয়ই সন্নিবেশিত থাকে, সেজন্য ডুমুরের ফুল বাহিরে দেখা যায় না।

লক্ষ০ যাহার দর্শন লাভ ঘটে না।

হরেন্দ্র। বাপ্‌রে আপনি আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন, কেবল বড় বড় লোক নিয়ে ব্যস্ত, আমার মত গরীব লোকের সাধ্য কি যে আপনার কাছে ঘেঁসে। শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

তু০ गूलरके फूल।

**ডুলি পার করবি তো ঘোড়া পার কর্ ।**

নদীতে জল বেশী থাকিলে বাহকেরা সহজে ডুলি-পাল্কি কাঁধে করিয়া হাঁটিয়া পার হইতে পারে না। ঘোড়া আকারে বড়, সুতরাং অগ্রে দেখা উচিত ঘোড়া নদী পার হইতে পারে কিনা, পরে ডুলি পার করিবার চেষ্টা করা উচিত।

লক্ষ° অগ্রে সহজসাধ্য কার্যের পরীক্ষা করিয়া পরে কঠিন কার্য করিবার চেষ্টা করা উচিত।

**ডেরা-ডাণ্ডা তোলা।**

ডেরা (হি°)=অস্থায়ী বাসা ; তাঁবু ই°। ডান্ডা=লাঠি, খোঁটা ই°।

অস্থায়ী বাসগৃহের সরঞ্জাম ও আসবাব-পত্র লইয়া স্থান ত্যাগ।

দাশরথি! তোমার বড়-মামাকে ডেরা-ডান্ডা তুলে স্বগ্রাম পেরেম-বেদুরে ফিরে যেতে বল। ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ—রামানুজ।

তু° To leave bag and baggage.

**ডোবা দেখলেই বেঙ লাফায়।**

বেঙ উভচর জীব, কিন্তু জলে থাকিতেই বেশী ভালবাসে।

লক্ষ° প্রিয় বস্তু দেখিলেই আনন্দ হয়।

তু° আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।

**ডোমের চুবড়ি ধুয়ে ঘরে তোলা।**

নোংরা ডোমের হাতের বোনা চুবড়ি জলে ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া।

>অশুদ্ধ বস্তুকে শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা।

আমার শাশুড়ি ত আমায় ডোমের চুবড়ি ধুয়ে আনে নি।

[ অমৃত বসু—চোরের উপর বাটপাড়ি।

**ড্যাং ড্যাং ক'রে যাওয়া।**

ঢাক-ঢোল বাজাইয়া বিজয়-গৌরবে যাওয়া।

>গৌরবময় বাঞ্ছিত মৃত্যু লাভ করা।

ক্ষণিক কাল মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং ডেং করিয়া কুঠীতে চলে গেল। টেকচাঁদ—আলাল।

"......দিদি আমার ভাগ্যিমানি,—স্বোয়ামীর শোক বেশী দিন রাখলে না, ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল ; আমার গলায় পাথর গেঁথে দিয়ে গেলে আর কি? একলা সংসার নিয়ে—" শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

# ঢ

**ঢলা ঢলা লাউয়ের পাতা। না, তোমার ভাইয়ের গণা-গাঁথা।** (মেয়েলী)

মাচাভরা নধর লাউশাক দেখিয়া প্রতিবেশিনী তাহা খাইবার জন্য চাহিলে, বধূ উত্তর দিতেছে যে উহা দিবার উপায় নাই, কারণ তাহার স্বামী পাতাগুলি গণিয়া রাখিয়াছে।

প্রার্থীকে বিমুখ করিবার কৌশল।

**ঢাক্ ঢাক্, গুড়ো গুড়ো।** ঢাক্ = ঢাকা দাও। গুড়ো = গুটাও।

প্রকৃত ব্যাপার যাহাতে কেহ জানিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে "ঢাকা দাও, গুটাইয়া ফেলো" এই উপদেশ দেওয়া।

কোনো কথা চাপিয়া যাওয়া বা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া।

হেমাঙ্গিনী।...এই কর্ত্তাবাবু আসছে ; আমি বলি।

কমলা। চুপ কর...

হেমা। চুপ করব কি গো? আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই ; পষ্ট কথা কব। গিরিশ—হারানিধি।

তু° To call a spade a spade.

**ঢাক থুয়ে চণ্ডী পাঠ।**

মুচি ঢাক বাজায়, ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করে।

>হীন ব্যক্তি কর্তৃক মহতের কার্য করিবার চেষ্টা।

**ঢাক ( ঢোল, ঢেঁটরা ) পেটা ( বাজানো )।**

ঢোল বাজাইয়া যেমন সরকারী আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়, সেইরূপ কোনো কথা আড়ম্বর সহকারে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা।

ভাল না হয় তাকে খুবই বাসো, কিন্তু তাই বলে কি এমন করে ঢাক পিটে বেড়াতে হয়?

শরৎ—চরিত্রহীন।

তু° To proclaim by beat of drum.

**ঢাকাই ( সাফাই ) সাক্ষী।**

অপরাধীর দোষ ঢাকিবার বা ক্ষালনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতি।

অমূল্য বলে, বই আমি এনেছি। ও দায়ী কিসে?

পাঁচকড়ি তাড়া দিয়ে ওঠেন। ঢাকাই সাক্ষী দিতে হবে না তোকে। তোর বাংলা পরীক্ষা—তুই কেন আনতে যাবি জ্যামিতির বই!

মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

**ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন।**

পূজান্তে প্রতিমা বিসর্জন দিবার সময় আনুষঙ্গিক সমস্ত বস্তু জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পূজার সময় যে ঢাক বাজাইয়াছিল তাহাকে পর্যন্ত সেই সঙ্গে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বিসর্জনের চূড়ান্ত করা।

লক্ষ° সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া দেওয়া।

সুরেশ তার বন্ধুদের ট্রেণে তুলে দিতে গিয়ে ফিরলো না কেন? শেষে ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন হয়ে গেল না তো?

তু° To throw the rope after the bucket,

**ঢাকে-ঢোলে বিয়ে, উলু দিতে মানা!**

তুমুল বাদ্যধ্বনির সহিত বিবাহ হইতেছে, অথচ উলুধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ,—পাছে বেশী জানাজানি হয়।

লক্ষ° যাহা প্রকাশ্য ভাবে হইতেছে তাহাও গোপন করিবার চেষ্টা।

**ঢাকের উপর ঢেঁকি।**

লক্ষ° বিপদের উপর বিপদ।

কেদার। দেনার সঙ্গে যেমন সুদ—ওর নাম কি—উনি আমার তেম্‌নি! নিজের দায়ই সাম্‌লাতে পারিনে—তার উপর আবার ভগবান—কি বলে—ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন। রবীন্দ্র—বৈকুন্ঠের খাতা।

**ঢাকের কাছে টেমটেমির বাদ্যি।** টেমটেমি—ছোট ঢোল।

দ্র° চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা।

সে যাই হোক—আমি বলছি, তুমি এসো আমাদের হাই-ইস্কুলে। এইটুকু তাঁতিহাটে দুটো ইস্কুল থাকবার প্রয়োজন নেই—

আমলা বলে, ঢাকের কাছে ডুগডুগি—রাখতেও কি পারবেন? [ মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

**ঢাকের দায়ে ( কড়িতে ) মনসা বিক্রী।**

মনসা পূজার সময় যে ঢাক বাজাইয়াছে তাহার পারিশ্রমিক দিবার সময় এতদূর অর্থাভাব হওয়া যে মনসাদেবীর মূর্তি বিক্রয় করা ছাড়া তাহা দিবার আর অন্য উপায় নাই।

লক্ষ° অপ্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক ব্যাপারের জন্য ব্যয়-বাহুল্য।

এই তো তোমার বাড়ী, তার আবার সিং-দরজার বায়নাক্কা কেন? শেষে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে যে।

**ঢাকের পাছে কাঁসি।**

ঢাক বাজাইবার সময় একজন ঢাকির পিছনে থাকিয়া কাঁসি বাজায়।

লক্ষ° অপরিহার্য সঙ্গী।

**ঢাকের বাঁয়া।**

ঢাকের দুইদিক চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়, কিন্তু কেবল ডানদিকটাই বাজানো হয়, বাঁদিকে আদৌ বাজানো হয় না।

>অপ্রয়োজনীয় বস্তু, যাহা ঠাট বজায় রাখে, কোনো কাজে লাগে না।

ঢাকের পিঠে বাঁয়া যেমন বাজে নাকো একটি দিন,
তেমনি এই হরুর দলে রামপ্রসাদ এক্‌টিন্‌।

[ রাম বসু—কবির গান।

**ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।**

ঢাকের শব্দ এতো কর্ণপীড়াদায়ক যে, ঢাক যতক্ষণ বাজে শ্রোতাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া থাকে, বাজনা থামিলেই আরাম বোধ হয়।

লক্ষ০ যাহা অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় যেন শেষ হইলে বাঁচা যায়।

মাধব। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্‌ সময় ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টি চুপ করে। আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন। দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**ঢাল নেই, তলোয়ার নেই,--নিধিরাম সর্দার!**
**( + ধন নেই, কড়ি নেই, কৃষ্ণরাম পোদ্দার! )**

লড়াই করিবার কোনো হাথিয়ার নাই, অথচ নিজেকে সেপাইদের সর্দার বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

লক্ষ০ যে কার্যের জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন তাহারই অভাব।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্‌তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একেবারে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারে পরিণত হন। রামেন্দ্র—জিজ্ঞাসা ( বিজ্ঞানে পুতুল পূজা )।

তু০ তীর ন কমান, কাহেকে পঠান।

**ঢালে-খাঁড়ায় বেহাতি।**

এক হাতে ঢাল এক হাতে খাঁড়া.—সুতরাং দুই হাত জোড়া থাকার জন্য অসহায় অবস্থা!

অপদার্থ ব্যক্তির আত্মদোষ ক্ষালনের হাস্যকর চেষ্টা।

**ঢিমে তেতালা।**

সঙ্গীতে বিলম্বিত তাল বি০।

>অত্যন্ত মন্থরভাবে কাজ করা।

**ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।**

পরের অনিষ্ট করিলে বিনিময়ে অনুরূপ ব্যবহার সহিতে হয়।

তু০ Tit for tat.

**ঢিল তহসীলে গাঁ নষ্ট।** তহসীল—খাজনা আদায়।

খাজনা আদায়ের কড়াকড়ি না হইলে প্রজারা শাসনে থাকে না। প্রশাসনিক শৈথিল্যের ফলে প্রজাগণ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

**ঢিল দিয়ে টেনে আনা।** দ্র০ খেলিয়ে তোলা।

**ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশী।** দ্র০ টান দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।

**ঢুঢু।** শূন্য পাত্রের ঢন্ ঢন্ শব্দ >ঢু ঢু।

ব্য০ কোনো পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব।

"সেখানি আমি তোমাকে পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি আপনি প'ড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়াশুনা কতদূর হয়েছিল?"

মোহিত বলিল, "বেশী দূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ও দিকে বুঝি ঢু ঢু, ঘট উবুড়?"

[ প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**ঢেউ গণা।**

সমুদ্র বা নদীর তীরে বসিয়া ঢেউ গণনা করা।

লক্ষ০ বাজে কাজে সময় নষ্ট করা।

আকবর। দেখি! তীরে বসে ঢেউ গুণে কি হবে? ঝাঁপিয়ে ত পড়ি! পরে যা হয় হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল—দুর্গাদাস।

**ঢেউ দেখে না' ডুবানো।**

পা০ গাঙে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।

নৌকা যখন তীর ছাড়িয়া যায় নাই, তখনই তুফানের জন্য নদীর মধ্য-ভাগে ঢেউ উঠিতে দেখিয়া হতাশ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া।

বিপদ আসিবার পূর্বেই সকল আশা ত্যাগ করা।

হরিনাম লইতে অলস হয়ো না রসনা,—যা হবার তা হবে।
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি, ঢেউ দেখে তরী ডুবাবে।।

**ঢেঁকি আড় কাটে, নিজেরই ক্ষয় করে।** [ হরু ঠাকুর—কবির গান।

আড় (আড়া) = পাড়; কিনারা; ঢেঁকির গড়ের (গর্তের) কিনারা। ঢেঁকির মোনা (মুষল) এলোমেলো ভাবে গড়ে পড়িলে গড়ের কিনারা ক্রমশঃ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে মুষলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

লক্ষ০ পরের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজেরও অনিষ্ট হয়।

**ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হলো।**

ঢেঁকি যদি অবসরকালে সারা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, ধান ভানিবার কর্তব্য ঠিক মতো পালন করিলেই যথেষ্ট।

কর্তব্যে যে অবহেলা করে না, তাহার অন্যান্য ত্রুটি মার্জনীয়।

**ঢেঁকিতে বারা, পুকুরে পানি ;—জামাইয়ের বেটার ভাত-ছোঁয়ানি।**

বারা=ধান ভানা। ভাত-ছোঁয়ানি—মুখে ভাত ; অন্নপ্রাশন।

বাড়ীতে ঢেঁকি আছে, ধান ভানিয়া লইলেই হইবে ; আর পুকুর-ভরা জল আছে। দৌহিত্র পরের ছেলে, তাহার অন্নপ্রাশনের জন্য এই আয়োজনই যথেষ্ট।

পরের জন্য কেহ ব্যয় বা ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহে না।

**ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।**

ঢেঁকিকে দেবতার মত পূজা করিলে তাহা ধর্ম-কর্ম বলিয়া গণ্য নয়।

অলীক ধর্ম-কর্ম দ্বারা পুণ্যলাভ হয় না।

**ঢেঁকির কচ্‌কচি।**

ঢেঁকির পোয়ার সহিত আঁক্‌শলীর ঘর্ষণে যে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়।

লক্ষ০ বিরক্তিকর দুর্বোধ্য বাক্যাবলী।

**ঢেঁকির পাশে ( কোলে ) মরাই, (+ভানি, কুটি, খাই )।**

ঢেঁকি এবং মরাই বেশী কাছাকাছি থাকিলে যখন ইচ্ছা মরাই হইতে ধান বাহির করিয়া ভানিয়া লওয়া যায় ; ফলে ধানের অপচয় অনিবার্য।

অপব্যয়ের অনুকূল ব্যবস্থা।

**ঢেঁকিশাল ( ঢেঁশ্‌কেল ) দিয়ে কটক যাত্রা।**

ঢেঁকিশাল সচ০ বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে থাকে। স্থানান্তরে যাইতে হইলে সদর দরজা দিয়া বাহির হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা না করিয়া ঢেঁকিশালের নিকটে খিড়কি দিয়া বাহির হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়।

>সোজা পথে না গিয়া ঘোরফেরের পথ দিয়া যাওয়া।

**ঢেঁকিশালে না উঠতে পায়, খাবলে খাবলে কুঁড়ো খায়।**

যে ঢেঁকিশালের ভিতর যাইতে পায় না সে অগত্যা বাহিরে যে কুঁড়া ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাই খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।

লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত কাঙালকে তুচ্ছ পরিত্যক্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট হইতে হয়।

**ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই ?**

দ্র০ আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই ?

**ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।**

ঢেঁকির অভ্যাস ধান ভানা। সে যদি স্বর্গে যায়, সেখানেও সে আরাম পায় না, অভ্যাসমত ধান ভানা ছাড়া অন্য কিছুই করিতে পারে না।

লক্ষ০ কোনো অবস্থাতেই অভ্যস্ত কার্য ত্যাগ করা যায় না।

ইহারা সিনেমার গল্প সুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় আজও রাত্রে তাহারা

সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বিভূতি বন্দ্যো°—আরণ্যক।

**ঢেরা সই।**

দলিলাদিতে নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত ঢেরা চিহ্ন। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো এক ব্যক্তি দলিল সম্পাদনকারীর নাম বকলমে লিখিয়া দেয় এবং সম্পাদনকারী একটি ঢেরা চিহ্ন আঁকিয়া দেয়, যথা—

শ্রীফকিরচন্দ্র মাইতি— ×

বঃ শ্রীবিহারীলাল বসু।

খতে লেখা আছে, ও শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গশ্যাম, মহাজন ব্রজকিশোরী।
মনে আতঙ্ক করি ওই, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই ঢেরা সই আর হবে কার॥ রাম বসু—কবির গান।

**ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙা।**

একই জাতীয় দুইটি বস্তুর সংঘর্ষ।

সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা।
[ রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**ঢেলামারা।**

(১) লক্ষ্যহীনভাবে ঢিল ছোঁড়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক আর নাই হউক। লক্ষ° বেগার-ঠেলা বা অবহেলার সহিত করা।

(২) বরযাত্রদলকে ঢিল মারিয়া সংবর্ধনা করার প্রাচীন প্রথা। কিঞ্চিৎ অর্থ বা মিষ্টান্ন দিয়া তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ছিল।

ফুলপুর হইতে নন্দলালের পলায়নের পর তাঁহার খুড়া কিছুদিন তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদারকে তাঁহার এই অনুসন্ধান নিতান্তই "ঢেলামারা গোছ" হইয়াছিল।
[ প্রভাত—ডাগর মেয়ে।

**ঢেলে সাজা।**

কলিকা হইতে সব কিছু ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া তামাক সাজা। লক্ষ° অল্প-স্বল্প সংস্কার করার পরিবর্তে পূর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রদ করিয়া নূতন ব্যবস্থা করা।

"তুমি যে আর্জির খসড়া দেখে দেবার জন্যে পাঠিয়েছ সেটা একেবারে ঢেলে সাজা দরকার, এমনি হবে না। কাজেই একটু সময় লাগবে।"

তু° খোল-নলচে বদলানো।

# ত

**তক্কে তক্কে থাকা।** সতর্ক >তক্ক।

গোপনে সতর্কতার সহিত কোন কিছুর অপেক্ষা করা।

পান্নালাল। · আজ যে লোক দুটীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তাদেরও যেন কেমন কেমন ঠেকলো।...আচ্ছা বাবা, রইলুম তক্কে তক্কে। হাল মালুম কর্‌বই কর্‌ব ; তবে আজ আর কাল। মনমোহন রায়—রিজিয়া।

তুং To be on the scent.

**তড়ি-ঘড়ি।** ত্বরা >তড়ি। ঘড়ি=সময়।

যাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিয়া যায়।

এমন তড়ি-ঘড়ির ব্যারামে কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

**তত্ত্বমসি ( + শ্বেতকেতো )।** ( সং, ছান্দোগ্য উপনিষৎ )

হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনি ( ব্রহ্ম ) হইতে অভিন্ন।

উদ্দালক ঋষি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে এই ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন।

বেদান্ত-বর্ণিত মায়াবাদের সমর্থক বচন।

**তত্র মৌনং হি শোভনম্‌।** ( সং ) দ্রং দদুরা যত্র বক্তারঃ ইং।

**তথৈব চ।** ( সং )

সেইরূপই। তেমনই। সমান।

ব্যং হীনতা বা অভাব-সূচক।

"আমার তো আর মান নেই যে খোয়া যাবে, ধনও তথৈবচ ; তবে আর গরীববাড়ী পাত পাড়্‌তে লজ্জা কিসের ?" ইন্দিরা দেবী - স্পর্শমণি।

**তদীয় মহিমা।**

ইং His ( her ) Majesty >অনুবাদ ( রবীন্দ্র-প্রবর্তিত )।

রাজা বা রাণীর প্রতি প্রযুক্ত সম্মানসূচক আখ্যা। জাহাঁপনা।

এখানকার ( মিসরের ) রাজার সঙ্গেও দেখা হলো। তাঁকে বললেম ...আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপে যে সব ভালো বই বেরিয়েছে যদি তদীয় মহিমা তা আমাদের দিতে পারেন তাহলে রাজোচিত বদান্যতা দেখানো হবে। রবীন্দ্র—পথে ও পথের প্রান্তে।

**তন্নষ্টং যন্নদীয়তে।** ( সং )

মূল দ্বিজায় দত্তা পাদুকা শতবর্ষীয়জর্জরা।

তৎফলাদশ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্নদীয়তে ।।

কবি কালিদাস একদা এক জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে নগ্নপদে চলিতে দেখিয়া নিজের জুতা দান করিয়াছিলেন। কিছুদূরে যাইয়া তিনি একটি ঘোটক পাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এই শ্লোকে কবি উক্ত ঘটনার বর্ণনা করিতেছেন।

কোনো বস্তু দান করাই তাহার সদ্ব্যবহার। যাহা দান করা না হয় তাহা নষ্ট বলিয়া গণ্য।

**তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।** ( সং, কালিদাস—মেঘদূতম্ )

মূল তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

কৃশাঙ্গী, কনককান্তি, মুকুতাদশনা,

( আরক্তিম ) ওষ্ঠাধর পক্কবিম্বপ্রায়,

চকিত হরিণীসমা চটুলনয়না,

ক্ষীণকটি ( সুশোভন ) নিম্ননাভি ( তায় )।

সুন্দরী রমণীর রূপ্ বর্ণনা। [ পাঁচকড়ি ঘোষ অনূদিত।

প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল,………এইরূপ কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীরাম্বরা, তরলিত-রত্নহারা—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা ইং —এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?

**তপ্ত অম্বল, ঠাণ্ডা দুধ;—যে খায় সে অদ্ভুত।** [ বঙ্কিম—সীতারাম।

অম্বল স্নিগ্ধকর ব্যঞ্জন, সেজন্য শীতল করিয়া খাওয়া উচিত; দুগ্ধ বলকারক, সেজন্য তপ্ত থাকিতে পান করা উচিত।

**তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।**

তপ্ত জলের উত্তাপ এত বেশী হয় না যে ঘর পুড়াইতে পারে।

লক্ষ০ অযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা অধিক অনিষ্ট হইতে পারে না।

তু০ Hard words break no bones.

**তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।**

তপ্ত ভাত ঘি মাখিয়া খাইতে উপাদেয়, সুতরাং তপ্ত ভাতে ঘি দেওয়া সমাদর-সূচক।

ব্য০ অনাদর বা দণ্ডদানের অলীক ভীতি প্রদর্শন।

"মা দেখ, কাকা আমার বেণী ধরে টানছে, বলছে—টিকটিকির লেজ।"

"কি, এত বড় কথা! দাঁড়াও না, কাকার তপ্ত ভাতে ঘি ঢেলে দেবো!"

**তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি !**

দ্র০ কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি !

**তবু তো এখনো ধেনুবৎস পেটে !**

পাড়াগাঁয়ের মূর্খ জামাই শ্বশুরালয়ে গিয়া শুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতে শুরু করিলে মেয়েরা তাহার বিদ্যার তারিফ করিতে লাগিল। জামাই বলিল, সে আরও অনেক ভালো ভালো কথা জানে। যেমন, 'ধেনুবৎস' কথাটা সে এখনও বলে নাই,—পেটেই আছে।

মূর্খের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা।

**তমসো মা জ্যোতির্গময়।** ( সং, উপনিষদ্ )

আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও।

ডাকছি, ভগবানকে ডাকছি, বলছি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। এ অন্ধকারের মধ্যে আর থাকতে পারছি না। তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

**তর সয় না।** ত্বরা > তর=শীঘ্রতা ; অর্থ-বিপর্যয়ে—বিলম্ব।

বিলম্ব সহে না।

কর্তা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন এমনি করিয়াই তিনি ততদিন তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কুমার-সাহেবের আর তর সইল না। জানকী বাবুকে তাড়াইয়া নিজে তাহার সেই শূন্য পদ দখল করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

তু০ পেটের ছেলে প'ড়ে যাওয়া। শৈলজানন্দ মুখো০—শোভাযাত্রা।

**তর্পণেই গঙ্গা শুখায়, আবার জলছত্র দিতে বসেছে !**

জলছত্র ( সং জলসত্র )—তৃষ্ণার্তকে জল বিতরণ রূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।

যে পিতৃ-পুরুষের এতো অধিক তর্পণ করে যে তাহাতে গঙ্গার জল ফুরাইয়া যায় ( অর্থাৎ যে আদৌ তর্পণ করে না ), সে জলছত্র খুলিয়া পুণ্যকর্ম করিতেছে।

যে আপন জনের সেবা করে না তাহার লোক-দেখানো জনসেবা।

তু০ নিজের মা ভাত পায় না ই০।

**তলে তলে কাটে জড়, উপরে তার ঢালে জল !**

দ্র০ গোড়া কেটে আগায় জল।

**তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।** ( সং )

তাঁহার ( ঈশ্বরের ) তৃপ্তিতে সমস্ত জগতের তৃপ্তি হয়।

পূজামন্ত্রের অংশ বি০।

**তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।** (সং)

মূল অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তথা অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর ঋণ স্বীকারপূর্বক প্রণাম।

**তাইরে নাইরে।**

গানের সুর ভাঁজিবার ধ্বনিসমষ্টি। গানের উদ্যোগ-পর্ব।

> কার্যের সূচনায় বৃথা কালক্ষেপ।

বীরেশ্বর বাবু একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "দেখা যাক ; আজ কি লিখেছে ছোকরা। এতদিন ত তাইরে-নাইরে ক'রেই কাটিয়ে দিল।"

**তাঁতিকুলও গেল, বোষ্টমকুলও গেল।** [ সীতাদেবী—ক্ষণিকের অতিথি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ-বিচার নাই। যে কোনো জাতের লোক (যেমন তাঁতি) বৈষ্ণব (বোষ্টম) হইলে সকলের সহিত সমান হইয়া যায়। কিন্তু কোনো সামাজিক অপরাধের জন্য বৈষ্ণব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে সে আর পূর্বের জাতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পড়িলে তাহার দুই দিকই গেল।

সকল অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হওয়া।

তুং To fall between two stools.

**তাঁতি যদি বোষ্টম হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।**

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেও বৈষ্ণবোচিত গুণাবলী জন্মে না।

ধর্ম পরিবর্তনে স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।

**তাঁতির চাড়? না, বঠেনীর চাড়?** চাড় = গরজ।

বঠেনী—যে স্ত্রীলোক নিজের কাটা সূতা তাঁতিকে দিয়া নিজে বসিয়া থাকিয়া বুনাইয়া লয়। স্পষ্টতঃ তাঁতি অপেক্ষা বঠেনীরই গরজ বেশী।

যাহাকে অপরের দ্বারা কাজ করাইতে হয় তাহারই আগ্রহ অধিক।

**তাঁতির চুরি নলি নলি, খোদার চুরি থান।** নলি—সূতা জড়াইবার ছোট নল।

তাঁতি কাপড় বুনিবার জন্য যে সূতা পায় তাহা হইতে কয়েক নলি মাত্র সূতা চুরি করিতে পারে। কিন্তু ভগবান যখন তাহাকে দণ্ড দেন, গোটা এক থান কাপড় লোপাট হয়।

মানুষের মার খুচরা, ভগবানের মার পাইকারি।

**তাঁতির তাঁত বুনতেই মন, তাঁতি কৃষ্ণকথা শোন।**

মানুষ সাংসারিক কাজেই মনোনিবেশ করে, ধর্মাচরণে মন দেয় না।

**তাড়াতে পারে না গায়ের মাছি ; ভুঁই করে গে' রাখালগাছি।**

ভুঁই করা = জমি চাষ করা। যে এতো অলস যে নিজের গায়ে মাছি বসিলে তাহা তাড়াইতে অক্ষম, সে ভিন্ন গ্রামের মাঠে গিয়া চাষ করে !

অলস ব্যক্তি কর্তৃক শ্রমসাধ্য কার্য করিবার দুরাকাংক্ষা।

**'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম স্থুত মিত রমণী সমাজে।'** ( জ্ঞানদাস )

তপ্ত বালুকারাশির উপর জলবিন্দু পড়িলে যেমন অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া যায়, দারা-পুত্র-মিত্রও সেইরূপ স্বল্পকালস্থায়ী।

ঐহিক সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী।

**তাত সয় তো বাত সয় না।**

গরম বরং সহ্য হয়, তাহাতে শরীরের বেশী ক্ষতি হয় না ; কিন্তু বেশী ঠাণ্ডা সহ্য হয় না,—তাহাতে নানা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

**তা' দেওয়া।**

(১) তাপ > তা'। পাখীর ডিম ফুটাইবার জন্য তাহার উপর বসিয়া দেহের তাপ প্রয়োগ।

(২) তার > তা'। গোঁফের পারিপাট্য সাধনের জন্য দুই প্রান্ত পাকাইয়া তারের মত সূক্ষ্ম করা।

> নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করা।

একপ্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহ বা গোঁফে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়।

**তা-না-না-না করা।** দ্র° তাইরে নাইরে করা। [ টেকচাঁদ—আলাল।

**তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে॥** ( সং, চাণক্য )

মূল দূরতঃ শোভতে মূর্খ লম্বশাটপটাবৃতঃ। +

মূর্খ যতক্ষণ কথা না কহে ততক্ষণই তাহার শোভা।

মূর্খের বিদ্যাহীনতা তাহার কথাতেই ধরা পড়ে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেচো, তা'র মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্চে—যাবৎকিঞ্চিন্নভাষতে।

তু° বিন বোলে গুণ জান ন জায়। [রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**তা-বড়ো তা-বড়ো।**

বড়ো অপেক্ষা বড়ো। শ্রেষ্ঠ।

মোহের কাছে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হয়। সেখানে তা' বড় তা' বড় জ্ঞানী গুণী যোদ্ধা বোদ্ধা কারো স্পর্দ্ধা চলে না। [ কেদার—ভাদুড়ী।

**তাবিজে ( ঘুন্‌সিতে ) কি করে, মুদোয় প্রাণ হরে।**

মুদো—অলংকারাদির লম্বমান অংশের প্রান্তস্থিত শোভাবর্দ্ধণকারী ক্ষুদ্র বস্তু বি০ ( ই০ Pendant )

তাবিজ যেমনই হউক না না কেন, তাহা বাঁধিবার ফিতা বা দড়ির প্রান্তে যে মুদো ঝুলিতেছে তাহা অতি মনোহর ।

কোনো বস্তুর প্রধান অংশ অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অংশ অধিক সুন্দর।

বইখানা একেবারে বাজে, কিন্তু তার মলাটের বাহার দেখ না ;— তাবিজে কি করে, মুদোয় যে প্রাণ হরে।

**তামাক ইচ্ছা করা।**

তামাকু সেবন করার শিষ্টতা-সম্মত ভাষা।

কৈলাস কহিল, আসুন না একটু বসুবেন, একটু তামাক ইচ্ছা করুন !

**তামাক খেতেই মন, গোঁফে তা' দেবে কখন** ? [ রবীন্দ্র—গোরা।

সর্বদা হুঁকায় মুখ দিয়া থাকিলে গোঁফে হাত দিবার সুযোগ হয় না।

একটা কাজে অধিক মনোনিবেশ করিলে অন্য কাজ হয় না।

**তামা-তুলসী ( + গঙ্গাজল) হাতে ক'রে বলা।**

তাম্রপাত্র, তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র ; তাহা স্পর্শ করিয়া যাহা অঙ্গীকার করা হয় তাহা ভঙ্গ করিলে অথবা মিথ্যা কথা বলিলে মহা পাপ হয়—এরূপ বিশ্বাস।

সেকালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁইয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইত।......উড়িয়া ব্রাহ্মণ (গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত) একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে আনিয়া ধরিত। তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। (শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ।)

কেহ যদি তামা-তুলসী হাতে করিয়া বলিত তুমি কোন মন্দ কাজে ছিলে, তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না।" দামোদর মুখো০—নবীনা।

**তাম্বুলকরংকবাহিনী।**

করংক—পান সাজিবার উপাদান ও সরঞ্জামাদি রাখিবার পানের বাটা।

প্রাচীনকালে রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা বি০, যাহার উপর তাম্বুল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভার ন্যস্ত থাকিত।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া···জ্ঞাপন করিল—'কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন—এই কন্যা পরাজিত কুলুকেশ্বর-দুহিতা, বন্দিনী, পত্রলেখা ইহার নাম। ইহাকে তোমার তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। রবীন্দ্র—সমালোচনা (কাব্যের উপেক্ষিতা)।

**তার রুটিতে দু' পিটে ঘি।**

লক্ষ০ বিলক্ষণ সচ্ছল অবস্থা।

তু০ পাঁচোঁ উংগলিয়াঁ ঘি মেঁ তর।

To have one's bread buttered on both sides.

**তারে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয় ;**

**বে-দরদীকে দরদ শোনাও, দুনো দরদ দেয়।** দরদ—বেদনা, দুঃখ।

দুঃখে যে সমবেদনা জানায় না তাহাকে নিজের দুঃখের কথা বলিলে কোনো লাভ হয় না, বরং সে আরও দুঃখ দেয়।

**তাল ঘষলে গন্ধের ঘটা, নেবু ঘষলে হয় তিতা।**

লক্ষ০ সকল বস্তুর এক প্রকার ব্যবহার চলে না।

**তাল, তেঁতুল, দই ;—বৈদ্য বলে ওষুধ কই ?**

তিনটিই কুপথ্য ; অসুস্থ অবস্থায় খাইলে রোগ দুরারোগ্য হয়।

**তালপাতার আগুন।** দ্র০ খড়ের আগুন।

**তালপাতার ঘর (ছাউনি)।**

অনিশ্চিত আশ্রয়।

আনন্দ। তোমার এই চাকরী তালপাতার ছাউনি, তোমার ঘাড়েই সমস্ত, অভিভাবক নাই। সংস্থানের ভেতর এই বাড়ীটুকু করেছো।

**তালপাতার সেপাই।** [গিরিশ—আয়না।

তালপাতা দিয়া সিপাহির আকারে নির্মিত শিশুদিগের খেলনা।

ব্য০ কৃশকায় ক্ষীণজীবী মানুষ।

মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ হয় দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই ! শরৎ—দত্তা।

**তালপুকুর নাম, কিন্তু ঘটি ডোবে না।**

তালপুকুর বলিলে তালবৃক্ষ-বেষ্টিত বৃহৎ জলাশয় বুঝায়। কিন্তু এরূপ পুষ্করিণী মজিয়া গেলে তাহার জলে ঘটি ডুবে না। অথচ আড়ম্বরপূর্ণ নাম থাকিয়া যায়।

লক্ষ০ পূর্বকালীন ঐশ্বর্যের বা মহত্বের পরিচায়ক ভূয়া নাম-ডাক।

রাজার মেয়ে বাড়ীতে আসিতেছে, নারাণ দাসী মনে করিয়াছিল এইবার তাহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে,……কিন্তু দুদিনেই সে দেখিল যে এ নামে তালপুকুর, তাহাতে ঘটী ডোবে না। [চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**তাল প্রমাণ বাড়ে দুখ, তিল প্রমাণ কমে।**

দুঃখ-ক্লেশ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায় কিন্তু অল্পমাত্রায় কমে।

তু০ Come by the pound, go by the ounce.

**তাস, তামাক (গল্প) পাশা,--তিন কর্মনাশা।**

**তাসে নাশ, পাশায় পাশ।** পাশ = বন্ধন, ঋণ-জাল।

এই অভ্যাসগুলির বশীভূত হইয়া পড়িলে বৃথা সময় নষ্ট হয় এবং অনর্থক কাজকর্মের ক্ষতি হয়, সর্বস্বান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা।

**তাসের ঘর।**

পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়া তাস দাঁড় করাইয়া নির্মিত ত্রিভুজাকার ঘর, যাহা অতি সহজেই পড়িয়া যায়। লক্ষ০ ক্ষণভঙ্গুর বস্তু।

নটবর দেখিল আর হালে পানি পায় না। বুঝিল মিথ্যার জয় চিরকাল হয় না। তাসের প্রাসাদ যত যত্নেই গড়িয়া তোলা যাক্ না কেন, এক ফুৎকারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

তু০ A house of cards.

**তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়।** লাগ = নাগাল, সাক্ষাৎ।

তিক্ত দ্রব্য খাইবার পর মিষ্ট খাদ্যের মধুর রস বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বিপরীত গুণের সহিত তুলনা হইলে সেই গুণের স্পষ্ট অনুভূতি হয়।

তু০ जाने ऊख मिठास्‌की, जब मुख नीम चबाय।

**তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা।**

মানব-জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য,—এই চার অংশের মধ্যে প্রথম তিন ভাগ অতিবাহিত হইয়া শেষ ভাগ (বার্ধক্য) আরম্ভ হওয়া।

তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি, পুত্র, ভাই; বাপ কেহ নাহি কাছে॥

**তিন কাল গেছে, তবু তো বুদ্ধি আছে।** [ভারত—অন্নদামঙ্গল।

বৃদ্ধ বয়সেও বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ।

**তিন কুলে কেউ নেই।**

যে তিনটি বংশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ( পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল ), তাহার মধ্যে কেহ বিদ্যমান নাই।

কোনও নিকট আত্মীয় না থাকা।

"সুশীর একটা ব্যবস্থা ক'রে বাড়ী ফিরবেন লিখেছেন।"

"কি ব্যবস্থা করবেন? তিন কুলে তার কেউ নেই, কোন চুলোয় সে যাবে?" প্রভাত—সিন্দুর কৌটা।

**তিন জন জানে, তো তিরিশ জন জানে।** দ্র৹ ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।

**তিন তুড়িতে শিবপূজা, তাড়াতাড়ি চিঁড়ে ভেজা।**

সংক্ষেপে পূজা শেষ করিয়াই ভোজনের চিন্তা।

> কাজে ফাঁকি দিয়া কেবল স্বার্থসাধনের চেষ্টা।

**তিন দলকে জ্যৈষ্ঠ কামাই।** দলক = ঝলক ; বৃষ্টির পশলা।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আদৌ বৃষ্টি হয় না। যদি বার কয়েক এক পশলা করিয়া বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল বলিয়া ধরিতে হয়।

**তিন দিনের যোগী, তার পায়ে পড়ে জটা!**

অল্পদিন সন্ন্যাসী হইয়াছে, সুতরাং ভজন-সাধন বিশেষ কিছুই জানে না, অথচ মাথায় দীর্ঘ জটা! ভিতরে গুণ নাই, বাহিরে আড়ম্বর।

তু৹ কলক জোগী পৈরতক জটা।

**তিন মেয়ে যেথা, কাজীর দরবার সেথা।**

কাজীর দরবারে যেমন বহু লোকের সমাগমে তুমুল হট্টগোল হইত, সেইরূপ জনকয়েক স্ত্রীলোক একত্র মিলিত হইলেই নানা আলোচনা এবং পরচর্চায় মুখর হইয়া উঠে।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোলাহল-প্রিয়।

**তিন শত্রু।**

কোনো বস্তুর তিনটি দেওয়া শত্রুতার পরিচায়ক বলিয়া নিষিদ্ধ।

ওহে ছোকরা, এ পাতে সন্দেশ দুটোর ওপর আর একটা দিলে,—তিন শত্রু হলো যে! আর একটা দিয়ে যাও।

তু৹ তীন টিকট, মহা বিকট।

**তিন সত্য করা।** সত্য = শপথ।

প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার তিনবার আবৃত্তি করিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করা।

"আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—এই তিন সত্য করলাম।" প্রভাত—মাষ্টার মহাশয়।

**তিন সুবুদ্ধির কথা,—জলে যখন আগুন লাগে, মাছ থাকে কোথা?**

নির্বোধ নিস্কর্মার দলের অসম্ভব অর্থহীন গাল-গল্প।

**তিনের তেরো।**

তেরো ভাগের মধ্যে তিন ভাগ ( ভগ্নাংশ $\frac{3}{13}$ )—গণিতের ভাষায় তিনের তেরো। অতি সামান্য অংশ।

অতগুলো লোককে খাওয়াবে, তার কি আয়োজন করেছ? এখনও তো তিনের তেরোও হয়নি দেখছি।

**তিন্তিড়িঘ্রাণমাত্রেণ অন্নং চলতি পঙ্কবৎ।** (সং)

ভাত খাইবার সময় অল্প পরিমাণ তেঁতুলের সংযোগ থাকিলে তাহা পাঁকের মত গলা দিয়া সহজেই নামিয়া যায়।

ব্যঞ্জন হিসাবে অম্লরস অতি কার্যকর।

**তিমিঙ্গিল ন্যায়।**

তিমি সামুদ্রিক জন্তু বি৹ যাহা বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব। ক্ষুদ্র মৎস্যকে যেমন বৃহত্তর মৎস্য গিলিয়া ফেলে, সেইরূপ তিমিকে গিলিতে পারে এমন জীবও কল্পনা করা যায়।

লক্ষ৹ বৃহতের চেয়েও বৃহৎ আছে।

তু৹ বাবারও বাবা আছে।

**তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।**

বাহিরের আড়ম্বর করিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না।

তু৹ Cowls do not make monks.

**তিলকাঞ্চনে দানসাগরের কিল।** কিল = ঘুঁসি > প্রহার, দণ্ড, লাঞ্ছনা।

সামান্য তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া ঘটনাচক্রে দানসাগরের তুল্য বিপুল ব্যয়ভারে প্রপীড়িত হওয়া। সামান্য ব্যাপারে অত্যধিক ঝঞ্চাট।

**তিলকে তাল করা।**

লক্ষ৹ সামান্য ব্যাপারকে অযথা অত্যধিক গুরুত্ব দান করা।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত রৈবতকে পরম সুখে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন নারদ তথায় আসিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট পারিজাত মালা পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিয়া রুক্মিণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। তাঁহার এই কার্যটুকু দাম্পত্য-জীবনের অতি সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু নারদ এই তিলটুকুকেই তাল করিয়া তুলিলেন। সত্যরঞ্জন সেন—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস।

তু৹ ছুঁচোর গু পর্বত।

বালকা কম্বল বনায়া।

To make mountain of a mole-hill.

**তিল-তুলসী।**

তিল ও তুলসীপত্র, যাহার সহযোগে দান বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত হয়।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়।। বিদ্যাপতি—পদাবলী।

**তীরে এসেও হাল ছেড়ো না।**

নদী পার হইয়া তীরে পোঁছিবামাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া নৌকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয় ; কারণ তখনও বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

**তীর্থের কাক।**

তীর্থস্থানে বহু পুণ্যার্থির সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের উৎসৃষ্ট পূজার বলি খাইবার জন্য যে কাকের দল অপেক্ষা করিয়া থাকে।

>প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষমান উমেদার।

তুং নবান্নের কাক।

**তুই খল্‌সে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ ;**
**তোর মরণে মরবো আমি, ( আমার ) কোমর ধ'রে নাচ।**

যাহারা একই দুর্ভাগ্যের অধীন, তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি থাকে।

**তুই-তোকারি ( তোতোকার ) করা।**

হীন অথবা সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি অনাদরে 'তুই' শব্দপ্রয়োগ করা।

অতি-পরিচয়-জানিত অনাদর-সূচক আচরণ।

ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই ;
কত মেরেছি, ধরেছি, কাঁধে করেছি, চড়েছি,
আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি,
তোতকার করেছি সবাই।

তুং অরে তরে করনা। [ কৃষ্ণকমল গোস্বামী—রাই উন্মাদিনী।

**তুই বলতে যতক্ষণ, তুমি বলতেও ততক্ষণ।**

ভদ্র ব্যবহার করিতে কোনো ক্লেশ নাই, অধিক সময়ও লাগে না।

তুং Courtesy costs nothing.

**তুক-তাক ছ' মাস, কপালের লেখা বারোমাস।**

তুক-তাক—তন্ত্র-মন্ত্র > বিবিধ কৌশল।

যাহার অদৃষ্টে যেরূপ সুখদুঃখ নির্দিষ্ট আছে সারাজীবন তাহাই ভোগ করিতে হয় ; বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা যদি কিছু ইতরবিশেষ হয়, তাহা ক্ষণিক।

**তুড়ি দেওয়া (মারা)।**

অংগুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি একত্রিত করিয়া সহসা ছাড়িয়া দিয়া শব্দ করা।

> অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

……মৃত্যুর আহ্বান মাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। রবীন্দ্র—বিচিত্র প্রবন্ধ (মা ভৈঃ)।

**তুড়ুম ঠোকা।**

পূর্বকালে ইউরোপে প্রচলিত লঘুদণ্ডের পদ্ধতি বি০, যাহাতে অপরাধীর হস্তপদ কাঠের ফ্রেমে ( ইং ট্রাংক, স্টক ; ফরাসী ত্রোন ) আটকাইয়া দিয়া বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া রাখা হইত।

ফরাসী চন্দননগরে এই প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল।

"…এই যে ঘরগুলো অত লম্বা-চওড়া বানানো হয়,—কেন ?—মানুষ তো চোদ্দপো। আয় রাখতে হয় সেজবাবু! বংশে ঘটোৎকচ জন্মাতে কতক্ষণ? তখন যে লম্বা হয়ে শুতে পারবে না হুজুর! নিজের ঘরে সিঁদ কেটে পা চালিয়ে শেষ কি তুড়ুম ঠুকে পড়ে থাকবে!

**তুণ্ডদোষে মুণ্ডশাস্তি।** [কেদার বন্দ্যো০—দুঃখের দেওয়ালী।

তুন্ড=মুখ, বচন। দ্র০ কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি।

**তুফান না থাকলে সকলেই মাঝি।** দ্র০ ছোট কাজে সবাই মোড়ল।

**তুফানে ছেড়ো না হাল, – নৌকো হবে বানচাল।**

বিপদে হতাশ হইলে সর্বনাশ ঘটে।

**তুফানেতে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে ;**
**কথা পড়লে বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে ?** ( মেয়েলী )

দ্র০ টিপ বোঝেনা, টোপ বোঝেনা ই০।

**তুফানে পড়িয়া বলে, "পীর বদর বদর !"** দ্র০ বদর বদর!

বিপদে পড়িলে সকলেই দৈব সাহায্য প্রার্থনা করে।

**তুফানে পড়েছি তবু ছাড়িব না হাল।**

বিপদের মধ্যেও হতাশ না হওয়া।

**"তু" বলতে ছুটে আসে, গুমর করে ঘরে ব'সে।**

তু—কুকুর ই০ গৃহপালিত পশুকে ডাকিবার আদর-সূচক শব্দ।

যে এতদূর অপদার্থ ও আত্মসম্মান-বর্জিত যে, একবার ডাকিলেই আসিবার জন্য ব্যগ্র, তাহার গর্ব প্রকাশ।

**তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।**

অপরের অপেক্ষা নিজের দুর্দশা আরও অধিক।

**তুমি ঠাকুর হাবলা,—ফুল খাও খাবলা খাবলা।**

ভক্তগণ কেবল ফুল দিয়াই ঠাকুরের পূজা করে ; ঠাকুরও এমন সরল যে এক রাশি ফুল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

অচেতন দেব-বিগ্রহ সম্বন্ধে কৌতুক।

**তুমি বেড়াও (ফেরো) ডালে ডালে, তো আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।**

তুমি কেবল গাছের ডালগুলিতেই ঘুরিয়া বেড়াও, আমি প্রত্যেক পাতাটি পর্যন্ত ঘুরি ; অর্থাৎ তোমার অপেক্ষা আমার বুদ্ধি-কৌশল সূক্ষ্ম।

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা!—কিন্তু যাবে কোথা। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান।

তু° तू डाल डाल, मैं पात पात।

**তুমি যাবে বঙ্গে, তো কপাল যাবে সঙ্গে।**

অবস্থার উন্নতির আশায় স্থানান্তরে গিয়াও কোনও ফল হয় না। অদৃষ্ট সর্বত্র সঙ্গে থাকে, তাহাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই।

নারাণ দাসী রাখাল ও মণিমালাকে দেখিয়া নত নাড়িয়া বলিল—'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' এমন হাড় হাবাতে যে রাজার ইশ্চয্যিতেও দৈন্যতা ঘুচল না। চারু বন্দ্যো°—পরগাছা।

তু° जाओ नैपाल, साथ जाय कपाल।

**"তুমি রাধা, আমি শ্যাম।" "আর এই কাঁধে-বাড়ি বলরাম!"**

লম্পট-স্বভাব মন্ত্রগুরু কুলস্ত্রীকে ইষ্টমন্ত্র দানের ছলে শিখাইতেছে—"তোমার-আমার সম্পর্ক রাধা-কৃষ্ণের মতো।" স্বামী অন্তরালে থাকিয়া এই কথা শুনিয়া গুরুকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য লাঠি কাঁধে করিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—"এই যে আমি বলরামও হাজির আছি।"

**তুর্কি নাচন নাচা।** ( কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্‌সায় বর্ণিত )

তুর্কি ( তুরস্ক)—(১) আরব ই° দেশজাত শ্রেষ্ঠ জাতির ঘোড়া। আরবী ঘোড়ার মতো চঞ্চল নৃত্যশীল ভঙ্গী ও গতি।

(২) পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াবাসী দুর্ধর্ষ জাতিসমূহ। তাতারদের ঘুরপাক খাওয়া উদ্দাম নৃত্য। (জ্ঞানেন্দ্র)

> অস্থিরভাবে দেহ ও অঙ্গ চালনা।

খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল···তার পরে বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড়-বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি-নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। রবীন্দ্র—ছিন্নপত্র।

**তুলসীবনের বাঘ।**

তুলসীগাছ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। হৃষ্টপুষ্ট বৈষ্ণব বৈরাগী দ্বাদশ অঙ্গে চন্দনাদির তিলক, ছাপা ইত্যাদি ধারণ করিলে বাঘের মত দেখায়।

ব্য° তুলসীবনে বিচরণকারী ভীষণদর্শন বৈষ্ণব বৈরাগী।

"ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরাগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখনা—যেন তুলসী বনের বাঘ। মাইকেল—একেই কি বলে সভ্যতা?

**তুলো-ধোনা করা।**

তুলা ধুনিবার সময় যেমন প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে সূক্ষ্ম আঁইসগুলি পৃথক হইয়া পড়ে, সেইরূপ উৎপীড়নের দ্বারা কাহাকেও দুর্দশাগ্রস্ত করা।

পাড়াগেঁয়েদের এত বড় বদ্‌মাইসি, আমাদের ওপরও এমন চাল চালা? আজ ব্যাটাদের তুলো ধুনে দেব, তবে ছাড়্‌ব।" নিরুপমা দেবী—শ্যামলী।

**তুলো যেমন শুনতে নরম, ধুনতে লবেজান।** ফা° লবেজান—ওষ্ঠাগত প্রাণ।

তুলা অতি লঘু ও কোমল পদার্থ, কিন্তু তাহা ধুনিবার সময় বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হয়।

যাহা বাহ্যতঃ অতি সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কার্যতঃ কঠিন।

শুন্‌তে প্রেম সুখের বটে, বিচ্ছেদে যায় প্রাণ;
তুলো যেমন শুন্‌তে নরম, ধুন্‌তে লবেজান।

**তুলোরাম খেলারাম।** [দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

'রাম' শব্দ যোগে রচিত (বেচারাম, ফেলারাম বাবুরাম ই°) নামের অনুকরণে কল্পিত নাম। অনবরত তোলা ও ফেলা। তোলপাড়।

> অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও আলোড়ন।

অতগুলো অচেনা লোকের হট্টগোলের মধ্যে প'ড়ে প্রাণটা আমার তুলোরাম খেলারাম করতে লাগলো।

**তুষ কাঁড়ানো। তুষে পাড় দেওয়া।**

ঢেঁকি দিয়া ধান হইতে চাউল বাহির করা হয়; কিন্তু ধানের তুষ কাঁড়া নিরর্থক বাজে কাজ।

মেয়ের মেয়ে,—তার অত আদর-যত্ন কেন? কেবল তুষে পাড় দেওয়া।

**তুষানল। তুষের আগুন।**

তুষের আগুন অবিরত চাপা থাকিয়া ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে।

বৈদিক যুগে তুষানল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। পাপীকে তুষের আগুনে ধিকি ধিকি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হইত,—অথবা পাপী নিজেই পরকালের পথ প্রশস্ত বা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে নিজেই আপনাকে ধিকি ধিকি করিয়া পোড়াইয়া ফেলিত।

লক্ষ° অহরহ মানসিক যাতনা ভোগ। [ হারান রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ। বাইরে এই দুটো মাস আমি যে তুষের আগুণে জ্বলে-পুড়ে গেছি। শরৎ—পল্লীসমাজ।

**তৃণজ্ঞান করা।** তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করা।

ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!

তুং Not to care a straw [ মাইকেল—মেঘনাদ বধ।

**তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।** (সং, কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈং চং)

মূল+অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

চৈতন্যদেব-বর্ণিত বৈষ্ণবের লক্ষণ ঃ—আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিয়া তরু অপেক্ষা সহনশীল এবং অভিমান-বর্জিত হইয়া অপরকে সম্মান প্রদানপূর্বক সর্বদা হরিনাম কীর্তন কর্তব্য।

**তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল,**
**তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল!**

প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু দেওয়া।

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমান বিহারী বলিল, "তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল।" —এ যে তাই হ'ল। এক গ্লাস ঠান্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন কোনো হিসাবেই আসতে পারে না।" উপেন্দ্র গঙ্গো০—রাজপথ।

**তেত্রিশ কোটি দেবতা।**

হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। যথা নামপুরণে—

সদারা বিবুধাঃ সর্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশং কোটি সংখ্যাতয়া ভ্যভবন্॥

এক বই পিতা নাই, তাঁরি নাম ভুলি,—
দেবতা তেত্রিশ কোটি, গড় করি সবে।

[ রবীন্দ্র—রাজা ও রাণী।

**তেপান্তরের মাঠ।**

সং ত্রিপান্তর > তেপান্তর। জনমানবশূন্য অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

চারিদিকে খোলা মাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে।……কোথায় বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্ট ভোগ।

প্রভাত—পত্রপুষ্প।

**তেমুণ্ডের কথা শুনবে, প্রতি গরাসে মুড়ো খাবে,**
**ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট!**

দ্রঃ পাড়া জুড়ে তুলবে ঘর বাঁধবে না তার চুড়ো ইং।

**তেরি মেরি করা।**

তেরিয়া (উগ্রস্বভাব) > তেরি। মেরি সহ° শব্দ। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা।

মোগল রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
রাঙগা আঁখি দেখি ভয় পাই ॥ ভারত—অন্নদামঙগল

**তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি ;**
**খিচুড়ি, পাছুড়ি আর শ্বাশুড়ীর ঝি।**

পাছুড়ি=উত্তরীয় ; গায়ে দিবার চাদর। শাশুড়ীর ঝি—পত্নী।
পুরুষের শীত নিবারণের উপকরণ।

তেল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। কবিকঙকণ—চন্ডীমঙগল।

**তেল, তামাক, ময়দা,—যতো রগ্ড়াও ততো ফায়দা।**

এইগুলি বেশ করিয়া রগ্ড়াইলে বা ঠাসিলে ফল ভালো হয়।
তু° মর্দনং গুণবর্ধনম্।

**তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়।**

ক্ষে° ভবী ভোলবার নয়।

ভবী—"ভব ভবাণীকে দক্ষযজ্ঞে যাইতে কৃতসঙকল্প দেখিয়া অনেক বুঝাইয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সতী স্বীয় সঙকল্পচ্যুত হন নাই, এই পুরাণ-কথা……এই প্রবচনের উৎপত্তির হেতু।" (জ্ঞানেন্দ্র)

> জেদী একগুঁয়ে প্রকৃতির স্ত্রীলোক, নানাপ্রকার লোভনীয় উপহার দিলেও যাহাকে কিছুতেই সংকল্পচ্যুত করা যায় না।

সারদা সেই যে ধ'রে ব'সে আছে, যতো দাম দাও বাগানটা কিছুতেই ছাড়বে না, কার সাধ্যি টলায়। ও ভবী ভোলবার নয়।

**তেল পড়লো তো গেল, নুন পড়লো তো দ্বিগুণ হলো।**

মাটিতে তেল পড়িলে শুষিয়া যায়, কিন্তু নুন পড়িলে তাহা কুড়াইবার সময় ধুলিমাটি মিশিয়া পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

তু° तेलीका तेल गिरा हीना हुया, बनियेका नोन गिरा दूना हुया।

**তেলা মাথায় তেল দেওয়া।**

**তেলা মাথায় দাও তেল, রুক্ষ মাথায় ভাঙো বেল।**

যাহার মাথা বেশ তৈলসিক্ত তাহার মাথায় আরও তৈলপ্রদান।
যাহার প্রচুর আছে তাহাকে আরও দেওয়া।

পন্ডিত মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী ?—

তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর (বিড়াল)

তু॰ उलटे बाँस बरेली को जाना।

To carry coal to Newcastle.

**তেলি,—হাত ফস্‌কে গেলি।**

শিশুগণের ক্রীড়া বি॰। সকলে মিলিয়া একজনের হাতের এক একটি আঙ্গুল ধরে এবং এই কথাগুলি বলিয়া এক একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; যে অবশিষ্ট থাকে সেই চোর হয়।

কোনো বস্তু আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়া।

পাগল বলিল, পয়সা দ্যান বাবু গাঁজার। না, 'তেলি হাত পিছলে গেলি', ফুরুৎ ধা!—সেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। [তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**তেলে-জলে মিশ খায় না।**

বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে মিল হওয়া অসম্ভব।

আরাম আর যুদ্ধ, তেল জলের মত, একেবারে মিশ খায় না। [দ্বিজেন্দ্র—নূরজাহান।

**তেলে তামাকে পিত্তনাশ, যদি হয় তা বারমাস।**
**যদি হয় পরের ঘরে, সদ্য পিত্ত বিনাশ করে।**

গায়ে ভালো করিয়া তেল মাখিলে এবং তামাকু সেবন করিলে পিত্তাধিক্য দোষ দূর হয়,—যদি নিয়মিত অভ্যাস করা হয়। আবার পরের খরচে হইলে তাহা আরও বেশী ফলপ্রদ হয়।

অপরের ব্যয়ে নিজের স্বার্থসাধন বুদ্ধিমানের কাজ।

**তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা।**

ভাজিবার জন্য উত্তপ্ত তেলের উপর বেগুন ছাড়িলে চট্‌পট্‌ শব্দ হইতে থাকে এবং চারিদিকে তেল ছিটাইয়া পড়ে।

লক্ষ॰ সহসা অত্যন্ত রাগিয়া উঠা।

খবর পাইল যে শারদাকে গোপালের সঙ্গে যাইতে দেখা গিয়াছে। শুনিয়া দুর্গা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আবাগের বেটা দস্যি ছেলে তার হাড় জ্বালাইয়া খাইবে। নরেশ—শেষ পথ।

তু॰ आग बबूला होना।

To take pepper in the nose.

**তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকো, পলায় মারে ঘা;**
**ডাকসাইটে বউ-কাঁটকী ছিদাম তেলির মা।** (মেয়েলী)

ডাকসাইটে = বিখ্যাত। বউ-কাঁটকী—যে শাশুড়ী বধূকে ক্লেশ দেয়।

বধূ তেল চাহিলে শাশুড়ী খালি ভাঁড়ে পলা ঠুকিয়া এমন শব্দ করে যে মনে হইবে কতো তেল বাহির করিয়া দিতেছে !

বধূ-পীড়নকারিণী শাশুড়ীর দৃষ্টান্ত।

**তেষাং বারাণসী গতিঃ।** (সং)

মূল মাতপিতৃপরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজ-বন্ধুভিঃ।
যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥

যাহাদের কোনও আশ্রয় নাই, বারাণসী তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ।

**তে হি নো দিবসা গতাঃ।** (সং ভবভূতি, উত্তররামচরিত )

মূল জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥

আমাদের সে সুখের সময় চলিয়া গিয়াছে ।

বাঙলার বাঙালী যাহারা তাহারা দিনরাত যেন দীর্ঘশ্বাসের মত বলিতেছে—তে হি নো দিবসা গতাঃ। রবীন্দ্র—পথ ও পাথেয় ।

তুং O the days that are no more.

**তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল ?**

তৈল পাত্রকে ধারণ করিয়া থাকে অথবা পাত্র তৈলকে ধারণ করিয়া থাকে—এই প্রশ্নের অতি সূক্ষ্ম বিচার।

ন্যায় শাস্ত্রের নিরর্থক আলোচনা। ন্যায়ের কচ্‌কচি ।

পন্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যারত্ন পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র ;
[রবীন্দ্র—ক্ষণিকা ।

**তো অর্ধং মো অর্ধং ।**

শ্রাদ্ধে বস্ত্রের অভাবে পুরোহিতের সম্মতিক্রমে তুলা উৎসর্গ হইতেছে দেখিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণ সংস্কৃতে মন্তব্য করিলেন, শ্রাদ্ধে কার্পাসম্! মূর্খ পুরোহিতের সংস্কৃতেই উত্তর হইল, চুপং কুরু চুপং কুরু,—তো অর্ধং মো অর্ধং।

মূর্খের চাতুরী।

**"তোদের বাড়ী শুনি কিসের খস্‌খসি ?"**
**"এক পলা তেল নিয়ে আশী জনে ঘষি।"**

এক পলা তেল লইয়া বাড়ীর পরিজনবর্গ সকলে মিলিয়া মাখিতে বসিয়াছে। তাই রুক্ষ দেহ ঘর্ষণের জন্য খস্ খস্ শব্দ উঠিয়াছে।

যৎসামান্য আয়োজনে বিপুল সমারোহ।

তুং এক পো কড়াইয়ের ডাল, আমার যাদুর বিয়ে কাল ইং।

**তোদের হলুদ-মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা ;**
**মোরা হলুদ কোথা পাবো, মোরা উল্‌টো রথে যাবো।** (মেয়েলী)

হলুদ মাখিয়া গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করিবার প্রথা স্ত্রীলোকগণের মধ্যে পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, উড়িষ্যায় এখনও আছে।

তোমাদের অবস্থা ভালো, হলুদ মাখিয়া প্রসাধন করিবার মত সংগতি আছে,—তোমরাই রথ দেখিতে গিয়া আনন্দ কর। আমরা গরীব, আমরা তাহা পারিব না, যদি সম্ভব হয় পরে যাইব।

ধন-গর্বিত ব্যক্তির প্রতি দরিদ্রের উক্তি।

**তোমার আটচালায় তো আমার বাস নয়।**

পাং তোর বাতায় মোর ঘর ? না তোর কথায় মোর ডর ?

তোমার আশ্রিত বা অনুগৃহীত নহি, অতএব তোমার বাধ্য নহি।

তুং খাস তালুকের প্রজা।

**তোমার কর্ম তুমি করো, লোকে বলে আমি করি।**

ভগবান সকল কার্যের কর্তা,—মানুষ নিমিত্ত মাত্র ; লোকে ভুল করিয়া মানুষকেই কর্তা বলিয়া নির্দেশ করে।

**তোমার ঘরে আমার বাছুর বাঁধা, আমি কি না এসে পারি ?**

গোয়ালে বাছুর বাঁধিয়া রাখিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিলে, সে যেখানেই যাউক, সহজাত মাতৃস্নেহের বশে বাধ্য হইয়া সেই গোয়ালে ফিরিয়া আসে।

যেখানে স্নেহের অথবা স্বার্থের আকর্ষণ সেখানে যাইতেই হয়।

**তোমার বরাত, আর আমার হাতযশ।** হাতযশ=কৃতিত্বের খ্যাতি।

কোনো কার্যের সাফল্য নির্ভর করে দুইটি বস্তুর উপর,—কর্তার কর্মকুশলতা এবং যাহার হিতার্থে তাহা করা হয় তাহার অদৃষ্ট।

তোমার মতন দোজবরের বিয়ে কি সহজে হয় ? তবে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। এখন তোমার বরাত আর আমার হাতযশ।

**তোমার ভালো তোমাতেই থাক।**

তোমার যাহা কিছু ভালো আছে তাহা তুমি একাই ভোগ করো, আর কেহ তাহার অংশ পাইতে চায় না।

স্বার্থপর লোকের সুখ-সৌভাগ্যে আর কাহারও কোন লাভ নাই।

**তোমার যেমন ভালবাসা,—মুসলমানের মুর্গী পোষা !**

যত্ন করিয়া মুর্গী পুষিয়া রাখা হয় তাহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ নয়, প্রয়োজন হইলে মারিয়া তাহার মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে।

নিজের স্বার্থসাধনের জন্য অপরের প্রতি প্রীতির ভান করা।

**তোমার 'সোয়ামী' সওদাগর,—তুমি কেন ধন-কাতর ?** ( মেয়েলী )

ধন-কাতর—অর্থব্যয়ে কাতর ; কৃপণ-স্বভাব।

যে প্রচুর ধনোপার্জন করে তাহার কৃপণ-স্বভাব হওয়া অস্বাভাবিক।

**তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।** ক্ষে° গোকুলে বাড়া (দ্র°)

কারারুদ্ধ বসুদেব সদ্যোজাত পুত্র কৃষ্ণকে গোপনে যমুনা পার হইয়া গোকুলে তাঁহার মিত্র গোপরাজ নন্দের আলয়ে রাখিয়াছিলেন। সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়াকে আনিয়া কারাকক্ষে রাখিয়াছিলেন। রাজা কংশ ঐ কন্যাকে ভগিনী দেবকীর অষ্টম সন্তান জ্ঞানে প্রস্তরে আছাড় দিয়া মারিতে গেলে তিনি অন্তর্ধান কালে কংশকে এই তত্ত্ব জানাইয়া যান।

তোমার দর্প চূর্ণ করিবার লোক কোনো এক স্থানে আছে—এই বলিয়া অত্যাচারীকে ভীতি প্রদর্শন।

**ত্রিশংকুর অবস্থা ( স্বর্গ )।**

কোশল-রাজ ত্রিশংকু সশরীরে স্বর্গে যাইবার মানসে যজ্ঞের সংকল্প করিলে ঋষি বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ত্রিশংকুকে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় ত্রিশংকু নিম্নে নামিতে থাকেন। তখন বিশ্বামিত্র ত্রিশংকুর পতন রোধ করিলে, তিনি মাথা নীচে করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। পরে বিশ্বামিত্র একটি নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করিয়া তথায় ত্রিশংকুর জন্য স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন।

লক্ষ° বিপজ্জনক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা।

দুই সতিন বলতে লাগলো, এখানে এসো এখানে এসো। কর্ত্তার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। রামনারায়ণ তর্করত্ন—নবনাটক।

**ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥** (সং)

মূল জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।+

নারায়ণকে হৃদয়ে রাখিয়া যে কার্যে নিযুক্ত তাহাই করিতেছি।

**ত্বরিত দান হরে প্রাণ।**

অযথা বিলম্ব না করিয়া দান দিলে যাচকের আনন্দ অধিক হয়।

তু° তুরত দান মহা কল্যাণ।

# থ

**থরহরি কম্প।**

থর থর ( কম্পনসূচক অনু° শব্দ ) >থরহরি। ভীতির আতিশয্য।

মথুরার রাজা কংশ এমন প্রবল প্রতাপান্বিত যে, অত্যাচারী রাজার দাপটে রাজ্যে থরহরি কম্প।

**থলির ভিতর হাতী পোরা।**

অসম্ভব কার্য করিবার চেষ্টা।

তু॰ গাগরমেঁ সাগর ভরনা।

**থ হইয়া যাওয়া।** থ ( স্থিতিবাচক )=স্তম্ভিত।

বিস্ময়ে অবাক হওয়া।

শারদা যে এমন দুপুরে ডাকাতি করিয়া গিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া বিন্দু থ' মারিয়া গেল। নরেশ—শেষ পথ।

**থাকতে (আছে) গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।** (খনা)

কাজকর্ম করিবার প্রয়োজনীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও যে অলস ভাবে কালযাপন করে তাহার দুর্দশা কখনও ঘুচিবার নয়।

**থাকতে যে খায় না তার মুখে ছাই ;**
**না থাকতে খেতে চায় তারো মুখে তাই।**

সংগতি থাকা সত্বেও কৃপণতা করিয়া না খাওয়া এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খাইবার আশা উভয়ই সমান দূষণীয়।

অতি-কৃপণতা এবং অমিতব্যয়িতা উভয়ই সমান দূষণীয়।

**থাকতো পান দিতাম হাতে, গুয়া-খয়ের দিতাম সাথে।**
**একলা পোড়া চুণের দায়, ভরম-সরম সকল যায়।**

অভ্যাগতকে পান সাজিয়া দিয়া সম্বর্ধনা করিতাম। কিন্তু আর সব কিছু থাকিতেও একমাত্র চূণের অভাবে অতিথি-সৎকার করিতে পারিতেছি না,—আমার মান-সম্ভ্রম সবই গেল !

অভ্যাগতের যথোচিত সংবর্ধনা করিতে না পারার জন্য দুঃখের ভান।

**থাক মান, যাক প্রাণ।**

প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, আত্মসম্মান বজায় থাকুক।

তু॰ Death before dishonour.

**থাকরে বেরাল আমার আশে ; ভাত দেবো তোকে পোষ মাসে।**
**থাকরে মন সয়ে ; কার্ত্তিক মাসে ভাত খাবি তুই ঝিঙের ঝোল দিয়ে।**

বর্তমানে কিছু না করিয়া সুদূর ভবিষ্যতে সামান্য কিছু উপকার করিবার আশা দিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা।

**থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।**

জ্ঞাতি যতদিন বাঁচিয়া থাকে অন্য জ্ঞাতিদের অন্নে ভাগ বসায় ; আবার মরিয়াও ছাড়ে না,—তাহাদেরই কাঁধে চড়িয়া শ্মশানে যায়।

জ্ঞাতি জীবনে মরণে সকল অবস্থাতেই অনিষ্ট সাধন করে।

**থাকলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয় ;**
**না থাকলে নিজের বাপেরও হয় না।**

তালুই = ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুর।

যে অভাবগ্রস্ত সে অর্থাভাবে অত্যাবশ্যক কার্যও করিতে পারে না; যাহার সচ্ছল অবস্থা সে অনাবশ্যক কার্যেও ব্যয় করিতে পারে।

**থাকলে সোনার মান হয়না, হারালে সোনার মান।**

দ্র° দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

**থাকো, থাকো, যাও যাও, নাহি প্রয়োজন,**
**নতুন পেলে পুরাতনে কে করে যতন।**

যে পুরাতন সে থাকুক অথবা যাউক সে বিষয়ে লোকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে ; কিন্তু নূতনের বিলক্ষণ যত্ন করে।

নূতনের আদর এবং পুরাতনের অনাদর মানুষের চরিত্রে বদ্ধমূল।

তু° নতুন নতুন কাইবিচি ই°।

আতে আও, জাতে জাও।

Nobody worships the setting sun.

**থাকো পোষ যেও না, জন্মে জন্মে ছেড়ো না।**

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বন বা পোষালী উৎসবে পুরনারী-গণ ধানের মরাই ও বাক্স-পেঁটরাদিতে খড় দিয়া বাউনী (মং বেষ্টনী) বাঁধিবার সময় যে ছড়া আবৃত্তি করেন তাহার প্রথমাংশ।

**থাকো (এসো) লক্ষ্মী, যাও অলক্ষ্মী (বালাই)।**

লক্ষ্মীদেবীর আবাহন এবং অলক্ষ্মীকে বিদায়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার অনুষ্ঠান।

**থানছাড়া মানছাড়া করা।**

স্থান>থান। থানছাড়া = স্থানচ্যুত। মানছাড়া = অপমানিত।

চরম নির্যাতন করা।

আদ্দি ঠাকুর বলেচে, 'দেখি কত বড় সাদ্দি যে আমার হক্কের ধন কেড়ে খায়, ওকে থানছাড়া, মানছাড়া করব, তবে আমার নাম আদ্দিনাথ। [ অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

**থানা-পুলিস করা।**

বিপন্ন হইয়া পুলিশের সংস্পর্শে আসা।

অর্জুন সামন্ত একছড়া সোনার হার রেখে দশটা টাকা চাইছিল। রাখলাম না। অর্জুনকে তো চেনে। ও কার জিনিস তার ঠিক নেই, ঘরে রেখে থানা পুলিশ করি আর কি!

**থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না।**

পুলিশের সান্নিধ্য সকলেই ভয়ে এড়াইয়া চলে।

**থিয়ে খুঁটি পর্বত।**

স্থির>থিয়ে—দৃঢ়ভাবে মাটিতে পোঁতা।

যে খুঁটি দৃঢ়ভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে তাহা পাহাড়ের মতো মজবুত হয়, সহজে উপড়াইয়া ফেলা যায় না।

**থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।**

নদীর ঢেউ আসিলে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং জলের তলায় চলিয়া যায়, তথাপি হেঁট হইয়া ঢেউ কাটাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে রাজি নয়।

একগুঁয়ে লোকের স্বভাব,—লেশমাত্র নতি স্বীকার না করিয়া ঔদ্ধত্য দ্বারা নিজের ধ্বংস সাধন করে।

তুং ভাঙে তো মচকায় না।

**থুথু গিলে কি তৃষ্ণা মিটে?** দ্রং ঠোঁট চাটলে তৃষ্ণা মেটে না।

**থুথু দিয়ে ছাতু মাখা।**

গহনার নৌকায় গেলে দুই চার পয়সায় হতে পারে—চলতি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা?

টেকচাঁদ—আলাল।

তুং থূকসে সত্তূ নহীঁ সনতা।

**থোঁতা মুখ ভোঁতা।** থোঁতা=স্থূল।

স্থূল কদাকার মুখকে প্রহারের চোটে আরও কদাকার করিয়া তোলা।

উপযুক্ত শাস্তি হওয়া। লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হওয়া। কতো ব'লে বেড়িয়েছি যে, ছেলে আমার এবার পাশের পরীক্ষা দিয়েছে। ছেলে কিন্তু আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করেছে,—ফেল হয়ে ব'সে আছে।

**থোড়, বড়ি খাড়া,—আর খাড়া, বড়ি, থোড়!**

কয়েকটি অতি নিকৃষ্ট বস্তুর একত্র সমাবেশ, যাহার পরিবর্তনহীন পুনরাবৃত্তি ক্রমে অতি বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়।

একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ব্যাপার।

সিনেমা দেখতে আর কি যাবো? সেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! ও আর ভালো লাগে না।

**থোড়াই কেয়ার করা।** কেয়ার (ইং)=ভ্রূক্ষেপ; গ্রাহ্য।

কিছুমাত্র ভয় বা গ্রাহ্য না করা।

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে।...পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—'এ জি, এ জি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হ্যায়'—আর পিকেটিং করছে।"

প্রভাত—দেশী ও বিলাতী (খালাস)।

# দ

**দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।**

প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবকে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দক্ষের কন্যা সতী অনিমন্ত্রিত হইয়াও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে দক্ষ শিবের প্রতি কটূক্তি করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব যজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং দক্ষের শিরশ্ছেদ করেন।

তুমুল হাঙগামা বাধিয়া কোনো বৃহৎ কার্য পণ্ড হওয়া।

দূর হইতে চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শেষের কথাটা শুনিয়া সতীশ রুখিয়া আসিলেন, বরযাত্রীরা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাধিয়া গেল। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

**দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বদ্বারী তার প্রজা,**
**পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।**

দ্র° পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ ই°

দক্ষিণদ্বারী ঘর শ্রেষ্ঠ, পূর্বদ্বারী মধ্যম, পশ্চিমদ্বারী অধম, উত্তরদ্বারী ঘর বাসের অযোগ্য, খাজনা বা ভাড়া দিয়া তাহাতে কেহ থাকিতে চায়না।

**দক্ষিণ হস্তের ( ডান হাতের ) ব্যাপার।**

যে অত্যাবশ্যক কর্ম দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে,—ভোজন।

অষ্টমী পূজার দিন সমস্ত গ্রামের নিমন্ত্রণ হয় জমিদার বাড়িতে; এবং তাছাড়া বাকি কয়দিন গ্রামের অর্দ্ধেক লোক নানা অজুহাতে এইখানেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারগুলি সমাধা করে। সুবোধ বসু—পদ্মা প্রমত্তা নদী।

**দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল;—লক্ষ্মী বলে এ বাড়ী গেল।**

দক্ষিণদ্বারী গৃহ শ্রেষ্ঠ। যে বাড়ীর ঢেঁকিশাল (পশ্চাদ্‌ভাগ) দক্ষিণে তাহা নিকৃষ্ট। শীতবায়ু রোধের জন্য উত্তরে ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের বাগান করা ভালো। তাহার পরিবর্তে পত্রবিরল বেলগাছ থাকিলে সে বাড়ী বাসের অনুপযুক্ত।

**দাগ্ধে মরা ( মারা )**

তুষের আগুনে পোড়ার মত নিরন্তর মানসিক যাতনা ভোগ করা।

কতকগুলো গয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মারচেন। [ দীনবন্ধু—লীলাবতী।

**দড়োরে গ্রহও ডরায়।**

শক্তিমান প্রতাপশালী ব্যক্তির দুষ্টগ্রহও অনিষ্ট করিতে পারে না। প্রবলকে সকলেই ভয় করে।

**দয়া ক'রে নূন, ভাত মারে সাত গুণ।**

বিনা ব্যঞ্জনে ভাত খাইতে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া কাঙালকে দয়া করিয়া একটু লবণ দিলে সে তাহা মাখিয়াই সাতগুণ ভাত খাইয়া ফেলে।

একটু প্রশ্রয় পাইলে লোকে অনেক বেশী আদায় করিয়া লয়।

**দয়ার পর ধর্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**দ'য়ে মজানো।**

দ' ( দহ )—নদীমধ্যস্থ আবর্তবিশিষ্ট গভীর গহ্বর।

লক্ষ০ বিষম বিপদে ফেলা।

ব্যাটা আমায় দয়ে ডোবাবে নাকি? যত দই লাগবে, সব দেবে বলেছে। ব্যাটা যদি শেষকালে……বলে যে, গুরুমশাই! আমি পাল্‌লুম না।

অমরেন্দ্র দত্ত—নির্ম্মলা।

**দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়।**

প্রয়োজনের তাগিদে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

**দরবারে না মুখ পাই ( পেয়ে ঠাঁই ),**
**ঘরে এসে বউ ঠেঙাই ( কিলাই )।**

পা০ দরবারে জামাই হারে, ঘরে এসে বউকে মারে।

বাহিরে উপেক্ষিত হইলে সেই অবমাননার প্রতিশোধ লয় গৃহে ফিরিয়া নিজের অবলা স্ত্রীর উপর।

সাধারণ্যে যে অবজ্ঞাত স্বগৃহে তাহার বিক্রম অধিক।

তু০ খিসিয়ানী কিল্লী খংভা নোচে।

**"দরিদ্র-নারায়ণ।"** ( স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত। )

সকল মানুষের মধ্যে ভগবানের অংশ আছে এই বিশ্বাসে সেবার পাত্র বলিয়া বিবেচিত নিঃস্ব সর্বহারাগণের সমষ্টি।

বিজয়ার দিনের ভোজই আমাদের বাড়ীর সর্ব্ব প্রধান ব্যাপার ছিল; সেদিন কাঙ্গালী ভোজন হইত। বাবা সেদিন দরিদ্র-নারায়ণের জন্য বিপুল ভোজের আয়োজন করিতেন। জলধর সেন—আশীর্ব্বাদ ( কতদূরে )।

**দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনংহি শোভনম্॥** ( সং, বররুচি )

মূল ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।+

যেখানে ভেকগণ বক্তা সেখানে কোকিলের মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ।

অধমের প্রাধান্য ঘটিলে মহতের আত্মগোপনই ভালো।

**দর্পণে মুখ দেখা।** দ্র০ পড়সীর মুখ, আরসীর মুখ।

**দর্পহারী মধুসূদন কারো দর্প রাখেন না।**

যে যতই গর্বিত হউক, ভগবানের চক্ষে অতি তুচ্ছ; তিনি অতি গর্বিত ব্যক্তিরও দর্প চূর্ণ করেন।

**দল ভাঙলে যে, কৈ খাবে সে।**

দল = জলজ আগাছা; ঝাঁজি; দাম।

যে কষ্ট করিয়া পুকুর পরিষ্কার করে পুকুরের কৈ মাছ তাহারই প্রাপ্য। যে পরিশ্রম করে সেই তাহার ফল ভোগ করে।

তু॰ খাঁড় খুদেগা সো খায়গা।

**দশ অবতার।**

বরাহ-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে বিষ্ণু দশবার অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশঃ॥

পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে বিষ্ণুর বাইশ অবতার।

**দশই নারায়ণ (ভগবান)**

পা॰ দশজন যেখানে, ভগবান সেখানে।

জনসাধারণের মতামত ভগবানের আদেশের তুল্য পালনীয়।

তু॰ পংচনকে মুখ হৈঁ পরমেশ্বর।

*Vox populi, vox Dei.* (লাটিন)

**দশচক্রে ভগবান ভূত।** ক্ষে॰ দশচক্র।

রাজার প্রিয়পাত্র ভগবান পণ্ডিতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া রাজপরিষদ্‌বর্গ তাঁহার মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছিল। পরে তাঁহার সহিত রাজার সাক্ষাৎ ঘটিলে রাজাকে বলা হয় যে ভগবান মরিয়া ভূত হইয়াছে। তখন ভগবান দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

কয়েকজনের চক্রান্তের ফলে সত্যও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বিলুর মাও মনে মনে ভাবে যে তাহার ছেলের উচ্চশিক্ষা হয় নাই—ছেলের দোষে নয়, দশচক্রে পড়িয়া; আর মুখ্যতঃ আমারই দোষে।

**দশজন মিললে একজন পাগল।** [ সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

কয়েকজন লোক একত্র হইলে তাহারা একজনকে লইয়া ব্যঙ্গ-কৌতুকের দ্বারা উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

**দশজনের একজন।**

অল্পসংখ্যক প্রধান ব্যক্তির মধ্যে গণনীয় একব্যক্তি। গণ্যমান্য ব্যক্তি।

গ্রামে গিয়া সে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দশজনের একজন হইয়া বসিবে, এই আকাঙ্খা তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল।

তুং One of ten thousands. [ নরেশ— শেষ পথ।

**দশ পুত্র সম কন্যা, যদি পাত্রে পড়ে।**

কন্যা সৎপাত্রে পড়িলে, তাহার নিকট পুত্রের সমান উপকার পাওয়া যায়।

**দশবাই চণ্ডী।** বাহু > বাই।

দুর্গার মহিষমর্দিনী দশভুজা চণ্ডিকা মূর্তি।

> অতি কোপন-স্বভাবা উগ্রচণ্ডা নারী।

জানো না তো, পাল মশায়ের গিন্নীটি যে রকম দশবাই চণ্ডী, বেচারার কি টুঁ শব্দটি করবার জো আছে!

**দশ মাস দশ দিন।**

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে নারীর গর্ভকাল গর্ভধারণ হইতে গড়ে ২৮০ দিন ( ৯ মাস ১০ দিন )। এ দেশে মাস বা বৎসর আরম্ভ হইতেই তাহার গণনা হওয়ার ফলে মেয়েলী হিসাবে ১০ মাস ১০ দিন দাঁড়ায়।

হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট সয়ে এ উদরে?

[ মাইকেল—বীরাঙ্গনা কাব্য ( জনা-পত্রিকা )

**দশ মুখে ধর্ম।**

দশজনে যাহা অনুমোদন করে তাহাই ধর্ম বা কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়।

**দশ হাত কাপড়েও কাছা নেই।**

ব্যং স্ত্রীলোকের বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ,—তাহারাও পুরুষের মতো দশহাতি কাপড় পরে, কিন্তু কুলাইতে পারে না বলিয়া কাছা না দিয়াই পরে।

বিদ্যাভূষণ। তোমাকে স্পষ্ট একটা কথা বলি; তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও—তুমি মেয়েমানুষ, তোমার দশহাত কাপড়ে কাছা নাই।

[ দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**দশে-পাঁচে খাই, তিন দিনে নাই।**

একজনের উপার্জিত অর্থ বহু লোকের ভরণপোষণে ব্যয় হইলে শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়।

**দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।**

কয়েকজনে মিলিয়া পরস্পরের পরামর্শে এবং সাহায্যে কোনো কার্য করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলে কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ থাকে না।

তুং পাঁচ পঞ্চ মিলি কীজে কাজ, হারে জীতে নাহী লাজ।

**দশে যা'রে বলে ছি, তা'র প্রাণে কাজ কি ?**

লোকে যাহার নিন্দা করে তাহার বাঁচিয়া থাকায় কোন সুখ নাই।

…গ্রামের গৃহস্থ জন সকলেই কমলকে গালাগালি দেয়। বলে ছি! এই কি রীত-করণ! রঞ্জনকে দেশছাড়া করলে, মহান্তকে তাড়ালে, আবার কার মাথা খায় দেখ। যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি ? [ তারাশঙ্কর—রাইকমল।

**দশের না' পাহাড়ে চলে।**

দশজনে মিলিয়া নৌকা ঠেলিলে তাহা পাহাড়ের উপর দিয়া লইয়া যাওয়াও সম্ভব হয়। একতায় অসাধ্য সাধন হয়।

**দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়।**

খ্যাতি এবং অখ্যাতি উভয়ই জনসাধারণের মতের উপর নির্ভর করে।

**দশের লাঠি (নড়ি) একের বোঝা।**

একগাছা লাঠি লইয়া পথ চলিলে তাহা কাহারও ভার বোধ হয় না, বরং অবলম্বন স্বরূপ হয়। কিন্তু কয়েকজনের হাতের লাঠি একত্র করিয়া একজনকে বহিতে হইলে তাহা অত্যন্ত ভারবোধ হয়।

যে কার্য একজনের পক্ষে করা দুঃসাধ্য, তাহা কয়েকজনে ভাগাভাগি করিয়া লইলে অনায়াসে সাধিত হয়।

এই সময়ে রবীন মাষ্টার বাড়ীতে ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ ক'রলে। …ছেলেরা অনেক সময় ফরমায়েস খাটতে লাগলো। দশের লাঠি একের বোঝা! কাজেই ছেলেদের কারও খাটুনি গায়ে লাগে না।

তু০ জনে জনকী লক্ড়ী, এক জনকা বোঝ। [নরেশ—রবীন মাষ্টার।

**দশে লাগে, ভূত ভাগে।**

সম্মিলিতভাবে কাজ করিলে অসাধ্য সাধন করা যায়।

**দহরম-মহরম।** ফা০ দর্হম বর্হম>।

অত্যধিক ঘনিষ্টতা। মাখামাখি।

রাজারাজড়ার মন। ও টাটকা টাটকি যতটা হয় কাজ আদায় করে নেওয়াই হুঁসিয়ারের কর্ম। একবার দেরি না করে গিয়ে পড়। একটু দহরম মহরম তো হ'ক, তারপর আমি আছি। [বিভূতি মুখো০—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

**দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপানো।** ( মেয়েলী )

সং কুক্ষি>কোঁক=উদর ; গর্ভ। ছাপানো=লুকানো।

ধাত্রী গর্ভিণীকে প্রসব করাইয়া থাকে, সেজন্য স্ত্রীলোকের গর্ভ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকের গর্ভ-সঞ্চার হইলে ধাত্রীর কাছে তাহা লুকাইয়া রাখা যায় না।

যে বিষয়ে যে অভিজ্ঞ তাহাকে সে সম্বন্ধে প্রতারণা করা যায় না।

বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি, বাছা একি দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপি।

তু০ দাইসে পেট নহীঁ ছিপতা। [প্রমথনাথ শর্ম্মা—নববিধিবিলাস।

**দাঁড়া গো'-পান।** গো' = গুয়া, সুপারি।

দণ্ডায়মানা সধবা স্ত্রীলোকের হস্তে পান-সুপারি দিয়া সম্বর্ধনা। পূর্বকালে ( বি০ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত প্রথা )।

গৃহিণী দুই কন্যার হাত ধরিয়া স্বামী ও পুত্রের মুখ দেখিয়া, অশ্রু-পাত করিতে লাগিলেন···অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়া-গোপান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**দাঁড়ালে দণ্ড, বসলে প'র ; পথ বাড়ে, দূর যায় ঘর।** প'র—প্রহর।

দ্র০ ডাকলে ডাক, বসলে কোশ ই০।

**দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ-দরিয়ায় ডুবে মরা।**

দাঁড়ি কেবল দাঁড় টানে, মাঝির কাজ ( হাল ধরিয়া নৌকার গতি-নিয়ন্ত্রণ ) জানে না ; তাহাকে নৌকা পরিচালনার ভার দিলে, তাহার নৈপুণ্যের অভাবে নৌকা বিপন্ন হয়।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিলে তাহা পণ্ড হয়।

**দাঁড়িয়ে অপমান হওয়া, মার খাওয়া ই০।**

নিশ্চেষ্ট ভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অর্থাৎ কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টা না করিয়া সহ্য করা।

"এক জায়গায় হাজার খানেক টাকা ধারের বন্দোবস্ত করেছিলাম, তখন ত বলেছিল নিশ্চয় দেবে, এখন বলছে দিতে পারবে না। শেষকালে কি দাঁড়িয়ে অপমান হতে হবে না কি হে ?" প্রভাত—পত্রপুষ্প।

**দাঁড়ে বসে ছোলা খায় ; রাধাকৃষ্ণও বলে, শিকলও কাটে।**

পোষা টিয়াপাখী বেশ শান্তভাবে বসিয়া শিক্ষামত ঠাকুর-দেবতার নাম কপচায়, কিন্তু সর্বদাই পলায়নের চেষ্টায় থাকে।

মুখে বেশ ভালো ভালো কথা বলা অথচ সর্বদা কুকর্মে রত থাকা।

**দাঁত আর আঁত (ভাই) বিকল হলেই মন্দ।** আঁত = অন্ত্র, পরিপাক শক্তি।

দন্ত অতি প্রয়োজনীয় এবং হিতকারী ; কিন্তু তাহার কোনো দোষ জন্মিলে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পরিপাক-শক্তি নষ্ট হইলেও নানা রোগ জন্মে। সেইরূপ ভাই স্নেহের পাত্র, কিন্তু তাহার সহিত বিবাদ বাধিলে সে ঘোর শত্রুতা সাধন করে।

যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে বিরূপ হইলে ঘোর অনিষ্টের কারণ হয়।

**দাঁত আসতে যেমন, যেতেও তেমন।**

দাঁত ওঠা এবং পড়া, উভয়ই ক্লেশদায়ক।

তু° दाँत आते भी दुख दे, जाते भी दुख दे।

**দাঁত-কপাটি লাগা।**

বন্ধ কপাট সম ভয়ে বা রোগে দাঁতের উপর দাঁত আটকাইয়া যাওয়া।

তৃতীয় চোর। আপনি মুরুব্বি, আপনি না থাকলে কি রাজার বাড়ী চুরি কর্ত্তে ঢুকি? জমাদারের ডাকে দাঁত কপাটী খেতুম।

**দাঁত গেলেই আঁত গেল।** [ অমৃত বসু—বিষাদ।

খাদ্যদ্রব্য ভালো করিয়া চর্বণ করিলে তাহা সহজে পরিপাক হয়। দাঁত পড়িয়া গেলে ভালো চর্বণ করা যায় না বলিয়া ভুক্ত বস্তু পরিপাক করিবার শক্তি নষ্ট হয়।

**দাঁত থাকতে খাওন ভালো, দাঁত গেলে মরণ ভালো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।**

দাঁত যে কত প্রয়োজনীয় এবং হিতকারী তাহা যতদিন দাঁত থাকে তাহা উপলব্ধি হয় না। দাঁত পড়িয়া গেলে তাহার কদর বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ° উপকারীর অভাব ঘটিলেই তাহার উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

নানান দেশ দেখ্‌ছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখ্‌ছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাক্‌তে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না এই আপ্‌সোস। স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

তু° We never know the worth of water till the well is dry.

**দাঁত দেখি, তোর বয়স কতো।**

অশ্ব-গবাদি পশুর দন্ত পরীক্ষা করিয়া বয়স নির্ণয় করা হইয়া থাকে। মানুষের বেলাতেও মোটামুটি বয়স নির্ণয় করা যায়।

ব্যা° অর্বাচীনকে বয়স্থ ব্যক্তির মতো আচরণ করিতে দেখিলে ইঙ্গিত করা যে, সে বস্তুতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

**দাঁতভাঙা বুড়ো, খেতে চায় মুড়ো।** মুড়ো—মাছের মাথা।

অক্ষমের দুরাকাংক্ষা।

**দাঁতাল, মাতাল, শিঙেল, অস্ত্রধারী ;**
**কখনো না বিশ্বাস করিও এই চারি।**

ইহারা কখন হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না; সেজন্য কোনো সময়েই ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।

শিহরিয়া বাঁড়ুজ্যে বলিল, না বাবা, হাত টাত দিও না। বিবেচনা কর, দাঁতাল মাতাল-শিঙে বিশ্বেস নেই তিনে। ধরগা যেঁয়ে, ওরা হ'ল দাঁতাল, তার ওপর, ধরগা যেঁয়ে, বাঘের মাসী ওরা।

**দাঁতে কুটো করা।** [ তারাশঙ্কর—জলসাঘর (রাখাল বাঁড়ুজ্জ্যে)।

দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া নিজেকে তৃণভোজী পশুর সমান স্বীকার করিয়া চরম দীনতা প্রকাশ করা।

দন্তে তৃণ লয়ে সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর ॥

তু॰ दाँतसे तिनका पकड़ना। [নবীন সেন—পলাশীর যুদ্ধ।

**দাঁতে দড়ি ( দাঁত ) দিয়ে থাকা।**

ইচ্ছা করিয়া অনাহারে থাকা, যেন পাছে দাঁত নাড়িয়া আহার করিতে হয় সেজন্য দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

**দা-কুমড়ো সম্বন্ধ।**

দা দিয়া বলির কুমড়া কাটা হয়। স্বভাব-বৈরতার সম্বন্ধ।

পাথুরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র—অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে ; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়া সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনও সম্বন্ধ নেই।

**দাগা বুলানো।** [ বীরবল—বীরবলের হালখাতা ( সাহিত্যে খেলা )।

ভূমিতে বা স্লেটে দাগিয়া ( লিখিয়া ) দেওয়া আদর্শ-লিপির উপর খড়ি বা পেন্সিল দিয়া রেখাপাত করিয়া শিশুগণের লিখন শিক্ষা।

>কোনো কাজ স্বাধীন ভাবে করিবার অক্ষমতা বশতঃ অপরের কার্যের অন্ধ অনুকরণ করা।

আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয় ; নূতন একটা কিছু করে সময় মত, বাজার দখল কত্তে পার্লে না। বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**দাতা দান করে, বখিলের (ভাঁড়াড়ির) মুখ শুখায় (বুক ফাটে)।**

মালিক নিজের দ্রব্য দান করিতে কাতর হয় না। তাহাতে কৃপণের বা দাতার ভাণ্ডারির কোনই ক্ষতি নাই, অথচ স্বভাবগুণে অধিক ক্লেশ পায়।

হীন ব্যক্তি অপরকে সৎকর্ম করিতে দেখিলেও সহিতে পারে না।

তু॰ तेलीका तेल जले, मसाल्चीका दिल जले।

**দাতা নষ্ট দানে, হিংসুক নষ্ট কানে।**

অতিদানের ফলে দাতার সর্বনাশ হয়, পরের সুখৈশ্বর্যের কথা কানে শুনিয়া হিংসুক জলিয়া পুড়িয়া মরে।

**দাতায় দেয় তো বিধাতায় ( ভাঁড়ারি ) দেয় না।**

যাহার অদৃষ্টে কষ্ট আছে, দাতা দান করিতে চাহিলেও তাহার দুঃখ দূর করিতে পারে না।

**দাতার চেয়ে বখিল ভালো, ত্বরিত জবাব দেয়।**

যে দাতা 'দিব' বলিয়া আশ্বাস দেয়, অথচ শেষে দেয় না, সেরূপ দাতা অপেক্ষা কৃপণকে ভালো বলা যায় ; কারণ, সে একেবারেই 'দিব না' বলিয়া জবাব দেয়—বৃথা আশায় রাখিয়া কষ্ট দেয় না।

তু০ सखी से सूम भला, जो तुरत दे जवाब।

**দাতার না' পাহাড়ে চলে।**

দাতার পুণ্যবলে অতি দুরূহ কার্যও সুসম্পন্ন হয়।

তু০ दाताकी नाव पाहाड़ चढ़े।

**দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ,—**
**কাটো, না কাটো,—বাড়ে বারমাস।** (খনা)

বৃক্ষ হইতে নারিকেল যতো কাটিয়া লওয়া হয় ততো বেশী ফলে। কিন্তু বাঁশ না কাটিলে ঝাড় বাড়িয়া যায়।

**দাতা শতং জীবতু।** (সং)

দাতার প্রতি প্রার্থীর আশীর্বচন ঃ—দাতার শতবর্ষ পরমায়ু হউক।

**দাদ ভালো করতে কুষ্ঠ হলো।**

লক্ষ০ সামান্য বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া গুরুতর বিপদে পড়া।

**দাদা আনলে ভিক্ষে, পাঁচ প্রাণী রক্ষে।**

একজনের শ্রমের ফলে বহুলোকের উপকার হয়।

**দাদা করছে পেয়াদাগিরি, সেই গ্যাদায় বউ গ্যাদারী।** গ্যাদা=গর্ব।

স্বামীর পদগৌরবের জন্য পত্নীও গর্বিত হয়।

তু০ सइयाँ भये कोतवाल, अब डर काहेका।

**দাদা কানা, আমি চোখে দেখি না।**

অভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নামে পরিচয়।

তু০ যার নাম ভাজা চা'ল তারি নাম মুড়ি।

The difference between Tweedledum and Tweedledee.

**দাদা থাকলে রাজবাড়ী, দাদা না থাকলে শুধু বাড়ী।**

দাদা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণই বাড়ীর জমজমা, দাদা যখন না থাকে তখন অতি সাধারণ বাড়ীর মত নিষ্প্রভ।

কর্তার উপরেই পারিবারিক শ্রী-সম্পদ ও সমারোহ নির্ভর করে।

**দাদা বললে সবাই কাদা।**

সম্মানসূচক সম্বোধন করিলে সকলেই তুষ্ট হয়।

তু° दादा कहने से बनिया गुड़ देता है।

**দাদা বলেছে চষতে, তাই চষতেই আছি।**

**দাদা বলেছে বারা ভান, ভানছি তাই ওদা ধান।**

বারা ভানা = ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাউল করা। ওদা = ভিজা।

কর্তার আদেশে নিতান্ত নির্বোধের মতো, অথবা বেগার-ঠেলা ভাবে কোনো কাজ করিয়া যাওয়া।

তু° ধর্ কাছি, তো ধরেই আছি।

**দাদা বৈ আর পা'ক নেই, দিদি বৈ আর ডাক নেই।**

পা'ক—পাইক। ডাক—সংবাদ-বাহক।

সাহায্য পাইবার মতো লোকবলের অভাব।

**দাদা ম'লো তাতে ভাবি না, যমে যে বাড়ী চিনে গেল!**

দাদার মৃত্যুর জন্য ততো দুঃখ নয়; ভয়ের কারণ এই যে যম আমাদের বাড়ী চিনিল, কোন্ দিন আসিয়া হয়তো আমাকেই লইয়া যাইবে।

স্বার্থপর ব্যক্তি পরের সর্বনাশে বিচলিত হয় না, নিজের ভাবনাই ভাবে।

**দাদারও দাদা আছে।** দ্র° বাবারও বাবা আছে।

**দাদারও বুঝি চিঁড়ের ফলার!**

এক ব্যক্তি নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অপরিমিত ফলার খাইয়া ফিরিবার সময় উদরভারে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া নদীর তীরে শুইয়াছিল। রাত্রে জোয়ারের জলে একটা মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িল। সে ব্যক্তি অন্ধকারে মৃতের স্ফীত উদরে হাত বুলাইয়া ভাবিল, এ লোকটারও আমার মতো চিঁড়ের ফলার করিয়া এই অবস্থা হইয়াছে।

নিজের মতো দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি।

**দাদার জয়েই জয়।**

যাহার আশ্রয়ে বাস তাহার সৌভাগ্যে আশ্রিতেরও আনন্দ।

**দাদার জোরে কুস্তি লড়া।**

**দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি।** বাহু > বাঁ = বগল।

পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনো দুঃসাহসিক কার্য করা।

**দাদার (পুতের) ভাত, বউয়ের হাত।**

যাহার আশ্রয়ে বাস তাহার স্ত্রীর হাততোলার উপর নির্ভর করিতে হয়।

**দাদার যতো মুরদ, তা বড়বউকে ছাপা নেই।**

মুরদ=সামর্থ, ক্ষমতা। ছাপা=লুকানো; অজানা।

যাহার যেমন ক্ষমতা তাহা তাহার অন্তরঙ্গের অজ্ঞাত থাকে না।

**দা-দেইজি।**

সং দায়দ (জ্ঞাতিবর্গ) >অপ০ দেইজী; ক্ষে০ দা।

নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়-পরিজন।

শুধু স্বামী ও শ্বাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা-দেইজি না থাকায় এক রকম ভালই থাকিবে। প্রেমেন্দ্র—শৃঙ্খল।

**দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে অপমান,**
**নিস্ফলা হইলে বৃক্ষ খণ্ডে তার প্রাণ।**

দান করিলে পাপের ক্ষয় হয়, কালক্রমে অপমান বিস্মৃত হওয়া যায়, বৃক্ষে ফল না ফলিলে তাহা কাটিয়া ফেলা হয়।

**দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্।** (সং)

বিদ্যা এমন অমূল্য রত্ন যে যথেচ্ছ দান করিলেও হ্রাস পায় না।

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। যদুগোপাল—পদ্যপাঠ।

**দানের তুল্য যশ নেই, গানের তুল্য রস নেই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**দায়-মোদ্দায় রাজি, তো কি করবে কাজি?**

ফা০ মুদ্দই >দায়=বাদী। ফা০ মোদ্দালেহ্ >মোদ্দা=প্রতিবাদী।

দুই পক্ষ যদি আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে বিচার করিবার কিছুই থাকে না, বিচারকেরও কোনো ক্ষমতা থাকে না।

শুনিয়া বলেন রায় দোঁহে যদি রাজী।
কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী॥ ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল।

তু০ मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी।

**দায়ে-কাটা কুমড়ো যেন।**

বলিদানের কুমড়া রন্ধনার্থ ব্যবহৃত হয় না। তাহাতে আর কোনই কাজ হয় না। অকর্মণ্য ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য। (সুবল)

তু০ ষাঁড়ের গোবর।

**দায়ে পড়লে বাবা বলে।**

শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িলে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

**দায়ে প'ড়ে রায় মশায় (দা'ঠাকুর)।**

নিরুপায় হইলে যে অবস্থায় পড়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

ইন্দুমতী। কি সখি, তুমি বিয়ে কর্ব্বে ?

সরোজিনী। তা কর্ব্ব না তো উপোষ করে থাকবো নাকি ? তবে বিয়ে হয় না, কি করি—দায়ে পড়ে রায় মশায় হইছি।

**দা'য়ে বালি, কুড়ুলে শিল,** [দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রায়শ্চিত্ত।
**ভালমানুষকে ভালো কথা, বজ্জাতকে কিল।**

দা'য়ে ধার দিতে হইলে কাঠের উপর বালি ছড়াইয়া তাহাতে ঘষিতে হয় ; বৃহৎ কুঠারে পাথরে ঘষিয়া শান দিতে হয়। ভালো লোককে মিষ্ট কথায় বুঝানো যায়, কিন্তু মন্দ লোকের সহিত কঠোর ব্যবহার প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

**দা'য়ের চেয়ে ডাঁট দীঘল।**

কাটারির ফলার চেয়ে তাহার হাতল বড়ো।

তুং বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত দশী।

টকেকী মুর্গী ছ: টকে মহসুল।

**দায়ের হলো মামলা, তো আমলার খাঁই সামলা।**

আদালতে মামলা চালাইতে হইলে আদালতের কর্মচারীদের ঘুষের দাবী মিটাইতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়।

**দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। (সং)**

কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—অনন্তরত্নপ্রভাবস্য যস্য ইং ( দ্রং একো হি দোষা গুণসন্নিপাতে )।

এই শ্লোকের উত্তরে ঘটকর্পর (?) রচিত শ্লোক ঃ—

একো হি দোষা গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং (জ্ঞাতং) কবিনাপিতেন
দারিদ্র্যদোষো (মেকং) গুণরাশিনাশী ॥

বহু সদ্‌গুণ থাকিলেও একমাত্র দারিদ্র্যের দোষে সমুদয় নষ্ট হয়।

**দারুভূতো মুরারিঃ।** (সং ঘটকর্পর, ভবভূতি)

পুরীধামে বিষ্ণুর দারুময় জগন্নাথ-মূর্তি হইল কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে রচিত উদ্ভট কবিতা ঃ—

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

বিষ্ণুর এক পত্নী ( সরস্বতী ) মুখরস্বভাবা, অপরা ( লক্ষ্মী ) চঞ্চলা, একমাত্র পুত্র মদন অবাধ্য, সমুদ্রে তাঁহার বাস, অনন্ত নাগ তাঁহার শয্যা এবং সর্পভুক্ গরুড় তাঁহার বাহন ; এই সকল সাংসারিক অশান্তির কথা স্মরণ করিয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় তিনি কাষ্ঠময় হইয়া গিয়াছেন !

ব্যং দুশ্চিন্তায় কাঠ মারিয়া যাওয়া।

**দারোগা হও।**

অজ্ঞ পল্লীবাসীর বিবেচনায় পুলিশের দারোগা সর্বোচ্চ ও সর্বশক্তিমান রাজপুরুষ। তাই প্রবাদ—কোনো বৃদ্ধা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে "বাবা, তুমি দারোগা হও" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিল।

এমন আশীর্বাদ করা যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আশীর্বাদই নয়।

**দাসখত লিখে দেওয়া।**

দাসত্ব স্বীকার করিয়া অঙ্গীকার-পত্র সম্পাদন করা।

দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়,
তবুও নারীর মন পুরুষে না পায়।

**দিও কিঞ্চিৎ, না কোরো বঞ্চিত।**

যাচককে বেশী না দাও, সামান্যই দাও ;—একেবারে বঞ্চিত করিও না।

**দিগ্‌গজ পণ্ডিত।**

অষ্ট দিক্-রক্ষক অতিকায় হস্তী ঃ—

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ ।।

লক্ষং অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। ( অমরকোষ )

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে শাঁস নাই। "বনফুল"—জঙ্গম।

**দিতেও যিনি, নিতেও তিনি।** অর্থাৎ ভগবান।

**দিন আনা, দিন খাওয়া।**

প্রত্যহ যাহা উপার্জন হয় পরিবারের ভরণপোষণে তাহাই ব্যয় হইয়া যাওয়া,—কিছু সঞ্চিত না হওয়া।

বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, বলিল—আর ভাই পারিনে, এখন হয়েচে দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থা। বিভূতি বন্দ্যোং—অপরাজিত।

তুং रोज कुआँ खोदना, रोज पानी पीना।

Living from hand to mouth.

**দিন আসে তো ক্ষণ আসে না।**

কোনো একটি বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিলে মধ্যবর্তী দিনগুলি একে একে নিরুদ্বেগে কাটিয়া যায় কিন্তু যে মুহূর্তটির অপেক্ষা করা হয় তাহা আসিতে যেন বিলম্ব করে এবং উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকে।

**দিন কাটে তো রাত কাটে না।**

"দিবসের গোলমালে ও নানা বিষয় ব্যাপার দেখিয়া মন ভুলিয়া থাকে সুতরাং সময় কোন রকমে কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারে দেহ মনের কষ্টে সময় অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়, সুতরাং তা যেন আর শেষ হয় না।" (জ্ঞানেন্দ্র)

সংকটকালে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

**দিনকী বাঘিনী রাতকী মোহিনী,**
**পলক পলক লহু চোষে।** (হি°, তুলসীদাস)

নারী পুরুষকে রূপে মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

আসল কথাটা মহাত্মা তুলসীদাস ভালো বলেছিল, দিনকা বাঘিনী রাতকা মোহিনী! অর্থাৎ দিনের বেলা পুরুষের হাড়-পাঁজরা ওরা চিবিয়ে খায়, আর রাত্তির বেলা চাঁদের আলোয় আর দক্ষিণ হাওয়ায় শিকারটাকে জারক রসে ভিজিয়ে লোল রসনায় লেহন করিতে থাকে!

[ প্রবোধ সান্যাল—শ্যামলীর স্বপ্ন।

**দিন কেনা।**

সুদিন লাভ করা। সৌভাগ্য অর্জন করা।

আন্দবাবু বলিলেন—"আর কি,—বাড়ীতে সুসংবাদ দাওগে দিনো,—মা'র কৃপায় এখন তো দিন কিনে ফেলেছ। কাল থেকে সকাল সকাল তয়ের হয়ে আসা চাই,—বুঝলে।"

কেদার বন্দ্যো°—পাওনা।

**দিনকে রাত করা।**

দিনকে রাত্রি বলিয়া প্রমাণ করা।

>সত্যকে যুক্তিজালের দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা।

তু° হয়কে নয় করা।

উলটী গংগা বহানা।

...যতী বাবুর সঙ্গে ওঁর তুলনা হতেই পারে না। ব্যারিষ্টার আছে, সত্যকে মিথ্যা, দিনকে রাত করতে পারে, সদ্‌বুদ্ধির বিষয় এতে কি আছে, কি বুঝবে?"

অনুরূপা দেবী—হার।

**দিনগত পাপক্ষয়।**

ন্যূনতম পরিমাণ সৎকর্ম করা, যাহা দ্বারা সেই দিনের মধ্যে যতটুকু

পাপের স্পর্শ ঘটিয়াছে কেবল তাহারই ক্ষয় হয়, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে না,—পুণ্যের সঞ্চয় লেশমাত্র হয় না।

যতটুকু না করিলে চলে না বেগার-ঠেলা ভাবে সেইটুকু মাত্র করা।

"আপনার মত লোক যাঁর এত উঁচু মন—আপনার কি উচিত শুধু দিনগত পাপ ক্ষয় ক'রে যাওয়া ? পেট চালাবার জন্য যে কাজ পাই করতে হবে, কিন্তু আপনার আমার মত লোকের কর্ত্তব্য যে সঙ্গে সঙ্গে যার যতটুকু সাধ্য শ্রমিকের মধ্যে সেই সঙ্ঘ সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টা করি।"

তুং দু'-কুড়ি সাতের খেলা। [নরেশ—খেয়ালের খেসারত।

**দিন গেল আলোয় জ্বলোয়, জোনাকির পাছে বাতি জ্বেলে।**

সারাদিন যথেষ্ট আলো থাকিতেও কোনো কাজ না করিয়া অন্ধকার রাত্রে জোনাকির আলোর সাহায্যে কাজ করিবার চেষ্টা।

>সুযোগ হারাইয়া পরে অসুবিধা ভোগ করা।

**দিন গেল হেলায় ফেলায়, রাত গেল সতীনের জ্বালায়।** (মেয়েলী)

দিনটা বৃথা কাটিল, তারপর সতীন স্বামীকে দখল করিয়া রাখায় রাত্রিও নিষ্ফল হইল। দুয়ো স্ত্রীর দুরদৃষ্ট।

**দিন গেল হেলে-দুলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে।** (মেয়েলী)

সারাদিন কোনো কাজ না করিয়া রাত্রিকালে কাটনা কাটিবার জন্য কাপাস তুলা পাকাইয়া পাঁজ তেয়ারি করিতে বসা।

উপযুক্ত সময়ে কাজ না করা।

তুং दिनको ऊनी ऊनी, रातको चरखा तूनी।

**দিন থাকতে।**

দিনের আলো থাকিতে থাকিতে। উপযুক্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পূর্বে। যখন যথেষ্ট সময় আছে।

একজন (হাতুড়ে ডাক্তার) কহিল—"...রোগের ঔষধই উপবাস। তাহাতে রোগ না সারিলে...দিন থাকতে বলি আমার অসাধ্য, ভাল ডাক্তার আন।" দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**দিন থাকতে হাঁটো, বয়স থাকতে খাটো,**
**সম্বল থাকতে পুঁজি-পাটা, নইলে শেষে কপালে ঝাঁটা।**

দিনের বেলা পথ চলা উচিত,—রাত্রে নানা অসুবিধা ; যৌবনে পরিশ্রম করা উচিত, বৃদ্ধ বয়সে সে শক্তি থাকে না ; যখন উপার্জন থাকে তখনই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত, নতুবা পরে অনেক দুর্দশা হয়।

সকল কার্যই উপযুক্ত সময়ে করা উচিত।

**দিন দেখে ক্ষণ।**

নিজের সুবিধামতো দিনে কোনো কার্যের সময় নির্দিষ্ট করা।

কাজটা যদি পেতে চাও তো আজই বড়বাবুকে ধরো গিয়ে। দিন দেখে ক্ষণ করলে কি হয়? কাজটা তোমার জন্যে বসে থাকবে না কি?

**দিন ফুরানো।**

আয়ু শেষ হওয়া। মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হওয়া।

"তোমরা দীর্ঘজীবি হয়ে থাক, সুখে ঘর-সংসার কর। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বাবা। আমি আর বাঁচব না।

[ যতীন্দ্র মোহন সিংহ—ধ্রুবতারা।

**দিন যাবে, র'বে না।**

সময় এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না, চলিয়া যায়! সুখের হউক বা দুঃখের হউক, বর্তমান সময় কাটিয়া যাইবে।

তু° Time and tide wait for no man.

**দিন যায়, কথা থাকে।**

কেহ কোনো বেদনাদায়ক কথা বলিলে, সে সময়টা কাটিয়া যায়, কিন্তু সেই স্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

কাহারও রূঢ় কথা কখনও ভোলা যায় না।

তু° काल गया पर कहावत रह गई।

**দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।**

একটা দিন অনায়াসে কাটিয়া যায়, কিন্তু বিপত্তিকালে একটা মুহূর্তও অতি দীর্ঘ মনে হয়।

**দিনে কেন সিঁদ? না, গরজ বড়ো বালাই!**

দিনের বেলা সিঁদ কাটিয়া চুরি করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। তথাপি অবস্থাবিশেষে বাধ্য হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্যও করিতে হয়।

**দিনে জল, রাতে তারা—এই দেখবে শুখোর ধারা।**

**দিনে রোদ, রাতে জল—তাতে বাড়ে ধানের বল।** ( খনা )

দিনে বৃষ্টি ও রাত্রে আকাশ পরিস্কার হইলে তাহা শুখার লক্ষণ,—ইহাতে ধানের ফসল খরিয়া যায়। দিনে রৌদ্র ও রাত্রে বৃষ্টি হইলে শস্য পরিপুষ্ট হয়।

**দিনে ( দুপুরে ) ডাকাতি।**

রাত্রে বাধা পাইবার ও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, সেজন্য চুরি-ডাকাতির পক্ষে রাত্রিকালই প্রশস্ত। দিনের বেলায় তাহা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক, সুতরাং অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য।

দুঃসাহসিক চুরি বা জুয়াচুরি।

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ কথা কেমন ক'রে করিব স্বীকার!
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ জাতি"।
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—দুপুরে ডাকাতি!

**দিনে তারা দেখা।** [রবীন্দ্র—সোনার তরী ( হিং টিং ছট্ )।

অহংকার বা আহ্লাদের আতিশয্যে অসম্ভবকে সম্ভব জ্ঞান করা।

তু° সাপের পাঁচ পা দেখা।

**দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।**

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় বিনা প্রয়োজনে গৃহে বাতি জ্বালিয়া রাখে, সে সর্বস্বান্ত হয়। অপব্যয়ের পরিণাম দুঃখময়।

তু° যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি ই°

**দিনে বালিশ, রাতে চলিস।**

আহারের পর দিনে বিশ্রাম এবং রাত্রে ভ্রমণ উপকারী।

তু° After dinner rest a while, after supper walk a mile.

**দিনের বেলা কথা কয় চারিদিক চেয়ে;**
**আর রাত্রিকালে কথা কয় চোখের মাথা খেয়ে।**

কোনো গোপনীয় কথা কহিবার সময় দিনের বেলা চারিদিক সতর্কভাবে দেখিয়া লওয়া যে, কেহ লুকাইয়া শুনিতেছে কি না; অথচ রাত্রিকালে, যখন লুকাইয়া শোনা অতি সহজ, তখন অসতর্ক থাকা।

যখন যেরূপ প্রয়োজন তাহার বিপরীত আচরণ।

**দিবো ধন বুঝবো মন; কেড়ে নিতে কতক্ষণ?**

ধন পাইলে কিরূপ আচরণ করে তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অর্থদান করা; অসদ্ব্যবহার করিলে অনায়াসে সে ধন কাড়িয়া লওয়া যায়।

অর্থ দিয়া চরিত্র পরীক্ষা করা।

**দিব্যি পরের পান্তাভাত।**

বিনা আয়াসে পরের নিকট হইতে যদি পান্তাভাত পাওয়া যায়, তাহাও ভালো লাগে। পরের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ।

**দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।**

কালীঘাটের মন্দিরের আশে-পাশে যে সকল কুকুর ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা বলির পরিত্যক্ত অংশ খাইয়া অতি হীনভাবে জীবন ধারণ করে।

কোনো জিনিষ দান করিয়া পরে ফিরাইয়া লওয়া অত্যন্ত নীচ কার্য।

**দিলি, তো বয়ে দে।**

অপরের নিকট কোনো বস্তু পাইয়াই সন্তুষ্ট নয় ; তাহাকে বাড়ী বহিয়া দিয়া আসিতে হইবে ! অন্যায় আবদার।

তুং বসতে পেলে শুতে চায়।

**দিলে-থুলে মাসী-পিসী, না দিলেই সর্বনাশী।**

যাহার নিকট প্রাপ্তি হয় তাহার প্রতি মৌখিক সৌজন্য দেখানো হয়, না পাইলে গালাগালি।

**দিল্লীকা লাড্‌ডু, জো খায় সো পস্তায়, জো না খায় সো ভী পস্তায়।**

প্রবাদ-প্রসিদ্ধ অখাদ্য নাড়ু, যাহা খাঁড় গুড়ের সহিত কাঠের গুঁড়া পাক করিয়া প্রস্তুত হইত এবং দিল্লী অঞ্চলে হোলী বা দোলযাত্রার উৎসবে রঙ্গ করিয়া বিতরণ করা হইত।

নিকৃষ্ট বস্তু যাহার মিথ্যা খ্যাতি শুনিয়া লোভ জন্মে।

—"মানুষ তবে বিয়ে করে পস্তায় কেন ?"

—"কারণ, বিবাহ হচ্ছে দিল্লীর লাড্ডু ! কাজেই না খেলেও পস্তাতে হয়—খেলেও পস্তাবে !" হেমেন্দ্র কুমার রায়—আলেয়ার আলো।

তুং বূরকা লড্ডু।

**দিল্লী দূর অস্ত্‌।** (ফাং) দিল্লী বহু দূরে।

বিখ্যাত সূফী সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়া পাঠান সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলতানকে এই সময়ে বাংলার বিদ্রোহ দমনে যাইতে হয়। তাঁহার দিল্লী প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে অনেকে ফকিরকে বার বার স্থানত্যাগের পরামর্শ দেয়। কিন্তু তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলিতে থাকেন,—হনোজ দিল্লী দূর অস্ত্‌—এখনও দিল্লী বহু দূর। পরে সুলতানের রাজধানী প্রবেশের পূর্বদিন জ্যেষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ তুঘলকের কৌশলে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল,—ফকিরের বাণী সফল হইল।

সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহু যুগের নরনারীদের—মহাভারত হইতে সুরু করিয়া···সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক। দিল্লী হনোজ দূর অস্ত্‌, বহুদূর—বহু শতাব্দীর দূর পারে। [ বিভূতি বন্দ্যোং—অপরাজিত।

**দিল্লীর ওপার বেগার নাই।**

দিল্লীর মুসলমান রাজগণের আমলে তাঁহাদের শাসনাধীন সমস্ত স্থানে বেগার প্রথা প্রচলিত ছিল ;—সকলে রাজপুরুষ ও জমিদারগণের বেগার খাটিতে বাধ্য হইত। তৎকালে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে মুসলমান রাজ্যের বাহিরে এই অন্যায় প্রথা প্রচলিত নাই।

প্রজাপীড়ন কেবলমাত্র স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ।

**দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।** (সং)

মূল মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈন পালৈঃ পরিদীয়মানং
শাকায় বা স্যান্নবর্ণায়ং স্যাৎ॥

মোগল-সম্রাট আকবরের ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও ধর্মবিষয়ে উদারতা গুণে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু প্রজাগণ তাঁহাকে পরমেশ্বর-স্থানীয় বলিত।

**দীয়তাং ভুজ্যতাম্।** (সং)

নিমন্ত্রিতগণের ভোজনকালে 'দাও দাও', 'খাও খাও' রব>বিরাট ভোজ।

তারপর ভূরিভোজন—খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং—নেড়ে পেয়াদা পর্যন্ত বাদ যায়নি। গিরিশ—গৃহলক্ষ্মী।

**দুই আর দুইয়ে চার।**

গণিতের প্রাথমিক নিয়ম—২+২=৪, যাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

>অকাট্য যুক্তির প্রয়োগে যে কোনো প্রশ্নের সমাধান।

নিশানাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—'ওঁরা কি জন্যে এসেছেন জানো?'

'জানি না। কিন্তু আন্দাজ করা কি এতই শক্ত? এই কাঠ-ফাটা গরমে কেউ বাগান দেখতে আসে না। তবে অন্য কী উদ্দেশ্যে আসতে পারে? কলোনীতে সম্প্রতি একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটছে। অতএব দুই আর দুইয়ে চার। শরদিন্দু বন্দ্যো৹—চিড়িয়াখানা

তু৹ Two and two make four.

**দুই দেহে এক প্রাণ।** দ্র৹ হরিহর আত্মা।

তু৹ एक जान दो कालिब।

Like to a double cherry seeming parted.

**দুইয়ের বা'র।**

এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। কোনও কাজের উপযুক্ত নয়।

যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে, ইংরাজেরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমরাও ঠিক ইংরেজটি না হয়ে কোনো মতে প্রবল হতে পারব না, তা হলে সে অসম্ভব কোনো দিন সম্ভব হবে না বরং কেবলই নকল করতে করতে আমরা দুয়ের বার হয়ে যাব। রবীন্দ্র—গোরা।

তু৹ चूल्हे की न चक्की की।

**দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।**

**দুই সতীনের রান্না, ঘরের গিন্নী ভাত পান না।**

সপত্নীগণের কলহের ফলে পারিবারিক বিশৃংখলা ঘটে।

**দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।**

সতীনের সংসার অশান্তিময়; তাহাদের স্বামীর দুর্দশার একশেষ হয়।

তু০ দো জরুকা খসম, চৌসরকা পাসা।

**দুঃখ-ধান্ধা করা।**

ক্লেশকর পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জন।

"আমার মাথা গোঁজবার স্থানটুকু থাকলে, আমি দুঃখ ধান্ধা করে হোক্—যেমন করে হোক্—ছেলেপিলেগুলিকে ডাল ভাত খেতে দিতে পারব।"

প্রভাত—গল্পাঞ্জলী ( বাল্যবন্ধু )

**দুঃখ পেয়ে যদি হাড়িনীও শাপে,**
**এড়াতে পারে না বামুনের বাপে।**

হীনজাতীয়া হাড়িনীকে ক্লেশ দিলে সে যদি অত্যাচারী ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দেয় তাহা অবশ্যই ফলিবে,—তাহার অন্যথা হয় না।

নির্যাতিতের অভিশাপ ব্যর্থ হয় না।

**দুঃখ বিনা সুখ হয় না।**

ক্লেশ স্বীকার না করিলে সুখ লাভ হয় না।

কাঁটা হেরি' ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে।
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে॥

তু০ কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না। [কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক।

ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।

দুখ ভোগ বিনা সুখ কহাঁ।

No meat without some sweat.

**দুঃখী যায় লঙ্কা-পার, তবু না ঘোচে কাঁধের ভার।**

**দুঃখী যায় সুখের কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে পাছে।**

**দুঃখীর কপালে সুখ নেই, বিয়েবাড়ীতেও ভাত নেই।**

দ্র০ তুমি যাবে বঙ্গে, তো কপাল যাবে সঙ্গে।

**দুঃখে পড়ে হয় জ্ঞানী, যদিও না হয় ধনী।**

দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রামে মানুষের আত্মোন্নতি হয়; তাহাতে ধনবৃদ্ধি না হইলেও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়।

**দুঃখের উপর টনকের ঘা।**

টনক—ফোড়া ইং পাকিবার সময় টন্‌টনানি; তীব্র বেদনা। মানসিক কষ্টের উপর রোগের যাতনা। কষ্টের উপরে কষ্ট।

তু০ গোদের উপর বিষফোড়া।

**দুঃখের পর সুখ।**

নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ হয় না, দুঃখের পর সুখ আসে।

তু॰ After rain comes fair weather.

**দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাওয়া।**

জীবিকা উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও মানসিক শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা।

**দুঃখের ভাতে কুকুর বাদী।**

দুঃখীর অদৃষ্টে আহার জুটিলেও সে নির্বিঘ্নে তাহা খাইতে পায় না,—কুকুরে কাড়িয়া খায়।

সুখের পথে নানা প্রতিবন্ধক।

**দুঃখের ভেতরেও সুখ।**

দুঃখের মধ্যেও আশা থাকে, ভবিষ্যত সুখের আভাষ পাওয়া যায়।

তু॰ Every cloud has its silver lining.

**দুঃখের রাত পোহায় না।**

দুরবস্থায় পড়িলে দুর্দশা শীঘ্র ঘোচে না।

তু॰ दुखमे समय पहाड़।

Grief lengthens the hour.

**দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদা।**

এতদূর দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া যে শিয়াল-কুকুরের মত নিগৃহীত জীব পর্যন্ত সে দুর্দশা দেখিয়া সমবেদনা প্রকাশ করে।

চরম দুর্গতি হওয়া।

লেখাপড়ায় এখন ফাঁকি দিচ্চিস, দেখবি এর পরে তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে।

**দুঃসময় (শনির দৃষ্টি) হলে পোড়া শোলও পালায়।**

অযোধ্যাপতি শ্রীবৎস শনিদেবের কোপে রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পত্নী চিন্তা সহ বনবাসে ঘোর দুর্দশায় পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে শোলমাছ পোড়াইয়া খাইতে গেলে তাহা জলে পলাইয়াছিল।

দুর্দিনে কোন সুখ-সুবিধাই আয়ত্ত করা যায় না।

ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়, পোড়া শোলমাছ জলে পালায়। শরৎ—শ্রীকান্ত।

**দু' কথা এক হওয়া।**

উপস্থিত পরিজনবর্গের মধ্যে দুইজনের মুখ দিয়া দৈবাৎ একই কথা একই সময়ে বাহির হইলে বাড়ীতে কুটুম আসিবে, এইরূপ বিশ্বাস।

**দু'-কাটি বাজানো।**

দুই হাতে দুইটি কাটি লইয়া পরস্পর ঠোকাঠুকি করিলে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বিবাদ বাধে,—এই বিশ্বাস। এইরূপ বিবাদ বাধাইয়া আমোদ করা দেবর্ষি নারদের একটা নির্দোষ ব্যসন ছিল।

ঢক ঢক করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
দোকাটি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ ॥
ভাগ্যবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গন্ডগোল স্ত্রী পুরুষে ছাড়া ॥
বেনাগাছে ঝুটি বেঁধে করায় কন্দল।
নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল ॥

[ রামেশ্বর—শিবায়ন।

**দু'-কুড়ি সাতের-খেলা করা।**

তাসের গ্রাবু খেলায় বিপক্ষের হাতে বিন্তি, পঞ্চাশ ইং না থাকিলে অন্ততঃ চার দশ ও সাত ফোঁটা পাইলেই সাদা বা সাধারণ খেলা থাকে, অর্থাৎ হার হয় না। টায়ে টায়ে খেলা করা।

লক্ষং কোনরূপে বৈশিষ্ট্যহীন অতি সাধারণ জীবন যাপন করা।

নরেন—"আর আমরা যে পরাধীন তার কারণ আমরা মানুষ নই! একটা কাজের মত কাজ কেউ আমরা ক'রতে পারি না। দুকুড়ি সাত বজায় রাখা আমাদের জীবনের এক লক্ষ্য।" নরেশ—ব্রতী

তুং দিনগত পাপক্ষয়।

**দু' কুল বজায় রাখা।**

দুই পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখা।

ও রকম বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী হয়ে দু'কুল বজায় রাখবার চেষ্টা কোরো না;—তা'তে দু'দিক থেকেই বিপদ আসতে পারে।

**দু' গেড়ের চ্যাং।**

গাড় (গর্ত, ডোবা) > ষষ্ঠী বিভক্তিতে গেড়ের। চ্যাং—অতি চঞ্চল-স্বভাব ক্ষুদ্র মৎস্যবিং।

যে মাছ দুই ডোবায় থাকে, কখনো একটায় কখনো আর একটায়।

তুং দু' কুল বজায় রাখা।

Between two stools.

**দু' চোখ, দু' কান,—মুখ কিন্তু একটি।**

অর্থাৎ দেখিবে শুনিবে অনেক, বলিবে কম। (সুশীল)

দ্রং চোখকে বলি দেখ, কানকে বলি শোন্, মুখকে বলি চুপ।

**দু' চোখে দেখতে না পারা।**

আদৌ পছন্দ না করা ।

তিনকড়ি।...যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে। এত ভালবাসা!

[ রবীন্দ্র—বৈকুন্ঠের খাতা।

**দু'-চোখো ব্রত।**

যেমন কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার নিয়ম পালন করিতে হয়, সেইরূপ 'দুই চক্ষে যাহা কিছু দেখিব তাহাই কিনিব'—এইরূপ ব্রত।

বেহিসাবী এবং এলোপাতাড়ি জিনিস খরিদ করিবার প্রবৃত্তি।

জান সাহেব বেধড়ক ও দুচোকো ব্রত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাটতি কিরূপ হইবে—তাহার কিছুমাত্র খোঁজ খবর লইতেন না।

[ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**দুধও সাদা, ঘোলও সাদা।**

আকার এক প্রকার হইলেও গুণের প্রভেদ থাকিতে পারে।

তুং दूध भी धौला, छाछ भी धौला ।

**দুধ-কলা দাও যতো, সাপের বিষ বাড়ে ততো।**

**দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা।**

আদর-যত্ন দ্বারা খলের স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। এরূপ অনিষ্টকারীর সমাদর ও যত্ন করিলে নিজেরই বিপদ বাড়ে।

ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমার বধিবে পরাণে॥ কবিকঙ্কণ—চন্ডী।

তুং পয়পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্।

साँपको दूध पिलानेसे केवल बिष ही बढ़ता है ।

To cherish a serpent in one's bosom.

**দুধ তোলা।**

দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধ বমন।

বাড়ীতে তখন তুমুল কলহ। বড় বৌয়ের পাঁচ বৎসরের কন্যা সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধ তোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু লইয়া কলহ। তারাশঙ্কর—বেদেনী।

**দুধ ম'রে ক্ষীর।**

দুধ জ্বাল দিলে পরিমাণে কমিয়া ঘন এবং সুমিষ্ট ক্ষীরে পরিণত হয়।

লক্ষ০ রসিক ব্যক্তির রসবোধ ও রস-পরিবেশনের শক্তি বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্ধিত হয়।

খাটিল ঘটক-বাণী ভাগ্যে অধীনীর,
বুড়ো বর বটে, কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর।

**দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।** [ দীনবন্ধু—বিয়ে-পাগলা বুড়ো।

গৃহে দুধ থাকিলে তাহা হইতে দধি ও ঘৃত প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে মধু ও শর্করা মিশাইয়া সহজেই পঞ্চামৃত প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়।

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা বহু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

**দুধালা গরুর চাটও ( লাথিও ) মিষ্টি ( সয় )।** দুধালা—দুগ্ধবতী।

পা০ যে গরুটা দুধ দেয় তার চাটও সহ্য হয়। ।

উপকারীর অত্যাচারও সহ্য করা যায়।

তু০ दुधार गऊकी लातभी भली ।

**দুধে-আলতা রঙ।**

দুধের সহিত আলতা গুলিলে যে রক্তাভ শ্বেতবর্ণ হয় দেহের সেইরূপ উজ্জ্বল সুগৌর বর্ণ।

কুলীন গ্রামে হরিহর বাবুর একটি কন্যা আছে সেটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুধে আলতায় গোলা আর কর্ম্মও তেমনি। উইলিয়ম কেরি—কথোপকথন।

**দুধে কান্তি, ঘিয়ে বল ; শাক-পাতাড়ে বাড়ায় মল।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**দুধে-ভাতে থাকা।**

সুখময় জীবন যাপন করা।

তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ।।

**দুধের ছেলে।** [ ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কচি ছেলে, যে কেবল দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে। দুগ্ধপোষ্য শিশু। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা।

রঞ্জাবতী কয় বাছা জঞ্জাল না কর।
ছয় মাসের পথ হবেক গৌড়নগর ।।
শ্বাপদে আকীর্ণ পথ তায় নদী আল।
কেমনে যাইবি তোরা দুগ্ধের ছাওয়াল ।।

**দুধের মাছি।** [ মাণিক গাঙ্গুলি—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

যে মাছি কেবল দুধের মত উপাদেয় বস্তু খায়, নিকৃষ্ট বস্তু নয়।

লক্ষ০ যে বন্ধু কেবল সুখের সময়ে আসে ; সুসময়ের বন্ধু।

তু০ বসন্তের কোকিল। সুখের পায়রা।

A fair-weather friend.

**দুধের সাধ (স্বাদ) ঘোলে মিটানো।**

ঘোল দুধ হইতে উৎপন্ন এবং দুধের মতই দেখিতে সাদা ; কিন্তু তাহা দ্বারা দুগ্ধ পানের তৃপ্তি এবং উপকারিতা পাওয়া যায় না।

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব নিকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করা।

আপনারা বলেন ত দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া—দু'টি বেণের ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইব। তাহাদের হাতেই দু'টি সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া যাইব।

[ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**দুধে হাত পড়া।**

গোয়ালা দুধের সহিত জল মিশাইয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। যে পরিমাণ জল মিশ্রিত হয় তাহা দুধের সঙ্গে সমান দরেই বিক্রয় হয়। সুতরাং জলটুকুর জন্য যে অতিরিক্ত মূল্য পায় তাহার ষোলআনাই লাভ। যদি অল্পস্বল্প লোকসান হয় তাহা জলটুকুর দাম হইতেই বাদ যায়, দুধের দাম সম্পূর্ণই পায়, সুতরাং প্রকৃত ক্ষতি আদৌ হয় না। লোকসান বেশী হইলে তখনই দুধে হাত পড়ে, অর্থাৎ দুধের দাম হইতেই লোকসান বাদ যায় এবং তাহাই প্রকৃত ক্ষতি।

>কেবল লভ্যাংশের ক্ষতি নয়, মূলধন হইতেও ক্ষতি হওয়া।

রাহা-খরচের যে হিসেব দাখিল করেছ তা থেকে পাঁচটা টাকা কাটলুম। তাতে তোমার দুধে হাত পড়বে না। গাড়ী ভাড়া ক'রে যে কতো যাতায়াত করো তা কি আর আমি জানি না!

**দুনিয়ার চাল,—ভেড়ার পাল।**

সাধারণ লোক গতানুগতিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে।

**দু' নৌকায় পা দিলে, পড়বে শেষে অগাধ জলে।**

ক্ষে০ দু' নৌকায় পা দেওয়া।

একের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া দুইটিকে করা বিপজ্জনক।

যাহারা বৌদ্ধ নয়, তাহারা বৌদ্ধদের উপর ক্ষেপিয়া উঠিল। যাহাদের দু' নৌকায় পা ছিল, অর্থাৎ কতক বৌদ্ধ ও কতক হিন্দু যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দুর দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। হরপ্রসাদ—বেণের মেয়ে।

তু০ दो घरका पाहुना भूखा ही रहता है।

**দু'-মুখো সাপ।**

এক প্রকার সাপ যাহার লাঙগুলের প্রান্তভাগ স্থূল হওয়ায় দ্বিতীয় মাথার মতো দেখায়।

লক্ষ০ যে দুই প্রকার পরস্পর-বিরোধী কথা বলে।

**দুয়ারের গু ফেলবি তো ফেল্, নয় তো গন্ধে মর্।**

সামান্য ক্লেশ স্বীকার না করিলে গুরুতর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

**দুয়ের মাঝে তিন ভেস্তা।** ভেস্তা=পণ্ড।

যেখানে দুইজন শান্তিতে আছে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি বিঘ্নকর।

তু° दाल भात में मूसलचन्द।

**দুয়োর কড়ি হাটে যায়, কাপাস তুলো মাগ্‌গি হয়।**

স্বামী-পরিত্যক্তা দুয়ো স্ত্রী সুতা কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অভাগিনী নারীর এমন দুরদৃষ্ট যে, তাহার জন্য কেহ হাটে তুলা কিনিতে গেলে তাহারও দর বাড়িয়া যায়।

হতভাগ্য ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার দুর্দশা ভোগ করিতে হয়।

তু° অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুখায়ে যায়।

**দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভালো।**

দুষ্টবুদ্ধি লোকের চেয়ে নির্বোধ নিরীহও ভালো, যাহার দ্বারা জ্ঞানতঃ কোনো অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

**দুর্গানাম ফাঁদা।**

পত্র, দলিল, ই° লিখিবার সময় গোড়াতেই "শ্রীশ্রীদুর্গা" ই° দেবতার নাম লিখিয়া শুভারম্ভ করা।

>কোনো কার্যের সূচনা করা।

দোকানে এখনি কি লাভ হবে? এই তো মোটে দুর্গানাম ফেঁদেছি।

তু° श्रीगणेश करना।

**দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া।**

যাত্রাকালে বা কার্যারম্ভে দুর্গানাম স্মরণ করিবার প্রথা আছে।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এমন কোনো কার্যে নিযুক্ত হওয়া যাহার ফলাফল অজ্ঞাত এবং যাহা হইতে প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই।

রাজা। ছোঁড়াটার মতলব ভাল বোধ হচ্ছে না। কি একটা কর্বে যেন। এ পাত্রীকে তাই বলে আমি ছাড়্‌তে পাচ্ছিনে। যাক্, দুর্গা ব'লে ত ঝুলে পড়ি, তারপর যা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্র্যহস্পর্শ।

তু° जा सूलीपर चढ़ जा।

**দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ো, আপীলে খালাস করবো।**

খুনের দায়ে আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে তাহার পক্ষের উকীল প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিল, "উপস্থিত ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া পড়ো, পরে আপীল করিয়া তোমাকে খালাস করিব।" অলীক প্রবোধ-বচন।

**দুর্জনকে দূরে পরিহার।**

**দুর্জনেরে পরিহরি ; দূর থেকে নমস্কার করি।**

দুর্জনকে এড়াইয়া চলা কর্তব্য।

**দুর্বল শত্রু মরণ টাঁকে।**

শত্রুর অনিষ্ট করিতে যে অক্ষম তাহার একমাত্র আশা যে শত্রুর মৃত্যুই তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে।

**দুর্বলের দৈব ঘাতক।** বিপ০ দ্র০ অনাথের দৈব সহায়।

**দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।**

**দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়। (সং)**

দুভিক্ষের ক্লেশ স্থায়ী নয়, কিন্তু তাহার দুঃখময় স্মৃতি চিরদিন থাকে।

**দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।**

>অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি অশান্তির কারণ হয় ; এরূপ ব্যক্তি থাকা অপেক্ষা না থাকা বরং ভালো।

ঠান্‌দিদি ! এ থাকার চেয়ে না থাকা ভাল ! না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, এ কি সামান্য দুঃখু ! ঐ যে কথায় বলে,—"দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোল ভাল।" রামনারায়ণ—[ কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব।

**দুষ্ট জনের মিষ্ট ভাষা, দীঘল-ঘোমটা নারী,**
**দামের তলের শীতল জল,—এ তিন প্রাণের অরি।**

দ্র০ কান-সল্লা, ভিতর বঁদে, দীঘল ঘোমটা নারী ই০।

**দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনিয়ে বসে পাশে,**
**কথা দিয়ে কথা লয় প্রাণে মারে শেষে।** দ্র০ কথা দিয়ে কথা বার করা।

**দুষ্ট সরস্বতী।**

সরস্বতী বিদ্যা ও সদ্‌বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ব্য০ কল্পিত দেবী, যিনি দুষ্ট বুদ্ধি দিয়া থাকেন। দুর্বুদ্ধি। কুমতি।

কৈলাশচন্দ্র বলিলেন, "তুমিও আমার লক্ষ্মী, তবে কিনা তোমার কাঁধে এক একবার দুষ্ট সরস্বতী এসে চাপেন।" নবকৃষ্ণ ঘোষ—শান্তি।

**দুষ্টু ( দৃষ্টি ) খিদে।**

অনিষ্টকর খাদ্য বা যাহা দেখে তাহাই খাইবার লোভ।

যে ক্ষুধা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, রোগের লক্ষণ।

ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালবাসা হয়। ও-সব হচ্ছে যৌবনের দুষ্টু ক্ষিদে। প্রমথ চৌধুরী—চার-ইয়ারী কথা।

**দুষ্টের আঠারোগাছি পথ।**

দুষ্ট লোক নানা উপায়ে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

**দু'হাত কাটলে সমান ব্যথা।**

ডান হাত অপেক্ষা বাঁ হাত অনাদৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সমান। বাঁ হাত কাটিলে ডান হাত কাটার মতই যাতনা হয়।

সমপর্যায়ের সকল বস্তুই তুল্যমূল্য।

**দু'হাতে খরচ করা।** বে-হিসাবী ও অপরিমিত ব্যয় করা।

জগাই। ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বে'তে দুহাতে খরচ করেছে।

গিরিশ—চৈতন্য-লীলা।

**দূর-ছাই করা।**

ছাইয়ের মত অনাদর করা এবং 'দূর দূর' বলিয়া তাড়না করা।

সুরমা যে বড় সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভর্ৎসনা সহিতেছে, দূর-ছাই সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটু স্থানও কুলাইল না! রবীন্দ্র—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

**দূর জামাইয়ের মাথায় ( কাঁধে ) ছাতি, ঘর-জামাইয়ের মুখে লাথি।**

**দূরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো;**
**ভাত খাও 'সে মধুসূদন, ভাত খে'সে রে মধো।**

যে জামাই দূরে নিজ গৃহে বাস করে এবং কালেভদ্রে শ্বশুরালয়ে আসে, সে যথেষ্ট আদর পায়। যে শ্বশুরালয়েই বাস করে সে অনাদৃত হয়।

অতি-পরিচয়ের ফল অনাদর।

তু° Familiarity breeds contempt.

**দূর থেকে মনে হলো নহবতের ধ্বনি।**
**বা'র-বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি।**

গর্দভের কর্কশ কন্ঠস্বরও দূর হইতে মধুর শোনায়।

দূর হইতে মন্দ বস্তুও ভালো মনে হয়।

তু° दूरके ढोल सुहावने।

'Tis distance lends enchantment to the view.—Campbell.

**দূর সভা, নিকট জল; নিকট সভা, দূর জল।** ( খনা )

সভা ( শোভা )—অল্প মেঘাচ্ছন্ন (cirrus) আকাশে চন্দ্রের চারিদিকে যে বৃত্তাকার ঈষদোজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। চন্দ্রমন্ডল।

মেঘরাশি ভূপৃষ্ঠ হইতে অধিক দূরে থাকিলে মন্ডল ক্ষুদ্র হয় এবং বিলম্বে বৃষ্টি হয়; নিকটে থাকিলে তাহার বিপরীত।

চন্দ্রমন্ডলের অবস্থান দেখিয়া অনুমান করা যায় যে বৃষ্টি শীঘ্র হইবে কি বিলম্বে।

**দূরের কেশ ঘন দেখায়।**

কাহারও মাথায় চুল কম থাকিলে দূর হইতে তাহা বুঝা যায় না, ঘন চুল বলিয়াই মনে হয়।

লক্ষ০ যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই সে মন্দ লোক হইলেও ভালো বলিয়া বিশ্বাস হয়।

**দূরের সোনা, নিকটের লোনা।** সোনা—উৎকৃষ্ট। লোনা—নিকৃষ্ট।

চাষের জমি উর্বর হইলেই ভালো হয় না,—ভালমন্দ তাহার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। দূরবর্তী উৎকৃষ্ট জমী অপেক্ষা নিকটবর্তী নিকৃষ্ট জমীও ভালো, কারণ তাহার অনায়াসে দেখাশুনা করা যায়।

**দৃষ্টি-কৃপণ।**

যাহার নজর (মন) এতো সংকীর্ণ যে চক্ষের সম্মুখে কোনরূপ অর্থব্যয় সহ্য করিতে পারে না।

ক্রোরপতি বৃদ্ধ, একদিকে দৃষ্টি কৃপণ, দান ধ্যান বা অতিথি-অভ্যাগত-সেবা, দেশহিতকর কোন কার্য্য,—এসব তাঁহার কোষ্ঠীতে বড় একটা নাই।

**দেইজির উঠান ঝাঁট—সেও ভালো হয় ;** [ হারাণ—কামিনী ও কাঞ্চন।
**বাপের বাড়ী দাসদাসী—তবু ভালো নয়।** (মেয়েলী)

শত ক্লেশ সত্ত্বেও স্বামীগৃহে বাস নারীর কাম্য ; পিতৃগৃহের আরামেও তাহার মানসিক সুখ ও মর্যাদার হানি হয়।

**দেওয়ালেরও কান আছে।**

নির্জন রুদ্ধ কক্ষে কোনো গোপনীয় কথাবার্তা হইলে অনেক সময়ে তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কল্পনা করা হয় যে, গৃহ-প্রাচীরেরও শ্রবণ-শক্তি আছে, এবং তাহারাই বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়।

"চুপ করুন। দেয়ালগুলারও কান আছে। কেহ এ কথা শুনিতে পাইলে মহা বিভ্রাট ঘটিবে।" হরিসাধন মুখো০—কঙ্কন-চোর।

তু০ दीवालके भी कान होते हैं।

Even walls have ears.

**দেঁড়ে-মুষে আদায় করা।** দেঁড়ে=দণ্ড দিয়া। মুষে=লুটিয়া।

জোর-জবরদস্তি করিয়া অত্যধিক অর্থ সংগ্রহ করা।

বরপক্ষ যে দেঁড়ে মুষে আদায় করে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিতে চায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী।

**দেঁতোর হাসি দেখা যায়, ভাল-মন্দ বোঝা দায়।**

পাং দেঁতো মেয়ের হাসি-কান্না, দেখে শুনেও চেনা যায় না।

উঁচু দাঁত সহজেই বাহির হইয়া পড়ে—হাসিলেও দাঁত দেখা যায়, কাঁদিলেও দেখা যায়। কাজেই হাসি কি কান্না দেখিয়া বুঝা যায় না।

এমন লোক যাহার মনোভাব বাহিরে বুঝিতে পারা যায় না।

**দেঁতো হাসি।**

যে হাসি আন্তরিক নয়, কেবল দন্তবিকাশ মাত্র।

লোক মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;

তুং কাষ্ঠ হাসি। [ বিহারী চক্রং—বঙ্গসুন্দরী।

**দেখতে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ।**

দ্রং দেখতে বটে বিড়াল-ছানা, হাঁকডাকেতে প্রাণ বাঁচে না।

**দেখতে দেখতে।**

অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

প্রথম বিভাগে এল, এ পাশ করিয়াছি ; কলেজের অধ্যাপকেরা বলিয়াছেন, আমি খুব ধারালো ছেলে ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে সম্মানের সহিত এম, এ পাশ করিতে পারিব। জলধর সেন—আশীর্ব্বাদ (অপমান)।

**দেখতে না পারা।**

দেখিলেই বিরক্তি বোধ হওয়া। পছন্দ না করা।

বড় ভাল শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, বোধ হয় বাঈজীর মেয়ে ব'লে। বিভূতি বন্দ্যোং—আরণ্যক।

**দেখতে না হয় সাপের ছানা ;—দংশালে যে প্রাণ বাঁচে না।**

দ্রং সাপের চেয়ে সলুইয়ের বিষ বেশী।

**দেখতে বটে বিড়াল-ছানা, হাঁকডাকেতে প্রাণ বাঁচে না।**

শীর্ণকায় বা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরও বিক্রম থাকিতে পারে!

ছোটবাবু আমাদের দেখতে ছোট হলে কি হয়—দেখতে বটে বিড়াল-ছানা, হাঁক-ডাকেতে প্রাণ বাঁচেনা! মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

তুং देखनेको बुलबुल निगलनेको दोमरिया।

**দেখ্‌তো তোর, না দেখ্‌তো মোর।**

নিজের দ্রব্যের উপর যতক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে ততক্ষণই নিজের, একটু অসতর্ক হইলেই অপরে তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইবে।

সুযোগ পাইলেই লোকে পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে প্রস্তুত।

**দেখন্-হাসি।**

যাহার দর্শনমাত্রেই মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে।

>প্রিয় সখী। দুই সখীর পরস্পরকে সম্বোধন করিবার নাম বি°।

"দেখন্-হাসি নাকি শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছে ; দেখতে যাবো মা?"

**দেখবে, শুনবে,—বলবে না, উপস্থিত ত্যাগ করবে না।**

দ্র° দু' চোখ, দু' কান,—মুখ কিন্তু একটি।

**দেখ-মার করা।**

যতবার চোখে পড়িবে ততবারই মারা। যখন-তখন মারা।

ঝি আসিলে বলিল, "হ্যাঁগা বিন্দু, কি রকম আক্কেল তোমাদের ? সমস্ত দিন বেড়ালটাকে খেতে দাও নি। বাড়িতে ঢুকতে গেলেই দেখ্-মার ক'রছ…যাও, তোমরা দুজনে ধ'রে ওটাকে বাড়ীতে দিয়ে এস।

[ বিভূতি মুখো°—দৈনন্দিন।

**দেখ্-সিঁদুরে।**

যাহা দেখিতে সুন্দর কিন্তু অপদার্থ, যেমন মাকাল ফল।

**দেখাও পৈতে, মারো ভাত।**

পৈতা দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিলেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।

যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া তবে প্রাপ্য বস্তুর দাবি করো।

**দেখাদেখি চাষ, পাশাপাশি বাস।**

একজনকে চাষ করিতে দেখিয়া আরও অনেকে কৃষিকার্য আরম্ভ করে। কোনো স্থানে একজনকে বাড়ী করিতে দেখিলে আরও অনেকে কাছাকাছি বাড়ী করিয়া বাস করে।

পরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ-স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

**দেখাদেখি তোলে হাই, যা-ও আছে তা-ও নাই।**

তন্দ্রালু ব্যক্তি হাই তুলিলে নিকটবর্তী লোক তন্দ্রালু না হইলেও হাই তুলিতে থাকে এবং ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হয়।

>অপরের অনুকরণ করিলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্য ক্রমে লুপ্ত হয়।

**দেখাদেখি নেকা নাচে ( কালা হাসে )!**

নির্বোধ ব্যক্তি অপরকে নাচিতে বা হাসিতে দেখিলে কিছু না বুঝিয়াই নাচিতে বা হাসিতে আরম্ভ করে।

যাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি নাই সে অপরের অন্ধ অনুকরণ করে।

**দেখা, শোনা, কওয়া নয় ;—সামনের ভাত ছাড়া নয়।**

আহার্য বস্তু সম্মুখে পাইলে, সে সম্বন্ধে আর জিজ্ঞাসাবাদ বা অনুসন্ধান না করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অযাচিত বস্তু গ্রহণে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়।

তুং যাচা ভাত আর কাচা কাপড় ছাড়তে নেই।

**দেখে কে!**

এমন অদ্ভূত বা অসাধারণ ব্যাপার যে সকলেরই দেখিবার যোগ্য।

অন্য কাহাকেও না দিয়া হজরত এই তরবারী খানি আবুদোজ্জানা নামক আন্ছার বীরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন আবুদোজ্জানার গর্ব্ব দেখে কে? আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা-চরিত।

**দেখে নেওয়া।**

কতদূর ক্ষমতা তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া।

>প্রতিশোধ লইবার ভীতি প্রদর্শন।

পুণ্ডরীক। অভে! তোকে আজ আমি দেখে নেবো।

অভিরাম। এখানে নয় হুজুর—সহরে। সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল—বরুণা।

**দেদোয় জানে দেদোর মর্ম।** দেদো=যাহার দেহে দাদ আছে।

>কেবল ভুক্তভোগীই অপরের ক্লেশ বুঝিতে পারে।

তুং घायलका गत घायलही जानता है।

**দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।**

সকল দেবতাকে একই প্রকার নৈবেদ্য দিয়া পূজা করা হয় না; প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য অনুযায়ী নৈবেদ্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সন্তুষ্ট করিতে হয়।

তুং যেমন উনুনমুখো দেবতা তেমনি পাঁশের নৈবিদ্যি।

**দেবতার বেলায় লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।**

দেবতারা অনেকেই অনেক গর্হিত কার্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহা আদৌ দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না, ক্রীড়াচ্ছলে হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ সেই সকল কুকর্ম করিলে নিন্দনীয় হয়।

বড়লোকের যে কুকর্ম উপেক্ষিত হয় সাধারণের বেলায় তাহা নিন্দনীয়।

**দেব-দ্বিজে না বঞ্চিহ, শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ।** (ডাক)

উপার্জিত ধনে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

**দেবার যে সে দিলে, আপনা আপনি মিলে।**

সুখ বা ঐশ্বর্য প্রাপ্তি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

তুং মৌলা যব দেতা তো ছপ্পর ফোড়কে দেতা।

**দেয়, থোয়, রাখে মান,—তার নাম যজমান।**

যে গুরু-পুরোহিতের উপযুক্ত সম্মান বজায় রাখে এবং প্রাপ্য দিয়া থাকে সেই ধর্মপরায়ণ যজমান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

**দেরি, তুমি যাও কোথা ? না, তাড়াতাড়ি যেথা।**

বেশী তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বিলম্ব হয়।

তুং করো যদি তাড়াতাড়ি, ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।

**দেশ (স্থান) কাল-পাত্র-ভেদ।**

স্থান, সময় ও অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ যে প্রভেদ ঘটে।

সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দেশ কালপাত্র ভেদে এক দেশের কবির সঙ্গে অন্য দেশের কবির কি চমৎকার অন্তরের যোগ।

**দেশগুণে ভেষ, ভাষার নেই শেষ।** [ রামপদ—প্রেম ও পৃথিবী।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বিভিন্নরূপ পোষাক হইয়া থাকে। আবার তাহাদের ভাষা যে কতপ্রকার তাহার ইয়ত্তা নাই।

**দেশায় তস্মৈ নমঃ।** (সং)

মূল মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূর কার্পাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণৈ র্দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

যে দেশের লোকের ভালমন্দ বিচার নাই সেই সৃষ্টিছাড়া দেশকে বর্জন করা কর্তব্য।

**দেশী ভাই যেথা, কথা না কইও সেথা।**

যেখানে স্বদেশের বা স্বগ্রামের লোক উপস্থিত সেখানে নিজের কথা বেশী বলা নিরাপদ নয়, কারণ সকল গোপন তথ্যই তাহারা জানে।

বিদেশী অপরিচিতের নিকটেই নির্ভয়ে নিজের কথা বলা চলে।

**দেশের কুকুর, বিদেশের ঠাকুর।**

বিদেশের যাহা উৎকৃষ্ট তাহা অপেক্ষা স্বদেশের নিকৃষ্টও আদরণীয়।

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। —ঈশ্বর গুপ্ত।

**দেহি পদপল্লবমুদারম্।** ( সং, জয়দেব—গীতগোবিন্দম্ )

মূল স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ॥

তোমার চরণে স্থান দাও। রাধিকার মানভঞ্জনে কৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণকে নাপিতিনীবেশে সাজাইয়া কবি রাগরসের পরাকাষ্ঠা

দেখাইয়াছেন। ইহাও চাতুর্য্যের দ্বারা রসসৃষ্টি। ফাঁকি দিয়া প্রণয়িনীর চরণ সেবার মধ্যে যে গূঢ় রস আছে—'দেহি পদবল্লবমুদারম্' এর মধ্যেও তাহা নাই।

কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য।

**দেহের গুমর কোরো না ভাই, এই আছে এই নাই।**

নিজের দেহের রূপ বা শক্তির গর্ব করা বৃথা; তাহা অতি স্বল্পস্থায়ী।

**দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ।**

দেবদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ পিতৃবৈরী বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। নানা কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াও পিতা তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেন না।

>১। যথেচ্ছাচারী আবদারে ছেলে,

২। যাহার চরিত্র বা আচরণ বংশের ধারার বিপরীত।

গণেশমামা।......আর আমাদের সত্য তো—এই—এই যাকে বলে—

নিবারণ। বেহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ওর ব্রহ্মজ্ঞান এখনও হয় নি। সত্য হচ্ছে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, হিঁদুয়ানিটা ঠিক বজায় রেখেছে। ও গীতা আওড়ায়, থিয়েটার দেখে, ......মদনমোহনের খিচুড়ি ভোগ, কালীঘাটের কালিয়া সমস্ত খায়।

'পরশুরাম'—কজ্জলী ( বিরিঞ্চিবাবা )।

**দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।** (সং, মহাভারত)

যখন সূতপুত্র বলে কর্ণকে বিদ্রূপ করা হল তখন কি বললে কর্ণ? বললে দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্। উচ্চ বংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ আমার নিজের করতলে। আমার নিজের অধিকারের মধ্যে।

অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

তু° জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো।

**দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।** (সং, ভবভূতি)

বৃক্ষশাখায় বসিয়া এক কপোতী কপোতকে কহিল, "আমাদের মৃত্যুকাল সমাগত; বৃক্ষতলে এক ব্যাধ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিতেছে এবং ঊর্ধ্বে শ্যেনপক্ষী উড়িতেছে।" এই সময়ে ব্যাধ সর্পদষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল এবং তাহার নিক্ষিপ্ত শর শ্যেনকে বিদ্ধ করিল। এইরূপে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। অতএব দৈবের গতি অতি বিচিত্র।

দৈব ঘটনা যে কি বিচিত্র উপায়ে ঘটে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

তু° Inscrutable are the ways of fate.

**দোজবরে 'সোয়ামীর' মাগ, চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।**

দ্র° চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।

চোদ্দ শাক যেমন বহু যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিতে হয়, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সেইরূপ স্বামীর যত্ন ও আদর পায়।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর অতিরিক্ত আদর লাভ করে।

বিপ০ দোজবরের মাগ, সোঁদরবনের বাঘ।

**দোটানায় পড়া।**

দুইটি বিপরীতমুখী আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া বিপন্ন হওয়া ; কর্তব্য-নির্ণয়ে অক্ষম হওয়া।

শঙ্কর দো-টানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভন্টুকে দেখিয়া ভালও লাগিতেছিল অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল।

তু০ An ass between two bundles of hay. [বনফুল—জঙ্গম।

**দো-দিল্ বান্দা কল্মা-চোর, না পায় বেহস্ত, না পায় গোর।**

দো-দিল্—দ্বিমনা ; ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ; সংশয়ী। কল্মা (আ০) —ইস্লাম ধর্মের মূল মন্ত্র। বেহস্ত্ (ফা০)=স্বর্গ।

যাহার স্বধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস নাই এবং ধর্মাচরণে ফাঁকি দেয়, পরকালে তাহার সদ্গতি হয় না।

তু০ दुविधासें दोऊ गये, माया मिली न राम।

**দো-পড়া মেয়ে।** দো—দোষ ; খুঁত।

যে কুমারী বিবাহের প্রাক্কালে বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় দোষযুক্ত।

বিয়ে করতে এসে বর ফিরে গেল, এমনি অপয়া মেয়ে! ও দোপড়া মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি আমি ফ্যাসাদে পড়ে যাব?

**দোয়া দুধ বাঁটে সেঁধোয় ( সামায় ) না।** [নবকৃষ্ণ ঘোষ—শান্তি।

দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায় ॥ চর্যাপদ।

দ্র০ হাতের ঢিল আর মুখের কথা ই০।

**দোর থাকতে পাঁচিল ডিঙানো।**

সোজা ও সহজ উপায় ছাড়িয়া কষ্টসাধ্য উপায় অবলম্বন করা।

**দোর-ধরা।**

বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা নারী দেব-মন্দিরের দ্বারে ধরণা দিয়া দেবতার প্রসাদে যে সন্তান লাভ করে।

"আমার এতো কষ্টের মরা-হাজা, পঞ্চানন ঠাকুরের দোর-ধরা ছেলে, ওকে লেখাপড়ার জন্যে শাসন করতে পারবে না বলে দিলেম।"

**দোরের কাছে ( পথে পেলেম ) কামার,—**
**তো দা' গ'ড়ে দে আমার।**

দা'য়ের উপস্থিত প্রয়োজন না থাকিলেও সম্মুখে কামার দেখিলেই তাহা তৈয়ারি করাইবার ইচ্ছা হওয়া।

সুযোগ দেখিলেই প্রয়োজন বোধ করা।

তুং ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।

**দোল দেখতে 'পতি' ম'লো, রথ দেখতে যাই।**

পত্নী যখন দোলযাত্রার উৎসব দেখিতে গেল, তখন ঘরে তাহার স্বামী মারা গেল। কিন্তু এতো বড় বিপদ ঘটিলেও হুজুকপ্রিয়তা গেল না,—সে আবার রথের মেলা দেখিতে চায়।

স্ত্রীলোকের হুজুকপ্রিয়তা।

**দোষে-গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে-জলে বৃষ্টি।**

কোনো বস্তুই সম্পূর্ণরূপে ভালো বা মন্দ হয় না।

**দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।** (সং)

মূল ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহন্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি ॥

মূল্য দিলে গৃহীত দ্রব্য শুদ্ধ হয়।

দোষযুক্ত বস্তু ( যেমন চোরাই মাল ), গ্রহণ করা দূষণীয়। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিলে সে দোষ দূর হয়।

**দ্বারং কিমেকং নরকস্য—নারী।** ( সং, শঙ্করাচার্য্য—প্রশ্নোত্তরমালা )

নরকের একটি দ্বার কি? নারী।

নারীর সঙ্গ পুরুষের পক্ষে মহা পাপ।

**দ্বিজ বলে—দেওয়ানা, ও বাত বলো কা'রে?**

ফাং দিওয়ানা—ভগবৎপ্রেমে উন্মাদবৎ সর্বত্যাগী মুসলমান ফকির।

দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ মুসলমান ফকিরকে বলিতেছে,—তোমার দুঃখের কথা আমাকে বলিতেছ কি? আমার অবস্থাও তোমারই মতো।

সমদুঃখীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন।

তুঃ তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।

**দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা।**

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে পর তিনি নিকটস্থ দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

>কোনো কিছু দুরধিগম্য স্থানে লুকাইয়া রাখা।

আসল মৎলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবানো রয়েছে, সময়ে আমলে আসবে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

# ধ

**ধড়া-চূড়া।** ধড়া=কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র। চূড়া=শিরোভূষণ।

বৃন্দাবনে বালক কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সজ্জা।

>ব্যং কর্মস্থানের ( অফিস, কাছারি ইং ) উপযোগী সাজ-পোষাক।

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ধড়াচূড়া ছাড়তে পারলে যেন বাঁচা যায়।

**ধড়ে প্রাণ আসা।**

প্রাণহীন দেহে জীবন ফিরিয়া আসা।

>সংকট হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হওয়া।

—"তোর জ্ঞান হয়েচে দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল! এ ক-দিন যে কি-করে কেটেছে—" হেমেন্দ্রকুমার রায়—আলেয়ার আলো।

বিপং ধড় থেকে প্রাণ উড়ে যাওয়া।

**ধন-অপবাদে ঘরে ডাকাতি।**

যাহার ধন নাই অথচ লোকে রটাইয়া থাকে যে প্রচুর ধন আছে, সেই রটনার ফলে তাহার গৃহে ডাকাতি হওয়া।

>মিথ্যা গুজবের ফলে বিপন্ন হওয়া।

**ধন, জন, পরিবার,—কেহ নহে আপনার।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ?** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ধন থাকলেই সিঁদের ভয়।** দ্রং নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

তুং जितनी दौलत उतनी ही मुसीबत।

**ধন-পরিবাদও ভালো।**

ধন না থাকা সত্ত্বেও ধন আছে এরূপ মিথ্যা লোক-প্রসিদ্ধি থাকা বাঞ্ছনীয়; তাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

**ধন বড় না ধর্ম বড়?**

ধন অপেক্ষা সাধুতার মূল্য অধিক।

**ধন-সোহাগী মরেন খুদের ( কুঁড়োর ) যাউ খেয়ে।** ( মেয়েলী )

ধন-সোহাগী—ধনের প্রতি যাহার অতিরিক্ত মমতা। কৃপণ।

কৃপণ ইচ্ছা করিয়া খাওয়া-পরার ক্লেশ ভোগ করে।

**ধনাদ্ বিদ্যা গরীয়সী।** (সং)

ধন অপেক্ষা বিদ্যার মাহাত্ম্য অধিক।

**ধনী কুটুম গায়ে পড়ে,—লাখ টাকা গায়ে পড়ে;**
**গরীব কুটুম গায়ে পড়ে,—ঝাঁটার বাড়ি গায়ে পড়ে।**

ধনী কুটুম্বের ঘনিষ্টতা সুখদায়ক ; নির্ধনের সান্নিধ্য ক্লেশদায়ক।

**ধনীতে ধনীতে মেলা,—ঘন দুধে চাটিম কলা।**

ধনীর সংগে ধনী লোকই মিশিতে পারে।

**ধনীর চিন্তা ধন ধন,—নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা ;**
**যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা।** দ্র০ নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা।

যাহার যাহাতে আসক্তি সে তাহারই চিন্তায় বিভোর থাকে।

**ধনীর মাথায় ধরো ছাতি, নির্ধনের মাথায় মারো লাথি।**

ধনবানের সমাদর এবং নির্ধনের অনাদর করা সংসারের নিয়ম।

**ধনুক-ভাঙা পণ। ধনুর্ভঙ্গ পণ।**

মিথিলার রাজর্ষি জনক এই কঠিন সর্ত করিয়াছিলেন যে, যিনি হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহার সহিত কন্যা সীতার বিবাহ দিবেন। একমাত্র রামচন্দ্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

অত্যন্ত কঠোর প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি।

পরম রূপসী বামা তুষ্ট শ্যামা গুণ ধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তাঁর হৃদয়েশ খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ
বিষম ধনুকভাংগা পণ ।। রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।

**ধনে অহংকার নয়, অহংকার মনে।**

ধনীর মনের নীচ প্রবৃত্তিই তাহার ধনগর্বের জন্য দায়ী ; ধনের দোষ নয়।

**ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।** দ্র০ জলেই জল বাধে।

যাহার ধন আছে তাহারই অধিক ধনলাভ হয় ; যাহার পুত্র আছে তাহার আরও পুত্র জন্মে।

**ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ।**

আর্থিক ও পারিবারিক সমৃদ্ধি। আশীর্বাদে প্রযুক্ত।

ভৈরব—বাবু গো আপনি চিরজীবী হোন্। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে আপনি রাজা হোন্। শরৎ—রমা।

তু০ दूधन् नहाओ, पूतन् फलो।

**ধনের (সুখের) ঘরে রূপের বাসা।**

ধনবানের সংসারের পরিজনবর্গ ভালো খায়-পরে এবং দেহের যত্ন করিয়া থাকে, সেজন্য অপেক্ষাকৃত সুশ্রী দেখায়।

তু০ अँतड़ी में रूप, बुचकी में छब।

**ধনের নাড়া দেওয়া।**

টাকার পঁুটুলি নাড়িয়া ধনের পরিচয় দেওয়া। ধনগর্ব প্রকাশ করা।
ও-বাড়ীর গিন্নী আজ এসেছিল ; একটু ধনের নাড়া দিয়ে গেল।

**ধনের পূজা সবাই করে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু৹ धन ईश्वरसे भी बड़कर हैं ।

Mammon has more worshippers than God.

**ধনে সুখ নয়, সুখ হয় মনে।**

প্রচুর ধন থাকিলে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে সকল সময়ে সুখলাভ হয় না। মনে শান্তি থাকিলেই সুখ হয়।

**ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।** (খনা)

হৈমন্তিক শস্য উঠিবার পর রবিশস্য ভালো জন্মে যদি মাঘ মাসে কিছু বৃষ্টি হয়। ফলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা ধন্য হয়।

**ধর্ কাছি, তো ধ'রেই আছি।** দ্র৹ দাদা বলেছে চষতে তো চষতেই আছি।

**ধরণী দ্বিধা হও।**

রাম সীতাকে তাঁহার সতীত্ব প্রমানের জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে বলিলে, সীতা অভিমান ভরে জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতা বসুমতীকে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রবেশ পথ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দারুণ লজ্জা বা ক্ষোভে অভিভূত হইলে তৎকালীন হতাশার মনোভাব।

চন্দনমণি দাবার কিস্তিতে মাত করিতে আসিয়া হঠাৎ বোড়ের কিস্তিতে এমন ঠেকিয়া গেল যে সে তখন ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিতে চাহিতেছিল। চারু বন্দ্যো৹—পরগাছা।

**ধরাকে সরা জ্ঞান করা।**

পৃথিবীকে মাটির সরার মত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করা।

লক্ষ৹ মদমত্ত হইয়া পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

হ্যাট বুট কোট পরে সরা ভাবে জগতেরে। —কাব্যকুসুমাঞ্জলি।

**ধরা পড়েছে জয় মিত্তির।**

খৃ৹ উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে কলিকাতার আহিরিটোলার নিকটে জয় মিত্র নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস ছিল। প্রবাদ, তিনি জুড়ি গাড়ী চড়িয়া যখন বায়ুসেবনে বাহির হইতেন একখানা সংবাদপত্র খুলিয়া ধরিয়া পড়িবার ভান করিতেন ; কিন্তু নিরক্ষর বলিয়া অনেক সময়ে উল্টাইয়া ধরিতেন। একথা তাঁহাকে বলাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ও রকম আরও অনেকেই আছে হে, কেবল ধরা পড়ে গেছে জয় মিত্তির।"

মূর্খ, নির্বোধ বা দুষ্কৃতকারী জগতে অনেক আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই নিজের দোষ সুকৌশলে গোপন রাখে, সহজে ধরা পড়ে না।

**ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।**

লক্ষ০ কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া ফাঁকি দিয়া কার্যোদ্ধার করা।

কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়,—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। রামেন্দ্র—জিজ্ঞাসা (ফলিত জ্যোতিষ)।

**ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনে।**

যাহা করিতে বলা হয় আগ্রহের আতিশয্যে তাহার বেশী করা।

**ধ'রে-বেঁধে পিরীত, আর মেজে-ঘ'ষে রূপ, হয় না।**

বল-প্রয়োগে বা কৃত্রিম উপায়ে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায় না।

**ধ'রে ভদ্র ঘটানো।** ভদ্র=শুভ বা বাঞ্ছনীয় ঘটনা।

জোর করিয়া কোনো ঘটনা ঘটাইয়া দেওয়া।

কর্ত্তা।...ছেলেবেলা মা বাপে হাত পা ধ'রে এক জনের সঙ্গে বেঁধে দিলে প্রেমের ব্যাপার জান্‌বে কি করে।

গৃহিণী। কেন তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়িনি।

কর্ত্তা। ধরে ভদ্র ঘটালে, না প'ড়ে আর করবে কি? [ শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

**ধর্ম করিতে যবে জানি,**
**পোখরী দিয়ে রাখিব পানি।** (ডাক)

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া জল বিতরণ করা ধর্মকর্মের অন্তর্গত।

**ধর্মঘট।**

ধর্ম ঠাকুর হিন্দু দেবতা নহেন,—বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ) অন্যতম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাধারণের কোন অভিযোগ থাকিলে ধর্মঠাকুরের ঘট স্থাপিত হইত এবং গ্রামের মাতব্বরগণ ঘট স্পর্শ করিয়া শপথ করিত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক অথবা বৃত্তিগত সম্বন্ধ বর্জন করিবে। এই সংকল্পের পর ঐ ঘট মাথায় করিয়া অভিযোক্তার দল ঢাক বাজাইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিত এবং ধর্মঘটের বার্তা সাধারণে প্রচার করিত।

পাঁচকড়ি বন্দ্যো০---গোড়ার কথা, বঙ্গবাণী, ১৩২৯, ফাল্গুন।

ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের প্রতি সাধারণের সম্মিলিত দণ্ডদানের ব্যবস্থা।

**ধর্মপথে থাকলে অর্ধেক রাতে ভাত।**

ন্যায়পথে চলিলে কখনও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

**ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।**

যুধিষ্ঠিরের তুল্য ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ব্য০ অসাধু ব্যক্তি।

আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নই, ভদ্রলোকের যতটুকু দুষ্কর্ম না করলে চলে না ততটুকু করেছি। পরশুরাম—গল্পকল্প।

**ধর্ম রেখে কর্ম।**

যাহাতে ধর্মের হানি না হয় এরূপ ভাবে কার্য করা উচিত। ধর্ম বজায় রাখিয়া কর্ম করিতে হয়।

**ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।** (সং) দ্র০ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

**ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।** (সং, মহাভারত—বনপর্ব; ভবভূতি)

মূল আবাল্যাদসতী সতী সুরপদুরীং কুন্তী সমারোহিতা
হা সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম,—বুঝিতে পারা কঠিন।

"দারোগাকে অনেক টাকা খাইয়ে, আমাদের মোকদ্দমা সত্য, ওদের মোকদ্দমা মিথ্যা ব'লে খাতেমা রিপোর্ট দেওয়ালাম—তাদের দলই চালান হ'ল। কিন্তু ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি কিনা, তাদের দল খালাস হয়ে গেল; পড়ল এসে পাল্টা মোকদ্দমা আমাদের উপর। আমাদের জেল হয়ে গেল।" প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; ( +পাপ করলে ধরা পড়ে )।**

দ্র০ ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে,—আপনি দিদিকে যে চিঠি লিখেছিলেন ভুলক্রমে সেই চিঠি আমার নামের খামের মধ্যে আমার হাতে এসে পড়েছে। আমি সে চিঠি আদ্যন্ত পড়েছি। উপেন্দ্র গঙ্গো০—অমূল তরু।

**ধর্মের ঘরে কুঠের অভাব নাই।**

ধর্মস্থানে যাহারা সমবেত হয় তাহারা সকলেই ধার্মিক নয়,—তাহার মধ্যে অনেক পাপিষ্ঠও থাকে।

তু০ Every fold has its black sheep.

**ধর্মের ঘরে পাপ সয় না।**

যে পরিবারে সকলেই ধর্মপরায়ণ সেখানে কেহ পাপ করিলে তাহার কুফল ভোগ করিতেই হয়।

**ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ধর্মের ডাক ডাকা।**

বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখে গিয়া কেবলমাত্র নিয়ম পালনের জন্য দেবতার নাম ডাকা। নামমাত্র বেগার-ঠেলা ডাক দেওয়া।

দ্বিতীয়বার শব্দ আসিল "বাড়ীতে কে আছেন?"

রতন রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, "সাড়া দিন বাবা। নৈলে সে তিনটিবার ধর্ম্ম ডাক ডেকে, হয়ত চলেই যাবে।"
প্রভাত—নয়নমণি।

**ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।**

(১) প্রবাদ, বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের মন্দির-দ্বারে যে ঢাক থাকিত, কেহ পূজা করিতে আসিলে তাহা আপনিই বাজিয়া উঠিত।

(২) কেহ সামাজিক অপরাধ করিলে প্রতিপক্ষের দল ধর্মরাজের ঘট মাথায় করি এবং ঢাক বাজাইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইত। দ্র° ধর্মঘট।

লক্ষ° পাপ, পুণ্য ই° কিছুই গোপন থাকে না, আপনিই প্রকাশ পায়।

**ধর্মের ধার ক্ষুরের ধার, দু'মন করলে নাইকো নিস্তার।**

ধর্মাচরণ করিতে গিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইলে কুফল ভোগ করিতে হয়।

অবিচলিত চিত্তে ধর্মাচরণ করা কর্তব্য।

**ধর্মের ভরা ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়।** ভরা—বোঝাই নৌকা।

সাধু ব্যক্তি বিপদে পড়িলে উদ্ধার পায়, কিন্তু অসাধু রক্ষা পায় না।

**ধর্মের ষাঁড়।** দ্র° কাশীর ষাঁড়।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে যে সকল বৃষ উৎসর্গ করা হয় তাহারা অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং যথেচ্ছাচারিতা করিয়া থাকে।

লক্ষ° যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি, যে কাহারও শাসন মানে না।

**ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।** (সং)

মূল জল্পন্তি সুরয়ঃ সর্বে ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।

এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি ॥

ধার্মিক ব্যক্তিকে তাহার ধর্মই রক্ষা করে।

**ধাক্কার (ঢেকার) আগে চলা।**

পশ্চাত হইতে ধাক্কা বা ঠেলা পাইয়া অগ্রসর হওয়া,—স্বেচ্ছায় নয়।

বাধ্য হইয়া কোনো কাজ করা।

**ধান একগুণ, তো তুষ তিনগুণ।**

প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় নিকৃষ্ট বস্তুই অধিক!

**ধান এক মণ, চাল্‌কে তেরো জন।** চাল্‌কে=চাউল-ব্যবসায়ী।

দ্র° এক রত্তি সোনা, সেকরা শতেক জনা।

**ধানকানা।**

যে ব্যক্তি ধান দেখিয়া ভালমন্দ বুঝিতে পারে না।

>সহজবুদ্ধি-বর্জিত অতি নির্বোধ ব্যক্তি।

অগ্নি। তুই কেমন ক'রে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়?

বিদূষক। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধানকানা? গিরিশ—জনা।

**ধানগাছের কড়ি।**

নগরবাসী, যে কখনও ধানগাছ দেখে নাই, তাহাকে যদি বলা হয় যে ধানগাছ চিরিয়া ঘরের কড়ি-বরগা তৈয়ারি হয়, সে তাহাই বিশ্বাস করে।

ব্যং সহরবাসীর পল্লিগ্রাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত।

ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়। গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়। প্রভাত—ষোড়শী।

**ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা।**

বিদ্যালয়ের বেতন না দিয়া তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র ধান দিয়া তাহার বিনিময়ে যে বিদ্যালাভ হয়, যাহার কোনো মূল্য নাই।

নামমাত্র ব্যয়ে যৎসামান্য লেখাপড়া শেখা।

"তার পরে? একটু চাকরি বাকরি হয়েছিল ত?"

"হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার?

তু° কোদোঁ দেকে পঢ়না। [ শরৎ—পল্লী-সমাজ।

**ধান-দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করা।**

একটি দূর্ব্বা রোপণ করিলে শীঘ্র তাহা সমস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে ও বহুদিন জীবিত থাকে; ধান্যও একটি বুনিলে একগুচ্ছ ফলে। এইজন্য ধান-দূর্ব্বা ধন, পরমায়ু ও বংশবৃদ্ধির প্রতীক হইয়া আছে বৈদিককাল হইতে। ( চারু বন্দ্যো°—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী। )

**ধান ধন বড়ো ধন, আর ধন গাই,**
**সোনা-রূপা কিছু কিছু, আর সব ছাই।**

ধনের মধ্যে ধান্য ও গাভী সর্বপ্রধান, সোনা-রূপার স্থান তাহার পরে; অবশিষ্ট সর্বপ্রকার সম্পত্তি ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

**ধান নষ্ট করে খৈ, দুধ নষ্ট করে দই।**

খইয়ের সঙ্গে সামান্য পরিমাণেও ধান মিশ্রিত থাকিলে তাহা দ্বারা ফলার করা চলে না; দুধের সহিত সামান্য মাত্র দই মিশিলে সমস্ত দুধ কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

সামান্য মাত্র নিকৃষ্ট বস্তুর মিশ্রণে উৎকৃষ্ট বস্তু নষ্ট হইয়া যায়।

তু° এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা।

খীরমেঁ নোন ডাল দেনা।

**ধান নেই তার মান বড়ো!**

যাহার গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই তাহার সমাজে প্রতিষ্ঠা হয় না।

**ধান ভান্‌তে শিবের (মহীপালের) গীত।**

মহীপাল—আনু॰ খৃ॰ দশম শতাব্দীতে গৌড় ও মগধের পাল বংশীয় মহাপরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি। বাংলায় মহীপালের কীর্তিকাহিনী-সংবলিত পল্লীগাথা বহুকাল জনপ্রিয় ছিল।

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত ।। বৃন্দাবন দাস—চৈ॰ ভাগবত।

ধান ভানিবার সময় শিব ঠাকুরের অথবা মহীপালের গান গাওয়া নিতান্ত অপ্রাসংগিক।

কোনো কাজ করিবার সময় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা।

বস্তুতঃ মায়া-হরিণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, 'ধান ভানিতে শিবের গীতই' বেশী গাহিয়াছি; গল্পের চেয়ে গল্পের বক্তার কথাই বেশী বলিয়াছি। শরদিন্দু বন্দ্যো॰—কাঁচামিঠে (মায়ামৃগ)।

তু॰ আক ছেঁচতে কুক্‌সীমের কথা।
বেজড়াকে পীসনহারী গেহূ কে গীত গাবে।

**ধান ভানাবি গা? না, না ভানাবার গা।**

গা—(১) গো, মে॰ সম্বোধনসূচক অব্যয়। (২) গাত্র—ইচ্ছা; মন।

ধান-ভানানী গৃহস্থ-বধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাদের ধান ভানিয়া দিতে হইবে কি না; তাহার উত্তরে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান না করিয়া অনিচ্ছার আভাষ দেওয়া। ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাব প্রকাশ।

**ধান শুনতে কান শোনা।**

শ্রবণশক্তির দোষে অথবা অন্যমনস্কতাবশতঃ ভুল শোনা।

তু॰ কহী খেলকী সুনী খীলোঁকী।
Talk of chalk and to hear cheese.

**ধান হেন ধন নাই, যদি না হয় ভুষা;**
**ভাইয়ের মতন বন্ধু নাই, যদি না করে হিংসা।**

ধান্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ; কিন্তু অন্তঃসারশূন্য খোসামাত্র হইলে তাহার কোনো মূল্য নাই। সেইরূপ, ভাই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিতাকাংক্ষী; কিন্তু তাহার মনে যদি ঈর্ষা থাকে, সে ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

**ধানাই, পানাই, কাঠি; তিন না মানে ষাটি।**

ধানাই = ধান। পানাই = পান। ষাটি—ষষ্ঠীদেবী।

এই কয়টি বস্তু শিশুর গলায় আটকাইলে শিশুগণের রক্ষাকর্তী ষষ্ঠীদেবীও রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সাবধান থাকা উচিত।

**ধানের আগে উড়ি ফোলে।**

উড়ি—উড়কি ধান। "ধান পাকিয়া বাতাসে উড়িয়া ক্ষেত্রে পতিত হয় এবং তা হতে গাছ হইয়া ধান্য হয়। বন্যধান্য যা স্বভাবতঃ জন্মে এবং রোপণ করিতে হয় না।" (জ্ঞানেন্দ্র)

রীতিমত যত্নের ফলে যে ধান জন্মে তাহা অপেক্ষা অযত্নবর্ধিত উড়ি ধান শীঘ্র পরিপুষ্ট হয়। অত্যধিক যত্ন মঙ্গলকর হয় না।

তুং কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে চলে।

**ধানের সাক্ষী খ্যাড়, পাল্লার সাক্ষী ফের।**

ধানের পরিমাণ খড়ের পরিমাণ হইতে অনুমান করা যায়। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ওজন করিলে পাল্লা ঠিক আছে কি না তাহা প্রমাণিত হয়।

**ধান্যেশ্বরী।**

ধান্য ( চাউল ) পচাইয়া প্রস্তুত সুরা,—যাহা মদ্যপের আরাধ্য দেবীরূপে কল্পিত। নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেশী ধেনো মদ্য।

গাঁজা গুলি চরস ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিম্বা ব্রান্ডী, হুইস্কি, বিয়ার,
কিংবা তাড়ী ধান্যেশ্বরী ;
নইলে দিন যে যায় না কি করি! দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

**ধাপ দেশের পাপ বিচার, উল্টো কাঠায় মাপ।**

অধর্মের রাজ্যে অসহায় দরিদ্রের প্রতি অন্যায় আচরণ হইয়া থাকে,—ধান-চাল দিবার সময় কাঠায় মাপিয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কাঠা উপুড় করিয়া তাহার উপরে ধান-চাল রাখিয়া মাপা হয়।

দুর্বলের প্রতি অবিচার।

**ধাপধাড়া গোপীনাথপুর ( গোবিন্দপুর )।**

সুসভ্য অঞ্চল হইতে বহুদূরবর্তী কোনো গ্রাম বা নগর, যাহার নামটিও কিম্ভূতকিমাকার!

দুলাল। সই করবে কিনা বল, সই কর তো বিদায় পাবে, নয় পাবে না, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্কনিধি। কি! অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিমু, তবে বিদায় পাইমু?

দুলাল। বড় বড় পন্ডিতরা সব সই ক'রে গেল, আর উনি এলেন কোথা ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে নতুন শাস্ত্র বের করতে।

তুং পান্ডববর্জিত দেশ। [ অমৃত বসু—কালাপানি।

**ধামাচাপা দেওয়া।**

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য জিনিসের উপর ধামা উপুড় করিয়া ঢাকা দিয়া রাখা হয়।

লক্ষ০ কোনো অসম্পূর্ণ কার্য কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা।

"তোদের ঝগড়া এখন ধামাচাপা থাক, কাল আবার ঝগড়া করিস। এখন আয় গিয়ে, ঢের রাত হয়েছে।" চারু বন্দ্যো০—হেরফের।

তু০ শিকায় তুলে রাখা।

**ধামাধরা।**

যে ব্যক্তি কোনো বস্তু (লুচি, মুড়ি ই০) পরিবেশন বা বিতরণ করিয়া বেড়ায়, তাহার পশ্চাতে আর একজন ধামায় করিয়া তাহা বহন করে।

যেন আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রিমহাশয় আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান? দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

যে ব্যক্তি নির্বিচারে অপরকে অনুসরণ করে বা তাহার কথায় সায় দেয়। আজ্ঞাবাহী অধস্তন ব্যক্তি। তোষামোদকারী।

তু০ To dance attendance.

**ধার করবো, তার বেলা কেন?** বেলা—কালবিলম্ব।

ঋণ গ্রহণে যে অভ্যস্ত সে ঋণ করিবার প্রয়োজন হইলে ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করে না।

**ধার ক'রে কানে সোনা, ধার ক'রে হাতী কেনা।**

আর্থিক সংগতি না থাকিলে ঋণ করিয়া সখ-সৌখিনতা করা অসঙ্গত।

**ধার করে খায়, হেঁট মাথায় যায়।**

যে ঋণ করিয়া নিজের ভরণপোষণ নির্বাহ করে তাহাকে সর্বদা লজ্জা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকিতে হয়।

**ধার ধারা।**

অপরের নিকট ঋণবদ্ধ থাকা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যাপারের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব বা সম্বন্ধ রাখা। তোয়াক্কা রাখা।

ঠাকুর রামপ্রসাদের মুখখানা বড় আলগা,—আজকালের কোনও রূপ সভ্যতার তিনি ধার ধারেন না। মুখে যা আসে বলিয়া ফেলেন। [ হারাণ রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

**ধারে কাটে আর ভারে কাটে।**

তীক্ষ্ণধার অস্ত্র (যেমন ক্ষুর) নিজগুণেই কাটিতে পারে। যাহার ধার অল্প (যেমন কুঠার) অধিক গুরুত্ব বা শক্তির সাহায্যে তাহা করে।

লক্ষ০ একজন তীক্ষ্ণ মেধার দ্বারা যাহা করে অপরে করে শ্রম দ্বারা।

**ধার্মিক নারিকেল, পাপী কুল।**

ধার্মিক ব্যক্তি নারিকেলের মতো,—বাহ্য দৃষ্টিতে রুক্ষ হইলেও অন্তরে মধুর। অধার্মিক ব্যক্তি কুলের মতো,—বাহিরে মধুর কিন্তু অন্তর কুলের আঁটির মতো কঠিন।

**ধিক তার জীবনে, যারে কেউ না মানে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ধিকি ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল।** (মেয়েলী)

উনানে আগুণের ধিমা আঁচ হইলে রন্ধনে অযথা বিলম্ব হইয়া যায়।

লক্ষ○ মন্থরভাবে কাজ করিলে তাহা শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হয়।

**ধিনি-কেষ্টো।**

শিশু কৃষ্ণের ধিন্ ধিন্ করিয়া নৃত্যের অনুকরণে যে বয়স্থ লোক নৃত্য করে, অর্থাৎ ছেলেমানুষী আচরণ করে।

**ধীর জ্বাল ঘন কাটি, তারে বলি দুধ-আওটি।** (মেয়েলী)

দুধ ফুটাইয়া ঘন করিতে হইলে মৃদু তাপ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অনবরত কাঠি দিয়া দুধ নাড়িতে থাকা প্রয়োজন।

**ধীর পানি পাথর কাটে (বেঁধে, ছেঁদে)।**

লক্ষ○ অধ্যবসায় সহকারে অল্প অল্প কাজ করিলে কালক্রমে অতি দুরূহ কার্যও সম্পন্ন হয়।

তু○ Constant dropping wears the stone.

**ধীরে ধীরে বুনে, তাঁতি সকল জিনে।**

তাড়াতাড়ি কাপড় বুনিতে গেলে ঘন ঘন সুতা ছিঁড়িয়া যায় এবং বুনান ভালো হয় না। ধীর স্থির ভাবে কাজ করিলে ফল ভালো হয়।

**ধীরে রাঁধো ধীরে খাও, তবে খাওয়ার মজা পাও।**

অল্প আঁচে রান্না সুস্বাদ হয়, ধীরে খাইলে স্বাদ উপভোগ করা যায়।

**ধুকড়িতে ধান ধরে না, বেণেকে ধ'রে মারে।**

ধুকড়ি=থলি; ঝুলি; ছিন্ন মলিন স্থূল বস্ত্র।

ধান কিনিয়া থলিতে অথবা কাপড়ে বাঁধিয়া তাহা না কুলাইলে তাহাতে ধান-বিক্রেতার কোনো দোষ নাই, তথাপি তাহাকে প্রহার করা।

নিজের দোষ বা ত্রুটির জন্য অপরের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া।

**ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল।**

যে থলি বা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা হইয়াছে তাহা কুদৃশ্য হইলেও তাহার ভিতরে যে চাউল আছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

লক্ষ○ কুৎসিত আবরণের অন্তরালে উৎকৃষ্ট বস্তু।

শ্যাম বাগ্‌দীর বড় মেয়ে কুসুম সামনে এসে দাঁড়ালো, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়েস, পূর্ণযৌবনা, নিটোল, সুঠাম দেহ…।

রাজারাম ভাবলেন, বেশ দেখচি যে! ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। বড় সায়েব যদি একবার দেখতে পায় তাহোলে লুফে নেয়।

**ধুচুনী চালও ধোয়, চাপড়ও খায়।** (মে০) [ বিভূতি বন্দ্যো০—ইছামতী।

ধুচুনীতে চাল রাখিয়া ধুইবার সময় তাহার গায়ে যে চালগুলি লাগিয়া যায় তাহা ধুচুনীতে চাপড় মারিয়া খসাইয়া লওয়া হয়।

লক্ষ০ যে কাজ করে তাহাকে কুব্যবহারও সহিতে হয়।

**ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে।**

সাপের চোখের পাতা না থাকায় কোনরূপ ধোঁয়া লাগিলে ক্লেশবোধ করে। সেজন্য সাপের দেবতা মনসাদেবীরও ধুনার ধোঁয়া বা গন্ধ সহ্য হয় না এইরূপ ধারণা। তাই মনসা-পূজায় ধুনা পোড়ানো নিষিদ্ধ।

লক্ষ০ যে যাহা পছন্দ করে না তাহা করিলে ক্ষিপ্ত হয়।

গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। আজ একে কলহ চলিতেছে, তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।　　পরশুরাম—গড্ডলিকা (লম্বকর্ণ)।

**ধুন্ধুমার ব্যাপার।**

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক দৈত্যকে সাতদিন ব্যাপী ঘোর যুদ্ধের পর বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

তুমুল যুদ্ধ বা ঝগড়া।　　[ ( ভাগবত ; মহাভারত—বনপর্ব)

তু০ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

**ধুম্বলোচন।**

ধূম্রলোচন ( শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি প্রকাণ্ডকায় দৈত্য ) >ধুম্বলোচন—অতি বৃহদাকার বস্তু।

আমরা জন্মাবচ্ছিন্ন কখন একটা রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্‌তে পাই নি! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকাটাকার ধুম্বলোচন হবে ছেলেবেলা অববি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার।　　কালীপ্রসন্ন সিংহ—[হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

**ধুয়ে খাওয়া।**

রোগের দৈব চিকিৎসায় রোগীকে মাদুলি ধারণ করিতে হয় এবং সেই মাদুলি ধুইয়া জল পান করিতে হয়।

>মাদুলির মতো ধুইয়া জল খাইবার উপযুক্ত অশেষগুণসম্পন্ন বস্তু।

ব্যা০ নিতান্ত অপদার্থ বস্তু, যাহা কোনো কাজে লাগে না।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! কেষ্ট, ঠকলি! বলি—সোনাদানা কিনিবার কি আর স্থ্যান ছিল না? স্বর্গে কি সোনার অপ্রতুল আছে?

নারায়ণ। এখানকার গড়ন ভাল।

ব্রহ্মা। গড়ন নিয়ে তুই ধুয়ে খা। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—

**ধূলা-উড়ুনের উপর কাদা-উড়ুনে আছে।** [ দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

যে অপরের গায়ে ধূলা উড়াইয়া দৌরাত্ম্য করে তাহার অপেক্ষাও দুরাচার আছে—যে লোকের গায়ে কাদা দেয়।

অধম অপেক্ষাও অধম লোক আছে।

**ধুলার শরীর ধুলাতে মিশাবে।**

মানব দেহের মৃত্তিকাতেই উৎপত্তি ও পুষ্টি হয় এবং মৃত্যুর পর মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়।

মানুষের দেহ অতি হীন ও নশ্বর—আত্মার মত চিরস্থায়ী নয়।

তু॰ Dust thou art to dust returnest.

**ধুলোপায়ে চ'লে যাওয়া।**

কোনো স্থানে পায়ে হাঁটিয়া গেলে পায়ে যে পথের ধূলা লাগে তাহা না ধুইয়া সেই অবস্থাতেই পুনরায় স্থানান্তরে যাত্রা করা।

কোথাও গিয়া কিছুকাল অবস্থান না করিয়াই প্রস্থান করা।

অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা।
কোটি কোটি লোক আসি তথা ঝাকি দিলা॥
ধূলা পায় প্রভু বহু লোক করি সাথ।
হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥

তু॰ উল্টা পাবোঁ জানা। [ গোবিন্দ দাস—কড়চা।

**ধুলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো হওয়া।**

মুঠা ভরিয়া ধূলা তুলিলে তাহা সোনায় পরিবর্তিত হওয়া।

যে কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয় তাহাতেই লাভবান হওয়া।

লক্ষ॰ পরম সৌভাগ্য লাভ।

আমার পূজার ফলে বড় সুখ রবে।
মাটি মুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥

তু॰ মিট্টী ছুয়ে সোনা হোবে। [ ভারত—অন্নদামঙ্গল।

All is grist that comes to his mill.

**ধোঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না।**

ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিলে কোনো কার্য শিক্ষা করা যায় না।

**"ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"**

মূল　রন্ধনশালায় যাই　তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি। লোচনদাস—পদাবলী।

রন্ধনশালায় বসিয়া প্রেমাস্পদের বিরহে যে অশ্রু ঝরে তাহা যে চক্ষে ধোঁয়া লাগার জন্য এরূপ ছলনা করা।

লক্ষ॰　প্রকৃত কথা গোপন করিয়া মিথ্যা কারণ দেখানো।

**ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে আগুনে পুড়ে ম'লাম।**

সামান্য বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া গুরুতর বিপদে পড়া।

তু॰ Out of the frying pan into the fire.

**ধোপ-কাপড়ের টেনাও ভালো।**　　টেনা=ছিন্ন বস্ত্রখন্ড।

দ্র॰　ঘন দুধের ফোঁটা, বড়ো মাছের কাঁটা।

**ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার,—**
**যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।**

ইহারা যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে না তাহা সর্বজনবিদিত। তথাপি ইহাদের কথায় যে আস্থা স্থাপন করে সে নিজেও অতি অধম।

**ধোপা-নাপিত বন্ধ।**

একঘরে হওয়া।　ঠেকো হওয়া।

সামাজিক অপরাধের জন্য দণ্ডাহ‍র্ ব্যক্তির ধোপা, নাপিত ই॰ বৃত্তিজীবিগণের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া।

বলবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমায় একঘরে ক'রে, আমার ধোপা, নাপিত বন্ধ ক'রে আমার চিকিৎসা ক'রবে।

তু॰ হুক্কা পানি বন্ধ হোনা।　　[ বিভূতি মুখো॰—নীলাঙ্গুরীয়।

**ধোপার ফাটে না ফুটে।**

পা॰　যার ফাটে তার ফাটে, ধোপার তাতে কি?

ধোপা কাপড় কাচিবার সময় নির্মম ভাবে আছড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে; কারণ কাপড় তাহার নিজের নয়, ছিঁড়িলে তাহার ক্ষতি নাই।

পরের দ্রব্যের উপর কাহারও যত্ন থাকে না।

**ধোপার বাসি, নাপিতের—"আসি"।**　দ্র॰ বাসি করা কাপড়।

কাপড় বাসি করা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় ধোপা সেই অছিলায় কাপড় দিতে অযথা দেরী করে। নাপিতকে ডাকিলে সে প্রায়ই বলে, "এই আসছি—একটা দাড়ি কামিয়েই।"

বিভিন্ন বৃত্তিজীবী নানা ছুতায় কাজে বিলম্ব করিয়া থাকে।

**ধোপে টেকা।**

নিকৃষ্ট বস্ত্র বা কাঁচা রঙ ধোপ পড়িলেই নষ্ট হইয়া যায়।

ধোপ পড়ার পরেও টিকিয়া যাওয়া।

লক্ষ॰ বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও স্থায়ী হওয়া।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে অর্থ-ব্যক্তি বা অর্থের স্পষ্টতা, সমজ্ঞা বা ঐক্য, কান্তি বা সৌকুমার্য এই সকল গুণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রচনারীতির প্রাণ।·········এখন কথা হচ্ছে, এই মানদণ্ডে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কী পরিমাণ অংশ ধোপে টেকে? নারায়ণ চৌধুরী—বাংলার সাহিত্য।

**ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা।** (হি॰)

ধোপার কুকুর কখনো ধোপার ঘরে থাকে, কখনো ধোপার সঙ্গে ঘাটে যায়, কোথাও স্থায়ীভাবে থাকে না; সুতরাং এদিকেরও নয় ওদিকেরও নয়। দুইয়ের বার।

"···তুমি যদি মেম বিয়ে ক'রে···তাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাও, তাহ'লে ···তোমার মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তোমার ঐ মেমকে বিষ-নয়নে দেখবেন। আর তোমার মেম দেখবেন, সে দেশের ইংরেজ সমাজ কালা আদমী বিবাহ করার জন্যে তাঁকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখছে। তোমরা হবে ধোবীকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা।" প্রভাত—পত্রপুষ্প (সতী)।

তু॰ Neither fish nor flesh.

**ধোবিয়া পাছাড়।** (হি॰)

কুস্তির কৌশল বি॰, যাহাতে প্রতিপক্ষকে তুলিয়া আছাড় দেওয়া হয়।

কিন্তু এত দূর থেকে তোমায় পাকড়াও ক'রে একটা 'ধোবী আছাড়' দিবার যখন কোনই সম্ভাবনা নেই, তখন মসীযুদ্ধই সমীচীন।

[ নজরুল—বাঁধন-হারা।

**ধোলাই দেওয়া।**

ধোপা যেমন নির্মম ভাবে আছাড় দিয়া কাপড় কাচে সেইরূপ প্রহারের দ্বারা সংশোধন করা।

ফট্‌কেটা যে রকম বেয়াড়া হয়ে উঠেছে, একবার বেশ ক'রে ধোলাই দেওয়া দরকার হয়েছে।

**ধ্যান হয় মনে, বনে, আর কোণে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

# ন

**ন'কড়া ছ'কড়া করা।**

কোনো বস্তুকে কয়েক কড়া কড়ির মতো অবজ্ঞা করা।

কোনো প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান বস্তুর অবহেলা বা অপব্যবহার করা।

যাহাতে মন প্রশস্ত হয়, বুকে বল বাড়ে,......দোহাই ভাই! সে জিনিসটা লইয়া আর ন-কড়া ছ-কড়া করিও না।

[ হারাণ রক্ষিত—সাহিত্য-সাধনা।

**নখদর্পণে থাকা।**

নিজের আঙ্গুলের নখে যদি কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা দেখিয়া সেই বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে।

লক্ষ০ কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা।

নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র আজকাল পুরুষ জাতির নখ দর্পণে। 'বনফুল'—জঙ্গম।

তু০ To have at one's fingers' ends.

**নখে কাটে কচিকালে ; ঝুনো হ'লে দাঁত না চলে।**

দ্র০ কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাঁস ট্যাঁস।

**নখ বাজানো।**

দুই অঙ্গুষ্ঠের নখের পরস্পর তাড়নে শব্দ উৎপন্ন করা। প্রবাদ, এরূপ করিলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যায়।

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।

[ ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**নগদ-নারায়ণ।**

নগদ অর্থ, যাহা দেবতার ন্যায় পূজ্য জ্ঞান করা হয়।

—বঙ্কিম চাটুয্যে কি রকম ইয়ে জমিয়েছিল, কিছু খবর রাখ মাষ্টার?

—বুঝলাম না স্যার।

—ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ। সুবোধ ঘোষ—[কাঞ্চন সংসর্গাৎ।

**'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।'** (ভারত)

লোকালয়ে আগুন লাগিলে দেবস্থান বলিয়া মন্দির রক্ষা পায় না।

সাধারণ বিপদে সকলেরই অনিষ্ট ঘটে।

**ন' গাঁ মাগলেও যা, ছ' গাঁ মাগলেও তা।**

ছয়টি গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, নয়টি গ্রামেও তাহাই। চেষ্টা বা শ্রমের তারতম্যে একই ফল লাভ হওয়া।

**ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।** (সং)

মূল ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥

দৈব অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি আর নাই।

নটবর ঘোষাল বলিল, "কি রকম বুঝছ তা' হলে?"

"বুঝছি তো ভালই। ওষুধ চলুক না। তবে কি জান?—বলে 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'—ওষুধেই যদি সব করতো রে দাদা, তবে আর কুইন্ ভিক্টোরিয়া মরে যেত না।" বিভূতি মুখো০—বর্ষায় [(মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি)।

**নজর (দৃষ্টি) দেওয়া।**

কাহারও অমঙ্গল কামনা করিয়া তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

"ভদ্রলোকের ছেলে খেতে বসেছে, অমন করে দৃষ্টি দিচ্চ কেন? আহা, বেচারির যে বদহজম হবে।" প্রভাত—রত্নদীপ।

**নজর-ধরা।**

যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মন মুগ্ধ করে। প্রিয়দর্শন।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে ধরা মেয়ে। তারাশঙ্কর—রসকলি।

**নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু।**

বালকগণের মার্বেল বা গুলি খেলা সংক্রান্ত পরিভাষা। খেলার একটি শর্ত—একটি গুলিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি মারিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও গুলিটি যদি একটু নড়ে তাহা ধর্তব্য নয়।

> স্থির নিশ্চল হইয়া থাকা।

দারোগা বাবুর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, একেবারে কাঠ। নট নড়ন চড়ন! নট কিচ্ছু! চক্ষু স্থির। শিবরাম চক্র০—দেবতার জন্ম (পাঞ্চ-জন্য)।

**নটীরে না বলিও নটী; উল্টে ধরবে চুলের মুঠি।** নটী=নর্তকী।

হীন ব্যক্তির সত্য পরিচয় দিলে সে কুপিত হয়।

**নটে-খেটে আড়ায়ে, সজনে বারোমেসে।** আড়ায়ে—আড়াই মাস স্থায়ী।

নটে ইং ভালো শাক বিশেষ বিশেষ ঋতুতে জন্মে। কিন্তু সজনে গাছের পাতা, যাহা অতি নিকৃষ্ট, সকল সময়েই পাওয়া যায়।

ভালো জিনিস সকল সময়ে পাওয়া যায় না।

**নড়তে পারে না, কামান ঘাড়ে!**

সাধ্যের অতিরিক্ত দুরূহ কার্য করিবার ব্যর্থ প্রয়াস।

**নড়া দাঁত পড়াই ভালো।**

লক্ষ০ অনিষ্টকারী আত্মীয়ের সংস্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

**ন'ড়েভোলা।**

ন'ড়ে—নড়্‌বড়ে ; যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবল নয়, সর্বদা নড়্‌বড়্‌ করে। ভোলা—সিদ্ধিপানে বিহ্বল শিবের মতো! দুর্বল অকর্মণ্য ব্যক্তি।

যার দুপয়সা আছে আমাদের দেশে সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মন্ডা মেঠাই খাওয়াবে! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেট মোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? 　　বিবেকানন্দ—[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**নতুন নতুন কাঁইবিচি, পুরানো হ'লে বাতায় গুঁজি।**

**নতুন নতুন ন' কড়া, পুরানো হলে ছ' কড়া।**

কাঁইবিচি=তেঁতুল-বিচি ; ইহা শিশুগণের অতি প্রিয় খেলার সামগ্রী।

নূতন অবস্থায় যাহার মূল্য নয় কড়া, পুরাতন হইলে হয় ছয় কড়া।

নূতনের সমাদর এবং পুরাতনের অনাদর।

**নতুন নতুন খইয়ের মোয়া মচর মচর করে ;**
**পুরানো হ'লে খইয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে।**

নূতন জিনিস যেমন ভালো থাকে, পুরাতন হইলে তেমন থাকে না।

**নতুন মুহুরির ঠিকে ভুল, মিষ্টি নয় নতুন কুল।** দ্র০ ঠিকে ভুল।

গোড়াতে সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুপযুক্ত হইয়া থাকে।

**নতুন যোগী ভিখ পায় না।**

কোনো বৃত্তিতে যে নূতন এবং অনভিজ্ঞ তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা করে না।

**নতুন যোগীর ভিক্ষা বাই।**

সন্ন্যাসী হইলে অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায় দেখিয়া নূতন সন্ন্যাসীর ভিক্ষা করার দিকেই ঝোঁক বেশী হয়, ধর্মচর্চায় মন দেয় না।

**নতুন রাজার নতুন বিচার।**

নূতন রাজা পূর্বতন রাজার নীতি অনুসরণ করে না।

সকলে নিজের বিবেচনা ও অভিরুচি অনুসারে কাজ করে।

**নদী এককূল ভাঙে তো আর এককূল গড়ে।**

বাঁকের মুখে নদীর এক দিকের স্রোত প্রবল হইলে পার্শ্বস্থ তীরভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকে চড়া পড়িয়া আয়তন বৃদ্ধি হয়।

লক্ষ০ এক জনের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় আর একজনের অবনতি ঘটে।

**নদীকূলে বাস, ভাবনা বারোমাস।**

নদীর পাড়ে বন্যা এবং ভাঙনের সম্ভাবনা থাকায় সর্বদাই ভয় থাকে।

সম্প্রতি জাঙল গ্রামের সদ্‌জাতি ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন···রাত্রে কেউ যেন শিশ দিচ্ছে।···ঐ হাসুলীর বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকেতে।···ছোট বাবু···বলে গিয়েছেন, নদীর ভিতর কোন একটা কিছু হচ্ছে। "নদীর ধারে বাস ই°।" [ তারাশঙ্কর—হাসুলী বাঁকের উপকথা।

**নদী থাকলেই চড়া পড়ে।**

লক্ষ° ধন যাহার আছে তাহারই সময়ে সময়ে অর্থাভাব ঘটিতে পারে।

**নদী, নারী, শৃঙ্গধারী,—এই তিনে না বিশ্বাস করি।**

ইহাদের মতি-প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

**নদীর কূলে চাষ ; —হয়তো ভালো, হয়তো মন্দ, নয়তো সর্বনাশ।**

নদীর তীরভূমিতে চাষ করিলে ফলাফল অনিশ্চিত,—জলের ন্যুনাধিক্যের উপর নির্ভর করে।

**নদীর তীরে কূয়ো খোঁড়া।**

নিকটবর্তী নদী হইতে যখন অনায়াসে জল পাওয়া যায় তখন তাহার তীরে কুয়া খোঁড়া নিষ্প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কোনো কাজ করা।

**নদীর পাড়ের গাছ।**

নদীর কিনারায় যে গাছ হয় নদীর জলে তাহার গোড়া আল্‌গা হইয়া যে কোনো সময়ে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। অনিশ্চিত অস্তিত্ব।

**নদীর মুখে বালির বাঁধ।**

পা° বালির বাঁধে বাণের জল আট্‌কানো।

নদীর স্রোত রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বালি দিয়া বাঁধ বাঁধিবার চেষ্টা করিলে তাহা স্রোতে ভাসিয়া যায়।

লক্ষ° প্রবলকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষীণ চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

**ন দেবায় ন ধর্মায় ( বিপ্রায় )।** (সং)

কোনো সৎকার্যে না লাগিয়া নিতান্ত ব্যর্থ হওয়া।

এ বনগাঁয়ে এতবড় বাড়ী ক'রে কি লাভ হলো? ন দেবায় ন ধর্মায়।

**ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কাল-সাপিনী।** ( মেয়েলী )

ননদ ভ্রাতৃজায়ার উপর সর্বদাই খড়্গহস্ত।

**ননদিনী রায়বাঘিনী দাঁড়িয়ে আছে সোজা ;—কলিতে বউ রোজা।**

কলিকালের বধূ আর ননদকে ভয় করে না, বরং ভূতের রোজার মতো তাহার কঠোর শাসন করে ; ননদ ভাজের ভয়ে কাঠ হইয়া থাকে।

**ন নিম্বো মধুরায়তে।** ( সং )

মূল　শর্করাশত ভারেণ নিম্ববৃক্ষে উপাজিতঃ।
　　পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে ॥

নিম্ববৃক্ষে শর্করা ও দুগ্ধ সেচন করিলেও তাহার ফল মধুর হয় না।

লক্ষ০ দুর্জনের প্রকৃতি কিছুতেই সংশোধন হয় না।

তু০ নীম ন মীঠী হোয়, সীঁচ গুড় ঘীসে।

**ননির ( মোমের ) পুতুল।**

ননি ও মোম সামান্য উত্তাপেই গলিয়া যায়।

>অতি সুকুমারদেহ, যে লেশমাত্র ক্লেশ পাইলে কাতর হইয়া পড়ে।

সহজে ননীক পুতলি গোরী,
জারল বিরহ আনল তোরি।　　জ্ঞানদাস—পদাবলী।

**ন পুণ্যং সুখতঃ পরম্।** ( সং )

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্র্য দুঃখে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফুর্ত্তি করবি চল। 'ন পুণ্যং সুখতঃ পরং।' সুখের চেয়ে আর পুণ্য নেই। দু ঢোঁক খেলেই দেখবি সমস্ত জগৎ সংসার একটা রঙিন ফানুষ হয়ে উড়ে চলেছে।

[ অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

**নবডংকা।** ডংক = সাপের ফণা।

নূতন ধরণের সাপের ফণা,—বৃদ্ধাঙগুলি।

ব্য০ নেতিবাচক অথবা অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিত।

রসিক বলিল, "এর কাছে তেমন পারবে না। এ বড় ঝানু ছোকরা—বারো টাকা মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছে—আইনকানুন সব জানে।"

গদাই বলিল,—"আইনকানুন? সে বিষয়ে নবডঙ্কা।"—বলিয়া গদাই মুষ্টি বন্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙগুলিটি ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে লাগিল।

[ প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী

**নবধা কুললক্ষণম্।** ( সং )

মূল　আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
　　নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

সদ্‌ব্রাহ্মণের অথবা সমাজের সম্মানযোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির গুণাবলী।

**নব-পত্রিকা।** দ্র০ কলাবউ।

ধান্য, রম্ভা, বিল্ব, হরিদ্রা, অশোক ই০ নয় প্রকার ফল-শস্যাদির সমষ্টি। এই নব-পত্রিকা শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া দুর্গাদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমাকে স্নান করাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া তাহার প্রতিনিধিস্বরূপা এই নব-পত্রিকাবাসিনী দুর্গামূর্তি জলাশয়ে স্নান করাইয়া প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত হয়।

**নবমীর পাঁঠা।**

দুর্গোৎসবের মধ্যে নবমী তিথিতে দেবীর যে পূজা হয় তাহাই সর্বপ্রধান। এই উপলক্ষ্যে যে ক্ষেত্রে পশুবলির প্রথা আছে, বলির ছাগগণকে স্নান ও উৎসর্গ করিয়া যূপকাষ্ঠের নিকটে উপস্থিত করা হইলে তাহারা কম্পিত কলেবরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

> ভীতি-বিহ্বল অসহায় ব্যক্তি।

চোরটাকে ধরিয়া যখন বাটীর ভিতর টানিয়া আনা হইল, তখন তাহার যা অবস্থা,—একেবারে নবমীর পাঁঠা!

**নব-রত্ন সভা।**

উজ্জয়িনীর স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজা বিক্রমাদিত্য যে নয়জন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে লইয়া নব-রত্ন সভা গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ঃ—

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শংকু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ-মিহির ও বররুচি।

মোগল সম্রাট আকবর নয়জন প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে লইয়া এই নবরত্ন সভার অনুরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—রাজা মানসিং, রাজা টোডরমল, রাজা বীরবল, মিঞা তানসেন, শেখ ফৈজী, আবুল ফজল, আবদার রহীম খান খানান, মোল্লা দো-পিয়াজা ও হকিম হুমাম খাঁ।

**ন' মাসের ভরসা, এক 'ঢেঁকুরে' ফর্সা!** (মেয়েলী)

পূর্ণ গর্ভবতীর সন্তান প্রসবের আশা অকস্মাৎ ব্যর্থ হওয়া।

তু॰ To end in smoke.

**ন বাধতে তথা স্কন্ধো বাধতি বাধতে যথা॥** (সং)

মূল ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি। +

প্রবাদ, কোনো রাজার পথিমধ্যে একটি যানবাহকের অভাব ঘটিলে জড়ভরতকে (দ্র॰) ধরিয়া আনিয়া সেই কার্যে নিযুক্ত করা হয়। পাছে পদভারে কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে জড়ভরত অতি সাবধানে পদক্ষেপ করায় যান দুলিতে থাকে। রাজা কহিলেন, তোমার যদি স্কন্ধে পীড়া বোধ হয়, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। রাজা ব্যাকরণদুষ্ট 'বাধতি' ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। জড়ভরত বলিলেন, "স্কন্ধে তেমন পীড়া বোধ করিতেছি না যেমন 'বাধতি' ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।"

মূর্খের বচন যেরূপ পীড়াদায়ক দৈহিক কোনো ক্লেশও তেমন হয় না।

**নবান্নের কাক।** দ্র॰ তীর্থের কাক।

অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ফসলের আতপ চাউল, গুড় ও ফলমূলাদি একত্র পাক করিয়া নবান্ন প্রস্তুত হয় এবং তাহা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করা হয়। সর্বপ্রথমে 'কাকবলি' দিবার নিয়ম,—কলার ডোঙায় সজ্জিত আতপ চাউল, কলা ই॰ মন্ত্রপাঠ করিয়া কাকের দলকে তাহা খাইতে দেওয়া হইত।

নবান্ন উৎসবে কাকবলি ভোজনের জন্য অপেক্ষমান কাকের দল।

লক্ষ০ প্রাপ্তির আশায় যে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করে।

**নবাব খাঞ্জা খাঁ।**

ইরাণী মোগল, সিরাজদ্দৌলার অধীনে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। খান জাহান খান নবাব উপাধিধারী ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় বলিয়া নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বড়মানুষী মেজাজের লোক।

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল, ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলবো তাহা কাহারে!
এম্‌নি হল আমার স্বভাব,
যেন বা খাঞ্জা খাঁ নবাব। দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান
[( প্রণয়ের ইতিহাস )।

**ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।** (সং)

মূল অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্যতে সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌॥

যাহা কখনও হয় নাই এবং হইবে না। অভূতপূর্ব। যৎপরোনাস্তি।

লম্বা চুল সোনার চশমা চোখে এক ছোকরা কবি এসে, তাঁর কবিতা অমনোনীত হয়েছে বলে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে আমায় গালাগাল দিয়ে গেলেন। প্রভাত—পত্রপুষ্প (সম্পাদকের কন্যাদায়)।

**ন' মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।**

রাধিকাকে নাকি প্রকাশ্য সভায় নাচিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে, এই অসম্ভব শর্তে সম্মত হইয়াছিলেন যে, নয় মণ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া আসর আলোকিত করিতে হইবে।

অসম্ভব শর্তে কোনো অঙ্গীকার করা হইলে তাহা রক্ষা করিতে হয় না।

গৌরীশঙ্কর। আমার বুদ্ধির কাছে কি বেজার বুদ্ধি, আমি তার ঠাকুরদাদা! আমি উকীলকে লিখে দিয়েছি যে, বেজা যদি কিশোরীকে বে করে, তাকে দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দেব। তা সাত মন তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না! গিরিশ—আয়না।

তু০ न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।

When the sky falls we will catch larks.

**ন' মাসে ছ' মাসে।**

দীর্ঘকালের ব্যবধানে। ক্বচিৎ কখনো। কালেভদ্রে।

"ছেলেবেলা,…আমরা তিনজন সর্ব্বদাই একত্রে থাকতেম। কিন্তু এখন ছ' মাসে ন' মাসে একবারও দেখা হয় না।" [ রমেশ—সংসার।

তু০ Like angel visits, few and far between.

**নমো নমঃ ক'রে সারা।**

এরূপ অনাড়ম্বরে পূজা সমাধা হওয়া যে মন্ত্রও সম্পূর্ণরূপে পাঠ হয় না,—কেবল কয়েকবার নমঃ নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়াই শেষ হয়।

>অত্যন্ত সংক্ষেপে কাজ শেষ করা।

পূজার সময় সাবেক কালের ধূমধাম চলিল না, নমো নম করিয়া কাজ সারিতে হইল। রবীন্দ্র—গল্প চারিটি ( রাসমণির ছেলে )।

**নয়-ছয় হওয়া**

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া সতর্কতার অভাবে নষ্ট হওয়া।

নায়েব-দেওয়ান যিনি আছেন তিনি অবিশ্যি পাকা লোক—কিন্তু নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে সব নয় ছয় হয়ে যাবে। প্রভাত—রত্নদীপ।

তু০ तीन तेरह होना।

**ন যযৌ ন তস্থৌ।** ( সং, কালিদাস—কুমারসম্ভবম্ )

মূল তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।।

হিমালয় দুহিতা উমা যখন মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, মহাদেব তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়া শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। উমা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব সহসা স্বীয় মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন। আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া উমার যে অবস্থা হইল তাহার বর্ণনা।

দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া, যাইতেও না পারা, থাকিতেও না পারা।

মাধ্যাকর্ষণে নামায় ; চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যেখানে উভয়ই সমান সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ।" রামেন্দ্রসুন্দর—জিজ্ঞাসা (নিয়মের রাজত্ব)।

**নয়া নয়া বাঁওরি নয়া নয়া রং, পুরানো হলে বাঁওরি করে ঢং ঢং।** (মে০)

বাঁওরি (বাউটি)—বলয়াকার প্রাচীন অলংকারবি০।

নূতন অবস্থাতেই অলংকারাদির শোভা থাকে, তাহার যত্নও থাকে।

**নরক গুলজার।**

মৃত্যুর পর বহু পাপী নরকে সমবেত হইয়া সদা কোলাহল করিয়া থাকে।

>বহু কুলোকের সমাগমে আসর সরগরম।

কোথাও উঠিছে হর্‌রা উল্লাস-চীচকার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার। বিহারী চক্র০—প্রেমপ্রবাহিনী।

**নরম কাঠে ছুতোরের বল।**

নরম কাঠ পাইলে ছুতার তাহার উপর বেশ জোর ফলাইতে পারে।

লক্ষ০ প্রতিপক্ষ দুর্বল হইলে সকলেই কঠোর হইতে পারে।

**নরম-গরম।** গরম = উগ্র; কঠোর।

কোমলে কঠোরে মিশাইয়া আচরণ বা বচন-বিন্যাস। মিঠেকড়া।

**নরম মাটিতে বেরালে 'আঁচড়ায়'।**

দ্র০ নরম কাঠে ছুতোরের বল।

**নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল (দড়োর কুকুর)।**

যে ব্যক্তি দুর্বলের সহিত অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে কিন্তু প্রবলকে ভয় করে।

**নরা গজা বিশে শয়, তার অর্ধ বাঁচে হয়,**
**বাইশ বল্‌দা, তেরো ছাগ্‌লা, তার অর্ধ বরা পাগলা।** (খনা)

মানুষ এবং হাতী একশত কুড়ি বৎসর বাঁচে; ঘোড়ার আয়ু তাহার অর্ধেক; বলদ বাইশ বৎসর এবং ছাগল তেরো বৎসর; বন্য বরাহের আয়ু ছাগলের অর্ধেক।

**নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ।** (সং, চাণক্য)

মূল নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ পক্ষিণাং চৈব বায়সঃ।
চতুষ্পদাং শৃগালস্তু স্ত্রীণাং ধূর্তা চ মালিনী॥

মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত।

তু০ जानोयारों में कउया और मनुष्यों में नाउया।

**নরাণাং মাতুলক্রমঃ।** (সং)

মূল গোরক্ষী সহদেবশ্চ নকুলো হয়রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদায়াদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥

মনুষ্যের প্রকৃতি মাতুলের অনুরূপ হয়।

**নরের মন নারায়ণ (+ জানেন)।**

ভগবানকে যেমন জানা যায় না, মানুষের মনও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

**নলকে রাজা, পণকে সাহু।**

নল—একটা বাঁশের সমান দৈর্ঘ্য। পণ—এক পণ কড়ি। সাহু = বণিক।

এক নল-পরিমিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডও যাহার আছে, সে ব্যক্তি ভূস্বামী বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়; যাহার নিকট একপণ মাত্র কড়ি আছে, সে-ই মহাজন!

অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্যও লোক গর্বিত হয়।

**নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া।**

নল্‌চে—হুঁকার দণ্ড যাহার মাথায় কল্‌কে বসানো হয়।

গুরুজনের সমক্ষে তামাকু সেবন করা নিন্দনীয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আড়ালে গিয়া ধূম পান করা সম্ভব হয় না, হুঁকার নল্‌চেটাকেই সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরাল জ্ঞান করিয়া গুরুজনদের সমক্ষেই ধূমপান করা।

ব্যং নামমাত্র নিয়ম পালন।

**নলিনীদলগত জলমতিতরলং।** ( সং, শঙ্করাচার্য্য—মোহমুদ্‌গর )

পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু যেরূপ চঞ্চল, মানব জীবনও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী।

আমরা কোণে বসে, পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, দিন রাত, মরণের ভাবনা ভাব্‌ছি, "নলিনী দলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌" গাচ্ছি, আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধচ্ছে।

তুং জিন্দগী পানীকা বুলবুলা হৈ। [বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**ন' শ' পঞ্চাশ টাকা।**

প্রায় এক হাজারের তুল্য। প্রচুর অর্থ।

"ঠাকুর চালের দামটা ;—তিন মাসে পড়লো…"

"সব বুঝেছি নটবর, এই পুজোটার পরেই ; আর এই ক'টা দিন বাবা।"

"পুজোয় কি এমন ন'শো পঞ্চাশ পাবেন ঠাকুর…।"

**নষ্ট গুড়ের খাজা।** [কেদার বন্দ্যোং—দুঃখের দেওয়ালি (সব্জি-ফল)

খাজা অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন। কিন্তু চিনির রসের পরিবর্তে পচা গুড় দিয়া প্রস্তুত হইলে তাহা অতি নিকৃষ্ট বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

লক্ষং নামে উৎকৃষ্ট কিন্তু কার্যতঃ নিকৃষ্ট।

ওই মাস্টারটি কিন্তু একটি নষ্ট গুড়ের খাজা। ওই তো বাহবা দিয়ে পুকুর মেরে দেশের লোককে জল দিয়ে রাজ্যের মাছগুলোকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে। তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**নষ্ট গুয়া দখিন বায়ে, নষ্ট ঝি দোচারিণী মায়ে,**
**নষ্ট বহু পরের ঘরে, পুত্র নষ্ট পরদার ক'রে।** (ডাক)

দক্ষিণা হাওয়া লাগিলে পানের ফসল নষ্ট হয় ; মাতা অসতী হইলে সেই দৃষ্টান্তে কন্যার চরিত্র নষ্ট হয় ; বধূ পরের বাড়ীতে থাকিলে তাহার চরিত্র নষ্ট হয় ; পরস্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে পুত্রের চরিত্র নষ্ট হয়।

**নষ্টচন্দ্র।**

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীর ( গণেশপূজা দিবসের ) চাঁদ (হরিতালিকা), যাহা দেখিলে বিশেষ বিশেষ রাশির ব্যক্তির নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটে।

চন্দ্র গণেশের হস্তীমুণ্ড দেখিয়া হাসিয়াছিলেন বলিয়া গণেশ শাপ দিয়াছিলেন যে, চন্দ্রকে যে দেখিবে তাহার মিথ্যা কলঙ্ক রটিবে। তখন চন্দ্রও আকাশে উদয় হওয়া বন্ধ করিলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে গণেশ নির্দেশ দিলেন যে কেবল ঐ তিথিতেই ঐরূপ ঘটিবে। কিন্তু সমন্তাক মণির উপাখ্যান শুনিলে কলঙ্ক মোচন হইবে।

নষ্টচন্দ্র দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নামে কলঙ্ক রটিয়াছিল যে তিনি প্রসেনজিৎকে হত্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সূর্যদেব-প্রদত্ত সমন্তাক মণি হরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

মতান্তরে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করায় চন্দ্রের কলঙ্ক ঘটে।

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরবাদে। চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**নষ্ট নারীর পরিচয়,—বুদ্ধিগুণে সতী হয়।**

দুষ্টা নারীর কৃতিত্ব এই যে, সে অসতী হইলেও সুকৌশলে সতী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

**নষ্ট হলো তাঁতির তাঁত, তাই তো নেইকো পেটে ভাত।**

তাঁতই তাঁতির জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। সেই তাঁত নষ্ট হইলে তাহার অন্নাভাব অনিবার্য।

**নসীব যার খালোৎ, লাউ না ওঠে চালোৎ,**
**যদি বা ওঠে চালোৎ, ফল না ধরে ভালোৎ।** খালোৎ = খারাপ (উঃ বঙ্গ)।

কপাল মন্দ হইলে লাউগাছ চালে উঠে না, উঠিলেও ভালো ফলে না।
অভাগার অদৃষ্ট সকল দিক দিয়া ব্যর্থ হয়।

**নসীবের এমনি খেলা,—যারে কই ভাই সেই কয় শালা।**

এমন দুরদৃষ্ট যে যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করা হয়, সেই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

**ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।** (সং, মনুস্মৃতি)

মূল পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।

নারী সর্বদা পরবশ, কখনো স্বাধীন নয়।

**ন স্থানং তিলধারণম্ ( তিলধারয়েৎ )।** (সং)

তিল রাখিবারও স্থান নাই। অত্যধিক জনসমাগম।

প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজচে—৬।৭০০ সুন্দরী, পুরুষ, ঘরে ন স্থানং তিলধারয়েৎ।

রবীন্দ্র—য়ুরোপ প্রবাসির পত্র।

**নস্যাৎ করা।** ( সং ) ন স্যাৎ ( থাকিবে না )।

ব্যা॰ নস্য >নস্যাৎ=নস্যের মতো নাকে গুঁজিয়া শেষ করিয়া দেওয়া

লক্ষ॰ তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষা করা।

আমি বললেই কি শুনবে? ও নিজের বাপকেই নস্যাৎ করে দেয়,— আমি তো কোন্ ছার!

**ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।** ( সং, কঠোপনিষৎ ও গীতা )

মূল অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

শরীর হত হইলেও ইনি (আত্মা) হত হয়েন না। (বঙ্কিম-অনুবাদিত)।

মানবাত্মা অবিনশ্বর।

**ন হোমায় ন যজ্ঞায়।** **না হোমে না যজ্ঞে।** দ্র॰ ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

**না আঁচালে বিশ্বাস নেই।**

অনাহূত হইয়া গেলে অথবা বেল্লিকের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে ভোজন মিলিবার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। সে অবস্থায় ভোজনান্তে আচমন করিলে তবেই ভোজন হইল বলিয়া প্রত্যয় হয়।

>অনিশ্চিত ব্যাপারের উপর কোনো আস্থা রাখা যায় না।

তু॰ Don't haloo till you are out of the wood.

**না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ।** দ্র॰ নারদের নিমন্ত্রণ।

**নাই ঘরে খাঁই বেশী।** পা॰ ঘরে নাই, তাই খাই খাই।

অভাবগ্রস্থ সংসারে আকাংক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

**নাইতে-খেতে সারা।**

রোগ সম্পূর্ণরূপে না সারিলেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা সহজ ভাবে স্নানাহার করিতে করিতে ক্রমে আপনা হইতেই সারিয়া যায়।

সামান্য অভাব বা ত্রুটি ক্রমে আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়া যায়।

"সেই কলকাতার ডাক্তার আমায় দেখে কি বলল পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "কিছু বিশেষ হয়নি বলেছে। এই নাইতে খেতে যাবে আর কি?" সীতা দেবী – মহামায়া।

**নাই বা করলো লেখাপড়ি,—পাবেই একটা দারোগাগিরি।**

সেকালে দারোগার কার্য করিতে বিদ্যার প্রয়োজন হইত না;— যে কোনো দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকই এ কাজ করিতে পারিত।

লেখাপড়া না শিখিলেও যেমন-তেমন একটা কাজ জুটিয়া যায়।

**নাই বা দিলে তাই বা কি,—গুড়ে মণ্ডার অভাব কি ?**

গুড়ে মণ্ডা—গুড় দিয়া পাক করা নিকৃষ্ট জাতীয় মিষ্টান্ন।

প্রত্যাখ্যাত যাচকের সান্ত্বনা।

**নাইয়ের কুকুরের ভোজন পাতে।** দ্র০ কুকুরকে নাই দিলে ই০।

কুকুরকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে সে প্রভুর সঙ্গে এক পাতে ভাত খায়।

**নাও রে, তুই ল' মোরে আমি লই তোরে।**

নৌকা মানুষকে বহন করে, মানুষ তাহাকে চালায়।

লক্ষ০ দুইজনের সহযোগীতায় দুরুহ কার্য সম্পন্ন হয়।

**নাক গলানো।**

অপরের ব্যাপারে অনধিকার-চর্চা করা।

তু০ To poke one's nose in another's affairs.

**'না' কথার বালাই নেই।** দ্র০ জানি না, পারি না, নাইকো ঘরে ই০।

তু০ एक नहीं सत्तर बला टाले।

**নাক-ফোঁড়া বলদ।**

বলদের নাসিকায় ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া দড়ি পরাইয়া দেওয়া হয়। এই দড়িতে টান দিলে বলদের ক্লেশ হয় এবং সেজন্য তাহাকে ইচ্ছামত চালনা করা যায়। সম্পূর্ণরূপে পরের আয়ত্তাধীন।

সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু।

খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥ কবিকঙ্কণ—চন্ডী০।

**নাক বাজে যার নিদকালে, রুষ্য ভাষে তুষ্য বলে,**
**ভুমি কাঁপে পায়ের ঘায় ;—তার এয়োতি ক'দিন রয় ?** (ডাক)

নারীর বৈধব্যের পূর্বলক্ষণ :—নিদ্রাকালে নাক ডাকা, রোষভরে কুকথা বলা, পদভরে ভূমি কম্পিত হওয়া।

**নাক শিকায় তোলা। নাক সিঁটকানো।**

ঘৃণা বা অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করা।

"দিদির কথা ছেড়ে দিন, দিদি আজকাল মেমসাহেব হয়েছেন কিনা, কিছুই ওঁর আর পছন্দ হয় না, নাকটি শিকেয় উঠেই আছে। [ প্রভাত—গরীব স্বামী।

**নাকানি-চোবানি।**

জলের ভিতর মাথা ডুবাইয়া ধরিলে, নাকে-মুখে জল ঢুকিয়া ক্লেশ হয়।

লক্ষ০ দুঃখ কষ্ট দেওয়া।

'কি বলেন ? ছেড়ে দেব ? না, কটা দিন নাকানি-চুবানী খাইয়ে ঢিট করে' দেব ?' অচিন্ত্য—পলায়ণ ( ক্লোজ-আপ )।

**নাকে কাজ, না নিঃশ্বাসে কাজ ?**

জীবন ধারণের জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অপরিহার্য,—নাসিকা তাহার যন্ত্র মাত্র। সুতরাং নাসিকা অপেক্ষা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গুরুত্ব বেশী।

মূল বস্তুর তুলনায় তাহার আনুসঙ্গিক অংশের মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

**নাকে ( +কানে ) খৎ।** খৎ=লিখন। নাক দিয়া ভূমিতে ঘর্ষন।

লক্ষ° কোনো কুকর্মের জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া এরূপ কার্য ভবিষ্যতে আর না করিবার অঙ্গীকার।

ভক্তপ্রসাদ। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে!··· যা হোক, এই নাকে কাণে খত। এমন কর্ম্মে আর নয়।

তু° নাক রগড়ী। [ মাইকেল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

**নাকে (+সর্ষের) তেল দিয়ে ঘুমানো।**

তেল দিলে নাশাপথ সরল হয় এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সহজ হয় বলিয়া নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

লক্ষ° সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা।

সে প্রকাশ্যে কাছারি বাড়ী লুটতে এসেছিল। তুমি কি ভাবচ পুলিশ সেদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল? হেমেন্দ্রকুমার রায়—

**নাকে দড়ি দিয়ে চালানো।** দ্র° নাকফোঁড়া বলদ। [ ঝড়ের যাত্রী।

ভূষণ এখন জমিদার বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা। স্বয়ং জমিদার তাহার কথায় ওঠেন, তাহার কথায় বসেন। বলিতে গেলে ভূষণ তাঁহার নাকে দড়ি দিয়া নাচায়। অনুরূপা দেবী—জ্যোতিঃহারা।

**নাকে-মুখে গোঁজা।**

খাদ্যদ্রব্য মুখে দিতে গিয়া নাকেও চলিয়া যাওয়া। অতি দ্রুত আহার।

মিনিট দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোন মতে নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল। শরৎ—মেজদিদি ( আঁধারে আলো )।

**নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশী ; নামের চেয়ে নামের ডাক বেশী।**

লক্ষ° যোগ্যতা ও সদ্‌গুণ অপেক্ষা খ্যাতি বেশী।

তু° ঊঁচী দুকান ফীকী পকবান।

**নাকের জলে চোখের জলে।**

অধিক রোদন করিলে নাক দিয়াও জল পড়ে এবং চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়া একাধিক ধারা বহিয়া থাকে। চরম দুর্গতি।

"আমাদের সমাজের গতিক, যদি একটা মানুষকে কায়দায় পেলে তবে তাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ে।" রবীন্দ্র—গোরা।

**নাকের ডগায় রাগ।**

রাগ যেন সর্বদা নাকের ডগায় ঝুলিতেছে, অনায়াসে হাতে লওয়া যায়। লক্ষ০ সহসা ক্রুদ্ধ হওয়ার স্বভাব।

অমন নাকের ডগায় রাগ নিয়ে পরের চাকরি করা চলে না।

**নাকের বদলে নরুণ।**

বাংলা উপকথায় বেগুন খাইতে গিয়া শিয়ালের নাকে কাঁটা ফুটিয়াছিল। নাপিত নরুণ দিয়া কাঁটা বাহির করিতে গেলে শিয়ালের নাক কাটিয়া গেল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শিয়াল নাকের বদলে নাপিতের নরুণটি অধিকার করিল। পরে একটির বদলে আর একটি বস্তু আদায় করিতে করিতে শিয়াল অবশেষে একটা ঢোল পাইয়া গাছের উপর বসিয়া মহা আনন্দে ঢোল বাজাইয়া নিজের এই কীর্তিগাথা গাহিতে গাহিতে পড়িয়া মরিয়া গেল :—

নাকের বদলে নরুণ পেলুম, তাক্ ডুমাডুম্ ডুম।
নরুণের বদলে হাঁড়ি পেলুম তাক্ ডুমাডুম ডুম্। ইত্যাদি

একটা জিনিসের পরিবর্তে ভিন্ন প্রকারের আর একটা জিনিস পাওয়া।

রসিকবাবু হাতখানি পকেটের মধ্যে লুকাইলেন, ম্লানকন্ঠে বলিলেন,—কটন মিলের কারখানায় মিস্ত্রি ছিলাম, ভাল মাইনে পেতাম। তারপর করাত মেসিনে আঙুলগুলো গেল। কিছু খেসারত পেলাম বটে, নাকের বদলে নরুণ! শরদিন্দু বন্দ্যো০—চিড়িয়াখানা।

**নাগর এলো না উতলা মন, কিসের রাঁধন, কিসের ভোজন।** (মেয়েলী)

প্রেমাস্পদের অদর্শনে প্রেমিকা ব্যাকুল হইয়া উঠে; তখন গৃহস্থালীর কাজকর্মে স্পৃহা থাকে না।

>আকাংক্ষিত বস্তুর অভাব ঘটিলে কিছুই ভালো লাগে না।

**নাচতে জানি না, আমায় ধরে এনেছে;**
**যদি বা নাচি, আমার ছেলে নেবে কে?** (মেয়েলী)

কাজ না করিবার জন্য মিথ্যা ও বাজে ওজর-আপত্তি।

**নাচতে জানে না, উঠান চষে।**

যে নাচিতে জানে না, তাহার নাচ মোটেই নাচের মতো নয়,—কৃষাণ যেমন মাঠ চষিবার সময় সারা মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ করে।

>আনাড়ির কাজ করিবার হাস্যোদ্দিপক চেষ্টা।

**নাচতে না জানলে উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)।**

কেহ নিজের অক্ষমতা স্বীকার পায় না, ত্রুটির জন্য অপরকে দায়ী করে।

তু০ নাচ না আবে আঙ্গন টেঢ়।

A bad workman quarrels with his tools.

**নাচতে নেমে ঘোমটা টানা।**

যে নারী আসরে নাচিতে পারে তাহার লজ্জা-সরম থাকিতে পারে না। তথাপি ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করা লজ্জাশীলতার ভান মাত্র।

লক্ষ০ কোনো দূষণীয় কার্য করিতে গিয়া অতি সংকোচের ভান করা।

বিষয় করতে গেলেই ও সব চাই, আসরে নেমে আর ঘোমটা কেন ?

তু০ নাচ্‌নে উঠে তো ঘুঁঘট ক্যা ? [ দ্বিজেন্দ্রলাল—পরপারে।

**না চাইতে ছাতিটা, চাইলে পরে (পাবো) হাতীটা।**

বিনা আয়াসে যদি একটা সামান্য জিনিস পাওয়া যায়, একটু চেষ্টা করিলে অনেক বড়ো জিনিস পাওয়া যাইতে পারে।

**'নাচুন্তি' লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ।**

কুকর্ম যে করিতেছে তাহার লজ্জা-সংকোচ নাই। অথচ যে তাহা দেখিতেছে তাহারই অতিরিক্ত কুণ্ঠা বোধ।

**নাচে ভালো, পাক দেয় উল্টো।**

নাচতে পারে ভালোই, কেবল মাঝে মাঝে যে ঘুরপাক খাইতে হয় তাহাতেই একটু ভুল হইয়া যায়।

স্পষ্ট কথায় অপরের কার্যের নিন্দা না করিয়া সামান্য ত্রুটির উল্লেখ মাত্র করিয়া মন রাখা কথা বলা।

**নাচের পা থামে না।**

পূর্ণোদ্যমে নাচিতে নাচিতে সহসা পা থামাইতে পারা যায় না।

লক্ষ০ কোনো কাজে ঝোঁক চাপিয়া গেলে তাহা রোধ করা যায় না।

**নাচের পুতল হয় কি মানুষ তুললে উঁচু ক'রে ?**

পুতুল-নাচের পুতুলকে মানুষের মতো নাচানো যায়, কিন্তু তাহাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করা যায় না।

হীন অক্ষম ব্যক্তিকে কোনমতেই মহত্ত্বের গৌরব দান করা যায় না।

**নাচো, কোঁদো,—ভুলো না।**

আমোদ করায় দোষ নাই, কিন্তু নিজের কাজ সর্বদা মনে রাখা উচিত।

**নাছোড়বান্দা।** দ্র০ ছিনে জোঁক।

যে বান্দা বা দাস কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না।

>যে ব্যক্তি কিছু ধরিয়া বসিলে সহজে তাহা ছাড়িতে চাহে না।

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম।

বিভূতি বন্দ্যো০—জন্ম ও মৃত্যু (তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প)।

**নাটা কাঁঠালের আঠা বেশী।** দ্র০ ইঁচড়ে পাকা।

অপরিপুষ্ট কাঁঠাল পাকিলে তাহার ভিতরে আঠা বেশী হয়।

**নাটের গুরু (+নিত্যানন্দ)।**

নাটকাদি অভিনয়ের কোনো সম্মিলিত প্রচেষ্টার নেতা।

>কোনো বিচিত্র ব্যাপারের প্রযোজক বা নায়ক।

কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয় নি। শরদিন্দু বন্দ্যো০—[ ব্যোমকেশের ডায়েরী।

**নাড়ার মায়ের ভাঁড়ার।** (মেয়েলী)

নাড়া –এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া রাখা।

যে নারী সর্বদাই তাহার জিনিসপত্র এক স্থান হইতে আর এক স্থানে নাড়িয়া রাখে তাহার ভান্ডার একস্থানে বেশিক্ষণ থাকে না।

>ভ্রাম্যমান অস্থায়ী ভাঁড়ার।

এক জায়গায় খেলাঘর পেতে খেলা কর্ না বাপু। নাড়ার মায়ের ভাঁড়ার নিয়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াস কেন?

**নাড়ী-ছেঁড়া ধন।**

প্রসূতীর নাড়ী কাটিয়া যে সন্তান লাভ হয়।

সন্তান, যে জননীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র।

ছেলে নাড়ী ছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার রঙ এত সুন্দর। [ চন্দ্রনাথ বসু—ফুল ও ফল (কোকিল)।

**নাড়ী টেপা।**

রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য তাহার মণিবন্ধস্থিত ধমনী অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা।

ব্য০ নাড়ী পরীক্ষার ভান করা।

বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে বৈদ্য এসে কেবল নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও' বলে চলে যায়, রোগী ঔষধ খেলে কি না খেলে তার কোন খোঁজ খবর না নেয়, সে অধম বৈদ্য। [ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

**নাড়ী-নক্ষত্র। নাড়ীর খবর।**

নাড়ী—দেহ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। নক্ষত্র—কোষ্ঠী সম্বন্ধে জ্ঞান। জীবনের সমুদয় ঘটনা।

>ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ তথ্য।

বড় জোর দু মাসের মধ্যে এই জাল ভবেন্দ্রের সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র আমি যদি জানতে না পারি তবে আমার নাম খগেন্দ্র নয়। প্রভাত—রত্নদীপ।

**নাড়ীর ( আঁতের ) টান**। টান=আকর্ষণ; স্নেহ-মমতা।

পরমাত্মীয়ের প্রতি জন্মগত স্নেহ-মমতা।

"যেখানে যত দূরে থাকি না দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমাদের জন্যে কেঁদে মরবো, আর কি কেউ তেমনি করে কাঁদবে?" শরৎ—নিষ্কৃতি।

**নাড়ু-গোপাল।**

পূর্বকালে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু-মহাশয় প্রদত্ত পড়ুয়াগণের দণ্ড বি°।

অপরাধী বালককে গোপালের ন্যায়, চতুষ্পদশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপর রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত।

**নাড়ু নাড়লেই গুঁড়ো পড়ে।** [ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ই°।

নাড়ু লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই তাহার গুঁড়া খসিয়া পড়া অনিবার্য।

লক্ষ° (১) ব্যবহার করিলে সকল বস্তুরই ক্ষয় হয়।

(২) অপরের টাকাকড়ি লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিলে তাহা হইতে নিজের কিছু লাভ হইয়া থাকে।

**নাতিপুতির গুষ্টী, নেই ঠিকুজি-কুষ্ঠী।**

পরিবারের মধ্যে এতগুলি শিশু, যে সকলের হিসাব রাখা যায় না।

**নাতির নাতি,—স্বর্গে বাতি।**

নিজের জীবদ্দশায় পৌত্রের পৌত্র জন্মিতে সচরাচর দেখা যায় না। যাহার অদৃষ্টে তাহা ঘটে সে অতি দীর্ঘজীবী, সুতরাং পুণ্যবান।

**নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি ( ব্যয় )।** নাতোয়ান=অক্ষম, অসমর্থ।

যে প্রজা অর্থাভাব বশতঃ যথাসময়ে খাজনা দিতে পারে না, সে পরে সুদ-সমেত অধিক টাকা দিতে বাধ্য হয়।

যে অভাবগ্রস্ত তাহাকেই অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

**নাতোয়ানের সাত ঘর খোলা।**

অক্ষমকে সাহায্য করিবার লোকের অভাব নাই।

**না থাকনের চেয়ে মাগন ভালো।**

অভাবগ্রস্ত হইয়া ক্লেশভোগ করিতে থাকা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া অভাব পূরণ করা ভালো।

**নাদান দোস্তের চেয়ে দানা দুশমন ভালো।**

নাদান ( ফা° )=নির্বোধ। দানা ( ফা° )=বুদ্ধিমান।

নির্বোধ বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

**নাদুস নুদুস।**

নাদুস—মাটির নাদার মত স্ফীতোদর। নুদুস সহংশব্দ।

মেদমাংসবহুল গোলগাল দেহ।

বাসরঘরে তারিণী বাবুর মত নাদুস নোদুস, গোলগাল, বয়স্ক রসিক বর তালপুকুরের সুন্দরীগণ সর্ব্বদা পান না। রমেশ—সমাজ।

**না দেবার কাঁঠালের শাওনে নাম।** শাওনে—যে ফল শ্রাবণ মাসে পাকে।

কেহ কাঁঠাল চাহিলে তাহা যদি দিবার ইচ্ছা না থাকে, তো এই বলিয়া তাহাকে বিমুখ করা যায় যে, ও-গাছের কাঁঠাল এখনও খাইবার উপযুক্ত হয় নাই, শ্রাবণ মাসে পাকিবে।

প্রার্থীকে বিমুখ করিবার ছলের অভাব হয় না।

**না দেবার চাল,—আজ নয় কাল।** চাল=রীতি; কৌশল।

প্রার্থিত বস্তু দিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আজ দিতে পারিতেছি না, কাল দিব, বলিয়া কৌশলে বিমুখ করা যায়।

**"নানান দেশের নানান ভাষা।**
**বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা?"** (ঈশ্বর গুপ্ত)

নিজের মাতৃভাষা যেমন মধুর লাগে তেমন আর কোনো ভাষা নয়।

তু॰ बिन निज भाषा ज्ञानके मिटत न हियको शूल।

**নানা মুনির নানা মত।**

মুনিঋষিগণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মতামত বিভিন্ন। সেইরূপ কোনো বিষয়েই সকলের মতৈক্য দেখা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরম সোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

তু॰ Doctors differ. [ রাজকৃষ্ণ মুখো॰—নানা প্রবন্ধ (সভ্যতা)।

**না নোয়ালে মাথা, বাজে চালের বাতা।**

মাথা হেঁট না করিলে চালের বাতায় ঠুকিয়া যায়।

লক্ষ॰ উদ্ধত আচরণ করিলে দুঃখ পাইতে হয়।

**নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।** (সং, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)

মূল তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমতি +

অনুবাদ তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পন্থা নাই।

ইহা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। [ রবীন্দ্র—স্বদেশ।

যেই ঔষধ প্রয়োগ—১৫ মিনিটে তার প্রাণও বিয়োগ! আমার সর্বনাশ ক'রে হরে সরে গেল—আমিও বাবার বাক্স ভেঙে সেই রাত্রেই বোম্বাই মুখো। নান্যঃ পন্থা। কেদার—দুঃখের দেওয়ালি ( বিচিত্রা )

**না পড়ালি পো, তো সভাতে ( সহবতে ) নিয়ে থো।**

( আ০ ) সোহবৎ>সহবত=সংসর্গ-জনিত গুণ।

ছেলেকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিতে না পারিলে তাহাকে অন্ততঃ ভব্যতা শিক্ষার জন্য ভদ্র সমাজের সংসর্গে রাখা উচিত।

**না প'ড়ে পণ্ডিত।**

ব্য০ যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের অনুশীলন না করিয়াই সে বিষয়ে পারদর্শিতার মিথ্যা পরিচয় দেয়।

পন্ডিত বংশে জন্ম বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় উত্তরাধিকারসূত্রে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' জন্মিয়াছে। অর্থাৎ 'না পড়ে পন্ডিত' হইয়া পড়িয়াছি।

**নাপার্যমানে নাত-জামাই।** ( মেয়েলী ) [ ললিত বন্দ্যো০—পাগলা ঝোরা।

নাপার্যমানে—না পারার জন্য। অভাব বশতঃ। দায়ে পড়িয়া।

প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অগত্যা নাত-জামাইয়ের সহিত প্রেমের অভিনয়।

উপযুক্ত বস্তুর অভাবে অন্য যে কোনো বস্তু দ্বারা সাধ মিটানো।

অভাবে পেয়েছ ভাল নাতিনীজামাই। ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**নাপিত দেখলেই নখ বাড়ে ( নখকুণি হয় )।**

নাপিত দেখিলেই মনে হয় নখ বাড়িয়াছে, কাটাইয়া লই।

>অপ্রয়োজনীয় বস্তুও সম্মুখে দেখিলে প্রয়োজনবোধ হয়।

তু০ नौआ देखले काखेबार।

**নাপিত হলো কবিরাজ, খেউরি করবে কে?**

সকলেই যদি নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়া উচ্চতর ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের কার্য করিবার কেহ থাকে না।

**নাপিতের যোলো চোঙা বুদ্ধি।**

নাপিত বাঁশের চোঙ বা নলের ভিতর ক্ষুর, নরুণ ই০ অস্ত্র রাখে এবং সেইরূপ (ব্য০) যোলোটি চোঙের ভিতর যোলো প্রকার বুদ্ধিও রাখে।

নাপিত স্বভাবতঃ অতি ধূর্ত, নানা বুদ্ধি-কৌশল থাকে।

**না বিইয়ে কানাইয়ের মা।** ( মেয়েলী )

কানাই বা কৃষ্ণকে না প্রসব করিয়াও যশোদা পরম স্নেহে পালন করিয়া কার্যতঃ তাঁহার মা হইয়াছিলেন।

অপরের সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা-যুক্তা নারী।

ব্যং গর্ভধারিনী অপেক্ষা যে নারী অধিক স্নেহের ভান করে।

অহল্যা। দেখেচ? আমি না বিইয়ে কানায়ের মা। যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" বলত, তেমনি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবন চল্‌লুম। গিরিশ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

**না বুঝে ছিলাম ভালো, আধেক বুঝে পরাণ গেল।**

পাং বোঝেনি যে আছে ভালো, আধ-বুঝনীর প্রাণটা গেল।

আংশিক জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞতাও ভালো।

তুং A little knowledge is a dangerous thing.

**নাম করলে হাঁড়ি ফাটে (অন্ন জোটে না)।**

কৃপণ লোক এতদূর ঘৃণার পাত্র যে, কেহ কৃপণের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিলে তাহার অদৃষ্টে সেদিন অন্ন জুটে না, অথবা উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়—এরূপ বিশ্বাস। কৃপণের নাম-মাহাত্ম্য।

তাঁহার নামে লোকের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায় এইরূপ জনশ্রুতি। তাঁহাকে দেখিয়া বোঝা দুঃসাধ্য যে তিনি যেকোন মুহূর্তে দশ পনর হাজার টাকা বাহির করিয়া দিতে পারেন। "বনফুল"—দ্বৈরথ।

**নাম করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি।**

যাহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে, সে ব্যক্তি দৈবাৎ সেই সময়ে উপস্থিত হইলে স্বভাবতই তাহা আনন্দের কারণ হয় এবং তখন তাহাকে এই বলিয়া অভিনন্দন করা হয় যে, সে দীর্ঘজীবী হইবে।

আইস বাবা আইস, তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে। এখনই আমরা তোমারই কথা কহিতেছিলাম। তোমার পরমায়ু বাড়িবে। দামোদর—নবীনা।

**নাম-কাটা সেপাই।**

সৈন্যদল হইতে যে সিপাহী বহিস্কৃত হইয়াছে, সে কর্তৃপক্ষের শাসন ও নিয়মানুবর্তিতা হইতে মুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি নির্ভয়ে যথেচ্ছাচরণ করিয়া বেড়ায়।

"তিনিও কোকেন, গাঁজা-টাঁজা খান বটে, কিন্তু দাদার মত এখনও নাম-কাটা সেপাই হয়ে ওঠেননি।" শরদিন্দু বন্দ্যোং—ব্যোমকেশের কাহিনী।

**নামটা ঢাকের মতন, ভিতরটা ফাঁক।**

বাহিরে বিপুল আড়ম্বর, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য।

**নাম-ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে।**

ঐশ্বর্য বা ক্ষমতার খ্যাতিতে দেশ পূর্ণ, কিন্তু গৃহে দারুণ দুর্দশা।

**নাম লেখানো।** ( অশিষ্ট )

পণ্যা নারীগণের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া। প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করা।

জগদম্বা। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলিনে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি। পোড়াকপালীরা ঘরে থাকতে না পারিস, নাম লেখা গে, নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত মন্ত্রী পাবি। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

তু০ কোঠেপর বৈঠনা।

**নামে গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ।** দ্র০ জাত-গোয়ালার কাঁজি ভক্ষণ।

**নামে-ডাকে গুরু-মশাই, লেজা-মুড়োর জ্ঞান নাই।**

কোনদিকে মাথা কোনদিকে লেজ, সে জ্ঞান নাই—এমন পন্ডিত-মূর্খ।

**নায়কের মর্জি, উলুবনে কীর্তন।**

কীর্তন-গায়কেরা তাহাদের দলপতির আজ্ঞাকারী। দলপতির যদি খেয়াল হয় যে উলুবনে কীর্তনের আসর হইবে, গায়কেরা সেখানেই গাহিতে বাধ্য। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।** ( সং, মুন্ডকোপনিষৎ )

দুর্বলের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

**নায়েই যান, আর পায়েই যান, পথ আছে সেই একখান।**

ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেও একই ফল হয়।

**নায়ে (খেয়ার) কড়ি দিয়ে ডুবে পার।**

নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইবার জন্য পারনি দিয়াও, অবশেষে জলে পড়িয়া কোনগতিকে নিজের চেষ্টায় নদী পার হইতে বাধ্য হওয়া।

>মূল্য দিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু না পাওয়া।

তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার? চন্ডীদাস—পদাবলী।

**নারদ নারদ, খেংরাকাঠি, লেগে যা নারদ ঝুটোপাটি।**

ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ ঢেঁকি আরোহন করিয়া বীণাবাদ্য সহকারে হরিগুণ গান করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমন করিতেন। দেব-সমাজের পরামর্শ দাতা, দূত ও ঘটক রূপে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নারদ অতিমাত্রায় কলহপ্রিয়; কৌশলে দেবগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেন। ( হরিবংশ; শিবপুরাণ )।

নারদের কলহপ্রিয়তার কারণে লোকে কলহে উৎসাহ দিবার জন্য নারদের নাম স্মরণ করে।

পাড়ার দুই পাঁচটা দুষ্ট ছেলে এই ঝগড়া শুনিয়া হর্ষভরে সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং করতালি দিয়া 'নারদ' 'নারদ' বলিয়া নাচিতে লাগিল।
দীনেন্দ্রকুমার রায়—পল্লীচিত্র।

**নারদের নিমন্ত্রণ।**

দেবর্ষি নারদ ত্রিভুবন ভ্রমন করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতেন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন, কিন্তু অতিথি-সৎকারের কোনো ব্যবস্থা করিতেন না।

>বিনা আয়োজনে নিমন্ত্রণ।

রায় বলিলেন, দেখ, অচিন্ত্যবাবুকে আজ নেমন্তন্ন করেছি, তাঁর দুধ একটু ঘন করেই জাল দিয়ে রেখো।

হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলে, বেশ। কিন্তু আর কেউকে নেমন্তন্ন কর নি তো? তোমার তো আবার নারদের নেমন্তন্ন।

**না রাম না গঙ্গা।** [ তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

এমন মৌনাবলম্বন করা যে অতি সাধারণ রাম বা গঙ্গার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করা। কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকা।

বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরবভাবে থাকিলেন।

তু॰ To keep mum. [ টেকচাঁদ—মদ খাওয়া বড় দায়।

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।**
**দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়োমুদীরয়েৎ॥** (সং) জয় = ধর্মগ্রন্থ।

নারায়ণ-স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, তাঁহাদের লীলা-প্রকটকারিণী দেবী সরস্বতী এবং তাহার বক্তা ব্যাসদেবকে নমস্কার পূর্বক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য।

**নারী, কাগজ, না'—তিনের বৈরী বা'।** না' = নৌকা। বা' = বায়ু।

প্রবল বায়ু এই তিনটিকে বিপর্যস্ত করিয়া শত্রুতা সাধন করে। নারীর বস্ত্র বিপর্যস্ত হয়, কাগজ উড়িয়া যায় এবং নৌকা ডুবিয়া যায়।

**"নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা।"** (ভারত—অন্নদামঙ্গল)

স্বতন্তরা = স্বতন্ত্রা; স্বামীর অধীন নয়।

যাহার পত্নী যথেচ্ছাচারিনী সে জীবিত থাকিয়াও মৃত।

**নারীর বল চোখের জল, (+মিথ্যা কথা চোরের বল)।**

নারী দুর্বল, কিন্তু কাঁদিয়া জেতে।

**নারীর বে'ন, কুমোরের পন।** (মেয়েলী) বে'ন—বিয়ান; সন্তান প্রসব।

কুমার যেমন মাটির জিনিস গড়িয়া ক্রমাগত একটার পর একটা পন সাজাইয়া পুড়াইয়া থাকে, সেইরূপ নারী ক্রমাগত গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

**নাল্পে সুখমস্তি।** (সং)

অল্প বস্তুতে সুখ নাই। মানুষ অল্পে তুষ্ট হয় না।

**নাস্তিকের মুখে ধর্মকথা।**

নাস্তিক ঈশ্বর ও বেদ মানে না ; তাই ধর্মালোচনা তাহার শোভা পায় না। যে কার্যে যে বিমুখ তাহার সে বিষয়ের চর্চা অস্বাভাবিক ।

**নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।** (সং) দ্র° ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ।

**না হয়ে যায় না।**

ইহা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। নিশ্চয় ।

এক দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠকায় পুরুষ তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল । শকটার মনে মনে ভাবিলেন, "এ চন্দ্রগুপ্ত না হইয়া যায় না।" হরিসাধন —

**নিঃশ্বাস ফেলবার ( মাথা চুলকোবার ) সময় নেই।** [ কঙ্কণ-চোর ।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আপনি হইয়া থাকে, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় ব্যয় হয় না, তথাপি সময়ের এত অভাব যে সেটুকু অবকাশও নাই ।

কর্মব্যস্তার জন্য লেশমাত্র অবকাশের অভাব ।

রাজা। ( স্বগত ) আজ তিনদিন এখানে আসি নাই, আর কেমন করেই বা আসব ? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার অবকাশ ছিল ?

তু° খানেকী সুধ ন পীনেকা হোশ । [ মাইকেল—কৃষ্ণকুমারী নাটক ।

**নিকামায়ে দর্জি উঠোন ( ছেলের মুখ ) সেলাই করে।**

**নিকামায়ে নাপিত বেরাল ধ'রেও কামায়।** নিকামায়ে—বেকার ।

যাহার কিছু করিবার মতো কাজ নাই সে বাজে কাজে সময় কাটায় ।

**নিকুচি করা।** না কিছু > ( বর্ণ-বিপর্যয়ে ) নিকুচি ।

ছোট ছেলেকে এমন কথা বলিয়া ধমক দেওয়া যাহা শুনিলে ভয় হয়, কিন্তু যাহার অর্থ—"কিছু না।" অর্থহীন তিরস্কার-বাক্য ।

গিনি বলিল, 'আজ পূর্ণিমা কিনা, তাই বাতের ব্যথা চাগাড় দিয়েছে ।' চাটুয্যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন, 'পূনিমার নিকুচি করেছে ।'

**নিকে করবে জ্যাদা, ভুঁই করবে কাদা।** [শরদিন্দু বন্দ্যো°—কালকূট ।

বহু পত্নী থাকিলে গৃহস্থালীর কাজের সুবিধা হয়। নরম জমিতে চাষ করা সহজ হয় ।

**নিকেজোর কাজ বেশী।**

যাহার কোনো কাজকর্ম নাই, সে দেখাইবার চেষ্টা করে যেন তাহার কতো কাজ,—আদৌ অবসর নাই ।

**নিখাউতির গরাস, দেখে লাগে তরাস।** ( মেয়েলী )

মুখে বলে যে কিছু খাইতে পারে না, কিন্তু খাইতে বসিয়া এত বড় বড় গ্রাস তোলে যে দেখিয়া ভয় লাগে। মিথ্যা ভান। আদিখ্যেতা ।

**"নিজ বাসভূমে পরবাসী।"**

মূল কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদায় দিলে। গোবিন্দচন্দ্র রায়—গীত।

নিজের দেশে বা গৃহে থাকিয়াও পরাধীন।

তের বৎসর বয়সে আমি সত্য সত্যই নিরাশ্রয় হইলাম, আমি নিজ বাসগৃহে পরবাসী হইলাম। বাবাকে সংসারের কর্তৃত্ব হইতে বে-দখল করিয়া বিমাতা সেই আসন গ্রহণ করিলেন। [ জলধর সেন—আমার বর (মামাবাবু)।

**নিজ মূর্তি ধারণ করা।**

রাক্ষসাদি মায়াবী জীব ইচ্ছামত যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে নিজের যথার্থ ভীষণ আকৃতি প্রকাশ করে।

ছদ্মবেশ বা কপট আচরণ ছাড়িয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা।

ভিজে বেরালের মত জড়সড় প্রথমতঃ,
গোছ বুঝে নিজ মূর্ত্তি ধরে তার পর। বিহারী চক্র৹—সঙ্গীতশতক।

তু৹ To come out in one's true colour.

**নিজে নিজে কয় বড়ো,—তারে বলি লঘুতর।**

যে নিজের মহত্ত্ব প্রচার করে, প্রকৃত পক্ষে সে অতি হীন।

**নিজের আয়ু, পরের ধন, কে বা দেখে কম?**

সকলেই আশা করে যে সে দীর্ঘজীবী হইবে; আবার অপরের ধনের পরিমাণ অধিক মনে করিয়া ঈর্ষান্বিত হয়।

**নিজের কথা কয় না শালী; পরকে বলে চাল্‌তা-গালী।**

চালতা-গালী—যাহার গাল চাল্‌তার মত ফোলা।

নিজের দোষ না দেখিয়া পরের বেলায় সেই দোষ লক্ষ্য করা।

**নিজের কুচ্ছ নিজে গাওয়া।** কুচ্ছ—কুৎসা; নিন্দা।

নিজের কলঙ্ক নিজেই প্রচার করা।

তু৹ To wash one's own dirty linen in public.

**নিজের কোলে ঝোল টানা।**

কয়েকজনে মিলিয়া এক পাতে ভাত খাইতে বসিলে, ভাতের মাঝখানে যে ঝোল দেওয়া হয়, প্রত্যেকে তাহা নিজের দিকে টানিবার চেষ্টা করে।

লক্ষ৹ অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বার্থসাধনের চেষ্টা করা।

বড় যাএর গিন্নীপনাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না।…তিনি

রোজগেরে স্বামীর পত্নী হইলে নিজের কোলপানে ঝোল টানেন, এ দৃশ্যও বিরল নহে। ললিত বন্দ্যো০—কাব্য-সুধা।

তু০ অন্ধা বাঁটে রেওড়ী, ফির ফির আপনেকো দেয়।

**নিজের চরকায় তেল দেওয়া।**

লক্ষ০ অপরের কাজের সমালোচনা না করিয়া নিজের কাজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা।

নবীনমাধব। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দিন। আমি কল্য প্রাতে সমভি-ব্যাহারে আনিয়া, আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে? দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

তু০ Oil your own machine.

**নিজের ছাগল ( পাঁঠা ) লেজের দিকে কাটা।**

পাঁঠা কাটিবার সময় তাহার শিরশ্ছেদ করাই নিয়ম। কিন্তু যাহার পাঁঠা সে নিজের বস্তু লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে; সুতরাং গলায় কোপ না দিয়া লেজে কোপ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে।

লক্ষ০ নিজের বস্তু লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা চলে।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশ ঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখিতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাহাকেও একটি কথা বলিতে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকেও কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না।"—এই ছিল তাঁর motto.

তু০ অপনা বৈল কুল্হাড়ী নাথব। [প্রমথ চৌধুরী—ঘোষালের ত্রিকথা।

**নিজের ছেলেটি, খায় এতটি, নাচে যেন লাটিমটি।**
**পরের ছেলেটা, খায় এতটা, নাচে যেন বাঁদরটা।** ( মেয়েলী )

**নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশমন।** ( মেয়েলী )

নিজের ছেলের সমস্তই ভালো এবং পরের ছেলের সমস্তই মন্দ,—এরূপ মনে করা মানুষের স্বভাব।

তু০ আপনা পূত পরায়া ঢটীংগর।

**নিজের ঢাক নিজে বাজানো।**

লক্ষ০ নিজেই নিজের মহত্ত্ব প্রচার করা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্যা স্থির করিয়াছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই নির্ম্মিত; যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে না। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়ঢাক

আপনি বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর—জিজ্ঞাসা।

তু॰ अपने मुँह मिया मिट्ठु।

To blow one's own trumpet.

**নিজের দই ( ঘোল ) কেউ টক বলে না।**

লক্ষ॰ নিজের জিনিস কেহ মন্দ বলিয়া স্বীকার পায় না।

তু॰ अपने दहीको खट्टा कौन कहता है ?

All hls own geese are swans.

**নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।**

নাসিকাহীন মুখ অযাত্রা ( দ্র॰ কাক, নাক, ফণী, মাকড়, গোধা ই॰ )।

অপরের যাত্রাকালে বিঘ্ন ঘটাইয়া শত্রুতা সাধনের জন্য নিজের নাক কাটিয়া ফেলিয়া যাত্রাকারীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া।

লক্ষ॰ পরের অনিষ্ট সাধনের জন্য নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধন।

"মাসিমা, আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করা মানুষের স্বভাব! পরের মেয়ে ঘরে এনে কেন বল দেখি, একটা জঞ্জাল করা! আমরা মায়ে পোয়ে কি মন্দ আছি ?" নিরুপমা দেবী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

তু॰ আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

अपना नाक कटे तो कटे, दुसरेको सगुन तो बिगड़े।

To cut off one's nose to spite one's face.

**নিজের নাক ডাকা কেউ মানে না।**

নিদ্রাকালে যাহার নাসিকা-গর্জ্জন হয়, সে নিদ্রিত থাকায় তাহা শুনিতে পায় না, সে জন্য বিশ্বাস করে না। নিজের দোষ জানা যায় না।

**নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।**

লক্ষ॰ নিজের অনিষ্টজনক কার্য করা।

আপনি কুঠার মাল্যি আপনার পায়।
অহঙ্কারের ভাবেতে গা ডুবালি দরিয়ায়॥

তু॰ अपने हाथो कुलहाड़ि मारना। [শংকর কবিচন্দ্র—অংগদ রায়বার।

**নিজের পায়ে দাঁড়ানো।**

লক্ষ॰ অপরের বিনা সাহায্যে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করা।

পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। 'বনফুল'—সপ্তর্ষি।

তু॰ अपना तोसा अपना भरोसा।

To stand on one's own feet.

**নিজের ফাঁদে নিজেই পড়া।**

পরকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টার ফলে নিজেই সেই বিপদে পড়া।

তুঃ To be hoist with one's own petard.

**নিজের বুকে ( গায়ে ) হাত দিয়ে বলা।**

অপরের সমালোচনা করিবার সমন নিজের কার্যের বা আচরণের কথাও স্মরণ রাখিয়া কথা বলা।

তুঃ To lay one's hand on one's heart and say.

**নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলার দাঁত-কপাটি।**

**নিজের বেলায় চাপন-চোপন, পরের বেলায় ঝুরঝুরে মাপন।**

লক্ষঃ নিজের স্বার্থরক্ষায় বেশ হুঁসিয়ার, কিন্তু পরের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেই বিপন্ন বোধ করা। ঘোর স্বার্থপরতা।

**নিজের বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত।**

মহাপ্রসাদ—পুরীর জগন্নাথদেবকে ভোগ দেওয়া অন্ন।

নিজের বস্তুকে অধিক মর্যাদা দেওয়া।

**নিজের বেলায় সব কানা।**

নিজের দোষ দেখিবার সময় সকলেই কানা সাজে, দেখিয়াও দেখে না।

**নিজের বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মণ্ডা।**

পত্নীকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য স্ত্রৈণ পুরুষের বিসদৃশ আচরণ।

**নিজের রান্না ভালো লাগে তিন জনের ; নিজের, ঠাকুরের, কুকুরের।**

রান্না খারাপ হইলেও তিনজনে তাহা খারাপ বলে না ; যে রাঁধিয়াছে ( নিজের মানের খাতিরে ), যে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয় ( কারণ ঠাকুর নির্জীব ), আর কুকুর ( যাহার ভালমন্দ বিচার নাই )।

**নিজের হাতে পড়লো হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি।** ( মেয়েলী )

পরিজনগণের মধ্যে যাহার উপর রন্ধনশালার ভার ন্যস্ত থাকে, ব্যয় সংকোচের ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হয়। কাজেই সে নিজের ভাগের ভাত রাখিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমানি খাইয়া উদর পূর্ণ করে।

দায়িত্ব পালন করিতে হইলে বহু ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

**নিতি নিতি অপরাধ করে, বলে ডাক কি করিবু তারে।** ( ডাক )

অপকর্ম করা যাহার অভ্যাস, তাহার সংশোধনের আশা নাই।

**নিত্য চাষার ঝি, বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি ?**

চাষার মেয়ে জীবনে বেগুন-ক্ষেত বিস্তর দেখিয়াছে ; তথাপি আপনার আভিজাত্য প্রমাণের চেষ্টায় বেগুন ক্ষেত দেখিয়া নেকা সাজে।

আভিজাত্যের মিথ্যা ভান।

তু০ চাল্‌তা বেচ্‌নী দোলায় চড়ে, কোনটা কোন দেশ পুছ করে।

**নিত্য নাই দেয় কে, নিত্য রোগী দেখে কে ?**

চিররুগ্ন বা চির অভাবগ্রস্তের ক্লেশ দূর করা অসম্ভব।

**নিত্য ভিক্ষা, তনু রক্ষা।**

প্রতিদিনের জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনই ভিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়া।

ব্রাহ্মণীটি যে রণচণ্ডী! নথের ঝাঁকিতে নাক ছিঁড়ে।—মাথার চুলে তেল নাই, গা-গতরে খৈল নাই, 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা', তার উপর আবার বামুণের চাটাল চাটাল কথা! দক্ষিণারঞ্জন—ঠাকুরমার ঝুলি।

**নিত্য রাজা কটক যায়, পথের সম্বল ঘরে ব'সে খায়।**

কটক যাইবার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করা হয়, তাহা ঘরে বসিয়া খাইয়াই খরচ হইয়া যায়। কাজেই সেদিন যাওয়া ঘটে না। প্রত্যহই এইরূপ হইলে কটক যাত্রা ঘটিয়া উঠে না। জল্পনা-কল্পনায় কার্য পণ্ড।

**নিত্য রোগা, মুখ বাঁকা।**

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে রোগী বদ্‌মেজাজী হইয়া পড়ে।

**নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন্ দিন বা ভালো যায় ?**

যে প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দেখে যে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিতেছে, কোনদিনই সে মানসিক স্বস্তি বোধ করে না।

সর্বদা কাল্পনিক ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিলে অশান্তি কখনই যায় না।

**নিদানকালে রসসিন্ধু।**

রসসিন্ধু—রসসিন্দূর; পারদ ও গন্ধক ঘটিত (মকরধ্বজ জাতীয়) আয়ুর্বেদীয় রসায়ণ বি০, যাহা সেবনে রোগীর জীবনী-শক্তি বর্ধিত হয়।

অন্তিমকালে রোগীকে রসসিন্দূর খাওয়াইয়া জীবনরক্ষার বৃথা চেষ্টা।

লক্ষ০ যখন সাফল্যের কোনও আশা নাই সেই সময়ে বৃথা চেষ্টা করা।

**নিদান দেওয়া (হাঁকা)।**

রোগীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করা।

হাত দেখাব, শুনেছি নাকি হাত দেখে নিদান হাঁকতে পারেন। কবে মরব সেইটে জানব। তারাশঙ্কর—আরোগ্য-নিকেতন।

**নিদানে বিধান নেই।**

রোগের অবস্থা-ভেদে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু অন্তিমকালের উপযোগী কোনো ব্যবস্থা নাই।

মৃত্যু যখন আসন্ন তখন কোনো চিকিৎসাই কার্যকরি হয় না।

**নিদানের বীজ-ধান।**

বীজ-ধান যাহা ভবিষ্যৎ চাষের জন্য রাখা হয়, অভাবের শেষ অবস্থায় তাহাও খাইয়া ফেলা হয়। শেষ সম্বল।

**নিদ্রা সুখের সহচরী, দুঃখের কেউ নয়।**

দেহমন যখন ভালো থাকে তখনই সুনিদ্রা হয়, ক্লেশের সময় হয় না।

**নিভবার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জ্বলে দপ্‌ ক'রে।**

প্রদীপ নিভিবার পূর্বক্ষণে একবার সহসা জোরে জ্বলিয়া উঠে।

লক্ষ০ মৃত্যু বা ধ্বংসের পূর্বে বিপরীত লক্ষণ দেখা যায়।

**নিভানো আগুন জাগিয়ে তোলা।**

লক্ষ০ যে ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

তু০ Raking up the mouldering fire.

**নিমক-হারাম।** হারাম (আ০)=ধর্মবিরুদ্ধ ; নীতিবিরুদ্ধ।

প্রাচীনকালে আরব দেশে লবণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। লবণ দান করিয়া যে উপকার করিত সে কৃতজ্ঞতার পাত্র বিবেচিত হইত।

>অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। বিপ০ নিমক-হালাল।

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শংকরী।। রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**নিম তিতো, নিসিন্দা তিতো, তিতো বুড়ো বর (মাকাল ফল);**
**তার চেয়েও অধিক তিতো বোন-সতীনের ঘর।** (মেয়েলী)

দ্র০ আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে।

**নিম-নিসিন্দা যেথা, মানুষ কি মরে সেথা?**

নিম ও নিসিন্দা গাছ বিষঘ্ন, তাহার হাওয়া রোগের বীজ নষ্ট করে। সেজন্য যেখানে এই গাছ জন্মে সেখানে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

**নিমন্ত্রণ বাড়ীর ভাতে কাঙালী-বিদায়।**

নিমন্ত্রিতদের জন্য যাহা পাক করা হয় তাহার উদ্‌বৃত্ত অংশেই কাঙালী-ভোজন হইয়া যায়।

**নিমুখো কুকুর, কাঁটা খাবার যম।**

ভীরু কুকুর, যাহার মুখ নাই (ডাকে না), সে উচ্ছিষ্ট ভোজনে পটু।

**নিয়ড় পোখরী দূরকে যায়, যাতে বেলে গীত গায়,**
**পথিকরে চাহে আড় দৃষ্টি, ডাক বলে সেই সে নষ্টি।** (ডাক)

দুশ্চরিত্রা নারীর লক্ষণ—নিকটে পুকুর থাকিতেও জল আনিতে দূরে যায়, পথে চলিবার সময় গান গায়, পথিকের পানে আড়চোখে চায়।

**নিয়তগুণে বরকৎ।** নিয়ত=অদৃষ্ট। (আ০) বরকৎ=শ্রীবৃদ্ধি।

অদৃষ্টের ফলে সৌভাগ্য লাভ হয়।

**নিয়ত ছাড়া মরণ নেই।**

অদৃষ্টে না থাকিলে মৃত্যু হয় না।

তু০ পত্থর মারে মৌত নহীঁ আতী।

**নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।** (সং)

মূল মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।

সোঽভিমন্যুঃ রণে সেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ॥

ভবিতব্যকে কে বাধা দিতে পারে?

**নিয়তির চোখ কানা।**

যাহা ভবিতব্য তাহা নির্বিচারে এবং নির্মম ভাবে ঘটিয়া থাকে।

**নিয়ে আয় তো বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া;**
**আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া।** (মেয়েলী)

ঝগড়া করিবার জন্য যখন প্রবল ইচ্ছা হয়, তখন অন্য এক পাড়ায় যাইতে হয় যেখানে বহু কলহপ্রিয়ার বাস। একটা নোড়া হাতে করিয়া গেলে কলহ বাধাইবার বেশ সুবিধাও হয়। কিন্তু যদি হাতের কাছেই কলহের সুযোগ পাওয়া যায়, তবে আর নোড়া বহিয়া ভিন্ন পাড়ায় যাইবার প্রয়োজন হয় না।

**নিয়ে যায় বেগারে,—হাসি ব'সে পগারে।**

যাহাকে বেগার খাটিবার জন্য আনা হয় সে কাজে ফাঁকি দেয়।

**নিরংকুশাঃ হি কবয়ঃ।** (সং, সিদ্ধান্তকৌমুদী)

কবিগণ বাধা-বিঘ্ন হইতে বহুলাংশে মুক্ত। প্রতিভাবান কবি ব্যাকরণ-অলংকারাদির বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিলেও নিন্দিত হন না।

**নিরাখালের খোদা (হরি) রাখাল।**

যাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই, স্বয়ং ভগবান তাহার রক্ষা করেন।

তু০ অংধেকী জোরুকা খুদা রখবালা।

God tempers the wind to the shorn lamb.

**নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।**

প্রবাদ—এক গৃহস্থ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিত না। একদিন সে ৯৯ টাকার একটি থলি কুড়াইয়া পাইয়া ভাবিল যে ইহার কিছুই খরচ করিবে না, বরং সাংসারিক খরচ কিছু কিছু কমাইয়া ১০০ টাকা পূরণ করিবে। এইরূপে ৯৯এর ধাক্কা বা প্রেরণার ফলে সঞ্চয়-স্পৃহা বাড়িয়া গেল এবং কালক্রমে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইল।

(১) ঘটনাক্রমে ব্যয়-সংক্ষেপে বাধ্য হওয়া।

(২) উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাংক্ষায় উপনীত হওয়া।

"কি হে, আজকাল সন্ধ্যে হতেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো যে বড়ো ? খরচ কমাবার জন্যে ? নিরানব্বইএর ধাক্কায় পড়েছ নাকি ?"

তু০ निनानवेके फेर में पड़ना।

**নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।**

**নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার।**

যাহার কোনো সদ্‌গুণ নাই তাহার স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয়।

**নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।** দ্র০ অধনেন ধনং প্রাপ্য ই০।

**নির্ধনের ধন হলে পিটি পিটি চায়,**
**হাভাতের ভাত হলে টিপে টিপে খায়।**

দরিদ্রের অপ্রত্যাশিত ধনলাভ হইলে শংকিত হইয়া থাকে। অন্নহীন অন্ন পাইলে অতি সন্তর্পণে খায়, যাহাতে অপচয় না হয়।

**নির্বংশের বেটা।**

যাহার মাতাপিতার সন্তান-সন্ততি কেহ জীবিত নাই, অর্থাৎ যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই (মৃত)। আঁটকুড়োর পুত। গালি বি০।

**নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্।** (সং—, বেতাল ভট্ট)

উপযুক্ত সময় উত্তীর্ণ হইলে সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়।

**নির্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।**

দ্র০ বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্র।

**নিশির ডাক।**

স্বপ্তিভ্রমণ (ইং Somnambulism) রোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রবাদ—প্রেতজাতীয় 'নিশি' নিদ্রিত ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বেড়ায়। তাহার তিন ডাকের পূর্বেই যে সাড়া দেয় তাহার উপর নিশির ভর হয় এবং সে নিশির নির্দেশমত নিজের অজ্ঞাতসারে নানাস্থানে ভ্রমণ করে এবং পরিণামে মস্তিষ্ক-বিকৃতি অথবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। তিন ডাকের পর সাড়া দিলে নিশির ডাক ব্যর্থ হয়।

লক্ষ০ কোনো সর্বনাশককর মোহের আকর্ষণ।

আজ রমলা দেবী সঙ্কোচ শূন্য হতে আহ্বান করেছেন। এ আহ্বান সত্য নয়—নিশিতে ডাকার মতন। ধূর্জটি মুখো০—অন্তঃশীলা।

**নিশ্চিন্তপুর পাঠানো।**

এমন স্থানে পাঠানো যেখানে গেলে বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা বা উদ্বেগ থাকে না। ব্য০ ধ্বংশ বা মৃত্যু।

"কাঁচের পুতুলটা নিয়ে অমন বেরাল-নাড়ানাড়ি ক'রে বেড়াচ্ছিস কেন ? একেবারে নিশ্চিন্তপুর না পাঠিয়ে ছাড়বি না নাকি ?"

তু° বিক্রমপুর পাঠানো।

**নিষিদ্ধ ফল।**

আদি বাইবেলে (Old Testament) বর্ণিত স্বর্গের ইডেন উদ্যানস্থ বৃক্ষ-বিশেষের ফল, যাহা প্রভু পরমেশ্বর আদম ও ঈভ্‌কে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সর্পরূপী সয়তানের প্ররোচনায় তাহা ভোজন করার অপরাধে স্বর্গোদ্যান হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ শ্রম ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন।

লক্ষ° কোনো লোভনীয় বস্তু যাহা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

তু° The forbidden fruit.

**নিষ্কর্মা কি করে ? না, ধানে-চালে এক করে।**

অকর্মণ্য ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনীয় কার্য করিতে পারে না, কিন্তু যাহাতে অপরের ক্লেশ বা অসুবিধা হয় এরূপ অকর্ম বেশ করিতে পারে।

তু° ঠালা বনিয়া ক্যা করে, ইস কোঠীকা ধান উস কোঠীমেঁ ধরে।

**নিষ্কর্মা কীর্তনিয়ার ধামালী সার।** ধামালী—রঙ্গরস।

কীর্তনীয়ার কাজ না থাকিলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত পদাবলি আবৃত্তি করিয়া রঙ্গরসে সময় কাটায়।

**নিষ্কর্মা পুরুষের তিনটি দড়ো—আহার, নিদ্রা, রাগটি বড়ো।**

দ্র° কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।

**নিষ্কর্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্য ব'সে খান চিকন পিঠা।** (মেয়েলী)

পরিবারের মধ্যে যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সে বেশ সুখে অলস জীবন যাপন করে, অথচ উপাদেয় খাদ্য ভোজন করে।

**নিষ্কর্মার মন, কুচিন্তার ভবন।**

যে কোনো কাজ করে না, তাহার অবসর প্রচুর। সেজন্য তাহার মনে নানা কুচিন্তা জুটিবার সুযোগ ঘটে।

তু° An idle brain is the devil's workshop.

**"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।"** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

বিচক্ষণ ব্যক্তি অধমের রূঢ় বচনে রুষ্ট না হইয়া তাহা অবজ্ঞা করে।

**নীচের ধাপ দিয়েই সিঁড়ি ওঠে।**

নিম্ন স্তর হইতে আরম্ভ করিয়াই উচ্চ স্তরে যাওয়া যায়।

**নীচেলের থাবা বড়ো।**

নীচ লোকের লোভ সর্বগ্রাসী হয়।

**নীর ছেড়ে ক্ষীর খাওয়া।** দ্র° কবি-প্রসিদ্ধি।

লক্ষ° সুধিগণ মন্দের ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করেন।

দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ে। মাইকেল—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

**নীরোগ শরীর, তার বৈদ্যে করবে কি?**
**( +পরের ভাতে বেগুন-পোড়া, পান্তাভাতে ঘি )।**

চিকিৎসক সুস্থ ব্যক্তির কোনো উপকার করিতে পারে না।

**নীলবর্ণ শৃগাল।**

পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত শৃগাল প্রাণভয়ে পলাইবার সময় নীল জলের ভাণ্ডে পড়িয়া নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, তাহার বিচিত্র বর্ণের প্রভাবে সিংহাদি বন্য পশুগণের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং পরে ঘটনাচক্রে শৃগাল বলিয়া ধরা পড়িয়া তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া স্বার্থসাধনের জন্য অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবার চেষ্টা করে।

**নুন আনতে পান্তা ফুরানো।**

পান্তা ভাত লবণ মাখিয়া খাওয়া হয়। কিন্তু খাইতে বসাইয়া লবণ আনিয়া দিতে অযথা বিলম্ব হইলে, ততক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না, বিনা লবণেই খাওয়া শেষ হইয়া যায়।

প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে অযথা কালবিলম্ব হওয়া।

যদি বা খাই যথ্যসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;—
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্‌তে পান্ত।

তু° After meat comes mustard. [ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

**নুন খাই যার, গুণ গাই তার।** ক্ষে° নুন খাই, গুণ গাই।

যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায় তাহার সুখ্যাতি করা স্বাভাবিক।

অযোধিয়া চৌধুরী নিজে মঘৌলী থানার দারোগাসাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেনি এক দিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়; যার নুণ খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদের। সতীনাথ ভাদুড়ী—

তু° জিস্‌কা খানা উস্‌কা গানা। [ চিত্রগুপ্তের ফাইল।

**নুন জোটে না ভাতে, ছাপার আংটি হাতে।** ছাপার—নাম খোদাই করা।

তু° ঘরে নেই অষ্টরম্ভা, বাইরে কোঁচা লম্বা।

**নুন যে হাঁড়িতে থাকে সেই হাঁড়ি খায়।**

মাটির হাঁড়িতে লবণ রাখিলে তাহার সংস্পর্শে হাঁড়ি জরিয়া নষ্ট হয়।

লক্ষ০ নীচ ব্যক্তি আশ্রয়দাতার অনিষ্ট সাধন করে।

**নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ।** ( সং, চাণক্য )।

মূল নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরা ঘনগর্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলা পরবিপত্তিষু॥

ব্রাহ্মণের ভোজনে উল্লাস হয়। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ ভোজন-পরায়ণ।

**নেই-আঁকড়ে।**

যাহা নাই তাহাকেই যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

কোনো যুক্তি না থাকিলেও যে অকারণ তর্ক বা কলহ করে।

**নেই কাজ, তো খৈ ভাজ. ( খুড়োর গঙ্গাযাত্রা কর্ )।**

এ হচ্ছে ঐ শিউচন্দ্রিকার কাজ। 'নেই কাজ, তো খই ভাজ'—আর কিছু পেলে না তো আমাদের পিছনেই লাগো। সতীনাথ ভাদুড়ী—

তু০ নিকামায়ে দর্জি উঠান সেলাই করে। [ চিত্রগুপ্তের ফাইল।

**নেই দেশে এরণ্ড গাছ, নেই বনে খটাশ বাঘ।** দ্র০ এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

**নেই ধন, তো যাও বন।**

নির্ধনের লোকসমাজে বাস করা অসম্ভব।

**"নেই" বল্লে সাপের বিষও থাকে না।**

সর্প-দংশনের চিকিৎসাকালে রোজা মন্ত্রপাঠ ও ঝাড়ফুঁক করিতে করিতে বার বার রোগীকে বলে, "বল্ আর বিষ নেই।" রোগী এই কথা বলিতে থাকিলে ক্রমে সাপের বিষ নামিয়া যায়—এইরূপ বিশ্বাস।

মিথ্যা করিয়াও কোনো বস্তু নাই বলিলে তাহা সত্য সত্যই লোপ পায়।

'...মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলে, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। ...তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃষ্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী পাপী করে, সে পাপীই হয়ে যায়।' অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

**নেই ভাত, তো নুন দিয়ে খাবো।**

পা০ নেই চাল নেই পাত, চড়িয়ে দে ভাতে-ভাত।

আসল জিনিষের অভাব সত্ত্বেও কার্য সফল হইবার অলীক কল্পনা।

শিকাগোতে যাবেন? ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করে হরিদাস।

'সেখানে কি?'

'সেখানে ধর্ম মহাসভা হবে। সর্ব ধর্মের প্রতিনিধি যাবে। আপনি যাবেন হিন্দুর হয়ে।'

স্বামীজী হাসল। সেই যে বলে 'নেই চাল, নেই পাত, চড়িয়ে দে শুধু ভাত।' এ প্রায় সেই অবস্থা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। [ অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

**নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।**

যাহার মামা কাণা, সে কাণাকে মামা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে; ভাবে এমন মামা না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু যাহার মোটেই মামা নাই, সে এরূপ একটি কানা মামা পাইলেও সুখী হয়।

>কোনো বস্তু একেবারে না থাকা অপেক্ষা কিছু থাকা শ্রেয়ঃ।

তু০ नहीं से कुछ भला।

Half a loaf is better than no bread.

**নেংটাবেলার সেঙাৎ।**

শৈশবের সঙ্গী। তু০ लंगोटिया यार।

**নেংটার নেই ধোপার কাজ।** কাজ=প্রয়োজন।

যাহার পরিবার কাপড় নাই তাহার ধোপার কোনো প্রয়োজন নাই।

তু০ নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি।

**নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।**

যে নিঃস্ব তাহার চোর-ডাকাতের ভয় থাকিতে পারে না।

>নির্লজ্জ ব্যক্তির নিন্দা বা তিরস্কারের ভয় থাকে না।

তু০ नंगा नाचे, फटे क्या ?

A beggar may sing before a pickpocket.

**নেংটি ইঁদুর পাহাড় কাটে।**

অতি দুর্বল ব্যক্তিও অধ্যবসায় দ্বারা দুরূহ কার্য করিতে পারে।

**নেকড়ার আগুন।**

কাপড়ে আগুন লাগিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুড়িতে থাকে।

লক্ষ০ যে ক্রোধ বা অভিমান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বিপ০ খড়ের আগুন। তালপাতার আগুন।

**নেকা, আদুরে, চালশে-কানা,—জল ব'লে খায় চিনির পানা।**

চালশে ধরিয়া যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে সে চিনির সরবৎ দেখিয়া জল মনে করিয়া খায়। যে বোকা সাজিয়া থাকে, অথবা অত্যধিক আদর পাইয়া আবদারে হইয়া গিয়াছে সেও ঐরূপ করে।

**নেকা, রোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় না করো বাছা।**

ঢলঢলে কাছা—কাছা-আলগা বা শিথিল প্রকৃতির লোক।

ইহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়, কারণ ইহাদের পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

**নেড়া কি আর ( ক'বার ) বেলতলায় যায় ?**

কারণ বেল খসিয়া পড়িলে নেড়ামাথা ফাটিয়া যাইবার ভয়।

লক্ষ° যাহাতে বিপদের সম্ভাবনা ভুক্তভোগী তাহা এড়াইয়া চলে।

তু° A barefooted man should not tread upon thorns.

**নেড়ি-গেঁড়ি। নেণ্ডি-গেণ্ডি।**

গেঁড়ি—শামুক জাতীয় ক্ষুদ্র জলচর জীববি°। নেড়ি—সহ° শব্দ। ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলে মেয়ে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—তারপর এই দুর্দ্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব নেণ্ডিগেণ্ডি। বিভূতি বন্দোপাধ্যায়—অপরাজিত।

**নেতা-কেতার হাঁড়ি।**

যে হাঁড়ির ভিতর নেকড়া-কানি ই° বাজে জিনিস রাখা হয়।

ট্রাঙ্ক খুলতেই চোখের সামনে একটা অগোছের স্তূপ বেরিয়ে পড়লো—যেন ন্যাতা কাঁতার হাঁড়ি! যখন যা দরকার, টেনে হিঁচড়ে বার করা হয়েছে, আবার যেখানে সেখানে কোন প্রকারে গুঁজে রাখা হয়েছে। [ কেদার বন্দ্যো°—ভাদুড়ী মশাই।

**নেবার কুটুম, দেবার কেউ নয়।**

স্বার্থপর কুটুম্ব, যে কেবল আদায় করিতেই পটু, প্রতিদান দেয় না।

তু° दद्दा नहीं पढ़े हैं, लल्ला पढ़े हैं।

**নেবার বেলায় নেবার মা, হিসেব দেবার কেউ না।** ( মেয়েলী )

নেবার মা—নেবা নামধেয় কল্পিত ব্যক্তিবিশেষের মাতা, যে সবকিছু আদায় করিতে সিদ্ধহস্ত।

খরচের জন্য টাকা আদায় করিতে পটু, কিন্তু হিসাব দিতে নারাজ।

**নেবার বেলায় রোজগার, দেবার বেলায় গুনোগার।**

ফা° গুনাহ্‌গার ( অর্থদণ্ড ) > গুনোগার = ক্ষতি ; লোকসান।

যাহা বিনা আয়াসে পাওয়া যায় তাহাকে নিজের ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করা, কিন্তু কিছু দিতে হইলে তাহা ক্ষতি বলিয়া মনে করিয়া অনিচ্ছায় দেওয়া।

গ্রহণে আগ্রহ, দানে অনিচ্ছা। ঘোর স্বার্থপরতা।

**নেবু বেশী কচ্‌লালে তিতো হয়।**

নেবুর খোলা তিক্তাস্বাদ হয়, সেজন্য নেবু বেশী চট্‌কাইয়া রস বাহির করিলে খোলার রস মিশিয়া নেবুর রসকে তিক্ত করিয়া তোলে।

কোনো বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ করিলে অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

**নেয়াপাতি ভুঁড়ি।**

নেয়া ( নেয়ো ) = নমনীয়, নরম ( যথা, নেয়ো কাঁঠাল )। নেয়াপাতি ( ডাব )—যে অপরিপুষ্ট নারিকেলের পাৎলা ও নরম শাঁস জন্মিয়াছে।

অপরিপুষ্ট ডাবের মতো অনতিবৃহৎ ভুঁড়ি।

তখন একটু মোটা হইবার তাঁহার বাসনা হইল, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি নামাইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন।

**নেয়ের গরু, বামুনের ( বাউলের ) না'।** [ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

যে সর্ব্বদা নৌকা লইয়া নানা স্থানে ঘোরে, সে গরুর যত্ন করতে পারে না ; সুতরাং তাহার পক্ষে গরু পোষা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণকে নিজের বৃত্তিগত কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয় ; সুতরাং নৌকা রাখা নিরর্থক।

তু° जोगीका बैल बला।

**নেশার রাজা মদ, তারে বাড়া খোসামোদ।**

মদ খাইলে মানুষ যেরূপ নেশায় বিভোর হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাও অধিক আত্মবিস্মৃত হয় চাটুকারের তোষামোদ-বচনে।

তোষামোদে মানুষ জ্ঞান হারায়।

**নৈবেদ্যের চূড়োর মণ্ডা।**

লক্ষ° যে ব্যক্তি উচ্চ পদের জন্য সম্মান পায়।

**নৈবেদ্যেতে চাল নেই, পাছা তুলে গড়!**

পূজার জন্য দেবতাকে রীতিমত নৈবেদ্য দেওয়া হইল না, অথচ আড়ম্বর করিয়া প্রণামের ধুম! ভক্তির ভান।

**নৌকা-ডিঙি চাই না আমি, আজ্ঞা যদি পাই,**
**রাত-দুপুরে গাঙ্‌ সাঁতরে শ্বশুরবাড়ী যাই।**

শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সকল বাধা অগ্রাহ্য করা যায়,—কেবল প্রভু বা গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা। শ্বশুরালয়ের আকর্ষণ অতি প্রবল।

**নৌকা থাকিতে যে সাঁতারে, ডাক বলে, মো কি করিবু তারে। (ডাক)**

ক্লেশ লাঘবের উপায় থাকিতে যে ক্লেশ সহ্য করে সে ঘোর মুর্খ।

**ন্যায়ের (ব্যাকরণের) কচ্‌কচি।** দ্র° ঢেঁকির কচ্‌কচি।

কোনো দুরূহ বা নীরস বিষয়ের দুর্বোধ্য ও বিরক্তিকর আলোচনা।

# প

**পইতে কালো, বামুন ভালো ; পইতে সাদা, বামুন গাধা।**

দ্র° চেনা বামুনের পইতার দরকার কি ? কিন্তু নির্গুণ ব্রাহ্মণের পইতাই একমাত্র পরিচয় ; সেজন্য তাহার পক্ষে পইতা পরিষ্কার রাখা অত্যাবশ্যক।

>বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ভালো কি মন্দ বোঝা যায়।

**পইতে থাকলেই বামুন হয় না।** দ্র° তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

**পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী ( ভগবান )।**

সন্ন্যাস লইবার সময় গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে উপবীত ত্যাগ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সকল বন্ধন কাটিয়া বেপরোয়া হইয়া পড়িয়াছে।

আমার মনে ছিল না সত্যিই তুমি পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছ।

**পই পই করিয়া বলা।** [ প্রভাবতী দেবী—ঘূর্ণি হাওয়া।

পথচারীকে সতর্ক করিবার জন্য শকট-চালকের 'পইস্' ধ্বনি>পই।

বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

সেই বাড়ী থেকে পৈ পৈ করে বল্‌তে বল্‌তে আসছি 'ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাস্‌নে।'...তা সেই খাবারের হাঁড়িটেই ভুলে গেল !

**পক্ষিরাজ ঘোড়া।** [ প্রভাত—ষোড়শী ( ভুল শিক্ষার বিপদ )।

রূপকথার রাজা, রাজপুত্র ই°র ব্যবহার্য পক্ষবিশিষ্ট ঘোটক।

ব্য° অকর্মণ্য বেতো ঘোড়া।

**পগার পার।** পগার—গৃহের চতুর্দিকস্থ পরিখা বা খানা।

দূরে বা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়া।

"শোন, শোন" বল্‌তে বল্‌তে সে একেবারে পগার পার !

**পচা আদার ঝাল বেশী।**

লক্ষ° অধমের বিক্রম বা গর্ব অধিক হয়।

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গ্যালো। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাঁদের আর আসা হয় না।

**পচা কলা খাবে কে ?** [ কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম পেঁচার নক্সা।

**না, দাসী নেই বাঁদী নেই, ঠাকুর-ঘরে দে।**

অব্যবহার্য নিকৃষ্ট বস্তু দেবতাকে দেওয়া হয়।

**পচা মরিচের দর যেমন, দু'বার বিয়ের দশা তেমন।**

যে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে সে বরের উপযুক্ত মর্যাদা পায় না।

**পচা শামুকে পা কাটে।**

শামুক পচিয়া গেলে তাহায় ভাঙা খোলা মাড়াইলে পা কাটিয়া যায়। লক্ষ° নিরীহ বা তুচ্ছ ব্যক্তিও অবস্থা বিশেষে অনিষ্টকারী হইতে পারে।

**পঞ্চকন্যা।**

পুরাণাদিতে বর্ণিত পুণ্যশ্লোকা পঞ্চ নারী ঃ—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ।।

ইঁহাদের সকলেই একাধিক পুরুষের সংসর্গ সত্ত্বেও নিজ নিজ সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং চরিত্র-বলে মহীয়সী ছিলেন।

**পঞ্চ গোত্র, ছাপান্ন গাঁই,—ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।**

মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়, পঞ্চ গোত্রের এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন। পরে মহারাজা ক্ষিতিশূর তাঁহাদের সন্ততিবর্গের বাস ও ভরণপোষনের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যিনি যে গ্রামে বাস করেন তিনি সেই গ্রামের গ্রামী বা 'গাঞি' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঐ সকল গ্রামের নাম তাঁহাদের বংশধরগণের উপাধিরূপে গৃহীত হয়। ( নগেন্দ্র নাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। )

রাঢ়ী শ্রেণীর বর্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ আদিপুরুষের গোত্র এবং ৫৬ গাঁই দ্বারা সীমাবদ্ধ। যাঁহারা ইহার বাহিরে তাঁহারা অন্য কোনো শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ( যথা, বৈদিক, বারেন্দ্র ই° ) অথবা অব্রাহ্মণ।

**পঞ্চবাণ (শর)।**

বসন্তকালে যে পঞ্চবিধ পুষ্প কামদেবের বাণস্বরূপ হইয়া যুবজনের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া প্রণয়ের সঞ্চার করে ঃ—

অরবিন্দাসশোকং চ চূতং চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলং চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ।।

ফুলময় ধনু নিল ফুল পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান ।।

[ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**পঞ্চ ম-কার।**

তান্ত্রিক সাধনার পাঁচটি উপচার, যাহার প্রত্যেকের আদ্যাক্ষর ম।

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে ।।

> ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের উপকরণ। [ ( কালীতন্ত্র )

ইরাণীরা মুসলমান হ'লো বটে ( এবং এদের অনেকেই খাঁটী মুসলিম ) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চম'কার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরাণের জনসাধারণ ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাস্ত করে নিল।

[ সৈয়দ মুজতবা আলী—ময়ূরকণ্ঠী।

**পঞ্চম বাহিনী।**

১৯৩৬-৩৯ খৃষ্টাব্দের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময়ে এক দলের নেতা ফ্রাংকো কর্তৃক প্রবর্তিত fifth column শব্দের অনুবাদ। তিনি চারিদিক হইতে যে চারিটি সৈন্যদল লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার অতিরিক্ত আর একটি ( পঞ্চম ) দল, যাহা অভ্যন্তর হইতে নানা উপায়ে ঐ শত্রুদলগুলিকে সাহায্য করিয়াছিল।

গৃহশত্রু। বিভীষণ-বাহিনী।

ভারতীয় রাষ্ট্রে থাকিয়া যাহারা সাম্প্রদায়িক বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে থাকিবে তাহারা বহিশত্রুর সহায়ক পঞ্চম বাহিনীর অংশমাত্র।

**পঞ্চমুখ হওয়া।**

শিব পঞ্চমুখ, সেজন্য তাঁহার একটি নাম পঞ্চানন। একমুখে যতো বলা যায় শিবের মতো পাঁচটা মুখ হইলে তাহার পাঁচগুণ বলিতে পারা যায়।

মুখর হওয়া। অতিরিক্ত কথা বলা।

বাড়ীউলি আত্মশ্লাঘায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে উভয়ের ঘরকন্না সুখ দুঃখের গল্প জমিয়া উঠিল। শরৎ—চরিত্রহীন।

**পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ।** ( সং )

পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রাচীন আর্য সমাজের চতুরাশ্রম-বিধি।

তবে স্থির হইল একপ্রকার যে, বুড়ো বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি ? "পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা ? এ বয়সে এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণিসমাকুলা নগরীই বন। বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর (বুড়ো বয়সের কথা)।

**পটল তোলা।** পটল=চক্ষের পাতা।

মৃত্যুকালে চক্ষের পাতা উলটাইয়া যায়।

মরা। তুং অক্কা পাওয়া। শিঙে ফোঁকা। To kick the bucket.

আজ বাদে কাল পটল তুলতে হবে, আবার এসেছ বিয়ে করতে!

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী।

**পটের বিবি।** পট=চিত্র।

চিত্রে অংকিত সুন্দরী নারীর মতো সুসজ্জিতা নারী।

গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না রাদ্দিন পটের বিবি সেজে ব'সে আছে। বিভূতি বন্দ্যো॰—পথের পাঁচালী।

**পটোনী আর নটুনী,—চাল-চলনে এক ছন্দ; কে ভালো আর কে মন্দ?**

হীনবৃত্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন হয়।

কথাতেই আছে—"পটোনী আর নটোনী, চাল-চলনে এক ছন্দ, কে ভাল আর কে মন্দ!" 'পটোনী' অর্থাৎ পটুয়ার মেয়ে, আর 'নটোনী' অর্থে নটিনী এ দুইই নাকি এক; চলনে বলনে, রীতে করণে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, হাসিতে কাসিতে—ইহাদের পার্থক্য বিশেষ নাই।

**পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয়,** [ তারাশঙ্কর—বেদেনী (রাঙ্গাদিদি)।
**ছিন্নবস্ত্রে মোতির মূল্য ক্ষয় নাহি হয়।** গুঞ্জফল—রক্তবর্ণ কুঁচফল।

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় তুচ্ছ গুঞ্জফলের মালা পরিলে তাহার মূল্যবৃদ্ধি হয় না। অপরপক্ষে ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া গলায় মুক্তার মালা পরিলে মুক্তার গৌরব নষ্ট হয় না।

সাহচর্যের ফলে কোনো বস্তুর স্বাভাবিক মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

**পড়তে পায় না।**

কোনো বস্তু বিক্রয় বা বিতরণের জন্য উপস্থিত করিলে অধিকক্ষণ উপেক্ষিত না হওয়া। তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাওয়া।

এক রমণী কহিল, "পাকা কাঁচকলা কি বিক্রী হতো?" প্রথমা কহিল, "আহা দিদি, পড়তে পেত না। সাহেবরা পেলে খেয়ে বাঁচত।"

তু০ Sold like hot cakes. [দ্বারকানাথ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**পড়্ তো পড়্, নয় খাঁচা আজাড় কর্।** আজাড়=খালি।

পোষা পাখী পড়িতে না শিখিলে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখানো।

লক্ষ০ যে নিজের কর্তব্য কার্য করে না সে অপ্রিয়ভাজন হয়।

তু০ पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो पींपीं रा खाली करो।

**পড়লে চাষা গরু মারে, উঠলে চাষা বামুন মারে।** মারে—দারুণ ক্লেশ দেয়।

চাষার যখন অবস্থা মন্দ হয়, তখন সে হালের গরুকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তাহার নির্যাতন করে,—লাভের আশায়। আবার যখন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন সে ধনগর্বে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণেরও অপমান করে।

মানুষের আচরণ তাহার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

**পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে (কাণে) বাজে।**

বহু লোকের সমক্ষে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সে বিষয়ে যাহার সাক্ষাৎ সংস্রব আছে কেবল তাহারই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

**পড়শীর মুখ, আর্শির মুখ।** দ্র° আর্শির মুখ।

প্রতিবেশীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হয় সেইরূপই প্রতিদান হয়।

তু° দিলকা দিল আইনা হৈঁ।

**পড়া গাছে চড়া।**

লক্ষ° মহৎ ব্যক্তির পতন ঘটিলে তাহার অপমান করা অতি সহজ।

**পড়ি-কি-মরি করিয়া ছোটা।**

এরূপ উৎকণ্ঠিতভাবে দৌড়ানো যে পড়িয়া মরিবার ভয় পর্যন্ত নাই।

ট্রেণ এসে গেল। পড়ি তো মরি এইভাবে অচ্যুতবাবু ছেলেমেয়ে নিয়ে ছুট্‌লেন।

কেদার বন্দ্যো°—আই হ্যাজ্‌।

তু° A break-neck speed.

**"পড়িলে ভেড়ার শিঙে ভাঙে হীরার ধার।"** (ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

হীরক অতি কঠিন পদার্থ, কিন্তু ভেড়ার শিঙের মতো কঠিন পদার্থের আঘাতে হীরার তীক্ষ্ণ ধারও নষ্ট হইয়া যায়।

লক্ষ° প্রবল ব্যক্তিকেও প্রবলতর ব্যক্তির নিকট পরাজিত হইতে হয়।

**প'ড়েই বলে,—এ এক খেলা।** দ্র° চিৎ-বাজান বাজানো।

**প'ড়ে গেলে না হাসে এমন সাঙাৎ নেই।** সাঙাৎ = অন্তরঙ্গ বন্ধু।

যতো ঘনিষ্ট বন্ধুত্বই থাকুক, বন্ধুকে পড়িয়া যাইতে দেখিলে কেহ একটু আমোদ উপভোগ না করিয়া পারে না।

প্রকৃত দরদী বন্ধু অতি বিরল।

**পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।**

নিরীহ হিন্দু প্রবল মুসলমানের পাল্লায় পড়িলে, বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া নিষিদ্ধ ভোজন করিয়া জাত খোয়াইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

>শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িলে বিষম লাঞ্ছনার সম্ভাবনা।

জোন বললে—চ্যাটার্জি,...আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে বারণ আছে।

তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি।

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

'পরশুরাম'—কজ্জলী (স্বয়ংবরা)।

**প'ড়ে প'ড়ে লেজ নাড়া।**

গবাদি পশুগণ রোমন্থন কালে আরাম করিয়া শুইয়া লেজ নাড়িয়া মাছি তাড়াইতে থাকে।

>অলস নিশ্চেষ্ট ভাবে কালহরণ করা।

**প’ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।**

(১) চোদ্দ আনা পয়সা কুড়াইয়া পাইলে তাহা একটা গোটা টাকা অপেক্ষা কম হইলেও কার্যতঃ তাহার তুল্যমূল্য।

(২) ‘‘টাকা কুড়াইয়া পাইলে তাহা হইতে যদি চৌদ্দ আনাও পাওয়া যায়, তবে তাহাকেই লাভ বিবেচনা করিতে হইবে।’’ ( সুবল )

বিনা ব্যয়ে বা বিনা আয়াসে যাহা পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট লাভ।

উকীল। রিসিট দিয়ে টাকাটা নিচ্ছেন ;—ছ হাজার টাকা দেখে নিন।

অঘোর। মশাই পড়ে পাই চোদ্দ আনা, আর দেখাদেখি কাজ নেই।

[ গিরিশ—হারানিধি।

**পড়ে পাশা, তো জেতে চাষা।**

পাশা ইং খেলায় কৌশল বা বুদ্ধি অপেক্ষা ভাগ্যের গুরুত্ব অধিক। ভাগ্যক্রমে ভালো দান পড়িলে, খেলার কৌশল জানে না এমন নির্বোধ লোকেরও জিৎ হয়।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে অযোগ্য ব্যক্তিও সাফল্য লাভ করে।

তু० पासा पड़े अनाड़ि जीते।

**পড়ে পেলা, তো সরে গলা।**

পেলা—কীর্তন, পাঁচালী, তর্জা ইং গানের আসরে পেশাদার গায়ক-গায়িকাকে শ্রোতৃগণ কর্তৃক পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত অর্থ। বখশীশ্।

পুরস্কার পাইলে তবেই কার্যে উৎসাহ হয়।

‘‘পড়ে পেলা ত সরে গলা! শুধু রবই শুনি রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ে ; দিদি-শাশুড়ী বলে আমায়...একদিন একখানা সোনারূপার জিনিষ কিছু দিয়েছে ?...মিষ্টি কথা কিসে বেরুবে ?’’ চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**প’ড়ে মরে তবু বঙ্গের রাজা !**

যে কোনো মুহূর্তে পড়িয়া মরিয়া যাইতে পারে এতদূর অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তি, কিন্তু নামে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্গের রাজা !

অন্তঃসারশূন্য বাহ্য আড়ম্বর।

**পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায়।**

পণেক—এক পণ (৴০) ; কুড়ি গণ্ডা।

যাহার নিকট অল্প উপকার পাওয়া যায়, অতি অল্পক্ষণই তাহার গুণগান করা যায়। অধিক উপকার না পাইলে কেহ তাহা মনে রাখে না।

**পণ্ডিত বোঝে লেখাপড়ায়, মূর্খ বোঝে কিলে ;**
**পাড়া-পড়শী বোঝে কেবল চোখে আঙুল দিলে।**

যে যেমন লোক তাহাকে সেইভাবে বুঝাইতে হয়।

**পণ্ডিত শেখে দেখে, মূর্খ শেখে ঠেকে।** দ্র০ ঠেকে-ঠ'কে শেখে ই০।

**পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, প্রতি কথায় ছন্দ,**
**বালকে বালকে কথা, প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব,**
**বুড়ায় বুড়ায় কথা, প্রতি কথায় কাশি,**
**যুবায় যুবায় কথা, প্রতি কথায় হাসি।** ছন্দ=শ্লোক ; শাস্ত্র-বচন।

সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ ঘটিলে তাহাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

**পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী।**

পতি পত্নীর শোভা ও সৌভাগ্যের মূল।

**পতি পরম গুরু।**

পুরুষের চরিত্র যেমনই হউক, সে তাহার স্বামীত্বের বলে পত্নীর শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী।

রান্না, বাটনা বাটা, বাসন-মাজা দিয়ে যাদের সতী সাধ্বী বানিয়ে পুষে রেখেছ তারা তোমাদের কি বলে ?—পতি পরম গুরু ! তোমাদের বাইরের জীবনটার সংগে তাদের পরিচয় আছে ? প্রবোধ—আলো আর আগুন।

তু০ पति और परमेश्वर बराबर।

**পতি পেলে সেই কতো নয়, কাচের চুড়ি চায় !** (মেয়েলী)

অত্যাবশ্যক বস্তু পাইয়াই সন্তোষ হওয়া উচিত, তাহার উপর তুচ্ছ বিলাস-বস্তুর লোভ করা অন্যায়।

**পতি মলো ভালো হলো, দুই সতীনে পিরীত হলো।** (মেয়েলী)

স্বামীর মৃত্যু উভয় সতীনেরই চরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাহার একটা সুফল এই যে, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের কলহ তাহার, অবর্তমানে মনোমালিন্য দূর হইয়া দুই সতীনের মধ্যে প্রণয় জন্মে।

বিবাদের মূল কারণ না থাকিলে বিবাদ মিটিয়া যায়।

**পতির পায়ে থাকে মতি, তবেই তারে বলি সতী।** (মেয়েলী)

কেবল বিশুদ্ধচরিত্র হইলেই নারীকে সতী বলা যায় না, স্বামীর প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন।

**পতির মরণে সতীর মরণ।**

পতিপরায়ণা নারীর পক্ষে বৈধব্য মৃত্যুতুল্য।

**পত্রপাঠ।**

প্রাপ্ত পত্র পাঠ করিবার অব্যবহিত পরেই।

>তৎক্ষণাৎ। অবিলম্বে।

"...তোমারই ভালোর জন্য বলছি—তুমি যদি ওর একটি গহনাও বেচতে যাও, অমনি হাতে হাতে ধরা পড়বে, আর পত্রপাঠ জেল।

**পথ দেখা।** [ বুদ্ধদেব বসু—নতুন নেশা (চোর!)।

চলিয়া যাইবার পথ খুঁজিয়া লওয়া। প্রস্থান করা। সরিয়া পড়া।

এমন সময় বন্ধু পতিত পাবন পরামাণিক দ্রুত পদে আসিয়া ভাঁড় ফেলিয়া কালাচাঁদকে স্পষ্টাক্ষরে বলিল, "তোমার আর এখানে থাকা হইবে না।...তুমি আজ এখনই আপন পথ দেখ।" যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

তু০ To go one's business.

**পথি নারী বিবর্জিতা।** (সং)

পথ-পর্যটনের সময় স্ত্রীলোক সঙ্গে লওয়া উচিত নয়।

মালতী। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি একা থাকতে পারবো না।

রতিকান্ত। "পথে নারী বিবর্জিতা",—তা কি নিয়ে যেতে পারি? কপালে ভোগ থাকে ত একা একা ভুগতে হবে।

**পথে এসো।** [ দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

দীর্ঘকাল বিপথে ঘুরিবার পর এইবার ঠিক পথে এসো।

>অবশেষে নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা সংশোধন করা।

বোঝা যাচ্ছে, তুমি বেশ-একটু ভয় পেয়েছ!......হুঁ পথে এস, এখনো ভালোয় ভালোয় আমার কথায় রাজি হও, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। হেমেন্দ্রকুমার রায়—ঝড়ের যাত্রী।

**পথে বসা ( দাঁড়ানো )।**

গৃহ হারাইয়া অবশেষে পথে আশ্রয় লওয়া। সর্বস্বান্ত হওয়া।

দাদা ব'লছেন আমি বিষয় দেখবো না, যাক ভেসে। তুমিও যদি তাই বল, তবে যে পথে দাঁড়াতে হবে। নরেশ—নিষ্কণ্টক।

**পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কি বা মানা?**

পড়িয়া পাওয়া জিনিস আত্মসাৎ করায় কোনো দোষ নাই।

**পথের কাঁটা।**

লক্ষ০ সুখের অন্তরায়।

আমি তোমার ত কেউ নয় রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা।

**পথের গুও রথে যায়।** [ শরৎ—পল্লীসমাজ।

পথে বিষ্ঠা পড়িয়া থাকিলে তাহা রথের চাকায় লাগিয়া রথারোহণে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে পারে।

লক্ষ০ নিকৃষ্ট বস্তুও ঘটনাক্রমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

**পথে হেগে চোখ রাঙানি।**

দোষ করিয়া কুণ্ঠিত বোধ করা দূরে থাকুক, ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করা।

তু° एक तो चोरी, दूसरी सीनाजोरी।

**পদে থাকা।**

অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় থাকা।

গিরিবালা বলেন—"আর পান্ডুলে ছিল খজনী, কালো—তা যেমন তেমন কালো নয়, ভাতের হাঁড়ির তলা বলে আমি পদে আছি।"

**পদ্মপত্রে জল, জীবের আয়ু-বল।** [ বিভূতি মুখো°—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

দ্র° নলিনীদলগত জলমতিতরলম্

তু° तवेपरकी बूँद।

**পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়;**
**আর উনোনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়।** (মেয়েলী)

মাতার দৃষ্টিতে কন্যা অতি সুন্দরী এবং সে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া নির্যাতন ভোগ করে। মাতার পক্ষে ইহা যেমন অসহ্য, পরের বাড়ী হইতে আসিয়া কুরূপা বধূ যে সুখভোগ করে তাহা আরও অসহ্য।

কন্যার প্রতি স্নেহ এবং বধূর প্রতি ঈর্ষা উভয়ই স্বাভাবিক।

**পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলম্ বিষবর্ধনম্।** ( সং, হিতোপদেশ )

সর্পের দুগ্ধপানের একমাত্র ফল বিষের বৃদ্ধি।

শঠের উপকার করিলে তাহার ক্রূরতাই বর্ধিত হয়, কোনো সুফল হয় না।

**পয়জারে কৈ।** পয়জার ( ফা° ) = চটি জুতা।

চটি জুতার সমান বৃহদাকার কৈ মাছ।

এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পয়জারে কৈ প্রতি বৎসর তৈল ও লবনে সংরক্ষিত হইয়া বিলাত যাইতেছে ও সভ্য দেশের মাছ বলিয়া আদরে রক্ষিত হইতেছে। রাজনারায়ণ বসু—বিবিধ প্রবন্ধ (আশ্চর্য্য স্বপ্ন)।

**পয়সা ফেলো, মোয়া খাও।** দ্র° ফেলো কড়ি, মাখো তেল।

**পয়সামণি না দিলে তো ক্ষুরমণি আর চলে না!**

দাড়ী কামানো ভালো হইতেছে না বলিয়া বাবু অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ধূর্ত নাপিত অতি ভদ্রভাবে উত্তর করিতেছে—"আপনার কাছে যে পয়সা পাওনা আছে তাহা না পাওয়ার জন্য ক্ষুর ভালো চলিতেছে না।"

পারিশ্রমিক না পাইলে কাজ ভালো হয় না।

তু° अन्तर बजे तो जन्तर बजे।

Money makes the mare to go.

**প-য়ে আ-কার দেওয়া।** প+আ=পা—'পালানো' শব্দের সংক্ষেপ।

ব্যং পলায়ন করা।

আমি ত সেই এখান থেকে 'প-য়ে আ-কার' দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে বসলাম। টিকিটও করিনি, কোথায় যাব তা'রও ঠিক নেই—গাড়ী যতদূর যায়।" সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

তুং To show a clean pair of heels. [ দুই বন্ধু।

**পর আর পরমেশ্বর।** দ্রং পরচিত্ত অন্ধকার।

**পরকাল ঝরঝরে।**

ঝরঝরে—(১) জর্জর>ঝরঝর—কোনো বস্তু (যেমন, ঘরের চাল) এমন জীর্ণ হইয়া যাওয়া, যে ভাঙিয়া ঝরঝর করিয়া খসিয়া পড়ে।

(২) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন>চিহ্নমাত্র নাই এরূপভাবে লুপ্ত হওয়া।

ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট। ঘোর অধঃপতন।

প্রতুলকৃষ্ণ......ভাবিলেন, "ডাক্তার ছোঁড়াটার পরকাল এইবার ঝ'র-ঝ'রে হইল। হতভাগা আর যে কোথাও দু' পয়সা করিয়া খাইবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। হুঁ, এ এমন নেশা নয়।" হারাণ—কামিনী ও কাঞ্চন।

**পরকালের সাক্ষী।**

এমন বস্তু যাহা কেবলমাত্র মৃত্যুর পরে ইহ-জীবনের ভালোমন্দ কার্যের প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

যাহা এ জীবনে কোনো কাজে লাগিবে না।

তোমার গরদের কোটটা কারুকে দিয়ে দিলে প'রে বাঁচে। বুড়ো বয়সে ও রেখে আর কি করবে? পরকালে সাক্ষী দেবার জন্যে তোলা থাকবে?

**পর কি বোঝে (মানে) পরের ব্যথা?** অর্থ সুস্পষ্ট

**পরঘরী, পান্তামারী।** (মেয়েলী)

হতভাগিনী নারী, যে পরের আশ্রয়ে থাকিয়া এবং পান্তাভাত খাইয়া জীবন যাপন করে,—গালিবিং।

**পরচিত্ত অন্ধকার।** পাং পরের মন আঁধার কোণ।

অপরের মনের কথা জানা যায় না।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—'পরচিত্ত অন্ধকার', কিন্তু যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনায় এই পরচিত্ত আর অন্ধকার থাকে না, এই নাটকে দীনবন্ধু বাংলার কৃষক ও কৃষক কন্যাদের চিত্ত আলোকিত করিয়াছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার – আধুনিক বাংলা (দীনবন্ধু)।

তুং পরায়া দিল পরদেশ বরাবর।

**পরের উপর ভাত খায়, আঠারো মাসে বছর গণে।**

পরান্নপালিত ব্যক্তি অলস হইয়া থাকে।

**পরের কাপড়ে ধোপার নাট,**

**( + ধোপা বলে, আমার বারো মাস )।** নাট—নাট্যাভিনয় ; উৎসব।

উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ভালো সাজ-পোষাকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধোপাকে তাহার জন্য কোন ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না,—খরিদ্দারের কাপড়েই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। পরের দ্রব্য লইয়া বড়মানষী করা।

তু° पराये धनपर झींगुर नाचे।

**পরের খাই, ঘরের গাই।**

পরের দানে ভরণ-পোষণ হয় অথচ নিজের সচ্ছলতা প্রচার করা।

তু° बाहर के तो माम मारें, घरके गावें गीत।

**পরের গোয়ালে গো-দান।**

ব্রাহ্মণকে গো-দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য অপরের গোয়ালের গরু দান করার অভিনয়। পরের দ্রব্য দান করিয়া বদান্যতার ভান করা।

তু° Robbing Peter to pay Paul.

**পরের ঘর, ছিপ ফেলতেও ডর।**

পরের গৃহে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়।

তু° पराया घर, थूकका भी डर।

**পরের ঘরে আগুন দিয়ে টিকে ধরানো।**

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের অনিষ্ট করা।

তু° अपनी चिलम भरने को दूसरेका झोपड़ा जलाना।

**পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।**

অপরকে ক্লেশ দিয়া নিজের কার্যসিদ্ধি করা।

**পরের ঘি পাই, খাই আর পিদ্দিমে পোড়াই।**

পরের দ্রব্যের অপব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ হয় না।

**পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।**

বিনা ব্যয়ে যদি অপরের নিকট ঘোল পাওয়া যায়, তাহার জন্য এতো লোভ হয় যে ঘোল খাইবার সুবিধার জন্য গোঁফ ফেলিতেও প্রস্তুত।

পরের দ্রব্যের প্রতি প্রবল লোভ হইয়া থাকে।

**পরের চাল, পরের কলা ; ব্রত করেন চন্দ্রকলা।**

**পরের চাল, পরের ডাল ; নদে করেন বিয়ে!** নদের চাঁদ (নাম) > ক্ষে° নদে।

পরের খরচে নিজের কার্যসিদ্ধি করা।

**পরের চোখে পথ চলা।** দ্র° পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

**পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়ে যায়।** আগা=পাশ; ধার।

নৌকার মাঝি যদি আরোহীগণের নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি হয়, সে নদীর পাড় ঘেঁষিয়া গাছের পাশ দিয়া যায়; গাছের সহিত ধাক্কা লাগিতে পারে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করে না। নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির প্রতি মমতা থাকে না।

**পরের জন্যে গর্ত খোঁড়ে, আপনি তাতে মরে প'ড়ে।**

**পরের জন্যে ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তাতে।**

পরের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজের অনিষ্ট ঘটে।

তু° जो दूसरे के लिये कुयां खोदे उसके लिये खाई तैय्यार है।

**পরের ঢাক ঘাড়ে করা।**

দ্র° নিজের ঢাক নিজে বাজানো।

লক্ষ° পরের গুণকীর্তন করিয়া বেড়ানো।

**পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরের ভাতে পেট নষ্ট।**

লোভে পড়িয়া পরের দ্রব্য অতি মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিজেরই ক্ষতি।

**পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলাম নিজের মু'।**

পরের বেগার খাটিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করা।

**পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই।**

"পরের উন্নতি দেখিয়া হাই তুলিলে অর্থাৎ হিংসা করিলে নিজের যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।" (সুবল)

**পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষে থুড়ি।**

থুথু ফেলিব্যর ধ্বনি>থুড়ি—নিজের দোষ বা ত্রুটি স্বীকার করা।

পরের দোষকে বৃহৎ দেখা এবং নিজের দোষকে সামান্য ত্রুটি মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া।

তু° दूसरोंका ऐप बड़ी जल्दी दीखता है।

**পরের ধন, আপন ছালা,—যত ইচ্ছে ভ'রে ফেলা।**

পরের ধন পাইলে নিজের থলে, যত বড় হোক, ভরিয়া লইতে ইচ্ছা করে।

পরের দ্রব্য পাইলে লোভের সীমা থাকে না।

তু° पराया सिर कद्दू बराबर।

**পরের ধন, নিজের আয়ু,—কেউ দেখে না কম।**

লোকে পরকে প্রভুত ধনশালী মনে করিয়া ঈর্ষান্বিত হয় এবং নিজে দীর্ঘজীবী হইবে এই আশা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

তু° अपनी अक्ल और पराई दौलत बड़ी मालुम होती है।

**পরণে নেই টেনা, প্রতি হাটে পান ( গুড়ুক তামাক ) কেনা।**

দরিদ্রের অসঙ্গত সখ।

তু° बदनपर नहीं लत्ता, पान खायें अलबत्ता।

**পরণে নেংটা, মাথায় ঘোমটা।** নেংটা = নেংটি ; কৌপীন।

দেহ আচ্ছাদনের জন্য যথেষ্ট বস্ত্র নাই, অথচ মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা।

>প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব, কিন্তু অনাবশ্যক বস্তুর আড়ম্বর।

**পরনিন্দা অধোগতি।**

পরের নিন্দা প্রচারে লিপ্ত থাকিলে মন অত্যন্ত নীচ ও সংকীর্ণ হয়।

**পর-পোয়ে বাণিজ্য, আপন পোয়ে চাষ।** পো = পুত্র।

নিঃসম্পর্কীয় লোক নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায় করা চলিতে পারে ; কিন্তু কৃষিকার্য করিতে হইলে আন্তরিক যত্ন প্রয়োজন, সেজন্য নিজ পুত্রের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

**পর-প্রত্যাশী, দু' প'র উপসী।** দু' প'র—দুই প্রহর ; দুই বেলা।

**পর-প্রত্যাশী নর, গাছে উঠে ( গলায় দড়ি দিয়ে ) মর্।**

পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

তু° पर आस, नित उपास।

**পর মানিয়ে পরামানিক।** মানিয়ে—শোভাবৃদ্ধি করিয়া।

নাপিত নরসুন্দর,—তাহার কাজ মানুষকে সুন্দর করা।

**পরভাতি ভালো, তো পরঘরি কিছু নয়।**

অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা কষ্টকর ; কিন্তু পরের আশ্রয়ে বাস করিতে হইলে জীবন আরও অধিক বিড়ম্বনাময় হয়।

চাকরী নেই, বাকরী নেই, বার মাস ঘরে বসে কুড়ো পাথর ঠাসবেন আর পান থেকে চুণ খসলেই অমনি নবাবপুত্তুরের গমগমানী দেখে কে? তবু যদি পর-দোয়ারী না হতেন! কথায় বলে পরভাতি ভাল তো পরঘরি ভাল নয়।

অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**পর রেখে ঘর নষ্ট।**

অনাত্মীয় ব্যক্তিকে গৃহে আশ্রয় দিলে তাহার প্ররোচনায় পরিজনবর্গের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া গৃহের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়।

**পরহস্তং গতা গতা।** ( সং )

মূল লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।

যদি বা পুনরায়াতি নষ্টা ভ্রষ্টা চ মর্দিতা ॥

পরহস্তগত বস্তু অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়ার আশা থাকে না।

**পরহস্তগতং ধনম্।** ( সং )

মূল পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্ ॥

যাহা নিজের আয়ত্তে নাই তাহা দ্বারা কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

**পরহিংসা নরকে বাস, যুগে যুগে সর্বনাশ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**পরিচয়ে কুল নষ্ট।**

সকল পরিবারেই কিছু না কিছু কলঙ্ক থাকে ; তাহা প্রকাশ করিলে বংশের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না।

**পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।**
**ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥** ( সং, গীতা )

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সাধুগণের পরিত্রাণ দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" ( বঙ্কিম )

এসো প্রফুল্ল ! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি—'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই চিরন্তন বাক্য ! কতবার আসিয়াছি,……আবার আসিলাম—পরিত্রাণায় সাধুনাং ইং।' বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী।

**পরিহর বিনা কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাট।**
**পরিহর পোখরী পিছল ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙা হাট।**
**পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর বাসি ব্যঞ্জন সূপ।**
**পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জন-সুখ, পরিহর চিরদিন দুর্জন মুখ।** ( ডাক )

পাঁচদিন—মাসের মধ্যে দুইটি একাদশী এবং পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি—এই পাঁচদিন উপবাসের নির্দেশ।

এই প্রকার আরও কতকগুলি নিষেধ-ব্যবস্থা আছে।

**পরে তসর খায় ঘি, তার আবার খরচ কি ?**

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কারণ সুতি বস্ত্র অপেক্ষা তসর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অধিকন্তু ধোপার খরচ লাগে না। আবার ঘি মাখিয়া ভাত খাইলে ব্যঞ্জনাদির বাহুল্য করিতে হয় না।

**পরে-পরেই মড়ক কাটানো।**

মহামারীতে অন্য বহু লোক মরিলেও নিজের প্রাণ বাঁচিল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ।

হৃদয়হীন আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির আত্মপ্রসাদ।

**পরের ধনে পোদ্দারি, (+ লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী)।**

পরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করা, যাহাতে লোকে ঐশ্বর্যশালী মনে করে।

"...তিনিই যেন সর্ব্বে সর্ব্বময়ী হয়ে আঁচলে চাবির গোছা ঝুলিয়ে মদগর্ব্বে চারটে হয়ে ফুলে উঠেছেন। তোরও ত অন্যায় বাপু, তুই বা কি হিসেবে পরের ধনে পোদ্দারি করিস!" অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

তু॰ अनकर धनपर लक्ष्मीनारायण।

**পরের ধনে বরের বাপ।**

পুত্রের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষের নিকট প্রচুর অর্থ আদায় করিয়া এবং সেই অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া ধনগর্ব চরিতার্থ করা।

পরের নিকট অর্থ লইয়া বড়মানুষী দেখানো।

**পরের পিঠে, বড়ো মিঠে।**

পরের জিনিস সকলেরই ভালো লাগে।

তু॰ घरकी खाँड़ किरकिरी, बाहरका गुड़ मीठा।

**পরের পুত্রে পুত্রবতী, লোকে বলে ভাগ্যবতী।**

দ্র॰ পরের ধনে পোদ্দারী।

**পরের ভাত, নিজের হাত।**

পরের জিনিস যথেচ্ছ ভাবে খরচ করা যায়।

**পরের ভাত পাতে পাই, কষি খুলে খাই।**

কষি খুলে—কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া, যাহাতে বেশী খাওয়া যায়।

পরের দ্রব্যে অপরিমিত লোভ হয়।

**পরের ভিটায় জরিপ এলে, মাপ রে মাপ,**
**নিজের ভিটায় জরিপ এলে, বাপ রে বাপ!**

জরিপ—ভূমির কর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিমাপ। মাপ্—জমি মাপো।

পরের বিপদে উল্লাস, নিজের বিপদে হা হুতাশ।

**পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।**

দ্র॰ পরের জন্যে গর্ত খোঁড়ে ই॰।

**পরের মাথা কেটে নাপিত।**

পা॰ নাপিত শেখে পরের মাথায়।

নাপিত যখন প্রথম ক্ষৌরকার্য শিক্ষা করে, অপটুতার জন্য বিস্তর কাটাকুটি করিয়া ফেলে। এইরূপে যজমানকে ক্লেশ দিয়া সে তাহার জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা করে। পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের উন্নতি সাধন।

তু॰ काटेका काऊआ, सिखेका नाऊआ।

**পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।**

লক্ষ০ পরের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান হওয়া।

বিদূষক।…পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া বড় আরাম হে! তা না হ'লে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরেন কেন?"

তু০ পরমুণ্ডে ফলহার। [মাইকেল—শর্মিষ্ঠা নাটক।

**পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাৎ।** হি০ কিরিয়া>কিরা=শপথ।

যাহার মাথায় হাত রাখিয়া শপথ করা হয়, শপথ ভঙ্গ হইলে তাহার অমঙ্গল ঘটে। চতুর ব্যক্তি নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মাথায় হাত দিয়া কঠিন শপথের ভান করে। শপথ ভঙ্গ হইলে পরের অমঙ্গল হইবে, নিজের কোনো অনিষ্ট হইবে না।

স্বার্থপর ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের অমঙ্গল সাধনেও দ্বিধা বোধ করে না।

তু০ पराया सिर कुरान की जगह।

**পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে।**

অপরের মাথায় লাঠি মারিয়া নিজেই আছাড় খাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যে সে কিছু করে নাই, বরং তাহার উপরই অত্যাচার হইয়াছে।

পরের উপর অত্যাচার করিয়া নিপীড়িত সাধুতার ভান করা।

**পরের মাথায় সিঁদুর দেখে নিজের মাথা ভাঙে।**

পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হওয়া।

তু০ दुसरेका सेंदुर देख अपना कपाल फोड़े।

**পরের মুখে ঝাল খাওয়া।** দ্র০ ঝাল খাওয়া।

প্রসূতী নিজে ঝাল না খাইয়া পরকে খাওয়াইয়া নিজে তাহার উপকারিতা লাভ করিবার চেষ্টা।

কোনো কার্য নিজে না করিয়া পরকে বরাৎ দিয়া সারা।

আমরা ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নই ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সামান্য যেটুকু ধারণা, তা ইংরেজীর মারফতে প্রাপ্ত। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার ন্যায় পরের বাচনিক সাহিত্যরস আস্বাদনের প্রয়াসের উপযোগিতা যৎকিঞ্চিৎ। নারায়ণ চৌধুরী—বাংলার সাহিত্য।

**পরের লেজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে,**
**নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক ক'রে ডাকে।**

লক্ষ০ পরের অনিষ্ট করিয়া আমোদ অনুভব করা, কিন্তু নিজের সেইরূপ অনিষ্ট হইলে করুণ অভিযোগ করা।

**পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।**

পরের দ্রব্য চাহিয়া লইয়া ব্যবহার করা নিরাপদ নয়; যাহার জিনিস সে যে কোনো সময়ে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে।

—আর দেখ্‌, কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা বা চুরি করা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তাহলে গোঁসাইজি তা হেঁচকা টানে কেড়ে নেবেন। প্রমথ চৌধুরী—

**পরের হাতে ধন রেখে যে কয় আছে,** [ ঘোষালের ত্রিকথা।
**তার ধন তো খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে।** দ্র° পরহস্তগতং ধনম্‌।

**পর্বতের আড়ালে থাকা।**

পর্বতের অন্তরালে থাকিলে কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

লক্ষ° নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা।

কেহ কেহ বলে, কর্তা সরেশ মানুষ ছিলেন—এমন সকল ছেলে রেখে ঢেকে যাওয়া, বড় পুণ্য না হইলে হয় না—বাবু! এতদিন তুমি পর্ব্বতের আড়ালে ছিলে, এখন বুঝে চল্‌তে হবে—সংসারটি ঘাড়ে পড়িল।

**পর্বতের মুষিক প্রসব।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

পর্বতের অন্তঃস্থল হইতে গভীর গর্জন-ধ্বনি শুনিয়া অনুমান করা হইল যে পর্বতের গর্ভবেদনা উপস্থিত। পরে একটি ইঁদুরকে তথা হইতে বাহির হইতে দেখিয়া অনুমান হইল যে এমন প্রবল প্রসব বেদনার পর বিশালকায় পর্বত একটি ক্ষুদ্র মূষিক মাত্র প্রসব করিয়াছে?

লক্ষ° বিরাট আড়ম্বরের অতি তুচ্ছ পরিণতি।

তু° खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

The mountain in labour producing a mouse.

**পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধুমাৎ।** ( সং )

ধূম হইতে প্রমাণ হয় যে পর্বতে আগুন লাগিয়াছে।

কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করা যায়।

তু° Where there is smoke there is fire.

**পশ্চাত্তু ঝন্‌ঝনায়তে।** (সং)

মূল সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্তু ঝন্‌ঝনায়তে॥

শণ গাছের স্বর্ণবর্ণ পুষ্প দেখিয়া ইহাতে রত্নফল ধরিবে ভাবিয়া কোনো ব্যক্তি সযত্নে তাহা পালন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে শুষ্ক বীজাধারের ঝন্‌ঝন শব্দ শুনিয়া হতাশ হইয়াছিল।

লক্ষ° কোনো বস্তুর বাহ্য সৌন্দর্য দেখিয়া শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা করা ভ্রম।

**পশ্চিমে ধনু—নিত্য খরা ; পূবে ধনু—বর্ষে ধারা।**
**পূবেতে উঠিলে কাঁড়—ডাঙ্গা-ডোবা একাকার।**

ধনু—রামধনু ; ইন্দ্রধনু। কাঁড়—কাণ্ড ; রামধনু।

পশ্চিমে ( প্রভাতে ) আকাশে রামধনু দেখা গেলে তাহা খরা বা অনাবৃষ্টির লক্ষণ। পূর্বের (সন্ধ্যায়) রামধনু প্রচুর বর্ষার লক্ষণ। ফলে ডাঙা জমিতে জল জমিয়া খানা-ডোবার সহিত মিশিয়া সমান হইয়া যায়।

**পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু ; তার মাঝে আছে কেবল কতকগুলো হাবু।**

সমাজের এক প্রান্তে কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তিকে দেখা যায়, অপর প্রান্তে কতকগুলা চতুর লোক ; বাকি বেশীর ভাগ নির্বোধ ও অপদার্থ।

**পশ্চিমে সূর্য উঠা।**

>কোনো অসম্ভব অনৈসর্গিক ঘটনার মতো যাহা কখনও ঘটিবে না।

...স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল, "বিমল যেদিন পাশ হবে, সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।"

**পষ্ট কথায় কষ্ট নেই।** [ প্রভাত—পত্রপুষ্প (পোষ্ট মাষ্টার)।

মনের ভাব প্রকাশ করাই ভালো, তাহাতে কোনো ক্লেশ বা ক্ষতি নাই।

**পহিলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দুসরা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে,**
**তিসরা কুত্তা জোরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘর-জামাই।**

কুকুর চার প্রকারঃ—প্রথম যে পশু কুকুর নামে পরিচিত, দ্বিতীয় যে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তৃতীয় শ্যালক এবং চতুর্থ ঘরজামাই।

ইহারা সকলেই অতি হীন ও অপদার্থ হয়।

তু০ कुत्ता पाले वह कुत्ता, मामा घर भांजा कुत्ता,
बहन घर भाई कुत्ता, सासरे जमाई कुत्ता,
सब कुत्तोंका वह सरदार, जो सौरा रहे जमाई द्वार।

**পাইক আসুক, পেয়াদা আসুক,—আমি কিছুই না ;**
**ভেট আসুক, বেগার আসুক,—আমি জমিদারের মা।**

কাছারি হইতে পরোয়ানাদি জারি করিতে আসিলে বলে, "আমি কেহই নই, আমি কিছু জানি না।" কিন্তু যদি কেহ ভেট লইয়া আসে অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া দিতে আসে, তখন জমিদারের মা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহা দাবী করে।

যে ব্যক্তি লাভের বেলায় বেশ হুঁশিয়ার, কিন্তু দায়িত্ব অস্বীকার করে।

**পাও টানা আর নাও টানা তুই সমান।**

পাও = পা। পাও টানা—ক্লান্তিবশতঃ অতি কষ্টে পথ চলা।

গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যাওয়া যেরূপ ক্লেশকর, ক্লান্তদেহে পথ চলাও তাহারই সমান। ক্লান্তদেহে পথ পর্যটন অতি কষ্টকর।

**পাওনা-গণ্ডা।**

প্রাপ্য অর্থাদি। যাহা পাইবার অধিকার আছে।

শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পাওনা গণ্ডা লইয়া পান্ডার সহিত সরকার মহাশয়ের বেশ একটু বিবাদের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে।

**পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না।** [ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতরে থাকিলেও তাহার গায়ে পাঁক লাগে না।

লক্ষ০ সাধু ব্যক্তি সংসারে বাস করিলেও সাংসারিক মলিনতা হইতে মুক্ত।

**পাঁচ আইন।**

দেশে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের ক্ষমতা ও কর্তব্য সংক্রান্ত খৃ০ ১৮৬১ সালে প্রবর্তিত পঞ্চম আইন (Act V of 1861), যাহাতে নানা তুচ্ছ অপরাধের জন্য ত্বরিত বিচার ও লঘু দণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে।

শনিবার রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরবার সময় কি কর্মভোগই হয়েছিল! পাঁচ আইনে প'ড়ে, দুদিন হাজত-বাস আর দশ টাকা জরিমানা আক্কেল-সেলামী গেল।

**পাঁচ-চুলো করা।**

সং পঞ্চচূড় > পাঁচ চুলা—মাথার পাঁচ জায়গায় ছোট ছোট চুলের গোছা রাখিয়া বাকি অংশ মুড়াইয়া দেওয়া,—প্রাচীনকালের দণ্ডবি০।

পাঁচচুলা করিয়া মাথায় ঢালে ঘোল
বাজার বাহির করে বাজাইয়া ঢোল॥ মাণিক গাঙগুলী—ধর্মমঙগল।

**পাঁচ জন যেখানে, ভগবান সেখানে।** দ্র০ দশই ভগবান।

**পাঁচ জনের খায় একলা মাগী; দশ হাতে খায় ডোকলা মাগী।** (মেয়েলী)

যাহার ঘরে আর কেহ নাই সে একাকী পাঁচ জনের সমান খায়; যে উড়নচড়ে সে অপব্যয় ও অপচয় করিয়া থাকে।

**পাঁচ-পাঁচি।**

পাঁচটা সাধারণ ব্যক্তি বা বস্তুর মতো, তাহা অপেক্ষা ভালো নয়।

অতি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত।

পাড়াগাঁয়ের পাঁচপাঁচি মেয়ে—দেখতেও এমন কিছু সুন্দর নয়—রাঁধে-বাড়ে, স্বামীর সংসার গোছায়, খায়, ঘুমায়। ফালগুনী মুখো০—মন জানে।

**পাঁচ ফুলে সাজি।**

কয়েকটি বিভিন্ন জিনিস একত্রিত হইলে একটি মনোরম বস্তুর সৃষ্টি হয়।

**পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় খায়।** ( খনা )

কোনো মাসে পাঁচটা রবিবার পড়িলে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হয়।

**পাঁচ শত মূর্খ লয়ে স্বর্গও না চাই ;**
**পাঁচটি পণ্ডিত লয়ে পাতালেও যাই।**

মূর্খের সংসর্গ কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

**পাঁচে অর্জে পাঁচে খায়, লাভের মধ্যে গৃহস্থ বলায়।** অর্জে = অর্জন করে।

যৌথ পরিবারের সকলেই যদি কিছু কিছু অর্থোপার্জন করে এবং একত্র মিলিয়া মিশিয়া বাস করে, তাহাতে অধিক ধন সঞ্চয় না হইলেও অন্ততঃ সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত হয়।

**পাঁচে ধরে বত্রিশে খায়, আর সকলে রস পায়।**

পাঁচ আঙুলে খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিয়া দেয় এবং বত্রিশটি দাঁত দিয়া তাহা চিবাইয়া খায় ; কিন্তু তাহাদের কার্যের ফলে দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পুষ্টিলাভ করে।

লক্ষ০ যৌথ পরিবারের কয়েকজন মাত্র শ্রম করিলেও সমস্ত পরিজন-বর্গ তাহার সুফল ভোগ করে।

**পাঁঠা ম'রে বোষ্টম।**

নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবগনের মধ্যে যৌণ উচ্ছৃংখলতা লক্ষিত হয়।

ব্য০ কল্পনা করা যে যৌন ব্যাপারে যথেচ্ছাচারী ছাগ মৃত্যুর পর বোষ্টমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব জন্মের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

তু০ चौबे मरें तो बन्दर हों बन्दर मरे तो चौबे।

**পাঁঠার ইচ্ছায় ঝোল রাঁধা।**

পাঁঠার মাংস রন্ধন করিবার সময় পাঁঠার মতামত লওয়া হয় না।

লক্ষ০ অত্যাচারিতের অভিমত অনুযায়ী কেহ অত্যাচার করে না।

**পাঁঠারে কাটে পাঁঠী হাসে ;**
**পাঁঠা কয়, তোর লাগিও মগধেশ্বরী আছে।**

মগধেশ্বরী—জনৈক মগধরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বৌদ্ধ অনুষ্ঠান, যাহা পরে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। বধূর প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর পঞ্চম মাসে পরিবারস্থ পুরুষগণ কর্তৃক অজাতবৎসা ছাগীর বলি হয়। বিবাহিতা নারীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিলেও এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। (J.D.A.—Some Chittagong Proverbs)।

আমার যে সর্বনাশ ঘটিতেছে তোমার অদৃষ্টেও তাহাই আছে।

তু০ ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।

**পাকা আমটি।**

পরিপুষ্ট ও সুপক্ক আম সুস্বাদ এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়।

লক্ষ০ বৃদ্ধ অথচ প্রিয়দর্শন ব্যক্তি।

ভদ্রলোকটির নাম হরকালী গাঙ্গুলী, বয়স ৭২ বৎসর, একহারা, খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ পুরুষ, গ্রাম্য উপমায় 'পাকা আমটি।'

**পাকা ঘুঁটি কাঁচানো।** [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়! ( দুই বন্ধু )

পাশা খেলায় ঘুঁটি বহুদূর অগ্রসর হইবার পর খেলার দোষে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া প্রতিযোগিতায় পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়া।

লক্ষ০ কার্যসিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইবার পর নিজের দোষে সমস্ত পণ্ড করিয়া ফেলা।

মায়ের চরণ ভাবলে পরে ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর বুঝে না বসতে পেরে কাঁচালি পাকা ঘুঁটি।

**পাকা ধানে মই দেওয়া।** [ দাশরথি রায়—শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

মই দেওয়া—চাষের জন্য জমিতে লাঙল দিলে যে বড় বড় মাটির চাঙড় হয় তাহা ভাঙিয়া ক্ষেত্র সমতল করিবার জন্য ক্ষুদ্র বাঁশের মই চালানো।

ধান পাকিয়া যাইবার পর ক্ষেত্রের উপর মই চালাইয়া ফসল নষ্ট করা।

>কাহারও অনিষ্ট সাধন করা।

কার পাকা ধানে মই দিয়াছি, কার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, যে চিরকাল কাঁদিয়া মরিব? চন্দ্রশেখর মুখো০—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।

তু০ সুখে ধানোঁপর পানী।

To put a spoke in another's wheel.

**পাকা মাথায় ( চুলে ) সিঁদুর পরা।** ( মেয়েলী )

বৃদ্ধ বয়সে যখন মাথার চুল পাকিয়া যাইবে তখনও সীমন্তে সধবার চিহ্ন সিঁদুর ধারণ করা। নারীকে চির-আয়ুষ্মতী হইবার আশীর্বাদ।

জন্মায়তী হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক।

**পাকা হরিতকি খাওয়া।** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

হরিতকি পরিপুষ্ট হইবার পর পাকে না, শুখাইয়া যায়। পাকা হরিতকি অপ্রাপ্য বস্তু, যাহার অস্তিত্ব নাই। ( তু০ ডুমুরের ফুল )

ব্য০ পাকা হরিতকির মত অপ্রাপ্য বস্তু খাইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না।

'সবাই অমনি না খেয়ে থাকে! পাকা হত্তুকি খেয়েছে আর কি?"

**পাখী উড়ে যায়, তার পালক গণি।** [ চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

এতদূর চতুর যে অসম্ভব কার্যও অনায়াসে করিতে পারে।

**পাখীপড়া করা।**

টিয়া, ময়না ই০ পাখীকে পড়িতে ( মানুষের মত কথা কহিতে ) শিখাইবার জন্য একই কথা বার বার উচ্চারণ করিতে হয়।

>বারংবার কোনো বিষয়ের শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া।

হেম ত পাখী পড়ানো করিয়া শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও টুপী মাথায় ভাল করিয়া বসাইতে পারি নাই। পারিলে কখনই উড়িয়া যাইত না। প্রভাত—সত্যবালা।

**পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।**

লক্ষ০ একই সময়ে দুই বিভিন্ন প্রকার কার্য করা যায় না।

তু০ सहनाइका बजाना और सत्तूका फांकना एक साथ नहीं होता।

**পা গ'ণে গ'ণে ( ঘ'ষে ঘ'ষে ) চলা।** দ্র০ সব মাটি মাড়িয়ে চলা।

**পাগ বাঁধতে কাছারি বরখাস্ত।** দ্র০ সাজ করতে দোল ফুরালো।

কাছারিতে উপস্থিত হইবার জন্য ভালো করিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া সাজগোজ করিতে অধিক বিলম্ব করিলে ততক্ষণে কাছারি ভাঙিয়া যায়।

**পাগল, না ছাগল!** দ্র০ ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়?

**পাগ্‌লা ঘণ্টা।**

কোনো গুরুত্বপূর্ণ আকস্মিক ঘটনা প্রচারের জন্য তুমুল ঘণ্টাধ্বনি।

…হঠাৎ ঘোররবে একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। জাহাজের খালাসী, কর্ম্মচারী, 'বয়',…চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে সুরু করিল। গৃহিণী…ভীত হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

বয় বলিল, "শুনছে না, পাগ্‌লা ঘণ্টা দিয়েছে।"

তু০ Alarm Bell. [ সীতা দেবী—পরভৃতিকা।

**পাগলা, সাঁকো (নৌকা) নাড়িসনি। না, ভালো মনে ক'রে দিয়েছ!**

বাঁশের সাঁকো বা নৌকা বেশী নাড়িলে বিপদের সম্ভাবনা। পাগলের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; পাছে সে এরূপ অপকর্ম করিয়া বসে, এই ভাবিয়া তাহাকে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। পাগল যাহা ভুলিয়া ছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে কার্যতঃ তাহাকে উৎসাহিত করাই হয়।

>কোনো কার্য নিষেধ করিতে গেলে অনেক সময়ে ফল বিপরীত হয়।

**পাটে বসা।** পাট=বিশ্রামস্থল > অস্তাচল।

সারাদিবস পর্যটনের পর সূর্যের বিশ্রাম। সূর্যের অস্তগমন।

সত্যই আর বেলা নাই, সূর্য পাটে বসিয়াছে, পূর্ব্ব দিগন্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**পাড়া-কুঁদুলী।**

পাড়াকুঁদুলী মালকা, যিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মেয়েদের সাথে ছেলেবেলায় কোঁদল ক'রে বেড়াতেন। নজরুল ইস্‌লাম—বাঁধন-হারা।

**পাড়া জুড়ে তুলবে ঘর, বাঁধবে না তার চুড়ো ;**
**ভোজনেতে খাবে সুখে ফি গরাসে মুড়ো।**
**মাঝ-দরিয়ার টল্‌টলে জল তেষ্টা পেলে খাবে ;**
**টাকাকড়ি ধার দিয়ে তার সুদটি নাহি চা'বে।**
**মুস্কিলেতে মিছে ব'স থাকবে না কো ঘরে ;**
**তেমাথার ঠাঁই যাবে ছুটে বুদ্ধি নেবার তরে।**

পিতা অন্তিমকালে পুত্রকে এই সদুপদেশগুলি দিয়াছিলেন যাহা শুনিতে হেঁয়ালির মতো ;—আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ মনে হয় প্রকৃত প্রচ্ছন্ন অর্থটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

অনেকগুলি ছোট ছোট খড়ো ঘর তুলিবে কিন্তু তাহার চাল খোলা রাখিবে—এ অর্থ নয় ; এমন ঘর তুলিবে যাহার মটকাই বাঁধিতে হইবে না, অর্থাৎ একখানা বড়ো কোঠা বাড়ী করিবে।

অত্যধিক পরিমাণে মাছ খাইতে বলা হয় নাই, চুণামাছ খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে ; যাহা অল্প খরচে পরিমাণে অধিক হয়, পুষ্টিকরও হয়।

নদীর মধ্যস্রোতের জল পান করিবার কথা বলা হর নাই ; পাত্রস্থিত জলের উপরাংশ ফেলিয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহাতে ধূল্যবালি ও খড়কুটা ইং থাকিতে পারে ; জলের নিম্নভাগে তলানি জমিয়া থাকে সুতরাং তাহাও পরিত্যজ্য ; কেবলমাত্র মধ্যের অংশই নির্মল এবং পানের যোগ্য।

জিনিস বন্ধক রাখিয়া কর্জ দেওয়া উচিত ; তাহাতে সুদের জন্য তাগাদা করিতে হয় না, খাতক নিজ স্বার্থে যাচিয়া দিবে ; কারণ, নিয়মিত ভাবে সুদ না দিলে ঋণভার বৃদ্ধি হইবে, এবং যথাসময়ে শোধ না করিলে বন্ধকী জিনিস আর উদ্ধার হইবে না, ঋণদাতার স্বত্ব জন্মিবে।

তেমাথার অর্থ তিনটি পথের সংযোগস্থল নয়, অতি প্রাচীন ব্যক্তি, যে উবু হইয়া বসিয়া থাকিলে কেশবিরল মস্তকটি হাঁটু দুইটির মধ্যে অবস্থিত থাকায় সারি সারি তিনটি মাথার মতো দেখায়। অর্থ—প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লওয়া উচিত।

**পাড়াপড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকোয়।**

সকলে মিলিয়া গরুর দোষ ত্রুটি গোপন করার ফলে সহজে বিক্রয় হয়। প্রতিবেশীরা সহযোগিতা করিলে দুরূহ কার্যও সহজে সম্পন্ন হয়।

**পাড়ার লোকে কয়, আমার মনেও লয় ;—**
**জামাইয়ের পাতের কৈ খেলে শাশুড়ীর পোলা হয়।** (মেয়েলী)

জামাইয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন শাশুড়ীর পক্ষে নিষিদ্ধ। লোভী শাশুড়ী জামাইয়ের পাতে বড় বড় কৈ মাছ দিয়া তাহা নিজে খাইবার উদ্দেশ্যে জামাইকে শুনাইয়া বলিতেছে, জামাইয়ের পাতের উচ্ছিষ্ট কৈ মাছ খাইলে নাকি জামাই শাশুড়ীর পুত্রতুল্য স্নেহভাজন হয়।

লোভী স্ত্রীলোকের ছলনা।

**পাণ্ডব-বর্জিত দেশ।**

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্বরক্ষক রূপে পান্ডবগণ ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণকালে যে সকল অংশ বর্বর দেশ বিবেচনায় বর্জন করিয়াছিলেন। সভ্য জগতের বহির্ভূত অংশ।

"আমাদেরই এক জ্ঞাত ভাই···একটা পান্ডব বর্জ্জিত দেশে জমিদারের ছেলেকে পড়াবার মাষ্টারী পেয়ে গেল। সবাই মানা করেছিল যেতে; বলেছিল, কি হবে গিয়ে সেই বন-দেশে।" প্রেমেন্দ্র মিত্র—কুয়াসা।

**পাত কাটতে তর সয় না।**

ভোজন করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত যে গাছ হইতে কলাপাতা কাটিয়া আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিতে যে সময় লাগে সেটুকু বিলম্বও সহ্য হয় না। অত্যন্ত অধৈর্য।

**পাত দেখে বেরাল ( পিঁপড়ে ) কেঁদে ফেরে।**

ভোজনপাত্র চাঁচিয়া-মুছিয়া খাওয়া।

এমন করে আহার ঠাসিতেছেন যে পাত দেখে বেরাল কাঁদিয়া মরে।

[ টেকচাঁদ—মদ খাওয়া বড় দায়।

**পাত পাড়া।**

পাতা পাতিয়া ভোজনে বসা। পরের বাড়ী স্বেচ্ছায় ভোজন করা।

"আমার ত আর মান নেই যে খোয়া যাবে, ধনও তথৈবচ; তবে আর গরীব বাড়ী পাত পাড়তে লজ্জা কিসের?" ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**পাতা-চাপা কপাল।**

কোনো বস্তু পাতা চাপা দিয়া রাখিলে, পাতা সহজেই সরিয়া গিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

অপ্রত্যাশিতভাবে যাহার সৌভাগ্যলাভ ঘটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে রাখাল পাহাড়পুরের রাজার ঘর জামাই হইতে যাইতেছে। গ্রামের লোকে ছেলেটার পাতাচাপা কপাল দেখিয়া কপালে চোখ তুলিতে লাগিল। চারু বন্দ্যো°—পরগাছা।

বিপ° পাথর-চাপা কপাল।

**পাতা নাড়ি, হাতা নাড়ি;—এই তো চোরের হাতে-খড়ি।**

দ্র° আতি-চোর, পাতি-চোর,—হতে হতে সিঁদেল চোর।

**পাতাল ফোঁড়, বিন্নাফোঁড়, মোষশিঙা, কুঁচিমোড়, সুখ-জাবড়া, নিমের পাত;—মোছ রাখে ছয় জাত।**

গোঁফের শ্রেণী-বিভাগ ঃ—(১) পাতাল ফোঁড়—যাহার দুই প্রান্ত যেন মাটি ফুঁড়িয়া পাতালে প্রবেশ করিতে উদ্যত,—নিম্নমুখ।

(২) বিণ্না ফোঁড়—বিন্না বা বেণা গাছের গোছার মতো,—ঝোড়া ঝোড়া এবং ঊর্ধ্বমুখ। (৩) মোষশিঙা—মহিষের শিঙের মতো দুই প্রান্ত দীর্ঘ এবং পাক দেওয়া। (৪) কুঁচিমোড়—শূয়রকুঁচি অথবা ঝাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা। (৫) নিমের পাত—জোড়া নিমপাতার আকার, মধ্যে ঈষৎ স্থূল এবং দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম—সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য।

**পাতি পাতি করিয়া খোঁজা।** পংক্তি>পাঁতি>পাতি।

প্রত্যেক পংক্তি ধরিয়া অনুসন্ধান করা। তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা।

আশ্রম মন্দির মঠ গির্জ্জা সভাতল,
পাতি পাতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল।

[ বিহারী চক্র০—প্রেম প্রবাহিনী।

**পাতে পড়লেই খাওয়া হয় না,**
**রাজায় পড়লেও রাণী হয় না।**

লক্ষ০ আয়ত্তে আসিলেও, অদৃষ্টে না থাকিলে সুখ ভোগ করা যায় না।

**পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপর।**

উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া যাহাকে প্রতিপালন করা হয় এমন অধমও সুযোগ পাইলে অমান্য করে। অকৃতজ্ঞ নীচ ব্যক্তির স্পর্ধা।

তু০ টুক্ড়ে দে দে বছ্ড়া পালা, সীংগ লাগে তব মারন চলা।

**পাত্তাড়ি গুটানো।**

পাত+তাড়ি=তালপাতার তাড়া বা আঁটি।

পাঠশালার দৈনিক পাঠ সাঙ্গ হইলে পড়ুয়াগণ কর্তৃক তালপাতাগুলি একত্র করিয়া বসিবার ছোট মাদুরে জড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করা।

>স্থান ত্যাগ করিবার জন্য জিনিসপত্র গুছানো।

কাশী আমাদের ভূস্বর্গ, আপাততঃ সেই স্বর্গে থাকাই বিধেয়। তাড়াতাড়ি যাহা জুটিল পেন্সন্ লইয়া, পাত্তাড়ি গুটাইয়া কাশী রওনা হইয়া পড়িলাম। কেদার বন্দ্যো০—কোষ্ঠীর ফলাফল।

**পাথর-চাপা কপাল।** দ্র০ পাতা-চাপা কপাল।

**পাথর ভাঙা।**

সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি পাথর ভাঙা, ঘানি টানা ই০ কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য করিতে বাধ্য হয়। সশ্রম কারাভোগ করা।

"হাঁ বাবা পাথর ভাঙ্গা মোকুব করাতে পাল্লে না?" গিরিশ—প্রফুল্ল।

**পাথরে ঘুণ ধরে না।**

লক্ষ০ সারবান পদার্থের কোনও বিকার ঘটে না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

তু০ পত্থরকো জোঁক নহীঁ লগতী।

**পাথরে পাঁচ কিল।**

পাথরের মতো কঠিন বস্তুর উপর কিল মারিলেও আঘাত লাগে না, এমন যাহার সৌভাগ্য।

আহ্লাদে গ'লে গিয়ে ফ্যালার মা বল্‌লে—"হেঁ হেঁ……আমাকে ভালবাসে খুব। এই যে আজ কত কি এঁধেছিল, কিছুই ত খায় নি, সব আমাকে এখন ধরে দিলে।"

বল্‌লাম—"ওঃ তবে ত তোর আজ পাথরে পাঁচ কিল!" [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়।

**পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে।**

যে কোনো প্রস্তরখণ্ডকে সকলে পূজা করিলে কালক্রমে তাহা পীর অথবা দেবতার মত শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

লক্ষ০ সর্বসাধারণের মতামতের উপর খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভর করে।

**পাথরের লেখা মুছলেও যায় না।**

পাথরের মতো কঠিন পদার্থের উপর দাগ পড়িলে তাহা যেমন সহজে তুলিয়া ফেলা যায় না, সেরূপ অবিনশ্বর বস্তু।

তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে। [ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

তু০ পত্থরকী লকীর কভী নহী মিটতী।

**পাদমেকং ন গচ্ছামি।** (সং)

স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র না যাইবার প্রতিজ্ঞা।

সব বাইরে পালাচ্ছে। বললে বোমার আঘাতে মরতে পারব না।

মেজকর্ত্তা ক্ষুব্ধ আক্ষেপে বললেন, যাক, যে যেখানে যাবে যাক। আমি—পাদমেকং ন গচ্ছামি। তারাশঙ্কর—মন্বন্তর।

**পা দেওয়া।**

পদার্পণ করা। উপনীত হওয়া।

আমার যখন বিবাহ হয়, তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি। রবীন্দ্র—গল্প চারিটি (দর্পহরণ)।

**পান খেতে দেওয়া।**

পান খাইবার জন্য প্রীতির দান বলিয়া ভদ্রভাবে উৎকোচ প্রদান।

বাড়ীখানি তিনি নির্ম্মাণ করেন নাই। রেলি ব্রাদার্সের বাড়ীর আঠার টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী, এত বেশী 'পান' খাইবার পান না যে, একখানি কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করিতে পারেন। জলধর সেন—অভাগী।

তু০ চাঁদীকা জুতা দেনা।

To grease one's palm.

**পান থেকে চুন খসা।**

সাজা পানের চুন শুখাইয়া খসিয়া পড়িলে তাহাও পান সাজার ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা। যে কোনো তুচ্ছ ত্রুটি।

পুরুষেরা……অশীতি বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক, সমাজ সব সৈবে। কেবল নারী জাতির পান থেকে চুণটি খস্‌লেই সর্ব্বনাশ। [ দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী

**পান না তাই খান না।** দ্র° কর্তা মুগের ডাল খান না ই°।

**পান-পানিতে বিচার নাই।** দ্র° জল-আচরণীয়।

নির্বিচারে সকলের দেওয়া পানীয় জল বা সাজা পান গ্রহণে অস্পৃশ্যতা দোষ না মানা।

গেল সব হিঁদুয়ানি, বিচার নেই আর পান পানি।

**পান্‌সে চোখ।** পানি (জল)>বিণ° পান্‌সে। [ দাশরথি রায়—পাঁচালী।

যে চোখে অতি সহজেই জল আসিয়া পড়ে।

পান্‌সে চোখ কিনা তাই অম্‌নি একটু ভাবের কথায় চোখে জল আসে। [ হারাণ রক্ষিত—কামিণী ও কাঞ্চন।

**পানি-পাঁড়ে।**

রেল-স্টেশনে হিন্দু যাত্রীগণকে পানীয় জল বিতরণের জন্য যাহারা নিযুক্ত থাকে তাহারা সচ° ব্রাহ্মণ শ্রেণীভূক্ত। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্যাণ্ডেয় বা পাঁড়ের সংখ্যাধিক্য বশতঃ ঐ কার্যে নিযুক্ত সকলেই পাঁড়ে নামে অভিহিত হয়।

লোকগুলা ষ্টেশন পাইয়া যেন বাঁচিয়াছে। পানিপাঁড়ের নাম ধরিয়া সে কি বীভৎস চীৎকার। রামপদ বন্দ্যো°—প্রেম ও পৃথিবী

**পানি-পান্তা ভক্ষণ, ঐ তো পুরুষের লক্ষণ;**
**আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন দিন বা ম'রে যাই।** (মেয়েলী)

পানি-পান্তা=জল মিশ্রিত পান্তা ভাত।

আত্মসুখী, স্বার্থপর নারী স্বামীকে পান্তা ভাত দেয় এবং নিজে তপ্ত ভাত খায় এবং স্বামীকে বুঝায়,—তোমরা ভাগ্যবান পুরুষজাতি, তাই তোমরা পান্তা ভাতের মতো উপাদেয় বস্তু খাইতে পাও; আমি অভাগা নারী, কখন হঠাৎ মরিয়া যাইব। তাই তপ্ত ভাত খাইতে বাধ্য হই।

নিজে উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়া পরকে নিকৃষ্ট বস্তু দিয়া উল্‌টা বুঝানো।

**পানি ফেলিয়া পানিকে যায়, আন পুরুষে আড়ে চায়,**
**তারে না বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি।** (ডাক) অর্থ সুস্পষ্ট।

**পানির তপৎ, নারীর শপথ।**

তপ্তজল যেমন শীঘ্র শীতল হয়, সেইরূপ নারীর সংকল্প স্থায়ী হয় না।

**পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া।**

পান্তা ভাতে ফুঁ দিয়া খাইতে দেখিলে লোকে মনে করে তপ্ত ভাত। >দারিদ্র্য গোপনের চেষ্টা।

**পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।** (মেয়েলী)

ক্ষেং পান্তা ভাতে ঘি।

পিত্রালয়ে মাতাপিতার প্রশ্রয়ে কন্যার চরিত্র গঠিত হইতে পায় না। পান্তা ভাতে ঘি মাখিলে সুস্বাদ হয় না, কেবল অপব্যয় হয়।

**পান্তা ভাতে টকো দই।**

নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত নিকৃষ্ট বস্তুর মিলন হইলে আরও মন্দ হয়।

**পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন পোড়ায় ঘি ( বিষ্ণুতেল )।**

বিষ্ণুতেল—বাতরোগে মালিশের কবিরাজী তৈল,—যাহা অখাদ্য।

অজ্ঞের বিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা—দরিদ্রের ধনবান পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা।

**পাপও লুকায় না, সাগরও শুখায় না।** (সুবল)

সাগরের জল শুখাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, পাপকার্য লুকাইয়া রাখাও সেইরূপ অসম্ভব।

তুং पाप छिपाई न छिपे, जस लहसुन की बास।
Murder will out.

**পাপ করলেই ভুগতে হয়, এটা যেন মনে রয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**পাপ করলেই যমের ভয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তুং The wages of sin is death.

**পাপ চার পো' হলে আপনি ফলে।** চার পো'—পূর্ণ মাত্রা।

পাপ করিতে আরম্ভ করিলে গোড়াতেই তাহার কুফল প্রাপ্তি না ঘটিতে পারে, কিন্তু ক্রমে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে দণ্ড আপনি আসে।

তুং पाप का घड़ा भरकर डूबता है।

**পাপ-পুণ্য নাহি জানি, যা করেন মা ভবানী।**

সরলমনা ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারে না,—সে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলে।

**পাপ মনে, ভয় বনে।**

পাপীর মন কোথাও গিয়া নির্ভয় হইতে পারে না।

তুং To the guilty mind every bush is an officer.

**পা পিছলে আলুর দম !**

মূল আইকাম বাইকাম তাড়াতাড়ি, যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ী।
রেন কাম ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম ! ( শিশুদের ছড়া )

দমের আলু কাই বা রসে পিছিল থাকা হেতু একটু চাপ পড়িলেই তাহা সহসা পিছলাইয়া যায়।

ব্যং কাদায় পা হড়কাইয়া আছাড় খাওয়া।

**পাপী যাবে গঙ্গা স্নানে, তো সাধু যাবে কোনখানে ?**

পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহারা সকলে পাপ-স্খালনের জন্য গঙ্গাস্নান করিতে গেলে সেই ভীড়ের মধ্যে অল্পসংখ্যক নিরীহ সাধু ব্যক্তির গঙ্গাস্নান করা ঘটিয়া উঠে না।

পাপীদের সাড়ম্বর ধর্মাচরণের জন্য সাধু ব্যক্তি সুযোগ পায় না।

**পাপের কড়ি থাকে না। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।**

পাপকার্যের দ্বারা অর্জিত ধন সঞ্চিত থাকে না ; পাপের দণ্ড ভোগ করিতে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, অথবা অপরে তাহা আত্মসাৎ করে।

পান্নালাল। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। পান্নালাল এক ছেঁড়া কাপড়ে দিল্লী ঢুকেছিলেন, আর সেই ছেঁড়া কাপড়ে দিল্লী থেকে বেরুলেন।

তুং পাপীকা মাল পরাছিত জায়। [মনমোহন রায়—রিজিয়া।

**পাপের পথ বড়ই সরল।**

পাপাচরণ অতি সহজ ও আপাতমধুর।

**পাপের লেশ, সুখের শেষ।**

সামান্যমাত্র পাপকার্য করিলেও মনের সুখশান্তি চিরতরে নষ্ট হয়।

**পাবার আশে পুরুত ঘেঁষে।**

যে যজমানের নিকট প্রাপ্তির আশা থাকে, পুরোহিত তাহার সহিতই ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে। লোকে স্বার্থের জন্যই সাহচর্য করে।

**পায়ের দড়ি ( বাঁধন ) ছেঁড়া।**

অত্যধিক চলা-ফেরার জন্য পায়ের শিরা ও স্নায়ুতে বেদনার অনুভূতি।

টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, আমাদের দোকান পাট বন্ধ হইল। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**পায়ের ধুলো দেওয়া।**

পূজনীয় ব্যক্তির পদার্পণে স্থান পবিত্র জ্ঞান হওয়া।

"কলকাতা থেকে যাবার আগে দয়া করে একবার আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়ো।" উপেন্দ্র গঙ্গো৹—অমূল তরু।

**পারত পক্ষে।**

যতদূর পারা যায়। সাধ্যমতো।

'পারত পক্ষে' উপর থেকে নীচের তলায় নামিনে। দ্বিজেন্দ্রলাল—[ হাসির গান।

**পার হইলে পাটনি শালা।**

দ্র০ কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।

নদী পার হইবার পর নৌকার আরোহী আর মাঝির খাতির রাখে না।

**পারা আর পাপে, কার সাধ্য চাপে।**

দ্র০ পাপও লুকায় না সাগরও শুখায় না।

পারদ-ঘটিত ঔষধের গোপন ব্যবহারে যৌনব্যাধির উপসম হয়, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুরারোগ্য ক্ষত হইলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে।

**পারের কড়ি।**

নদী পার হইবার জন্য দেয় শুল্ক বা ভাড়া।

লক্ষ০ যে পুণ্যকর্মের প্রভাবে মোক্ষলাভ হয়।

সাধু ক'ন স্নেহভরে, "এবে ফিরে যাও ঘরে—
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
লালাবাবু যান ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, 'হায় রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূণ্য?' কালিদাস রায়—

**পালাতে না পারলে মোড়লের বেয়াই।** [ ব্রজবেণু ( লালাবাবুর দীক্ষা )

কোনো অপকর্ম করিয়া ধরা পড়িয়া গেলে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোনো বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আত্মীয় বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেওয়া।

অপরের দোহাই দিয়া বিপদোদ্ধারের চেষ্টা।

**পালাতে পথ পায় না।**

বিপদে পড়িয়া ভয়ে এতদূর অভিভূত হওয়া যে, পলায়নের চেষ্টা করিলেও পলাইবার পথ খুঁজিয়া না পাওয়া। ব্যাকুল ও বিব্রত হওয়া।

দেখিয়া বীরের ঠাম ভয়ে তনু কম্পমান
পলাইতে নাহি পাই পথ॥ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**পালাতে পারে না ব'লে গোদা বড়ো বীর!**

বিপদে পড়িলে স্থূলকায় ব্যক্তি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু প্রচার করে যে সে কাপুরুষ নয় বলিয়াই পলায় নাই।

তু০ To make virtue of a necessity.

**পালাবার অনেক পথ।**

ভয় পাইয়া যে পলাইতে চায় সে নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

তু॰ जानेवालेके हजार रास्ते ।

**পালাবো না তো কি ভয় করবো?**

কাপুরুষের আত্মশ্লাঘা,—যেন পলায়ন করা ভীরুতার লক্ষণ নয়, তাহাতেও বিলক্ষণ পৌরুষ আছে!

**পালে-পার্বনে।** পর্ব>পার্বন। পাল—সহ॰।

উৎসবাদি উপলক্ষ্যে। কালেভদ্রে।

পালে পার্ব্বনে শাড়ি ও গহনা দেওয়া এবং মাসে একবার দুবার সিনেমা থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাওয়াই ভাল। ধূর্জ্জটি মুখো॰—অন্তঃশীলা।

**পালের গোদা।**

হনুমান বা বানর-দলের স্থূলকায় ও শক্তিশালী নেতা।

>দলপতি। দলের চাঁই।

বাবুরাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্ছারামবাবু বালীর বেণীবাবু ও বৌবাজারের বেচারামবাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঠকচাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন। [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**পাসাং ভাঙা।**

পাসাং (পাষাণ)—ওজন করিবার তুলাদণ্ডের দুই দিকে সমতার অভাব।

তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমভার না হইলে যে দিক লঘু সেদিকে প্রয়োজনমত ভার চাপাইয়া দুই দিকের সমতা সাধন করা।

>অভাব বা ত্রুটি পূর্ণ করা।

গয়ারাম। মেয়েরা চুল ছাঁটতে আরম্ভ করেছেন; লম্বে আর বাড়ে না, ঝাঁকড়ায় পাষাণ ভেঙ্গে নেবেন। অমৃত বসু—অবতার।

**পা হড়কালে আপনি মরে, মুখ হড়কালে গোষ্ঠীশুদ্ধ মরে।**

দ্র॰ কথা টলার চেয়ে পা টলা ভালো।

**পিঁড়েয় জিনলে পেঁড়োয় জিনবে।**

সং দ্বারপিণ্ডী>পিড়া—গৃহদ্বারের সম্মুখস্থ ভিত্তি; মেটে ঘরের রোয়াক; দাওয়া। (জ্ঞানেন্দ্র)

পেঁড়ো—পান্ডুয়া; উত্তর বঙ্গে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন রাজধানী।

নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বাক্‌পটুতায় যোগ্যতা লাভ করিলে পরে রাজসভাতেও খ্যাতি লাভ করা যায়।

নিম্নস্তর হইতেই ক্রমোন্নতির সূত্রপাত হয়।

**পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর খবর ( মন্দির দেখা )।**

গৃহকোণে থাকিয়া বহির্জগতের সংবাদ ও জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা।

তু° कुयेंमेकी मेढ़की करैं सिन्धुकी बात।

**পিঁপড়ের গর্তে লুকানো।** দ্র° ইঁদুরের গর্ত খোঁজা।

চারু বলিল, "...আমার এ রাগ কিন্তু এ জন্মে ভাঙতে পারবে না।"

সুরমা...হাসিয়া বলিল, "তোর রাগে আমি পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকুবো।"

তু° चूहेका बिल ढूँड़ना। [ নিরুপমা দেবী—দিদি।

**পিঁপড়ের 'পেট' টিপে রস বার করা।**

এতদূর নীচ প্রকৃতি যে, পিপীলিকারা যেটুকু মিষ্ট বস্তু খায় তাহাই টিপিয়া বাহির করিয়া মিষ্টরস সংগ্রহ করা।

কৃপণের উঞ্ছবৃত্তি।

তু° मक्खीचूस।

**"পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।"** (কৃত্তিবাস—রামায়ণ)

( ১) গুটিপোকা যেমন কালক্রমে পাখা গজাইয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয় সেইরূপ পিপীলিকারও পালক গজায় এবং তাহাই তাহার বাধর্ক্য ও আসন্ন মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ।

( ২ ) পিপীলিকার পাখা উঠিলে তাহারা উড়িতে থাকে, আর উড়িবার সময় পাখীতে তাহাদিগকে ধরিয়া খায় ; সুতরাং মরিবার জন্যই তাহাদের পাখা উঠিয়া থাকে। (সুবল)

লক্ষ° অত্যধিক দর্প পতনের পূর্বলক্ষণ।

দেবতা পলাইয়া যায় তেত্রিশক কোটি।
মহাকাল ক্রোধেতে দক্ষের ধরে ঝুটি ॥
বলিতে লাগিলা দুই হস্ত বান্দি পীঠে।
পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে ॥

তু° चींटीके पर निकले और मौत आई। [রামেশ্বর—শিবায়ণ।

**পিছমোড়া করিয়া বাঁধা।**

হস্তদ্বয় পশ্চাতে মুড়িয়া একত্র বন্ধন করিয়া আয়ত্তাধীন করা।

এই বেটা চোর, নহে সদাগর, শুনিয়া কোটাল ধায়।
রাজকন্ঠহার, সাধু জামাতার, গলায় দেখিতে পায় ॥
তরণীর দড়া, খুলি পিছমোড়া, বান্ধে দুই সদাগরে।
জিনিষ সহিতে, মারিতে মারিতে রাজার সাক্ষাৎ করে ॥

তু° मुश्क बाँधना। [ দ্বিজ রামভদ্র—সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।

**পিছিয়ে পড়লে বাঘে খায়।**

দলছাড়া হইয়া একাকী পিছনে পড়িলে বিপদের সম্ভাবনা।

বিপ০ আগে গেলে বাঘে খায় পাছে গেলে সোনা পায়।

তু০ Devil take the hindmost.

**পিছু ডাকা।**

গমনোদ্যত বা গমনশীল ব্যক্তিকে পশ্চাৎ হইতে ডাকা, যাহাতে যাত্রা নিষ্ফল হয় বলিয়া বিশ্বাস।

১ম দূত। কিরে, তুই অত ব্যস্ত হয়ে মস্ত মস্ত পা ফেলে চলেছিস্ কোথায়?

২য় দূত। তোর তো পেজোমো বেজায়, পিছু ডাকলি কাজের মাথায়।

অমরেন্দ্র দত্ত—হরিরাজ।

**পিঠা খায় মিঠার জোরে; হাত নেড়ে চলে নানীর জোরে।**

স্বাদগন্ধহীণ পিঠা গুড় মাখাইয়া তবেই খাওয়া যায়। সেইরূপ অপদার্থ ব্যক্তি প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়ের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

**পিঠার সবই মজুদ করি; অভাব কেবল গুড় আর গুঁড়ি।**

গুঁড়ি—চাউলের গুঁড়া, যাহা দ্বারা পিষ্ঠক গড়া হয়।

এমন আয়োজন করা যাহাতে অত্যাবশ্যক বস্তুরই অভাব।

**পিঠে হাত বুলোলেই লেজ ন'ড়ে ওঠে।**

পিঠে হাত বুলাইয়া কুকুরকে আদর করিলে সে আনন্দে লেজ নাড়ে।

>আদর পাইলেই মন প্রসন্ন হয়।

**পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ।** (সং)

বাংলার হিন্দু সমাজে প্রচলিত জীমূৎবাহন-রচিত 'দায়ভাগ' নামক ব্যবস্থা শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী নির্ণয়ের মূল সূত্র,—পিণ্ড দান করিয়া মৃতের সম্পত্তি অধিকার ঝরিবে।

পিণ্ডাধিকারীদের মধ্যে যে সর্বাগ্রগণ্য সে-ই মৃতের সম্পত্তিতে স্বত্ববান হয়।

**পিণ্ড পায় না, কীর্তন চায়!**

আদ্যশ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তির প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান অনিবার্য। সমারোহ সহকারে শ্রাদ্ধ হইলে শ্রাদ্ধ সভায় কীর্তন গানের ব্যবস্থা হয়। যে ব্যক্তির মৃত্যুর পর পিণ্ড পাইবার সম্ভাবনা নাই, সে যদি আশা করে যে তাহার শ্রাদ্ধের সময় কীর্তন গান হইবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত।

অসম্ভব আশা।

**পিতলের কাটারি।**

পিতলের কাটারি লোহার কাটারি অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য হয়, কিন্তু তাহাতে ভালো ধার ধরে না; সেজন্য তাহা দ্বারা কোনো কাজ হয় না।

লক্ষ০ দেখিতে সুশ্রী কিন্তু অপদার্থ।

পিতলক কাটারি কামে নাহি আওল
উপরহি ঝকমকি সার ।। বিদ্যাপতি—পদাবলী

**পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।**

পিতার পুণ্যবল থাকিলে তাহার ফলে পুত্রলাভ ঘটে।

তু০ স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে পুত্র।

**পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।**
**পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥ ( সং )**

পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-মন্ত্রের অংশবি০।

পিতা স্বর্গের মত গরীয়ান্, ধর্মের মত পবিত্র এবং পরম পূজনীয়; পিতৃপুরুষের প্রসন্নতা হইলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন।

"……যে বাপের চেয়ে বড় হ'তে চায়, তার মত ছোট আর কে আছে? শাস্ত্র বলে, 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ'— তুই কিনা সেই বাপের চেয়ে বড় হতে চাস?" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**পিতৃদত্তা কন্যা, আর রাজদত্ত ভূমি।**

একমাত্র পিতারই স্বীয় কন্যা দান করিবার অধিকার আছে। সেইরূপে একমাত্র রাজাই ভুমি দান করিবার অধিকারী।

>যাহার স্বত্ব আছে তাহার কৃত দানই সিদ্ধ হয়।

**পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব।** ( সং, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ )

মাতাপিতা এবং গুরুর প্রতি দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান হও। [

**পিতৃমুখী কন্যা সুখী, মাতৃমুখী পুত্র সুখী।**

কন্যার মুখ পিতার মতো এবং পুত্রের মুখ মাতার মতো হইলে সৌভাগ্যলাভ করে—এইরূপ বিশ্বাস।

**পিত্ত জ্ব'লে ( চ'টে ) যাওয়া।**

পিত্তকোষ ক্রোধের আধার এইরূপ বিশ্বাস>

সহসা ক্রোধান্বিত হওয়া।

মহা কলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা",
দরজার পাশে দাঁড়ায়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।

তু০ পিত্তা জ্বলনা। [ রবীন্দ্র—চিত্রা ( পুরাতন ভৃত্য )।

**পিত্ত রক্ষা।**

ক্ষুধার সময় যে পিত্তস্রাব হয় খাদ্যাভাবে তাহা ব্যর্থ হইলে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া তাহা নিবারণ করা।

লক্ষ০ নামমাত্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি।

আজ সারাদিনে একটিও মক্কেল জোটেনি,—পিত্তিরক্ষেও হলো না।

**"পি পু", "ফি শু"।**

প্রবাদ, দুইজন আলসে কুঁড়ে যে ঘরে শুইয়া ছিল তাহাতে আগুন লাগায় একজনের পিঠে আঁচ লাগিল। উঠিয়া অগ্নিরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, সে "পিঠ পুড়ে গেল" এই কথা বলিবার শ্রমটুকুও স্বীকার করিতে চাহে না; তাই সঙ্গীটিকে সংক্ষেপে বলিল, 'পি পু'। সঙ্গীটিও তাহারই সমকক্ষ; সেও সংক্ষেপে উত্তর করিল, 'ফি শু' অর্থাৎ 'ফিরে শো'।

কুড়ের অধম।

তু০ কুড়ে রে কুড়ে, বায় বয় ই০।

**পিপুল পাকা।**

গোলমরিচ জাতীয় ফল, যাহা পাকিয়া শুখাইলে ঝাল হয়।

লক্ষ০ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠতি বয়সের কদভ্যাস শিক্ষা করা।

ছেলে তোমার বিড়ি খেতে শিখছে জান? পিপুল পাকছে,—এই বেলা শাসন না করলে পরে আর কিছুই হ'বে না।

**পিয়াজ, ধোঁয়া, নষ্ট নারী,—চক্ষে আনে অশ্রুবারি।**

পিয়াজের রস ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে চক্ষু পীড়িত হইয়া জল পড়ে। কিন্তু দুর্বৃত্ত নারীর অসৎ ব্যবহারে মানসিক ক্লেশজাত অশ্রু বহে।

**পিয়াজ-পয়জার দুই।** পয়জার (ফা০) = চটিজুতা।

অপরাধীকে সচ০ কয়েক ঘা জুতা মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপরাধ গুরুতর হইলে মুসলমানী আমলে হিন্দু অপরাধীকে বলপূর্বক অখাদ্য পিয়াজ খাওয়াইয়া তাহার ধর্মহানি করা হইত।

>দুই প্রস্ত দণ্ড ভোগ।

**পিরালি ব্রাহ্মণ।**

গৌড়াধিপতি হোসেন সাহের (খৃঃ ১৪৯৪—১৫২৫) সময়ে গুজব রটিয়াছিল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী হইয়া মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ ও হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। হোসেন সাহের আদেশে নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামে মুসলমানগণ ঘাঁটি করিয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকে।

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ (জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল)

ফলে যে সকল ব্রাহ্মণ পরিবার পতিত হইয়াছিল তাহারা 'পিরালি' ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদও প্রচলিত আছে।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো ই০ অঞ্চলবাসী সুবিখ্যাত 'ঠাকুর' পরিবার এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

**পিরীত, আগুণ, কাশ,—রয় না অপ্রকাশ।** কাশ—যক্ষারোগ।

এগুলি গোপন রাখা যায় না, আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

**পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দুজন শোয়া যায় ;**
**অ-পিরীতে মানপাতাতে জায়গা না কুলায়।**

তেঁতুলপাতা অতি ক্ষুদ্র, মানকচুর পাতা বৃহৎ।

লক্ষ০ সদ্ভাব না থাকিলে একত্রে শান্তিতে বাস করা যায় না।

**পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে ;**
**পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে।**

ফুট্‌কড়াই—ক্ষুদ্র মটর কলাই যাহা ভাজিয়া চিনির রসে পাক করা হয়। ভাজিবার সময় কড়াই ফুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া এই নাম।

যখন প্রথম প্রণয় হয়, তখন আনন্দের প্রাচুর্যবশতঃ চাঞ্চল্য দেখা যায়, কিন্তু পুরাতন হইলে অবজ্ঞা ও পীড়ন আরম্ভ হয়।

**পিরীত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে।**

প্রণয় থাকিলেই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা।

**পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার ;**
**চুঁলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার।**
**পিরীতের না' পাহাড়ে চলে।**

চুলের সাঁকো—এক গাছা চুল এপার হইতে ওপার পর্যন্ত খাটাইয়া পারাপারের জন্য তৈয়ারি পুল।

প্রণয়ের প্রভাবে অসাধ্যসাধন করা যায়।

**পিরীতের পেত্নীও ভালো।**

প্রেমিকের চক্ষে কুৎসিতাও সুন্দরী হয়।

তু০ The lover sees Helen's beauty in the brow of Egypt. ( *Shakespeare* )

**পীর, না পয়গম্বর ?**

পীর বা পয়গম্বরের মতো পূজনীয় নয়।

অতি সাধারণ মানুষ, যে বিশেষ কোনো সম্মান পাইবার যোগ্য নয়।

ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তো আমার সতীনকেই কি রাখিবে ? সেও ত আর পীর নয়। বঙ্কিম—সীতারাম।

**পীর মানে না দেশে-খেশে, পীর মানে না ঘরের বউয়ে।**

দ্র০ গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না।

**পীরের চেয়ে খাদেম জিন্দে।**

আ০ খাদিম্ (ভৃত্য, সেবক)>খাদেম—মসজিদ বা দরগার সেবাইত। ফা০ জিন্দা>জিন্দে=জীবিত, জাগ্রত, প্রতাপশালী।

প্রভু অপেক্ষা সেবকের প্রতাপ অধিক।

**"পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।"** (রামেশ্বর—শিবায়ন।)

ব্যবসা করিতে প্রথম প্রয়োজন মূলধন; উন্নতি লাভের জন্য প্রবঞ্চনারও প্রয়োজন, সৎপথে থাকিয়া কিছু হয় না,—এইরূপ বিশ্বাস।

**পুঁজি ভেঙে খেতে ভালো, ভেটেল গাঙে যেতে ভালো;**
**যতো কষ্ট উজানে আর বুঝানে।**

উপার্জন না করিয়া সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ভরণ-পোষণ চালাইতে বড় সুখ; সেইরূপ ভাঁটার মুখে নৌকা ছাড়িলে বিনা পরিশ্রমে যাওয়া যায়। কিন্তু অবশেষে ক্লেশ হয় যখন বিপরীত দিকে নৌকা চালাইতে হয় অথবা খরচের হিসাব খতাইয়া দেখা হয়।

আপাতমধুর কার্যের পরিণাম ক্লেশদায়ক।

**পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।** ক্ষে০ পুঁটিমাছের প্রাণ।

পুঁটিমাছ অতি ক্ষুদ্র এবং দুর্বল,—সহজেই মরিয়া যায়।

খুচ্‌রা খুচ্‌রা মহাজনেরা কহিতেছে,—"মহাশয়! আমরা মারা গেলাম—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, অল্পেতেই যান।"

**পুঁটিমাছের ফরফরানি।** দ্র০ গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরি ফরফরায়তে।

**পুঁটে তেলি।**

পুঁটি>বিণ পুঁটে=পুঁটিমাছের মতো দুর্বল ও স্বল্পপ্রাণ।

অল্প পুঁজির সামান্য ব্যবসায়ী।

পূর্বে রাজ রাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো। কিন্তু আজকাল পুটে তেলিকেও প্রিতিমে আনতে দেখা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

**পুঁড়োর মেয়ে বেগুন চেনে না!** পুঁড়ো—কৃষিজীবী জাতি বি০।

দ্র০ নিত্য চাষার ঝি, বেগুন ক্ষেত দেখে বলে, এ আবার কি?

**পুঁথিগত বিদ্যা।** দ্র০ পরহস্তগতং ধনম্ ই০।

(১) যে জ্ঞান আদৌ আয়ত্ত হয় নাই, গ্রন্থ মধ্যেই নিহিত আছে, সুতরাং প্রয়োজন হইলে গ্রন্থ না দেখিয়া কিছু বলা যায় না।

(২) গ্রন্থে যেটুকু লিখিত আছে তাহাতেই সীমাবদ্ধ যে জ্ঞান।

**পুঁথি বেড়ে যায়।**

বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে গেলে অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া যাইবার ভয়ে বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করা।

করিলা তাহার পূজা সাবধান হয়ে।।
যোড়শোপচারে উপহার কত যার।
পুঁথি বেড়ে যায় আর কত কব তার।। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**পুকুর চুরি।**

পুষ্করিণী একটা প্রকাণ্ড বস্তু; তাহা চুরি করিয়া স্থানান্তরিত বা লুপ্ত করিয়া ফেলা অসম্ভব। দুঃসাহসিক চুরি।

বাজারে ষষ্ঠী প্রায় পুকুর চুরি করে থাকে। মাছের খরচ লিখিয়েও ষষ্ঠী খেতে দেয় নিরামিষ; মাছ কোথায়, প্রশ্ন করিলে বলে—মাছটা পচা ছিল। তারাশঙ্কর—মন্বন্তর।

তু৹ आँखोंका काजल चुराना।

**পুঙির পুত।** পুঙ্গিগ (বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী) >পুঙি।

ব্রহ্মচারীর অবৈধ সন্তান। পূর্ববঙ্গে গালি বিশেষ।

**পূজলে দেবতা, ছাড়লে ভুত।**

যাহাকে তোষণ করা হয় সে মঙ্গলসাধন করে, বিদায় করিলে সে অনিষ্টসাধন করে।

তু৹ पुजले देवता छोड़ले भूत।

**পুড়বে নারী, উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই।**

পা৹ মরবে নারী, হবে ছাই, তবে জেনো কলঙ্ক নাই।
মরে নারী, ওড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই।

নারীর চরিত্র অতি অল্পে এবং যে কোনো বয়সে কলংকিত হইতে পারে। সেজন্য জীবিতকালে তাহার গুণকীর্তন করা চলে না। মৃত্যুর পরেই নিঃসংশয়ে তাহার চরিত্র পবিত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত নারীর চরিত্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

**পুত নয়, ভুত। পুত পুত পুত,—শেষে দেখি ভুত।**

দুশ্চরিত্র বা অপদার্থ পুত্র ভুতের মতো ভয় ও অশান্তির কারণ হয়;

**পুতু পুতু করিয়া রাখা।** পুত (পুত্র) >আদরে পুতু।

স্নেহাস্পদ পুত্রের মতো যত্ন করা। বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করা।

নূতন কাপড় পাইলে, তিনি তাহা সহসা পরিতেন না, পুতু পুতু করিয়া তুলিয়া রাখিয়া, শেষে তাহা লুকাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। [যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**পুতুল যেমন পুতুলই আছে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে।**

যে পুতুল দ্বারা পুতুল নাচ দেখানো হয় তাহা নির্জীব বস্তু; যে খেলা দেখায় তাহার চালনা অনুসারে নানারূপ অভিনয় করে।

লক্ষ০ নির্বোধ অপদার্থ ব্যক্তি অপরের নির্দেশমতো কাজ করে, নিজে বিবেচনা করিয়া কিছু করিতে পারে না।

**পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এলো;**
**সঁপে দিলাম গৃহস্থালী, গিন্নীপনা গেল।** (মেয়েলী)

মাতা নিজেই চেষ্টা করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূকে গৃহে আনিয়া গৃহস্থালীর ভার দেয়; কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে মাতা গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং বধূ তাহা দখল করিয়া বসে।

নিজের স্বেচ্ছাকৃত কার্যের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া।

**পুতের মুতে কড়ি ( + মেয়ের গলায় দড়ি )।**

পুত্রদ্বারা নানা উপায়ে অর্থোপার্জন হইতে পারে; কিন্তু কন্যা অতি অপদার্থ,—তাহার দ্বারা কোনো উপকারই হয় না।

**পুত্রমিবাচরেৎ শিষ্যম্।** (সং)

শিষ্যের সহিত পুত্রবৎ আচরণ করা কর্তব্য।

**পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।** ( সং )

মূল সর্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।

সকল ক্ষেত্রেই জয়লাভের কামনা করা উচিত, কেবল পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয়ই কাম্য।

পুত্র বা শিষ্যের নিকট নিজের পরাজয়ে কোনো অপমান নাই, বরং তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ে গৌরবের হানি হয় না জানি। কিন্তু যাহাকে মাত্র কয়দিন আগে হাতে ধরিয়া দাবার চাল দিতে শিখাইয়াছি, তাহার কাছে হারিয়া গেলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সন্দেহ হয়। শরদিন্দু বন্দ্যো০—

**পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।** [ চিড়িয়াখানা।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পুৎ নামক নরক হইতে কেবলমাত্র পুত্রই উদ্ধার করিতে সক্ষম। সেজন্য পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পুত্রের একান্ত প্রয়োজন এবং পুত্রলাভের জন্যই দারপরিগ্রহ করিতে হয়।

দ্বিতীয় পন্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিন্ড প্রয়োজনঃ। রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**পুন্‌কে শত্রু বড়ো আপদ।** পুন্‌কে = ক্ষুদ্র ; পুঁচকে।

প্রবল শত্রু অপেক্ষা দুর্বল শত্রু দ্বারা বিপদের আশঙ্কা অল্প নয়।

**পুনর্মূষিক।**

কোনো ঋষি এক ইঁদুরের প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। বৃহত্তর পশুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য তিনি ইঁদুরকে মন্ত্রবলে প্রথমে বিড়াল, পরে কুকুর এবং অবশেষে ব্যাঘ্রে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। ইঁদুর ব্যাঘ্ররূপ পাইয়াই ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঋষি মন্ত্রবলে তাহাকে পুনরায় ইঁদুরে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। (হিতোপদেশঃ)

পুনরায় পূর্ববর্তী হীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

"……কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া কান্না জুড়িয়াছে।" রবীন্দ্র—গল্প-দশক (আপদ)।

**পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটা।**

কাসুন্দি– তৈল এবং হলুদ, সরিষা ই০ মশলা দিয়া মাখিয়া প্রস্তুত কাঁচা আমের আচার বি০। মধ্যে মধ্যে কাসুন্দি ঘাঁটিয়া রৌদ্রে দিলে দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। বেশী পুরাতন হইলে তাহা অনাবশ্যক অথবা ক্ষতিকর।

লক্ষ০ অতি পুরাতন প্রসঙ্গের অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর আলোচনা।

এ-যুগে নীলকুঠির অত্যাচারের পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ নাই।

তু০ बासी कढ़ीको उबालना। [ বিভূতি মুখো০—স্বর্গদপি গরীয়সী।

To rake up an old story.

**পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, ( + পুরানো ঘিয়ে মাথা ছাড়ে। )**

কালক্রমে চাউলের জলীয় অংশ শুখাইয়া যাওয়াতে ক্ষুদ্র ও লঘু হইয়া থাকে। ফলে পুরাতন চাউল সিদ্ধ করিলে সমপরিমাণ নূতন চাউল অপেক্ষা বেশী ভাত হয়। পুরাতন ঘৃত শিরোরোগে বিলক্ষণ উপকারী।

লক্ষ০ পুরাতন ( বন্ধু, ভৃত্য ই০ ) অধিক উপকারী হইয়া থাকে।

তু০ पुराने चावलोंमें मजा आता है।

পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, পুরানো মনিব কি আর মাইনে বাড়িয়ে দেবে না? প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**পুরানো টোলে (ঢোলে) কষ দেওয়া।**

টোল—অস্থায়ী গৃহ, ( দ্র০ বেদের টোল ফেলা )। ঢোল—মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। কষ—(১) প্রলেপ, (২) বাদ্যযন্ত্রের চর্মে গোলাকার ক্ষুদ্র প্রলেপ।

>পুরাতন বস্তুর সংস্কার দ্বারা কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া।

তু০ पुराने गुम्बदपर कलई करना।

**"পুরানো বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি,**
**রক্ষা হয় অনেক যতনে।"** ( কবিকঙ্কন—চণ্ডীমঙ্গল )

পুরাতন বস্ত্রের শোভা বহু যত্নে রক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ স্ত্রীলোকের ধর্ম বা সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন।

**পুরী যাক, পুরুষ থাক।**

বাসগৃহ ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতে তেমন ক্ষতি নাই, পরিবারস্থ পুরুষদের বাঁচিয়া থাকা অধিক প্রয়োজন। তাহারা বজায় থাকিলে পুনরায় গৃহ হইতে পারে।

**পুরুষ জেঠা সহ্য হয়, মেয়ে জেঠা কভু নয়।**

জেঠা=যে শিশু প্রবীণ জ্যেষ্ঠতাতের মতো পাকা পাকা কথা বলে। বালকের বাচালতা বরং সহ্য হয়, কিন্তু লজ্জাশীলতা স্ত্রীজাতির প্রধান গুণ, বালিকার স্বভাবে তাহার অভাব ঘটিলে সহ্য করা যায় না।

**পুরুষের মায়া, গাছের ছায়া।** (মেয়েলী)

পুরুষের ভালবাসা স্থায়ী হয় না।

তুং पुरुषकी माया बृक्षकी छाया।

**পুরুষের দশ দশা, নারীর দশা তিন ;**
**অভাগা পুরুষের যদি ফেরে একদিন।** দশা—অবস্থা।

পুরুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে, সে নানারূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নারীর জীবনে তিনটি অবস্থা নির্ধারিত আছে, তাহার অন্যথা হয় না,—কুমারী, সধবা, বিধবা।

নারী অপেক্ষা পুরুষের অবস্থা অধিক পরিবর্তনশীল।

**পুরুষের দশ দশা, মেয়েমানুষের এক দশা।** দশা—দুর্দশা, ক্লেশ।

নারীকে কেবল একপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়,—প্রসবযন্ত্রনা।

**পুরুষের বল টাকা, নারীর বল শাঁখা।** শাঁখা—আয়তির লক্ষণ।

পুরুষের ধন থাকিলে সে শক্তিমান ; নারীর শক্তির উৎস তাহার পতি।

**পুলিপোলাও।** দ্রঃ কালাপানি।

মালয়ের অন্তর্গত পুলিপিনাং>পুলিপোলাও—বৃটিশের ভারতাধিকার কালে দ্বীপান্তর দণ্ডভোগের জন্য নির্দিষ্ট স্থান,—পরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

"কাল থেকে সরলাকে দেখ্‌ছিনে কেন ?"

"সে কী কথা, জানোনা সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে ?"

রবীন্দ্র—মালঞ্চ।

**পুষ্পবৃষ্টি।**

আনন্দ বা সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ফুল ছড়ানো।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মিল যবে দেবকী জঠরে।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।। —শ্রীকৃষ্ণের শতনাম।

**পূজোয় মন নেই, নৈবেদ্যে চোখ।**

লোভী পুরোহিত মন দিয়া পূজা করে না, নৈবেদ্যের দিকে মন থাকে। কাজে ফাঁকি দিয়া কেবল লাভের চিন্তা করা।

**পূজোর সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা।**

পূজায় অবহেলা করিয়া কপালে প্রকান্ড ফোঁটা কাটিয়া ধার্মিকতার ভান। বাহ্য আড়ম্বর সার।

**পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,**
**দক্ষিণে ছেড়ে ( মেলা ), উত্তরে বেড়ে ( কলা ),**
**ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে ( পোতা জুড়ে )।** ( খনা )

দ্রং উত্তরে বাগ, দক্ষিণে ফাঁক। ( ডাক )

হাঁস—পুষ্করিণী, যাহাতে হংস বিচরণ করে। মেলা=খোলা; উন্মুক্ত। বাগ—ফলের বাগান। বেড়ে—প্রাচীর-ঘেরা।

গৃহ নির্মাণের নিয়ম ঃ—

বাটীর পূর্বদিকে পুষ্করিণী, যাহাতে সকালে রৌদ্র আসিতে পারে; পশ্চিমে বাঁশবাগান, যাহাতে পড়ন্ত রৌদ্র বেশী না আসে; উত্তরে প্রাচীর অথবা কলা ইং ফলের বাগান, যাহাতে উত্তরের শীতল বাতাস রোধ হয়; দক্ষিণে উন্মুক্ত, যাহাতে স্নিগ্ধ দক্ষিণা বায়ু অবাধে প্রবেশ করিতে পারে।

**পূর্ণ (পূর্ব) আষাঢ় দক্ষিণা বায়, সে বৎসর বন্যা হয়।** ( খনা)

আষাঢ়ে দক্ষিণা বায়ু বহিলে বন্যা হয়।

**পূর্ণিমায়-অমায় যে ধরে হাল, তার দুঃখ চিরকাল।**
**তার বলদের হয় বাত, ঘরে তার না থাকে ভাত।**
**খনা বলে, আমার বাণী—যে চষে তার প্রমাদ গণি।** ( খনা )

অর্থ সুস্পষ্ট ঃ—পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে হল-চালনা নিষিদ্ধ।

**পূর্ণিমার চাঁদ দে'খে তেঁতুল হলো বঙ্ক,**
**গেঁড়ি-গুগলি, তারা বলে আমরাও শঙ্খ,**
**ডেংরা কাক বলে আমি করবো একাদশী,**
**লেজ-কাটা কুকুর বলে যাবো বারাণসী।**

বঙ্ক=বাঁকা। সং ডিঙগর>ডেক্‌রা, ডেংরা=ধূর্ত, শঠ, হীন।

পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া গাছের উপর তেঁতুল আপনাকে চন্দ্রের সমজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য চন্দ্রকলার ন্যায় বক্র হইল; গেঁড়ি-গুগ্‌লি শঙ্খের সমজাতীয় বলিয়া দাবী করিল; অখাদ্য-ভোজী কাক একাদশীর উপবাস করিয়া নিষ্ঠাবান বলিয়া পরিচিত হইতে চায়; বেঁড়ে কুকুর তীর্থযাত্রা করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চায়।

লক্ষ০ মহতের সমকক্ষ হইবার জন্য অধমের হাস্যকর বাসনা।

**পেঁচি মাতাল।**

যে সামান্য পরিমাণ মদ্য পান করিয়া নেশায় বুঁদ হইয়া পেঁচার মতো গম্ভীর হইয়া থাকে। কাঁচা নেশাখোর।

বনওয়ারী ফিরল। এই সব পেঁচি মাতালদের সঙ্গে তার বনে না। মদ খাবে, মদ কাহারদের পোষ্টাই তা খাও, কিন্তু টললে চলবে কেন? পেঁচি মাতাল! তারাশঙ্কর—হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।

**পেঁচোয় পাওয়া।**

শিশু ভূমিষ্ট হইবার সময় নাড়ী কাটার দোষে শিশুর দেহের রক্ত দূষিত হইয়া ধনুষ্টংকার রোগ জন্মে। অজ্ঞজনেরা বিশ্বাস করে যে, পঞ্চানন্দ (পেঁচো) নামে এক শ্রেণীর প্রেতযোনীর প্রভাবে এই রোগ হয় এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

সদ্যোজাত শিশুর ধনুষ্টংকার রোগ।

**পেট থেকে পড়েই কেউ শেখে না।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**পেট ভরলে আনন্দ, ভজরে গোবিন্দ!**

উদরপূর্তি না হইলে ধর্মকর্ম বা আমোদ-আহ্লাদ কিছুই করা যায় না।

**পেট ভরলে পাথরে গন্ধ। পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে। পেট ভরলে মণ্ডা তিতো। পেট ভরলে মণ্ডার খোসা ছাড়ায়।**

পাথর—পাথরের থালা যাহাতে ভাত খাওয়া হয়। পেট ভরিয়া গেলে মনে হয় পাথরে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে,—আর ভোজনে রুচি থাকে না।

ঘসি = ঘুঁটে। পেট ভরিলে ভাজা মাছ ঘুঁটের মতো বিস্বাদ বোধ হয়।

পেট ভরিলে মণ্ডাও আর ভালো লাগে না। মণ্ডার উপরের অংশ খুঁটিয়া ফেলিয়া দেয় এই ভাবিয়া যে ভিতরের অংশ ভালো লাগিতে পারে।

এই কয়টি বচনের অর্থ: ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে আহারে রুচি থাকে না।

তু০ भरे पेटपर शक्कर खारी।

**পেট ভরে তো নজর ভরে না।**

প্রচুর ভোজন করিলে উদরের ক্ষুধা মিটিয়া যায়; কিন্তু অভাব পূর্ণ হইলেও আকাংক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

**পেট-ভাতা।**

পেটের ভাত বা খোরাকির অতিরিক্ত কোনো নির্দিষ্ট নগদ বেতন নয়।

বাবুদের বাড়ীতে ওকে মাইনে-টাইনে কিছু দেয় না। শুধু পেটভাতা।

তুঃ পেটকা মজুরা। [ তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

**পেট যখন ভরা, সবাই নয়নতারা ;**

**পেট যখন খালি, সবাই চোখের বালি।** নয়নতারা—ভালবাসার পাত্র।

পেট ভরা থাকিলে মন প্রসন্ন থাকে, সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখা যায়। অভুক্ত থাকিলে মন অপ্রসন্ন থাকে, সকলের প্রতি বিমুখ ভাব হয়।

শারীরিক অবস্থার উপর মনের মেজাজ নির্ভর করে।

**পেটুকের কচুই মণ্ডা।** দ্রঃ কাঙালের মুড়িই সন্দেশ।

তুঃ भसक्कड़के दामादको भात ही मिठाई।

**পেটে আসছে, মুখে আসছে না।**

যে কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে, ঠিক ব্যক্ত করা যাইতেছে না।

তর্জনী দিয়া বিলাতী কায়দায় তিনবার কপালে টোকা মারিয়া নীরেশ বলিল, "ডিয়ার মি! পদবীটা পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। ঠিক, শৈলেন মুখার্জি—শৈলেন মুখার্জি।" বিভূতি মুখোঃ—নীলাঙ্গুরীয়।

**পেটে এক ( একখান ), মুখে আর ( একখান )।**

মনের কথা মুখে ব্যক্ত না করা।

মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার। ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**পেটে কালির আঁচড় না থাকা।**

কালির আঁচড়—কালি দিয়া রেখাপাত ; কালির লেখা ; লিখন।

>বর্ণমালার জ্ঞান পর্যন্ত না থাকা।

**পেটে খিদে মুখে লাজ ( +সে কুটুম্বে নাহি কাজ )।**

বাস্তবিক ক্ষুধার্ত, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হওয়া—কুটুম্বের এরূপ আচরণ বিরক্তিকর।

মনে মনে ইচ্ছা আছে, তথাপি বাহিরে অনিচ্ছা প্রকাশ।

"তার চেয়ে বল না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে! এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে খিদে মুখে লাজ!" [ রবীন্দ্র—নষ্টনীড়।

তুঃ पेट खाय तो आँख लजाय।

**পেটে খেলে পিঠে সয়।**

খাইতে পাইলে প্রহারও সহ্য করা যায়।

লক্ষ° একদিক দিয়া লাভ হইলে অন্য দিকে ক্ষতি সহ্য হয়।

"...যদি এ বিপদে আর কেহ পড়তো, তা হলে কি আমি পাঁচশ টাকার কম ছাড়তাম? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় বলেই একশ টাকায় সম্মত হয়েছি। যদি নগদ পাই, তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়" মনে করে থাকি।

**পেটে ( + আঙ্ক আস্ক ) গজ্ গজ্ করা।** [ তারক গঙ্গো°—স্বর্ণলতা।

আঙ্ক আস্ক—পাঠশালায় যুক্তাক্ষরের প্রথম পাঠ।

ব্যং° স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যা জাহিরের আগ্রহ।

কোনো গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতে না পারার জন্য অস্বস্তি বোধ করা।

পড়িতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি তরু অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছে না পড়ায়, কথাটা ওর পেটে গজগজ করিতেছে।

**পেটে চড়া পড়া।** [ বিভূতি মুখো°—নীলাঙ্গুরীয়।

নদীর জলপ্রবাহে আনীত বালুকা ও পলিমাটি তলায় জমিয়া ক্রমে যেমন চড়া পড়িয়া স্রোতের গতিরোধ করে, সেইরূপ—

লক্ষ° দীর্ঘকাল কুখাদ্য ভোজনের ফলে আহারে অরুচি জন্মিয়া যাওয়া।

**পেটে দিয়েছে ঠাঁই, তো হাঁড়িতেও দেবে ঠাঁই।**

মাতাপিতা সন্তানকে আহার না দিয়া থাকিতে পারে না।

তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পারবে, পেটে স্থান দিয়েছে, হাঁড়িতেও স্থান দিতে পারবে। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**পেটে-পিঠে এক হওয়া।**

উদরে কিছু না থাকার জন্য পেট ও পিঠের মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই—এরূপ কল্পনা করা। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করা।

**পেটে বোমা মারলেও ( ডুবুরি নামালেও ) 'ক' অক্ষর বেরোয় না।**

বোমা—বস্তাবন্দী ধান, চাউল, ডাইল ই° যে লৌহনির্মিত সূচ্যগ্র শলাকা দ্বারা নমুনা বাহির করিয়া পরীক্ষা করা হয়।

কাহারও পেটে বোমা মারা হইলে যদি একটি অক্ষর 'ক' পর্যন্ত বাহির না হয়, তাহাতে প্রমাণ হয় যে ভিতরে কোনও বিদ্যাই নাই,—ঘোর মূর্খ।

উপ।......ভাল বরুণ কাকা, তুমি বল্লে বিদ্বানেরা আজকাল দাড়ি রাখে, কিন্তু পেটে বোমা মারিলে কোঁক করে না এমন সব লোকেরাও তো দাড়ি রাখ্‌চে! দ্বারিকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**পেটে ভাত নেই, গোঁপে তা' ( দাঁতে মিশি )।**

অন্নহীনের বড়মানুষী চাল।

তু° खानेको महुया, पहननेको अमौआ।

**পেটেরছেলে প'ড়ে যাওয়া।** ( মেয়েলী )

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাকে ধরিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হয়। তখন কেহ উপস্থিত না থাকিলে প্রসূতি অধৈর্য হইয়া পড়ে।

>অধৈর্য হওয়া। বিলম্ব না সওয়া।

বলছি, দাদা স্কুলে যাবে, তাকে ভাতটা বেড়ে দিয়ে তোকে খেতে দিচ্ছি, তবু তর সইছে না! পেটের ছেলে প'ড়ে যাচ্ছে একেবারে!

**পেটের বত্রিশ নাড়ী বাপান্ত করা।**

নাড়ী—উদরস্থিত যে সকল নালী দিয়া ভুক্ত বস্তু চলাচল করে। উদরে ভুক্ত বস্তুর সম্পূর্ণ অভাবের জন্য সমুদয় নাড়ী কুপিত হওয়া। দারুণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করা।

তু° पेटमें चूहे कूदना।

**পেটের ভাত চাল হওয়া।**

এতদূর ভয় বা দুশ্চিন্তা হওয়া যে তাহার উত্তাপে পেটের ভাত শুখাইয়া পুনরায় চাউলে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া।

দারুণ ভয় বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া।

**পেটে হাত-পা সেঁধিয়ে যাওয়া।**

আতঙ্কে এতদূর আড়ষ্ট হওয়া যে হাত-পা অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়া,—যেন দেহের ভিতর ঢুকিয়া তাহাদের অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিন রাত. মরণের ভাবনা ভাবছি,···আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধচ্ছে। [ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**পেটোৎ থাকিলে গুণ করে, পরাৎ কহিলে খুন করে।**

মনের ভাব গোপন রাখিলে সকলকে প্রসন্ন রাখা যায়, কিন্তু প্রকাশ করিলে বিপদে পড়িতে হয়। মনের কথা ব্যক্ত না করাই নিরাপদ।

**পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া মোড়ল।**

জলাভূমি ও অন্যান্য নিকৃষ্ট স্থানে পেত্নীর বাস ও গতিবিধি। সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধে কর্তৃত্ব করিবার ভার আলেয়ার উপর, যে ঐ সকল স্থানেই বিচরণ করিয়া থাকে।

যেমন কাজ তাহার যোগ্য ব্যক্তিকেই ভার দেওয়া হয়।

তু° डाइन के यार भूतने।

**পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা।**

কুৎসিত নারীর অশোভন সাজসজ্জা।

**পেয়াদাকে কি মায়ে বিয়োয় ? গ'ড়ে নিতে হয়।**

কোনো বৃত্তি বা কার্যের যোগ্যতা কেহ জন্মগুণে পায় না, শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করিতে হয়।

**পেয়াদা বাবু পাগ বেঁধেছেন, যেন সরু ধানের চিঁড়ে।**

পেয়াদাকে মাথায় পাগড়ি বাঁধিতেই হয়। কিন্তু সামান্য পেয়াদাগিরি করা সত্ত্বেও যদি তাহার বাবুগিরি করিবার সখ থাকে, সে বেশ পরিপাটি-রূপে সৌখিন ধরনের ছোটো একটি পাগড়ি বাঁধিয়া বাহার দেয়।

হীন ব্যক্তির সখ-সৌখিনতার প্রয়াস।

**পেয়াদায় আনা ( করানো ইং )।**

কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনার্থে পেয়াদা লোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া লইয়া আসে বা তাহাকে দিয়া কোনো কাজ করাইয়া লয়।

>অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া কিছু করা।

রায় মহাশয়, কতকগুলো দেনাপত্র ক'রে মস্ত একটা জাঁকজমক করবার যোগাড়ে আছেন নাকি ? না না, যত কমসমে হয় তাই করে নেবেন।

বিদ্যারত্ন। সেটা আর আমাকে বলে দিতে হবে না, প্যাদায় করাবে।

**পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।** [ শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

পেয়াদাকে সর্বদাই নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া কাজ করিতে হয়, বিশ্রামের অবসর সে পায় না,—শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুই-একদিন সুখে কাটাইবার সময় পায় না। সুতরাং শ্বশুরবাড়ী থাকা না থাকা দুই সমান।

যাহাকে সর্বদাই শ্রমসাধ্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাহার অদৃষ্টে বিশ্রাম বা সুখ ভোগের সুযোগ ঘটে না।

এবার যেদিন প্রথম বড়-বৌদিদিকে বলিলাম, "আমি এবার পুজার ছুটিতে বেড়াতে যাব।" বৌদিদি তখন হাসিয়াই অস্থির।

বহু চেষ্টায় হাস্য সংবরণ করিয়া বৌদিদি বলিলেন, "পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী! মাত্র চারিদিনের ছুটি, আর কথাটা কি না পশ্চিমে যাবো।" জলধর সেন—আমার বর ( পূজোর ভ্রমণ )।

তু॰ A busman's holiday.

**পেয়াদার চাল হঁড়িতে নেওয়া।**

পেয়াদা কার্যোপলক্ষ্যে যে কোনো সময়ে দূরস্থানে যাইতে বাধ্য হয়। সেজন্য ভাত রাঁধিবার সময় তাহার জন্য চাল লইলে, খাওয়ার সময় সে উপস্থিত না থাকিতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য ভাত রাঁধা বৃথা।

>অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা।

**পেয়াদার পোষাক, আর নটীর বেশ।**

পেয়াদার উর্দি ( কুর্তা, চাপরাস, পাগড়ি ই০ ) তাহার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার পরিচায়ক ; তাহা পরিধান না করিলে তাহাকে পেয়াদা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সেজন্য পেয়াদার পদোপযোগী পোষাক অপরিহার্য। সেইরূপ দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য নটীর উপযুক্ত সাজসজ্জাও অত্যাবশ্যক।

বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজনীয়তা।

লাঠিয়াল। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি ক'রে তুল্লে যে।

পদী। ......তোর চন্দ্রহারের বাহার ভারী।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়াদার পোষাক, আর নটীর বেশ।

**পেয়াদা সায়েব হাত ধরেছেন, জাত কোন ছার।** [দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

মুসলমান পেয়াদা হাত ধরায় গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, জাত যায় নাই।

শক্তিমানের পীড়নে অপমান বোধ না করা।

**পেয়ে বসা।**

কোনো বস্তু অথবা ব্যক্তিবিশেষকে দখল করিয়া রাখা। নাছোড়বান্দা।

নতুন বৌ আসা অবধি বাড়ীর কয়েকটি ছেলেমেয়ে তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছে, একদণ্ডও তাহার কাছছাড়া হয় না। যতীন্দ্র সিংহ—ধ্রুবতারা।

**পেলাম থালে দিলাম গালে,—পাপ-পুণ্য জ্ঞান নেই কোনো কালে।**

খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে পাইলেই বিনা দ্বিধায় খাইয়া ফেলা।

**পেলে সাড়া তো নিলে পাড়া।**

কোনো হুজুক পাইলে তাহাতে অত্যধিক মাতিয়া ওঠা।

**পৈতৃক প্রাণ।**

ব্য০ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় জন্মদাতা পিতার নিকট প্রাপ্ত নিজের মূল্যবান প্রাণ।

পৃথিরাজ সংযুক্তাকে বিয়ে করে যা কাণ্ডটা বাধালেন, তাতে শেষ পর্যন্ত পৈত্রিক প্রাণটি তো গেলই, দেশটিও মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে বসলেন। বিভূতি মুখো০—রাণুর কথামালা ( মোটর দুর্ঘটনা )।

**পোঁ ধরা।**

সানাই ই০ বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার সময় অপর একজন সহকারী কর্তৃক দ্বিতীয় যন্ত্র বাজাইয়া একটানা 'পোঁ' শব্দ দ্বারা সুর দিয়া যাওয়া।

> (১) সহকারিতা করা।

তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহণা পরাইবার সময় সুর তুলিয়াছিল, দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী।

(২) অপরের কথায় নির্বিচারে সায় দেওয়া। তোষামোদ করা।

কতকগুলো খোসামুদে স্তাবক জয়কেতে ছোটলোক তোমার এখন পোঁ ধরা হয়েছে। চারু বন্দ্যো৹—হেরফের।

তু৹ To play the second fiddle.

**পোড় খাওয়া।**

লক্ষ৹ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা,—যাহার ফলে বলিষ্ঠ চরিত্র গঠিত হয়।

গুরুপুত্রটি খুব স্থির, খুব ধীর, অনেক পোড় খাইয়া অনেক দিন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া, তিনি বেশ আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছেন।

[ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**পোড়া মন পাসরে মরি ;—**

**পরের থালা ( হাঁড়ি ) থেকে আপন থালায় ( হাঁড়িতে ) ধরি।**

পরের থালা হইতে নিজের থালায় ভাত তুলিয়া লইয়া, পরে এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যে ভুল করিয়া এইরূপ হইয়াছে।

>চতুর ব্যক্তি স্বার্থসাধন করিয়া ধরা পড়িলে নিবুর্দ্ধিতার ভান করে।

**পোড়ামাটি জোড়া লাগে না।**

মৃৎপাত্র কাঁচা অবস্থায় ভাঙিয়া গেলে ভাঙা মুখ জলে ভিজাইয়া জোড়া যায়, কিন্তু পুড়িয়া শক্ত হইলে কোনো উপায়েই জোড়া যায় না।

লক্ষ৹ অল্প বয়সে চরিত্র সংশোধিত হয়, পরে তাহা অসম্ভব।

**পো-পোয়াতী দূরে রেখে, ধাইয়ের গায়ে সেঁক!**

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রসূতি ও শিশুকে আগুনের সেঁক দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া ধাত্রীকে সেঁক দেওয়া নিরর্থক।

> যাহার প্রয়োজন তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে দেওয়া।

**পোয়া বারো।**

পাশা খেলায় উৎকৃষ্ট দানবি৹, যাহাতে দুইটি পাশাতে ছয় ছয় এবং তৃতীয়টিতে এক পড়ে ( ৬+৬+১=১৩ )। এই দান পড়িলে মোট তেরো ঘর ঘুঁটি চালা যায়। তাহাতে এককালীন অনেকগুলি ঘর অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ হয় এবং বিপক্ষকে ত্বরায় পরাস্ত করার সম্ভাবনা ঘটে।

লক্ষ৹ পরম সুখের অবস্থা। আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য।

এদিকে ঈশান বাবুও...পেন্সন লইয়া...সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ; মুচিরাম ঈশান বাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া-বারো পড়িয়া গেল।

পোয়া-বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল।

তু৹ পৌ বারহ। [ বঙ্কিম—মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।

**পোর নামে পোয়াতী বর্তায় ( বাঁচে )।**

শিশুর জন্য যে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয় মাতাও তাহা ভোগ করে।

>একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একজনের লাভ।

তুং জামাইয়ের নামে মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।

**পোরের ভাত।** পোড়>পোর।

সদ্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পথ্য ঃ—ঘুঁটের আগুনে পাক করা দাদখানি বা অন্য কোনো সহজপাচ্য পুরাতন চাউলের ভাত।

**পোষ মাসে ইঁদুরের সাত মাগ।**

পৌষ মাসে গোলায় নূতন ফসলের প্রচুর শস্য মজুদ থাকে, তখন ইঁদুরের খাদ্যের অপ্রতুল থাকে না এবং বহু পত্নী পোষণ করিতে পারে।

> অবস্থা সচ্ছল হইলে পোষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি, আমি সুবাসিকে নিয়ে এসে সাঙা করব; তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।

**প্রজাপতির নির্বন্ধ।** [ তারাশংকর—হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।

প্রজাপতি ( সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ) প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নরনারীর বিবাহের যে অলংঘনীয় বিধান করিয়া থাকেন।

বিধাতা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত বিবাহ ব্যবস্থা।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বসিলেন পত্রাদি লেখাপড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাগ্‌দান করিলেন। তোমরা সকলে শুন ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশঞি রোজ দেড় প্রহর রাত্রির পর বিবাহ হবেক। কেরি—কথোপকথন।

**প্রণামান্তঃ সতাং কোপঃ।** (সং)

সাধুগণ সহজে সন্তুষ্ট হন ; প্রণাম করিলেই ক্রোধের উপসম হয়।

**প্রতি ডুবে কি শালুক ওঠে?** শালুক—শ্বেতপদ্ম ; কুমুদ।

জলে ডুব দিলে প্রতিবারেই শালুক ফুল পাওয়া যায় না।

> সকল প্রচেষ্টাই সফল হয় না।

**প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার, দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার, তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর-কুণ্ডলি, চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেণের পুঁটুলি।**

নিদ্রিত ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ দেহ-সংস্থান ঃ—গোড়ায় ঢেঁকির মতো সোজা ভাবে শয়ন, পরে উত্তরোত্তর অধিক শীত করায় ধনুকের মতো বাঁকা, কুকুরের মতো বৃত্তাকার, অবশেষে পুঁটুলির মতো বর্তুলাকার।

**প্রথম বয়সে না হলে পুত, না মায়ের সুখ না বাপের সুখ।**

অধিক বয়সে পুত্র জন্মিলে মাতাপিতার বার্ধক্যে সে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবার যোগ্য হয় না, কাজে সাহায্য করিবার উপযুক্তও হয় না।

**প্রথম বর্ষায় ঈশানে বায়, হবেই বর্ষা কয় খনায়।** (খনা)

বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে ঈশান কোণ হইতে বায়ু বহিলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

**প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।** (সং) দ্র০ আতুরে নিয়মো নাস্তি।

**প্রমাদ গণা।**

বিপদ আসন্ন জ্ঞান করা। ভীত হওয়া।

গড়ে গেল গোয়ালা ছাড়িয়া সিংহনাদ।
দেবতা সকলে হেথা গণিল প্রমাদ॥ ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল।

**প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে' পাপী যেথা-সেথা।**

গঙ্গা, যমুনা ও (অধুনা লুপ্ত) সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল (বর্তমান এলাহাবাদ নগরের নিকট) হিন্দুর পক্ষে এতদূর পবিত্র যে বিশ্বাস, সেখানে মাথা মুড়াইয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিলে সকল পাপ দূর হয়।

**প্রসাদ পাওয়া।**

ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে শূদ্রকে যে আহার্য প্রদত্ত হয় তাহা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট না হইলেও প্রসাদ জ্ঞানে ভক্তিপূর্বক ভোজন করা হয়।

স্নানান্তে স্বয়ং এক ঘটী গঙ্গাজল ও একখানি কলাপাতা কাটিয়া লইয়া, কোন এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া আসে। কেদার বন্দ্যো০—[দুঃখের দেওয়ালি (কালী ঘরামী)।

**প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।** (সং)

মূল হবির্বিনা হরির্যাতি বিনাপীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

গৃহস্থের বাড়ীতে এককালীন চারিজন জামাতার আবির্ভাব হইলে কয়েকদিন তাহাদের সমাদর হইল। কিন্তু পরে যখন তাহারা আর যাইবার নাম করে না, তখন কৌশলে বিদায় করিবার জন্য তাহাদের অনাদর আরম্ভ হইল। ক্রমবর্ধমান অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে তিনজন বিদায় লইল। কিন্তু চতুর্থ ধনঞ্জয় শত অপমান পরিপাক করিয়াও রহিয়া গেল। তখন অগত্যা তাহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়া তাড়াইতে হইল।

>রীতিমত প্রহার।

জলধর। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয়। প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা করতে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়; তাতেও যদি না হয়, "প্রহারেণ ধনঞ্জয়"—নাকের উপরে এমনি একটি কিল মাত্তে হয়, নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরোয়। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ।** (সং, কালিদাস—রঘুবংশ)

দীর্ঘকায় ব্যক্তির অধিগম্য যে ফল তাহা পাইবার জন্য বামনের বাহু বিস্তারের ন্যায় ব্যর্থ।

>অসংগত লোভের বশীভূত নগণ্য ব্যক্তির প্রয়াস।

**প্রাকৃতিক ( নৈসর্গিক ) নির্বাচন।**

ডারুইন প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য ঃ—জীবন ধারণের জন্য জীবমাত্রকেই অপর সকলের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত থাকিতে হয় এবং যাহার যোগ্যতা থাকে জীবন-সংগ্রামে কেবল সে-ই নির্বাচিত হইয়া জীবন ধারণের সুযোগ পায় এবং অযোগ্যের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতি সহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি-নিচয় নৈসর্গিক নির্বাচন-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সুখময় সময় উপস্থিত করিবে।

তু° Natural selection. [রাজকৃষ্ণ মুখো°—নানা প্রবন্ধ (সভ্যতা)।

**প্রাণটি সখের বটে, খরচ করতে বুকটি ফাটে।**

নানারূপ সুখ-সৌখীনতা করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুন্ঠিত। কৃপণের উপভোগ-স্পৃহা।

**প্রাণ বড়ো, না মান বড়ো?** দ্র° থাক মান, যাক প্রাণ।

**প্রাণ যাক, কথা থাক।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু° प्राण जाहिं बरू बचन न जाहिं।

**প্রাণ হাতে ক'রে।**

এমন বিপদসংকুল অবস্থায় পড়া যে অপ্রত্যাশিত ভাবে যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা।

জাহ্নবী সাগর সঙ্গ পর্ব্বত প্রমাণ ভঙ্গ
বাহিনু পরাণ করি হাতে॥ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

তু° हथेलीपर जान लिये फिरना।

To carry one's heart in one's boot.

**প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।**

এত অধিক ক্লেশ বা দুঃখ ভোগ করা যে জীবনের শেষ সীমায় উপনীত বলিয়া মনে হওয়া। অত্যধিক ক্লেশ বোধ করা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ক্ষমতা অল্প, তিনটি পরিচ্ছেদ লিখতেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ললিত বন্দ্যো°—পাগলা ঝোরা (বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ)।

**প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া, বাপ থাকতে বেটার বিয়া,—**
**হলো তো হলো, নয়তো অনেক কাল গেল।**

প্রাতঃকৃত্য ( শৌচাদি ) যদি প্রাতঃকালে সম্পন্ন না হয় এবং পিতা বর্তমানে পুত্রের বিবাহ না হয়, উভয় ক্ষেত্রেই অযথা বিলম্ব ঘটে।

>কোনো কার্য উপযুক্ত সময়ে না হইলে পরে হইবার সম্ভাবনা অল্প।

**প্রাপ্তকালো ন জীবতি।** ( সং, ঘটকর্পর )।

মূল নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

কাল ( আয়ু ) পূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না।

## ফ

**ফকির মেরে ঝুলি কেড়ে নেওয়া।**

দুর্বলের প্রতি অত্যাচার।

**ফকির হবার আগে ঝুলি কাঁধে নেওয়া।**

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যবশতঃ ফকির হয় না, অলস জীবন যাপনের জন্য ফকির সাজিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সে গোড়াতেই ঝুলি লইয়া ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। গৌণ কার্যকে মুখ্য করিয়া তোলা।

**ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই ; ফকিরের রাজত্ব সর্ব ঠাঁই।**

সকল ফকিরই গরীব, সেজন্য তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সহানুভূতি থাকে এবং সকল অবস্থাতেই মানসিক সুখ উপভোগ করিয়া থাকে।

**ফকিরের থেকে কি দরগা উঁচু!**

ফকির যে পীরের দরগার তত্ত্বাবধান করেন সেই পীর এবং তাঁহার দরগার মাহাত্ম্যই অনেক অধিক। দেবতা অপেক্ষা সেবাইত বড়ো নয়।

**ফটিক জল।** সং স্ফটিক ( স্বচ্ছ ও বর্ণহীন মূল্যবান প্রস্তরবি০ ) > ফটিক।

কবি-প্রসিদ্ধি :—মেঘোদয় হইলে চাতক পক্ষী মেঘের নিকট জল ভিক্ষা করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। লোক-প্রসিদ্ধি :—চাতকের কণ্ঠনালীতে ছিদ্র থাকে এবং সেজন্য মুখ নামাইয়া জলপান করিতে পারে না। বৃষ্টি হইলে উর্ধ্বমুখ হইয়া সেই স্বচ্ছ জল পান করিবে—এই আশায় মেঘোদয়ে কলরব করিয়া আকাশে উড়িতে থাকে।

চাতক পক্ষীর রব, যাহা দূর হইতে "ফটিক জল" ধ্বনির মত শুনায়।

মধ্যে মধ্যে "স্ফটিক জল" বলিয়া দুই একটা চাতক পক্ষী ডাকিতেছে।
[ রাজকৃষ্ণ রায়—হিরণ্ময়ী।

**ফরসা কাপড়ে ভরসা ( মান ) বাড়ে।**

ভালো পোষাকের উপর মান-সম্ভ্রম নির্ভর করে এবং উচ্চতর সমাজে মিশিবার সাহস হয়।

**ফলন্ত গাছের মাথা নীচু।**

লক্ষ০ বিদ্বান ব্যক্তি বিনয়ী হয়।

তু০ फूलकी डाल नीचेको झुके।

**ফল পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা।**

অপক্ব ফল বিস্বাদ, পাকিলে সুস্বাদ হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় ইহার বিপরীত,—বৃদ্ধ হইলে রুক্ষস্বভাব ও কটুভাষী হয়।

**ফল, ফল, আম্র ( কদলীর ) ফল, নারীর সেবা, ইন্দ্রজল ( গঙ্গাজল )।**

ইন্দ্রজল,—বৃষ্টির জল। এইগুলি পরম উপাদেয়।

**ফল যখন পাকে, ক'দিন গাছে থাকে?**

লক্ষ০ মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞান পরিপক্ব হইলে মৃত্যু আসন্ন।

**ফলেন পরিচীয়তে।** ( সং )

মূল একভুরুতয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে।।

শালি ( উৎকৃষ্ট হৈমন্তিক বা আসন ) এবং সাধারণ শ্যামা ধানের গাছ একত্রে জন্মে, দেখিতেও অভিন্ন,—কেবল ফল দেখিয়া চেনা যায়।

বস্তুর বা কার্যের গুণাগুণ পরে পরিণাম দেখিয়া প্রমাণিত হয়।

তু০ पेड़ फलसे जाना जाता है।

A tree is known by its fruit.

**ফাঁক পেলে সবাই চোর।**

কুকর্ম করিবার সুযোগ পাইলে সকলেই কুকর্মে প্ররোচিত হয়।

তু০ সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।

Opportunity makes the thief.

**ফাঁকা আওয়াজ।**

বন্দুকে গুলি না ভরিয়া কেবলমাত্র বারুদ ঠাসিয়া অথবা যাহাতে গুলি নাই এরূপ কার্তুজ পরাইয়া ছোঁড়ার ফলে কেবলমাত্র বিস্ফোরণের শব্দ।

লক্ষ০ লম্বা-চোড়া কথা, কিন্তু কাজে কিছু নয়।

তু০ A blank shot.

**ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে।**

পরকে ঠকাইলে নিজেকেও ঠকিতে হয়।

**ফাঁপিয়া উঠা।**

স্ফীত হওয়া। হীন অবস্থা হইতে সমৃদ্ধিশালী হওয়া।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া সুর মহাশয় সামান্য মূলধনে সামান্য ভাবে এই আড়তখানির পত্তন করেন। কমলা সদয় নেত্রে চাহিলেন, বৎসরের পর বৎসর মাখন ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

[ প্রভাত—পত্রপুষ্প (অদ্বৈতবাদ)।

**ফাঁসির খাওয়া।**

প্রবাদ, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে ফাঁসির পূর্বে যাহা চায় তাহাই খাইতে দেওয়া হয় এবং জীবনের শেষ খাওয়া ভাবিয়া সেও আশ মিটাইয়া খাইয়া লয়। >গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া।

বীরেশ বললে, আমার বন্ধুকে ক্ষমা করবেন। খাবার দেখলেই ও ফাঁসীর খাওয়া খায়।

প্রবোধ সান্ন্যাল—নদ ও নদী।

**"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।"**

নজরুল ইস্‌লাম—সর্ব্বহারা ( কাণ্ডারী হুঁশিয়ার )।

যাঁহারা দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মানব-জীবনেরই মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

**ফিকিরে ফকির।**

(১) অতিরিক্ত চালাকি বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া সর্বস্বান্ত হওয়া।

(২) উপার্জ্জনের ফন্দি আঁটিয়া যে ফকির সাজে; কৃত্রিম ফকির; ভণ্ড সন্ন্যাসী। ( জ্ঞানেন্দ্র )

**ফিরিঙ্গী রোগ।** দ্র° ট্যাঁস ফিরিঙ্গী।

জীবানুবি° দ্বারা উৎপন্ন সিফিলিস বা উপদংশ রোগ।

এই রোগের আদি জন্মস্থান আমেরিকা। এই নূতন মহাদেশ আবিষ্কৃত হইলে স্পেন ও পোর্তুগাল হইতে আগত ঔপনিবেসিকদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইয়াছিল আদিবাসীদের সংস্পর্শে। পরে পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গীদের আগমনে ভারতে ইহা প্রথম সংক্রামিত হয়।

**ফুঁকো দেওয়া।**

গাভীর যোনিপথে নল প্রবেশ করাইয়া জোরে ফুঁ দিলে বায়ুর চাপে দুগ্ধ নিঃশেষে বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে গাভী অসহ্য ক্লেশ পায়।

**ফুট্‌কড়াই হয়ে যাওয়া।**

ফুটকড়াই—কলাই ভাজিবার সময় তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ° খুচরা খরচে অল্পকালের মধ্যে অর্থের ব্যয় হইয়া যাওয়া।

এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়ে নি, পড়লেই ফুট কড়াই হয়ে যেত। 'বনফুল'—সপ্তর্ষি।

**ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।** দ্র০ একুশ' কোড় গ'ণে খান ই০।

**ফুলের মুখটি।** দ্র০ পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই ই০।

কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অন্যতম ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সন্ততিবর্গ বসবাসের জন্য যে চারখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন তাহার একটির নাম মুখটি। এই গ্রামবাসী শ্রীহর্ষের বংশধরগণের পদবী মুখোপাধ্যায়। এই বংশের একটি শাখা পরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন।

তাঁহারা ফুলের মুখটি নামে খ্যাত এবং রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত। রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা এই বংশসম্ভূত।

**ফুলের সোহাগে ছোটার আদর।**

ছোটা—কলাগাছের পেটো চিরিয়া যে সূত্র বাহির করা হয় এবং যাহা দ্বারা মালাকর ফুলের মালা গাঁথে।

ফুলের মালার যে আদর হয়, সংগগুণে ছোটাও তাহার অংশ পায়।

লক্ষ০ মহতের সংস্পর্শে হীন বস্তুও সমাদৃত হয়।

**ফুস্ মন্তর।**

রোগ সারাইবার বা সাপের বিষ নামাইবার জন্য কোনরূপ ঔষধাদি প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র ফুস্ ফুস্ করিয়া ( অস্পষ্ট মৃদুস্বরে ) যে গুপ্ত মন্ত্র পড়িয়া কার্যোদ্ধার হয়।

>দুরূহ কার্য করিবার অতি সহজ উপায়।

কৌটটির কি মজা জান ? যদি কখন ভারি বিপদ হয়, কৌটটা খুলবো আর ফুস্ মন্তরে উড়িয়ে দেব। অমৃত বসু—বিষাদ।

**ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ।**

কেহ যখন আমোদ-আহ্লাদে রত হয়, তখন বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরের মতো তাহার মনে কোনো ভয়, সংকীর্ণতা বা অনুদার ভাব থাকে না।

**ফেউ ডাকা ( লাগা )।** ফেরু ( শৃগাল )>ফেউ।

বনে কোথাও বাঘের আবির্ভাব হইলে স্থানীয় শৃগালের দল মুখের ভিতর লাঙগুল প্রবেশ করাইয়া ভীতিব্যঞ্জক 'ফেউ ফেউ' রব করে। নিরাপদ ব্যবধান রাখিয়া তাহারা বাঘের অনুসরণ ও ফেউ রব করিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করে।

তু০ কাকের পাছে ফিঙে লাগা।

**ফেরৎ ডাকে।** দ্র০ পত্রপাঠ। ই০ By return of post.

পূর্বকালে ঘোড়ার ডাকে যে হরকরা পত্র বিলি করিত তাহার দ্বারাই জরুরি উত্তর প্রেরণের ব্যবস্থা।

**ফেলা যায় না। ফেলনা নয়।**

ফেলিয়া দিবার মতো তুচ্ছ নয়। উপেক্ষার যোগ্য নয়। প্রায় তুল্যমূল্য।

মাহেশের স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধুম হয়, রথে তত হয় না বটে ; তবু ফ্যালা যায় না। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

**ফেলো কড়ি, মাখো তেল ( +তুমি কি আমার পর ? )**

মুখে আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াও প্রতিদানের প্রত্যাশা।

তু° दाम दीजे, काम कीजे।

If you touch pot you must touch penny.

**ফোঁটা ফোঁটা জমে, কাৎ হলেই যায়।**

অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত বস্তু এককালীন নষ্ট হয়।

তু° तेली जोड़े पली पली, रहमान लुड़के कुप्पी।

**ফোঁপর ( ফোঁপল, ফপর ) দালালী।** ফোঁপর=ফাঁপা ; অন্তঃসারশূন্য।

দায়িত্বহীন ফাঁকা ব্যস্ততার ভান।

আহাম্মক্ মেয়ে দুটার উপর ভয়ানক রাগ হইল, কি জন্য ফপর দালালী করিয়া উহারা নতুন গুরুমাকে ডাকিয়া আনিল ?

**ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশী (সার)।** [শৈলবালা ঘোষজায়া—জন্ম-অভিশপ্ত।

ঘুণ ধরিয়া যে ঢেঁকি ফাপা হইয়া গিয়াছে তাহার শব্দ বেশী হয়। কিন্তু হাল্কা হওয়ার জন্য কাজ ভালো হয় না।

লক্ষ° অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির মিথ্যা দম্ভ।

তু° छूछी हाँड़ी बजे टनटन।

An empty vessel sounds much.

**ফোঁপায় সাপ টোকায় না।**

যে সাপ বেশী ফোঁস ফোঁস করে সে কাটে না।

লক্ষ° যে অধিক আস্ফালন করে সে কার্যক্ষম হয় না।

তু° The barking dog seldom bites.

**ফোড়ন দেওয়া।**

তপ্ত ঘৃত বা তৈলে মসলা ভাজিয়া ব্যঞ্জনাদিতে সম্বরা দেওয়া, যাহা রন্ধনের ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক ভিন্ন বেশী কিছু নয়।

লক্ষ° কয়েকজনের কথোপকথনের মাঝখানে অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ অর্থপূর্ণ টিপ্পনি বা মন্তব্য করা।

ঊষা অতঃপর চারুর সহিত কথাবার্তা কহিল না ; …মাঝে মাঝে দুই একটা কথার ফোড়ন দিতে লাগিল মাত্র। প্রভাত—গরীব স্বামী।

ফ্যা ফ্যা করা।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ( অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, শূন্য দৃষ্টি )>ফ্যা ফ্যা।

লক্ষ্যহীন, কর্মহীনভাবে বৃথা কালক্ষেপ করিয়া বেড়ানো।

তোমরা এক সময় এই পাটনায় কত সমাদরের সহিত পূজা পাইয়াছ, আর আজ সামান্য বেশে পাটনার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্চ। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

# ব

**বইয়ের পোকা।** দ্র° গ্রন্থকীট। তু° किताबी कीड़ा।

**'বউ কথা কও' পাখী।**

কোকিল-জাতীয় যাযাবর বা মরশুমী পক্ষীবি°, গ্রীষ্মকালে যাহাদের আবির্ভাব হয়। ইহার ডাক তিন মাত্রায় বিভক্ত, স্বরিত+উদাত্ত+অনুদাত্ত এবং 'বউ কথা কও' এইরূপ অস্পষ্ট ধ্বনির মতো শুনায়।

কি দুঃখে, হে পাখী, তুমি শাখার উপরে
বসি', বউ কথা কও—কও এ কাননে?

[ মাইকেল—চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

**বউ-কাঁটকী শাশুড়ী।**

সং কণ্টকী>কণ্টকস্বরূপা। যে শাশুড়ী বধূর পীড়ন করে।

"মা গো মা, অমন বৌকাঁটকী শ্বাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসে ব'লে সে বুড়ী যেন দুচক্ষে দেখতে পারে না!"

[ রমেশ দত্ত—সংসার।

**বউ গিন্নী হলে, তার বড়ো ফরফরানি,**
**মেঘ ভেঙে রোদ হলে, তার বড়ো চড়চড়ানি।** ( মেয়েলী )

মেঘমুক্ত সূর্যের তেজ যেমন দুঃসহ, সেইরূপ শাশুড়ীর মৃত্যুজনিত শাসনমুক্ত বধূ পরিবারের কর্ত্রী হইয়া অতিরিক্ত প্রভুত্ব করিয়া থাকে।

তু° बदलीकी धूप जब निकसे तब तेज।

**বউ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে;**
**পাড়াপড়সী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।** ( মেয়েলী )

কঠিন হলুদ যেমন শিলে বাটিলে নরম হয়, সেইরূপ কঠোর শাসনের দ্বারা বধূকে সংযত করা যায়। আবার প্রতিবেশীকে সংযত করিতে হইলে স্পষ্ট কথায় তাহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

>কঠোর উপায় ব্যতীত অপরকে শাসন করা যায় না।

**বউটি ভালো বটে, ঠোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।** ( মেয়েলী )

বউ মন্দ নয়, গৃহকর্ম করে ; কিন্তু ঠোনা মারিলে তবেই করে।

প্রশংসা করিতে গিয়া প্রকারান্তরে নিন্দা করা। ব্যাজস্তুতি।

**বউ নয় তো,—হীরে ;**
**কাল দিয়েছি পাটের শাড়ী, আজ ফেলেছে ছিঁড়ে।** ( মেয়েলী )

পাটের শাড়ী=পট্টবস্ত্র ; রেশমী শাড়ী।

অসাবধান ও চঞ্চল-প্রকৃতি বধূ।

**বউ নয় রে, বউ নয়,—গরল ডাকিনী ;**
**দিনের বেলা মানষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।** ( মেয়েলী )

নারী পুরুষকে রূপের মোহে মুগ্ধ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অনিষ্টসাধন করে।

তু৹ दिनकी बाघिनी, रातकी मोहिनी, पलक पलक लोहु चोषे।

**বউ, না বোবা ; বউ, না বাবা!** ( মেয়েলী )

(১) বউ দেখিতে নিরীহ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি দুর্দান্ত।

(২) বধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসে তখন লজ্জা-সংকোচে মৌন থাকে ; ক্রমে বিক্রম বাড়িলে পরিজনবর্গের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

**বউনির কড়ি লক্ষ্মীর দান।**

দিনের প্রথম বিক্রয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা পবিত্র এবং সৌভাগ্যের সূচনা বলিয়া গণ্য করা হয়।

তু৹ पहिली बोहनी गुसैंया की आस।

**বউ বউ খেলা।**

শিশুগণের ক্রীড়াবি৹ ঃ—খেলাঘরের গৃহস্থালী পাতিয়া একজন বউ, একজন তাহার স্বামী এবং অন্যান্য সকলে তাহাদের সন্তান ও পরিজনবর্গের বিভিন্ন ভূমিকা লইয়া সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে শিশুদের অভিনয়।

বৌ বৌ খেলি মোরা ফুলল সন্ধ্যা বেলা।
[ গোবিন্দচন্দ্র দাস—কস্তুরী।

**বউ বিয়ালো বেটা, গাই বিয়ালো নই ;**
**প্রাণ ধ'রে একথা কি কারেও বলি সই!** ( মেয়েলী )

নৈ (বকনা) বাছুর গৃহস্থের সম্পদবি৹, কারণ সে ভবিষ্যতে দুগ্ধ দিবে।

>নিজের সৌভাগ্যের কথা নিজমুখে প্রচার করা যায় না।

**বউমা, ক্ষীর রইলো খাবে ; খাবে তো যমের বাড়ী যাবে।** ( মেয়েলী )

প্রকাশ্যে বধূর আদর এবং অন্তরালে ভীতি প্রদর্শন।

**বউয়ের গায়ে কি হাত ওঠায়, লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।** ( মে০ )

স্ত্রীকে সত্য সত্যই প্রহার করে না ; এমন ভাবে বালিশে কিল মারে যে লোকে দেখিয়া মনে করে স্ত্রীকেই মারিতেছে।

স্ত্রৈণ পুরুষ বুঝাইবার চেষ্টা করে যে স্ত্রীকে সে শাসণ করে।

**বউয়ের চলন-ফেরন কেমন ? না, তুর্কী ঘোড়া যেমন ;**
**বউয়ের গলার স্বর কেমন ? না, শালিখ কেঁকায় যেমন।** ( মেয়েলী )

বধূর চলাফেরার ধরন অতি অশোভন,—তেজী ঘোড়ার মতো এবং তাহার কন্ঠস্বর শালিখ পাখীর ডাকের মতো কর্কশ।

শাশুড়ীর চক্ষে বধূর কিছুই ভালো নয়।

**বউয়ের পাঞ্জা ভারি, পা গোদা ; বউকে কিছু ব'লো না দাদা।** (মেয়েলী)

দজ্জাল বধূকে পরিজনবর্গ ভয় করিয়া চলে।

**বউয়ের রাগ বেরালের ওপর, বেরালের রাগ বেড়ার ওপর।**

বিড়াল আসিয়া দুধ, মাছ, ইং খাইয়া যায় এবং সেজন্য বধূকে গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, তাই বিড়ালের উপর তাহার রাগ। আবার, বেড়া থাকার জন্য বিড়াল ইচ্ছামত আসিতে পায় না, তাই তাহার রাগ বেড়ার উপর।

>যাহার জন্য ক্লেশ বা অসুবিধা হয় তাহার উপরই রাগ হয়।

**বউ-রান্না ভাত খাওয়া।**

বৃদ্ধ বয়সে বধূ রাঁধিয়া খাওয়াইবে, ইহাই শ্বশুর-শাশুড়ীর কামনা।

কুন্তি আসিবার আগে রাঘবের মা স্বর্গে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাঘবের বিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির বৌ রান্না ভাত খেতে চেয়েছিল।

**বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।** (মে০) [ ফাল্গুনী মুখো০—মন জানে।

বধূর আদর-যত্ন করিলে পুত্র মাতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

**বংশে বাতি দিতে কেহ না থাকা।**

বংশের এমন কেহ বাঁচিয়া নাই যে পৈতৃক ভিটায় সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালে।

>নির্বংশ হওয়া। বংশ লুপ্ত হওয়া।

এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি।। কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

**বংশের বাতি।**

লক্ষ০ নিজের বংশকে যে স্বীয়গুণে উজ্জ্বল বা গৌরবান্বিত করে।

**বকঃ পরমধার্মিকঃ। বকঃ পরমদারুণঃ।** ( সং, বাল্মীকি—রামায়ণ )

মূল শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্মিকঃ।।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন ঃ—বক অতি ধার্মিক,—জীবহত্যার ভয়ে পম্পা সরোবরের তীরে অতি ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছে।

লক্ষ্মণ প্রতিবাদ করেন ঃ—বক অতি নিষ্ঠুর ; শকুনি মৃতদেহ মাত্র খায়, কিন্তু বক জীবিত প্রাণী খায়।

**বক দেখানো।**

হাতের পাঁচটা আঙগুলের প্রান্ত একত্রিত করিলে বকের মাথার মতো দেখায়। তাহা তুলিয়া ধরিয়া কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা।

…দেখে এলাম, হৈহৈ করে লাঙল ঠেলছে সাহেবদীঘির খোলে, আর গান ধরেছে। আমায় দেখে আরো জোর দিল গানে। মুখ ফিরিয়ে চলে এলাম—পেছনে বক দেখাল কিনা বলতে পারি নে। মনোজ বসু—

**বকধার্মিক। বকধ্যান। বক-বেরালে ব্রহ্মজ্ঞানী।** [ নবীন যাত্রা।

বক চক্ষু মুদিত করিয়া স্থিরভাবে জলাশয়ে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ধ্যান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সে নিশ্চল হইয়া ছোট ছোট মাছের গতি-বিধি লক্ষ্য করে, এবং সুযোগ পাইলেই ধরিয়া খায়।

লক্ষ॰ যে ব্যক্তি ধার্মিকতার ভান করে। ভণ্ড। তু॰ বগুলা ভগত্।

**বকো ঝকো মারো লাথি ; লাজ নাই বেরালের জাতি।**

বিড়ালের মতো অতি নির্লজ্জ, কিছুতেই যাহার মন্দ স্বভাব দূর হয় না।

**বগল বাজানো।**

বগলের ভিতর হাত পুরিয়া বাহু আন্দোলন করিয়া শব্দ করা।

>আনন্দ প্রকাশ করা।

"হাকিম নাকি আপনাকে মামলা মিটিয়ে নিতে বলেছেন, তাই ওপক্ষের লোকেরা বগল বাজিয়ে বেড়াচ্ছে।"

**বগলে ছুরি, মুখে রাম নাম।**

লক্ষ॰ হিংসাপ্রবণ ব্যক্তির ধার্মিকতার ভান।

তু॰ মুহমেঁ শেখ ফরীদ বগলমেঁ ইঁট।

**বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।**

জগতের লোক কথার গুণে তুষ্ট হয়, আবার কথার দোষে রুষ্ট হয়।

**বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।**

ফস্কা—যাহা সহজেই ফস্কাইয়া বা আলগা হইয়া যায়। খুব জোরে দড়ি আঁটিয়া আলগা করিয়া গেরো বাঁধিলে সে বন্ধন সহজেই খুলিয়া যায়।

লক্ষ॰ কঠোর ব্যবস্থা শিথিল ভাবে প্রয়োগ করিলে সমস্তই ব্যর্থ হয়।

চাবী দিয়ে চাবী কোথায় রাখবে? বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো!

গিরিশ—নসীরাম।

**বজ্রপাতে ( বিপদে প'ড়ে ) রামনাম।** দ্র০ কারে প'ড়ে অল্লার নাম।

**বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।** (সং, ভবভূতি—উত্তররামচরিত)

মূল +লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥

মহতের চরিত্র বজ্র অপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল।

**বটতলার বই। বটতলা-সাহিত্য।**

বটতলা—কলিকাতার চিৎপুর-গরাণহাটা অঞ্চলস্থ পুস্তকালয় সমূহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, যাহার ভাষা, রুচি, কাগজ, ছাপা সকলই নিকৃষ্ট।

>হীন রুচির পরিচায়ক তথাকথিত সাহিত্য।

নিবারণ গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিত, আর বটতলার উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া, মুখস্থ করিত। গ্রাম্য রসিক-মহলে তাহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

**বড়লোক হই, নয়তো বড়লোকের কাছে থাকি।**

নিজে বড়ো হইবার চেষ্টা করা কর্তব্য; তাহা না পারিলে, অন্ততঃ বড়লোকের সংসর্গে থাকা উচিত, যাহাতে চরিত্রের উন্নতি হয়।

তু০ না পড়ালি পো, তো সভাতে নিয়ে থো।

**বড়লোকে কথা কয়, সবাই বলে জয় জয়।**

সাধারণ লোক বড়লোকের কথার প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করে।

**বড়াই বুড়ী।** বড়+আয়ী ( মাতামহী )>বড়াই=অতিবৃদ্ধা নারী।

রাধাকৃষ্ণের মিলনে সাহায্যকারিণী বৃন্দাবনের জনৈকা বৃদ্ধা (জরতী)।

>ব্যং অতি অল্পবয়স্কা বালিকা, যে প্রকাণ্ড বস্ত্র অঙ্গে জড়াইয়া বেড়ায়, অথবা বর্ষিয়সীর ন্যায় আচরণ করে বা পাকা পাকা কথা বলে।

অকালপক্ক বালিকা।

**বড়ো করলে বামুন-শকুনি উদম ক'রে ঠোঁট,**
**হাড়্গিলেতে হাঁ করেছে, চড়ুয়ের দেখো চোট।** উদম=উন্মুক্ত।

দ্র০ বড়ো বড়ো হাতী গেল তল ই০।

**বড়ো ক'রে পাতলে পাত, ওজন করা আছে ভাত।**

বড়ো পাতা পাতিলেই বেশী ভাত পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা বৃথা,—ভাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট।

লক্ষ০ উচ্চ আকাংক্ষা করিলেই তাহা পূর্ণ হয় না।

**বড়ো কুটুম।** দ্র০ কুটুমের মধ্যে শালা ই০।

যাহার সহিত সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট এবং মধুর,—শ্যালক।

**বড়ো খিদেয় ( খিদের চোটে ) পাটকেলে কামড় ।**

ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলে খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান থাকে না,—কঠিন ইট-পাটকেলেও কামড় দিতে ইচ্ছা করে ।

দারুণ প্রয়োজনের সময় ভালমন্দ বিচার থাকে না ।

**বড়ো গড়াসে লক্ষ্মী তরাসে ( ডরায় ) ।**

গোগ্রাসে খাওয়া লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ ।

**বড়ো গাছেই ঝড় লাগে ( সয় ) ।**

লক্ষ০ যাহার শক্তি আছে তাহাকেই বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় এবং সে বিপদ উত্তীর্ণও হইতে সক্ষম ।

তু০ High winds blow on high hills.

**বড়ো গাছে কাছি (না') বাঁধা । বড়ো গাছের ডালে বাসা করা ।**

লক্ষ০ যাহার শক্তি আছে তাহাকেই আশ্রয় করা ।

আজকালকার দিনে বধূরা আর প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত শ্বাশুড়ীর অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে চাহেন না । বড়ো গাছের আবডালে থাকায় যে কি সুবিধা তাহা বুঝিতে চাহেন না । ললিত বন্দ্যো০—কাব্যসুধা ।

**বড়ো গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ ।**

প্রবলের আশ্রয়ে থাকিলে তাহার কোপে পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা ।

**বড়ো গাছের ফল কম, ছায়া বেশী ।**

লক্ষ০ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বেশী দান-খয়রাৎ করিতে না পারিলেও বহু লোককে আশ্রয় দিতে পারে ।

**বড়ো ঘরের বড়ো কথা, গরীবের ছেঁড়া কাঁথা ;**
**( +বললে কাটা যায় মাথা ) ।**

ধনী পরিবারের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি, সামান্য ব্যাপারও গুরুতর আকার ধারণ করে । সেজন্য সে বিষয়ের আলোচনায় বিপদের সম্ভাবনা ।

ভবি । মেজদিদি মলো কেন, বল না ভাই ?

কামিনী । "বড় ঘরের বড় কথা, বল্লে কাটা যায় মাথা ।" মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আসতে বারণ করেছিলেন, একদিন দরোয়ান দিয়ে বার ক'রে দিয়েছিলেন…… ।

তু০ বড়োঁকী বড়ী বাত । [ দীনবন্ধু—জামাই-বারিক ।

**বড়ো তামাক ।**

যাহা তামাকের মতো কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করা হয় কিন্তু তামাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—গাঁজা ।

**বড়ো তো ভাত, তার আবার ডান হাত!**

আহারের আয়োজন ভালো না হইলে ডান হাতে খাইবার প্রবৃত্তি হয় না। নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব জন্মে।

তুং ভারি তো বিয়ে তার দুই পায়ে আলতা!

**বড়ো নদী, বড়ো মানুষ, বড়ো রাস্তা,—কাছে না থাকাই ভালো।**

বাসস্থানের অতি নিকটে বড় নদী থাকিলে বন্যার ভয় থাকে; বড়ো রাস্তা থাকিলে গাড়ীঘোড়ায় চাপা পড়ার সম্ভাবনা; প্রবল ব্যক্তির বাস থাকিলে অত্যাচারের ভয় থাকে।

লক্ষ্য যাহাদ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা হইতে দূরে থাকাই ভালো।

**বড়ো নাম যার, 'প্রাণ যায়' তার।**

যাহার খ্যাতি আছে তাহার নিকট অনেকে নানারূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করে এবং আবেদন-নিবেদনের দ্বারা তাহাকে উত্যক্ত করিয়া থাকে।

**বড়ো পাখী ছিলেন, এখন দুর্গা-টুনটুনি হলেন।**

দুর্গা-টুনটুনি—অতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষীবিং।

লক্ষ্য মহতের পতন।

**বড়ো পাপের বড়ো শাস্তি।**

গুরু অপরাধের দণ্ডেরও গুরুত্ব অধিক।

দিলদার। মনে ভাবছো যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? —না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব!—এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি!—অধঃপতন। দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান।

**বড়ো বক্তা হয় যে, বড়ো কর্তা নয় সে।**

পাং বেশী কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে।

বাক্যবাগীশ লোক কাজে পটু হয় না।

**বড়ো বড়ো বাঁদরের বড়ো বড়ো পেট, লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করে হেঁট।**

রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযানের সময় হনুমান লম্ফ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর সুগ্রীবের বানরসেনা আসিয়া পৌঁছিলে তাহাদের মধ্যে যাহারা আকারে প্রকাণ্ড এবং বলবান তাহারাও সাগর লংঘন করিতে পারিল না।

যাহাদের যোগ্যতা আছে তাহারাও কঠিন কার্য করিতে অক্ষম হয়।

মাধব। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
যাইতে সাগর-পারে মাথা করে হেঁট।

রাজা বনবাসী হতে চাচ্ছেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না, উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হ'ক দেখি, সকলেই প্রস্তুত। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**বড়ো বড়ো বৃক্ষ থাকতে প্রধান বৃক্ষ বেল,**
**লাউ কুমড়ো থাকতে কোথায় সরষের মধ্যে তেল!**

বেলপাতায় দেবপূজা হয় বলিয়া অন্যান্য বৃহত্তর বৃক্ষ অপেক্ষা বেলগাছের মহত্ত্ব অধিক। আবার ক্ষুদ্র সরিষা হইতে তেল পাওয়া যায়, অথচ বড়ো বড়ো ফলের সে গুণ নাই। বৃহৎ হইলেই মর্যাদা বেশী হয় না।

কদু কুমড়ো রৈল পড়ে, তুচ্ছ নারেল-ব্যাল;
আজগুবি দুনিয়ার খেলা সরষের মধ্যি ত্যাল। দীনবন্ধু—

**বড়ো বড়ো হাতী গেল তল; মশা বলে কতো জল?** [ জামাই-বারিক।
**( বেতো ঘোড়া বলে মোর হাঁটুভোর জল )।**

পা০ হাতীঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কতো জল?

>যোগ্য ব্যক্তি যাহা করিতে অক্ষম, অযোগ্যের তাহা করিবার প্রসাস।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখ্‌বার আছে! এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে। এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্‌। দ্বিজেন্দ্রলাল—মেবার পতন।

তু০ गदहा कहे कितना पानी।

Fools rush in where angels fear to tread.

**বড়ো বাড়ীর বেরালটাও বড়লোক।**

ধনী লোকের প্রতিপালিত কুপোষ্যগণও বড়মানুষী চাল দিতে ছাড়ে না।

**বড়ো ভাইয়ের বউ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই।**

অপরের অভাব বা কষ্টের জন্য কেহ উদ্বিগ্ন হয় না।

**বড়ো মাছে জাল ছেঁড়ে।**

লক্ষ০ অধিক লোভ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

**বড়ো মাছের কাঁটাও ভালো। বড়ো মাছের কাঁটা, ঘন দুধের ফোঁটা।**

উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্প পরিমাণও বাঞ্ছনীয়।

**বড়ো মানুষের কান আছে, চোখ নেই।**

তাহারা চাটুকারের মুখে যাহা শোনে তাহাই বিশ্বাস করে, স্বচক্ষে দেখিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করে না।

**বড়ো মুখ ক'রে বলা।**

অনুরোধ রক্ষা হইবে এইরূপ আশা করিয়া কিছু বলা।

**বড়ো হবি তো ছোটো হ' ( +উঁচু হবি তো নীচু হ' )।**

বিনয়ী ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি মহত্ত্ব লাভ করে।

**বড়ো হাঁড়ির আমানিও মিষ্টি।**

লক্ষ০ মহতের সংস্পর্শে থাকিলে হীন বস্তুরও মর্যাদাবৃদ্ধি হয়।

**"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে সর্বরী রাজদণ্ডরূপে।"** (রবীন্দ্র)

ধনের প্রভাবে বণিকসম্প্রদায় রাজশক্তি অপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়া উঠে।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী।

......রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্যবিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে। যাযাবর—দৃষ্টিপাত।

**বদর বদর !**

(১) শাহ্ বদর নামে জনৈক মুসলমান সাধক উত্তর ভারত হইতে শ্রীহট্ট জিলায় আসিয়া ইস্‌লামের প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে (ইস্‌লামাবাদের অন্তর্গত বক্সির হাট) থাকিতেন তাহা বদরপুর নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং তথায় একটি দরগা স্থাপিত হয়। ঐ স্থানের নিকটবর্তী বরাক নদীর বাঁকে প্রায়ই নৌকা মারা পড়িত; সেজন্য মাঝিরা পীর বদরের দরগায় সিন্নি দিয়া নদীপথে যাত্রা করিত। কালক্রমে পূর্ববঙ্গের মুসলমান মাঝিদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিল যে "বদর বদর" বলিয়া নৌকা ছাড়িলে কোনো বিপদ ঘটে না।

(২) "আ০ বদ্‌র (পূর্ণচন্দ্র)। মুসলমান যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্ম উৎসব পর্ব্বাদিতে চন্দ্রকে দিক্‌দর্শক বা নিয়ামক বলিয়া মনে করে, মুসলমান মাঝিগণ সেইজন্য চন্দ্রের নাম করিয়া জলপথে যাত্রা করে এবং বিপদের আশঙ্কা হইলে "বদর বদর" বলিয়া চন্দ্রেরই নাম লয়।" (জ্ঞানেন্দ্র)

জলপথে যাত্রাকালীন মাঝিদের জয়ধ্বনি।

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর বদর!

[ নারায়ণ গঙ্গো০—উপনিবেশ।

**বদ্যির বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।**

বৈদ্য কোনো ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই রোগীকে তাহার মূল্য দিতে হয়, খাওয়া হউক আর নাই হউক।

কিনিলেই কোন দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য।

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

**বদ্যির হাতে মরাও ভালো।**

রোগ হইলে যোগ্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী চলা উচিত; তাহাতে মৃত্যু ঘটিলেও অযোগ্যের চিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় থাকা ভালো নয়।

**বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।**

সুপরিচিত হেঁয়ালি,—অর্থ 'আনারস'।

ব্যা০ যুবজনোচিত সাজসজ্জায় ভূষিত বৃদ্ধ।

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥

ঈশ্বর গুপ্ত—আনারস।

**বন পোড়ে তো মূল পোড়ে না।**

বনে আগুন লাগিলে যাবতীয় বৃক্ষলতা পুড়িয়া নিশ্চিহ্ন হয়, কিন্তু তাহাদের মূল মাটির ভিতর থাকায় নষ্ট হয় না।

>কোনও বস্তুর সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া দুর্ঘট।

**বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।**

মানসিক ক্লেশ বা অশান্তি অন্য কেহ জানিতে পারে না।

বন পোড়ে আগ বড়াই জগজন জানি
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পনী ॥

**বনমানুষের হাড়।** দ্র° হাড়ে ভেল্কি খেলা। [ চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ভেল্কি বা ভোজবাজী দেখাইবার সময় বাজীকরের হস্তে সর্বক্ষণ একটি দন্ড (Magic wand) থাকে। প্রবাদ, যে বনমানুষের হাড় এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং তাহার গুণেই অসম্ভব সম্ভব হয়।

**বনমুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধা।** দ্র° গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

**বন রাখে বাঘে ( শিবে ), বাঘ ( শিব ) রাখে বনে।**

বাঘকে বন আশ্রয় দেয় এবং বাঘ অন্যান্য পশুগণের উপদ্রব হইতে বনকে রক্ষা করে। শিব ঠাকুর নিজ দেবত্বের প্রভাবে বনকে রক্ষা করেন।

উপকার করিলে প্রত্যুপকার পাওয়া যায়।

**বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘে খায়।**

হিংস্র পশু অপেক্ষা মানসিক ক্লেশ ও দুশ্চিন্তা অধিক সর্বনাশকর।

**বন্দে মাতরম্।**

বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "আনন্দমঠে" সর্বত্যাগী দেশ-মাতৃকার উপাসক সন্তান-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সঙ্গীতের ধুয়া, যাহা পরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ধ্বনিরূপে প্রচলিত হয়। এক্ষণে দেশভক্তির জাতীয় মন্ত্র।

**বন্ধুর চিন নিদানের দিন।** চিন—চিহ্ন। নিদান=অন্তিমকাল।

মৃত্যুকালে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।

**বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়।**

যে নারী বন্ধ্যা তাহার কোনো পুত্র থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ অস্তিত্বহীন কল্পিত পুত্র যে অন্ধ হইলেও চাঁদ দেখিতে পায়, এরূপ অসম্ভব কথাও বলিতে কোনো বাধা নাই।

যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহার সম্বন্ধে অসম্ভব কথাও বলা চলে।

**বন্ধ্যা নারীর পুত্রশোক।**

বন্ধ্যা নারীর পুত্রবিয়োগ হওয়া সম্ভব নয়। অসম্ভব কল্পনা।

**বয়সে চুল পাকে, বুদ্ধি পাকে না।**

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের দেহে জরার লক্ষণ দেখা দেয় এবং চুল পাকিতে থাকে, কিন্তু সকলের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হয় না।

**বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীন।**

যাহার বয়স অল্প, কিন্তু জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া প্রকৃত-পক্ষে বয়োবৃদ্ধের ন্যায় আচরণ করে।

তুং To carry an old head on young shoulders.

**বয়সে বড়ো বোনাই বাপের ধাক্কা।**

ভগ্নীপতির সহিত শ্যালকের সম্বন্ধ সরস ও মধুর, কিন্তু ভগ্নীপতি বয়সে অনেক বড়ো হইলে ভগ্নীপতি প্রায় পিতার তুল্য সম্মানভাজন হইয়া পড়ে।

তুং জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

**বয়সে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।**

যাহার বয়স বেশী তাহাকেই বিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যাহার জ্ঞান আছে, বয়স অল্প হইলেও সে বিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হয়।

বয়সে না বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক।

**বয়সের গাছ-পাথর নাই।**

বৃহৎ বৃক্ষ অথবা শিলাস্তূপ প্রাচীনত্বের প্রতীক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের বয়স এতো অধিক যে তাহার সমসাময়িক এমন কোনো বৃক্ষ বা প্রস্তর নাই যাহার সাহায্যে তাহার বয়স নির্ণয় করা যায়,—সে সমস্তই কালক্রমে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত প্রাচীন, যাহার বয়স হিসাব করা যায় না।

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
[ ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল।

**বয়ে যাওয়া।**

( ১ ) সং বহ্ ( প্রবাহিত হং ) >বহা, বওয়া, বয়ে যাওয়া।

অপ্রয়োজনীয় বস্তু জলের স্রোতে ভাসিয়া গেলে যেমন ভ্রূক্ষেপ করা হয় না সেইরূপে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা। ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান না করা।

দিদি দেবেন. দা'কে বিয়ে করবে না। বলছে তোর দেবেন দা'কে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে! প্রভাতকুমার—গরীব স্বামী।

(২) বহা=বখা। নদীর স্রোত যেমন প্রবাহিত হইয়া নিম্নতর তলে যায়, সেইরূপ নৈতিক চরিত্র নিম্নতর স্তরে নামিয়া যাওয়া।

নৈতিক অধঃপতন হওয়া। চরিত্রদোষ ঘটা।

কিন্তু শিবনাথকে শাসনকরা দরকার হয়েছে ঠাকুরঝি।

পিসীমা বলিলেন, খুব শাসন কর তুমি আজ, কিছু বলবনা আমি ভাই সেই জন্যেই তো সকাল সকাল বিয়ে দিতে চাই আমি, জান তো আমার বাপেদের গুষ্টি। হয়তো ব'য়ে যাবে কখন। তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**বরং রামান্ন রাবণাৎ।** ( সং )

মূল রামাদপি চ মর্তব্যং মর্তব্যং রাবণাদপি।
উভাভ্যাং যদি মর্তব্যং বরং রামান্ন রাবণাৎ ॥

রাবণ সীতাহরণের উদ্দেশ্যে মারিচ নামক মায়াবী রাক্ষসকে স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ করিয়া পঞ্চবটী বনে যাইবার আদেশ দিলে উভয় সংকটে পড়িয়া মারিচের উক্তি,—রামের হস্তে অথবা রাবণের হস্তে আমার মৃত্যু অবধারিত। এ অবস্থায় রাবণ অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়।

অধম অপেক্ষা মহতের হস্তে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়।

**বর-কনে দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে।**

যাহাদের বিবাহ হইবে সেই বর ও কনে অনির্দিষ্ট রহিয়া গেল, অথচ বিবাহের দিন ধার্য হইল।

অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাব সত্ত্বেও চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়া যাওয়া।

**বর নয় তো,—চোর।**

বিবাহের সময় বরকে নির্বিবাদে নারীগণের নির্দেশমত চলিতে হয়, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া চোরের মতো নানা অত্যাচার সহিতে হয়।

**বরণী নাচে, বর নাচে, নাচে কনের মন ;**
**মাথায় মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হয় পণ।** ( মেয়েলী )

বরণী—বরণ-কারিণী এয়োগণ।

বিবাহের উৎসবে সকলেরই মন আনন্দে পরিপূর্ণ ; কেবল যাহার উপর পণের টাকা জোগাইবার দায়িত্ব তাহারই দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না।

**বর পায় কনে, নিতবর যায় বনে।**

বিবাহ উপলক্ষ্যে নিতবরের কোনও লাভ নাই।

>যে বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন থাকে না তাহা উপেক্ষিত হয়।

তু॰ दूलहा दूलहन पाय, सहबाला लातें खाय।

**'বর' পেয়েছে সেই কতো নয়, ( বেলোয়ারি+ ) চুড়ি চায়।**

যে মেয়ের বিবাহ হওয়াই অসম্ভব ছিল তাহার জন্য বর পাওয়া গিয়াছে সেই পরম ভাগ্য, তাহার অতিরিক্ত লোভ করা অনুচিত।

**বর-সোহাগী নাচন চায় ; 'বউ'-সোহাগী ঝাঁটা খায়।** (মেয়েলী)

যে নারী স্বামীর ভালবাসা লাভ করে তাহার মন আনন্দে পূর্ণ থাকে। কিন্তু যে পুরুষ পত্নীর প্রতি অনুরক্ত সে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দিত হয়।

**বরিশাল গ্যন্।** ( ইং )

কামান-গর্জনবৎ বিস্ফোরণ-ধ্বনি, যাহা গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের দিক হইতে উত্থিত হয় এবং বহু-দূরস্থান পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

"সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামবাসী মনে করেন যে লঙ্কাধিপতি রাবণের সুবিশাল প্রাসাদের দ্বারের কপাট সশব্দে বন্ধ হচ্ছে আর খুলে যাচ্ছে।" ( সুবোধ ঘোষ—কিংবদন্তীর দেশে )

অনুমান করা হয় যে সমুদ্র হইতে উদ্ভূত মেঘরাশির সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত সমুদ্রতীরবর্তী ধরাপৃষ্ঠের বিপরীতধর্মী শক্তির মিলনজাত সাধারণ বজ্রধ্বনির সমজাতীয় এই ধ্বনি।

তখন চারদিক কাঁপাইয়া উপনিবেশের ঝড় সুরু হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার ফণা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ভাঙা পাড়ের উপর আসিয়া ছোবল মারিতেছে⋯ ⋯দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল—বরিশাল গান গর্জন করিতেছে। নারায়ণ গঙ্গো০—উপনিবেশ।

**বরিষাতে বিনিছাতায় যায়, পানি দেখিয়া তরাসে ধায়,**
**সিয়া পাতে খায় দুধ,—ডাক বলে সে বড়ো অবুধ।** ( ডাক )

নির্বোধের কয়েকটি লক্ষণ ;—বর্ষাকালে ছাতা না লইয়া বাহির হয়, বৃষ্টির উপক্রম হইলে ভয়ে ছুটিতে থাকে, ছেঁড়া পাতায় দুধ খায়।

**বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।**

যে ব্যক্তি উভয় পক্ষের হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ যখন এক পক্ষে যোগ দেয় তখন অপর পক্ষের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে।

তোমাদের আড়তের ঐ সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্চে—বরের ঘরের মাসী কণের ঘরের পিশী, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয়, ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। শরৎ—বৈকুণ্ঠের উইল।

তু০ Running with the hare and hunting with the hounds.

**বর্ণচোরা আম।**

যে আম সুপক্ক অবস্থাতেও দেখিতে কাঁচা আমের মতো সবুজবর্ণ।

লক্ষ০ যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র অথবা বয়স বাহ্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

জানো বাবা, কাকাবাবু একজন সাহিত্যিক। খুব ভালো লেখেন।

কবিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তাই নাকি। কই, সেকথা তো এতক্ষণ বলেন নি মশাই ? আপনি দেখছি, একটি বর্ণচোরা আম। [ "জরাসন্ধ"—লোহকপাট।

**বর্ষণ নেই গর্জন সার।**

দ্র০ যতো গর্জে ততো বর্ষে না।

**বর্ষাকালের নদী, আর বুড়ো হলে সতী।**

বর্ষাকালে সকল নদীতেই প্রচুর জল থাকে। সে সময়ে অনুমান করা যায় না যে অন্য সময়ে কি পরিমাণ জল ছিল। সেইরূপ বৃদ্ধ বয়সে সকল নারীই সতী হয়, যৌবনে তাহার কিরূপ চরিত্র ছিল তখন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

>বর্তমান অবস্থা দেখিয়া পূর্বাবস্থা অনুমান করা যায় না।

**বল্‌তে অজ্ঞান।**

কোনো প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ বা স্মরণ করিতে আনন্দে এতদূর আত্মহারা হওয়া যে প্রায় সংজ্ঞালোপ ঘটা। অত্যন্ত প্রিয়।

ননদ ভাজে গলায় গলায় ভাব, ননদ বৌদিদি বলিয়া অজ্ঞান, ভাজ ঠাকুরঝি বলিয়া অজ্ঞান, এরূপ দৃশ্যও বাঙ্গালীর সংসারে বোধ হয় নিতান্ত বিরল নহে। ললিত বন্দ্যো০—কাব্য-সুধা।

**বলদে আর বর্বরে সৃষ্টি করে রক্ষা; চতুর পণ্ডিতজনে দেয় লোকশিক্ষা।**

পণ্ডিত ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া পরম উপকার সাধন করেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে মূর্খ কৃষক ও চাষের বলদ,—যাহারা খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করে।

অধমের দ্বারাও মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়।

**বলদের বাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।** বাই=জুড়ি।

গাড়ি কিংবা হালের বলদ জোড় মিলাইয়া লওয়া হয়। একটা দেখিলে অপরটারও পরিচয় পাওয়া যায়।

>জুড়ির উভয়ই এক প্রকার হয়।

**বল, বুদ্ধি, ভরসা,—চল্লিশ হলেই (তিন দশকেই) ফরসা!**

পুরুষের যৌবনকাল চল্লিশ বৎসর বয়সেই শেষ হয়; তাহার পর উন্নতির আর কোনো আশা থাকে না।

আয়ু বল বীর্য্য, এদের (ইউরোপীয়দের) আর আমাদের, অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠছে। স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**বল, মা তারা দাঁড়াই কোথা?**

নিরাশ্রয় ও দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির হতাশোক্তি।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, আমার বাড়ী ঘর সব প'ড়ে গিয়েছে। 'ব'ল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা' গোছ অবস্থা হয়েছে।

প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**বলা নেই কওয়া নেই।** দ্র॰ কথা নেই বার্তা নেই।

**বলা মুখ আর চলা পা ( +থামে না )।** দ্র॰ নাচের পা থামে না।

**বলা সহজ, করা কঠিন।**

কোনো কথা শুধু মুখে বলিতে কোনো ক্লেশ নাই, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করা শ্রম বা ব্যয়-সাপেক্ষ।

তু॰ कहना आसान, करना मुश्किल।

Easier said than done.

**বলিহারি ( +যাই )!**

বলিতে হারি। গুণের প্রশংসা করিতে গিয়া হার মানা।

ব্য॰ এত দোষ যে বলিয়া শেষ করা যায় না।

রাধার কাজল লেগেছে হৃদয়ে লখিতে নারিল কেহ।
চণ্ডীদাসে কয় লুকাতে না হয় বলিহারি কাল দেহ॥
[ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।**

বলবান পুরুষ কঠোর পরিশ্রম করে বলিয়া তাহার দেহে প্রচুর ঘাম হয়; দুর্বল ব্যক্তি শ্রম-বিমুখ হয় এবং ঘুমাইয়া সময় কাটায়।

**ব'লে খালাস।**

কেবল পরামর্শ দিয়াই কর্তব্য শেষ করা, তাহার বেশী নয়।

**বলে দুধ, বেচে ঘোল।** দ্র॰ ভাজে ঝিঙে, তো বলে পটোল।

**বলো হরি, হরিবোল!**

হিন্দুর শবদেহ সৎকারার্থে লইয়া যাইবার সময় শ্মশান-বন্ধুগণের সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-ধ্বনি।

বিদূষক। শ্রীমধুসূদন নগর দ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত,……আর চারিদিকে উঠতো "বল হরি—হরিবোল", যেন দু লাখ মড়া বেরিয়েছে। গিরিশ—জনা।

তু॰ राम राम सत्य है, सबको यही गत्य है।

**বসতে জানলে উঠতে হয় না।**

দ্র॰ কইতে জানলে ঠকি না, বসতে জানলে উঠি না।

**বসতে পেলে শুতে চায়।**

>একটু সুখ-সুবিধা পাইলে তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আদায় করিবার চেষ্টা।

তু॰ उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना।

Give him an inch and he will take an ell.

**বসতে পেলে শোবার জায়গা আপনি হয়।**

বসিবার মতো সামান্য একটু স্থান যোগাড় করিতে পারিলে ক্রমে অধিক স্থান অধিকার করিয়া শয়ন করা যায়।

>কোনো কার্যের সূচনা করিতে পারিলে ক্রমে অগ্রসর হওয়া যায়।

**বসন্তে ভ্রমনং পথ্যম্। (সং)**

মূল  বসন্তে ভ্রমনং পথ্যং অথবা বহ্নিসেবনম্।
অথবা যুবতী নারী অথবা নিম্বভোজনম্॥

বসন্তঋতুতে পুরুষের পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি।

**বসন্তের কোকিল।**

কোকিল ভ্রাম্যমান মরসুমী পক্ষী, বসন্ত ঋতুতে এ দেশে আসিয়া থাকে এবং অন্য সময়ে দেশান্তরে চলিয়া যায়।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি সুখ-সমৃদ্ধির সময় উপস্থিত থাকে, দুর্দিনে পরিত্যাগ করে। সুদিনের বন্ধু।

যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না।...সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে; বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তু০ A fair-weather friend.  বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর (বসন্তের কোকিল)

**ব'সে খাওয়া।**

(১) উপার্জন না করিয়া অপরের অর্থে অথবা নিজের সঞ্চিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা।

তু০ रोटियां तोड़ना।

(২) তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরে-সুস্থে খাওয়া।

"ব'সে খাও হে, এখনও রকম আছে। তোমার এতো তাড়া কিসের?"

**ব'সে খেলে কুলায় না, ক'রে খেলে ফুরায় না।**

**ব'সে খেলে গাঙের বালিতেও আঁটে না।**

**ব'সে খেলে রাজার (কুবেরের) ভাণ্ডারও ফুরায়।**

গাঙের বালি—নদীতীরের বালুকারাশি, যাহার সংখ্যা গণনাতীত।

উপার্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিলে অভাব ঘটে না, বরং ব্যয় করিয়াও কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। উপার্জন না করিয়া কেবল পুঁজি ভাঙিয়া খরচ করিলে অনন্ত ভাণ্ডারও পর্যাপ্ত হয় না।

তু০ बैठे मे तो कारूका खजाना भी खाली हो जाता है।

**ব'সে না থাকি, বেগার খাটি ( যাই, বেগার গেলে খেতে পাই )।**

পা০ বেকারের চেয়ে বেগার ভালো।

অলস জীবন যাপন করিয়া দেহ-মন নষ্ট করা অপেক্ষা বিনা পারিশ্রমিকে কোনো কাজে নিযুক্ত থাকাও শ্রেয়ঃ।

"এতই যদি বুদ্ধিমান, তবে মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হল কেন? এ চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না!"

বললাম—"চাকরি যতদিন হয় ততদিনই ভাল। বসে না থাকি ব্যাগার খাটি—জানত?" শরৎচন্দ্র—শ্রীকান্ত।

তু০ बैठेसे बेगार भली।

**ব'সে ব'সে করি কি,—দাদার পাছে পেয়াদা দিই।**

দাদার পাছে ই০—মিথ্যা নালিশ-ফরিয়াদ করিয়া হয়রানি করা।

>নিষ্কর্মা লোক সময় কাটাইবার জন্য যে কোনো কুকার্যে রত হয়।

তু০ बेकारी में सैतानी सूझती है।

An idle brain is devil's workshop.

**বহরমপুর ( রাঁচি ) পাঠানো ( যাওয়া )।**

পূর্বে মুর্শিদাবাদ জিলার প্রধান শহর বহরমপুরে সরকারী উন্মাদাশ্রম অবস্থিত ছিল, পরে ছোটনাগপুরের রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়।

ব্যা০ ব্যক্তিবিশেষকে উন্মাদ বলিয়া ইঙ্গিত।

তু০ बरेली जाना।

**বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ( সং )**

মূল অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পতিকলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত সূচনা হইলে তদনুযায়ী ফল হয় না।

স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কলহ নিত্যই চলিত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা চাপড়টাও যে না চলিত এমন নয়। তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতির কলহ অবশেষে লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে। প্রভাত—

তু০ Much ado about nothing. [ পত্রপুষ্প ( প্রেম ও প্রহার )।

**বাই জন্মে যাওয়া।** দ্র০ উনপঞ্চাশ বাই।

দীর্ঘ সময় বৃথা অতিবাহিত হওয়ার ফলে আশাভঙ্গ-জনিত বায়ুরোগ হওয়া। ক্লান্তি ও বিরক্তি জন্মিয়া যাওয়া।

"পনেরো টাকা মাইনেয় চাকরিতে ঢুকে, পঞ্চাশ টাকা হতেই বাই জন্মে গেছে; এর পর আর কি আশা করা যায় বলো।"

**বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন ।**

বাড়ীর বাহিরে লম্বা কোঁচা দোলাইয়া বড়মানুষী দেখানো হয়, ওদিকে বাড়ীটির এমন দুরবস্থা যে ছুঁচোর আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

লক্ষ° দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির বাহিরে বড়মানুষী চাল ।

কতকগুলা ফতো বড় মানুষ আছে—তাহাদের···বাহিরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন ;···কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধূলা দেয় ।

তু° बाहर मियां अलल्ले तलल्ले घरमें चुहे पक्के । [ টেকচাঁদ—আলাল ।

**বাইরে গোরা, ভিতরে কালো, মাকাল ফলকে চিনলাম ভালো ।**

মাকাল ফল—একপ্রকার লতায় জন্মে, গোলাকার এবং লোহিতবর্ণ, কিন্তু ভিতর কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত ।

লক্ষ° সুদর্শণ কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি বা বস্তু ।

**বাইরে সোনা ( সোনা ফেলে ) আঁচলে গেরো ।**

যত্ন সহকারে আঁচলে গেরো বাঁধা হইল, অথচ যাহার জন্য সাবধানতা সেই মূল্যবান বস্তুই বাহিরে পড়িয়া রহিল । ব্যর্থ সাবধানতা ।

ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি ।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি ।। বিদ্যাপতি—পদাবলি ।

**বাইরে হাসিখুশি, ভিতরে গরলরাশি ।** দ্র° বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ।

**বাঁচতে ( থাকতে ) পায় না ভাত-কাপড়, মরলে হবে দানসাগর !**

মাতা বা পিতার জীবদ্দশায় পুত্র খাইতে-পরিতে দেয় না, কিন্তু মৃত্যু হইলে ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ করে । মাতাপিতার প্রতি লোক-দেখানো ভক্তি ।।

তু° जियत पिताकी पुँछे न बात, मरे पिताको दूध और भात ।

**বাঁচতে যদি চাও, থোড়া করি খাও ।**

**বাঁচার লাগি' খায়, তার বাড়ী না বৈদ্য যায় ;**
**খাবার লাগি' বাঁচে,—বৈদ্য ঘোরে পাছে পাছে ।**

দ্র° অনেক খাবে তো অল্প খাও, অল্প খাবে তো অনেক খাও ।

**বাঁঝা জানে না প্রসব-বেদনা ।**

লক্ষ° নিজ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোনকিছুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না ।
তু° बाँझ क्या जाने प्रसूत की पीर ।

**বাঁঝার আত্তি, বাঘের পথ্যি ।** ( মেয়েলী )

বন্ধ্যার মনে বাৎসল্য ভাব জন্মিতে পারে না, সেজন্য স্নেহ করিতে জানে না; স্নেহ দেখাইতে গিয়া বাঘের মতো নির্ম্ম আচরণ করিয়া ফেলে । যাহার মনে স্নেহ-মমতার স্থান নাই সে স্নেহ প্রকাশ করিতে পারে না

**বাঁঝির পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।** ( মেয়েলী )

বন্ধ্যার কোনো সন্তান থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ অস্তিত্বহীন ব্যক্তির গায়ে সামান্য হাঁচি লাগিলেও চরম অমঙ্গলের আশঙ্কা।

দ্র০ বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়।

**বাঁদরীর চুল হলেও বাঁধতে জানে না।**

ইতর প্রাণীর মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান থাকে না, প্রসাধনও নাই।

**বাঁদী পরের পা ধোয়াতে পারে, নিজের পা ধোয় না।**

বাধ্য হইয়া পরের জন্য যাহা করা যায়, নিজের জন্য তাহা করা যায় না।

**বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।**

দাসদাসীকে প্রহার করিবার অবাধ অধিকার প্রভুর আছে ; তাহার জন্য সময়ের বাছবিচার নিষ্প্রয়োজন।

তুচ্ছ কাজ ইচ্ছামত যে কোনো সময়ে করা যায়।

**বাঁধা গৎ ( বুলি )।**

গীতবাদ্যের সুর-তাল, যাহা স্বরলিপি দ্বারা নির্দিষ্ট।

নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী কার্য বা আচরণ।

তাঁহারা বয়সে প্রবীন এবং সমাজেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ; কিন্তু প্রতিবাদে তাঁহারা বড়ই চটিয়া যান। ইঁহাদের কয়েকটি বাঁধা গৎ ও চিরপ্রচলিত অতি পুরাতন নিয়ম-কানুন যিনি না মানিয়া চলিলেন, তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই! হারাণ রক্ষিত—সাহিত্য-সাধনা।

**বাঁধা গরু ছাড়া পেলে, তিন রাজ্যি এক করে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে ; উকীল পাঠাবে না, আপনি যাবে।**

জিনিস বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ ঋণ শোধ করিয়া বন্ধকী জিনিষ উদ্ধার করা দুরূহ হয় ; বরং বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য অপরকে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া নিজে গেলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অধিক।

**বাঁশবনে ডোম কানা।**

বাঁশ কাটিবার জন্য বাঁশবনে প্রবেশ করিয়া বহু বাঁশগাছ দেখিলে কোনটা কাটা হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

>বহু বস্তুর সমাবেশ দেখিয়া নির্বাচন করিতে অক্ষম হওয়া।

বাঁশবনে ডোম কানা। সারি সারি রেকাব-বাটীর অনন্ত সারি দেখিয়া প্রথমত কালাচাঁদ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না কোনটায় কি আছে, কোনটাই বা আগে খাইতে হয়। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে।**

তালের কাঁড়ি ( কাণ্ড ) গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী মজবুত হয় ; কিন্তু বাঁশ বেশী শক্ত হয় যদি জলে ফেলিয়া রাখিয়া পাকাইয়া লওয়া হয়।

**বাঁশী হারিয়ে শিঙেয় ফুঁ।**

উপযুক্ত বস্তুর অভাবে অনুপযুক্ত বস্তু দ্বারা কাজ সারিতে হয়।

**বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো ( টনকো )।**

লক্ষ০ বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের প্রতাপ অধিক হইতে পারে।

সে এখন ছোট আছে তুই একটুকু আস্থা মমতা করিস তবে সে তোরি কানেড়া হইবে।

আমার কানেড়া হবে সে এমন কানেড়া হবার যোগ্য নয় বাঁশ হইতে কঞ্চি দড়। কেরি—কথোপকথন।

**বাকি থুয়ে কি লাভ গণে ? বাকি রাখলেই ফাঁকি।**

অপরের নিকট প্রাপ্য টাকা যাহা আদায় হয় নাই তাহা বাদ না দিয়া কারবারের লাভ হইল মনে করা ঘোর মূর্খতা।

বিলাত বাকির হিসাব রাখা প্রয়োজন, কারণ অনাদায়ে প্রভূত ক্ষতি হয়।

তু০ ভাড়া, ব্যাজ দচ্ছনা, পীচ্ছৈ পড় কুছ না।

**বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।** ( সং )

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের "সাহিত্যদর্পণ" নামক প্রামাণিক গ্রন্থে কাব্যের এই সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—বাক্য রসাশ্রিত হইলে তাহাকে কাব্য বলে।

**বাক্যি হ'রে যাওয়া।**

কথা কহিবার শক্তি লুপ্ত হওয়া। বাক্‌রোধ হওয়া।

উৎপল।......মৃত্যুকালে বাবার বাক্যি হরে গিছল। বাবা ইসারা করে কি বলেছিল আমি বুঝতে পারি নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ—কিন্নরী।

**বাক্যে পর্বত, কার্যে তুলাকার।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**বাঘ-ভাল্লুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি।**

কঠোর শাসনের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট ভয়ে প্রকাশ করা যায় না।

**বাঘ মারতে শত্রু পাঠানো।**

বিপজ্জনক কার্যের ভার শত্রুকে দেওয়া, যাহাতে তাহার বিপদ ঘটে।

**বাঘা-ভালুকো উকীল, লেখক ই০।**

কোনো শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি।

অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর বাঙলার দুটো বাঘা ভালুকো লেখক।

অক্ষয় সরকার—পিতাপুত্র।

**বাঘে-গরুতে ( বলদে, ছাগলে ) এক ঘাটে জল খাওয়া।**

লক্ষ০ পরাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতাপে স্বভাববৈরিগণের শান্তভাবে একত্র বাস।

ভোজরাজ অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং এমন প্রতাপান্বিত ছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত।

[ বিদ্যাসাগর—বত্রিশ সিংহাসন।

**বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।**

বাঘের হাতে পড়িয়া প্রাণরক্ষা হইলেও দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়।

লক্ষ০ বিপদে পড়িলে কিছু না কিছু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

**বাঘে ধরে ( মারে ) তাতে দুঃখ নেই, কাঁটাবন দিয়ে না টানে।**

বাঘ মারিয়া ফেলিলেও ততো ভয় নাই, কিন্তু যদি কাঁটাবনের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া যায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে,সেই বড়ো ভয়ের কথা।

বৃহত্তর বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া সামান্য ক্ষতিকে গুরুতর জ্ঞান করা।

**বাঘের আড়ি।** আড়ি=অসদ্ভাব ; আক্রোশ।

লক্ষ০ প্রবলের ক্রোধ অতি ভয়ানক।

**বাঘের আবার গোবধ !**

গোবধ হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ। কিন্তু বাঘ নির্বিচারে সকল পশু বধ করিয়া মাংস খায়, তাহার পাপ-পুণ্যের হিসাব নাই।

তু০ হুঁড়ার কা চীন্হে ব্রাহ্মণ কা পূত।

**বাঘেরও চক্ষু লজ্জা আছে।**

প্রসিদ্ধি, বাঘ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে স্থির দৃষ্টিতে তাহার সঙ্গে চোখ মিলাইয়া থাকিতে পারিলে বাঘ অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যায়।

লক্ষ০ প্রবল দুর্ধর্ষ ব্যক্তিও অবস্থাগতিকে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকে।

**বাঘের কাছে গরু-রাগালি।** দ্র০ ডাইনের হাতে পো সমর্পণ।

**বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।**

ঘোগ—কুকুরজাতীয় পশুবি০। ইহারা সিংহ ব্যাঘ্রাদির শাবক মারিয়া খায় এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের বাসস্থানে লুকাইয়া থাকে।

লক্ষ০ প্রবল শত্রুর অনিষ্ট সাধনের স্পর্ধা।

শরৎ ডাক্তার আমার কুলে কালি দিলে ! বাঘের ঘরে ঘোষের বাসা ! বাছাধনকে আমি নাকের জলে চোখের জলে কোরে ছাড়্‌ব।

**বাঘের দেখা, সাপের লেখা।** [চারু বন্দ্যো০—আলোক-লতা।

"এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাঘের সহিত নিতান্ত সামনা-সামনি দেখা হইলে তবেই বাঘের হাতে প্রাণ হারাইতে হয়, যথোপযুক্ত সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করিলে সে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য নহে। কিন্তু

অদৃষ্টে সর্পদংশন লেখা থাকিলে তাহা হইতে আর নিস্তার নাই।”

**বাঘের পারণ পশু মেরে।** [ উপেন্দ্র গঙ্গো০—নাস্তিক (সর্পমঙ্গলা)।

ব্রত-উপবাসের পর সাত্ত্বিক আহার করা নিয়ম। কিন্তু বাঘ পশু বধ করিয়া পারণ করে। লক্ষ০ পাপিষ্ঠের ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না।

**বাঘের মাসী বেরাল।**

বিড়াল বাঘের সহিত একই পর্যায়ভুক্ত এবং তেমনি হিংস্রস্বভাব।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন, বিড়েলটি, বিবেচনা কর, একেবারেই ভাল লোক নয় বেয়ান। ধরগা যেঁয়ে, যে রকম গোঁ-গোঁ করছে, কোন দিন হয়তো বিপদ ক'রে বসবে। বাঘের মাসী ওরা······ তারাশঙ্কর—জলসাঘর

তু০ বাঘকী মাঁসী বিলাই। [।রাখাল বাঁড়ুজ্জে)।

**বাঘের মাসী বেরাল, আসি বলে ফেরার!**

বাঘের বিক্রম দেখিয়া তাহার মাসী বিড়াল ভয় পাইয়া গেল এবং এখনই আসিতেছি বলিয়া পলায়ন করিল।

(১) কৌশলে দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ।

(২) ‘‘কাহারও প্রত্যাগমণে বিলম্ব দেখিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।”

**বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো।** ( সুবল )

কলিকাতায় নবাগত সরল-প্রকৃতি ব্যক্তিকে যে কোনো একটা অট্টালিকা দেখাইয়া হাইকোর্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

>সরল ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা করা। বোকা বুঝানো।

—‘কি জানি ফিনাইলেরো (গন্ধ) হতে পারে।’

—‘বললেই হলো? আমি চিনি না ফিনাইল? রোজ নথি-পত্র ঘেঁটে বাড়ি গিয়ে আমি ফিনাইলে হাত ধুই। একি আপনি হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন নাকি?’ অচিন্ত্যকুমার—পলায়ন (আমার অসুখ)।

**বাঙাল—পুঁটি ( চিংড়ি ) মাছের কাঙাল।**

নদীবহুল পূর্ববঙ্গে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, তাই স্থানীয় লোকের মাছ না হইলে চলে না। অভাবে যে কোনো নিকৃষ্ট মাছের জন্যও লালায়িত হয়।

**বাঙালীর তেলে-জলে দেহ।**

নদীমাতৃক বাংলার নোনা মাটি স্বাস্থ্যহানিকর। তাই গায়ে তেল মাখিয়া অবগাহন করিলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

জলো দুধে পুষ্ট দেহ তেলে-জলে নেয়ে,
হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যো০—বাঙ্গালীর মেয়ে।

**বাছার কি বা মুখের ছাই, তবু হলুদ মাখেন নাই।** ( মেয়েলী )

হলুদ মাখিয়া বর্ণ উজ্জ্বল করা হয় নাই, তথাপি কি সুন্দর !

ব্যং কালো-কুৎসিত ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত।

**বাছার বাছা, তুলে নাচা।** বাছা = বৎস ; সন্তান।

সন্তান অপেক্ষা সন্তানের সন্তান অধিক স্নেহ ও আদরের পাত্র।

তুং আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

**বাছুরে বাঘ চেনে না।**

বাঘ যে কি ভয়ঙ্কর জন্তু বাছুর তাহা জানে না, তাই ভয় পায় না।

লক্ষং যাহার জ্ঞান হয় নাই সে বিপদ বুঝিতে পারে না।

তুং अज्ञानी किसी से नहीं डरते।

They that know nothing fear nothing.

**বাছের বাছ।**

যেগুলি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া বাছিয়া পছন্দ করা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে পুনরায় বাছিয়া লওয়া বস্তু। সর্বোৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় ঘটক। তারপরে, ধলেশ্বরীর তীরে একটি বাছের বাছ মেয়ে দেখতে পেলেম, বালিকাটির রূপ-লাবণ্যের তুলনা নাই। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**বাজখাঁই গলা।**

বাজের মতো প্রচন্ড কন্ঠস্বর এরূপ কল্পিত গায়কের নাম বাজখাঁ।

>বিণ বাজখাঁই। অত্যন্ত কর্কশ ধ্বনি বা কন্ঠস্বর।

হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজ্‌লে শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এরকম গলাভাঙা ঘড়ি কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙা কাঁশির চাইতেও তার আওয়াজ বেশী বাজখাঁই। প্রমথ চৌধুরী—চার-ইয়ারী কথা।

**বাজি মাৎ।**

দাবা খেলায় বিপক্ষের সৈন্য-সমাবেশের কৌশলে সকল দিকেই রাজার পলায়নের পথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে পরাজয় স্বীকার করিয়া খেলা শেষ হওয়া।

>বিপক্ষের পরাজয়। সাফল্যের গৌরব লাভ।

**বাজিয়ে দেখা।**

টাকা বাজাইয়া নির্ণয় করা যে তাহা খাঁটি কিংবা মেকি।

লক্ষং ব্যক্তির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা।

বইয়ে লেখা থাকলেই মানতে হবে নির্বিচারে ? কখনও না। নিজে বাজিয়ে দেখব, খাঁটি কি মেকি, নিজে নেব যাচাই করে।

অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

**বাটালি-কাটা ( কোরা ) কথা।**

বাটালি দিয়া যেরূপ কাঠের চোকলা তুলিয়া ফেলা হয়, সেইরূপ যে কথায় অন্তঃস্থলে আঘাত লাগে। ক্লেশদায়ক তীক্ষ্ণ বচন। কটু বাক্য।

অল্প হলো বলে তবু মুখ ঘুরাইয়া।
কহিল দুর্ব্বাক্য কত বাটালি কাটিয়া ।।

**বাড়া ভাত খাওয়া।**　　[ রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব।

বিনা আয়াসে প্রাপ্ত সুখ উপভোগ করা।

**বাড়া ভাত ছাড়া নয়।**

সুখের উপকরণ আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়।

**বাড়া ভাতে ছাই। বাড়া ভাতে ছালি, ধোপ-কাপড়ে কালি।**

সূচনাতেই সুখের আশা ব্যর্থ হওয়া। উৎকৃষ্ট বস্তু নষ্ট হওয়া।

**বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী।**

(১) যখন ভাত রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছে তখন অকর্মা স্ত্রীলোকও ফাঁকা গিন্নপনা করিতে পারে। ফোঁপর দালালী করা সহজ।

(২) "কার্য্যসিদ্ধির পর প্রশংসা নাই।" (সুশীল)

**বাড়ী কাছে, দুয়ার দূর।**

প্রতিবেশীর বাড়ী কাছে হইলেও তাহাতে প্রবেশ করা সহজ নয়, অর্থাৎ ঘনিষ্টতা জন্মে না।

**বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল,**
**কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালো মূল।**

বাণিজ্য করিতে গিয়া কাহারও প্রচুর লাভ হয়, কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হয়। বাণিজ্যের ফলাফল অনিশ্চিত।

**বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।** (সং)

মূল　বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
　　তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষয়া নৈব নৈব চ ।।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

তু০ उत्तम खेती मध्यम बान, नीची नौकरी भीख निदान।

**বাতাস কোন্ দিকে বয়।**

পালের জাহাজ বা নৌকা চালনার সময় বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছে—যাত্রার অনুকূল বা প্রতিকূল,—তাহা দেখিবার প্রয়োজন হয়।

লক্ষ০ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল কিংবা প্রতিকূল তাহা লক্ষ্য করা।

তু০ Which way the wind blows.

**বাতাসাও পেলাম, ঠেলাও খেলাম।**

যেখানে বাতাসা বিতরণ হইতেছে সেখানে গিয়া ভীড়ের চাপে ক্লেশ পাওয়া, আবার কিছু বাতাসাও লাভ হওয়া। সুখ ও ক্লেশ উভয়ই পাওয়া।

**বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া ( লড়াই ) করা।**

অনুপস্থিত বা কল্পিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করা।

**বাতাসে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্ করে,—রাজার বেটা পক্ষী মারে।**

দীনহীন ব্যক্তির পক্ষী শিকারের সখ থাকিলে, হাঁড়ি যখন বাতাসে নড়িয়া ঠন্‌ঠন্ শব্দ করে, সে তখন এই কল্পনা করিয়া আনন্দ পায় যে সে যেন রাজপুত্র, পক্ষী শিকার করিতেছে এবং ইহা তাহারই শব্দ।

অক্ষমের অলীক কল্পনা।

**বাধা না মানে গাধা।**

গাধা অতি স্থূলবুদ্ধি পশু বলিয়া পরিচিত। পথে কোনো বাধা-বিঘ্ন থাকিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিয়াও গ্রাহ্য করে না।

লক্ষ০ নির্বোধ একগুঁয়ে লোক বাধা-বিঘ্ন না বুঝিয়া কাজ করে।

**বান এলে সবাই কয়, বাঁধ দেবার বেলায় কেউ নয়।**

বিপদ আসিয়া পড়িলে উদ্ধারের জন্য সকলেই নানা জল্পনা-কল্পনা করে; কিন্তু সময় থাকিতে কেহই প্রতিকারের চেষ্টা করিতে চায় না।

**বানর ট্যাক্স দিবার ভয়ে কথা কহে না।**

ব্য০ ইঙ্গিত—বানর নিজেকে মানুষের সমকক্ষ জ্ঞান করে এবং তাহার অনুকরণ করে; কেবল ইচ্ছা করিয়াই কথা কহিতে চায় না, পাছে মানুষ জ্ঞানে তাহার নিকট কর আদায়ের চেষ্টা হয়।

**বানর বুড়ো হলেও গাছে ওঠে।**

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কু-অভ্যাস ত্যাগ করা যায় না।

**বানরের গলায় মুক্তার মালা।**

বানর মূল্যবান মুক্তার মর্যাদা না বুঝিয়া তাহার অনাদর করে।

লক্ষ০ অযোগ্যের হস্তে উৎকৃষ্ট বস্তুর দুর্দশা।

অঘোর।......এ রত্ন আমার ঘরে ছিল,...হাতে পেয়ে চিন্‌তে পারিনি বাবা! বানরের গলায় মুক্তোর মালা পড়েছিল, দাঁতে কেটেছি।

[ গিরিশ—হারানিধি।

তু০ बंदरके गलेमें मोतियोंकी माला।

**বানরের নেই সিঁড়ির কাজ।**

কারণ বানর লাফ দিয়া অথবা গাছের ডাল ধরিয়া উঠিতে নামিতে পারে।

লক্ষ০ যে বিনা সাহায্যে পারে সে কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না।

**বানরের সম্পত্তি গালে।**

বানর খাদ্যদ্রব্য পাইলেই মুখে পুরিয়া দিয়া কিছু গলাধঃকরণ করে, কিছু গালের ভিতর জমাইয়া রাখে এবং পরে সুবিধামত চর্বণ করিয়া খায়।

ব্যং পেটুকের প্রতি প্রযুক্ত—যে যাহা-কিছু পায় মুখে পোরে।

তুং बंदरका माल केवल गाल।

**বানরের হাতে খন্তা।**

লক্ষং হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য ব্যক্তি অস্ত্র পাইলে অনর্থই ঘটাইয়া থাকে।

**বানের জলে ভেসে আসা।** ক্ষেং ভেসে আসা।

নদীতে বন্যা হইলে এক স্থানের লোক স্রোতে ভাসিয়া দূরস্থানে গিয়া পড়ে এবং সেখানে অজ্ঞাতকুলশীল এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপে অনাদৃত হয়।

>দারুণ অবহেলার পাত্র।

ঘনেন বলিল, এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? পরশুরাম—হনুমানের স্বপ্ন ( রাতারাতি )।

**বানের মুখে (আগে) জেলে-ডিঙি।**

নদীতে বান আসিলে সম্মুখস্থ ছোট ছোট নৌকা ভাসিয়া যায়।

লক্ষং প্রবলের বিক্রমে দুর্বলের দুর্দশা।

**বানের মুখে বালির বাঁধ।** দ্রং বালির বাঁধ।

লক্ষং প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিরোধ।

**বাপ কাঁদে, মা কাঁদে, আছাড়-বিছাড় খেয়ে ;**
**ভায়ের বউ অভাগী কাঁদে চোখে মরিচ দিয়ে।** ( মেয়েলী )

পাং আড়া কাঁদে, পাড়া কাঁদে, চালের বাতা ধ'রে ইং।

মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ও প্রতিবেশী পর্যন্ত শোকে কাতর ; কিন্তু তাহার ভ্রাতৃজায়ার অন্তরে শোক নাই, সেজন্য চেষ্টা করিয়া লোক-দেখানো শোক প্রকাশ করে। সংসর্গে পড়িয়া অনিচ্ছায় অপরের অনুকরণ।

**বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ না হোয় তো থোড়া থোড়া।** (হিং)

পিতার গুণ ( ব্যং দোষও ) উত্তরাধিকার সূত্রে এবং শিক্ষার ফলে পুত্র পাইয়া থাকে ; যেমন ঘোড়া তাহার আরোহী বীরের উপযুক্ত হয়।

ইংরাজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই—সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলে-গুলিকেও "বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলে পড়তে হয়।

তুং Like father like son. [ কালী সিংহ—হুতোম প্যাঁচা।

**বাপ-গুণে পো, মা-গুণে ঝি।**

পুত্রের উপর পিতার এবং কন্যার উপর মাতার প্রভাব স্বভাবতঃ অধিক হয়, সেজন্য তাহাদেরই অনুরূপ চরিত্র গঠিত হয়।

**বাপ জানে না, মা জানে না,—হোগলা-বনে বিয়ে।**

হোগলা-বন—জনহীন জলাভূমি, যেখানে বন্য হোগলাগাছ মাত্র জন্মে।

সকলের অজ্ঞাতে, গোপনে কার্য সম্পন্ন করা।

**বাপ-পিতাম'র নাম গেল, হীরে জোলার ( হরে শুঁড়ির ) নাতি।**

পিতা-পিতামহের নাম প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান মাতামহের নাম বলিয়া নিজের পরিচয় দিবার চেষ্টা।

তুং ঘর-জামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফলনার জামাই।

**বাপ পুরুত, মা এয়ো ; ঘরের জিনিষ বাইরে না যেও।**

যাহার নিজের পিতা পুরোহিত এবং মাতা এয়োর কাজ করিতে পারে তাহার বিবাহে অন্য পুরোহিত বা এয়োর প্রয়োজন হয় না ; সেজন্য ঘরের পয়সা খরচ না করিয়াই বিবাহ হইয়া যায়।

প্রয়োজনীয় সমস্তই যদি গৃহে থাকে, বিনা ব্যয়েই কার্য সম্পন্ন হয়।

**বাপ বলতে যতক্ষণ, শালা বলতেও ততক্ষণ।**

লোককে অপমান করা যেমন সহজ সম্মান করাও তেমনি সহজ।

তুং Courtesy costs nothing.

**বাপ মা তোলা।**

কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে অপমান না করিয়া তাহার পিতা বা মাতা সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করিয়া গুরুতর অপমান করা।

—শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ……সবল কন্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দ্যাখো, যা বল্‌বে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না। [শরৎ—বৈকুন্ঠের উইল।

তুং বাপ তক জানা।

**বাপ-মা-মরা ( পিতৃ-মাতৃ- ) দায়।**

পিতা বা মাতার মৃত্যু হইলে পুত্র অশুচি হইয়া সমাজে পতিত হয় এবং পরে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সমাজের প্রসন্নতা লাভ করিলে পুনরায় সমাজে গৃহীত হয়। এইরূপে বিপন্ন হইয়া সমাজের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য তাহাকে নানাবিধ হীনতা সহ্য করিতে হয়।

>অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থা।

কি এমন বাপ-মরা দায় আমার যে জ্ঞাতি-শত্রুর পায়ে ধরতে যাবো ?

**বাপ-মায়ের আশীর্বাদে।**

যে ব্যক্তি বয়সে বা মর্যাদায় ছোটো তাহার আশীর্বাদ করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু তাহার মাতা-পিতার আশীর্বাদ কামনা।

—এখন সে আছে কেমন ?

—তা এখন আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে সেরে উঠেছে। [ বিভূতি বন্দ্যো৹—আদর্শ হিন্দু হোটেল।

**বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো আমার কি ?**

পিতা রাজা হইলে কন্যা নিজেকে রাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে পারে ; কিন্তু ভ্রাতা রাজা হইলে ভগ্নীর কোনো লাভ নাই।

>কাহারও মর্যাদা বৃদ্ধি হইলে সকল আত্মীয় তাহার অংশ পায় না।

**বাপু বাছা বলা।**

সন্তানকে যেরূপ আদর করা হয় সেইরূপ সস্নেহ ব্যবহার করা।

সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—তার সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মিলে 'বাপু বাছা' বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ।

**বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো।**

মাতাপিতা পর্যন্ত যাহাকে স্নেহ না করিয়া বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। অতি অপদার্থ।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্র সংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক বিনা পয়সায় অল্প আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। বিভূতি বন্দো৹—আরণ্যক।

**বাপে-পোয়ে কোঁদল বাজে, তা বিচারে অবুধ রাজে।** ( ডাক )

পিতাপুত্রে বিবাদ হইলে তাহা গভীর হয় না, আপনা হইতে মিটিয়া যায়। যে রাজা এরূপ তুচ্ছ বিবাদের বিচার করিতে যায় সে অতি মূর্খ।

যেখানে আন্তরিক স্নেহের সম্পর্ক, সেখানে বিবাদ স্থায়ী হয় না।

তু৹ मा बेटियोंमें लड़ाई हुई, लोगोंने जाना वैर पड़ा।

**বাপে-পোয়ে বরাতী, মায়ে-ঝিয়ে এয়োতী।** ( মেয়েলী )

বরাতী—বরযাত্রী। দ্র৹ বাপ পুরুত, মা এয়ো ই৹।

তু৹ मा-बेटी गानेवाली, बाप-पूत बराती।

**বাপের কুপুত্র।**

পিতার অযোগ্য পুত্র। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বা ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি। "গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর হাঁ।" শরৎ—বৈকুন্ঠের উইল।

**বাপের খাতিরে সৎমার পায়ে গড়।**

বিমাতার প্রতি স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা জন্মে না, কেবল পিতার সন্তোষ বিধানের জন্য বাধ্য হইয়া বিমাতার প্রতি ভক্তি দেখাইতে হয়।

>বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা।

**বাপের গাঁতি, না দাপের গাঁতি? না, যে রেখে খেতে পারে তার গাঁতি।**

গাঁতি—জমিজমা; ভূসম্পত্তি। দ্রঃ জমি বাপের না দাপের? ইঃ।

**বাপের জন্মে (কালে)।**

কেবল নিজের জীবনেই নয়, তাহার সহিত পিতার জীবিতকাল যোগ করিলে যে সুদীর্ঘ সময় হয় সে সময়ের মধ্যেও। কখনও; কস্মিনকালেও।

"ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালেও দেখিনি।

**বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি,** [ দীনবন্ধু—সধবার একাদশী।
**ভেঙে গেল মোর পাছার খুলি; ( +ওরে, নামা ডুলি, নামা ডুলি ).।**

অনভ্যস্ত সুখও ক্লেশদায়ক হইতে পারে।

**বাপের জন্মে নেইকো চাষ, ধানকে বলে দুর্বাঘাস!**
**(ধান কাটতে কুড়ুল নে যাস!)**

যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা থাকে না সে সম্বন্ধে নিতান্ত মূর্খের মতো কথা বলে বা আচরণ করে।

**বাপের ঠাকুর।** ঠাকুর—ইষ্টদেবতা বা মন্ত্রগুরু।

পিতারও পরম পূজনীয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার বা আদরের পাত্র।

কারে দিলি ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়;
তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নয়?

**বাপের পুকুর ব'লে কি তাতে ডুবে মরতে হবে?** [ রামপ্রসাদ—পদাবলী।

অধিকার থাকিলেই তাহার অপব্যবহার করা মূর্খতা।

তুঃ बाप की पोखर है तो क्या कीच खानी है?

**বাপের বয়সে কল্‌মা নেই, পাঁজা-ভরা দাড়ি!**

নিয়মিত কল্‌মা পাঠ মুসলমান ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ, দাড়ি রাখা আনুষঙ্গিক লোকাচার মাত্র। যে ব্যক্তি কোনো কালে কল্‌মা পাঠ করে না, সে কেবল দাড়ি রাখিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

ধর্মানুরাগহীন ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বর।

**বাপের বাড়ী খেতে পায়, গুমরে কন্যা ব'সে খায়।**

কন্যার পিতার সচ্ছল অবস্থা হইলে তাহার ভরণপোষণ চলিয়া যায়, তাই সে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া অলস জীবন যাপন করে।

**বাপের বেটা।**

(১) পিতার উপযুক্ত পুত্র।

"কথায় বলে, 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া। কুছ নেহি তব ভি থোড়া থোড়া।' যারা বাপের বেটা হয় তারা কি আর বাপের কথা নড়চড় হ'তে দেয় ?" অনুরূপা দেবী—মা।

তু॰ A chip of the old block.

(২) ধনী বা মহৎ পিতার গৌরবে গর্বিত পুত্র।

লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। [ প্রভাত—নবকথা (মাষ্টার মহাশয়)।

(৩) পিতার ঔরস-পুত্র, জারজ নয়। ( অশিষ্ট )

**বাপের বোন পিসী, ভাত-কাপড় দে' পুষি ;**
**মায়ের বোন মাসী, কাদায় ফেলে ঠাসি।**

কুমারী অবস্থায় এবং বহু ক্ষেত্রে বিধবা অবস্থায়, পিতৃগৃহই স্ত্রী-লোকের আশ্রয়স্থল। সেজন্য ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিসীর স্নেহে পালিত হইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়। কিন্তু মাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে না।

মাসী অপেক্ষা পিসীর প্রতি স্নেহের টান অধিক হয়।

**বাপের ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি,**
**'সোয়ামীর' ভাতে অগড়-বগড়, পুতের ভাতে বড়ই ঝগড়।** (মেয়েলী)

অগড়-বগড়—"আগড়োম-বাগডোম, ভালমন্দ মিশ্রিত।" (সুশীল)

বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করে ; পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সংসারে বাস করিতে হইলে ভ্রাতৃজায়ার অনাদর-জনিত অভিমান হইয়া থাকে ; স্বামীর গৃহে বাস সুখে-দুঃখে মিশ্রিত ; বিধবা হইয়া পুত্রের সংসারে বাসকালে বধূর সঙ্গে নিয়ত কলহ হইয়া থাকে।

**বাবা আদমের আমল।**

ইহুদী; খৃষ্টান ও মুসলিম শাস্ত্রমতে আদম (Adam) পরমেশ্বরের সৃষ্ট প্রথম মানব এবং মনুষ্যজাতির আদি পিতা। পৃথিবীর আদিম যুগ।

ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্ত্তব্যের দৌড় খতম্! বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসীবৃত্তিই করে আসচি…।

তু॰ মান্ধাতার আমল। [ নজরুল ইসলাম—বাঁধন-হারা।

**বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি।**

ব্যা০ বেগুন নানা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়; আবার তাহার বোঁটাকে মস্তকের শিখা কল্পনা করিলে বৈষ্ণব বৈরাগীর সমজাতীয় মনে করা যায়।

যাহার দ্বারা দুই প্রকার বিভিন্ন কার্য সাধিত হয়।

ইয়ার গোছের বামুনেরা সহর ঘেঁসা বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথা বার্ত্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্ম্মেই বাওয়াজিকে বাওয়াজি, তরকারিকে তরকারি। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**বাবাজী যাচ্ছেন কি আসছেন বোঝা ভার!**

বৈষ্ণব বৈরাগী কাছা না দিয়া কাপড় পরে, সেজন্য কোনটা সম্মুখ, কোনটা পশ্চাত,—সম্মুখ ফিরিয়া এ দিকে আসিতেছে কি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে দূর হইতে তাহা নির্ণয় করা যায় না।

লক্ষ০ যাহার কার্যের বা আচরণের মর্ম বোধগম্য হয় না।

**বাবারও বাবা আছে।**

যে যতই বড়ো হউক, তাহা অপেক্ষা বড়ো বা প্রবল অপর কেহ থাকে।

—যে জমিতে দাগ মেরেচি, সেটাতেই নীলের চাষ হবে। বুঝলে?

গাজি বিস্ময়ের সুরে বল্লে—সে কি বাবু, ছোট সাহেব যে বল্লেন—

—ছোট সাহেব বলেচেন, বলেচেন। বাবার ওপরে বাবা আছে। এটা বড় সাহেবের হুকুম। বিভূতি বন্দ্যো০—ইচ্ছামতী।

**বাবার চুল।**

বাবা—হুগলী জিলার তারকেশ্বর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ তারকনাথ।

শিশুর মঙ্গল কামনায় ভবিষ্যতে তারকেশ্বর তীর্থে পূজা দিয়া তাহার মাথার চুল সমর্পণ করিবার মানত থাকার জন্য রক্ষিত চুল।

**বামন হয়ে চাঁদে হাত।** দ্র০ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ ইং।

**বাম-শিয়ালী।**

যাত্রাকালে পথের বামপার্শ্বে শৃগাল দর্শন—যাহা অতি শুভ লক্ষণ।

**বামুন গেল ঘর, তো লাঙল তুলে ধর।**

ব্রাহ্মণ (জমির মালিক) যতক্ষণ মাঠে উপস্থিত থাকে, কৃষাণেরা লাঙল চালায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেই তাহারা কাজ বন্ধ করিয়া দেয়।

>শাসন না থাকিলে সকলেই ফাঁকি দেয়।

তু০ When the cat is away, the mice are at play.

**বামুন-ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত।**

দ্র০ কাজ নেই ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে;—গতর যাবে পাথর ধুয়ে।

**বামুন-চোষা কলকে আর কায়েত-চোষা গাঁ।**

ব্রাহ্মণেরা এত লোভী যে তামাক পুড়িয়া নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কলিকা ছাড়ে না। ফলে অপরের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেইরূপ কায়স্থগণ স্বভাবতঃ অতি কূটবুদ্ধি হয়। তাহারা নানা কৌশলে অপর সকলের বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করিয়া গ্রামের সর্বনাশ সাধন করে।

**বামুন, বাকস, বাঁশ,—তিনে বাস্তু নাশ।**

পা০ বাঁশ, বাকস, বামুন,—জমি নেবার যম।

বাস্তু জমির পাশে বাঁশের ঝাড় থাকিলে ক্রমে তাহা প্রসারিত হইয়া জমি গ্রাস করে। বাকস গাছের ছায়া জমির অনিষ্ট করে। পাশে ব্রাহ্মণের জমি থাকিলে সে তাহার সীমানা বাড়াইয়া নিজের ব্রহ্মোত্তরের সামিল করিয়া লয়।

**বামুন বাড়ীর ডাল-ভাত,—তার নাম পরসাদ!**

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যতো হীন ভোজ্যই দেওয়া হউক, তাহা 'প্রসাদ' নামে গৌরবান্বিত হয় এবং ভক্তিভরে তাহা খাইতে হয়।

**বামুন, বাদল, বান,—দক্ষিণা পেলেই যান।** (খনা)

দক্ষিণা—(১) ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অর্থ। (২) দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু।

প্রাপ্য দক্ষিণা আদায় হইলে ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করেন। দক্ষিণা বায়ু বহিলে মেঘ কাটিয়া যায় এবং বৃষ্টি থামিলে বন্যার জলও কমিতে থাকে।

আজ দুদিন ধ'রে বিরাম নেই জলের।...তিনি আকাশের মেঘের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন। এইবার? এইবার কি করবে বাছাধন? যেতে তো হ'ল। 'বামুন বাদল বান, দক্ষিণে পেলেই যান'—দক্ষিণে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, যাও, এইবার যাও কোথায় যাবে। [তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

**বামুন মরে আশে, চোর মরে কাশে।**

অতিরিক্ত প্রাপ্তির লোভ করিলে ব্রাহ্মণের সর্বনাশ হয় এবং চোর চুরি করিতে গিয়া কাশিতে আরম্ভ করিলে ধরা পড়িয়া যায়।

**বামুন শূদ্রে তফাৎ।**

ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ, শূদ্র নিকৃষ্ট,—মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান।

অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণ স্বরূপ বলে "বামুণ শূদ্র তফাৎ"। বঙ্কিম—সাম্য।

**বামুনে দক্ষিণা পেলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।**

কাহারও মঙ্গল কামনা করিয়া চণ্ডীপাঠ করা হয়। লোভী পুরোহিত দক্ষিণা পাইলে একটা ঢেঁকির কল্যাণেও চণ্ডীপাঠ করিতে প্রস্তুত!

>অর্থের লোভে হীন কার্য করিতে কেহ দ্বিধা বোধ করে না।

**বামুনের গরু, খায় কম, নাদে বেশী, দুধ দেয় কলসী কলসী।**

ব্রাহ্মণ নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; তাই এমন গরু রাখিতে চায় যাহাকে পুষিতে বেশী খরচ হয় না, অথচ প্রচুর দুগ্ধ ও গোময় পাওয়া যায়।

এমন বস্তু যাহা সকল দিক দিয়া লাভজনক।

শেষ পর্যন্ত কোন সম্বন্ধই টিকে নাই। দরেও হইবে সস্তা, জিনিষটিও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি 'ব্রাহ্মণের গরু' মনতোষবাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। প্রভাত—পত্রপুষ্প (সম্পাদকের কন্যাদায়)।

তু° सिफत भी हो, मुफत भी हो, बड़े पनहेका भी हो।

**বামুনের ঘরের মূর্খ হ'লে ক্রিয়া পণ্ড করে;**
**রোজার ঘরের মূর্খ হ'লে রোগীর দফা সারে।**

কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি অনিষ্ট সাধনে বিলক্ষণ পটু হয়।

**বামুনের মড়া জলে ভাসে, ফলারের নামে উঠে বসে।**

ব্রাহ্মণ জাতি অতিশয় ভোজনপ্রিয় হয়।

**বায়ুর আগে মন চলে।** দ্র° মন-পবনের না'।

**বায়ের আগে বার্তা ছোটে।** বায়=বায়ু; বাতাস।

বায়ু যেরূপ দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়, সংবাদ তাহা অপেক্ষাও দ্রুততর বেগে বিস্তার লাভ করে।

**বার করলাম; ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি;**
**যুবাকালে রঙ্গ (পাপ) ক'রে বৃদ্ধকালে সতী।** (মেয়েলী)

যৌবনে পাপাচরণ করিয়া বার্ধক্যে ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা।

তু° বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী।

**বা'র করা।**

বহিষ্কার করিয়া দেওয়া। আর থাকিতে না দেওয়া। শেষ করা।

বিনি পয়সায় মদ গাঁজা খেয়ে খড়ম মারা তোমার আমি বার কোরব। [ শরৎ—চরিত্রহীন।

**বা'র-বাড়ীতে ব'সে শুনি সম্বরার ঠাট;**
**ভিতর-বাড়ী গিয়ে দেখি মূলো-চচ্চড়ি ভাত!**

পাকশালায় ব্যঞ্জন সাঁৎলাইবার শব্দ শুনিয়া মনে হয় কতো ভালো ভালো রান্না হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাতের সঙ্গে কেবল মূলা-চচ্চড়ি!

লক্ষ° দূর হইতে যাহা উৎকৃষ্ট মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা তেমন হয় না।

**বা'র-বাড়ীতে বাস, ভিতর বাড়ী কাছারি;**
**বউয়ের পরণে টেনা, ধাইয়ের পরা শাড়ী!** ধাই—দাসী।

>হাস্যকর বিপরীত ব্যবস্থা।

**বা'র বাড়ীতে লণ্ঠন, ভিতর বাড়ী ঠন্‌ঠন্।** দ্র° বাইরে কোঁচার পত্তন ই°।

**বার-ব্রত।**

বার—সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন বারে পালনীয় নির্দিষ্ট নিয়মাদি ( যেমন, বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা, রবিবারে নিরামিষ ভোজন ই° )

ব্রত—বিভিন্ন তিথি উপলক্ষ্যে পালনীয় ধর্মানুষ্ঠান। পুণ্যকর্ম।

বার বরত নাহি ছিল রিসি যে তপসী।
তীর্থ থল নাহি ছিল গঙ্গা বারানসী।।

রমাই পন্ডিত—শূন্যপুরাণ।

**বা'র হয় না।**

বাড়ি হইতে বাহির হইবার ফুরসৎ হয় না। কোনো কাজ করিতে অনিচ্ছা।

কদিন ডেকে পাঠাচ্ছি, তা তোর আর বার হয় না।

**বারে বারে ঘুঘু ( মুর্গী ) তুমি খেয়ে যাও ধান ;** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।
**এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ।**

বার বার অনিষ্ট সাধন করিয়া যে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে দন্ডবিধানের দৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন।

**বারো কাঁদি নারকেল, তেরো কাঁদি কলা ;—**
**আজকে রাণীর উপবাসের পালা!** ( মেয়েলী )

ব্রত উপলক্ষ্যে রাণী অন্ন ভোজন না করিয়া কেবলমাত্র ফলমূল খাইয়া উপবাস করিবেন,—তাই এই যৎসামান্য আয়োজন!

>বড়লোকের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি।

**বারো ঘরে পাড়া, তেরো ঘরে মারে ;—সাক্ষী মান্‌বো কারে ?**

সকলেই যাহার শত্রু তাহার দুর্দশার প্রতিবিধানের কোনো উপায় নাই।

**বারোটা ঝাড়লাম, তেরোটা ম'লো ; তুই না ম'রে অপযশ হলো।**

রোজা যতো রোগীর ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছে সকলেই মরিয়াছে ; কেবল মাত্র একজন বাঁচিয়া যাওয়ায় তাহার হাতযশ নষ্ট হইল!

ব্য° রোগী মরিলেই চিকিৎসকের খ্যাতি।

তু° শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

**বারোটা বেজে যাওয়া।**

ঘড়িতে ঘন্টার কাঁটা বারোটার ঘর পার হইলেই সবগুলি ঘন্টা শেষ হয়।

ব্য° খতম হওয়া। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাওয়া।

"তোমার এ সাইকেলটা কি আর সারাবে, এর তো বারোটা বেজে গেছে!

**বারো-দুয়ারী, শতেক খোয়ারী।** ( মেয়েলী ) খোয়ার=নির্যাতন।

যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এবং নির্যাতন ভোগ করে। গালিবিশেষ।

**বারো নারকেল তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে।**

প্রত্যেকে যদি পালা করিয়া বারোটি নারিকেলের কাঁদি বহিয়া লইয়া যায়, সকলেরই ক্লেশ হয়। কিন্তু প্রত্যেকে একটি করিয়া নারিকেল অনায়াসে বহন করিতে পারে, উপরন্তু পালা করিয়া একজন বিশ্রামও করিতে পারে।

>গুরু কার্যের ভার ভাগ করিয়া লইলে কাহারও কষ্ট হয় না।

তু॰ দশের লাঠি একের বোঝা।

**বারো বাড়ী, তেরো খামার; যে বাড়ী যাই সে বাড়ী আমার।**

প্রচুর বৈভবশালী ব্যক্তি, সর্বত্রই যাহার কিছু না কিছু সম্পত্তি আছে।

**বারো ভুঁইয়া।** সং ভৌমিক>ভূঞা, ভূঁইয়া।

খৃ॰ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত, যখন ভারতে পাঠানের রাজশক্তি ধ্বংসোন্মুখ এবং মুঘল সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রায় সমসাময়িক ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যে প্রধান দ্বাদশজন এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ঃ—

(১) **প্রতাপাদিত্য রায় (গুহ)**—বঙ্গজ কায়স্থ, পিতা শ্রীহর্ষ পাঠান সরকারে উচ্চ কর্মচারী, পরে বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া মুঘলদের অধীনে সুন্দরবন অঞ্চলে সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষনা করিয়া যশোহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট আকবরের প্রেরিত সৈন্য পরাস্ত হয়। পরে গৃহশত্রুগণেয় সাহায্যে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক বন্দী হইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রাপথে কাশীতে (খৃ॰ ১৬০৬) মৃত্যু হয়।

(২) **কন্দর্পনারায়ণ রায় (বসু)**—বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপ ও ঢাকার অন্তর্গত বাক্‌লা অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন,—রাজধানী মাধবপাশা। ইনিও বিদ্রোহী হইলে মানসিংহ কর্তৃক পরাভূত ও বন্দী হন। মৃত্যু খৃ॰ ১৬০৩। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা।

(৩) **চাঁদ রায় ও কেদার রায় (দেব)**—রাজ্য ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলে, রাজধানী শ্রীপুর। চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতা (মতান্তরে পুত্র) কেদার রায় মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় মানসিংহ কর্তৃক পরাভূত ও গুপ্তঘাতক দ্বারা নিহত হন (খৃ॰ ১৬০৮)।

(৪) **ঈশা খাঁ**—ঢাকা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ই॰ অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। রাজধানী খিজিরপুর, পরে সোনারগাঁ। শেষে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মৃত্যু খৃ॰ ১৫৯৯।

(৫) **কংশনারায়ণ রায়**—বিখ্যাত রাজা গণেশের বংশধর, রাজ্য—রাজসাহী। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষে তিনি মুঘলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

(৬) **মুমুন্দ রায়**—মুঘলের অধীনে যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জের অংশ লইয়া গঠিত ভূষণা চাকলার শাসনকর্তা ছিলেন, রাজধানী ফতেজঙ্গ্‌পুর। পরে পদচ্যুত হইয়া বিদ্রোহ করিলে যুদ্ধে মুঘল কর্তৃক নিহত হন।

(৭) **হাম্বীর মল্ল**—মুঘলদের আশ্রিত রাজন্য, রাজ্য বাঁকুড়া, রাজধানী বিষ্ণুপুর।

(৮) **পীতাম্বর রায়**—পুটিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার, মুঘলের অনুগ্রহ-ভাজন। রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজধানী লস্করপুর।

(৯) **প্রাণনাথ রায়** (ঘোষ)—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, মুঘলের আশ্রিত জমিদার।

(১০) **লক্ষ্মণ মানিক্য**—রাজা আদিশূরের বংশোদ্ভূত। রাজ্য নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায়। প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন।

(১১) **চাঁদ গাজী**—ঢাকা জেলার ভাওয়াল হইতে গারো পর্বতের সীমা পর্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, রাজধানী চাঁদপ্রতাপ।

(১২) **ফজল গাজী**—চাঁদ গাজীর জ্ঞাতি। কেদার রায়, ঈশা খাঁ ও চাঁদগাজীর অনুগত সহকারী রূপে মুঘলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(দ্রষ্টব্য—এই তালিকা সর্বজনসম্মত নয়, কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়।)

**বারো মাস ব্রহ্মোত্তর, অঘ্রাণ-মাসে খামার ;**
**ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার !**

ভূমি ব্রাহ্মণের নিস্কর বলিয়া পরিচিত, অগ্রহায়ণে ফসলও উঠে ; কিন্তু ভবানন্দ নামে কোনো এক প্রবল ব্যক্তি তাহা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে।

দুর্বলের সম্পত্তি প্রবলে ভোগ করে।

**বারো মাসে তেরো পার্বণ।**

সারা বৎসর ধরিয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান।

>হিন্দু গৃহস্থের সমৃদ্ধির লক্ষণ।

সেহিত গেরামে থাকে মাণিক চাকলাদার।
ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার ॥
বার মাসে তের পার্বণ ইথে নাহি আন।

তু॰ আঠ বার নৌ ত্যোহার। [ দ্বিজ ঈশান—কমলা।

**বারো মাসে বারো ফল, না খেলে যায় রসাতল।**

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফল জন্মে। যে সময়ের যে ফল তাহা নিয়মিতরূপে খাওয়া উচিত ; না খাইলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

**বারো মাসের থলি ঝাড়ি, যা চাও তা দিতে পারি।**

মিতব্যয়ী গৃহস্থ সারা বৎসর ধরিয়া কিছু কিছু বাঁচাইয়া সঞ্চয় করে ; ফলে, যে কোনো সময়ে প্রয়োজন মতো কিছু বাহির করিয়া দিতে পারে।

**বারোমেসে।**

সারা বৎসর যে ফল জন্মে, বা যে বস্তু বিদ্যমান থাকে।

ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে, গোল বাধায় ফাগুন-চোতে এসে,
ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারোমেসে, নৈলে মুষ্কিল হ'তো বেঁচে থাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান (কোকিল)।

**বারো রাজপুত, তেরো হাঁড়ি ; কেউ খায় না কারো বাড়ী।**

একই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আচারগত বা সামাজিক বিভেদ থাকিলে তাহাদের ঘনিষ্ট মিলন সম্ভব হয় না।

দেরাদুনে সে সময়ে যে কয়ঘর বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাদের এক এক ঘরের এক এক ধর্ম্ম—ঠিক যেন "বার রাজপুতের তের চুল্লী"—কেহ হিন্দু, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ খৃষ্টান, কেহ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী, কেহ থিয়সফিষ্ট।

তু° आठ कनौजिया तेरह चूल्हे। [ জলধর সেন—আশীর্ব্বাদ।

**বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।** দ্র° ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।

গল্পটি বারো হাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড়ো হইবে না, কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য্য বাহির হইয়া পড়িবে। রবীন্দ্র—বিচিত্র প্রবন্ধ ( পঞ্চভূত )।

তু° बारह हाथ की काकड़ी तेरह हाथ का बीज।

**বারো হাত পুকুরে তেরো হাত মাছ ;**
**ধরলেও ধ'রে যায়—আড়াআড়ি ধাঁচ।**

পুকুর অপেক্ষা তাহার মাছ বড়ো,—এরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া যদি প্রশ্ন হয় যে ছোটো পুকুরে বড়ো মাছ কিরূপে ধরিতে পারে, তাহার উত্তরে বলা যায়,—মাছ কোণাকুণি ভাবে রাখিলে তাহা সম্ভব হইতেও পারে।

অসম্ভব কথার সমর্থনে অদ্ভূত যুক্তির অবতারণা।

**বালক-বোলতার একই ধারা।**

বালকদের চটাইলে তাহারা বোলতার মতো দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করে।

তু° बर्रे बालक एक सुभाऊ।

**বাল্‌তি বামুন।**

সং বালপুত্রিকা ( যে নারীর অনেকগুলি শিশু সন্তান আছে )। >বাল্‌তি—বহু সন্তান পালনে অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি ; ছাপোষা।

বহু রূপকথায় বর্ণিত দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ।

**বালাই নিয়ে মরা।** আ° বলাহ্‌>বালাই=অমঙ্গল ; বিপদ।

অপরের আপদ নিজে লইয়া মৃত্যু বরণ করা। প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা।

"ও কথা মুখে আন্‌বেন না বাবু,—আপনার সব আপদ বালাই নিয়ে আমি যেন মরি, আমার পেরমাই নিয়ে আপনি বেঁচে থাকুন।"

ব্য° কপট আশীর্বাদ। ব্যাজস্তুতি। [ শরৎ—চরিত্রহীন।

কি গুণের ছেলে গো! বাপের কথায় চোপা! বাছার বালাই নিয়ে মরি!

তু° बला लेना।

**বালাদপি সুভাষিতমং গ্রাহ্যম্।** ( সং )

মূল "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমেবমধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ॥" (সং, মনুস্মৃতি)।

পূর্ব্বপুরুষগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যং", ভাল কথা বালকের মুখ হইতেও শুনিতে হইবে। লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া কোন্ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন।

**বালানাং রোদনং বলম্।** ( সং ) [শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ইং।

মূল দুর্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চোরানামনৃতং বলম্ ॥ ( সং, চাণক্য )।

শিশুগণ রোদনের দ্বারা তাহাদের শক্তি প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে পারে।

**বালাম চা'ল।**

রেল-স্টীমার ইং প্রচলিত হইবার পূর্বে পূর্ববঙ্গ ( বিং বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ) হইতে বালাম নামে প্রসিদ্ধ বৃহৎ নৌকাযোগে যে চাউল আমদানি হইত। এই নৌকা প্রধানতঃ চট্টগ্রামে যুগী সম্প্রদায়ভুক্ত 'বালামী' নামে প্রসিদ্ধ সূত্রধর শ্রেণী দ্বারা নির্মিত হইত।

পূর্বে কলিকাতায় বহু-প্রচলিত চাউলবিং। ইহার ভাত শুভ্র এবং সহজপাচ্য কিন্তু অসার ও স্বাদহীন হইত।

**বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।** ( সং )

প্রথম-যৌবনা নারীর সংসর্গ পুরুষের পক্ষে আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যবর্ধক।

**বালির বাঁধ।**

বালুকারাশির সংহতিগুণ থাকে না, সেজন্য তাহা দ্বারা নদীতীরে বাঁধ গড়িলে তাহা স্থায়ী হয় না, সহজেই ধ্বসিয়া পড়ে। ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী বস্তু।

তুং বালু কী ভীত। A rope of sand.

**বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি,—এ দুইয়ের একই রীতি।**

উভয়েই ভঙ্গুর তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না।

তুং ওছেকী প্রীত বালূকী ভীত।

**বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, চাষ করবে যার মা-বাপ আছে।**

"গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিবে, এবং যাহার মা-বাপ আছে এরূপ জমি চাষ করিবে, অর্থাৎ যে জমিতে গ্রামধোয়া জল গিয়া পড়ে, এবং যাহার পাশে জলাশয় আছে এইরূপ জমি চাষ করিবে।" ( সুবল )

তুং বসাব শহরকা খেত নহরকা।

**বাস করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে।**

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি হইতে এক মাস পালনীয় 'তুষ-তুষুলি' নামক মেয়েলী ব্রতের প্রার্থনা—

"কোদাল-কাটা ধন পাবো, গোয়াল-আলো গরু পাবো,
দরবার-আলো বেটা পাবো; সভা-আলো জামাই পাবো,
সেঁজ-আলো ঝি পাবো, আড়ি-মাপা সিঁদুর পাবো।
বাস করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে, জন্মাবো উত্তম কুলে।
তোমার কাছে মাগি এই বর—স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে করি ঘর।"

নগরে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়, সে জন্য নগরে বাস করা বাঞ্ছনীয়। সাগর বহু পবিত্র নদীর সংগমস্থল, সেজন্য কোনো সংকল্প লইয়া সাগরে ডুবিয়া মরিলে কামনা পূর্ণ হয়, এইরূপ বিশ্বাস।

**বাসায় গিয়ে মরা।**

যাহাকে দন্ড দেওয়া হইল তাহার কোনো প্রত্যক্ষ অনিষ্ট না হইলে এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যে, উপস্থিত কিছু না ঘটিলেও বাসায় ফিরিয়া যাইবার পর দন্ডের ফলে সে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

ব্যং দন্ড ব্যর্থ হওয়া।

কল্কিদেব। হিন্দু ধর্ম্মটাকে যে রাখ, কি রকম শুনি!
ভূতনাথ। গালি দেই সভ্য আর বিলাতফের্ত্তাকে।
বিদ্যানিধি। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে ম'রে থাকে।

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—কল্কি অবতার।

**বাসীকরা কাপড়।**

প্রাচীনকালে ধোপা কাপড় কাচিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া দিত। এ প্রথা রহিত হইয়া অধুনা কেবল ধৌতকরণ প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সঙ্কুচিত অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। (জ্ঞানেন্দ্র)

অথবা, কাপড় ভাঁটি দিয়া, কাচিয়া, শুখাইয়া, ইস্ত্রি করিতে একাধিক দিন সময় লাগায় কাপড় আর টাট্‌কা থাকে না, বাসী হইয়া যায় বলিয়া বর্তমানে এই অর্থে প্রযুক্ত।

উত্তমরূপে ধৌত এবং ইস্ত্রি করা কাপড়। বিপং সাজোকাচা কাপড়।

**বাসী পা'ট।** পা'ট—পাইট; গৃহস্থালীর কার্য।

প্রত্যূষে অশুচি বাসী ঘরদোর ঝাঁট দিয়া গোবর-জল ছিটানো।

শিবানী তখন বাসি পাট সারিয়া বাসন-মাজিয়া সেগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় সাজাইয়া রাখিতেছিল। অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**বাস্তু ঘুঘু।** দ্রং ভিটেয় ঘুঘু চরা।

ঘুঘু পাখী নির্জন স্থানে, বিং পরিত্যক্ত বাস্তু জমীতে চরিয়া থাকে।

যে ঘুঘু ধ্বংসোন্মুখ বাস্তুতে চরিতে আসে এবং বাস্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পর স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করে।

লক্ষং যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া ধ্বংস সাধন করে।

**বিদ্যারম্ভে গুরু ( বৃহস্পতি ) শ্রেষ্ঠ।**

দেবগুরু বৃহস্পতির নামে প্রসিদ্ধ বৃহস্পতিবার বিদ্যারম্ভের জন্য শ্রেষ্ঠ।

বহিগুলি···নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল—"আজ পাতা কাটিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিই। তাহার পর হঠাৎ মনে হইল···বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ ঃ—একেবারে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ করা যাইবে।"

**বিদ্যাশূণ্য ভট্টাচার্য, পূজার বড়ো ঘটা ;—** [ প্রভাত—দেশী ও বিলাতী।
**বাঁশের পাতার নৈবেদ্য, কচুর ডাঁটা পাঁঠা!**

কান্ডজ্ঞানহীন মূর্খ পুরোহিত সাড়ম্বরে কিন্তু অশাস্ত্রীয় পূজা করে।

**বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।**

সরস্বতী পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র ঃ—

ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

এই শ্লোকের শেষ পাদটির বিকৃত উচ্চারণ ও তাহার কদর্থ।

ব্যং বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাগুরুর সাক্ষাতে ভয়ে ভয়ে কথা কহিবে!

**বিদ্যাহীন নর পশুর সমান।** অর্থ সুস্পষ্ট

**বিধবার একাদশী করা।**

একাদশী তিথিতে উপবাস করিলে হিন্দু বিধাবার কি পুণ্য হয় শাস্ত্রে তাহার কোনো বিধান নাই। পুণ্যলাভের প্রত্যাশা না করিয়া কেবল লোকাচার অনুসারে উপবাস করিতে হয়। অথচ উপবাস না করিলে পাপ স্পর্শে।

>এমন কাজ করা যাহাতে কোনো যশ নাই, কিন্তু না করিলে অপযশ হয়।

**বিধাতা (মাপানে) পুরুষ না মাপালে, ভাত না মেলে কারো কপালে।**

বিধাতা মানবের অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রা। তিনি প্রত্যেকের দৈনিক আহার্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। অন্যথায় আহার জুটে না।

কালাচাঁদ আরও গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"তবে কি অন্ন আমার অদৃষ্টে নাই? বিধাতা কি অদ্য একান্তই অন্ন মাপান নাই?—তবে কি অদৃষ্টই মূল?"

যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**বিধাতার বাজি,—কেউ খায় পোলাও-ভাত, কেউ খায় কাঁজি।**

বাজি—ভোজবাজি ; কৌশল। কাঁজি—আমানি ; পান্তা ভাতের জল।

বিধাতার এমন অদ্ভুত বিধান যে, একজন উপাদেয় ভোজন পায়, আর একজন নিকৃষ্ট বস্তু।

**বিধি বাদী সমান।** বাদী—যে বাদ সাধে ; শত্রু।

শত্রু যেমন অনিষ্ট সাধন করে, বিধাতাও বাম হইলে সেইরূপই ঘটে।

**বিধি যখন মাপান, উপরো-উপরি চাপান।**

বিধাতা প্রসন্ন হইলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেন।

**বিধি যদি করেন মন, পুত বিয়োতে ( ভালো হতে ) কতক্ষণ ?**

বিধাতা ইচ্ছা করিলে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুখ-সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

**বিধি যদি বিপরীত, কে বা করে কার হিত।**

বিধাতা বাম হইলে কেহই মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

**বিধি যারে ছোটো করে, খুঁড়িয়ে সে কি বাড়তে পারে ?**

বিধাতার বিধানে যে হীন হয় সে নিজ চেষ্টায় উন্নতি করিতে পারে না।

**বিধির উপর হাকিম কাজী, বিধির উপর কারসাজি !**

বিধাতার নির্ধারিত ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

**বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।**

**বিধির লেখা চর্মে ঢাকা, ফলতে হবে কালে কালে।**

বিধাতা মানুষের ললাটে যে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লিখিয়া রাখেন তাহা চর্মের নিম্নে থাকে বলিয়া অদৃশ্য থাকে, কিছুই জানা যায় না ; কিন্তু তাহা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া থাকে ;—কোনো অন্যথা হয় না।

তু° बिधिका लिखा को मेटनहारा ?

**বিধিলিপি কপালজোড়া।**

বিধাতা যাহা লিখিয়া দেন তাহাতে ললাট ভরিয়া যায়, আর কিছু লিখিবার স্থান থাকে না ; সুতরাং কোনো পরিবর্তন করিবার উপায় নাই।

কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপালজোড়া ।।

[রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**"বিধি হতে ব্যাধ ভালো।"**

মূল চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভালো বড় দুখে সুখ ।।

কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী ( রসসাগর )—সমস্যাপূরণ।

কবি-প্রসিদ্ধি যে বিধাতার বিধানে চক্রবাক-দম্পতি রাত্রিকালে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধ উভয়কে ধরিয়া একই পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মিলন ঘটায়। অতএব নিষ্ঠুর ব্যাধই বিধাতা অপেক্ষা অধিক হিতকারী।

**বিনা দানে মথুরা-পার নাই।** দান=কর ; রাজস্ব।

রাজা কংসের আদেশে বৃন্দাবন হইতে যমুনা পার হইয়া মথুরায় যাইতে হইলে রাজার প্রাপ্য কর না দিয়া নিস্তার ছিল না।

>প্রাপ্য না দিয়া নিস্কৃতি নাই।

**বিনা বজ্রপাতে কেহ রাম নাম লয় না।** দ্র° বজ্রপাতে রাম নাম।

**বিনা মেঘে বজ্রপাত।**

বিনা কারণে ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ সংঘটন।

অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।
ধূলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়ে হাত।
বিনা মেঘে হৈল যেন শিরে বজ্রপাত।।

তুং A bolt from the blue. [ নয়নচাঁদ ঘোষ—চন্দ্রাবতী।

**বিনা যুদ্ধেন কেশব।** (সং) **বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।**

মূল সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।।

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের পর স্বীয় হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রস্তাব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দূত পাঠাইলে, দুর্যোধন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া এই উত্তর দিয়াছিলেন। ইহারই পরিণাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

মদগর্বিতের উদ্ধত বচন।

**বিনামূল্যে বিকানো।**

স্বেচ্ছায় আত্মদান করা,—প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া।

পশুপতি পাইনু পতি তপস্যার ফলে।
বিনামূল্যে বিকায়েছি ঐ পদতলে।। রামেশ্বর—শিবায়ন।

**বিনাস করিবে আগে ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি ;**
**কি জানি আপদ ঘটে পুনঃ বাড়ে যদি।**

এইগুলি সমূলে শেষ করা উচিত ; কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে।

**বিনাশ ( আসন্ন ) কালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।** (সং)

মূল ন নির্মিতঃ কেন ন দৃষ্টপূর্বো ন শ্রূয়তে হেমময়ঃ কুরঙ্গঃ।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।

মৃত্যু বা ঘোর বিপদের সময় বিচারশক্তি লুপ্ত হয়।

বিপত্তি কালে ত হয় বুদ্ধি বিপরীত।
যারে দেখে তারে বলে তুমি কি নাপিত।।
কোপ করি তারা সবে চড়ায় চান্দরে।
তুক্রি বেটা কে নাপিত বলছিস কারে।। বংশীদাস—পদ্মাপুরান।

তু° गीदड़ की शामत आय तो गांवकी तरफ भागे।

**বিনি চুনে গুয়া খায় ; ঘাট এড়িয়ে আঘাটে যায় ;**
**মাগ মরণে শ্বশুরবাড়ী যায়, সে কান্দিয়া রাত্রি পোহায় ;**
**ছেলে ভাত করে রোষ;—এ চারিজনার মৈলে না দোষ।** ( ডাক )

এই চার শ্রেণীর পুরুষ নির্বোধের শিরোমণি, তাহাদের বাঁচিয়া থাকায় কোনো লাভ নাইঃ—যে চুন না দিয়া পান খায়, স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও শ্বশুর-বাড়ী যায় এবং স্ত্রীর শোকে কাঁদিয়া রাত কাটায়, ঘাট থাকিতেও আঘাটায় স্নান করে, ভাত বাড়িয়া দিলেও রাগ করিয়া অভুক্ত থাকে।

**বিনিয়ে (ইনিয়ে) বিনিয়ে কাঁদা।**

সুতা বা চুলের গোছা যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনানী রচনা করা হয়, সেইরূপে একই কথা নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া রোদন করা।

রক্তবর্ণ চক্ষু অশ্রু ঝুরে অবিশ্রাম।
বিনিঞা বিনিঞা কান্দেন করুণা নিদান ।। দ্বিজ লক্ষণ—রামায়ণ।

**বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।**

অতি ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু একত্র মিলিত হইয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করে।

তু° বুঁদ বুঁদ করকে তালাব ভরতা হৈ।

Little drops an ocean.

**বিন্দু-বিসর্গ।**

লিখিবার সময় ং ঃ ঁ প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

>কোনো বিষয়ের অতি সামান্য অংশ।

"ওহে কবিশেখর, আমার কি মুষ্কিল হয়েচে জান? তোমার কথা আমি এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। রবীন্দ্রনাথ—ফাল্গুনী।

**বিন্দে দূতী।**

রাধিকার প্রধানা সখী যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে বার্তাবাহিনী রূপে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

>অবৈধ প্রণয়ে যে সহায়তা করে।

মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**বিপদ কখনো একা আসে না।**

যখন বিপদ ঘটে, এককালীন অনেকগুলি বিপদ উপস্থিত হয়।

তু° গলীবী মেঁ আটা গীলা।

Misfortune never comes alone.

**বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে ; যখন যায়, পা ঘষে ঘষে যায়।**

বিপদ হঠাৎ আসে, কিন্তু তাহা কাটাইয়া উঠিতে অনেক সময় লাগে।

**বিপদে-আপদে প্রকাশ পিরীত। বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা।**

**বিপদে যে রাখে, মিতা বলি তাকে।**

বিপদে যে পরিত্যাগ না করে সেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তুঃ Prosperity makes friends, adversity tries them.

**বিপদে ভগবানের দোহাই, সম্পদে এ কি বালাই!**

বিপদে পড়িলে মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া নানা শুভ সংকল্প করে, কিন্তু সম্পদে তাহা পালন করা কষ্টকর বোধ হয়।

তুঃ Vows made in storms are forgotten in calms.

**বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব তো নোড়া।**

দ্রঃ বিপদে ভগবানের দোহাই, ইঃ।

**বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ?**

বিবাদের ইচ্ছা থাকিলে একটা ছল খুঁজিয়া বাহির করা সহজ।

**বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে।**

লক্ষ্ঃ বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয়বার বিবাহ করার কোন সার্থকতা নাই।

প্রথম পন্ডিত। পুত্র না থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষেই হউক আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

মাধব। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

[ দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**বিবাহে বিবিধ বাধা।**

শুভকার্যে নানারূপ বাধাবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

তুঃ কানীকে ব্যাহ কী সৌ সৌ জোখিম।

Many a slip, twixt the cup and the lip.

**বিবি যখন বড়ো হবে, মিঞা তখন কবর লবে।**

অধিক বয়সে বালিকা বিবাহ করা ব্যর্থ ; পত্নীর যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বেই স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

লক্ষ্ঃ অতিরিক্ত বিলম্বে কিছু করিলে তাহার ফলভোগ করা ঘটে না।

**বিমাতা বিষের ঘর।**

সপত্নীর সন্তানের প্রতি স্বভাবতঃ শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

**বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে।**

পুরাকালের দৈব অস্ত্রসকল অব্যর্থ ছিল। কিন্তু দৈব প্রসন্ন না হইলে ইহার প্রয়োগ ব্যর্থ হইত এবং যোদ্ধা স্বয়ং তাহাতে নিহত হইত।

হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো ; যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে' ; হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ—ছিন্নপত্র।

**বিয়ে না হয় নাই করেছি, বরের তো সঙ্গেও গেছি।**

নিজে বিবাহ না করিলেও যে অপরের বিবাহে বরযাত্র গিয়াছে বিবাহের অভিজ্ঞতা তাহার কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়াছে।

সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও পরোক্ষভাবেও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

তু০ ব্যাহ নহীं কিয়া তো ক্যা, বরাত তো গয়া হै।

**বিয়ে ফুরোলে অধিবাস।**

বিবাহের পূর্বে অধিবাস হয়, পরে তাহা নিরর্থক।

প্রয়োজনের পর আয়োজন।

**বিয়ে ফুরোলে ছাঁদলায় লাথি।**

বস্তুর প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাহার অনাদর হয়।

**বিয়ে বাকী যতদিন, লেখাপড়া ততদিন।** দ্র০ কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারণম্।

**বিয়ে-বাড়ীর কাম, ঘুরলে ফিরলেই নাম।**

ক্রিয়াকর্মের সময় কিছুমাত্র না খাটিয়াও কেবল মাত্র ফাঁকা ফোঁপর-দালালী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও কর্মকুশল বলিয়া খ্যাতি লাভ করা যায়।

**বিয়ের জল গায়ে পড়া। বিয়ের জল পেলে, মেয়ে ওঠে বেড়ে।**

লক্ষ০ জল পাইলে বৃক্ষলতা যেমন বাড়িতে থাকে সেইরূপ বিবাহ-সংস্কার হইয়া গেলে কন্যার দেহের দ্রুত পুষ্টিলাভ হয়।

বিবাহের পরই হঠাৎ শারদা চট্‌পট্‌ অসম্ভব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। লোকে বলিল, "বিয়ের জল গায় লাগছে।" নরেশ—শেষ পত্র।

তু০ মর্দকা হাথ ফিরা ঔর ঔরত উমড়ী।

**বিয়ের তিন দিন পরে থাক, তিন মাস পরে করিস জাঁক।**

বিবাহের শুভাশুভ বুঝিতে কিছু সময় লাগে।

**বিয়ের ফুল ফোটা।**

যে বিবাহ পূর্বে কুঁড়ির আকারে সম্ভাবনা মাত্র ছিল, অথবা আকাশ-কুসুমের মতো কল্পনায় ছিল তাহা প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিণত হওয়া।

লক্ষ০ আশু বিবাহের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া।

এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল ॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন কুলসর্বস্ব।

**বিয়ের সময় কনে বলে হাগবো।** ( অশিষ্ট )

কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সময় উপস্থিত হইলে তুচ্ছ কথা তুলিয়া নিজেই বাধা সৃষ্টি করা।

**বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।**

শুভকার্যে অশুভ প্রসঙ্গের অবতারনা।

**বিয়ে হলে আর ঘর চলে না।**

বিবাহের পূর্বে, যখন বধূ আসে নাই, সংসার বেশ চলিত ; কিন্তু বিবাহের পর বধূ উপস্থিত না থাকিলে চলে না।

সুখ-সুবিধার উপায় থাকিলে তাহা ছাড়া যায় না।

তুং ঘোড়া দেখলে খোঁড়া।

**বিরাশি সিক্কার ওজন।** সিক্কা—এক তোলা ( ভরি ) ওজন।

বাজার-প্রচলিত ১ সের = ৮০ তোলা। ৮২ তোলা হিসাবে সের ধরিলে অধিক ভারি। অতিরিক্ত ভারি বা শক্তিশালী।

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। বঙ্কিম—লোকরহস্য (গ্রাম্য কথা)।

**বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ( + যদি প্রাণে বাঁচি )।** দ্রঃ সবুরে মেওয়া ফলে।

**বিলাত বাকী।**

আঃ বিলায়ৎ > বিলাত = বিদেশ > বাহির।

অধমর্ণ অথবা কারবারী লোকের নিকট কারবারের প্রাপ্য টাকা।

কারবারী লোকের কারবার বন্ধ হইলে আর বিলাতবাকী আদায় হয় না।

**বিলের গরু বদরের সিন্নি।** [অক্ষয় কুমার নন্দী—আমার ব্যাবসা-জীবন।

(১) যে গরু বিল বা জলায় চরিয়া বেড়ায় তাহা বেওয়ারিশ বোধে অনায়াসে ধরিয়া লইয়া গিয়া পীর বদরের দরগায় উৎসর্গ করা যায়।

লক্ষং অপরের ব্যয়ে সৎকর্ম করা।

(২) পীরের দরগায় উৎসর্গ করা সিন্নিতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্ব থাকে না, তাহা সকলের মধ্যে বিতরনীয়। সেইরূপ যে গরু বিলে চরে তাহা মালিকের আয়ত্বের বাহিরে, অতএব বেওয়ারিশ বস্তু।

**বিল্বপত্র ( বেলপাতা ) শোঁকানো।**

প্রতিমা বিসর্জনের জন্য পাঠাইবার পূর্বে বিল্বপত্র ইং মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া বরণ করা হয়। তাহা হইতে ধারণা, বিল্বপত্র আঘ্রাণ করা শুভযাত্রিক।

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসী।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥

বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইয়া গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গা নাম ॥

>ব্যা০ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বিদায় করা। [ রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।

"চাকরটা যে এত বড়ো চোর তা জানতাম না, আজ ধরা পড়ে গেছে। দাঁড়াও, আজই ওকে বেলপাতা শোঁকাচ্ছি।"

**বিশকর্মার বেটা বেয়াল্লিশ-কর্মা!**

বিশ্বকর্মা >ব্যা০ বিশকর্মা—যে বিশ রকম শিল্পে পারদর্শী।

ব্যা০ সুযোগ্য ব্যক্তির অযোগ্য অথচ আত্মাভিমানী পুত্র।

"ওর বাপ কালী ছিল ঘরামী। আর ও বেটা আজ হয়েছে কিনা রাজমিস্ত্রী,—বিশকর্মার বেটা একেবারে বেয়াল্লিশ-কর্মা!"

**বিশ বাঁও জলে পড়া।**

বাঁও—জলের গভীরতা মাপিতে ব্যবহৃত—"দুই হস্ত উভয় পার্শ্বে প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলের অগ্র হতে অন্য হস্তের মধ্যমাঙ্গুলের অগ্র পর্যন্ত পরিমাণ ; সাড়ে তিন হাত দীর্ঘতা বা গভীরতা।" (জ্ঞানেন্দ্র)

গভীর জলের তলায় পতিত।

লক্ষ০ এমন অবস্থায় পড়া যে পুনরুদ্ধার হওয়া দুরূহ।

সরোজ অগ্রসর হওয়াই স্থির করিল। তাহা ভিন্ন এত তোড়জোড় করিয়া একটা গড়া সুযোগ নষ্ট হইলে আবার বিশবাঁও জলে।

**বিশ্বকর্মা যা কারিগর জগন্নাথই তার প্রমাণ।** [বিভূতি মুখো০—দৈনন্দিন।

বিশ্বকর্মা-নির্মিত জগন্নাথ মূর্তিতে কোনো গঠন-নৈপুণ্য দেখা যায় না। উহাই যদি বিশ্বকর্মার শিল্পের নমুনা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

>যে অপটু তাহার হাতের কাজ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

**বিশ্বকর্মার ছুঁচ গড়া।**

বিশ্বকর্মার মতো শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে সামান্য ছুঁচ গড়িতে দিলে তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। মহৎকে হীন কার্য করিতে দেওয়া।

তু০ Ploughing with the race-horse.

**বিশ্বাস ভাঙলে জোড়া লাগে না।**

কেহ অবিশ্বাসের কার্য করিলে চিরকালের জন্য বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়।

**"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু ( কৃষ্ণ ) তর্কে বহুদূর।"** ( চৈতন্যচরিতামৃত )

ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না।

**বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥** ( সং, হিতোপদেশঃ )

মূল নদীনাং শাস্ত্রপাণীনাং নখিনাং শৃঙ্গিনাং তথা।+

স্ত্রীলোক এবং রাজপুরুষকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

বাহিরের লোকের সঙ্গে যাই করুক, হতভাগা তাহার স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে। বলে—"জান না—স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ !"

সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয় !

**বিশ্বাসো ফলদায়কঃ।** (সং)

অপরের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কোনো কাজ সফল হয় না।

তু° सफलताका मूल विश्वास है।

**বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।** ( সং, হিতোপদেশঃ )

মূল পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥

মুখে যে মিষ্ট কথা বলে কিন্তু অন্তরে অনিষ্টকারী।

মুক্ত।...মনে কর, তোমাদের কত সম্মান করে। ওদের মুখে অমৃত, মনে বিষ, তা জেনো।

কৃষ্ণকমল...বলিল, ওদের ঐ রকম বটে। বিষকুম্ভ পয়োমুখ। ইংরেজী পড়লে ঐ রকমই হ'য়ে থাকে।

সতীশ চক্র°—রায় পরিবার।

তু° An angel's face with the devil's purpose.

विष रस सदा कनक घट जैसे।

**বিষ ঝাড়া।** দ্র° ঝাড়-ফুঁক।

রোজা যেরূপ সাপের বিষ নামাইবার জন্য রোগীর নির্যাতন করে সেইরূপ আচরণ। কঠোর দণ্ড দিয়া চরিত্র সংশোধন করা।

"বেরো আমার বাড়ী থেকে—ঝেঁটিয়ে এখনি বিষ ঝেড়ে দিব জানিবার"

[ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**বিষদাঁত ভাঙা।**

সাপ যে দাঁত দিয়া দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দেয় তাহা ভাঙিয়া তাহাকে নির্বিষ করা। লক্ষ° অনিষ্ট করিবার শক্তি নষ্ট করা।

**বিষ-নয়নে পড়া।** দ্র° দু চক্ষের বিষ।

দারুণ বিরাগ-ভাজন হওয়া।

সীতার পানে চাহিয়া বলিছে মন্দোদরী।
কোথা যায় ওগো সীতা আমায় অনাথ করি॥
আমার সৃষ্টি নাশ কর্যা যায় রামের স্থানে।
যাবা মাত্র পড়িবে রামের বিষ যে নয়নে॥ দ্বিজ লক্ষণ—রামায়ণ।

**বিষ (বিষের সঙ্গে খোঁজ) নেই, কুলোপানা চক্র !**

বিষধর সর্প দংশন করিবার সময় মাথা তুলিয়া ফণা বিস্তার করিয়া থাকে। বিষহীন সর্পের সেরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

লক্ষ০ অক্ষম ব্যক্তির নিষ্ফল রোষ প্রকাশ।

প্রমদা। কেন, আমার কি আর যাবার যায়গা নেই ? বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ে থাকলে তারা চারটি না দিয়ে খেতে পারবে না।

বিষের সংগে খোঁজ নাই, কুলোপনা চক্র। প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো অদ্য ভক্ষ্যো ধনগুর্ণঃ। তারক গংগো০—স্বর্ণলতা।

**বিষফোড়া, তুমি কেন ছোটো ? না, আমার মুখটা একটু খোঁটো।**

বিষফোড়া আকারে ছোটো, কিন্তু খুঁটিয়া তাহার মুখ ছিঁড়িয়া ফেলিলে বিষাইয়া উঠে এবং দুরারোগ্য ক্ষতে পরিণত হয়।

**বিষস্য বিষমৌষধম্।** ( সং )

মূল দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ।।

এক বিষ আর এক বিষকে নষ্ট করে।

লক্ষ০ কোনো কার্যের কুফল অনুরূপ কার্যের দ্বারা দূর হয়।

বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি কৃপা করি !

তু০ Like cures like. [মাইকেল—বীরাংগনাকাব্য (উর্ব্বশীপত্রিকা)।

**বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া**

অনিষ্ট করিবার শক্তি নষ্ট হইলে নিরুপায় হইয়া শান্তভাব ধারণ করা।

বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে বসে রয়েছি, নইলে সোমত্ত মেয়ের এত বাড় !

**বিষে বিষক্ষয়।** দ্র০ বিষস্য বিষমৌষধম্। [বিভূতি মুখো০—তোমরাই ভরসা।

**বিষ্ণবে নমঃ।** ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণের নমস্কার।

**বিষ্ণু-পাঁজর।** দ্র০ ঠুঁটো জগন্নাথ।

শ্রীকৃষ্ণ দেহরক্ষা করার দীর্ঘকাল পরে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অস্থিপঞ্জর উদ্ধার করিয়া দারুময় জগন্নাথ-মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

>অস্থিপঞ্জর-সার অতি শীর্ণ দেহ।

তুমি ত সেদিন মরে বেঁচেছ। শরীরে আর কি আছে বল ত ? দেখ না একবার আয়না ধরে দেখ না, বুকের বিষ্ণুপাঁজর কখানা গণা যাচ্ছে। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**বিসমিল্লায় গলদ।** দ্র০ গোড়ায় গলদ।

আ০ বিস্‌মিল্লাহ্‌ উল্‌ রহমানেরহীম—কার্যারম্ভে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া কার্যারম্ভ করিবার সময়েই ভুল হওয়া।

তু০ শ্রীগণেশ হী গলত।

**বিসর্জনের বাজনা বাজা।**

প্রতিমা-বিসর্জনের উপযোগী বাজনা।

>বিদায় বা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া।

"আমার সঙ্গে আর মায়া বাড়িয়ে কাজ কি ভাই? আমার তো বিসর্জনের বাজনা বেজেছে,—আর ক'দিন পরেই বদ্‌লি হয়ে যাচ্ছি।"

**বিহানের বাদল বাদল নয়, মায়ে-ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।** (মেয়েলী)

প্রভাতে মেঘ হইলে তাহাতে বৃষ্টি হয় না।

তু০ বাপ বেটোঁকী লড়াই লড়াই ক্যা?

**বিহানের লৌকিক যে জন ছাড়ে, শনি ঠাকুর ঘুরায় তারে।**

লৌকিক—সামাজিক শিষ্টাচার অনুযায়ী আহারের আমন্ত্রণ।

সকালে ভোজনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে সারাদিন ভুগিতে হয়।

**বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।** দ্র০ জোর যার মুল্লুক তার।

**বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।**

প্রচণ্ড মানসিক বেদনায় অন্তরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিলেও ভাষার দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারা।

এতদিন বলবার জন্যে আমার বুক ফেটে যেত বাবু, কিছুতেই মুখ ফুটোতে পারতাম না।

শরৎ—চরিত্রহীন।

**বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ানো।**

লক্ষ০ এককালীন অপমান ও পীড়ন করা।

তু০ গোদমে বৈঠকর আঁখমেঁ উংলী।

**বুকে বাঁশ দিয়ে ডলা। বুকে ব'সে ভাত রাঁধা।**

লক্ষ০ ভীষণ অত্যাচার করা।

তু০ ছাতীপর মূঁগ দলনা।

**বুকের পাটা।**

বক্ষের বিস্তৃতি। সাহস। দুঃসাহসিকতা।

ভূতলে আনিয়ে মাগো কল্লি আমায় লোহাপেটা।
আমি তবুও মা বলে ডাকি এমনি আমার বুকের পাটা॥

রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**বুকের রক্ত জল ( হিম ) হওয়া।**

অত্যধিক ভয়ে দেহের রক্ত জলের মতো শীতল ও নিস্তেজ হওয়া।

>ভয়ে বা দুঃখে অবসন্ন বোধ করা।

"এতদিন আপন দুখেই ভেঙে পড়ে ছিলুম, আজ কিন্তু সরমার দুঃখের কথা ভেবে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল!"

[হেমেন্দ্র কুমার রায়—আলেয়ার আলো।

**বুঝলাম তোমার গিন্নিপনা, তেল থাকে তো নুন থাকে না।**

গৃহিনী অপটু হইলে গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা হয় না।

**বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"**

মূল নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান।। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কোনো গূঢ় তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করিয়া শ্রোতা বা পাঠককে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়া লইবার জন্য ইঙ্গিত।

**বুঝে কথা বলো, দেখে পথ চলো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**বুঝে-সুঝে ব্যয় না ক'রে, কত বাদশা গেছে গোল্লার দোরে।**

দ্র° অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।

**বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা।** বুড়ি=৫ গণ্ডা। কাহন=৩২০ বুড়ি।

লক্ষ° তুচ্ছ জিনিস সম্বন্ধে সাবধান, কিন্তু মূল্যবান জিনিস সম্বন্ধে অসাবধান থাকা।

তু° अशर्फियाँ लूटे और कोयलेपर छाप।

Pennywise, pound-foolish.

**বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।**

বৃদ্ধার এমনই দুরদৃষ্ট যে পাঁচিলের কাছে গেলেই তাহার ঘাড়ে পড়ে।

লক্ষ° দুর্বলেরই বিপদ বেশী।

তু° কানা চোখেই কুটো পড়ে।

**বুড়ী ছোঁয়া।**

শিশুদের 'চোর চোর' খেলায় যে নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে ধরা পড়িয়াও চোর হয় না।

লক্ষ° নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করা।

লুকাইলে খেদি খুঁজি ধরে সব ঠাঁই।
বুড়ীকে না ছুঁলে কার পরিত্রাণ নাই।।

রামেশ্বর—শিবায়ন।

**বুড়ীর আগ দুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছ দুয়ারেও ভয় ;**
**সকল কথা থুয়ে বুড়ী কামের হিসাব লয়।**

কাজে ফাঁকি দিয়া মনিবের দৃষ্টি এড়াইবার উপায় নাই ; সদর অথবা খিড়কী দরজা, যেদিক দিয়াই পলায়নের চেষ্টা করা যাক, ধরা পড়িবার ভয়। বাজে কথা বলিয়া ভুলানো যায় না, কাজের হিসাব না লইয়া ছাড়ে না।

>পাকা লোককে কোনো উপায়ে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

**বুড়োকালে যার মরে মাগ, সে শালা গাঁ মেগে খা'ক।**

বৃদ্ধ বয়সে পত্নীবিয়োগ হইলে দারুণ দুরবস্থা হয়।

**বুড়ো গরু, বস্ত্র পুরান, চোরা গাই, গান্ধি-চুষা ধান,**
**যে বেচে সেই সেয়ান,—ইহা বেচিতে না পুছিব আন।** (ডাক)

গান্ধী-চুষা = গাঁধী-পোকায় যে ধানকে চুষিয়া সারশূন্য করিয়াছে।

এই সকল নিকৃষ্ট জিনিস বেচিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ ; তাহার জন্য কাহারও পরামর্শ লইবার প্রয়োজন নাই।

**বুড়ো-দাদাকে গায়েত্রী শেখানো।** বুড়ো-দাদা = পিতামহ বা মাতামহ।

>অর্বাচীন ব্যক্তি কর্তৃক প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের ধৃষ্টতা।

তুং　নাতিন সিখাবে আজীকো।

**বুড়ো দিয়ে জরা শোধ।**

"বৃদ্ধের দ্বারা জরার ধার শোধ করা। বৃদ্ধ ত জরাগ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার উপরেই জরাকে অধিকার করিতে বলা।

"যাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এমন উপায়ে প্রতিজ্ঞা রাখা।" (সুবল)

**বুড়ো নয় তো, রসের গুঁড়ো।** দ্রং দুধ ম'রে ক্ষীর।

রসের জলীয় অংশ শুখাইয়া গাঢ় হইলে মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

**বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।** ধাড়ি ( পূর্ণবয়স্ক পশু বা পক্ষী )>ধেড়ে।

বৃদ্ধ বয়সে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের উপযুক্ত অশোভন প্রবৃত্তি।

জাহ্নবী। ও মা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে মা ? আমি তো যৌবনে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি, আর কত কালই বা বাঁচব, কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ?　　রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটক।

**বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বরবিকারে বিলের বারি ;**
**আধমরা তার নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে-কানে।**

জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে বদ্ধ জলাশয়ের দূষিত জল যেমন অনিষ্টকর, বৃদ্ধ বয়সে যুবতী নারীর সংসর্গও সেইরূপ।

তুং　বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।

**বুড়ো বয়সে বিয়ে করে পরের তরে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ বুড্ঢা ব্যাহ্ করে পড়শিয়াঁকো সুখ হোবে।

**বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরানো কাপড় সিয়ে।** সিয়ে=সেলাই করিয়া।

পুরাতন ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিলে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ মাত্র হইতে পারে, দেহের শোভা বা মনের তৃপ্তি হয় না।

লক্ষ০ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে সুখলাভ হয় না।

**বুড়ো ( মড়া ) মেরে খুনের দায়।**

যে বৃদ্ধ, স্বাভাবিক নিয়মে সে আর অল্পকালই বাঁচিবে। তাহাকে হত্যা করিয়া এই সময়টুকুকে আর একটু সংক্ষিপ্ত করিলে বেশী ইতর-বিশেষ হয় না, অথচ নরহত্যার পাপে সমানই অপরাধী হইতে হইবে।

লক্ষ০ এমন কাজ করা যাহা কার্যতঃ তুচ্ছ হইলেও গুরু অপরাধ।

তু০ ছোটীসী বছিয়া, বড়ী সী হত্যা।

**বুড়োর নেই কাজ,—ভাঙে আর বাঁধে;**
**বুড়ীর নেই কাজ,—ফেলে আর বাছে।**

বৃদ্ধ বয়সে কেহ প্রয়োজনীয় কার্য করিতে পায় না বা পারে না। তাই বৃদ্ধ বারবার বেড়া বাঁধিয়া ভাঙে, বৃদ্ধা চালডাল ছড়াইয়া বাছিয়া তোলে।

কোনো কাজই যে পারে না, সে বাজে কাজে সময় কাটায়।

**বুড়ো শালিক কি পোষ মানে? বুড়ো শালিককে রাম নাম শেখানো।**

লক্ষ০ বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা বা শাসন করা যায় না।

তু০ বুড্ঢে তোতে রামনাম নহীঁ সীখতে।

An old dog will learn no tricks.

**বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।** রোঁ—লোম; পালক।

পক্ষীশাবকের গায়ে লোম থাকে না, পূর্ণবয়স্ক পক্ষীর দেহ লোম বা পালকে আবৃত হয়। সে অবস্থায় তাহাকে শাবকের মত দেখায় না বা সেরূপ আচরণও করিতে পারে না।

লক্ষ০ বৃদ্ধের শিশুজনোচিত আচরণ অসঙ্গত।

"বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ ছিঁড়ে কি বাঞ্ছা করা যায়?

**বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে ভরতে।** [শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

বৃদ্ধ বয়সে উদরাময় হইলে তাহা সাংঘাতিক রোগ হইয়া দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু বাল্যকালে বারবার মলত্যাগ করা দোষের নয়, তাহাতে পেট সর্বদা খালি থাকে এবং ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে যাহা অনিষ্টকর বাল্যে তাহা হিতকর।

**বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধম্ম শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি।**

গৌতম বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কালে অঙ্গীকার-বচন ঃ—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের শরণ লইলাম।

তখন সেই পঞ্চশিষ্য ভগবান তথাগতের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সমস্বরে এই নবধর্মের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।" সত্যরঞ্জন সেন—প্রাচ্য-গরিমা

**বুদ্ধিগুণে খা ভাত, বুদ্ধি-দোষে হা ভাত।** [( জগজ্জ্যোতি গৌতম বুদ্ধ )।

সুখ-সমৃদ্ধি ও দুঃখ-দৈন্য উভয়ই নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

**বুদ্ধিতে সকল ঘটে, কপালের সঙ্গে কেহ না আঁটে।**

বুদ্ধিবলে সবই হইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের মতো প্রবল কিছুই নয়।

**বুদ্ধিমান ইঁদুরের বেরাল দেখে দৌড়।**

লক্ষ০ যাহার বুদ্ধি আছে সে বিপদ বুঝিতে ও আত্মরক্ষা করিতে পারে।

**বুদ্ধি যার বল তার।** দ্র০ বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

**বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া।**

গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহা সতেজ হয় সেইরূপ—

ব্য০ ধূমপান করিয়া বুদ্ধিকে সতেজ করা।

কিন্তু অর্থটা তেমন মনঃপূত হইল না। বুদ্ধির গোঁড়ায় একটু চুরুটের ধোঁয়া লাগাতেই বুদ্ধিটা খোলতাই হইল, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

**বুদ্ধির ঢেঁকি।** [সজনীকান্ত দাস—মধু ও হুল ( রোহিণী )।

ঢেঁকি প্রকান্ড জড়বস্তু, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, পদাঘাতে উঠে-নামে, সুতরাং নির্বুদ্ধিতার প্রতীক।

লক্ষ০ যাহার বুদ্ধি ঢেঁকির মতো স্থূল।

ধীরে চ'লে যায়, ভাবি গেল দায় ;—পর-দিন উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে র'য়েছে দাঁড়ায়ে, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।

তু০ অক্লমন্দকী দুম। [ রবীন্দ্র—চিত্রা (পুরাতন ভৃত্য)।

**বুদ্ধির বৃহস্পতি।**

দেবগণের গুরু বৃহস্পতি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য।

>পরম বুদ্ধিমান। ব্য০ নির্বোধ।

সুরূপে কন্দর্প যেন বুদ্ধে বৃহস্পতি। বিজয় পন্ডিত—মহাভারত।

**বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।** ( সং, হিতোপদেশঃ )

মূল বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥

পশুরাজ সিংহের আহারের জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া পশু প্রেরণের নিয়ম ছিল। এক বৃদ্ধ শশকের পালা আসিলে সে সিংহকে গিয়া বলিল যে অপর এক সিংহ সেই বনের রাজা বলিয় দাবী করিয়াছে। সিংহ তাহার সঙ্গে গিয়া কূপের জলে নিজের প্রতিবিম্বকে প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহ ভাবিয়া কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

সব জায়গায় কি বলে কাজ হয় ? বলের চেয়ে বুদ্ধিতে কাজ হয় বেশি। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, না কি মাষ্টার মহাশয় ?

তু০ অক্কল বড়ী কি ভঁইস ? [তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

**বুধে,—সাত-পুতে ন্যাংটা।**

লৌকিক বিশ্বাস,—বুধবারে নূতন কাপড় পরিলে সারা পরিবারের বস্ত্রাভাব ঘটে।

**বুনলাম ধান, হলো তিল ; ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।**

রুদ্রাক্ষ—পার্বত্য বৃক্ষের বীজ, যাহা গাঁথিয়া জপের মালা প্রস্তুত হয়।

লক্ষ০ এক কাজ করিতে গিয়া অন্যরূপ অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া।

তু০ বোয়া গেঁহূ উপজা জোঁ।

**বুলবুলি লো সই, প্রাণের কথা কই ;—**
**আজ খেলে আমার বাড়ী, কাল খাবে কই ?** (মেয়েলী)

বুলবুলি, তুমি প্রিয় সখী, তাই একদিন খাইতে দিলাম, কিন্তু প্রত্যহ পারিব না। পরে কোথায় আহার জুটিবে ?

>যাহার সংগতি বা উপার্জন নাই, আত্মীয়-বান্ধবের নিকট যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইলেও তাহার দুর্দশা দূর হয় না।

**বৃত্তি বাহিরে করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী ক'দিন রয় ?** বৃত্তি – আয়।

আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে আর্থিক সচ্ছলতা বেশীদিন থাকে না।

**বৃথা মাংস।**

বলি না দেওয়া পশুর মাংস, যাহা দেবতার প্রসাদ নয় বলিয়া অপবিত্র জ্ঞানে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পরিহার্য।

আবার হিন্দুর মত য়াহুদীরা বৃথা-মাংস খায় না। মহাপ্রসাদ অর্থাৎ যথা নিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না।

**বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।** (সং, রঘুবংশ) [স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বয়সে প্রাচীন কিন্তু দেহ জরা হইতে মুক্ত।

"তোমার যে এত 'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা' হয়েছে তা তো জানিনি। তুমি আমার চেয়ে দু এক বছরের ছোট হয়ে, যে আমার পিতামহের মত হৃদয়কে কুঁজো করে ফেলেছ এতে তোমার বাহাদুরী আছে।"

তু০ Green old age. [ নিরুপমা দেবী—দিদি।

**বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।** ( সং ) দ্রং অজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ।

তরুণীর সংসর্গ বৃদ্ধ পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর ।

চঞ্চলকুমারী। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা !

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ।"

বঙ্কিম—রাজসিংহ ।

**বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।** ( সং, হিতোপদেশঃ )

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হয় ।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী'—এই ঋষিবাক্য এই রাজদম্পতী সম্বন্ধে অকাট্যরূপেই ফলিয়াছিল, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বৃদ্ধ মহারাজ যুবতী সুন্দরী পত্নী পাইয়া তাঁহার কাছে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন।

অনুরূপা দেবী—রামগড় ।

তুং बुड्ढे मर्द की जोरु गलेका ढोलना ।

**বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।** ( সং, ঘটকর্পর )

মূল বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে ।
সর্বত্রৈবং বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্তনম্ ॥

বিপদের সময় উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত ।

বৃদ্ধ মন্ত্রী। না ভায়া! কথা শোন, হঠাৎ এগিও না। আমি অনেক দেখে শুনে বুড়ো হ'য়েছি, আমার কথা রাখ। জান তো, "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে ।" রাজকৃষ্ণ রায়—প্রহ্লাদ-চরিত্র ।

তুং बुड्ढे की सीख, करे कामको ठीक ।

**বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা।** ( সং )

মূল অশক্তস্তু ভবেৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী হি নির্ধনঃ ।
ব্যাধিষ্ঠো দেবভক্তশ্চ বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা ॥

অনন্যোপায় হইয়া লোক অবশেষে বাধ্য হইয়া সৎ হয় ।

**বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।** ( সং )

মূল অশক্তস্তস্করঃ সাধু কুরূপা চেৎ পতিব্রতা ।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী ॥

অক্ষমতার জন্য লোক বাধ্য হইয়া সৎপথে যায় ।

দেখলাম, একেবারে বদলে গেছে; জেলের লাপ্সি খেয়ে খাঁটি বৈষ্ণব হয়ে উঠেছে। বলিলাম,—'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী।' শরদিন্দু বন্দ্যোং—
[ চিড়িয়াখানা ।

তুং न मिली नारी तो सदा ब्रह्मचारी ।

**বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছে হ'লে রইতে নারি।** ( মেয়েলী )

রাধিকার উক্তি—কৃষ্ণ অতি নিকটেই ( বৃন্দাবনে ) রহিয়াছেন, তাই ইচ্ছা হইলেই তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। অধৈর্য হওয়া।

সরলতা। আমার সবুজ সুতা ফুরিয়ে গেছে, তাই ওখানে জরদ দিছি।

সেরিন্ধ্রী। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্যন্ত তর সইল না; তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি, বলে—

বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।

[ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**বৃষকাষ্ঠ।**

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত চিত্রিত কাষ্ঠস্তম্ভ যাহা দীর্ঘকাল রৌদ্র-বৃষ্টিতে থাকিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও কুৎসিতাকৃতি হইয়া পড়ে।

>জরাগ্রস্ত কদাকার ব্যক্তি।

ঐ বালিকাকে একটা বৃষকাষ্ঠের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন সংকল্প করেছেন।

**বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এলো বান।** [ অমৃতলাল—নবযৌবন।

ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্রথম পংক্তি।

মূল +শিবঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।। ই০

**বৃহৎ কাষ্ঠে (+গজপৃষ্ঠে) দোষ নাই।**

বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের উপর ( যেমন নৌকা, রেলগাড়ীর কামরা ই০) শুচি-অশুচি বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

বন্দনা···বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই; আপনার জাত যাবে না।

শরৎ—বিপ্রদাস।

**বৃহস্পতিবারের বারবেলা।**

বারবেলা—দিবসের যে অংশে জ্যোতিষমতে যাত্রা ই০ শুভকার্য নিষিদ্ধ। তাহার মধ্যে বৃহস্পতিবারের বারবেলা সর্বাপেক্ষা অশুভ সময়।

'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'বেস্পতিবার।'

'বেলা তখন কত?'

হিসেব করে দেখা গেল বারবেলা। আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'বিষ্যৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও যাত্রা বদলে আসবে।' অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

**বেঁচে থাক মোর চূড়ো-বাঁশী, মিলবে কতো সেবাদাসী।**

কৃষ্ণের বাঁশী এবং চূড়ার মতো পুরুষের রূপ ও আকর্ষণী শক্তি যতদিন থাকে বহু নারীর প্রণয় লাভ করিতে পারে।

তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা? বলে—বজায় থাকুক চূড়ো-বাঁশী, মিলবে কত সেবা দাসী,—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর না কেন?

**বেঁচে থাকলে অনেক শেখা যায়।** [ বিভূতি বন্দ্যো৹—অপরাজিত।

শিক্ষার শেষ নাই; সারা জীবনই কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করা যায়।

**বেঁটের গেঁটে বুদ্ধি।**

বেঁটে লোকের দেহের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি সঞ্চিত থাকে।

বেঁটে লোকের দুষ্টবুদ্ধি বেশী হয়—এরূপ বিশ্বাস।

**বেঁড়ে গরুর ওকড়া-বনে ভয় কি?**

ওকড়া—বন্য চারাগাছবি৹ যাহাতে কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল জন্মে।

ওকড়া-বনের ভিতর দিয়া চলিলে গরুর পুচ্ছলোমে ওকড়া ফল আটকাইয়া অস্বস্তি হয়। যে গরুর লেজ নাই তাহার সে ভয় নাই।

লক্ষ৹ অসৎ ব্যক্তি কুস্থানে যাইতে ভীত হয় না।

**বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে স্বর্গে যাওয়া ( বৈতরনী পার হওয়া )।**

লক্ষ৹ অকর্মন্য হীন ব্যক্তির সাহায্যে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা।

তু৹ दंडासी पूँछ बुड़ानेका रास्ता।

**বেঁধে মারে তবু সয় ( সয় ভালো )।**

হাতপা বাঁধিয়া প্রহার করিলে প্রতিরোধের বা প্রতিকারের উপায় থাকে না বলিয়া সহ্য হইয়া যায়।

>অসহায় অবস্থায় পড়িলে সকল ক্লেশ সহিতে হয়।

গোলোকচন্দ্র। লাঙগল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কর্ত্তে হবে।

**বেগার-ঠেলা কাজ করা বা বেগার দেওয়া।** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

যাহাতে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না সে কাজে যেমন মনোযোগ হয় না সেইরূপ নিতান্ত তাচ্ছিল্য ও অবহেলার সহিত কাজ করা।

"গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হ'ল, না রে হরি! জল চাই নে, মুখে দেবার কিছু চাই নে, না? এই ব্যাগার ঠেলা কাজ তোমাদের আমি বার কচ্চি।"

তু৹ बेगार डालना। [শরৎ—নিষ্কৃতি।

**বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।**

অপরের বেগার খাটিবার জন্য স্থানান্তরে গিয়া সেই সুযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয়।

যে কাজ করিতে প্রত্যক্ষভাবে কোনো লাভ নাই, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরোক্ষভাবে অন্য কিছু লাভ হওয়া।

বিদূষক। (স্বগত)···রাণী বল্লেন যে, একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যাদু কি কচ্ছে? তা দেখতে গিয়ে আমার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন।

**বেগুন-ক্ষেত আর মূলো-ক্ষেত।** [ মাইকেল—শর্মিষ্ঠা নাটক।

মূলা শীতকালে জন্মে এবং ফসল উঠিয়া গেলে ক্ষেত পড়িয়া থাকে। কিন্তু বেগুন প্রধানতঃ শীতকালে ফলিলেও সংবৎসর কিছু কিছু পাওয়া যায়। সে জন্য বেগুন ক্ষেত অধিক লাভজনক।

প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত···নীলকরের প্রকৃত মূলোর ক্ষেত।

**বেগুন গাছে আঁকশি দেওয়া।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

বেগুন গাছ বড় হয় না, সেজন্য আঁকসির ব্যবহার অনাবশ্যক।

ব্যং খর্বাকৃতি ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য শ্লেষ।

**বেঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।** (খনা) অর্থ সুস্পষ্ট।

**বেঙ-তড়্কা বাজ।** দ্রুত লম্ফ-সূচক 'তড়াক' >বিন তড়্কা।

(১) যে তড়িদ্রেখা আকাশের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত যায় না, বেঙের লাফ দিবার মতো স্বল্পদূরগামী।

(২) "খুব জোরে বজ্রপাত হওয়া—যে শব্দে তীরস্ত বেঙ সকল লাফাইয়া জলে পড়ে।" (জ্ঞানেন্দ্র)

অরি হৈল দেবরাজ বেঙ্গ তড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল ॥

**বেঙ বলে সাপেরে—কে কার কড়ি ধারে!** [ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

বেঙের ডাকের তাৎপর্য :— বর্ষা পড়িলে পরিশোধের অঙ্গীকারে বেঙ সাপের নিকট কিছু কর্জ করে। কিন্তু বর্ষার জল পাইয়া সে গর্বভরে ঋণ অস্বীকার করিয়া বলিয়া চলিল – কে কার কড়ি ধারে? তখন সাপ তাহাকে ধরিলে, সে করুন সুরে বলিতে লাগিল—কড়ি নেও, কড়ি নেও!

অধমের বৃথা দম্ভ ও তাহার পরিণাম।

**বেঙের আধুলি।**

বেঙ আধুলি কুড়াইয়া পাইয়া অত্যন্ত ধনগর্বিত হইয়াছিল।

লক্ষ্ং দরিদ্র ব্যক্তির যৎসামান্য পুঁজি।

তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুলি পুঁজি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চাই না।

**বেঙের সর্দি।** [ বিভূতি বন্দ্যো৹—আদর্শ হিন্দু হোটেল।

বেঙ সদাসর্বদা জল ঘাঁটে, কিন্তু তাহার ফলে ঠাণ্ডা লাগে না।

লক্ষ৹ নিতান্ত অসম্ভব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার।

গোপীনাথ। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটারে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মা'র এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।

গোপ। ব্যাঙের সর্দি ;—দেওয়ানজী মশাই, খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা। দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

**বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।** বিহঙ্গম > বেঙগমা, স্ত্রী৹ বেঙগমী।

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত সর্বজ্ঞ পক্ষীবি৹ যাহারা মানুষের মতো কথা কহিতে পারিত।

সেই অশ্বত্থ গাছে বেঙগমা-বেঙগমী পক্ষীর বাসা। বেঙগমী বেঙগমাকে বলিতেছে,—"আহা, এমন দয়াল কা'রা, দুফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোখ ফুটায়।"

শুনিয়া পটল নীল বলিলেন,—"গাছের উপরে কে কথা কয়? রক্ত আমরা দিতে পারি।" দক্ষিণারঞ্জন—ঠাকুরমার ঝুলি।

**বেটা বিয়োলাম বউকে দিলাম, ঝি বিয়োলাম জামাইকে দিলাম ; আপনি হলাম বাঁদি, পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।** ( মেয়েলী )

নিজের বস্তু পরকে দান করিয়া নিজে অসহায় ও সর্বহারা হইয়া থাকা।

**বেড়াও যদি ভোরের বেলা,থাকবে না আর রোগের জ্বালা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**বেড়া নীচু হলে ছাগলে ডিঙোয়।**

লক্ষ৹ অতিরিক্ত ভালমানুষ হইলে সকলে অমান্য করে।

**বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা।**

চোর গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে গৃহস্থ সতর্ক আছে কিনা বাহিরের বেড়া নাড়িয়া জানিয়া লয়।

লক্ষ৹ পরীক্ষা করিয়া অপরের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করা।

নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
একদিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥
মালা মধ্যে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**বেণের কাছে ধনে চুরি।** দ্র০ কামারের কাছে লোহা চুরি।

**বেণের কাছে মেকি চালানো।**

সর্বদা টাকা-পয়সা লইয়া বণিকের কারবার ; অচল মুদ্রা সে সহজেই চিনিতে পারে, সুতরাং তাহার কাছে খাঁটি বলিয়া মেকি চালানো অসম্ভব।

>যাহার অভিজ্ঞতা আছে তাহাকে প্রতারণা করা যায় না।

'ওয়াক থু, খাব না এ-সব।'

'বা, ও তো খিচুড়ি।'

'তোমার মাথা! বেনের কাছে তুমি মেকি চালাচ্ছ? এ হচ্ছে শুধু দলকচুর ঘ্যাঁট। অচিন্ত্য—যায় যদি যাক।

**বেদবাক্য।**

হিন্দুধর্ম-মতে বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত নয়,—স্বয়ং ভগবানের বাণী। সুতরাং বেদের অন্তর্গত বচন মাত্রই ধ্রুব সত্য।

>যে কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত।

"কারবারের অবস্থা যদি ভাল হবে তবে দাদা ও কথা বলতেন কেন।"

গোলাপ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"দাদা বলেছেন তাই একেবারে বেদবাক্যি? গা জ্বালা করে কথা শুনলে!" প্রভাত—পত্রপুষ্প (অদ্বৈতবাদ)।

**বেদ-বিধি ছাড়া,—যা বৈরাগী-পাড়া।**

বিচার আচার যে মানে না সে অনাচারী ভিখারীদের সঙ্গে বাস করুক।

**বেদব্যাসের বিশ্রাম।**

বেদব্যাসের মহাভারত রচনায় গণেশ লিপিকার রূপে সাহায্য করিয়াছিলেন এই শর্তে যে, ক্ষণেকের জন্যও তিনি লেখনী বন্ধ রাখিবেন না। ব্যাসও কৌশলপূর্বক শর্ত করিলেন যে, গণেশ অর্থ না বুঝিয়া কিছু লিখিতে পারিবেন না। তাই ব্যাস মধ্যে মধ্যে এমন দুর্বোধ্য শ্লোক (ব্যাসকূট) আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, অর্থ বুঝিতে গিয়া গণেশের লেখনী মন্থর হইয়া যাইত এবং সেই সময়টুকু ব্যাসদেব যৎকিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাইতেন।

>দীর্ঘ পরিশ্রমের মধ্যে নামমাত্র বিশ্রাম।

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য!
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাবব।
[ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান (কবি)।

**বে-দিল নোকর দুশমন বরাবর।**

অমনোযোগী ভৃত্যদ্বারা প্রভুর বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

**বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।**

কর্পূরের মতো দুষ্প্রাপ্য বস্তু বেদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বস্তুর মর্ম জানে না।

তু০ চাষা কি জানে মদের স্বাদ ?

**বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।**

বেদে (ব্যাধ) নল বা তীর মারিয়া পক্ষী শিকার করে এবং তাহতেই অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ হয়।

তু০ কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

**বেদের টোল ফেলা।** টোল—অস্থায়ী বাসস্থান।

যাযাবর বেদে জাতির মতো নানা স্থানে অস্থায়ীভাবে বাস করা।

বস্তুতঃ, ইহাদের সংসার বলিয়া, গৃহ বলিয়া কিছু নাই,—কোনরূপে 'বেদের টোলের' মত একটা আস্তানা ফেলিয়া থাকে মাত্র।

[ প্রফুল্ল সরকার—লোকারণ্য।

**বেদের মরণ সাপের হাতে।**

পা০ সাপের রোজা সাপেই মরে।

লক্ষ০ যে যেরূপ কাজ করে, তাহার মৃত্যুও তদনুরূপ হয়।

**বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জল বা'র করা।**

নদীতে বন্যা হইলে সে জল গৃহস্থের নিজস্ব জলাশয়ে প্রবেশ করে। পরে সেই জল বাহির হইয়া যাইবার সময় জলাশয়ের পূর্বসঞ্চিত জলও তাহার সহিত চলিয়া যায়।

লক্ষ০ বাহিরের বস্তুর সঙ্গে নিজের বস্তুও চলিয়া যাওয়া।

দেশ থেকে ছোটভাই এসেছিল; যাবার সময় তার বৌ-দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জলও বেরিয়ে গেল!

**বেপারে অপার কষ্ট।** বেপার—ব্যবসা।

ব্যবসা করিতে অনেক ক্ষতি ও দুর্দশা ভোগ করিতে হয়।

**বেয়ে-চেয়ে দেখা।** বেয়ে—বাহিয়া। চেয়ে—সহ০ শব্দ।

নৌকা অল্পস্বল্প বাহিয়া বা চালাইয়া দেখার মতো পরীক্ষা করিয়া দেখা।

দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়। বিহারী চক্র০—বঙ্গসুন্দরী।

**বেরাল (কুকুর) কাঁধে ক'রে শিকার করা।**

নিজের শিকার করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু একটা বিড়াল লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া শিকার করানো।

লক্ষ০ পরের সাহায্যে কার্য করা।

**বেরাল কেমন শিকারী (শিকারী বেরালের) গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।**

বিড়ালের গোঁফ তেজোব্যঞ্জক, শিকারের সময় নাকি সাহায্যও করে।

লক্ষ° আকৃতি ও আচরণ দেখিয়া কর্মকুশলতা প্রমানিত হয়।

ঘটক। শীকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়—আপনি রসিক, তা, আমি 'মৌমাছি খোঁচাতেই' জানতে পেরেছি।

**বেরাল দিয়ে দুধ পাহারা।** [ দীনবন্ধু—বিয়েপাগলা বুড়ো।

যে ভক্ষক তাহাকেই রক্ষকের কার্যে নিয়োগ।

তু° ডাইনের হাতে পো সমর্পণ।

चोट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली।

**বেরাল-নাড়ানাড়ি করা।**

বিড়ালী তাহার অসহায় শাবকগুলিকে হুলোর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখে।

>কোনো বস্তু অনবরত স্থানান্তরিত করিতে থাকা।

**বেরালে দুধ খায় বুজে দুই চোখ;**
**ভাবে বুঝি চোখ বুজে আছে সব লোক।**

বিড়াল চুরি করিয়া দুধ খাইবার সময় চোখ বুজিয়া রাখে; মনে করে সকলেই তাহার মতো চোখ বুজিয়া আছে, চুরি দেখিতে পাইতেছে না।

>কুকর্ম করিবার সময় লোকে মনে করে কেহ জানিতে পারে নাই।

**বেরালের আড়াই পা।**

বিড়ালকে মারিলে বা তাড়াইয়া দিলে সে অল্পদূর মাত্র গিয়াই অপমান ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় ফিরিয়া আসে। নির্লজ্জ আচরণ।

**বেরালের গলায় ঘন্টা বাঁধা।**

বিড়ালের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া ইঁদুরদের সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে, ঘণ্টার শব্দে সকলে সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু কে সাহস করিয়া ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। (ঈশপের নীতি-কথা।)

"মনিবকে ব'লে শনিবারটাও ছুটি করিয়ে নিতে পারলে আমাদের বেশ একটানা পাঁচদিন ছুটি হয়। কিন্তু বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?"

লক্ষ° দুরূহ বিপজ্জনক কার্য।

তু° म्यावको कौन पकड़े।

To bell the cat.

**বেরালের পিঠে হাত বুলোলে লেজ মোটা হয়।**

লক্ষ° নীচ লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে তাহার অহংকার হয়।

**বেরালের ভরসা শিকের ঘোল।**

ঘরে বিড়ালের খাইবার উপযুক্ত কিছুই নাই ; একমাত্র আশা এই যে শিকার উপর কি একটা বস্তু তোলা আছে, পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিকায় যাহা আছে অদৃষ্টক্রমে তাহাও আবার ঘোল—বিড়ালের অখাদ্য !

>যাহা পাইবার একটু ক্ষীণ আশা আছে তাহাও বস্তুতঃ অতি নিকৃষ্ট।

**বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।**

যদি শিকা দৈবাৎ ছিঁড়িয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য পড়িয়া যায় তবে বিড়ালের ভাগ্যে লাভ ঘটে।

লক্ষ° দৈবক্রমে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ।

পিসিমা বলিলেন, "......এই দেখ না আমার ভাসুরপো, এখানে ফেল হয়েছিল। বিলেত ঘুরে সে ত আজ একটা দিগ্‌গজ হ'য়ে গেছে।"

"বিড়ালের ভাগ্যে শিকে পিসিমা, এ দেশেও যেমন ছেঁড়ে, বিলেতেও তেমন হয়। তাই বলে বিলেত গেলেই মানুষের চারটে হাত বেরোয় না।

তু° बिल्लीके भागसे छीका टूटा।　　　[নরেশ—বেতারে বর।

**বেরালের মতন ধাঁচা, বাঘের মতন লাফ।** ধাঁচা—আদল ; আকৃতি।

আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু বিক্রমে অতুল।

তু° देखनेको बुलबुल, निगलनेको दोमरिया।

**বেরালের মরণ প্রথম রাত্রে।**

প্রথম রাত্রে বিড়ালেরা খাদ্যান্বেষণ অথবা যৌন প্রতিদ্বন্দিতা উপলক্ষ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং গৃহস্থগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে।

**বেরিয়ে যাওয়া।**

(১) নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। খতম হওয়া।

রাজমহিষী। প্রহরীদের ডাক্‌তে বল্লুম, তাদের কারো কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্চে, তারা তাই আমোদ কর্‌তে গেছে।

রাজ। মহারাজ জান্‌তে পার্‌লে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে।

(২) অবৈধ প্রণয়ের জন্য কুলনারীর গৃহত্যাগ। [রবীন্দ্র—প্রায়শ্চিত্ত।

"মশায়ের সঙ্গে আমার আলাপ নেই ! আপনারই কন্যা বোধ হয় এ বাড়ী থেকে বের হ'য়ে গেছে।"

'বের হ'য়ে গেছে' কথাটার যে একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে, উপাচার্য্য মহাশয়ের সে কথা স্মরণ ছিল না। কিন্তু তাঁহার শ্রোতা এই অর্থটাই গ্রহণ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।　　　নরেশ—বিপর্য্যয়।

**বেল পাকলে কাকের কি ? ( +ঠোকরালে আর পাবে কি ? )**

বেল পাকিলেও তাহার কঠিন আবরণের জন্য কাক খাইতে পারে না।

লক্ষ০ সুযোগ আসিলেও সকলে লাভবান হইতে পারে না।

"কেমন দেখতে ? বয়স কত ?"

"দেখতে খুব সুন্দরী যে, তা নয়। তবে মুখশ্রী, গড়ন-পিটন বেশ। কিন্তু……কিঞ্চিৎ বাধাও আছে। তারা ব্রহ্মজ্ঞানী।"

শুনিয়া নিরাশভাবে নন্দলাল বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানী, তবে আর কি হবে ? বেল পাকলে কাকের কি বল!" প্রভাত—ডাগর মেয়ে।

তু০ বেল পকা তো কৌথেকো ক্যা।

**বেলা যে যায়, বাস্‌নায় আগুন দেবে না ?**

বাস্‌না—কলাগাছ প্রভৃতির শুষ্ক ছাল, যাহা পোড়াইয়া ধোপারা কাপড়ের ভাটিতে জ্বাল দেয়।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া) একদা জমিনদারী পরিদর্শনে বাহির হইলে, পথে শুনিলেন একটি ধোপার মেয়ে তাহার পিতাকে ডাকিয়া কথাগুলি বলিতেছে। 'তিনি বাসনা' শব্দটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন, আমারও তো বিষয়-বাসনা বিসর্জন দিবার সময় আসিয়াছে। সহসা তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি মথুরা-বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন এবং "লালাবাবু" নামে খ্যাত হন। পরে তিনি মাধুকরী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সামান্য ঘটনায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত।

**বেল্লিকের নিয়ন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই!** দ্র০ না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

বেল্লিক—শিষ্ট সমাজের বহির্ভূত হীনচরিত্র, নির্লজ্জ ব্যক্তি।

**বেশী লোকের কাজ কম।**

কোনো কার্যে অধিক লোক লাগিলে প্রত্যেকের ভাগে কাজ কম পড়ে।

**বেশ্যা হৈয়া লাজউলী,—মুখ পোড়াহ তার আগুন জ্বালি।** (ডাক)

যে বেশ্যা, কিন্তু লজ্জাশীলতার ভান করে, সে কুলনারী পরিচয়ে প্রতারণার চেষ্টা করে ; সুতরাং তাহার কঠোর দন্ড হওয়া উচিত।

**বেহাই (কর্তা) কেমন ঘি খান এক আঁচড়েই জানা যায়।** দ্র০ খড়ি ওঠা।

আকৃতি হইতে প্রকৃতি জানা যায়।

**বেহাই, তোর খরচ আর মোর খরচ ; আর সবাই খায় আর চায়।**

যাহাদের পুত্র বা কন্যার বিবাহ তাহাদেরই অর্থব্যয় হয় ; সুতরাং তাহাদেরই মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকে। অন্যান্য আত্মীয়-বান্ধবের সহানুভূতি থাকে না, তাহারা বরং লাভের চেষ্টাতেই থাকে।

কর্মকর্তার প্রতি কাহারও দরদ থাকে না।

**বেহাইয়ের কিবা ভাও ;—মুখে বলে রও রও, পায়ে ঠেলে নাও।**

ভাও—ভাব, আচরণ। দ্র০ শান্তিপুরে লৌকিকতা।

**বেহাইয়ের পুতে সাত পুত।**

জামাতাকে পুত্ররূপে লাভ করিলে নিজের পুত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

<পরের ধনে ধনী হওয়া।

**বেহায়া বেরালের জাত, মারো ধরো নাহি লাজ।**

বেহায়া লোকের স্বভাব বিড়ালের মতো। দ্র০ বেরালের আড়াই পা।

**বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান ; সুজনকে এক কথা মরণ সমান।**

নির্লজ্জ ব্যক্তি শত অপমানেও লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু যাহার বিবেচনা আছে সে একটি মাত্র রূঢ় বচনে মর্মাহত হয়।

**বেহায়ার বালাই নেই (দূর), (+কাটা কানে ঝিঞে ফুল)।**

বেহায়া লোক লজ্জা-সরমের ধার ধারে না। কাটা কানে সে অলংকার পরিতেও লজ্জাবোধ করে না।

তু০ বেশরমকা দুখ নহীঁ কংজুসকো সুখ নহীঁ।

**বৈতরণী পার হওয়া।** দ্র০ আশা বৈতরণী নদী।

যমলোকে উপনীত হওয়া। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া।

দূত। মহারাজ, ছোট রাজা যে কোথায়—ঐ কথাটা বলা মুস্কিল।

সত্রাজিৎ। সে কিরে বেটা—সে কি ?...সে কোথায় গেল ?

দূত। বোধ করি, এতক্ষণে বৈতরণী পেরুলো, যমের দক্ষিণ দরজায় এতক্ষণে ঠেলে উঠ্‌লো। গিরিশ—মণিহরণ।

তু০ To cross the Styx.

**বৈতরণীর খেয়ার কড়ি।** দ্র০ পারের কড়ি।

বৈতরণী পার হইয়া পরলোকে যাইবার জন্য দেয় দান বা শুল্ক।

তু০ Charon's toll.

**বৈদ্যানামাতুরং শ্রেয়ম্।** (সং) দ্র০ গো-মড়কে মুচির পার্বণ।

**বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।**

সংসারত্যাগী বৈরাগীকে ইট মাথায় দিয়া শয়ন করিতে দেখিয়া মন্তব্য হইল যে, বৈরাগীর আরামভোগের আকাংক্ষা এখনও যায় নাই। আবার ইট সরাইয়া ফেলিলে মন্তব্য হইল যে, বৈরাগীর মনে এখনও ক্রোধ আছে। কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া বৃথা।

**বৈশাখী বোনা, আষাঢ়ী রোয়া ; জায়গা হয় না ধান থোয়া।**

বৈশাখে ধানের বীজ বুনিয়া আষাঢ়ে রুইলে প্রচুর ধান জন্মে।

**বৈশাখে নরবানরৌ।** (সং)

মূল অশীতাস্তরয়ো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিনৌ।

চৈত্রে জলচরা সর্বে বৈশাখে নরবানরৌ ।।

বৈশাখে নর ও বানরের শীতঋতু শেষ হয় বা শীতের ক্লেশ দূর হয়।

**বৈশাখের প্রথম জলে, আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।** ( খনা ) অর্থ সুস্পষ্ট।

**বৈষ্ণব হইতে বড়ো হয়েছিল সাধ; 'তৃণাদপি' শুনে মনে লাগে বাদ।**

বৈষ্ণবের জীবন অতি সুখের—এই ভাবিয়া বৈষ্ণব হইবার সাধ হয়। কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইং (দ্রঃ) শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিতৃষ্ণা জন্মে। কিছুতেই অবিমিশ্র সন্তোষ লাভ হয় না।

**বোকা পাঁঠা।**

পূর্ণবয়স্ক ছাগ, যাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গায়ে বোট্কা গন্ধ হয় এবং নির্বিচারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নির্বোধ বলিয়া পরিগণিত।

মাগো যে দাড়ী, কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যারা মারে।

**বোকা হারামজাদা।** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

যাহার বুদ্ধি স্থূল কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি বিলক্ষণ আছে।

বোকা হারামজাদা! বাজারের পয়সা চুরি করে, হিসেব দিতে পারে না।

**বোঝার উপর শাকের আঁটি।**

ভারি বোঝার উপর এক আঁটি শাক চাপাইলে তাহার জন্য ভারবৃদ্ধি অনুভব করা যায় না। মূল বস্তুর সহিত যৎকিঞ্চিৎ যোগ।

প্রথমে আমরা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই সন্ধি করে ফেলি। সারা পৃথিবী জুড়েই তো সংগ্রাম চলেছে…তার ওপরে, বোঝার ওপরে শাকের আঁটি হলেও, পরস্পর আমরা লড়ালড়ি করে মরব সেটা কি সমীচীন? শিবরাম চক্রং—উধোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে।

**বোঝেনি সে আছে ভালো; আধ-বুঝনির প্রাণটা গেল।**

অসম্পূর্ণ জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞতা বরং ভালো।

তুং A little knowledge is a dangerous thing.

**বোড়ের চালে কিস্তি মাৎ।**

দাবা বা সতরঞ্চ খেলায় বিপক্ষের রাজাকে বিপন্ন করাকে কিস্তি দেওয়া বলে। কিস্তির ফলে রাজাকে রক্ষা করা অসম্ভব হইলে কিস্তি মাৎ হইয়া খেলা শেষ হয়। বোড়ে ( সাধারণ পদাতিক ) সর্বাপেক্ষা দুর্বল, এক ঘরের বেশী যাইতে পারে না। কিন্তু খেলার কৌশলে সামান্য একটা বোড়েকে চালিয়া কিস্তি মাৎ বা জয়লাভ করা যায়।

লক্ষং সামান্য উপায়ে বৃহৎ কর্ম করা।

রাজা। বামুন বেটারা বড় ঝুনো, মেয়েটাকে তারা এখন লুকিয়ে রাখবে, লোকেরা সন্দেহ করিবে আমাদের উপর, আর সধর্মীর উপর। এমন একটা ব'ড়ের চালে কিস্তিমাৎ কখন কি কেহ শুনিয়াছ ?

**বোবায় কয়, কালায় শোনে।** [ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

যে বিষয়ে যাহার অক্ষমতা, সে তাহাতেই যোগ্যতা দেখাইতে ব্যগ্র।

**বোবার শত্রু নাই।**

বোবাকে কোনো অপ্রিয় কথা বলিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না, সেজন্য কলহের সূত্রপাত হইতে পায় না। ফলে চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহার শত্রু হইতে পারে না।

নীরব থাকিলে কাহারও সহিত শত্রুতা হয় না।

তুং কম খায় তো বৈদ্য কহাঁ, গম খায় তো দুশমন কহাঁ।

**বোবার স্বপ্ন দেখা।**

যে বোবা সে স্বপ্ন দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিতে পারে না; সুতরাং তাহার স্বপ্ন দেখা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

লক্ষং মনের কথা প্রকাশ করিবার বা কার্যে পরিণত করিবার অক্ষমতা।

**বোম্ ভোলানাথ।**

ব্যোমকেশ (শিব)—ক্ষেং বোম্। ভোলানাথ শিব দেবাদিদেব, কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া ভূতগণ পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি অল্পেই ক্রোধ-অভিমান ভুলিয়া তুষ্ট হন, তাই তাঁহার নাম আশুতোষ। এই কারণে ভক্তগণ গালবাদ্য সহকারে 'বোম ভোলানাথ' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে শিবের জয়োচ্চারণ করিয়া থাকে।

শিবের মতো সরল-প্রকৃতি আত্মভোলা ব্যক্তি।

চোরবাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোম্-ভোলানাথ"। নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীশুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে করেন। প্রভাত—নবকথা (অঙ্গহীনা)।

**ব্যবসা করতে গেল সব দরিয়ার কূল ;—**
**কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালো মূল।** দরিয়া (ফাং)=নদী, সাগর।

সমুদ্র তীরে বিদেশী বণিকদের সহিত পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য অনেকেই গেল; কাহারও প্রচুর লাভ হইল, কাহারও আবার মূলধন পর্যন্ত লোকসান হইয়া গেল। সকলের অদৃষ্ট সমান হয় না।

তুং এক যাত্রায় পৃথক ফল।

**ব্যাধির চেয়ে আধি বড়ো।**

শরীরিক পীড়া অপেক্ষা মনঃপীড়া অধিক ক্লেশদায়ক।

**ব্যাসকাশী।**

ব্যাসদেব কাশীতে গিয়া পুরীরক্ষক কালভৈরবের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে গঙ্গার অপর পারে দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রচার করিলেন যে সেখানে মৃত্যু হইলে মোক্ষলাভ হইবে। কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণার কৌশলে ব্যাসের সাধনা পণ্ড হইল ( ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল )। ফলে, ব্যাসকাশীতে মরিলে গাধা হয়—এইরূপ কিংবদন্তী।

বাবা ছিলেন প্রায় ব্রাহ্ম, আর আমি হয়েছি ঘোর সনাতনী। নরেনটা বলে, "সয়তানী।" তবে ওর কথা কে গ্রাহ্য করে! আর জন্মে ও নিশ্চয় ব্যাস কাশীতে মরেছিল। চারুচন্দ্র দত্ত—দুনিয়াদারী (দিক্‌শূল)।

**ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ।** ( সং, কালিদাস—রঘুবংশম্ )

মূল ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।

আত্মকর্মক্ষমংদেহম্ ক্ষাত্রধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥

( রাজা দিলীপের ) বক্ষস্থল বিশাল এবং বৃষের মত প্রশস্ত স্কন্ধ।

এমন বৃষস্কন্ধ মহাভুজ পুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে কদাচিত দেখা যায়।

**ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।** (সং, শঙ্করাচার্য্য) [প্রমথ চৌধুরী—আত্ম-কথা।

মূল শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

বহু বহু গ্রন্থে যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে একটি মাত্র শ্লোকার্ধে তাহা প্রকাশ করিতেছি ঃ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়।

বেদান্তের মূল তত্ত্ব।

একব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন, "আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।" তিনি বল্লেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা," এইটি ধারণা কর—বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।

**ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর।**

সৃজন, পালন ও ধ্বংসের কর্তা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত তিনটি মুখ্য দেবতা।

—না মরলে আমায় এ ঘর থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হলেও এক পা বার করতে পারবে না,—তুমি তো তুমি। অনুরূপা দেবী—উত্তরায়ণ।

**ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ।** (সং)

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের আশ্রয়স্থল। শাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। কিন্তু বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পন্ডিত ভিখিরী ব্রাহ্মণ তো এক নয়। মনে হ'ল, পাঠশালার পন্ডিতস্য পাঠশালার পন্ডিতং গতি। তাই এখানেই প্রকাশ। তারাশঙ্কর—সন্দীপন পাঠশালা।

# ভ

**ভক্ত বড়ো ভক্তি করে, গুরু রইলো ব'সে ;**
**গাছের ফল গাছে রইলো, বোঁটা গেল খ'সে।**

ফলের বোঁটা বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িবে অথচ ফল গাছেই থাকিয়া যাইবে—এরূপ অসম্ভব। সেইরূপ, গুরুকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্যের অতিরিক্ত সমাদর করিলে গুরুকে ভক্তি করা হয় না।

লক্ষ০ প্রতিনিধি বা অধীনস্থ ব্যক্তির পূজা করিলে তাহা ব্যর্থ হয়।

**ভক্তিতে না ভজি, ভয়ে ভজি তো বটেই।**

সকলকে ভক্তির জন্যই পূজা করা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্য করা হয়,—যেমন দুর্জন বা দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে।

**ভক্তি বিনা মুক্তি নাই। ভক্তিহীন ভজন আর লবণহীন ব্যঞ্জন।**

অন্তরে ভক্তি না থাকিলে বাহ্য আড়ম্বর সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

**ভক্তের ভগবান।**

যাহার ভক্তি আছে ভগবান তাহারই অনুকূল।

**ভগবানের মায়া, কখনো রোদ কখনো ছায়া।**

ভগবানের ইচ্ছায় কখনো সুখ আসে কখনো দুঃখ।

তু০ रामजी की माया, कहीं धूप कहीं छाया।

**ভগবানের (বিধির) মার, দুনিয়ার বার।**

ভগবান যেরূপ বিচিত্র উপায়ে দুষ্কৃতকারীর দন্ডবিধান করেন, তাহা জগতের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত।

নর্থ বিহার ভূমিকম্পের সময় আমি জামালপুরে ছিলাম তো। সব অবস্থাটাই নিজের চোখে দেখেছি দাদা। বেশ গড়ে উঠছিল—হঠাৎ একটা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে পড়লো।

বলরাম হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, যা বলেছ ভাই। ভগবানের মার দুনিয়ার বার—ও ঠেকাবার জো নেই।

[ নারায়ণ গঙ্গো০—উপনিবেশ।

**ভজকট।**

চারটি বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনবর্গের একত্র সমাবেশ।

>যে ব্যাপার নানা বিরক্তিকর বাধাবিঘ্নে পূর্ণ।

অতো ভজকট কে করে,—বরং গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে জানাই।

**ভট্টাচার্য খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।** ভুট = বিনষ্ট।

মূর্খের সকল কার্য পন্ড হয়।

**ভট্টাচার্যের চানা।** চানা (হিং)=ছোলা, যাহা চর্বন করা কষ্টকর।

লক্ষ০ সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতগণের শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য বাংলা রচনা।

বঙ্কিমের দল···সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ই০।

**ভট্টাচার্যের পত্র আড়াল।**

ভট্টাচার্য অব্রাহ্মণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবার সময় মধ্যে একখানা শূণ্য ভোজনপত্র (পাতা) রাখিয়া তাহা শুদ্ধাচার রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ব্যবধান বলিয়া জ্ঞান করা।

**ভদ্রলোকের এক কথা।**

সাধুব্যক্তি একবার যাহা বলে তাহার নড়চড় হয় না।

**ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।** (সং)

মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তু০ Man improves by practice.

**ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া ( সম্বরণ করা )।**

মানুষ সংসার-রঙ্গমঞ্চে সারা জীবন যে অভিনয় করে তাহা সমাপ্ত হওয়া। মৃত্যু ঘটা।

সে জানালা থেকে পট ক'রে একটা লোহার গরাদ ভেঙে ফেললে।··· ভেঙেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে ছুঁড়ে। লাগলে সেই দিনেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিছল। ক্ষীরোদ—রামানুজ।

**ভবী হলো বনবাসী, বাসন-কোসন একরাশি।** ( মেয়েলী )

সংসার ত্যাগ করিলেও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করা যায় না।

**ভব্যিযুক্ত দেখে প্রণাম করবে, উঁচু দেখে বসবে।**

যে শ্রদ্ধার উপযুক্ত তাহাকে প্রণাম করিবে এবং মাটিতে না বসিয়া উচ্চস্থানে ( পিঁড়ায় ) বসিবে।

মাতার এই উপদেশ স্মরণ করিয়া পুত্র নাকি তাহার পত্নীকে সুসজ্জিত দেখিয়া প্রণাম করিয়াছিল এবং মাচার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল।

**ভয় করেছ কি মরেছ।**

ভয় করিলেই পরাজয় ঘটে।

তু০ ডরা সো মরা।

**ভয় নেই, ভরসাও নেই।**

ভীত হইবার কারণ নাই এরূপ আশ্বাস পাইয়াও নির্ভয় হইতে না পারা।

বলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে। ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মতো নিঃসঙ্গ, একাকী লোকদের আমি ভয় করি। শরৎ—শ্রীকান্ত।

**ভয় বিনা ভক্তি হয় না।**

ভয় হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়।

তু° बिन भय होय न प्रीत।

**ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?**

কোনো অপ্রিয় কথা বলিবার পূর্বে ক্ষমাভিক্ষা-সূচক প্রশ্ন,—বাংলা রূপকথায় বহুল প্রচলিত।

একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন,—"মন্ত্রী, রাজ্যের লোক সুখে আছে, কি, দুঃখে আছে, জানলাম না!"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! ভয়ে বলি, কি, নির্ভয়ে বলি ?"

রাজা বলিলেন,—"নির্ভয়ে বল!" দক্ষিণারঞ্জন—[ঠাকুরমার ঝুলি (কিরণমালা)।

**ভরমের টাটি।** সম্ভ্রম>ভরম।

লক্ষ° যে কৌশল দ্বারা আত্মসম্মান রক্ষা করা যায়।

হাজার দারিদ্র্যের মধ্যে ভদ্রসন্তানকে ধোপদোরস্ত জামাকাপড় চড়াতে হয়—ভরমের টাটি হিসাবে।

**ভরা কলসী রাওয়ায় না।** রাওয়ায়=রা বা শব্দ করে।

দ্র° আধভরা কলসীর ঢকঢকানি বেশী।

**ভরাডুবির মুষ্টিলাভ।**

পণ্য-বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাইবার সময় তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা রক্ষা করা যায় তাহাকেই যথেষ্ট লাভ বলিয়া ধরিয়া লওয়া।

তু° ঘরপোড়া বাঁশ,—যথা লাভ।

**ভরা পেটে উপোসের বড়াই।** বড়াই=প্রশংসা।

পেট ভরিয়া ভোজন করিলে উপবাসের ক্লেশ কল্পনা করা যায় না; তখন উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া সহজ।

যে বিষয়ের অনুভূতি নাই সে সম্বন্ধে কিছু বলার কোনো মূল্য নাই।

**ভরা পেটে ধায়, মরণ পাছে যায়।**

পেট ভরিয়া ভোজন করিয়াই ছুটিয়া চলিলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

তু° खाके जल्दी चलिये कोस, मरिये आप दैवके दोष।

**ভরায় (ভারে) মেনে সরায় শোধে।**

অধিক দিবার আশা দিয়া অল্পমাত্র দেওয়া।

তু° Large promises, small fulfilment.

**ভরার মেয়ে।**

পূর্বকালে কৌলিন্য প্রথার কঠোর অনুশাসনের ফলে পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে সদ্ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যার জন্য উচ্চ পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত। অক্ষম ক্ষেত্রে ভরা বা নৌকাযোগে দূরস্থান হইতে আনীত নানা জাতির অজ্ঞাত-পরিচয় কন্যা স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিতে হইত।

>কুলপরিচয়হীনা বলিয়া অনাদৃতা বধূ।

**ভরা হৈতে শূন্য ভালো যদি ভরতে যায়,**
**আগে হৈতে পাছে ভালো যদি ডাকে মায়,**
**মরা হৈতে তাজা ভালো যদি মরতে যায়,**
**বামে হৈতে ডাইনে ভালো যদি ফিরে চায়।**

ডাক ও খনার বচন বলিয়া পরিচিত অযাত্রা সম্পর্কিত নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম।

শূন্য ঘট অযাত্রিক, কিন্তু শুভ হয় যদি পূর্ণ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। পিছু ডাকা অযাত্রিক, কিন্তু মাতা ডাকিলে নয়। পথে গঙ্গাযাত্রী দেখিলে তাহা শবদেহ অপেক্ষা শুভ। ডান দিকে শৃগাল দর্শন অযাত্রিক (দ্র° বামশিয়ালী), কিন্তু সেই শৃগাল পিছনে তাকাইলে শুভ।

**ভস্মকে চন্দন জ্ঞান।**

নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্টের সমান মনে করা। সমদর্শিতা।

**ভস্মে ঘি ঢালা।**

অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিয়া যজ্ঞাদি করা হয়। অগ্নি নির্বাপিত হইবার পর ঘৃত সেচনে কোনো লাভ নাই। নিরর্থক নিস্ফল কার্য।

আর পরকে খাওয়ানো পরানো শুধু অধর্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। শরৎ—নিষ্কৃতি।

**ভাই বলো, বন্ধু বলো, সম্পদের সাথী;**
**অসময়ে নিদানকালে গোবিন্দ সারথি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ভাই বিনা থাকতে পারি, পড়শী বিনা থাকতে নারি।**

নিকট আত্মীয় অপেক্ষা নিঃসম্পর্কীয় প্রতিবেশী অধিক সহায়ক।

**ভাই ভাই এক ঠাঁই। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।**

ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র মিলিয়া মিশিয়া বাস করা নিরাপদ।

কিন্তু বর্তমান ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে তাহা সর্বত্র সম্ভব হয় না।

**ভাই ভাই,—মেরে যাই তো ফিরে চাই।**

ভাইকে প্রহার করিলেও যাইবার সময় মমতার বশে তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতে হয়।

ভ্রাতার সহিত শত্রুতা করিলেও স্নেহ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

**ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, তাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।**

ভাইয়ের সহিত সদ্ভাব থাকিলে সে যেমন পরম উপকারী, অসদ্ভাব হইলে তেমনই ঘোর অনিষ্টকারী হইয়া দাঁড়ায়।

তু০ भाईसा मितु नहीं, भाईसा दुश्मन नहीं।

**ভাইয়ের বউয়ের বাপের বাড়ী দাসদাসী খাটে;**
**সেই গরবে বেটী আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে।** (মেয়েলী)

ধনী আত্মীয়ের গৌরবে গর্বিত হওয়া।

**ভাঁড়ে মা ভবানী।**

ভবানী—শিবজায়া অন্নপূর্ণা।

ভাঁড়ের ভিতর (ভাঁড়ারে) স্বয়ং অন্নাপূর্ণা বিরাজমানা।

ব্য০ ভাঁড় একেবারে শূণ্য, অর্থাৎ সাংসারিক অভাব-অনটন।

ভূদেব। এক পুরুষে আর কত হবে? বুনিয়াদি চাল চাও ত দাদা—[বুকে হাত দিয়া] এ বুনিয়াদি বংশ চাই।

যাদব। যদিও ভাঁড়ে মা ভবানী। দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্র্যহস্পর্শ।

**ভাগাড়ে গরু পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।**

মরা গরু ভাগাড়ে ফেলামাত্র শকুনি যেখানেই থাকুক আসিয়া জোটে।

লক্ষ০ সকলে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ আসিলেই উপস্থিত হয়।

নারাণদাসী বিরক্ত হইয়া বলিল—ভাগাড়ে গরু পড়ে, শকুনির মাথায় টনক নড়ে।—রাখালের চাকরী হতে না হতে অমনি সকলের বুঝি দুঃখু জানানো হয়েছে? চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**ভাগের ভাগ পাই, খাই না খাই চিবিয়ে ফেলাই।**

প্রাপ্য বস্তু—প্রয়োজন থাক বা না থাক—কেহ ছাড়িতে চায় না।

**ভাগের (সাজার) মা গঙ্গা পায় না।**

পা০ ভাগের ঠাকুর ভোগ পায় না।

লক্ষ০ যে কার্যে একাধিক ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে তাহাতে কাহারও আন্তরিক আগ্রহ থাকে না। ফলে সে কার্য আদৌ সম্পন্ন হয় না।

তু০ दो घरका पाहुन भूखा रह जाता है।

Everybody's business is nobody's business.

**ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।** (সং)

মূল ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।
সমুদ্রমন্থনাল্লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্॥

সকলে নিজ নিজ ভাগ্য অনুসারে ফললাভ করে।

**ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।**

ভাগ্যবানকে কোনো কঠিন কার্য করিতে হয় না,—অপরে করিয়া দেয়।

মুচিরাম বাবু পেস্কারী লইয়া বড় ফাঁপরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারী পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরাম বাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন তাইদনবীশ···অফিসের সমস্ত কাজ করিয়া দেয়।

তু০ भाग्यवानके खेतको जोत जात हैं भूत। [বঙ্কিম—মুচিরাম গুড়।

**ভাগ্যে নারী, ভাগ্যে দাড়ি, ভাগ্যে পায় আম-কাঁঠালের বাড়ী।**

বাড়ী=বাগান। অর্থ সুস্পষ্ট।

**ভাগ্যে হাতীর চোখ বড়ো নয়!**

হাতী বিশালকায় পশু, তবে তাহার চক্ষু ক্ষুদ্র বলিয়াই রক্ষা!

**ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল রাজা।**

দ্র০ উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

**ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো (+যদ্দিন যায় তদ্দিন ভালো)।**

পা০ খাই না খাই, আছি ভালো।

লক্ষ০ দুঃখের মধ্যে সুখ। দরিদ্রের সৌভাগ্য।

যার বাপের দুয়োরে বাইশ-বাইশটা হাতী বাঁধা, একখানা গাঁ জুড়ে যার বাড়ী,······সে এসেছে আমার এই কুঁড়ে ঘরে! আমার এ যে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো! চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**ভাঙা ঘরে লোহার আগড়।**

লক্ষ০ তুচ্ছ বস্তু রক্ষার জন্য অত্যধিক সাবধানতা।

তু০ अरहरकी टट्टी और गुजराती ताला।

**ভাঙা নৌকাই বাঙালের গোঁসাই।** গোঁসাই—প্রভু, রক্ষক।

পূর্ববাংলায় বহু নদ, নদী ও উপনদী থাকায় সে অঞ্চলের লোকেরা—বিশেষতঃ বর্ষাকালে—নদীপথে যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। সেজন্য অনেক সময়ে ভাঙা নৌকাই তাহাদের সম্বল।

**ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী।**

দেবী মঙ্গলচণ্ডী মর্ত্তলোকে স্বীয় পূজা প্রচারের চেষ্টায় চন্দ্রধর বা চাঁদ বেণের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে নানারূপে নির্যাতন করিয়াছিলেন।

>যে ব্যক্তি পরের অনিষ্টসাধনে সদা সচেষ্ট।

একটা সৎকর্ম্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।**

চাঁদ বেণে কুপিত হইয়া দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজার ঘট ভাঙিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই হিংসাপরায়ণা দেবীর ভয়ে পরিজনবর্গ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন।

নির্যাতনকারীর কোপদৃষ্টিতে পড়িলে মনে সর্বদা ভয় থাকে।

বড়বাবুকে কেন অমন চটিয়ে দিলে তোমরা? ঐ ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী এখন কুস্বপনের গোড়া হয়ে রইলো।

**ভাঙা হাঁড়ি ঠেঁয়ে দড়ো।** ঠাঁই (স্থান) > ৭মী বিভক্তি।

হাঁড়ি সামান্য একটু ভাঙিলে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়; কারণ তাহার অধিক ব্যবহার ও নাড়াচাড়া হয় না, একস্থানেই থাকে।

লক্ষ০ অল্পস্বল্প ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের ফলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

**ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া।**

পূর্বকালে হাটের সমবেত জনতার মধ্যে কাড়া বা ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা প্রচার করা হইত। কিন্তু হাট উঠিয়া গেলে পর তাহা করা বৃথা।

লক্ষ০ সুযোগ চলিয়া গেলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

**ভাঙে তো মচ্‌কায় না।**

লক্ষ০ তেজী বা একগুঁয়ে লোক মরিয়া গেলেও নতি স্বীকার করে না।

ছোঁড়াটা কম নয় তো! সমানে দাঁড়িয়ে মার খেলে, চোখে একফোঁটা জল এলো না। তেজ দেখ না,—ভাঙে তো মচকায় না।

তু০ মরিহোঁ পর হটিহোঁ নাহীঁ।

**ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।**

ভাজা মাছের একপিঠ খাইয়া পরে উল্টাইয়া অপর পিঠ খাইতে হয়—এই সামান্য জ্ঞানও যাহার নাই।

ব্যং০ যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বা অতিরিক্ত সরলতার ভান করে।

ঠাকুর জামাইও কম নহেন; দেখিতে ভাল মানুষটি, যেন ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খাইতে জানেন না। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্ট-চক্র।

তু০ To know not on which side the bread is buttered.

**ভাজে ঝিঙে (উচ্ছে) তো বলে পটোল।**

লক্ষ০ প্রকৃত ব্যাপার গোপন করা। বড়মানুষী চাল দেখানো।

বাবা! অনেক উকিলের মুৎসুদ্দি দেখিয়াছি বটে—কিন্তু ওর জুড়ি নাই। রকমটা—ভাজেন পটোল, বলেন ঝিঙ্গা। টেকচাঁদ—আলাল।

তু০ আপ পাঁড়েজী বৈঁগন খাবে, ঔরোঁকো পরবল বতাবে।

**ভাত উথলাইলে দিহ কাঠি, তবে জ্বাল করিহ ভাটি,—**
**তবে ভাতের পরিপাটি।** (ডাক) করিহ ভাটি—কমাইয়া দিবে।

কাঠি দিয়া ভাত নাড়িবে এবং আঁচ কমাইবে। ভাত রাঁধিবার নিয়ম।

**ভাত এমন চীজ,— খোদা হইতে উনিশ-বিশ।**

অন্ন জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য ভগবানের সমান,—সামান্য ন্যূন হইতে পারে।

**ভাত খায় ভাতারের, গুণ গায় নাগরের।** ( মেয়েলী ) অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ খসমকা খায়ঁ, ভাইকা গায়ঁ।

**ভাত-ঘুম।**

'ভাত-ঘুম' বলিয়া পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে ;…আহার্য্য-দ্রব্যে উদর পূর্ণ হইলেই বেশ একটা নেশার আমেজ জমিয়া আসে ; ভোরের ঘুমের মতই সে ঘুম উপভোগ্য। তারাশঙ্কর—বেদেনী।

**ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি ?**

লক্ষ০ অর্থব্যয় করিলে বহু লোক আপনা হইতে আসিয়া জোটে।

রাতদিন খেলাধূলা—গোলমাল…অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গীদের সংখ্যার হ্রাস নাই—রোজ রোজ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্চর্য্য কি ?—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই।

তু০ भात होगा तो कौवे बहुत आ रहेंगे। [টেকচাঁদ—আলাল।

**ভাত দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।**

পাতে ঘি দিবার সময়ে ভাত তপ্ত কিনা দেখিয়া দেওয়া উচিত ; সেইরূপ, কন্যাদানের সময়ে পাত্রের যোগ্যতা দেখা উচিত।

উপযুক্ত পাত্রে দানই সার্থক হয়।

**ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার ( নাক কাটবার ) গোঁসাই।** (মে০)

দায়িত্বপালনের যোগ্যতা নাই, কিন্তু প্রভুত্ব খাটাইতে পটু।

ঝি। উঃ! কি মনিব গো! "ভাত কাপড়ের ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই!" দেড় বছর একটি পয়সার নাম নেই, মনিব!

তু০ रोटी न कपड़ा, सेंतका भतरा। [ অমৃত—বিবাহ-বিভ্রাট।

**ভাত নেই যার, জাত ( মান ) নেই তার।**

দরিদ্রের কোনও মর্যাদা নাই, কারণ সে অপরের দয়ার পাত্র।

**ভাত রোচে না রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া।**

সাধারণ খাদ্য ভালো লাগে না, কিন্তু মুখরোচক বস্তুর জন্য বিলক্ষণ আগ্রহ ;—শিশুদের মধ্যে যাহা বিশেষ লক্ষ্য করা যায়।

**ভাতের খিদে কি ভুজোয় যায়?** দ্রং চিঁড়ে বলো, মুড়ি বলে ইং।

**ভাদরের রোদ, আর সোদরের কথা।**

ভাদ্রমাসের মেঘমুক্ত সূর্যের তেজ অতি প্রখর হয়। ভ্রাতার কটু বাক্যও সেইরূপ অসহ্য।

**ভাদ্র মাসের তাল।**

ভাদ্র মাসে তাল পাকিয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে। >প্রচণ্ড কিল।

ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না?

**ভানুমতীর খেল।** [ রামনারায়ণ—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভোজরাজকন্যা ভানুমতী ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন।

ভোজবাজি >অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আবার যে অতীতের স্মৃতি জাগায় বন্ধু। সেই টাকায় আড়াই মোন চাল, সাত মোন ধান, আড়াই সের ঘি…এখন সেটা যে ভানুমতীর খেল।

**ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।** (সং) [ কেদার বন্দ্যো০—দুঃখের দেওয়ালী।

মূল মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥

ভগবান সকলেরই মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন।

**ভাবনা কি রে কুটে, তোর মাচাভরা ঘুঁটে।** কুটে—কুড়ে।

অলস ব্যক্তি সঞ্চিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিনাশ্রমে জীবন কাটায়।

**ভাব ফেলিয়ে ভাষায় তোষা, শাঁস ফেলিয়ে ছোবড়া চোষা।**

সদ্ভাব না থাকিলে কেবল ভাষার কৌশলে তুষ্ট করিবার চেষ্টা বৃথা।

তুং কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

**ভাবলে ভাবনা বাড়ে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

সংকল্প গ্রহণের সময় ভবিষ্যৎ বিবেচনা করা কর্তব্য।

কাকা। বাবাজীর দেখচি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত।……… তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয়, তখন আপনি অমত করেননি। এখন এরূপ করা ধাণ্টামো প্রকাশ।

রাজীব। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো।

**ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায় ;—**
**যাক্‌গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবন বয়ে যায়।** (মেয়েলী)

ভাবুনী—ভাবন বা দেহসজ্জায় অতিরিক্ত অনুরাগিনী।

সজ্জাবিলাসিনীর অন্য কোনো দিকে মন যায় না,—বিপদও মানে না।

তু० शेखीखोरसे कहा, 'तेरा घर जलता है।'
कहा, 'मेरी शेखी तो मेरे पास है।'

**ভাবে গদগদ কিশোরী কাঁদে, ভাবে গদগদ পুঁটুলি বাঁধে।** (মেয়েলী)

কিশোরী কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখে কাঁদে, অথচ নিজের জিনিষপত্রও বেশ গুছাইয়া লয়।

তু० কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটুলি বাঁধে।

**ভাবের ঘটাঘটি, না দেখলে প্রাণে মরি,—দেখলেও চটাচটি।**

এমন আড়ম্বর করিয়া পরস্পরের অনুরাগ দেখানো হয়, যেন একের অদর্শন অপরের পক্ষে অসহ্য ; অথচ দেখা হইলেই কলহ করে।

**ভাবের ঘরে চুরি।** (রামকৃষ্ণদেব প্রবর্তিত)

মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বাহিরে বিপরীত ভাব প্রকাশ করা।

সাধারণ মানব তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানিতেন নরেন্দ্রনাথ নির্ভীক সত্যবাদী, তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোথাও 'ভাবের ঘরে চুরি'' নাই। সত্যেন্দ্র মজুমদার—শ্রীমদ্বিবেকানন্দ চরিত।

**"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"** হেমচন্দ্র বন্দ্যো०—ভারতসংগীত।

মূল চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

পৃথিবীব্যাপী প্রগতির যুগে একমাত্র ভারতবর্ষই অবসাদগ্রস্ত। আন্তর্জাতিক কোনও ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ পর্যন্ত হয় না। সাধে কি কবি বলিয়াছেন, 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' ?

**ভারি তো বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা!**

পা० যা বিয়ের ঘটা, তার আবার হলুদি-বাটা।

তুচ্ছ বিবাহে কনের এক পায়ে আলতা পরাইলেই যথেষ্ট মনে হয়।

লক্ষ० গুরুত্বহীন ব্যাপারে অনাবশ্যক আড়ম্বর বর্জনীয়।

হবে তো ক্লাবের বার্ষিক সভা, তাতে একজন সভাপতি থাকলেই ভেসে যাবে ; আবার একটা প্রধান অতিথির কি দরকার ? ভারি তো বিয়ে!

**ভারি তো ভাত, তার আবার ডান হাত।**

ভোজনের আয়োজন ভালো না হইলে ডান হাতে খাইতে ইচ্ছা হয় না।

গুরুত্বহীন তুচ্ছ ব্যাপারে অবহেলার ভাব আসিয়া পড়ে।

**ভারের কলসী।** ভার—বোঝা বহিবার বাঁক।

ভারে চাপাইয়া হাঁড়ি, কলসী ই° বহিবার সময় ভারসাম্যের জন্য যে কলসী অনাবশ্যক হইলেও বাধ্য হইয়া বহিতে হয়।

লক্ষ° যাহা অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য।

তু° গরজে গয়লা ঢেলা বয়।

**ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুন;**
**কম হলে লাগে ঝাল, বেশী হলে পোড়ে গাল।** (মেয়েলী)

ভালবাসা পরিমিত হওয়াই শ্রেয়ঃ; কম-বেশী হইলেই অনর্থ ঘটে।

**ভালবাসার নেইকো ভার।**

ভালবাসার পাত্রের জন্য যে-কোনো কাজ করা যায়, ক্লেশকর মনে হয় না।

**ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান;**
**অমানুষের কাছে ব'সে কাটাই দু'টি কান।**

দ্র° সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

তু° भले संग बैठिये, खाइये नागर पान।
बुरे संग बैठिये, कटाइये नाक और कान।

**ভালমানুষের কাল নেই।**

কঠোর ব্যবহার না করিলে একালে লোককে কেহ গ্রাহ্য করে না।

ভালমানুষের কাল নেই, মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেবেন, একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

তু° भलेका जमाना ही नहीं।

**ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো।** আঁটকুড়ো=নিঃসন্তান।

যে অতিরিক্ত ভালমানুষ তাহার পিতা নিঃসন্তান। অর্থাৎ তাহার নিজের যেন অস্তিত্বই নাই।

**ভালো কথা।**

কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে প্রযুক্ত।

"ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

নমিতা বলিল, "টাইয়ের নমুনার জন্যে।...হ্যাঁ, ভাল কথা! আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিসতুতো বোন্। সেই অক্ষয়দা—দাদার বন্ধু—।"

শৈলবালা ঘোষজায়া—নমিতা।

**ভালো কথা মনে পড়েছে আঁচাতে আঁচাতে,—**
**ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেছে নাচাতে নাচাতে।**
**( + ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ, জলের ভেতর তোমাদের কে কুটুম আছে ?)**

কুমীর শিকার ধরিয়া জলে ডুবিবার সময় ঘন ঘন জলের উপর মাথা তোলে এবং ধৃত শিকার ছটফট করে, দেখিলে মনে হয় কুমীর নাচাইতেছে।

ভ্রাতৃজায়া ও ননদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরীভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

ননদ-ভাজে একসঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন ; সেখানে ননদকে কুমীরে টানিয়া লইয়া গেলে ভাজ তাহার উদ্ধারের চেষ্টা ত করেনই নাই, উপরন্তু ঘরে ফিরিয়া সে কথা বলিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; শেষে পেট ভরিয়া আহার করিয়া আঁচাইবার সময় কথাটা মনে পড়াতে উক্ত মজাদারী ছড়ার আকারে সেই শুভবার্তা শ্বাশুড়ীকে জ্ঞাপন করিলেন।

**ভালো কথার কেউ নয়।**  [ ললিত বন্দ্যোং—কাব্য-সুধা।

মিষ্ট কথায় কিছু বলিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে না।

"ছোটলোকের জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**ভালো করতে পারি না, মন্দ করতে ছাড়ি না।**
**ভালো করতে পারি না মন্দ পারি,—কি দিবি তা বল্।**

হীন ব্যক্তি কাহারও ভালো করিতে চায় না, অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত।

ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ "ভাল কত্তে পারি না, মন্দ করবো, কি দিবি তাই বল্।"

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

তুং "बनाओगे ?" "नहीं।" "बिगाड़ोगे ?" "दोनो हाथों से।"

**ভালো খায় আয় না বুঝে, বোল বলিতে উত্তর যুঝে,**
**ভালো বলিতে রোষ করে, তার স্বামী কেন থাকে ঘরে ?** (ডাক)

কুগৃহিণীর লক্ষণ :—ভোজনপ্রিয়, অমিতব্যয়ী, দুর্বিনীত, ক্রোধী।

**ভালো দ্রব্য যখন পাব, কালিকারে তুলে না থোব।**
**দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।**
**বলে ডাক, এ সংসার আপনি মইলে কিসের আর।** ( ডাক )

উপস্থিত সুখ ত্যাগ করা অনুচিত ; ভোগের ফলে রোগ হইলে ঔষধ দিয়া সারাইবে। মৃত্যু হইলে তো সবই ফুরাইবে। চার্বাকনীতি।

**ভালোর একটুও ভালো।** দ্রং ঘন দুধের ফোঁটা, বড়ো মাছের কাঁটা।

**ভালোর বদলে মন্দ করা।** অর্থ সুস্পষ্ট। তুং नेकीके बदले बदी।

**ভালোর ভাগী সবাই হয়, মন্দের ভাগী কেহ নয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ভাল্লুক-জ্বর।**

যাহারা ভালুকের খেলা দেখায় তাহাদের আদেশে ভালুক জ্বর আসার ভান করিয়া শুইয়া পড়ে এবং প্রবলভাবে কাঁপিতে থাকে, আবার আদেশ মাত্র উঠিয়া পড়ে।

> মিথ্যা অথবা স্বল্পক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা।

**ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক।** ভ্রাতৃবধূ > ভাদ্দরবউ।

হিন্দুনারী ভাসুরকে অত্যধিক লজ্জা করিয়া থাকে।

> পরস্পরকে সযত্নে এড়াইয়া চলার প্রবৃত্তি।

**ভাসুরে মেগেছে ভাত, সেই চেষ্টায় (তক্কে) আছি ;**
**সকালবেলায় তুলে শাক সন্ধ্যেবেলায় বাছি।** ( মেয়েলী )

বেগারঠেলা কাজের দৃষ্টান্ত।

**ভাসুরের ( শ্বশুরের ) নাম সবাই জানে, মুখে আনতে মানা।**

পতিগৃহের গুরুজনগণের নাম উচ্চারণ করা হিন্দুনারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও তাহা অবশ্যই জানা থাকে।

>মুখে যাহা বলা যায় না তাহা মনে মনে সকলেই জানে।

**ভিক্ষায় কাজ নেই, কুকুর ডেকে নাও।**

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে কুকুর লেলাইয়া দিলে ভিক্ষুকের উক্তি ;—ভালোর প্রত্যাশা করি না, অনিষ্ট না করিলেই যথেষ্ট।

**ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।** (সং) দ্র০ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

**ভিক্ষার চাল,—কাঁড়া আর আকাঁড়া।** কাঁড়া—পরিস্কৃত।

পরের দয়ায় যাহা পাওয়া যায় তাহার ভালো-মন্দ বিচার করা চলে না।

সে ভাবিতেছে যে, বুঝি বিনা পয়সায় দেখি বলিয়া তাহার ভাল চিকিৎসা করিতেছি না। ভিক্ষার চাউল আকাঁড়া তো হইবেই। [ বনফুল—তৃণখণ্ড।

তু০ भीख में पछोड़ क्या !

Look not a gift-horse in the mouth.

**ভিজলে কাঁথাও ভারী, কম্বলও ভারী।**

লক্ষ০ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিলে সকলেই সমান অহংকারী হয়।

**ভিজে বেরাল। ভিজে বেরাল চিনতে না জোয়ায়।**

বিড়ালের দেহ দীর্ঘ লোমে আবৃত থাকায় হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। কিন্তু জলে ভিজিলে গায়ের সঙ্গে লোম লাগিয়া শীর্ণ মনে হয়।

>যে ব্যক্তি দুর্বল ও নিরীহ বলিয়া পরিচয় দিতে চায়।

আর ঐ মেয়েটা কি বজ্জাত তেওয়ারী ! কাল এলো যেন ভিজে বেরালটি ! আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে ! চেনা ভার !

তুং মিগী বিল্লী । [ শরৎ—পথের দাবী ।

He looks as if butter would not melt in his mouth.

**ভিটে-মাটি চাটি।** চাটি—উৎসন্ন, ধ্বংশ ।

বিষয়-সম্পত্তি উৎসন্ন হওয়া । সর্বস্বান্ত হওয়া ।

আ মরি কি ন্যাকাল কন্যার বিবাহকাল,
ভিটে-মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে । রূপচাঁদ পংক্ষী—গান।

**ভিটেয় ঘুঘু চরা ( সরষে বোনা ) ।**

ঘুঘুপাখী নির্জন উন্মুক্ত স্থানে চরিয়া থাকে ।

>বসতবাটী ধ্বংশ হইয়া মাঠে পরিণত হওয়া । সর্বস্বান্ত হওয়া ।

আমার দেক্তা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন । টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল ।

**ভিটের ইট, দেবের পীঠ ।**

পূর্বপুরুষাগত বসতবাটী দেবস্থানের তুল্য পবিত্র ।

**"ভিন্ দেশের ভিন্ ভাষা ;**
**বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে না আশা ।"** ( ঈশ্বর গুপ্ত )

নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার ব্যবহারে তৃপ্তি হয় না ।

**ভিন্ রোগের ভিন্ ওষুধ ।**

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হয় ।

**ভিন্ন জাতের ভিন্ন রীত, ( +নিজ মুলুকে সবার জিত ) ।**

স্বদেশে নিজ রীতিনীতি পালন করায় কোনো বাধা নাই ; কিন্তু ভিন্ন দেশে বাস করিলে স্থানীয় রীতি অনুসারে চলিতে হয় ।

**ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী ।**

পৃথকান্ন হইলে নিবিড় সম্বন্ধ আর থাকে না,—পর হইয়া যায় ।

তুং ন্যারা পুত পড়ৌহী দাখিল ।

**ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ।** ( সং, কালিদাস—রঘুবংশম্ )

মূল নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক
দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ।।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্নরূপ রুচি হয় ।

শৈল । আমাকে পরিবেষন করতে দিন ।

শ্রীশ । রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

রসিক। "ভিন্ন রুচিৰ্হি লোকঃ" ; উনি পরিবেষন করতে ভালবাসেন আমরা আহার করতে ভালবাসি, এ-রকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে। রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**ভিমরুলের (বোলতার) চাকে খোঁচা দেওয়া।**

লক্ষ০ অনিষ্টকারীর দলকে উত্তেজিত করা।

তারা ঠাকুরাণী ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ তুই করলি লক্ষ্মী ? ডীমরুলের বাসায় ঘা দিয়ে কি করে এ গাঁয়ে থাকবি তা ভেবেছিস ?"

তু০ মিড়কে ছত্তেকো ছেড়না। [ রবীন্দ্র মৈত্র—মায়াজাল।

To bring a hornets' nest about one's ears.

**ভীমরথী হওয়া।**

সপ্তসপ্ততিতমে বর্ষে সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথী নাম নরাণামতি দুস্তরা।।

জীবনের ৭৭তম বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রি ভীমরথী নামে অভিহিত হয় এবং উহা অতি সংকটময় সময়।

>অত্যধিক বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশ হেতু অবোধ শিশুর ন্যায় আচরণ।

ফ্যালার মা, বুড়ো হয়ে তোর ভীমরতি ধরেছে। তুই শোলমাছ নিয়ে এলি কোন আক্কেলে ? বামুনবাড়ীতে ও মাছ কি কেউ খায় ?

**ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।** [ সত্যরঞ্জন সেন – মিথ্যার জয় ! (কাবুলী অবলা)।

আমরণ ব্রহ্মচর্য পালনের মতো কোনো কঠোর প্রতিজ্ঞা।

দাম্পত্য কলহের যুদ্ধ ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে ...। শরৎ—নববিধান।

**ভুঁই অভাবে উঠান চষা।**

উপযুক্ত বস্তুর অভাবে অনুপযুক্ত বস্তু দ্বারা সাধ মিটানো।

তু০ গাই নেই তো বলদ দো'।

**ভুঁয়ে বাড়ি মারলে গুনাহ্গার চমকায়।** গুনাহ্গার (ফা০)=দোষী।

মাটিতে অনর্থক লাঠি ঠুকিলেও অপরাধী চমকাইয়া উঠে।

>অপরাধী ব্যক্তি তুচ্ছ কারণেও ভয় পায়।

**ভুত আমার পুত, শাঁখচুর্ণী আমার ঝি,**
**রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছেন, করবি আমার কি ?**

শাঁখচুর্ণী—সধবা স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা।

অপদেবতাকে ভয় দেখাইয়া বিতাড়নের মন্ত্র।

**ভুতকে ভুতে পায় না।** দ্র০ কাকের মাস কাকে খায় না।

**ভুতগত খাটুনি।** ভূতগত—যাহা পঞ্চভূতে মিশিয়া বিলুপ্ত হয়।

>ব্যর্থ নিষ্ফল পরিশ্রম।

আরে মশাই, রেলের চাকরিতে আর সুখ নেই। ভূতগত খাটুনি, এক পা রেলে আর এক পা জেলে। প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**ভুত ঝাড়া।**

রোজা কর্তৃক প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে (গৌণভাবে প্রেতকে) ঝাঁটা ইং প্রহার ও মন্ত্রপাঠ দ্বারা প্রেত বিতাড়ন।

>নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া।

সেই রবীন মাষ্টার, যাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দিয়েছি, কথাটি বলেনি, এখন তার সঙ্গে কথা বলে কার সাধ্য? নরেশ—রবীন মাষ্টার।

**ভুতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।** (সং)

মূল রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।

পশু পশ্যতি গন্ধেন ভুতে পশ্যন্তি বর্বরা।।

কোন কার্যের কি ফল মূর্খেরা পূর্বে বুঝিতে পারে না, কার্য ঘটিয়া গেলে পরে জানিতে পারে।

**ভুতের আবার গঙ্গাস্নান।**

গঙ্গাস্নানের ফলেও প্রেতাত্মার সদ্গতি হয় না।

>নিরর্থক পুণ্যকর্ম।

**ভুতের কাছে রামনাম।**

রামনাম শুনিলে ভূত ভয়ে পলাইয়া যায়।

>অসহনীয় কথা শ্রবণ।

মাঝে মাঝে সতী এবং মাঝে মাঝে বীণা বোধ হয় পিয়ানোয় বসিতেছে। আজ আর রবিবাবু, দ্বিজু রায় সেখানে কলকে পাইবেন না—"মান্য অতিথি" মল্লিক সাহেব কি বাঙ্গালা গান সহ্য করিতে পারিবেন? ভূতের কাছে রাম নাম। প্রভাত—সত্যবালা।

তু০ ভূতীকে ঘর রাম রাম।

**ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ।**

সংশ্লিষ্ট সকলেই যখন ভূত-প্রেত, তখন যে কোনো ব্যাপারের অপরিহার্য পরিণতি বিশৃংখলা ও অপচয়।

ব্রহ্মা। যে নবাব এমন লম্পট, তাহার রাজকার্য চলতো কিরূপে?

বরুণ। পাঁচজনে গোলে হরিবোল দিয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিত।

দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**ভুতের বেগার খাটা।**

প্রেতকে কোনরূপে বশীভূত করিতে পারিলে সে যেমন বিনা পারিশ্রমিকে বহু শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া দেয় সেইরূপ করা।

>যাহাতে কোনো লাভ বা স্বার্থ নাই এরূপ কার্যে বৃথা সময় নষ্ট করা।

আশ কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে'
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।

তু° Running a fool's errand. [রবীন্দ্র—মানসী (পত্র)।

**ভুতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে আমি পেলাম কাছে।**

যে বিপদ এড়াইবার চেষ্টা করা হয় তাহাতেই পড়া।

**ভুতের মুখে রামনাম।**

যে রামনাম শুনিলে ভুত পলাইয়া যায় নিজ মুখে সেই নাম উচ্চারণ।

>নিজের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করা।

তু° Devil quoting scriptures.

**ভুষণোর বাঙাল।**

ভূষণা—বর্তমান যশোহর-জিলাস্থিত জনপদ, যাহা পূর্বে ভূঁইয়ারাজা সীতারাম রায়ের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

>সরল স্বল্পবুদ্ধি পল্লীবাসী।

একজন নাপিত ছুটিয়া আসিয়া উপোর হাত ধরিয়া একস্থানে বসাইয়া পিতামহকে কহিল, মাথা কামানোর দক্ষিণা একটি আধুলি দিন।

নারায়ণ। কেন? আমরা কি ভূষনোর বাঙাল? তাই মাথা কামাইতে এক পয়সার স্থানে এক আধুলি দিব?

**ভুষণ্ডী কাক।** [ দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্যে আগমন।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বর্ণিত সুমেরুর উত্তরে সরোবর-তীরবাসী কাক, যিনি শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণ এবং দেবতার বরে অমর ও ত্রিকালদর্শী।

>অতি প্রাচীন ব্যক্তি যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে নানা অদ্ভূত গল্প করিয়া থাকে।

আজগুবি গল্প শুনতে চাও তো সাতকড়ি ঠাকুরদা'র কাছে যেও,—সন্ধ্যের পর যখন আফিমের নেশা চড়িয়ে ভূষণ্ডী কাকটি হয়ে ব'সে থাকেন।

**ভেক না হলে ভিখ মেলে না।** ভেক—বৈষ্ণবের বিশেষ বেশ।

উপযুক্ত পোষাক না হইলে প্রাপ্য সম্মান পাওয়া যায় না।

সেখানে আমি বড় সাহেব—তুমি ছোট সাহেব। রীতিমত ষ্টাইলে থাকতে হবে। ভেক না হলে কি ভিক্ষে মেলে নীলুদা?

[ প্রভাত—গল্পবীথি ( নীলু-দা )।

**ভেক নিলেই সাধু হয় না।**

কেবল বহিরাবরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় হয় না।

তু৹ The cowl does not make a monk.

**ভেটে লোক হেঁট হয়।** ভেটে—যে ভেট বা উপঢৌকন গ্রহণ করে।

উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ করিলে সম্মান ক্ষুন্ন হয়।

**ভেড়া বানানো।**

নিরীহ ভেড়ার মতো বশীভূত করিয়া রাখা।

ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে। টেকচাঁদ—আলাল।

**ভেড়া ম'রে ভট্টাচাযি্য।** দ্র৹ পাঁঠা ম'রে বোষ্টম।

পণ্ডিতগণ ভেড়ার মতো অতিমাত্র নিরীহ ও সরল-স্বভাব।

**ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।**

ভেড়ার দল বিপন্ন হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া সকলে মিলিয়া চিৎকার করিতে থাকে।

>বহু শিশুর একযোগে ক্রন্দন বা কোলাহল।

টিফিনের ছুটির পর আমরা ক্লাসে বসিয়া যখন ঈশপের গল্প আওড়াইয়া, তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠের সমবেত চীৎকারে—রীতিমত ভাবে 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন' লাগাইয়াছি, তখন নতুন গুরুমা ক্লাসে ঢুকলেন। [ শৈলবালা ঘোষজায়া—জন্ম-অভিশপ্তা।

**ভেড়ের ভেড়ে।**

ভেড়ে—ভেড়ার মতো নির্বোধ ও ভীরু।

অপদার্থ ব্যক্তিদের মধ্যে নিকৃষ্ট। অধমাধম।

তারা বলে কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে।
কোথা হৈতে কাল আইলি তুই ভেড়ের ভেড়ে॥

[ ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গল।

**ভেবা গঙ্গারাম।**

সং ভর্ভরা ( কিংকর্তব্যবিমূঢ় ) >ভেবরা, ভেবা।

অতিশয় নির্বোধ ব্যক্তি। হাবাগোবা।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত!

**ভেবাচেকা লাগা (খাওয়া)।** [ প্রমথ চৌধুরী—ঘোষালের ত্রিকথা।

সহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

জানো না সেখানেতে একা লাগে প্রথমতঃ ভ্যাবাচ্যাকা! দ্বিজেন্দ্রলাল—

তু৹ হক্কা বক্কা হোনা। [ আষাঢ়ে ( কর্ণবিমর্দন কাহিনী )।

To be flabbergasted.

**ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।**

বুদ্ধিমান লোক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে কাজ করে ; যে নির্বোধ সে আগে কিছু করিয়া ফেলিয়া পরে ফলাফল দেখিয়া চিন্তা করে।

তুং পহিলে সোচ বিচার, পীছে কীজে কার।

Look before you leap.

**ভেয়ের শক্র ভেয়ে, নেয়ের শক্র নেয়ে।** নেয়ে—নাবিক ; মাঝি।

ভ্রাতার সঙ্গে শত্রুতার মতো সমব্যবসায়ীর মধ্যেও শত্রুতা জন্মে।

তুং Two of a trade can never agree.

**ভেরেণ্ডা ভাজা।** ভেরেণ্ডা = গাবজাতীয় বন্য গাছের ফল।

নিরর্থক বাজে কাজ করা। বেকার জীবন যাপন করা।

আর পাঁচজনের মত সেও বিয়ে পাশ করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া......অর্থাৎ এককথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। 'বনফুল'—বিন্দু-বিসর্গ ( তিলোত্তমা )।

**ভেলায় চ'ড়ে সাগর পার হওয়া।**

লক্ষং তুচ্ছ বস্তুর সাহায্যে দুরূহ কার্য করিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?

[ মাইকেল—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।

**ভেসে যাওয়া।**

পাত্রে অধিক জল ঢালিলে তাহা পূর্ণ হইয়া উদ্বৃত্ত জল ভাসিয়া ( উপচাইয়া ) বাহির হইয়া যাওয়া।

>সংকুলান হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া।

আমাদের দেশে মেয়েছেলের আর খরচ কি বলুন ? বিশেষ ক'রে বিধবা মানুষের ? দেড়শ দু'শ হলেই ভেসে যাবে। সীতা দেবী—পরভৃতিকা।

**ভোঁ-দৌড়।**

ভ্রমর যেমন ভোঁ শব্দ করিয়া দ্রুত উড়িয়া যায়, সেরূপ বেগে দৌড়ানো।

চিরঞ্জীব। এবার কিন্তু খুব পালিয়ে এইছি। চেয়ে দেখি কি না মাধুরী চুলছে ; অমনি আমি......ভোঁ দৌড় ! দ্বিজেন্দ্রলাল—পাষাণী।

**ভোগের আগে প্রসাদ।**

প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পূর্বেই সামগ্রীর অপব্যবহার।

বাবার জন্যে তামাক সাজতে গিয়ে ভোগের আগে প্রসাদ হয়েই যেতো।

**ভোজনীর সঙ্গে ব'সে রাঁধুনীর সঙ্গে ওঠা।**

গোড়াতেই অন্য সকলের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সর্বশেষে রাঁধুনীর পর্যন্ত যখন খাওয়া শেষ হয় তখন ওঠা।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাওয়ার অভ্যাস।

**ভোজনে চ জনার্দনম্।** (সং)

মূল ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং বিবাহে চ প্রজাপতিম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দনম্ ॥

ভোজনের পূর্বে বিষ্ণুর জনার্দন নাম স্মরণ করিলে সব বিঘ্ন দূর হয়।

**ভোজনে নৃত্যন্তি বিপ্রাঃ।** (সং)

ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ভোজনপ্রিয়, ভোজনের প্রসঙ্গে আনন্দে নৃত্য করে।

**ভোরের সাধা ঠেলে, সারাদিনেও না মেলে।** দ্র° বিহানের লৌকিক ই°।

**ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।** অর্থ সুস্পষ্ট।

প্রমাণ—অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।

**ভ্রমিয়া বারো, ঘরে ব'সে তেরো।** [ (মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ।)

বহু তীর্থ পর্যটন করা অপেক্ষা গৃহে থাকিয়া ধর্মকর্ম করা ভালো।

# ম

**মগডালের ফুল দেবতাকে দান।** দ্র° গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

**মগের মুল্লুক।**

ব্রহ্মদেশীয় বা বর্মীদের নামের পূর্বে মঙ্ (শ্রী) ব্যবহারের প্রথা হইতে তাহারা মগ নামে পরিচিত (জ্ঞানেন্দ্র)। আরাকান ই° সমুদ্রকুলবর্তী অঞ্চলে তাহাদের বাস। খৃ° ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মগেরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়াছিল এবং দক্ষিণ বঙ্গ, আসাম ও মণিপুরে লুটতরাজ চালাইত।

>শত্রুনিপীড়িত অরাজক দেশ, যেখানে কোনো আইন-শৃঙ্খলা নাই।

মগের মুল্লুক নাকি, ঘর ভেঙে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?

**মঘা,—এড়াবি ক' ঘা!** [ দীনবন্ধু—নীলদর্পণ।

মঘা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চতারকাযুক্ত দশম নক্ষত্র। ফলিত জ্যোতিষ মতে মঘা ও তাহার পূর্ববর্তী নক্ষত্র অশ্লেষা অত্যন্ত অনিষ্টকারী।

মঘা নক্ষত্রের প্রভাবকালে যাত্রা করিলে বহু বিপদ ঘটে।

**মঙ্গলচণ্ডী পূজো পান না, সুবচনী হাত বাড়ায়।** দ্র° সুবচনীর খোঁড়া হাঁস।

>অপ্রধানের সম্মান পাইবার দুরাকাংক্ষা।

**মঙ্গলের উষা বুধে পা,—যেথা ইচ্ছা সেথা যা।** (খনা)

মঙ্গলবার শেষ হইয়া বুধবার আরম্ভ হওয়ার সন্ধিক্ষণ যাত্রাপক্ষে শুভ।

**মজুরকে লাথি, হুজুরকে সেলাম।**

লোকে উর্ধ্বতন ব্যক্তির তোষামোদ করে, অধস্তনের পীড়ন করে।

**মজুরি পোষায় না।**

অধিক শ্রম বা অর্থব্যয়ের অনুপযুক্ত। অনাবশ্যক।

তু° The game is not worth the candle.

**মটরের হুড়হুড়ানিতে (চাপে) মসুরি চেপ্টা।**

ব্যা° মটর এবং মসুর একস্থানে থাকা। বৃহদাকার মটরের হুড়াহুড়ির ফলে ক্ষুদ্র মসুর চেপ্টা হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ° প্রবলের মাতামাতির মাঝে পড়িয়া দুর্বলের লাঞ্ছনা হয়।

**মড়া (মরা)-কান্না।**

কাহারও মৃত্যু হইলে পরিজনবর্গের যেরূপ সমবেত ক্রন্দনের রোল উঠে, কোনো আকস্মিক বিপত্তিতে সেইরূপ উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ।

বিধুভূষণ গ্রেপ্তার হইলে…বিধুভূষণের বাটিতে মরা-কান্না উঠিল।

**মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!** [ দামোদর মুখো°—নবীনা।

লক্ষ° বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার দুর্ভোগ বৃদ্ধি।

জমি-জমা, বাগান-বাগিচা, ভিটা-মাটী, সকলেরই চুলচেরা অর্দ্ধেক বিধুভূষণ ভাগ করিয়া লইবে। আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, নগদ এক হাজার টাকা তাকে দিতে হইবে। দামোদর মুখো°—নবীনা।

তু° To add insult to injury.

**মড়ার চুল ফেলে হালকা করা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু° सिर मुड़ाये मुरदा हलका नहीं होता।

**মণিকাঞ্চন যোগ।**

লক্ষ° সমতুল্য দুইটি বস্তুর একত্র সমাবেশ।

একে সংসারের কষ্ট, তাহার উপর বাক্য-যন্ত্রণা, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! নিরুপমা দেবী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

**মণিহারা ফণি।**

কবি-প্রসিদ্ধি—সাপের মাথায় উজ্জ্বল ও মহামূল্য মণি থাকে।

লক্ষ° শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়া শোকে আত্মহারা।

কোথা মোর গুণমণি?
মণিহারা আমি গো ফণিনী। মাইকেল—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

**মৎস্য চেনে গভীর গম্য, পক্ষী চেনে ডাল,**
**মায়ে জানে পুতের দরদ জীয়ে যতো কাল।**

গভীর গম্য—জলাশয়ের গভীর ও নিরাপদ অংশ।

>যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তাহারই মর্ম বুঝা যায়।

**মদ খাওয়া বড়ো দায়; জাত রাখার কি উপায়?**

মদ্যপানে স্বাস্থ্যহানি হয় এবং সমাজে পতিত হইবারও ভয় থাকে।

**মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।**

সুখের আকাংক্ষা আছে, কিন্তু তাহার জন্য ক্লেশ সহিতে অনিচ্ছুক।

**"মধুর কোমলকান্ত পদাবলী।"** (জয়দেব—গীতগোবিন্দম্)

মূল যদি হরিস্মরণং সরসং মনো বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥

কবি জয়দেব গোস্বামী রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের পদাবলী।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রত্যেক গানে কবি নিজেই তাল ও রাগিণীর সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং আজ পর্যন্ত সেই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী সেই তালে সেই রাগিণীতেই গীত হইয়া আসিতেছে।

**মধুরেণ সমাপয়েৎ।** (সং) [সুধীর রায় ও অপর্ণা দেবী—কীর্তন পদাবলী।

মূল কুর্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং দধ্যন্তং ন কদাচন ॥
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি চ যাতি তু।
তদ্দোষহর্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥

মধুর বস্তু দ্বারা আহার শেষ করিবে।

>সকল ব্যাপারের মনোরম পরিসমাপ্তি বাঞ্ছণীয়।

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসচি রসিক বাবু? জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ!' রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।** (সং)

মূল যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবেপি মাষকম্।
মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্ ॥

মধুর অভাবে গুড় দিবে,—পূজাদির জন্য এই বিকল্প-ব্যবস্থা।

>উৎকৃষ্টের অভাবে সমজাতীয় নিকৃষ্ট দ্রব্য ব্যবহার্য।

বাজনা বন্ধ করে যখন কথাই সুরু করলেন,—তখন অগত্যা বসে-বসে তাই শোনা যাক; কেন না প্রবাদ বিধান দিয়েছে, মধু দুর্লভ হলে গুড় খাওয়াই প্রশস্ত! হেমেন্দ্রকুমার রায়—আলেয়ার আলো।

**মনঃপূতং সমাচরেৎ।** (সং, মহাভারত, মনুস্মৃতি)

মূল দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥

শুদ্ধভাবে সর্ববিধ কার্য করিবে।

তু॰ বাতেঁ কহিয়ে জগভাতা, রোটী খাইয়ে মনভাতা।

**মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেত্তনে?**

অবান্তর বিষয়ে মন পড়িয়া থাকিলে সদ্‌বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় না।

**মনকলা খাওয়া।**

"মনে করো এতগুলি কলা ছিল তাহার এতগুলি তুমি খাইলে ই॰"—শিশুগণকে এরূপ সরল মানসাঙ্ক কষিতে দিলে তাহারা মনে মনে কলা খাওয়ার সুখ অনুভব করে। >কল্পনায় সুখ উপভোগ করা।

তুমি মনে মনে মনকলা খাও কালনেমির মতন। গোপাল উড়ে—গান।

তু॰ খ়েয়ালী পোলাও পকানা।

**মনকে চোখ ঠারা।**

চোখ ঠারা—চক্ষের ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব বুঝাইবার চেষ্টা।

কুযুক্তির দ্বারা নিজের মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া প্রতারিত করা।

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম করিতেছে—শাসন করিতেছি। বঙ্কিম—আনন্দমঠ।

**মন গুণে ধন; (+দেন নারায়ণ)।**

যাহার মন ভালো ভগবান তাহাকেই ধনৈশ্বর্য দেন।

**মন চাঙ্গা তো কেঠোতেই গঙ্গা।**

বৈষ্ণব গুরু রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম রৈদাস (বাং রুইদাস) জাতিতে চর্মকার ছিলেন। কথিত আছে, কোনো এক পর্বদিনে গঙ্গাস্নানার্থী এক যাত্রীকে তিনি কয়েকটি কড়ি (মতান্তরে সুপারি) দিয়া তাঁহার নামে গঙ্গায় অর্পণ করিতে বলেন। গঙ্গাদেবী তাহা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া একটি সুবর্ণ-কঙ্কণ রৈদাসের উদ্দেশে দান করেন। সে ব্যক্তি ঐ সুন্দর কঙ্কণটি রৈদাসকে না দিয়া শেষ পর্যন্ত রাজাকে দিলেন। রাজা এই কঙ্কণের জোড়া মিলাইতে চাহিলে কোনো স্বর্ণকার তাহা পারিল না। তখন রাজা সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে তাঁহার আদেশে রৈদাসকে গঙ্গাদেবীর নিকট হইতে আর একটি অনুরূপ কঙ্কণ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইল। রৈদাস গঙ্গায় না গিয়া গৃহেই একটি জলপূর্ণ কেঠোয় হাত ডুবাইয়া গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করিলে আর একটি কঙ্কণ পাওয়া গেল।

ঐকান্তিক ভক্তি থাকিলে গৃহে থাকিয়াই পুণ্যার্জন করা যায়।

তু॰ মন চংগা তো কঠৌতী মেঁ গঙ্গা।

**মন না মতি।**

মানুষের মতি বা প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। মনও নির্ভরযোগ্য নয়,—প্রবৃত্তির মতোই চঞ্চল।

কিন্তু চাপা রইল না, হায়; মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—কথায় বলে মন-না-মতি!

[ সত্যেন্দ্র দত্ত—কুহু ও কেকা।

**মন না মুড়ালে, মুড়ালে কেশ;**
**গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।**

**মন বোঝে না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।**

অন্তর নির্মল ও ধর্মপ্রবণ না হইলে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান ও তীর্থ-ভ্রমণের দ্বারা ধার্মিক হওয়া যায় না।

**মন প'ড়ে থাকা।**

মন সর্বদা কোনো একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হইয়া থাকা।

কলিতে জীবের—প্রধানতঃ বাঙ্গালীর—অন্নগত প্রাণ।…ক্ষীরের সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, অথচ ভাতের জন্য তোমার প্রাণ পড়িয়া থাকিবে।

[ যোগিন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**মন-পবনের নাও।**

বায়ু অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুতগতি মনের দ্বারা চালিত যান—কল্পনা।

**মন ভাঙলে ( +লোহার বাড় দিয়েও ) জোড়া যায় না।**

কাহারো সহিত সদ্ভাব নষ্ট হইলে আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

তু০ फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता।

**মন ভাঙানো**

নিন্দা বা মন্দ প্ররোচনা দ্বারা অপরের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করা।

রাজার আদর আগে ঘাটে নাই কিছু।
কুমন্ত্রী মামুদা মন ভাঙাইল পিছু ॥ ঘনরাম - ধর্ম্মমঙ্গল।

**মনসার কাছে ধুনোর গন্ধ।** দ্র০ ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে।

**মনসার ভয়ে খাট বানালে, ওলাবিবির তরে কি ঠাওরালে?**

পল্লী-অঞ্চলের তিনটি ভয়ের দেবতা—সাপের দেবতা মনসা, বসন্তের শীতলা, ওলাওঠার ওলাইচন্ডী বা ওলাবিবি।

সাপের ভয়ে খাটে শয়নের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন তেমন সহজ নয়।

**মনিব বৈরী তো দেশ ছাড়ি, দেশ বৈরী তো প্রাণে মরি।**

রাজা বা প্রভু শত্রু হইলে দেশত্যাগে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু দেশের জনসাধারণ শত্রু হইলে রক্ষার কোনও উপায় নাই।

**মনিষ্যি, না পক্ষী।**

পাখী এই এখানে আছে, আবার উড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। মানুষও প্রায় সেইরূপ; এক স্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

মা আমার লক্ষ্মী, মনিষ্যি না পক্ষী!—
এই ছিলেম তরীতে, কোথায় এনু ত্বরিতে।
কলকেতায় এসেছি সদ্য, বসে বসে লিখছি পদ্য। রবীন্দ্র—

**মনে করি করি ( করী ) করি, হয় হয় ( বৈ ) হয় না।** [ কড়ি ও কোমল।

(১) কিছু করিবার আগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া সফল হইতে হইতে অবশেষে অকৃতকার্য হওয়া।

(২) হাতী পাইবার আশা করিয়া কার্যতঃ ঘোড়ার বেশী আর কিছু না পাওয়া।

**মনে করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাও ( ডাঁও )।**

গাছে ডাব দেখিয়া কাকের আনন্দ,—এতবড়ো ফল, পাকিলে খাইবে। সে জানে না যে ডাব পাকিলে নরম হয় না, আরও কঠিন হয়।

>নির্বোধের অলীক আশা।

**মনে মনে ক'রে আছি খাবো চিঁড়া-দই ;**
**বিধাতা মাপান বুঝি ধানশুদ্ধ খই।**

মনের আশা পূর্ণ না হওয়ার সম্ভাবনা।

**মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।**

দরজার দুটি পাল্লায় মিল থাকিলে যেমন বন্ধ করিয়া খিল আঁটা যায়, সেইরূপ দুজনের মনের মিল হইলে স্থায়ী অনুরাগ জন্মে।

রাজা। মাধবীলতা তোমায় বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এত ব্যাকুল।

মাধব। মহারাজ, মনে মনে মিল। লেগে গেল খিল॥ বিয়ে করি না করি যখন সে আমায় ভালবাসত, আমি তাকে ভালবাসতেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল। দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী।

**মনে যে বা সে বা, কথায় দরিদ্র কে বা?**

প্রকৃত মনের ভাব যাহাই হউক, মধুর বচন প্রয়োগে সকলেই পটু!

**মনের অগোচর পাপ নেই, ( + মায়ের অগোচর বাপ নেই)।**

কেহ পাপকার্য করিলে আর কেহ জানিতে না পারুক নিজের মনে সে সমস্তই জানে। সন্তানের জন্মদাতা কে, তাহা সন্তানের মাতাই জানে। গোপন কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই জানে।

**মনের কথা মনই জানে, আর জানে মোর ভগবানে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মনের কথা মুখে ফুটলেই লোকে বলে পাগল।**

মনে যখন যাহা উদয় হয় চতুর ব্যক্তি তাহা সমস্ত প্রকাশ করে না। সকল কথা যে বলিয়া ফেলে তাহাকে নির্বোধ বা পাগল মনে করা হয়।

**মনের সুখই সুখ, ধনের সুখ নয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট রূপে।**

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব রাজার নয়—মন্ত্রীর। নারীর রূপ তাহাকে গর্বিতা ও বিপথগামী করিয়া তুলে।

**মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।**

সংকল্প সিদ্ধ করা এবং না পারিলে দেহপাত করা—এইরূপ দৃঢ়পণ।

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ ভালমতে তাই জানাব।

তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন যা হবার তাই ঘটাব।।

[ রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।**

দুঃসংবাদ অনর্থক প্রচারিত হয় না,—তাহা সত্যই হইয়া থাকে।

**মন্দ খবর হাওয়ায় ছোটে।**

দুঃসংবাদ লোক-পরম্পরায় অতি দ্রুত প্রচারিত হয়।

তুং Ill news runs apace.

**মন্দের ভালো।**

মন্দ হইলেও সম্পূর্ণরূপে মন্দ নয়,—অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ভালো।

রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে উপস্থিত মন্দের ভালো।

**ময়না ময়না ময়না,—সতীন যেন হয় না।** ( মেয়েলী )

মেয়েলী গ্রাম্য ছড়ার অংশ বিং।

তুং অশ্বথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা করি।

**ময়রার ছেলে মণ্ডা খায় না।**

(১) ময়রা মণ্ডা বেচিয়া জীবিকার্জন করে ; নিজেরা খাইলে লোকসান হয় বলিয়া খায় না। অথবা (২) অতি ঘনিষ্টতা হইতে বিতৃষ্ণা জন্মে বলিয়া।

তুং जेकर मैया पूआ पकावे, तेकर धीया लिलके।

**ময়ূর-ছাড়া (+নব) কার্তিক।**

অবিকল কার্তিক ঠাকুরের মতো, প্রভেদের মধ্যে ময়ূরের অভাব।

পরম রূপবান ও সুসজ্জিত পুরুষ।

মায়ের আমার জামাই যা হয়েছে, অমন কারোদেরও হয় না। আহা ছেলে তো নয়, যেন মোর ছাড়া কার্ত্তিক। ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি

**ময়ূরপুচ্ছধারী কাক।**

ঈশপের নীতিকথায় বর্ণিত কাক, যে কয়েকটা ময়ূরপুচ্ছ অঙ্গে ধারণ করিয়া গর্বিত হওয়ায় লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

লক্ষ° পরের প্রসাদে যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করে।

**ময়ূর বলে, কুঁকড়ো দাদা বুক ফুলিয়ে চ'লো না।**

মহতের সম্মুখে অধমের গর্ব অতি অশোভন।

**মরণ-কামড়।**

শত্রুহস্তে মৃত্যু অবধারিত ও আসন্ন বুঝিয়া শেষ মুহূর্তে শত্রুর যথাসাধ্য অনিষ্ট করিবার চেষ্টা।

তখন রাজপুত্র বলিলেন,—"মহারাজ, দেখিলেন,—রাণী রাক্ষসী কি না?—এইবার রাক্ষসী নিপাত যাও!"

শুকের গলা ছিঁড়িল—রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। রাক্ষসীর মরণ, মরিতে মরিতেও মরণ-কামড়ী—রাজার সিংহাসন ধরিয়া টান মারে আর কি! সর্ সর্ করিয়া রাজা বাঁচিয়া গেলেন।

তু° A death-grapple. [ দক্ষিণারঞ্জন—ঠাকুরমার ঝুলি।

**মরণকালে অন্ন-বিচ্ছেদ।**

মৃত্যুর পূর্বে রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হওয়ায় রক্ত চলাচলের অভাবে দেহ শীতল হয়। কিন্তু তাহা শুভ লক্ষণ নয়।

**মরণ, ধরণ, পানি,—বরাহ কহে তিন নাহি জানি। ( খনা )**

বরাহ—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্তর্গত বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ এবং খনার শ্বশুর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কে কখন মরিবে, কখন বৃষ্টি হইবে বা বন্ধ হইবে—এই সকল কথা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না।

**মরণ-পাখা ওঠা। মরণ-বাড় বাড়া।**

দ্র° পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরণের তরে। অত্যুচ্চ পতনায় চ।

**মরণ সময়ে রোগী ঔষধ না খায়।**

মৃত্যুর পূর্বে রোগীর মতিচ্ছন্ন ঘটে, ঔষধ সেবনের উপকারিতা বুঝিতে পারে না এবং ঔষধ খাইতে চায় না।

তু° বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

**মরণের চেয়ে পোড়নের ঘা বেশী।**

মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা দেহের কোথাও একটু পুড়িয়া গেলে তাহার ক্লেশ অধিক মনে হয়। সামান্য বিপদও গুরুতর বিপদ অপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়।

**মরদ কী বাত, হাথী কা দাঁত।** ( হিং )

পাং মহতের বাত, হাতীর দাঁত—পড়ে তবু নড়ে না।

মরদ যদি কথা কয়, কচুপাতার পানি নয়।

মহতের মুখের কথা (অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা) হাতীর দাঁতের মতো—

(১) একবার মুখের বাহির হইলে ফিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করে না,

(২) অত্যন্ত কঠিন,—কখনও ভঙ্গ হয় না,

(৩) সর্বদা সমান শুভ্র, কখনও ম্লান হয় না।

ঘটক। মন্মথবাবু যা বলবেন, সে কথার নড়চড় নাই; "মরদকা বাৎ হাতী কা দাঁত," একেবারে সাদা। অমৃত বসু—বিবাহ-বিভ্রাট।

তুং ভদ্রলোকের এক কথা।

A gentleman's word is his bond.

**মরদের জিদে বাদশা, মেয়ের জিদে বেশ্যা।**

পুরুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে আত্মোন্নতি করিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোক একগুঁয়ে হইলে তাহার চরম অধঃপতন ঘটিতে পারে।

পুরুষের পক্ষে যাহা গুণ স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা দোষ হইতে পারে।

**মরবার ওষুধ গলায় বাঁধা।**

রোগমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে মাদুলি ইং দৈব ঔষধ ধারণ করা হয়। তাহা না করিয়া এরূপ ঔষধ ধারণ করা যাহাতে মৃত্যু হয়।

লক্ষ্যং ইচ্ছা করিয়া নিজের অনিষ্টকর কার্য করা।

গোপনে পিরীত করা, মরবার ওষুধ গলায় পরা। গোপাল উড়ে—গান।

**মরবার সময় হরিনাম।**

>শেষ মুহূর্তে সামান্য চেষ্টার দ্বারা বিপদোদ্ধার হইবার চেষ্টা।

**মরলে শহীদ, মারলে গাজী।**

মুসলমানের বিশ্বাস—কাফের বা বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় পুণ্য আছে। বিধর্মীকে মারিতে পারিলে গাজী এবং মরিলে শহীদ উপাধীতে গৌরবান্বিত হয়।

**মরা গরু ঘাস খায় না।**

লক্ষ্যং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিন্ড উৎসর্গ করা নিরর্থক। চার্বাক-নীতি।

ভক্তপ্রসাদ। এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দিবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রদ্ধটাও লোপ করবে? মাইকেল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

তুং मुआ घोड़ा भी कहीं घास खाता है?

**মরা গাঙ কুমীরে ভরা।**

নদী দ্বারা বহু উপকার হয়। কিন্তু জল মরিয়া গিয়া কেবল কুমীরে পূর্ণ হইলে কোনো উপকার না হইয়া অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষ০ যে ব্যক্তির ইষ্ট সাধনের ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া কেবল অনিষ্ট সাধনের শক্তি অবশিষ্ট আছে।

একদিন এই চৌধুরীরা ছিল—শুধু জমিদার নয়—গাঁয়ের মা-বাপ। আজ আর সেদিন নেই,—এখন মরা গাঙ কুমীরে ভরা।

**মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।**

বাঘ মারা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মরা বাঘকে কয়েকটা কিল মারিয়া বাঘ মারার সুলভ খ্যাতি লাভের চেষ্টা। মিথ্যা বাহাদুরী।

তু০ Flogging a dead horse.

**মরা বাঘের চেয়ে জ্যান্ত বেরাল ভালো।**

মৃতের কোনও মূল্য নাই।

তু০ मुए शेर से जीती बिल्ली भली।

**মরা মানুষ কথা কয় না।**

যে মরিয়া গিয়াছে সে কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না।

তু০ The dead man tells no tales.

**মরা মুখ দেখা।** (মেয়েলী)

এরূপ শপথ যে, নিষিদ্ধ কার্য করিলে নিষেধকারীর মৃত্যু হইবে।

খবরদার, তুমি যদি পরেশবাবুর টাকা ছোঁও ত আমার মরা মুখ দেখবে।

অচিন্ত্য—ছিনিমিনি।

**মরার বাড়া গাল নেই।**

যতো প্রকার অমঙ্গল হইতে পারে তাহার মধ্যে মৃত্যুর তুল্য কিছু নয়।

>চরম দুর্দশা বা অধঃপতনের পর আর অধিক অমঙ্গল হইতে পারে না।

মরার বাড়া গাল নাই! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না। রবীন্দ্র—গোরা।

**মরা সোসাইটী।**

কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটী নামক পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট যাদুঘর, যেখানে নানা মৃত পশুপক্ষী ও কঙ্কাল সংরক্ষিত আছে।

আমার দু-পাঁচদিন দেরি হবে। মরা সোসাইটী, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচিনে।

শরৎ—শ্রীকান্ত।

**মরা হাতী লাখ টাকা (সওয়া লাখ)।** পাঃ হাতী মরলেও ঘোড়ার দুনো।

পশুকুলের মধ্যে হস্তীর মর্যাদা ও মূল্য সর্বাধিক। মৃত্যুর পরও তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না; তাহার দাঁত, হাড় ও চামড়ায় বহু মূল্যবান বস্তু নির্মিত হয়।

লক্ষ° মহৎ ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থা হীন হইলেও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তোমার গানের শখ আছে দেখছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা। পরশুরাম—ভুষণ্ডীর মাঠে।

তু° हाथी हजार लटा, तौभी सवा लाख टकेका।

**মরিচ যতো পাকে ততো ঝাল।** দ্র° বিপুল পাকা।

লক্ষ° বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দোষগুণ বাড়ে।

চিকন গোয়ালিনী কয়—শুন কথার লাল।
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল॥
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস।
মুখের কথায় মোর ত্রিজগৎ বশ॥ দ্বিজ ঈশান—কমলা।

**মরিচাতে যতো ক্ষয়, ব্যবহারে ততো নয়।**

জিনিস ব্যবহারে নষ্ট হয় না, যেমন হয় অব্যবহারে।

লক্ষ° বলবুদ্ধি প্রয়োগ করিলেই তাহার উন্নতি হয়।

**মরিনি, চোখ বুজেছি, পাড়া-পড়সীর মন বুঝছি।**

মৃত্যুর পর লোকে দোষগুণের কিরূপ আলোচনা করে তাহা শুনিবার জন্য মৃত্যুর ভান করা।

পরের মনোভাব জানিবার জন্য কৌশল প্রয়োগ।

**মরি-বাঁচি ক'রে করা।**

মরিব কি বাঁচিব সে চিন্তা না করিয়া কায়ক্লেশে কোনো কাজ করা।

মরি-বাঁচি ক'রে খেটে যাচ্ছি ব'লে এখনও কি তেমনি সবল আছি?

**মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!**

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে হতচেতন করিয়া, ভাবিয়া গেল যে, রাম মরিয়াছে; পরক্ষণেই সংবাদ আসিল, রাম আবার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান। শিবনাথ শাস্ত্রী—সাহিত্য-রত্নাবলী (আসল ও নকল)।

>পরাভূত শত্রুর শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা।

**ম'রেও মরে না সে, যদি লোকে ঘোষে;**
**বেঁচেও বাঁচে না সে, যদি লোকে দোষে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**ম'লে কেউ সাথে যায় না।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু॰ साथ न कोई आये न कोई जाये।

**মশা মারতে কামান দাগা (পাতা)।**

লক্ষ॰ অকিঞ্চিৎকর কার্যের জন্য বিরাট আয়োজন করা।

তু॰ To break a fly on the wheel.

**মশার কামড় না সয় পায়ে, ছোটলোকের কথা না সয় গায়ে।**

**মশাল্‌চি আপনি কানা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

মশালের আলোয় আর সকলে পথ দেখে, কিন্তু মশালের আলো চোখে পড়ায় মশালধারী নিজে কিছু দেখিতে পায় না।

লক্ষ॰ যে অপরকে সদুপদেশ দেয়, সে নিজে তাহা মানিয়া চলে না।

**মশালের কাছে চেরাগের আলো।** দ্র॰ চাঁদের কাছে জোনাকি ই॰।

**মসুরির ডাল যেন বাঁধা মল্‌মলে।**

দেহের রক্তাভ গৌরবর্ণের উপমা,—পাতলা কাপড়ের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হওয়া মসুর ডালের বর্ণচ্ছটা।

**মহতের আঁস্তাকুড়ও ভালো।**

মহতের আশ্রয়ে হীন অবস্থাতে থাকিলেও সঙ্গগুণে তাহা শ্রেয়ঃ।

**মহাগুরু-নিপাত।**

জনক, জননী, আচার্য, পতি ই॰ শ্রেষ্ঠ গুরুজনের মৃত্যু অতি দুর্ভাগ্যের ঘটনা। এই সময়ে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা—এইরূপ বিশ্বাস।

হরিহর তাহার মায়ের শ্রাদ্ধ সারিয়া কর্মস্থানে চলিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন,—মহাগুরু নিপাত হলো, এক বছর খুব সাবধানে থাকিস বাবা।

**মহাজন-পদাবলী।**

ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা-সংক্রান্ত কীর্তন গান।

**মহাজন সাচ্চা, রাজা গড়ে,—এদের কখনো না লক্ষ্মী ছাড়ে।**

ব্যবসায়ী সৎপথে চলিলে এবং রাজা সুরক্ষিত দুর্গে থাকিলে নিরাপদ।

**মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।** (সং, মহাভারত—বনপর্ব)

"কঃ পন্থাঃ ?" (শ্রেষ্ঠ পন্থা কি ?)—বকরূপী ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

মহতেরা যে পথে চলিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট পথ।

—ঘোষাল নিজে করবি কুকীর্ত্তি আর বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলিনি, বাংলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বসব, আমি ত একজন ছোট গল্পকার। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" হিসেবেই আমি চলি। প্রমথ চৌধুরী—ঘোষালের ত্রিকথা (ফরমায়েসি গল্প)।

**মহাপ্রভু।**

(১) পরমেশ্বর। (২) ধর্মগুরু—যথা চৈতন্যদেব।

ব্য০ অপদার্থ ব্যক্তি। দুরাত্মা।

এই মহাপ্রভুরা স্বদেশে থাকিতে, ব্রাহ্মণ হইলে রেলওয়ে ষ্টেসনে পানি পাঁড়ে হইয়া থাকেন। অন্য জাতি হইলে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে এমন কাজ নাই যা করেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

**মহাপ্রসাদ।** দ্র০ বৃথা মাংস।

**মহাভারত!**

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের নামে শপথ করিয়া প্রতিবাদ বা অস্বীকার।

নারায়ণ। কার্ত্তিক ও গণেশ বাবাজীরা আছেন। উঁহারা দেখিবেন। উপযুক্ত হইয়াছেন, এখন হইতে বিষয়কর্ম্ম না দেখিলে চলিবে কেন?

শিব। মহাভারত! ও বেটারা মানুষ হলে ভাবনা কি? দুটো ছেলের একটাও মানুষের মত হল না। দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে্য আগমন।

**মহাভারত (চণ্ডী) অশুদ্ধ হওয়া।**

এমন গুরুত্বপূর্ণ ভ্রম বা ত্রুটি যাহার সংস্পর্শে মহাভারত বা চণ্ডীর মতো ধর্মগ্রন্থেরও পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে।

অত্যন্ত গুরু দোষ বা অপরাধ হওয়া।

তুমি চাইলে টাকাটা সহজে পাওয়া যাবে। আমরা চাইলে হয়ত ওজর আপত্তি করে কাটিয়ে দিতে পারে—এই জন্যেই তোমাকে দিয়ে চাওয়ানো। এতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? [উপেন্দ্র গঙ্গো০—অমলা।

**মা অবান্তে বাপ তালুই; (+ভাই হলো গিয়ে বনের বালুই)।**

অবান্তে—অবর্তমানে। বালুই=বালহাঁস।

মায়ের মৃত্যু হইলে পিতার সহিত সন্তানদের স্নেহের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়। ভাই গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

এমনি পোড়াকপাল, মা-টা গেল ম'রে—আর মা মরলে বাপ তো তালুই। বুদ্ধদেব বসু—অভিনয়, অভিনয় নয় (বোন)।

**মাই ডীয়র লোক।** ইং My dear >

যে ব্যক্তি অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশার জন্য সকলের প্রিয়।

সে কি? তোমার মতন এমন একটি মাই-ডিয়ার মানুষের সন্ধ্যাবেলা কোন এনগেজমেণ্ট নেই, একি সম্ভব? সুবোধ ঘোষ—শ্রেয়সী।

**মাইরি প্রাণ (দিদি) ফুট কড়াই, গড়িয়ে দিলে কুড়িয়ে খাই।**

মাইরি—মা তুলিয়া কঠিন শপথ, আনন্দ বা বিস্ময় প্রকাশক শব্দ।

আনন্দের আতিশয্যে অত্যধিক আত্মহারা হওয়া।

**মাইরি মাইরি করা।**

প্রবল আনন্দে বা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তীব্র অস্বস্তি বোধ করা।

দোপেঁয়াজা মালাইকারী! উহু! সর্ব্ব শরীর-মন কেমন মাইরি মাইরি করছে বাবা! চারু বন্দো০—আলোকলতা।

**মা-ও মেরেছে, ঘরেও ভাত নেই।**

মা মারিয়াছে বলিয়া ছেলে রাগে বা অভিমানে ভাত খাইবে না। আবার ঘরেও অন্নাভাব, কাজেই খাইবার ইচ্ছা থাকিলেও পাইবার উপায় নাই;—ফলে অভুক্ত থাকিতে বাধ্য হওয়া।

বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে ক্লেশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া।

**মাংসে মাংসবৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল,**
**দুধে হয় বীর্যবৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয়।**

(এই প্রবাদের বিভিন্ন পাঠভেদ ও অর্থ দেখা যায়।)

মাকড়—(১) পোকা শব্দের সহ০ = কীট, (২) মাকড়সা।

ধোকড়—স্থূল বস্ত্রখণ্ড বা ছিন্নকন্থা > তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু > কিছু না (তু০ ঘোড়ার ডিম, কচু, কাঁচকলা ই০।)

বাকড়—উদ্ভিজ্জ পদার্থের তন্তুময় অসার অংশ (ইং cellulose); ছিবড়া (চালতা, আক ই০ চিবাইয়া যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়)।

এক ব্রাহ্মণ-তনয় একটি ব্রাহ্মণেতর জাতির বালকের সহিত খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ-তনয় ক্রীড়াচ্ছলে একটা কীট মারিয়া ফেলে। তাহার সাথী বলিল—আহা, জীবহত্যা করিলে? পাপ হবে যে! সে বালক নিজে তখন একটা চালতা পাড়িয়া লইয়া চিবাইতেছিল। ব্রাহ্মণ-তনয় উত্তর করিল,—আর তুই যে চালতা খাচ্ছিস! জানিস না? মাকড় মারলে কিছুই হয় না; বরং চালতা খাওয়া বড়ো দোষ,—তাতে পেটের ভেতর বাকড় জন্মায়।

লক্ষ০ নিজের কুকর্মকে তুচ্ছ এবং অপরের কুকর্মকে গুরুতর জ্ঞান করা।

তু০ আপন দোষে জন্মকানা, পরের দোষ পর্বতপানা।

**মাকড়ের হাতে ঝুনা নারিকেল।** মাকড়=মর্কট, বানর।

বানর ঝুনা নারিকেল পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

লক্ষ০ যে বস্তু ব্যবহার করা যায় না তাহা পাইয়া কোনো লাভ নাই।

মোরে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।

মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল ।।

তু০ বেল পাকলে কাকের কি? [ বড়ু চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

**মাকাল ঠাকুর রাগ করবে, নিজের বিলে গিয়ে শুয়ে থাকবে।**

মাছের দেবতা মাকালকে কেহ ভয় করে না, খাতিরও করে না।

দ্র০ ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাওয়া।

**মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্।** (সং, শঙ্করাচার্য—মোহমুদ্গর)

মূল মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।

ধনবল, জনবল বা যৌবনের গর্ব করিও না,—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী।

**মা'কে মামারবাড়ী দেখানো।**

যেটা নিজের মামাবাড়ী সেটা মায়ের পিত্রালয়। জন্মাবধি সেখানে বাস করিয়া মা সমস্তই জানিয়াছে, ছেলের কাছে নূতন কি শুনিবে?

> যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা অধিক তাহাকে কিছু বলা ধৃষ্টতা।

**মা গঙ্গাই জানেন।**

অন্তর্যামী দেবতা ছাড়া যাহা আর কেহ জানে না। অবিশ্বাস্য কথা।

এতগুলো টাকা এই অলবড়ে লোকটাকে ধার দেব—শোধ যা করবে তা মা গঙ্গাই জানেন। প্রভাত—গল্পাঞ্জলী (বাল্যবন্ধু)।

**মাগনকুড়ের (মাগস্তড়ের) মাগ শুধু ভাত খায় না।**

মাগনকুড়ে—অলস ভিক্ষাজীবী পুরুষ।

যাহার স্বামী অকর্মণ্য তাহার ভোজনের সখটি বিলক্ষণ।

>অবিবেচক ব্যক্তি আয়ের পরিমাণ না দেখিয়াই অতিরিক্ত ব্যয় করে।

**মাগনা খেয়ে ঢেঁকুরের ধুম!**

ভিক্ষান্নে যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া সমারোহ করিয়া ঢেঁকুর তুলিয়া প্রচার করা যেন নিজব্যয়ে ভুরিভোজন হইয়াছে! গরীবের বড়মানুষী দেখানো।

তু০ खैरातके टुकड़े, बजारमें डकार।

**মাগনা পেলে কি না গেলে? মাগনার মদ বামনাও খায়।**

বিনামূল্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা সকলেই খাইতে রাজী। এমন কি সদ্ব্রাহ্মণ বিনামূল্যে পাইলে সুরাপানও করিতে পারে।

তু০ मुफतकी शराब काजीके भी हलाल।

**মা-গুণে ঝি, বাপ-গুণে পো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মাগুর মাছের ঝোল, যুবতীর কোল, হরি-হরি বোল।**

লক্ষ০ পার্থিব সুখ সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধার্মিকতার ভান।

**মাগের কাছে পাগের বড়াই।** পাগ—পাইক, পেয়াদা।

পাইক তাহার প্রভু বা উর্ধতন কর্মচারীর নিকট তাড়না পাইলেও গৃহে স্ত্রীর নিকট নিজ বীরত্ব ও পৌরুষের মিথ্যা গল্প করিয়া বাহাদুরী লয়।

> অক্ষমের মিথ্যা জাঁক।

**মাগের নাম শ্রীহরি, মাগের কথা মাথায় করি।**

পত্নীকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করা এবং তাহার নির্দেশ মতো চলা।

**মাঘ মাসে ঝরে দেওয়া, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।** ( খনা )

মাঘমাসে বৃষ্টি হইলে রাজা অপেক্ষা প্রজার সম্মান অধিক হয়; কারণ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় কৃষকের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

তু০ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

**মাঘের মাটি হীরার কাঁঠি ( সাধের পাটি ), ফাগুনের মাটি সোণা, চৈত্রের মাটি যেমন তেমন, বোশেখের মাটি নোনা।** ( খনা )

কাঁঠি—গ্রীবা বেষ্টনকারী ক্ষুদ্র মালা। হীরার কাঁঠি—অতি মূল্যবান অলঙ্কারের মতো। সাধের পাটি—আরাম-দায়ক শীতলপাটির তুল্য।

চাষের জমি পাইট করার সময় অনুসারে তাহার উর্বরতার তারতম্য ঘটে।

**মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মাঘে শীত না মেঘে শীত?**

**না, ( মাঘে মেঘে একই রীত ),—যত্র বায়ু তত্র শীত।** ( খনা )

শীতের কমবেশী ঋতুর উপর নির্ভর করে না, বায়ু বহিলে শীত হয়।

**মা চায় মুখ ( আঁত ) পানে, মাগ চায় টেঁক পানে।** ( মেয়েলী )

পুরুষের সুখদুঃখের প্রতি মাতার দৃষ্টি থাকে, কিন্তু স্ত্রীর নজর অর্থের উপর।

তু০ जोरू टटोले गठरी ओर मा टटोले अँतड़ी।

**মাছ ছেড়েছি, মাংস ছেড়েছি, ধর্মে দিয়েছি মন, তাই বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন।**

দুষ্ট-চরিত্র ব্যক্তির আত্ম-সংশোধনের ভান।

তু০ सत्तर चूहे खायके बिल्ली चली हैं हज्जको।

**মাছ ধরতে গেলে কাদা লাগেই।**

লক্ষ০ কুকর্ম করিলে তাহার কুফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

**মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে ,**
**বেঙের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চোখে ।**

লক্ষ০ শত্রুর মৃত্যুতে কপট শোক ।

সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন, আর বলিবেন, "মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে।" বঙ্কিম—বিষবৃক্ষ ।

**মাছিমারা কেরাণী (বিদ্যে)।**

নকলনবীশ খাতা নকল করিতে করিতে দেখিল একস্থানে একটা মাছি মরিয়া কাগজের সঙ্গে জুড়িয়া রহিয়াছে। নকল ত্রুটিহীন করিবার জন্য সে নাকি একটা মাছি মারিয়া নির্দিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়াছিল।

> কিছু না বুঝিয়া হুবহু নকল করা। আদৌ বিচার-বিবেচনা না করিয়া গতানুগতিক ভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার মতো সামান্য যোগ্যতা।

এই কাহিনী আমি যেমনটি শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক স্থানে বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না।…আমি কেবল মাছি-মারাভাবে অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া খালাস। শরদিন্দু বন্দ্যো০—কালকূট ।

**মাছি ( মশা ) মেরে হাত কালো।**

লক্ষ০ নগণ্য অধম ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়া বৃথা দুর্নামের ভাগী হওয়া।

দিলীর। পামর! পাষণ্ড! রাজপুত-কুলাঙ্গার—তোমাকে আজ আমি বধ কর্ব্ব।

ঔরংজীব। ক্ষান্ত হও দিলীর—ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব। মশা মেরে হাত কালো করো না, দিলীর। দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান ।

**মাছের তেলে মাছ ভাজা।**

ইলিশ ই০ কোনো কোনো মাছ ভাজিবার সময় প্রচুর তৈল বাহির হয় এবং সেই তৈলে আরো অনেক মাছ ভাজা যায়।

লক্ষ০ বিনা ব্যয়ে বা যৎসামান্য ব্যয়ে কার্যোদ্ধার করা।

যোগেশ মনে করিল রাখাল প্রকারান্তরে ছেলের বিবাহ দিয়া, মেয়ের বিবাহ দিতে পারে এবং ছেলের লেখাপড়া করাইবার ভারটা ছেলের শ্বশুরই লয় এইরূপ একটা মাছের তেলে মাছ ভাজিবার মতন দাঁও খুঁজিতেছে। [ চারু বন্দ্যো০—পরগাছা ।

**মাছের মায়ের পুত্রশোক।**

প্রসব হইবার পরেই মাছের ডিম জলে ভাসিয়া যায়,—মায়ের সহিত সন্তানের কোনো সংশ্রব থাকে না।

লক্ষ০ যাহার সহিত স্নেহের সম্পর্ক নাই তাহার জন্য কপট শোক।

কাদু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। চোখ তাহার ছল ছল করিতেছিল। কমল তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মা এ যে নতুন কাণ্ড। বৌএর শোকে ননদ কাঁদে, মাছের মায়ের কান্না! তারাশঙ্কর—'না'

**মা জানে পুতের দরদ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার আসে।**

নদীতে ভাটা পড়িলে নৌকা কিনারায় রাখিয়া মাঝিরা আহার করে; জোয়ার আসিলে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হয়। তাহারা এমন হিসাব করিয়া কাজ করে যে আহারাদির পর জোয়ার আসে।

>হিসাব করিয়া চলিলে অনুকূল অবস্থার সুযোগ লওয়া যায়।

**মা-ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নেই সেখানে।** (মেয়েলী)

শাশুড়ী ও ননদ উভয়ে একযোগে বধূর বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার দুর্দশা দূর হয় না।

**মাটি করা।**

নষ্ট করা। কার্য পণ্ড করা। অকস্মাৎ বিপত্তি ঘটা।

এই মাটি করেছে! জ্যেঠা মশায় আসছেন। হুঁকোটা চট্ ক'রে লুকো।

**মাটি কামড়ে থাকা।**

কিছুতেই স্থানত্যাগ না করা।

তিন জামাই বেগতিক দেখে একে একে খ'সে পড়লো। ছোটো ধনঞ্জয় কিন্তু নড়ে না,—শ্বশুরবাড়ীর মাটি কামড়ে প'ড়ে রইলো।

**মাটিতে পা পড়ে না।**

এতদূর গর্বিত যে ভূমি স্পর্শ না করিয়া যেন বায়ুর উপর দিয়া চলে।

চন্দ্রগুপ্ত। এও কি সম্ভব! ছায়া তুমি কি আমাকে ভালবাসো?

ছায়া। কেন সম্ভব নয়, মহারাজ? ঈশ্বর আপনাদের দেহের উপর দুপোঁচ বেশী রং মাখিয়েছেন, তাই আর অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না!—আমি আপনাকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছে'ন?

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—চন্দ্রগুপ্ত।

**মাটির মানুষ।**

লক্ষ০ অতি কোমল-প্রকৃতি সহিষ্ণু ব্যক্তি,—যেন নরম মাটি দিয়া গড়া।

এমন মেয়ে ত স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একদিকে বজ্রাদপি কঠোর আবার আর একদিকে কত নরম,—যেন মাটির মানুষ।

[ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**মাঠে মারা যাওয়া।**

জনমানবশূণ্য মাঠের মধ্যে মৃত্যু অতি শোচনীয়। কেহ জানিতে পারে না, প্রাণরক্ষার কোনো চেষ্টা হয় না, সাহায্য বা সহানুভূতি মিলে না।

> অবহেলিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট বা ব্যর্থ হওয়া।

কি চেহারাখানাই এদেশে পড়ে মাঠে মারা গেল রে!

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রায়শ্চিত্ত।

**মাণিক-জোড়।**

ব্যং দুইজন সমান দুর্বৃত্তের একত্র সমাবেশ।

এই যে মাণিক-জোড় দেখছি যে! কোথায় চলেছ দুটিতে? কারুর বাগানে আম পেকেছে নাকি? না পাখীর বাসার খোঁজে?

**মা তিতা, ছা মিঠা।**

পটোল সুস্বাদ, কিন্তু তাহার গাছ (পলতা) তিক্তস্বাদ।

**মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।** (সং, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

মাতা, পিতা, আচার্য এবং অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করো।

**মাথা কাটা যাওয়া।**

শিরশ্ছেদ হওয়া চরম অপমানকর মৃত্যু।

> অত্যন্ত অবমানিত জ্ঞান করা।

বিনা নিমন্ত্রণে গেলে হবে মাথা কাটা।
আমার প্রসঙ্গে সতী পাবে বড় খোঁটা॥ কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল।

**মাথা খাওয়া।**

১। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা।

শের খাঁ। না মেহের! এ দেশের এই উর্বর সৌন্দর্যই তার কালস্বরূপ হয়েছে। এই বঙ্গভূমি অত্যধিক আদরে তার সন্তানদের মাথা খেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল—নূরজাহান।

২। (মেয়েলী) কঠিন শপথ,—আমার কথা না মানিলে আমার মাথা খাওয়ার পাপ লাগিবে। মাথার দিব্য দেওয়া।

তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না; আমি অনুমতি দিতেছি তুমি নিঃসঙ্কোচে বল! আমার মাথা খাও, তোমার আর্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল!

[ বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস।

**মাথা খোঁড়া (কোটা)।**

দুঃখ, ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশের জন্য অথবা প্রার্থনা জ্ঞাপনের জন্য ভূমির উপর পুনঃ পুনঃ মাথা ঠোকা।

মহারানী মাথা কুড়ে মনস্তাপ করি। রামেশ্বর ভট্টা০—শিবায়ন।

**মাথা ঘুরে যাওয়া।**

সহসা বিভ্রান্ত হওয়া। বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্ত হওয়া।

তোর রূপ দেখে ওর মাথা ঘুরে গেছলো; তাই ও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছলো। নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

**মাথা ঠোকাঠুকি হওয়া।**

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হওয়া।

বিপিনের জামাইটিও হয়েছে ঠিক তারই মতন। শুঁড়িখানায় প্রায়ই ওদের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। তবু কারুর লজ্জা নেই।

**মাথা নেই তার মাথাব্যথা।**

যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই তাহার সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা চলে না।

মাথা নাই তা মাথা ব্যথা কি? নাস্তিকেরা বলেন, আত্মাই যখন মানি না, তখন আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

[ রামেন্দ্রসুন্দর—জিজ্ঞাসা।

**মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।**

প্রাচীনকালে প্রচলিত অপরাধীর দন্ডবিধি।

একে ত বিকৃত গোদা আর কদাচারী।
ডাকাইত চোর ধাউর আর পরদারী॥
এই দোষে মাথা মুড়ি চূণ কালি দিয়া।
নানা বিড়ম্বনা করি দিছে খেদাইয়া॥

[বংশীবদন—পদ্মাপুরাণ।

**মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া (বজ্রাঘাত হওয়া)।**

লক্ষ০ অকস্মাৎ মহা বিপৎপাত হওয়া।

জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের করে তাঁহার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীকে অর্পণ করিবেন, এ কথা হিরন্ময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিতে বাকি থাকিল না। হিরন্ময়ীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজকৃষ্ণ রায়—হিরন্ময়ী।

**মাথায় থাকুন।**

বাহ্যতঃ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অতিরিক্ত বেশী কিছু করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ।

নবীনা। দিদি! উনিই তোমার ঠাকুরপো,—আজ ওঁর সাক্ষাতে বেরিয়ে তোমাকে পরিবেশন কত্তে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠা। (হাসিয়া) ওরে বাবা! তা পারবো না,—ঠাকুরপোই হউন, আর ভাসুরই হউন উনি আমার মাথায় থাকুন।

[ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।

**মাথায়-পাগড়ি ঙ।**

বর্ণশিক্ষার সময় 'ঙ' বর্ণটির পাগড়ি পরা রূপটির প্রতি শিশুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইত। >ভব্যবেশধারী গণ্যমান্য পুরুষ।

কোন বাঙ্গালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ঙ হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়ারে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন।

[ বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর।

**মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খায়।**

বাংলা রূপকথায় পিঠা রাখিবার নিরাপদ স্থান না থাকায় ডাইনের খেদ।

লক্ষ০ উভয় সংকট অবস্থা।

উপকথায় বলে, মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁ পড়ে খায় ...তাই হিয়ের মধ্যে এখেছি বাবা। তারাশঙ্কর—হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।

তু০ आटेका चिराग, घर रक्खूँ तो चुहा खाय,
बाहर रक्खूँ तो कौया ले जाय।

**মাথায় হাত বুলানো।**

সন্দেহ উৎপন্ন না করিয়া কৌশলে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা।

ভন্ড সন্ন্যাসী একটি বৃহৎ পোটলা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।

নারায়ণ। বেটা মলো মলো আমারি মাথায় হাত বুলালো।

তু০ চক্ষুদান করা। [ দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**মাথা যাচ্ছে ক্ষয়, চালতার বোঝা বয়।**

বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াও কঠিন শ্রম করা।

**মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।**

এতো কায়িক শ্রম করা যে কপালের ঘাম ঝরিয়া পায়ের উপর পড়া।

তু০ To earn with the sweat of one's brow.

**মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।**

মাথায় ঘা হইলে কুকুর ক্ষেপিয়া যায়।

লক্ষ০ বিষম বিপদে পড়িয়া দুশ্চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায়।

আনন্দরাম। কি দাদা, গালে হাত দিয়ে ভাবচো কি ?

সদাশিব। আর ভাই, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল. কি করে মেয়ে পার কর্ব্বো তা বুঝতে পারি না। গিরিশ—আয়না।

**মাথার দিব্য।** দ্র০ মাথা খাওয়া।

**মান্ বা না মান্, তোর বাড়ী মোর মেজমান।**

হি০ মেহ্মান >মেজমান=অতিথি, আতিথ্য।

তোমার সম্মতি থাক বা না থাক, আমি তোমার অতিথি হইলাম।

জোর করিয়া প্রশ্রয় পাইবার চেষ্টা।

তু০ मान न मान, मैं तेरा मेहमान।

**মানবো ঠাকুর দেবো না, আমার পিত্যেশ কোরো না।**

বিপদে পড়িয়া দেবতার নিকট নির্বিচারে মানত করিয়া পূরণ না করা।

অঙ্গীকারে তৎপর কিন্তু তাহা পালনে বিরত।

**মা নয় যে তাড়িয়ে দেবো, বাপ নয় যে ভাত দেবো না ;**
**পরের মেয়ে রাখি কোথা ?**

স্ত্রৈণ পুরুষের যুক্তি,—মাতাপিতা আপন জন,—অবহেলা করা চলে ; কিন্তু পত্নী ভিন্ন পরিবার হইতে আসিয়াছে, তাহার অযত্ন করা চলে না।

**মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়াপড়সী।** (মে০)

মাতা অপেক্ষা সন্তানের প্রতি অন্যের স্নেহ এতো অধিক যে মনে হয় তাহার মাতা প্রসব করে নাই, অপরে প্রসব করিয়াছে এবং অন্য লোকেরা কষ্ট করিয়া ঝাল খাইয়াছে। > নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মিথ্যা মমতা প্রকাশ।

**মানি তো মানি, নয় দু'পা দিয়ে ছানি।**

**মানি তো শালগ্রাম, না মানি তো নুড়ি (পাথর)।**

কাহারো প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে তাহাকে দেবতার সমান জ্ঞান করা, আবার শ্রদ্ধা না হইলে অবজ্ঞা এবং অত্যাচার করা।

**মানী মরে মানের চিন্তায়, কানী মরে চোখের চিন্তায়।**

লক্ষ০ যে বস্তুর প্রাচুর্য আছে তাহা রক্ষার জন্য যেমন চিন্তা থাকে, যে বস্তুর অভাব তাহার জন্যও সদা চিন্তান্বিত থাকিতে হয়।

**মানুষই লক্ষ্মী, মানুষই ঝক্কি।**

মানুষ যেমন মানুষের উপকার করে তেমন অনিষ্টও করে।

**মানুষ চরিয়ে খাওয়া।**

চতুর ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণকে ইচ্ছামত চালিত করিয়া জীবিকার্জন।

বিবাহের পরই সে ঘটকীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়াই তোমাকে কত টাকা দেবে ?

ঘটকী দেশের লোক চরাইয়া খায়, সে হৈমর কথার সুরের ঝাঁজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল, সে নিরীহের মত প্রশ্ন করিল, কি, হ'ল কি তোর ?

**মানুষ জানি ভাবে, ভাগ্য জানি লাভে।** [ তারাশঙ্কর—জলসাঘর।

চালচলন দেখিয়া মানুষের চরিত্র জানা যায়, লাভ হইলেই জানা যায় যে আদৃষ্ট ভালো।

**মানুষ না ফানুস !**

মানুষের বাহ্য আকৃতি যেমন হউক, প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূণ্য।

**মানুষ বুঝে কথা কই, দেবতা বুঝে মাথা নোয়াই।**

যাহার যেরূপ যোগ্যতা তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার।

**মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে।** ( খনা )

মানুষের পক্ষে যাহা বিষ উদ্ভিদের তাহা জীবনদাতা।

**মানুষ ম'লে কথা, কাপড় ছিঁড়লে কাঁথা।**

মানুষের মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া থাকে।

**মানুষ যায়, নাম থাকে।**

মানুষের দেহের ধ্বংস হয়, তাহার সুনাম বা দুর্নাম স্থায়ী হয়।

**মানুষ হাঁটে দু' পায়ে, বিপদ হাঁটে চার পায়ে।**

বিপদ দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষকে অভিভূত করে।

**মানুষে গড়ে, বিধাতায় ভাঙে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু॰ Man proposes God disposes.

**মানুষের কুটুম এলে-গেলে ( দিলে-থুলে ), গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে।**

পা॰ গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত সেঁটে।

এলে-গেলে—আসা-যাওয়া করিলে। সেঁটে—ভুরিভোজন করিয়া।

মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গতা জন্মে সামাজিক আদান-প্রদানের দ্বারা, ইতর প্রাণীদের মধ্যে পরস্পরের গা চাটিয়া।

**মানুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা।**

মানুষের জীবনে অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে।

গুপী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ভাইরে, ঐ নয়ানের বাপের পেতাপ ছিল কত ভেবে দেখ। 'মানুষের দশ দশা—কখনও হাতী কখনও মশা।' [ তারাশঙ্কর—হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।

**মানুষের বাছা ছ'মাস পচা,**
**গরুর বাছা তুলে নাচা।**

ইতর প্রাণীর শৈশবাবস্থা হইতে অঙ্গ-সঞ্চালন হওয়া ভালো, কিন্তু মানব-শিশুর নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম প্রয়োজন।

**মানুষের ভাগ্যে দেবতা খায়।**

দেবতাদের নিজ যোগ্যতা কিছু নাই, ভক্তের অবস্থানুযায়ী পূজা পায়।

**মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখীর মধ্যে কাউয়া,**
**দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত, যার না ধরা-পাওয়া।** অর্থ সুস্পষ্ট।

কানাই—কানু, কৃষ্ণ। ধরা-পাওয়া—ধরা-ছোঁয়া।

তু॰ जानवरो में कौआ ओर मनुष्योमें नौआ।

**মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক।**

লক্ষ॰ মানুষের মন দ্রুত পরিবর্তনশীল।

**মানুষের বড়ো মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।**

দুকান কাটা অর্থাৎ বেহায়া লোকের মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, তাহাকে কেহ সম্মানও করে না।

**মানুষের মুখ মনের পরকলা।** পরকলা = কাচ, দর্পণ।

মুখ দেখিয়া মনের ভাব বোঝা যায়।

তুং আদমী কী পেশানী দিলকা আইনা হৈ।

**মানের কান্না।**

লুপ্ত প্রায় মান-সম্ভ্রম রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন সমাজে নেমে যাচ্ছে, তাই ব'লে এখন মানের কান্না কেঁদে কি হবে?

**মানের গোড়ায় ছাই।**

মান = (১) মানকচু (২) সম্মান।

মানকচু গাছের গোড়ায় ছাই দিলে তাহা সারের কাজ করে।

লক্ষং আত্মাভিমান বিসর্জন করিলে সম্মান বৃদ্ধি হয়।

**মানোয়ারী জাহাজ (গোরা)।**

ইং Man of war >মানোয়ারী জাহাজ = যুদ্ধপোত।

বিলাতী খালাসী, যাহারা দুর্ধর্ষ বলিয়া খ্যাত।

এমন মানোয়ারী গোরার মত মেজাজ নিয়ে কি বাপু পরের ঘরে চলে? [ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**মান্ধাতার আমল।**

সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু-কুলজাত অযোধ্যাপতি এবং রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ —যিনি সত্যযুগে বিদ্যমান ছিলেন।

>অতি প্রাচীন কাল।

সর্দার। কোন বুড়ো রে?

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না! রবীন্দ্র—ফাল্গুনী।

তুং বাল আদমের আমলে।

**মা ফলেষু কদাচন।** ( সং, গীতা )

মূল কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কর্মে তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নাই ( বঙ্কিম-অনূদিত )।

বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। [ রবীন্দ্র—চার অধ্যায়।

**মা-বাপ।**

মাতাপিতার মতো পালনপোষণকারী। হিতকারী। অভিভাবক।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাঙগালার নবাবই বাঙগলাদেশের প্রকৃত "মা-বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। অক্ষয় মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা।

**মা-বাপ ডেও-ঢাকনা, শালা-শালাজ নিয়ে ঘরকন্না ;**
**ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার মত নে' কর্ম করি।** ( মেয়েলী )

ডেও-ঢাকনা—তৈজসপত্রাদি তুচ্ছ বস্তু। সিদ্ধেশ্বরী—( ব্যং ) পত্নী।

স্ত্রৈণ পুরুষের মনোভাব ঃ—সে তাহার পত্নীর একান্ত অনুগত, সেজন্য সংসারে পত্নীর আত্মীয়দের সমাদর হয় এবং মাতাপিতার অনাদর।

**মা-বোন সবারই আছে।**

যে পুরুষ নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয় বা অসম্ভ্রম করে তাহারও যে নিজের মা-বোন আছে তাহা স্মরণ করাইয়া সংযত হইতে বলা হয়।

তুং বহূ বেটী সব রখতে হৈঁ।

**মা মরুক, মাসী জিউক।** ( মেয়েলী )

মা অপেক্ষা মাসীর নিকট অধিক আদর ও প্রশ্রয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়,—মা মরিলে দুঃখ নাই, বরং মাসী বাঁচিয়া থাকিলে ভালো।

তা, মা-ওড়া ছেলে, ওর ঝক্কি কি সব লোক পোয়াতে পারে? কথায় বলে, মা মরুক মাসী জিউক। শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা।

তুং মা মরৈ মৌসী জীবৈ।

**মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে 'পতির' তরে।** ( মেয়েলী )

মায়ের টান কন্যার প্রতি, কিন্তু কন্যার টান মায়ের প্রতি নয়।

যাহার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর তাহার উপরই মন পড়িয়া থাকে।

**মামা, ভাগনে, জামাই, শালা আর পোষ্যপুত,—**
**ঘরে ঘরে বিরাজ করেন এই পঞ্চভূত!**

এই পাঁচজন কুপোষ্য গৃহস্থের ভারস্বরূপ এবং অনিষ্টকারী।

**মামা-মামী ঝগড়া করে, নেকা পান্তা খেয়ে মরে।**

নিরীহ ভাগনের আহার জোটে না, পান্তা ভাত খাইয়া থাকিতে হয়।

দুইজনে বিবাদ বাধিলে মাঝে পড়িয়া তৃতীয় ব্যক্তির নির্যাতন হয়।

তুং ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।

**মামার জমিতে(বাঁশতলায়) বিয়োলো গাই, সেই সুবাদে মামাতো ভাই।**

যাহার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহার গরু আমার মামার জমিতে প্রসব করিয়াছে—এই সূত্রে সে আমার মামাতো ভাই।

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তির সহিত একটা কষ্ট-কল্পিত সম্পর্ক স্থাপন।

**মামার বড়ো রস, মামীর বড়ো রস,—**
**আমানি পাথর পাথর, ভাত (লঙ্কা) গণ্ডাদশ।** রস—স্নেহ।

অবাঞ্ছিত কুপোষ্যের অনাদর।

**মামার (মাসীর) বাড়ীর আদর!**

কুটুম্ব-গৃহে শিশু যেরূপ প্রশ্রয় পায় সেইরূপ অন্যায় আবদার।

তু॰ মাঁসীকা ঘর নহীঁ হৈ।

**মামার ভাতে ভাগনের গতর।**

পরান্নভোজীর অটুট স্বাস্থ্য।

তু॰ কাকাকী ভঁসী, ভতীজেকী তোঁদ।

**মামার শালা, পিসের ভাই,—তার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।**

দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়কে আপন জন বলা চলে না।

**মামা, শালা যে সংসারে—সে সংসার যায় ছারেখারে।**

মাতুল কিংবা শ্যালক যদি গৃহস্থের সংসারে বাস করে, মাতা বা পত্নীর পরম আত্মীয় বলিয়া অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়া অনিষ্টসাধন করে।

**মায়াযুক্ত জীব, মায়ামুক্ত শিব।**

সাধারণ মানুষ সংসারের মায়ায় জড়িত থাকে; যে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে সে শিবতুল্য স্বাধীন।

**মায়ে-ঝিয়ে ব্রত করে, যার যা বর সে তাই মাগে।**

বহুজনে একসঙ্গে মিলিয়া একই কাজে নিযুক্ত থাকিলেও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ পৃথক হইতে পারে।

**মায়ে বিয়োলো, বউয়ে পেলো,—কার ধন কার!** ( মেয়েলী )

মায়ের পুত্রকে পত্নী দখল করিয়া লয়। ফলে, মাতার অনাদর ও পত্নীর সমাদর হয়।

**মায়ে মারে, মা বলেই কাঁদে।**

মাতা সন্তানকে প্রহার করিলে সে মাতাকেই দুঃখ জানায়।

তু॰ মাঁ মারে ঔর মাঁ হী মাঁ পুকারে।

**মায়ের অনুগ্রহ।** মা—বসন্ত রোগের দেবী শীতলা।

এই দেবীকে লোকে এতো ভয় করে যে, বসন্ত রোগের আক্রমণ হইলে তাহাকে দেবীর কোপ বলিতে সাহস হয় না, উহা দেবীর দয়ার নিদর্শন বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। >বসন্ত রোগের আক্রমণ।

আজ সকালে শুনলাম, আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মা'র অনুগ্রহ হয়েছে, দেহে তিল রাখবার স্থান নেই। শরৎ—বিরাজ বৌ।

তু॰ মাতা নিকলনা।

**মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।**

স্নেহশীলা মাতা শাসন করিলেও তাহা কখনো কঠোর হইতে পারে না।

**মায়ের চেয়ে দরদ ( আর্তি ) বেশী, তারে বলে ডা'ন।**

যে অতিরিক্ত স্নেহ দেখায় প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর অনিষ্টকারী।

—থাক্। তরলা মুখ বেঁকিয়ে বললে,—যথেষ্ট আদর দেখিয়েছ। মার চেয়ে ভালোবাসে তাকে বলে ডা'ন। অচিন্ত্য—নেপথ্য।

তু° जो माँ-से सिवा चाहे सो डायन।

**মায়ের ছা' রায়ে বর্তায়।** ( মেয়েলী )

শিশু তাহার মাতার কন্ঠস্বর শুনিলেও আশ্বস্ত হয়।

**মায়ের নাম চিরাগী বাঁদী, পুতের নাম সুলতান খাঁ।**

চিরাগী—হারেমে আলোবাতির ভারপ্রাপ্ত দাসী।

গরীবের ছেলের গালভরা নাম।

তু° मा करे कटौनी-पीसौनी, बेटाका नाम सम्पत राय।

**মায়ের পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই।**

মাতা অপেক্ষা শাশুড়ীর অনুগত।

**মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই?**

সহোদর ভ্রাতার তুল্য শুভানধ্যায়ী আর কেহ নয়।

**মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে; পাড়া-পড়সীর ধওলা (ধবলা) ওড়ে।**

(১) ধওলা (ধবলা) ওড়ে—ধুল-ধাবাড়ি ওড়ে। দুঃখের আতিশয্যে ধূলায় পড়িয়া এমন ছটফট করে যে ধূলা উড়িতে থাকে।

(২) ধবলা—সাদা খড়ি মাটি। রুক্ষ শরীর নিশপিশ করে, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। (সুশীল)

ছেলের দুঃখে মায়ের মন পোড়ে না, মাসীর দারুণ মনোকষ্ট। সবচেয়ে দুঃখ বেশী পাড়ার লোকের। মায়ের চেয়ে বাহিরের লোকের দরদ বেশী।

**মায়ের সোহাগে বাপের আদর, (+ফুলের সোহাগে ছোটার আদর)।**

মাতা সন্তানকে স্নেহ করে বলিয়া পিতাও আদর যত্ন করে; মাতার অবর্তমানে তাহা লোপ পায়। দ্র° ফুলের সোহাগে ই°।

বলু মা তারা দাঁড়াই কোথা।

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথাতথা।

**মায়ে রাঁধে যেমন-তেমন, বোনে রাঁধে পানি;** [ রামপ্রসাদ—পদাবলী।
**ও অভাগী রাঁধে যেন চিনি-পরমান্নি।**

পত্নীবৎসল পুরুষের উক্তি:—মায়ের রান্না ভালোও নয় মন্দও নয়, বোনের রান্না অত্যন্ত বিস্বাদ; কিন্তু স্ত্রীর রান্না মিষ্ট পরমান্নের মতো।

**মারতে গেলে মার খেতেও হয়।**

দ্র° ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

**মারতে বাকী রাখা।**

প্রহার করা ছাড়া অন্য সকল প্রকারে লাঞ্ছনা ও অপমান করা।

নিবারণ। কী করি বল্‌ তো মা! ললিত চাটুয্যে……বিনোদকে কেবল মারতে বাকী রেখেচে। অপমান যা হবার তা হ'য়েচে।

তু° এই মারে তো এই মারে। [ রবীন্দ্র—শেষরক্ষা।

**মারলি তো মারলি, আবার মার দেখি!**

কাপুরুষের উক্তি, যাহার মারিবার সাহস নাই।

তু° अबके मारे तो जानूँ।

**মারার চেয়ে তাড়া ভালো।**

প্রহার করিলে হাঙ্গামা বাধিবার সম্ভাবনা, তাই কেবল প্রহারের ভয় দেখানোই সহজ ও নিরাপদ।

**"মারি অরি পারি যে কৌশলে।"** মাইকেল—মেঘনাদ-বধ কাব্য

মূল জন্ম রক্ষকুলে

তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব

তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে!

শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে—যে কোনও উপায়ে বধ করা যায়।

দলের নীতি বা ক্রীড যাই হক সকলেই তা অন্তরের সঙ্গে মানে না। সব দলেই এমন লোক আছে যাদের নীতি—মারি অরি পারি যে কৌশলে। [ "পরশুরাম"—গল্পকল্প।

তু° Nothing is unfair in love and war.

**মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।**

কোনো ছোটো কাজ করিয়া সন্তুষ্ট না হওয়া; এমন কাজ করার প্রতিজ্ঞা যাহাতে পৌরুষ আছে অথবা লাভ আছে প্রচুর।

বিপিন হাসিয়া কহিল, "……যা কালই সুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বল! মারি ত গণ্ডার লুটি ত ভাণ্ডার যদি পণ করে বস, তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। রবীন্দ্র—প্রজাপতির নির্বন্ধ।

তু° Either Caesar or nobody.

**মারের চোটে ভূত ভাগানো।**

ভূতের রোজা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া ভূত তাড়ায় সেইরূপ প্রহার।

**মারের ভয়ে বাঁদর নাচে।**

যে বানর খেলা দেখায় সে মনের আনন্দবশতঃ নাচে না, মালিকের মারের ভয়ে। আনন্দের বাহ্য প্রকাশ সকল সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় না।

তু০ লকড়ীকে বল বঁদরী নাচে।

**মারের শেষ জুতোর বাড়ি, চাকরির শেষ চৌকিদারি।**

জুতা মারিলে আঘাত বেশী না লাগিলেও অপমানের চরম হয়। চাকরির মধ্যে চৌকিদারি ঘৃণ্য না হইলেও অতি ক্লেশকর ও বিপজ্জনক।

**মার্কামারা।** ইং mark (চিহ্ন)>।

বিশেষভাবে চিহ্নিত। সুপরিচিত।

দধিমুখ। বলি, আমি ত মার্কামারা উন্মাদ আছিই, কিন্তু মশায়ও ত জ্ঞানের জাহাজ হয়ে বেজায় আবল তাবল বকছেন। অমরেন্দ্র—হরিরাজ।

**মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।** দ্রঃ ভেক নিলেই বোষ্টম হয় না।

**মালা-চন্দন।**

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্‌চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্কিম—শ্রীকৃষ্ণচরিত।

**মালা জপোং টপর টপর, কানে আইসে দই-চুড়ার খপর।**

হাতে জপের মালা ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজন সম্পর্কে যে আলোচনা হয় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া।

ধর্মাচরণের অন্তরালে স্বার্থচিন্তা।

**মাষ কড়াইয়ে ঘুণ (পোকা) ধরে না।**

সম্ভবতঃ ইহাতে আমিষ জাতীয় পদার্থের ( প্রোটিন ) প্রাচুর্যবশতঃ শীঘ্র নষ্ট হয় না।

লক্ষ০ খাঁটি উৎকৃষ্ট জিনিস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

**মাস থেকে নখ ছাড়ে না।**

লক্ষ০ ঘনিষ্টতম সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না।

তু০ মাসসে নোহ জুদা নহীঁ হোতা।

**মাসামাসি গেছে, সাঁঝাসাঁঝি আছে।**

মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যায় পূর্ন হইবে।

দীর্ঘসূত্রতার জন্য অযথা সময় নষ্ট হইয়া নির্ধারিত কাল উত্তীর্ণপ্রায়।

মাসামাসি গেছে সাঁঝাসাঝি আছে। আর নয়, এই বেলা ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে ছুটি ক'রে নিই।

**মাসীমার কুটুম।**

নিজের কুটুম্ব নয়। মাসীমা যে নিজেই কুটুম্ব, তাহার কুটুম্ব। কার্যতঃ নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি।

এরা আবার কারা এলো? কোন মাসীর মার কুটুম? যত হাবাতে জুটিয়ে এনেছো ত? কেদার বন্দো৹—ভাদুড়ী মশাই।

**মাসীমার বকুল ফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই।** (মেয়েলী)

বকুলফুল—নিঃসম্পর্কীয়া সখী যাহাকে বকুল ফুল বলিয়া ডাকা হয়। যে ব্যক্তির সহিত কোনরূপ আত্মীয়তা নাই।

**মাসীর গোঁফ বেরোলে মামা হতো।**

মাসী যদি স্ত্রীলোক না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে মায়ের ভাই, সুতরাং মামা হইত।

যাহা ঘটে নাই তাহা যদি ঘটিত তাহা হইলে সব কিছুই সম্ভব হইত।

**মিছরির ছুরি।**

চিনি জমাইয়া কঠিন মিছরি হয়। ছুরির আকারে জমাইলে তাহা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো হয়—যাহা দ্বারা হত্যা পর্যন্ত করা যায়—অথচ মিষ্ট স্বাদ থাকে।

লক্ষ৹ মধুর অথচ তীক্ষ্ণ বচন, ধ্বনি, আচরণ ই৹।

সে হাসি অভয় শুনিতে পাইল—যেন মিছরির ছুরি। এমন মিষ্টি যে কাণ ভরিয়া যায়; এমন ধারাল যে বুক কাটিয়া যায়।

তু৹ শহদকী ছুরী। [নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

**মিছরির টুকরোও ভালো, মুড়ির আড়িও কিছু নয়।**

আড়ি—আড়া, ধান চাল ই৹ মাপিবার পাত্র।

উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্প পরিমাণও রাশী রাশী নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা ভালো।

**"মিছা কথা ছেঁচা জল কতক্ষণ রয়?"** (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)।

জল ছেঁচিয়া তুলিলে বেশীক্ষণ একস্থানে জমিয়া থাকে না; সেইরূপ মিথ্যা কথা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

**মিছা লোকে গ্রহ পীড়ে, পূর্ব দোষ কেহ নাহি এড়ে।** (ডাক)

দুর্দশা হইলে লোকে অকারণে গ্রহের দোষ দেয়; প্রকৃতপক্ষে পূর্বকৃত পাপের ফল, যাহা এড়াইবার উপায় নাই, তাহাই ভোগ করে।

**মিছে করো আম্বা,—যা করেন জগদম্বা।** আম্বা=উচ্চাশা।

যতো কিছু উচ্চ আশা করা হউক তাহা পূর্ণ হওয়া নিজের আয়ত্তাধীন নয়,—দেবতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

**মিছে কথার হাঁড়ি, ঘোরে বাড়ী বাড়ী।**

লক্ষ০ যে সর্বত্র মিথ্যা গুজব, পরনিন্দা ইং প্রচার করিয়া বেড়ায়।

তুং A scandal-monger.

**মিছে কাজে কাটনা কামাই।**

চরকায় সুতা কাটা অবশ্য করণীয়, তাহা ছাড়িয়া বাজে কাজ করা।

অনাবশ্যক কাজ করিতে গিয়া গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা করা মূঢ়তা।

**মিটমিটে ডা'ন ছেলে খাবার রাক্ষস ( যম )।**

ডাকিনীর ভীষণ আকৃতি দেখিলে চেনা যায় এবং শিশুগণকে তাহার কুনজর হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু দেখিলে যাহাকে নিরীহ মনে হয় তাহার প্রতি সন্দেহ না হওয়ায় অধিক অনিষ্ট করিতে পারে।

লক্ষ০ যাহাকে বাহ্যতঃ নিরীহ মনে হয় সে আরও বেশী সাংঘাতিক।

মিটমিটে ডান ছেলে খাবার রাক্ষস! আমি বলি চুপচাপ থাকে, কিছু বুঝি জানে না। ও বাবা পেটে পেটে এত বুদ্ধি! বাপের বাড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে গহনা পাঠান হয়! ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

**মিঠা বোলে, শ্বাশুড়ী পূজে, আপন ধন আপনি বুঝে,**
**স্বামীর সেবা, সাঁঝে বাতি,—ডাক বলে লক্ষ্মীর স্মৃতি।** ( ডাক )

লক্ষ্মীর স্মৃতি—লক্ষ্মীদেবী মনে রাখেন। সুগৃহিণীর লক্ষণ।

**মিঠে কুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গেলে।**

লোভী ব্যক্তি ভালো জিনিস পাইলে আত্মসংবরণ করিতে পারে না।

**মিঠে চিজে মুখে রস, মিঠে কথায় দুনিয়া বশ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মিঠে রাঁধে, সরুয়া কাটে, সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে।** ( ডাক )।

সুগৃহিণীর লক্ষণ। সরুয়া কাটে—চরকায় মিহি সুতা কাটিতে পারে।

**মিড়মিড়ে পিদ্দিম আর নিড়বিড়ে বউ (মিনমিনে 'সোয়ামী')।** ( মেং )

মিড়মিড়ে=অনুজ্জ্বল। নিড়বিড়ে—কাজে মাটো বা মন্থর। মিন্‌মিনে—স্ত্রীলোকের মতো মৃদুস্বভাব।

প্রদীপের ম্লান আলো, বধূর কাজের মন্থরতা এবং পৌরুষহীন স্বামী অস্বস্তি ও বিরক্তি উৎপাদন করে।

**মিথ্যে কথার সত্যি মুখপাত।** মুখপাত=সম্মুখভাগ, ভূমিকা।

গোড়ায় সত্য কথার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে অজস্র মিথ্যা বলা।

**মিথ্যের ভরা মাঝ-দরিয়ায় ডোবে।**

বিস্তর মিথ্যা বলিতে গেলে শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যায়।

তুং झूठकी नाव मझधार में डूबे।

**মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট ( বশ )। মিষ্টমুখে ইষ্টলাভ।**

সকলকে সন্তুষ্ট করিবার সহজ উপায়—মধুর আচরণ।

তু০ दादा कहनेसे बनिया गुड़ देता है।

All doors are open to courtesy.

**মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।** ( সং )

মূল কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
স্বজনাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥

সাধারণ লোকেরা মিষ্টান্ন পাইলে সন্তুষ্ট হয়।

তিন দিন পরে ফিরে এলাম। স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতেই ফেলুর সঙ্গে দেখা; পিঠ চাপড়ে বললে, বেশ। দিব্বি! মোদ্দা মিষ্টান্ন ইতরে জনা—যেন বাদ না পড়ি। বিভূতি মুখো০—রাণুর কথামালা।

তু০ बरातियोंकी खानेकी चाह, दुलहेको दुलहिनकी चाह।

**মিষ্টি আমেই পোকা পড়ে।**

লক্ষ০ (১) উৎকৃষ্ট বস্তুই সহজে দোষযুক্ত হয়। (২) ভাল লোক পাইলে লোকে তাহাকে ফাঁকি দিতে যায়, দুষ্ট লোকের কাছে যায় না।

**মিষ্টি কথায় জিভ শুখায় না।** [ ( সুবল )

লোকের সঙ্গে মধুর আচরণ করিতে কোনো ক্লেশ বা ক্ষতি নাই।

তু০ Courtesy costs nothing.

**মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই ?**
**চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও আগে আনো দই।** দ্র০ কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

**মিষ্টিতে আর কার অরুচি ?** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মিষ্টিমুখ করা।**

কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সহযোগে লঘুভোজন।

ঝল্লু বলিল— একটু মিষ্টিমুখ করিতেই হইবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ন হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ করে পিঠে তৈরী করেছে।

বিভূতি বন্দ্যো০—আরণ্যক।

**মিষ্টি লাগলো ছাঁই, তো 'সোয়ামী'-পুতকে নাই।** ( মেয়েলী )

ছাঁই—পিষ্টকাদির ভিতরে দিবার পুর,—সচ০ মিষ্ট রসে পাক করা ক্ষীর, নারিকেল কোরা ই০। অর্থ সুস্পষ্ট।

পা০ মুখে ভালো লাগে যা, স্বামী-পুতকে দেয় না তা।

**মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টি নাশ।**

অসৎ ব্যক্তি মধুর আচরণের দ্বারা মন ভুলাইয়া পরে সর্বনাশ করে।

**মুখ-আলগা।**

কোনো কথা বলিতে যাহার মুখে বাধে না, অসংযতভাবে কুকথা বলে।

ঠাকুর রামপ্রসাদের মুখখানা বড় আলগা,—আজকালের কোনরূপ সভ্যতার ধার তিনি ধারেন না। মুখে যা আসে বলিয়া ফেলেন।

**মুখখানা মিঠে, হাতখানা চিটে।** [হারাণ রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন।

চিটে—চট্‌চটে। সেজন্য হাতের সঙ্গে জুড়িয়া থাকে কিছু খসে না। মুখমিষ্ট কিন্তু কৃপণ-স্বভাব ব্যক্তি।

**মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা।**

অপ্রস্তুতভাবে নিরবে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকা।

সকলেই হতবুদ্ধির ন্যায় মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। শরৎ—চরিত্রহীন।

**মুখচোরা বামুন আর কেশোরোগী চোর।**

যে ব্রাহ্মণ বাক্‌পটু নয় এবং যে চোর কাশি চাপিতে পারে না তাহাদের কার্যসিদ্ধি হয় না।

**মুখ চূর্ণ হওয়া।**

মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য ম্লান মুখ।

কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চূর্ণ করে বেড়ায়। শরৎ—নিষ্কৃতি।

**মুখটি মিঠে, নিম-নিসিন্দা পেটে।**

দ্র০ বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌।

**মুখ তুলে চাওয়া।**

মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখা। প্রসন্ন হওয়া।

ছেলের চাকরি হয়েছে। ভগবান বুঝি এবার মুখ তুলে চাইলেন।

**মুখ দেখে ওঠা।**

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমে যাহার মুখ-দর্শন করা হয় তাহার উপর শুভাশুভ নির্ভর করে—এই বিশ্বাস।

কামিনী। এ কি ভাগ্যি, ময়রা দিদির আগমন ; আজ সকালে কার মুখ দেখেছিলাম, তার মুখ রোজ দেখবো লো। দীনবন্ধু—জামাই-বারিক।

**মুখ বদলানো।**

একই প্রকার খাদ্য খাইতে খাইতে যে বিতৃষ্ণা জন্মে অন্য প্রকার খাদ্য দ্বারা তাহা দূর করা।

লক্ষ০ একঘেয়েমি-জনিত বিরক্তি কার্যান্তরে নিযুক্ত হইয়া দূর করা।

কিন্তু আনন্দ সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনও কখনও অতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ……বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। রবীন্দ্র—আত্মপরিচয়।

**মুখ-ভারতী।**

নিপুণ বচনবিন্যাস।

তোমার মুখ-ভারতীর সামনে কে দাঁড়াতে পারে বলো।

**মুখ মেরে যাওয়া।**

অধিক মিষ্ট বা ঘৃতপক্ক খাদ্য ভোজনের ফলে আহারে অরুচি।

নিরন্তর মিষ্ট ভক্ষণে মুখ মারিয়া আসে। অধিক অমৃতপানেও নাকি অরুচি ঘটে। ললিত বন্দ্যো৹—কাব্য-সুধা।

**মুখ রাখা ( রক্ষা করা )।**

মান বজায় রাখা।

দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"

**মুখ শোঁকাশুঁকি করা।** [ প্রভাত—নবকথা (মাষ্টার মশায়)।

কুকুরে-কুকুরে দেখা হইলে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া পরস্পরের পরিচয় ও মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করে।

> দুই ব্যক্তির মধ্যে গোপন কথা বা যুক্তি।

টিকিট-চেকার টাকা ক'টা হাতে ক'রে আমাকে নিয়ে গেল তাদের সর্দারের কাছে। তাদের কি মুখ শোঁকশুঁকি হলো জানি না, শেষ পর্যন্ত আমায় ছেড়েই দিলে।

**মুখ সামলে কথা কহা।**

আপত্তিকর বা অপমানজনক কিছু না বলিয়া সংযতভাবে কথা বলা।

**মুখ সেলাই করা। মুখে ওলোপ দেওয়া।** ওলোপ—প্রলেপ দিয়া বন্ধ।

লক্ষ৹ মুখ বন্ধ করা। নির্বাক হইয়া থাকা।

তু৹ মুহমেঁ তালা লগানা।

To seal one's lips.

**মুখুটি কুটিল অতি, বন্দ্যঘাটি সাদা,**
**এদের মাঝে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা।**

পা৹ ঘোষাল রসাল বড়ো, বন্দ্যঘাটি সাদা।

বাংলার রাঢ়ীশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণগণের বংশগত দোষগুণের বর্ণনা।

তু৹ ঘোষ বংশ বড়ো বংশ, বোস বংশ দাতা ই৹।

**মুখে আগুন। মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া।**

হিন্দুর মৃতদেহ সৎকারের জন্য খড়ের নুটি জ্বালিয়া মৃতের মুখে অগ্নিসংযোগ করার নিয়ম।

>কাহারও মৃত্যু কামনা করিয়া গালি বা ভর্ৎসনা।

**মুখে একখানা, পেটে একখানা।**

প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বাহিরে বিপরীত ভাব প্রকাশ।

মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার। ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

**মুখে খই ফোটা ( তুবড়ি ছোটা )।**

খই ভাজিবার সময় খই ফুটিয়া সবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

লক্ষ০ পরম উৎসাহের সহিত অনর্গল কথা কহা।

প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কাত্যায়নীকে অগত্যা মুখ বুজিয়াই ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপতির বাড়ী হইতে কোন রকমে বাহির হইয়া রাস্তায় পা দিয়া অবধি মুখে যেন তাহার খই ফুটিতেছে।

[ শৈলজানন্দ মুখো০—গঙ্গা-যমুনা।

**মুখে চূণকালি দেওয়া।**

পূর্বে অপরাধীর মুখে চূণ কালি মাখাইয়া দণ্ডের বিধান ছিল।

>গর্হিত কার্যের জন্য লজ্জা দেওয়া।

আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি আর লোকে আমাদের মুখে চূণকালী দিক্। শরৎ—নিষ্কৃতি।

**মুখে জল সরা ( আসা )।** দ্র০ জিবে জল সরা।

খোলা হ'তে নামে লুচি টগ্ বগ্ তাজা,
জিবে গজা, পানতুয়া, ছানাবড়া, খাজা,
রাঙাদিদি হাসিছেন বদনে অঞ্চল ;
কহিছেন, থাম কবি, মুখে আসে জল।

[ দেবেন্দ্রনাথ সেন—অশোক-গুচ্ছ।

**মুখে দুধের গন্ধ।**

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে সর্বদা দুধের গন্ধ পাওয়া যায়।

>অতি অল্পবয়স্ক।

রূপার মা কয়, "রূপা আমার এক-রত্তি ছেলে,
আজও তাহার মুখ শুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।"

[ জসীম উদ্‌দীন—নক্সী কাঁথার মাঠ।

**মুখেন মারিতং জগৎ।**

মুখ-সর্বস্ব ব্যক্তি, যে কথার জোরে জগৎসুদ্ধ লোককে হারাইয়া দেয়।

দিলীপের শিকার-কাহিনীর একটা বর্ণও সত্যি নয় ; ওর কেবল মুখেন মারিতং জগৎ।

**মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।**

ফুল-চন্দনাদি দিয়া যেমন দেবপূজা হয়, সেইরূপ সুসংবাদ বা শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্য বক্তাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন।

লছমী বলিল—"ভেবনা দিদি, শীগ্‌গিরই রমার বর আসবে।"

পিসীমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" প্রভাত—রমাসুন্দরী।

তু০ মুঁহমেঁ ঘী শক্কর।

**মুখে ফেকো ওড়া।**

মুখ-গহ্বরের লালা শুখাইয়া সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হইয়া বাহির হওয়া।

এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**মুখে বলে সুখে থাক্‌, মনে বলে চুলোয় যাক।**

**মুখে মউ বর্ষে, মনে পিপুল ঘর্ষে। মুখে মধু, অন্তরে বিষ।**

**মুখে মিছরি, ভিতরে হীরার ছুরি।**

দ্র০ বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌।

নারদ। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। মাইকেল—পদ্মাবতী নাটক।

**মুখের কথা।**

(১) মুখে বলিতে সহজ কিন্তু করা কঠিন।

"বিলম্ব না হয়, যাবে আর আসবে,—যেন এইখানে আছ।" সরকার রুষ্ট হইয়া বলিল,—"মহাশয়! মুখের কথা, অমনি বলিলেই হইল? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী।" টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

(২) অবিবেচনা-প্রসূত বাজে কথা।

কুসুমপুরের জমিদার রায় মহাশয়দের একান্নবর্ত্তী সংসার যখন একদিনের একটা অসংযত মুখের কথায় ভাঙিয়া গেল,......তখন সারা গ্রামখানিতে এক নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়।

**মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলা।**

অপরে যাহা বলিতেছে তাহাতে বাধা দিয়া নিজেই সেই কথা বলা।

ও বল্লে—ফিরবেন তো এমন সময়? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল সকাল যদি পারেন—দু একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লুম—শোনাবে নাকি ? বাঃ তবে বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। বিভূতি বন্দো০—উর্ম্মি-মুখর।

তু০ To take the words out of one's mouth.

**মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।**

যাহা একজনের আয়ত্তে আসিয়াছে অপরে তাহা আত্মসাৎ করা।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমবেত রাজাদের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। ... একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না।

[ বঙ্কিম—কৃষ্ণচরিত্র।

**মুখের মতন।**

যথোচিত। উপযুক্ত।

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কচ্ছে দিবারাতি,
বলছে আমরা ভন্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী জাতি ;
ভাব্‌ছি এটার মুখের মত জবাব দেবো কি তা'—
ঠেকলো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে দেখি গীতা !

[দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

তু০ জৈসা মুঁহ, বৈসা তমাচা।

**মুখের হাসি চাপলে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।**

মনের আনন্দ বাহিরে প্রকাশ না হইলেও চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে।

**মুখে রামনাম, বগলে ছুরি।**

যে দুর্বৃত্ত বাহিরে ধার্মিকতার ভান করে।

তু০ মুঁহমেঁ শেখ ফরিদ, বগলমেঁ ইঁটা।

To speak softly and carry a big stick.

**মুখে হরি বলো, হাতে কাজ করো।**

কাজ করার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিয়া যাওয়া কর্তব্য।

**মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।**

চামড়ার দুর্গন্ধ মুচির নাকে যায় না ; শুঁড়ির দোকানে সমবেত মাতালদের বিবিধ চিৎকার ও অশ্রাব্য ভাষা শুঁড়ির সহ্য হয়।

>যে কাজ যে করে তাহার আনুষঙ্গিক ক্লেশ অনুভব করে না।

**"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।**
**শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।"** কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।

শুচিতা বংশগত গুণ নয়-ব্যক্তিগত আচরণের উপর নির্ভর করে।

**মুড়ি আর ভুঁড়ি—সব রোগের গুঁড়ি।** মুড়ি=মাথা। গুঁড়ি=গোড়া, মূল

সকল প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় মাথায় কিংবা পেটে।

**মুড়ি-মিছরির এক দর।**

উত্তম ও অধমের মধ্যে ভেদজ্ঞান না করা।

তুং অন্ধের নগরী চৌপট রাজা, টকা সের ভাজী টকা সের খাজা।

**মুড়ি রেখে কোপ মারা।**

বলির ছাগের মাথা যে কামার কোপ মারে তাহার প্রাপ্য। সেজন্য সে যতদূর সম্ভব মাথার দিকটা বেশী রাখিয়া কোপ মারিবার চেষ্টা করে।

লক্ষ্য নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা।

**মুড়ো কোদালে দীঘি কাটা।** মুড়ো = ক্ষয়প্রাপ্ত, ভোঁতা।

অনুপযুক্ত বস্তু দ্বারা বৃহৎ কার্য সম্পাদনের বৃথা চেষ্টা।

**মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।** (সং)

মূল জিহ্বা টলতি ধীরস্য প্যাদষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

জ্ঞানী লোকেরও ভুল হইতে পারে।

তুং Even Homer nods.

**মুরগীর তেল হলে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা।** তেল হওয়া—দেহে চবি জমা।

মুরগী একদিন মোল্লার হাতে জবাই হইবে; সেজন্য মোল্লার ঘরের কাছে যাইতে তাহার ভয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুরগী যখন অহংকারে মত্ত হয় তখন সব কথা ভুলিয়া মোল্লার দুয়ার দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করে।

লক্ষ্য মূর্খেরা প্রবল শত্রুকেও অবজ্ঞা করে।

**মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।** (সং)

সাধারণ মানুষ যে পথ অনুসরণ করিয়া চলে শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান) তাহা হইতে পৃথক পথ করিয়া ল'ন।

প্রতিভাবান ব্যক্তি গতানুগতিক ভাবে কিছু করেন না।

জলের ঝাপটায় দম বন্ধ হয়ে যায়—বুক চিতিয়ে চলবার যো নেই। কেউ রেলিং ধরে, কেউ উবু হয়ে, কেউ গুঁড়ি মেরে (যেবা সাধ্য হয়) চলা গেল;—এই "মুরারেস্তৃতীয় পন্থা" পর্যন্তই বাস,—চতুর্থ কিছু ছিল না। কেদার বন্দ্যোং—আমরা কি ও কে।

**মুশকিল-আসান।** আসান (ফাং) = সহজ, নিষ্কৃতি।

বিপদ হইতে উদ্ধারকর্তা। সত্যপীর।

এক শ্রেণীর মুসলমান ফকির যাহারা সত্যপীরের (সত্যনারায়ণ) গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই গানের ধুয়া—মুশকিল আসান করো দয়াল সত্যপীর।

**মুষলং কুলনাশনম্।** (সং)

হরিবংশ ও পুরাণাদিতে কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনির শাপে প্রদ্যুম্ন বা সাম্ব যে মুসল প্রসব করিয়াছিল, তজ্জাত এরকা দ্বারা অভিশপ্ত যদুবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল। ( সুশীল )

> যে পাপিষ্ট তাহার পিতৃবংশের সর্বনাশ করে।

তু০ অকাল কুষ্মাণ্ড।

বিটলেরা সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না। বাবুরাম বাবু ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন! টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**মূকং করোতি বাচালম্।** ( সং )

মূল মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ভগবান বোবাকেও বাক্‌পটু করেন—অসম্ভবকেও সম্ভব করেন।

পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধরস্বামী সত্যই বলিয়াছেন, "মূকং করোতি বাচালং"—হে ভগবান! তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

**মূর্খ বৈদ্য সম যম।**

মূর্খ বৈদ্য যমের সমান—রোগীর প্রাণ সংহার করিয়া থাকে।

তু০ मूरख बैद्यकी मात्रा, बैकुन्ठकी यात्रा।
नीम हकीम खतरए जान। (फा०)

**মূর্খ যাহা পায়, মুহূর্তে উড়ায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্।** (সং) **মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।**

মূল সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং+

মূর্খের জন্য কোনো ঔষধ নাই।

বাঙালী বৈদ্য কিন্তু হাল ছাড়িয়া দেন নাই। একটা অব্যর্থ টোটকা ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন—মূর্খের ঔষধ লাঠির প্রহার!

শাস্ত্রের বচন—মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্—লাঠী ব্যতীত দোরস্ত হবে না।

**মূর্খেরও অভিমান,—আমি বড়ো বুদ্ধিমান।** [ গিরিশ—নিমাই-সন্ন্যাস

নিজেকে কেহই নির্বোধ বলিয়া বিশ্বাস করে না—অতি বড়ো মূর্খও না।

**মূর্খের নাই হেতুবাদ, বাজি রেখে করে মাত।**

মূর্খলোক যুক্তিতর্কের দ্বারা কিছু প্রমাণ করিতে পারে না ; কথায় কথায় বাজি রাখিয়া নিজের বক্তব্য নির্ভুল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চায়।

তু° A wager is a fool's argument.

**মূল থাকলে সবই হবে।**

যাহা হইতে উৎপত্তি সেই মূল বস্তু বিদ্যমান থাকিলে তাহা হইতে আবার অনেক কিছুই পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

তু° সির সলামত তো পগড়ী পচাস।

**মূল দেবতার পূজো নেই,—সুবচনীর ঘটা!** দ্র° সুবচনীর হাঁস।

প্রধান দেবতার পূজা না করিয়া ঘটা করিয়া অপ্রধানের পূজা।

তু° ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতু পুজোয় ঢাক।

**মূলে অশুদ্ধ, কেবল তিবড়িতে গোবর।**

তিবড়ি—উনান। (সুবল)

রন্ধনের উপকরণ ও তৈজসপত্র সমস্তই অশুচি ; সে অবস্থায় কেবল গোবর দিয়া উনান নিকালেই সব শুদ্ধ হয় না।

আংশিকভাবে করিলে কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না।

**মূলে মাগ (মাদুর) নেই, তার আবার উত্তর শিয়র।**

হিন্দুর পক্ষে উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ।

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে—

প্রাক্‌শিরঃ শয়নে বিদ্যাং ধনায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তদোত্তরে।।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও এইরূপ নির্দেশ আছে।

(২) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মস্তক উড়িয়া গেলে উত্তর শিয়রে শয়ান শ্বেতহস্তীর মস্তক কাটিয়া গণেশের কবন্ধে যুক্ত হইয়াছিল। অতএব উত্তর শিয়রে শয়নের ফল মৃত্যু।

(৩) হিন্দুর শবদেহ উত্তর শিয়রে রাখার নিয়ম আছে।

অপর পক্ষে যাহার স্ত্রী নাই সে উত্তর শিয়রে শুইলে স্ত্রীর বৈধব্য ঘটিবার ভয় নাই, সুতরাং কোনো বাধা নাই। আবার যাহার শয়ন করিবার মাদুর পর্যন্ত নাই, সে কোন শিয়রে শুইবে সে প্রশ্নই উঠে না।

>অবান্তর বিষয়ের চিন্তা করা নিরর্থক।

ও মাঠে তো তোমার কোনো জমি নেই, তবে আর বন্যার কথা ভেবে মরছো কেন? মূলে মাগ নেই উত্তর শিয়র।

**মূলের চেয়ে ধেড়ে মোটা।** ধেড়ে=ধানের আঁটির ডগা; শীর্ষভাগ।

লক্ষ০ পিতা অপেক্ষা সন্তানের অধিক গুরুত্ব।

**মূলে হাবাৎ।** হাবাৎ—হাভাত ; নিরন্ন>বঞ্চিত।

সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়া।

ভেবেছিলেম এবার বুঝি ধান চাট্টি বেশী পাওয়া যাবে ; না, বন্যে হয়ে একেবারেই মূলে হাবাৎ!

**মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে।**

লক্ষ০ কুকর্ম করিলে দীর্ঘকাল তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়।

**মূলোচোরের শূল (ফাঁসি)।**

লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

তু০ কঁকড়ীকে চোরকী গর্দন নহীঁ মারী জাতী।

**মূষিক-বৃদ্ধি, না গজ-ক্ষয়?**

শূকর দেখিয়া দুই নৈয়ায়িকের বিতর্ক :—একজন বলে অতিভোজনের ফলে ইঁদুরের কলেবরবৃদ্ধি হইয়া এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। অপর জন বলে, হস্তী খাদ্যাভাবে এই আকার পাইয়াছে।

অনুরূপ ক্ষেত্রে গবচন্দ্র মন্ত্রী এই প্রশ্নের সমাধানে অক্ষম হইলে রাজা হবচন্দ্র নাকি রাজ-ভাণ্ডারীকে কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে এবং হস্তীপালকে চুরির অপরাধে শূলে দিয়াছিলেন।

মূর্খের অর্থহীন বিতর্ক।

**মৃণালে কণ্টক।**

পদ্মের মতো সুন্দর ফুলও দোষশূন্য নয়, তাহার ডাঁটা কাঁটায় পূর্ণ।

লক্ষ০ কোনো উৎকৃষ্ট বস্তুই দোষশূন্য নয়।

তু০ No rose but has its thorn.

**মেকি টাকার ঘন নিশান।**

জাল টাকার উপর রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট করা হয়, যাহাতে মেকি বলিয়া সন্দেহ না জন্মে।

অনুকরণ করিতে হইলে আসল অপেক্ষা বাহ্য পারিপাট্য বেশী হওয়া প্রয়োজন।

ভজহরি যখন ভদ্রবেশ ক'রে পকেট মারতে বেরোয়, তখন তার সাজ-পোষাক একেবারে নিখুঁত। মেকি টাকায় ঘন নিশান চাই তো?

**মেগে পায়, বিলিয়ে খায় ;—হাতে হাতে স্বর্গ পায়।**

বিনা আয়াসে যাহা পাওয়া যায় তাহার প্রতি মমতা জন্মে না ; সেজন্য নিরুদ্বেগে ব্যয় করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়।

তু০ উঠাঊকা মাল বঁটাঊমেঁ জায।

**মেঘ না চাইতে জল।**

লক্ষ০ অপ্রত্যাশিত লাভ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কম্পিত হস্তে যত্নের সহিত তাহার স্বামীর জন্য সরবৎ প্রস্তুত করিল এবং নিজে হাতে স্বামীকে তাহা খাওয়াইল। নিবারণ হাসিয়া বলিল, "বাঃ এ যে মেঘ না চাইতে জল।" নরেশ—শুভা।

**মেঘলা মেঘলা দিন যায়, কনে (সেয়ান) বউ সাতবার খায়,**
**গিন্নী বউয়ের রাত না পোহায়।** (মেয়েলী)

মেঘলা দিনে বেলা বোঝা যায় না। যখন বেশী বেলা হয় নাই, তখন অনেক বেলা হইয়াছে এই অজুহাতে বালিকা (বা চালাক) বধূ কয়েকবার খাইয়া লয়। কিন্তু যে বধূ সকলের বড়ো এবং সংসারের কর্ত্রী সে কাজে ব্যস্ত থাকে, বেলা হইলেও বুঝিতে পারে না।

নবীন ও প্রবীন, অথবা চতুর ও নির্বোধের মধ্যে প্রভেদ।

**মেঘে মেঘে বেলা হওয়া।**

অজ্ঞাতসারে সময় কাটিয়া যাওয়া।

>চেহারায় বোঝা না গেলেও বয়স বেশী হওয়া।

দাদা আমাদের দেখতে ছোকরাটি হলেও মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে,— ছেলে কলেজে পড়ে।

**মেছোহাটা।**

মাছের বাজারে প্রখরা মেছুনীদের সহিত ক্রেতাদের বচসা চলিতে থাকায় বিষম কোলাহল হয়।

>অশ্রাব্য ভাষা অথবা অত্যধিক হট্টগোলের স্থান।

ছেলেপিলের কান্নায় চেঁচামেচিতে থিয়েটারে মেয়েদের বসবার জায়গাটি কি রকম মেছোহাটা হয়ে দাঁড়ায়, দেখেছিস্ ত! প্রভাত—সিন্দূর কৌটা।

তু০ Billingsgate.

**মেটে দেওয়ালে পঙ্খের কাজ।**

মেঝে বা দেওয়ালে পঙ্খের বা গজগীরির কাজ করিতে উৎকৃষ্ট চূর্ণের প্রলেপ মাজিয়া মসৃণ করিতে হয়, যাহা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল।

সামঞ্জস্যহীন, অনাবশ্যক ও ব্যয়সাধ্য কাজ।

**মেনীমুখো।**

মেনী বা বিড়ালী গৃহস্থের বাটীর ভিতরে থাকিতে ভালবাসে, কুকুরের মতো বাহিরে যাইতে চায় না।

>লাজুক, মুখচোরা পুরুষ।

পুরুষ মানুসের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না। ··· অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে, অনেক স্থলে তার মা বাবা দোষাবহ বিবেচনা করে; পাছে ছেলেটা "মেনীমুখো" হয়।

তুঃ Mealy-mouthed. [ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**মেয়ে চিনি হাসে, মুক্ত চিনি ভাসে;**
**হাতী চিনি দাঁতে, মরদ চিনি বাতে।**

স্ত্রীলোকের মুখের হাসি তাহার স্বভাবচরিত্রের পরিচায়ক; মুক্তার নির্মল দীপ্তি তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক; হাতীর দাঁতের শুভ্রতা ও কঠিনতা দেখিয়া তাহার মূল্য নিরূপিত হয়; নিজের কথায় অটল থাকিলে পুরুষের সাধুতা প্রমাণিত হয়।

**মেয়েছেলে কাদার ডেলা, ধপাস ক'রে জলে ফেলা।**

কন্যাসন্তানের কোনো মূল্য নাই। বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া চলে এবং তখন তাহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায়।

**মেয়েছেলের বাড় কলাগাছের বাড়।**

বালক অপেক্ষা বালিকার দেহ বেশী তাড়াতাড়ি পুষ্ট হইয়া উঠে।

**মেয়ে নয় তো সাত বেটা, মেয়ের বিয়েয় করবো ঘটা।**

একটি মাত্র কন্যা হইলে পুত্র অপেক্ষা সে অধিক আদর পায়। তাহার বিবাহ নিতান্ত দায়োদ্ধারের মতো হয় না,—বেশ সমারোহ করিয়া হয়।

**মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।**

মেয়ের জন্যই জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক। মেয়ে মরিলে সে সম্পর্ক শেষ হয়, সমাদরও থাকে না।

তুঃ স্ত্রী মরী তো জমাই চোর।

**মেয়েমানুষ পরের ভাগ্যে খায়।**

স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ নিজের ভরণপোষণের মতো উপার্জন থাকে না,—পিতা, স্বামী বা পুত্রের মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

**মেয়ে মানুষের পেটে কথা সামায় (পচে) না।**

স্ত্রীলোকেরা কোনো কথা গোপন রাখিতে পারে না।

**মেয়ের নাম ফেলি;—পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।**

কন্যাসন্তান চিরকাল ঘরে রাখিবার নয়, ফেলিয়া দিবার বস্তু এবং ফেলিয়াই দিতে হয়। কেহ বিবাহ করিয়া লইয়া যাউক, অথবা যমে লউক, একই কথা। পরিণাম সেই একই প্রকার,—চিরতরে বিদায়।

**মেয়ের বিয়ে না কালীপূজো।**

কালীপূজা যেমন এক রাত্রেই সম্পূর্ণ হয়, কন্যার বিবাহও সেইরূপ এক দিনেই শেষ হয়। মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠান স্বল্পকাল স্থায়ী।

**মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।** ( মেয়েলী )

বিবাহ দিয়া মেয়েকে বিদায় দিতে মায়ের প্রাণে স্বভাবতঃই দারুণ ব্যথা লাগে ; পরে শ্বশুরালয়ে মেয়ের যে দুঃখ-কষ্ট হয় তাহার জন্য বহু মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়াও মায়ের মৃত্যু হয় না।

**মেয়েরে কে ছোটো কয় ?—যার পেটে ছাও হয়।**

স্ত্রীলোককে হীন জ্ঞান করা অন্যায়,—সে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে।

**মেরে-কেটে।**

অতি কষ্টে। কায়ক্লেশে।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজ মহাশয় আড়াই হাজার পর্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম, নচেৎ অগত্যা ক্ষান্ত হইতে হইবে। প্রভাত—ষোড়শী ( কলির মেয়ে )।

**"মেরেছ মেরেছ কলসীর কানা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না ?"**

চৈতন্যদেবের সহচর নিত্যানন্দ প্রভু জগাই ও মাধাই নামক পাষণ্ডদ্বয় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

নির্যাতনকারীর প্রতি ক্ষমার বাণী।

এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কাণে যেন বাজিল, 'মারলি মারলি কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না ?' [ মানিক বন্দ্যো০—অহিংসা।

**মোটা ভাত মোটা কাপড়।**

মধ্যবিত্ত পরিবারের অনাড়ম্বর জীবনযাপনের উপকরণ।

সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না ; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। অক্ষয় মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা।

**মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা !**

যখন বাড়ীতে রান্নাই হয় না, তখন তো ভাতই নাই। সে অবস্থায় তপ্ত ভাত পান্তা ভাতের কথাই উঠিতে পারে না।

>যে বস্তু নাই তাহার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হইতে পারে না।

খেলছিস ফুটবল, ছুটতে গিয়ে যেখানে প্রতিপদে আছাড় খেতে হবে, পায়ে বুট পরে নিস না কেন ?

জুতো কিনি তার সংগতি কই? স্কুল কলেজে যাবার জন্যে এক জোড়া জোটানই কষ্টকর, তায় মাঠে-মাঠে লাফাবার জন্যে আরেক জোড়া? মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা। অচিন্ত্য—কল্লোল-যুগ।

**মোর বুদ্ধি তোর কড়ি,—ফলার করি আয়।**

পরের অর্থে নিজের সার্থসিদ্ধির প্রস্তাব।

তু° परमुंडे फलहार।

**মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।**

মোল্লা ধর্মকর্ম করিয়া থাকে; তাহার যেটুকু ক্ষমতা ও প্রভাব তাহা কেবল মসজিদের মধ্যে, তাহার অধিক নয়। >সামান্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতা।

ব্রজেন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, 'তুমি কোন দিকে? হিরণ হাসিয়া বলিল,—'মোল্লার দৌড় মসজিদ—আর কোনদিকে? বীরেনের আড্ডায় যাচ্ছি। যাবে নাকি? শরদিন্দু বন্দ্যো°—বুমেরাং (ব্রজলাট)।

তু° मुल्लाकी दौड़ मसजिद तक।

**মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না।**

যমের বাহন মহিষ। কিন্তু তাই বলিয়া যে কেহ মহিষের পিঠে চড়িলেই যমের পদ পায় না।

>কেবলমাত্র বাহ্য লক্ষণ থাকিলেই বড়ো হয় না।

**মোষের বদলে মশা,—যার যেমন দশা।**

দেবতার কাছে মহিষ বলি দিবার মানত করিয়া দৈন্যের অজুহাতে মশা ধরিয়া খাইবার প্রস্তাব।

>অঙ্গীকার পালনের সময় ফাঁকি দেবার চেষ্টা।

**মোষের সিং বেঁকা, যুঝবার সময় এঁকা (সোজা)।**

লক্ষ° পরস্পর বিরোধ থাকিলেও বিপৎকালে ঐক্য হয়।

**মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।** (সং)

কোনো প্রস্তাবের প্রতিবাদ বা বিরোধিতা না করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে সম্মতি আছে এই অনুমান করা হয়।

"কেমন, রাজী ত?" বৌদিদি মাথা হেঁট ক'রে বল্লেন, "বেশ, তাই হ'ক।"

দাদার দিকে চাইতে তিনি শুধু একটু মুচ্কে হেসে চুপ ক'রে রইলেন। সুতরাং মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয় (সন্ধিবিচ্ছেদ)।

তু° चुप आधी मरजी।

Silence gives consent.

**মৌলা যব দেতা তো ছপ্পর ফোড়কে দেতা।** (হি০) মৌলা=ঈশ্বর।

ভগবান যখন দেন, ঘরের চাল ফুটা করিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেন। ভগবানের দয়া অতি বিচিত্র উপায়ে বর্ষিত হয়!

তু০ দেবার যে সে দিলে, আপনা আপনি মিলে।

**ম্যয় ভুখা হুঁ।** (হি০)

মেবারের রাণা লছমনসিংহের সময়ে (খৃ০ ১৩০৩) রাজধানী চিতোরের উপর দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রচণ্ড আক্রমণ হইলে, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানী নাকি এই বলিয়া রাজশোনিত পানের আকাংক্ষা জানাইয়াছিলেন।

>ক্ষুধিতের তুমুল আর্তনাদ।

অন্ধকারের মধ্যে মানুষকে দেখা যায় না। শুনা যায় শুধু সকরুণ ক্ষুধার্ত্ত চীৎকার; মহানগরী যেন চীৎকার করছে—ম্যয় ভূখা হুঁ;—ম্যয় ভূখা হুঁ!

তারাশংকর—মন্বন্তর।

**ম্যাও ধরা।** ম্যাও—বিড়াল। দ্র০ বেরালের গলায় ঘন্টা বাঁধা।

# য

**যঃ পলায়তি স জীবতি।** (সং, পঞ্চতন্ত্রম্)

মুল উপসর্গে হন্যচক্রে চ দুর্ভিক্ষে চ ভয়াবহে। অসাধুজনসম্পর্কে +

বিপদের মধ্য হইতে যে পলায়ন করে সেই বাঁচিয়া যায়।

যে সম্মুখ যুদ্ধে সামর্থ্য দেখাইয়া জিতিয়া যায়—তাহার বংশ-পরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও শার্দ্দুল। কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে—তাহার বংশধর শশক ও হরিণ। রামেন্দ্রসুন্দর—জিজ্ঞাসা (মায়া-পুরী)।

**যকের (যক্ষের) ধন।**

ধন সংরক্ষণের অধুনালুপ্ত রীতি বি০ঃ—মাটির নীচে গুপ্ত ধনাগারে একটি বালককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। অনাহারে বালকের মৃত্যু হইলে সে যক্ষ নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই ধনের রক্ষক হইয়া থাকিত।

কৃপণের সঞ্চিত ধন, যাহা সযত্নে রক্ষিত হয়,—ব্যয়িত হয় না।

বুড়ো এতদিন না খেয়ে না প'রে যকের ধন আগলেছিল,—এইবার পাঁচ ভূতে লুটবে।

**যক্ষের চক্ষে ঘুম নেই।**

লক্ষ০ কৃপণ ব্যক্তি নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে না,—পাছে কেহ তাহার ধন আত্মসাৎ করে।

**যখন আছে দুই পাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও ;**
**যখন হবে চার পাও, ভাত-কাপড় দিয়ে যাও ;**
**যখন হবে ছয় পাও,—বাবা তুমি কোথা যাও ?**

অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষ স্বাধীন থাকে, দুই পায়ে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে। পদবৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ বিবাহের পর, পত্নীর ভরণপোষণের দায়িত্বে জড়াইয়া পড়ে। আর সন্তান জন্মিলে পেছুটান বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিবাহের পর পুরুষের স্বাধীনতা লোপ পায়।

**যখনকার যা, তখনকার তা। যখন যেমন, তখন তেমন।**
**যখনকার যেমন, আউস ফুরালে আমন।**

আউস (আশু) ধান আগে ফলে, তারপরে আমন।

>যখন যেরূপ অবস্থা বা প্রয়োজন তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়।

গলার স্বর চিনিয়া রাইচরণ বলিল—"কে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ?" যুবক হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সে দিন সন্ন্যাসী ঠাকুরই ছিলাম বটে—আজ ইয়ং বেঙ্গল। যখন যেমন তখন তেমন। প্রভাত—গল্পপঞ্জী (মাদুলী)।

তু॰ जब जैसा तब तैसा।

**যখন তখন করে পাপ, সময় হলে ফলে।**

দ্র॰ পাপ চারপো হলে আপনি ফলে।

**যখন যার কপাল খোলে, শুকনো ডাঙায় ডিঙি চলে।**

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে সকল বাধাবিঘ্ন দূর হয়।

**যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ববনে বাঘ ঝাঁকে।** ঝাঁকে—উঁকি দেয়।

দুঃসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদ আসে।

**যজ্ঞির বেরাল।** যজ্ঞি—ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে ভোজ।

যে বিড়াল যেখানে ভোজ হয় সেখানেই উপস্থিত হয়।

>কোনো বাছ-বিচার না করিয়া যে ব্যক্তি সর্বত্র যাতায়াত করে।

তাঁরা বোধহয় পোষাকী ব্রাহ্ম। না, আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল ?

**যজ্ঞের ঘোড়া।** দ্র॰ ধর্মের ষাঁড়। [ কালীপ্রসন্ন—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

অশ্বমেধ যজ্ঞে বলি দিবার জন্য নির্বাচিত ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিলে সে যথেচ্ছভাবে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

**যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, খবর পেলেন ঘেঁটু-মনসা।**

যজ্ঞেশ্বর—যজ্ঞকালে যে দেবতা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন,—শিব বা বিষ্ণু। ঘেঁটু, মনসা ই॰ অপ্রধান দেবতা।

উৎসবাদিতে প্রধানদের আমন্ত্রণ না হইয়া অপ্রধানের আমন্ত্রণ হওয়া।

**যতই কই আর যাই কই, আসল কথার ভুল নাই।**

নানা অবান্তর কথা বলিলেও প্রয়োজনীয় কথাটির ভুল হয় না।

**যতই করো শিবসাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।** (মেয়েলী)

অপবাদ একবার রটিলে বহু চেষ্টাতেও তাহা দূর হয় না।

**যত করো পুতুপুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।**

শিশুকে অত্যধিক যত্নের মধ্যে রাখিলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

**যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণ ভোগ।**

যতক্ষণ দেহের সহিত প্রাণের সংযোগ থাকে অর্থাৎ জীবিতকালে, অথবা যতক্ষণ কর্মফলের প্রভাব থাকে, ততদিন সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়।

**যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।** পা০ যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।

মুমূর্ষু রোগীর দেহে যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতে থাকে ততক্ষণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করা যায় না।

> যতক্ষণ সাফল্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আশা থাকে।

তু০ जबतक साँसा तबतक आशा।

While there is life there is hope.

**যত গর্জে তত বর্ষে না।**

মেঘের গর্জন বেশী হইলেই বৃষ্টি বেশী হয় না।

লক্ষ০ লোকে যতটা আস্ফালন করে কার্যতঃ ততটা পারে না।

সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব কহিল, না। যতটা গর্জ্জায় ততটা বর্ষায় না।

তু০ जो गरजता है वह बरसता नहीं। [ শরৎ—পথের দাবী।

A barking dog will seldom bite.

**যত গুড় দেবে তত মিষ্টি।**

উৎকৃষ্ট বস্তুর যত বেশী সংযোগ হয় ততই ভালো হয়।

লক্ষ০ যত বেশী অর্থব্যয় করা হয় ততো ভালো হয়।

তু০ जेतो गुड़ डारिये तेतो मीठा होय।

The more the merrier.

**যত ঘর তত দোর।**

যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক ঘরের অন্ততঃ একটা দ্বার থাকে।

লক্ষ০ সকল কার্যই সম্পন্ন করিবার উপায় থাকে। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।

**যত চতুর তত ফতুর।**

অতিরিক্ত চালাকি করিতে গেলে পরিণামে ঠকিতে হয়।

তু০ জিতনা স্যনা উতনা দীবানা।

**যত ছিল নাড়াবুনে—সব হলো কীর্তুনে,**
**( +কাস্তে ভেঙে গড়ালো করতাল )।**

নাড়া—ধানগাছ কাটিয়া লইবার পর গোড়ার যে অংশ ভূমিলগ্ন হইয়া থাকে। নাড়াবুনে—নাড়াবন বা চাষের মাঠের সহিত যাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক; চাষা। করতাল—মন্দিরা।

গ্রামে কীর্তন-গানের হুজুক উঠিলে চাষা-মজুর পর্যন্ত কীর্তনীয়া হইতে চায়। তাহারা তখন চাষ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের কাস্তে পর্যন্ত অনাবশ্যক বোধে ভাঙিয়া ফেলে এবং তাহা দিয়া করতাল গড়াইয়া লয়।

হুজুকে মাতিয়া অযোগ্য লোকেরও বড়ো কাজ করিবার হাস্যকর প্রয়াস।

"কি রে অজু, তুই আবার সাহিত্যিক হলি কবে থেকে রে? . দেখে আর বাঁচি নে। কি যে একটা মা বলে—যত ছিল নেড়াবুনে ই০।"

**যত জ্বালে ভাত নঠো, তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিঠো।** [অনুরূপা দেবী—মা।

ভাত বেশী ফুটিলে গলিয়া নষ্ট হয়, কিন্তু ব্যঞ্জন অধিক সুস্বাদ হয়।

**যত ডরাই তত লড়াই।**

বিরোধ করিবার অনিচ্ছা থাকিলেও বিরোধের মধ্যে পড়িতে হয়।

**যত তক্ক তত নরক্ক, ( + বিচি গ'ণে কড়ি )।**

তক্ক—তর্ক, চাতুরী। নরক্ক—নরক, দণ্ডভোগ।

ভিতরে অনেক কোষ আছে ভাবিয়া থাউকো দরে গোটা কাঁঠাল কিনিয়া পরে বেশী কোষ না পাইলে নিজের দোষে ঠকিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কাঁঠাল ভাঙিয়া কোষ গণিয়া হিসাবমত দাম দিলে ঠকিতে হয় না।

>অতিরিক্ত চালাকি করিতে গেলে ঠকিতে হয়।

**যতদিন দুধ, ততদিন পুত।** ( মেয়েলী )

**যতদিন শেযে মুত, ততদিন থাকে কোলের পুত।** ( মেয়েলী )

শিশু যতদিন মায়ের স্তন্য পান করে, অথবা বিছানায়মূত্র ত্যাগ করে ততদিন সে অসহায় এবং মায়ের উপর নির্ভরশীল কোলের ছেলে।

**যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে।**

মানুষ ক্রমশঃ বেশী করিয়া সংসারে জড়িত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে।

**যতদিন রস, ততদিন বশ।**

যতদিন আর্থিক সঙ্গতি থাকে ততদিন সকলে অনুগত থাকে।

**যতদূর পা ছড়াও ততদূর ঝাঁৎলা।**

ঝাঁৎলা—একপ্রকার জলজ ঘাস দিয়া বোনা নিকৃষ্ট জাতীয় চেটাই।

ঝাঁৎলা ভিন্ন গরীব-দুঃখীর অন্য বিছানা জোটে না। তাহাই যদি হাত-পা ছড়াইয়া শুইবার মতো বড়ো হয় তাহাই আরামের চূড়ান্ত।

>গরীবের অল্পেই সন্তোষ।

**যত দোষ, নন্দ ঘোষ!**

বালক কৃষ্ণের উপদ্রবে ব্রজবাসীরা এতদূর উত্যক্ত হইত যে অন্য যে কেহ অত্যাচার করিলেও কৃষ্ণকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার পালক পিতা নন্দের কাছে অভিযোগ হইত।

>যে কেহ অপকর্ম করিলে একই ব্যক্তির নিন্দা।

বারে! কে পেয়ালা ভাঙলো তার ঠিক নেই, বদনাম হলো আমার। যত দোষ নন্দ ঘোষ!

**যত নষ্টের গোড়া।**

সকল অনিষ্টের মূল। যে সর্ববিধ অনর্থ ঘটায়।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী ত মাধপুরে থাকে!

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্ম্মের ভেক ধরে সেই ত যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। রবীন্দ্র—প্রায়শ্চিত্ত।

তু° The root of all evils.

**"যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥"** দ্র° একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।

তু° No gains without pains.

**যতনের মধু পিঁপড়ায় খায়, অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।**

যে বস্তু বেশী সাবধানে রাখা হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়; যাহার বিশেষ যত্ন হয় না অবহেলায় তাহার অপচয় ঘটে।

**যত বড় মুখ ( +নয় ) তত বড় কথা।** দ্র° ছোট মুখে বড় কথা।

বণিক বলিলেন, "ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আপনার মত নরাধমেরা ভদ্র-সমাজে প্রবেশ করিতে পায়।" শুনিয়া রোষে কম্পিত কলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, "তুই বেটা বড় পাজি, বড় ছোটলোক,··· যত বড় মুখ তত বড় কথা।" বিদ্যাসাগর—ভ্রান্তিবিলাস।

তু° इतनी सी जान, गजभरकी जबान।

**"যত মত, তত পথ।"** ( রামকৃষ্ণদেবের উক্তি )

যাবতীয় প্রচলিত ধর্মমত বাহ্যতঃ বিভিন্ন মনে হইলেও শ্রেয়োলাভের বিভিন্ন উপায় মাত্র।

যত মত তত পথ। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

**যত মাথা তত বুদ্ধি।** [ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

সকলেরই নিজ নিজ স্বাধীন বিচারবুদ্ধি আছে, সুতরাং কাহারও কথা উপেক্ষনীয় নয়।

তুং গুরু গুরু বিদ্যা, সির সির অক্কল।

Many men many minds.

**যত রটে, তার কিছু বটে।**

পাং যত কয় তত নয়, তবু কিছু কিছু হয়।

যে গুজব প্রচারিত হয় তাহা সর্বৈব মিথ্যা হয় না, কিছুটা সত্য থাকে।

**যত শেষ, তত বেশ।**

(১) কালক্রমে কার্যে নিপুণতা জন্মে বলিয়া যে কাজ যত পরে করা হয় ততই ভালো হয়।

(২) কাজ যত শেষ হইয়া আইসে, ততই ভাল লাগে। অনেক কাজের প্রথমটা বিরক্তিকর, শেষটাই ভাল বলিয়া মনে হয়। (সুবল)

**যত সয়, তত বয়।**

যে যতো বেশী ক্লেশ সহ্য করিতে পারে তাহাকে ততো বেশী দুরূহ কার্য করিতে হয়।

**যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম সন্না ( শর্মা )।**

অতিরিক্ত আমোদ ও উচ্ছৃংখলতার পর তাহার তিক্ত প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে হয়।

তোরা কটাতে মিলে বাড়ী মাথায় ক'রে তুলেছিস যে! আজ তোদের কপালে অনেক দুঃখু আছে দেখছি। মনে থাকে যেন—যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেছে রাম সন্না।

তুং He who laughs on Friday weeps on Saturday.

**যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।** ( সং, মহাভারত—ভীষ্মপর্ব )

মূল রাজন্ সত্যময়োহ্যেষ তমোরজবিবর্জিতঃ।
যতঃ কৃষ্ণোস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥

যে ধর্মকে আশ্রয় করে তাহার জয় সুনিশ্চিত।

**যত্ন ক'রে দেয় ভাত, হোক না সে ছেঁড়া পাত।**

দ্রং আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

**যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥** ( সং, পঞ্চতন্ত্রম্ )

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তাহাতে দোষ নাই।

রসিকদাদা কহিলেন, "পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্ব্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন। এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তারপর 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।' রবীন্দ্র—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

**যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, থাকে যুগ পরিমাণ।**

তুচ্ছ তৃণ বা কাষ্ঠখণ্ডও যত্ন পূর্বক রাখিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

**যত্র আয় তত্র ব্যয়।**

যাহা কিছু উপার্জন হয় তাহা সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হইয়া যাওয়া,—কিছু-মাত্র সঞ্চয় না হওয়া।

তু° जितनी आमदनी उतना खर्च।

To live a hand to mouth life.

**"যত্র জীব তত্র শিব।"** ( রামকৃষ্ণদেবের উক্তি )

জীবমাত্রই ভগবানের অংশ।

স্বামিজী ভারতের অন্যতম পবিত্রধামের মন্দির-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন,—যত্র জীব তত্র শিবঃ এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতি নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই যথার্থ শিবভক্তি।

[ সত্যেন্দ্র মজুমদার—শ্রীমদ্বিবেকানন্দ চরিত।

**যত্র ধুম তত্র বহ্নি।**

দ্র° পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

**যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।** (সং, মনুসংহিতা)

মূল +যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যেখানে নারীগণের সম্মান হয় সেখানে দেবতারা অবস্থান করেন।

আমাদের দেশ এত অধম কেন, এত অধঃপতিত কেন? শক্তিরূপিনী স্ত্রীজাতির আমরা অবমাননা করেছি বলে। যে গৃহে নারীরা পূজা পায় সেই গৃহেই দেবতারা আনন্দে বসবাস করেন। যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

**যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্। যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।** (সং)

প্রাচীন পুঁথিতে লিপিকরের কৈফিয়ৎ,—যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে দূষনম্ নাস্তি—'যেমনটি দেখিয়াছে তেমনটি নকল করিয়াছে তজ্জন্য নকলনবীশের দোষ নাই।' ( জ্ঞানেন্দ্র )

হুবহু নকল করার জন্য নিজ ভ্রম-ত্রুটির দায়িত্ব অস্বীকার।

**যথা ধর্ম তথা জয়, পাপ করলেই ভুগতে হয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥** (সং)

মূল জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন +

যাহাতে নিযুক্ত আছি তাহাই করিতেছি।

শ্যামাসুন্দরী…কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায় ?"

মৃন্ময়ী। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" …যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। বঙ্কিম—কপালকুণ্ডলা।

**যথা পূর্বং তথা পরম্।** ( সং )

আগেও যেমন পরেও তেমন। অপরিবর্তিত।

একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পন্ পন্ করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁৎঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলং যথাপূর্বম্ তথা পরম্।

**যথারণ্যং তথা গৃহম্।** ( সং ) [ সৈয়দ মুজতবা আলী—ময়ূরকণ্ঠী।

মূল মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যাশ্চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

গৃহে অশান্তি থাকিলে গৃহ ও অরণ্য সমান।

**যথা রাজা পালে, তথা বসতি ভালে।** ( ডাক )

যেখানে রাজা প্রজাপালক সেখানে বাস করাই ভালো।

**যথার্থবাদী লোকবিবাদী।**

স্পষ্টবক্তা সকলের অপ্রিয় হয় ;—সকলের সঙ্গে তাহার বিবাদ বাধে।

**যদি কন্যা পড়ে পাত্রে, কি করে তার সাত পুত্রে।**

কন্যা সুপাত্রে পড়িলে পুত্র অপেক্ষা মাতাপিতার অধিক সহায় হয়।

**যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা ॥** ( সং )

মূল আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।+

বিবাহের পাত্র যদি দোষযুক্ত হয়, উচ্চ কুল বা প্রচুর ধন সমস্তই ব্যর্থ।

সুরমা। আমি এমন বালিকা তেজবরে রাজাকে দিতে পারি ? বাছা, শাস্ত্রে বলে—যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ ই০। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**যদি খাবো কিনে, তো খাবো না কেন চিনে ?**

মূল্য দিয়া কিনিতে হইলে. দোষগুণ অবশ্যই বিচার করিতে হয়।

**যদি থাকে নসিবে, আপনা থেকেই আসিবে।**

অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায়।

**যদি থাকে মনে, থাকুক গে' না লঙ্কার কোণে।**

প্রিয়জন বিদেশে থাকিলে ক্ষতি নাই যদি তাহার স্মৃতি অম্লান থাকে।

**যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।** ( সং )

বরের উচ্চারিত বিবাহ-মন্ত্র ঃ—আমায় হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক।

একালের কেশবতী রাজকন্যারা নব্বুই ভরি সোনা আর তিন প্রস্ত ফার্নিচারের খেয়া নৌকা চেপে আপনি উত্তীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পণের টাকার কারেন্সী নোটের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং মম।

'যাযাবর'—দৃষ্টিপাত।

**"যদি দেখে আঁটাআঁটি, কান্দিয়া তিতায় মাটি।"** (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

চতুর ব্যক্তি বেগতিক দেখিলে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য প্রচুর অশ্রুজল ফেলে। কাঁদিয়া জেতা।

**যদি দেখে চাপাচাপ, ব'লে বসে ধর্ম্মবাপ।**

ধর্মবাপ—নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ যাহাকে ধর্মের নাম করিয়া পিতৃতুল্য বলিয়া স্বীকার করা হয়।

কাহারও কঠোর মনোভাব দেখিলে ভয়ে তাহার পদানত হওয়া।

**যদি পাই রুপোর কুঁচি, মুচিকেও করি শুচি।**

কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ অর্থের লোভে হীন কাজও করিতে প্রস্তুত।

**যদি পাই হেলে-বোড়া, অমনি ধরি জোড়া জোড়া ;**
**দেখলে পরে গোখরো-কেউটে, অমনি পটোল তোলা।**

সহজ কাজ করিতে বেশ পটু, কঠিন কাজে ভীত।

**যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।** ( খনা )

বৃহস্পতিবারের শেষ এক প্রহর বারবেলা। এই সময়ে সকল শুভ-কার্য নিষিদ্ধ। রাজ্যলাভের লোভেও এই সময়ে যাত্রা করা অনুচিত।

**যদি বরে আগনে, রাজা নামে মাগনে ;**
**যদি বরে পুষে, কড়ি হয় তুষে ;**
**যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ ;**
**যদি বরে ফাগুনে, চিনা-কাউন দ্বিগুণে ;**
**যদি হয় চৈতে বৃষ্টি, তবে হয় ধানের সৃষ্টি।** ( খনা )

বরে = বর্ষে। চিনা-কাউন—ধানের শ্রেণী বি০।

ভিন্ন ভিন্ন মাসে বৃষ্টির ফলাফল ঃ—অগ্রহায়ণ—ফসল নষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ হয়, রাজাকেও ভিক্ষা করিতে হয়। পৌষ—এতো ধান জন্মে যে কেবল তুষ বেচিয়াই লাভবান হওয়া যায়। মাঘ—সুখ-সমৃদ্ধির চূড়ান্ত হয়। ফাল্গুণ—কোন কোন জাতির ধান প্রচুর জন্মে। চৈত্র—মাঠ কর্ষনোপযোগী হইয়া ভালো ফসলের সূচনা হয়।

**যদি বলে পাকের কথা, তবেই ওঠে মাথার ব্যথা।** ( মেয়েলী )

কর্মবিমুখ বধূকে রাঁধিতে বলিলেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

**যদি হবে খাঁটি, তবে হও মাটি।**

প্রকৃত মাহাত্ম্য লাভ করিতে হইলে বিনয় ও সহিষ্ণুতা গুণের প্রয়োজন।

**যদি হয় লুচি, মুচির বাড়ীও রুচি।**

উপাদেয় ভোজন পাইলে অশুচি স্থানেও আহার করা যায়।

>লোভের বশীভূত হইলে ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না।

**যদি হয় সুজন, এক ঘরে ন' জন ; যদি হয় কুজন, ন' ঘরে একজন।**

**যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন।**

ভাললোক হইলে বহুজনে সম্ভাবে একত্র থাকিতে পারে।

**যদি হয় সোনার ভাগারি, তবু ধরে লোহার কাটারি।**

সোনার ভাগারি—বৃহত্তম অংশের ( সিংহভাগ ) অধিকারী অথব ধনৈশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ।

(১) এরূপ ব্যক্তিও নিজের ন্যায্য অংশের জন্য বিবাদ করে।

(২) প্রভূত ধনশালী হইলেও প্রয়োজন হইলে লোহার কাটারি ব্যবহার করে, 'অর্থাৎ সোনার কাটারি ধরে না'। ( সুশীল )

**যদি হরিপদে থাকে মন, তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।**

যাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আছে তাহার তীর্থে যাইবার প্রয়োজন নাই।

**যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।** ( সং )

মূল যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতত্তোরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ।।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরানগরী কোথায় গেল ?

>পুরাকালের গৌরবের বস্তু সমস্তই যখন লোপ পাইয়াছে, তখন জগতই নশ্বর।

কিন্তু যে কালের গতিতে যদুপতি যান, তাঁহার মথুরাপুরীও গৌরব হারায়, সেই কালের প্রভাবেই বোধ করি সে রামেশ্বর আর নাই। তিনি নাকি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধকার ঘরে বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত।

তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

**যমকে 'সোয়াগী' দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে নারি।** ( মেয়েলী )

স্বামীকে বরং যমে লইলে সহ্য হয়, কারণ সপত্নীও সমান বঞ্চিত হইবে। কিন্তু নিজে বঞ্চিত হইয়া সপত্নীকে লাভবান হইতে দেওয়া যায় না।

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সয় গায়
সতিনী লইলে পতি সহা নাহি যায়। (ভারত—অন্নদামঙ্গল)

**যমে-মানুষে টানাটানি।**

রোগীর জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী অতি সংকটজনক অবস্থা।

—"হ্যাঁ বাবা, আমার কি খুব বেশী হয়েছিল ?

—"ও !—যমে মানুষে টানাটানি ! ভাগ্যে মোহন ছিল, নৈলে তুই কি আর বাঁচতিস সরো ? হেমেন্দ্রকুমার রায়—আলেয়ার আলো।

**যমের অরুচি। যমের ভুল।**

অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তি, লোকে যাহার মৃত্যু কামনা করে, অথচ মৃত্যু হয় না। এজন্য অনুমান হয় যে যমও বিতৃষ্ণাবশতঃ তাহাকে লইতে চাহে না, অথবা লইতে ভুলিয়া গিয়াছে।

জয়স্বামিনী। তোকে এ বুদ্ধি কে দিল ?

রামগুপ্ত। কেন, আমার মন্ত্রী রুচিপতি।

জয়। তোর রুচি, যমের অরুচি। ওরে কুলাঙ্গার, তোর পিতার মৃতদেহ প্রাসাদের অঙ্গনে পড়ে আছে,...আর তুই কি-না অশুচি অবস্থায় সিংহাসনে চড়ে বসে আছিস ? রাখালদাস বন্দ্যো০—ধ্রুবা।

**যমের খাতায় তলব পড়া।** দ্র০ চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

**যমের দক্ষিণ দ্বার।** দ্র০ বৈতরণী পার হওয়া।

মৃতের প্রেতাত্মা যমপুরীর যে প্রবেশদ্বারে উপনীত হয়।

**যমের বাড়ী নেই পাঁজি-পুঁথি।**

যমালয়ে দিনক্ষণ বিচার না করিয়াই মানুষের ডাক পড়ে।

যে কোনো সময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারে।

**যমের বাড়ীর পথ সবাই চেনে।**

যমালয়ের পথ খুঁজিয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। মরা খুব সহজ।

**যমের মায়ের গঙ্গাস্নান।**

গঙ্গাস্নান করিলে মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়া নরক-যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু যমের মায়ের কোনো দণ্ড পাইবার ভয় নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে গঙ্গাস্নানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই।

>শক্তিমানের যে আশ্রিত তাহার কোনো ভয়-ভাবনা থাকে না।

**যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।** (সং) (+ **কাছা খুলে নদী পারঃ!**)

মূল  ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে ।।
দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা।
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্যং বিধীয়তে ।।

যে স্থানে যে বিচিত্র প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে তাহা সকলেরই মানিয়া চলা উচিত।

যেমন, কোনো দেশে হাঁটিয়া নদী পার হইবার সময়ে যদি কাছা খুলিয়া চলিবার প্রথা থাকে, বিদেশীদেরও তাহা করা কর্তব্য।

রমাই। আপনার এক শ্যালক এসে আমাকে বল্লেন, বাসর ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? এমন তো পূর্ব্বে জানতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ বল্লুম, পূর্ব্বে জানবেন কি করে? পূর্ব্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করতে এসেছেন তাই যস্মিন্‌দেশে যদাচার। রবীন্দ্র—প্রায়শ্চিত্ত।

তু° चमगीदड़के घर मेहमान आये, तो हमभी लटकें तुमभी लटको।

When at Rome do as Romans do.

**যাঁরে ধ্যানে না পায় ঋষিমুনি, তাঁরে ঝাঁটায় ঝেঁটায় নন্দরানী।**

শিশু কৃষ্ণের মাতা যশোদা তাঁহার অতি কঠোর শাসন করিতেন।

>অতি-পরিচয়ে মাহাত্ম্য নষ্ট হয়।

**যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।**

বাহান্ন ও তিপান্নর মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য, ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

>যৎকিঞ্চিৎ কম-বেশীতে কিছু যায় আসে না।

তু° जहाँ सौ वँहा सवा सौ।

In for a penny, in for a pound.

**যাঁহা মুশ্‌কিল তাঁহা আসান।** (হি°)

সংকট থাকিলে পরিত্রাণেরও উপায় আছে।

**যাওয়া নিজের হাত, আসা পরের হাত।**

নিজের ইচ্ছামত কোথাও যাওয়া যায়, কিন্তু অপরে আসিতে না দিলে সহজে আসা যায় না।

তু° जाना अपने बस, आना पराये बस।

**যাক প্রাণ, থাক মান।**

নিজের সম্মান অতি মূল্যবান সম্পদ। তাহা রক্ষার জন্য নশ্বর প্রাণও অকাতরে বিসর্জন দেওয়া যায়।

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নেপালের সহিত ঘুঁসিতে আঁটিয়া উঠা সহজ নয়।...তখন আমি—"যাক প্রাণ, থাক মান"—মন্ত্র জপিতে জপিতে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম।

[ যোগীন্দ্রনাথ সরকার—গল্প-সঞ্চয়

**যাকে রাখো সেই রাখে।**

যত্ন পূর্বক যাহাকে রক্ষা করা হয় তাহা পরে উপকার করে।

কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা। যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপূর্ব কথা—'যাকে রাখো সেই রাখে।'

অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

তুং Keep they shop and thy shop will keep thee.

**যাকে লোকে বলে ছি, তার জীবনে রইলো কি ?**

সমাজে সকলের হেয় হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা।

**যাচলে জামাই খান না কোষ, শেষকালেতে ভুতি চোষ।**

দ্রং আগে জামাই খায় না, শেষকালেতে পায় না।

**যাচলে মানিক বিকোয় না। যাচলে সোনাও রাঙ হয়।**

কোনো উৎকৃষ্ট বস্তুও দিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলে তাহা অনাদৃত হয়।

**যাচা কন্যা (ভাত) কাচা কাপড় ছাড়তে নেই।**

নারী স্বেচ্ছায় ধরা দিলে প্রত্যাখ্যান করা মূঢ়তা; শুদ্ধ বস্তুও ত্যাগ করা অনুচিত।

**যাচ্ছেতাই।** যা+ইচ্ছে+তাই।

নির্বিচারে মুখে যাহা আসে বলিয়া যাহার নিন্দা করা চলে। নিকৃষ্ট।

ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভাল বটে লোড়াটা যা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটনা হয় যেমন হোক বাটিত।

তুং Good for nothing. [মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—প্রবোধচন্দ্রিকা।

**যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।** (সং, কালিদাস—মেঘদূতম্)

অধম জনের তোষামোদ করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা মহতের নিকট চাহিয়া ব্যর্থ হওয়াও ভালো।

**যা ছিল আমানি-পান্তা মায়ে-ঝিয়ে খেনু,**
**ঘরজামাই রামের তরে ধান শুখাতে দিনু।** (মেয়েলী)

ঘরজামাইয়ের বিড়ম্বিত জীবনের দৃষ্টান্ত।

**যাত্রা বদলানো।**

অশুভক্ষণে যাত্রা করিবার ফলে বিপত্তি ঘটিলে, ফিরিয়া আসিয়া শুভক্ষণ দেখিয়া পুনরায় যাত্রা করা।

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। যিনি পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই একবার যাত্রা বদলাইয়া আসিয়া এখন সেই স্বামীরই নিন্দায় পঞ্চমুখ। সত্যরঞ্জন সেন—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস।

**যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।।** (সং)

মূল দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।+

যে যেমন কামনা করিয়া চিন্তা করে তাহার সেইরূপই ফললাভ হয়।

তু॰ জাকী রহি ভাবনা জৈসি হরি মূরতি দেখী তিন তৈসী।

**যা থাকে কপালে!**

বেপরোয়া উক্তি ঃ—অদৃষ্টে যতো দুঃখ ঘটে ঘটুক।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেচে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, যা' থাকে কপালে। রবীন্দ্র—জাপান-যাত্রী।

**যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।**

ভারত—(১) মহাভারত গ্রন্থ, (২) ভারতবর্ষ দেশ।

সারা ভারতবর্ষে এমন কিছুই নাই মহাভারতে যাহার উল্লেখ নাই। মহাভারত বিরাট গ্রন্থ, তাহাতে সব কিছুই আছে।

**যা না দেখি আপন নয়নে,**
**বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**যা না দেখে রবি, তা দেখে কবি।**

কবির কল্পনা-দৃষ্টির অগোচর কিছুই নাই।

**যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।** (সং, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা)

মূল মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতক।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।।

যতদিন চন্দ্র-সূর্য বিদ্যমান থাকিবে। চিরকাল।

তু॰ জব তক গংগা যমুনা রহে।

**যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।** (সং) দ্র॰ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।

**যাবৎ ভুঁই তাবৎ ঝগড়া।**

যতদিন বিষয়-সম্পত্তি থাকে ততদিন তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ চলে।

**যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ (পরীক্ষা)।**

>হতভাগ্য ব্যক্তিকে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

**যা বলি তা করো, যা করি তা নয়।**

উপদেশ মানিয়া চলা উচিত, অনুকরণ করা নয়।

তু° गुरु कहैं सो कीजिये, करै सो कीजिये नहीं ।

Do what I say not what I do.

**যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাবো।**

ব্যং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কপট মোরিয়ার ভাব প্রকাশ।

—ওরে ছোঁড়া, গাছের মগডালে উঠেছিস, পড়লে প্রাণটা যাবে যে।

—যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাবো।

**যার আক তার গুড়, প'ড়ে থাকে পড়াস্থুর।**

পড়াসুর—ভুঁড়োসুর; চঞ্চাবুড়ো; ক্ষেতের ফলশস্য পাহারা দিবার জন্য স্থাপিত কদাকার খড়ের মূর্তি। ইং A scarecrow.

ক্ষেতের মালিক আক কাটিয়া লইয়া গিয়া গুড় তৈয়ারী করে, মূর্তিটি অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকে।

তু° বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি।

**যার আছে ভাগ্যে শশী, পরের ধনে সে খায় বসি'।**

জ্যোতিষ মতে জন্মলগ্নে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে জাতক ভাগ্যবান হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তি পরের ধন ভোগ করিয়া থাকে।

**যার ইষ্টি তার সবই মিষ্টি।** ইষ্টি—ইষ্ট; কল্যাণ; সুখ-সমৃদ্ধি।

সুখ-সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি যাহা করে, তাহাই ভালো।

**"যার কড়ি তার কথা, নিকড়িয়ার সদাই ব্যথা।"** (ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

ধনবানের কথাই থাকে, নির্ধনের সকল কথা উপেক্ষিত হইয়া মনঃকষ্টের কারণ হয়।

**যার কড়ি তার জয়।**

যাহার বিত্ত আছে সে সকল ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে।

**যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।**

যে কার্যে যে অভ্যস্ত অথবা সংশ্লিষ্ট তাহারই সে কার্য করা শোভন ও সহজ হয়, অপরের পক্ষে তাহা ক্লেশকর।

শ্যাম। এ দিকে নাকি নবাবী ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃন্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ? যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। বঙ্কিম—সীতারাম।

তু° जाको काम ताको साजे ।

**যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা ।**

যাহার সাহায্য চাওয়া হয় সেই কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখায় না ।

"যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা ।"

তোমায় বল্লুম কি না তোমার ভাইকে ব'লে কয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা কর; না তুমি পাঁচালীর ছড়া গাইতে সুরু করলে । অমৃতলাল—বন্ধু ।

**যার গলা ধরে কাঁদি, তার নেই চোখে পানি ।**

যাহাকেই দুঃখ জানানো হয়, সমবেদনা কিছুই পাওয়া যায় না ।

**যার গলায় ঘা সে বলে বাঁচবো ; যার পায়ে ঘা সে বলে মরবো ।**

গলার ঘা সাংঘাতিক হইতে পারে, পায়ের ঘা তেমন হয় না ।

কেহ অধিক বিপদে বিচলিত হয় না, কেহ অল্পেই হতাশ হইয়া পড়ে ।

**যার গেল সেই চোর ।**

যাহার জিনিস চুরি যায় অনেক সময়ে তাহাকেই চোরের মতো ভুগিতে হয় ।

তু॰ जिसका जावे, वही चोर कहलावे ।

**যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু ।** সরু—নম্র ।

যে অবস্থাপন্ন সে বিনয়ী হয় ।

**যার গোলায় ধান, তার কথায় টান ।**

পা॰ যার টেঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা ।

ধনগর্বিত ব্যক্তি উদ্ধত আচরণ করিয়া থাকে ।

**"যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ ।"** ( ভারত—বিদ্যাসুন্দর )

বিপদের মধ্যে কেহ নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে না ।

**যার ছেলেকে কুমীরে খায়, ঢেঁকী দেখলে ভয় পায় ।**

দ্র॰ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায় ।

**যার ছেলে যতো খায়, তার ছেলে ততো চায় (লালায়) ।**

আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না, লোভ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে !

তু॰ Avarice increases with wealth.

**যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ।**

চোর সকলের ঘৃণার পাত্র । কিন্তু যাহার উপকারার্থে চুরি করা হয় তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । সেও যদি ঘৃণা করে তাহা অসহ্য ।

রেবা । তুই যা । তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির করে বকতে হবে না । —যা বুড়ি ।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে চুমো খাবে ; না বল্লে কিনা 'যা বুড়ি।' দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

তু° जिसके लिये चोरी की वही कहे चोर।

**যার জন্যে বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।**

ভালবাসার বিনিময়ে আক্রোশ।

**যার জোরকে হেরে যাই, তারেই ভগবান দেখাই।**

প্রবল শত্রুকে ঠেকাইবার শক্তি না থাকিলে, ভগবান দণ্ড দিবেন এই বলিয়া ভয় দেখায়। দুর্বলের সান্ত্বনা।

**যার জ্বালা (ব্যথা) সেই জানে, ( +জানে না পরে )।**

যাহাকে ক্লেশ সহ্য করিতে হয় সেই মর্ম বোঝে,—অপরে বোঝে না।

মালতী। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হয়ে বেড়াও কেন?

রতিকান্ত। যার জ্বালা, সেই জানে, সদাগরী করতে হয় তো বুঝতে পার।

দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

তু° मोजेका घाप मीयाँ जाने या पाँव।

The wearer knows where the shoe pincher.

**যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই।** ( মেয়েলী )

অপরের ব্যাপার লইয়া হুজুকে মাতিয়া নিজের প্রয়োজনীয় কার্যে অবহেলা করা।

**যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া।** ( মেয়েলী )

যাহার আইবুড়ো মেয়ে আছে তাহার দারুণ দুশ্চিন্তা থাকে ; অপরে তাহার সাহায্য না করিয়া প্রবল কৌতুহল লইয়া তাহার দুর্দশা লক্ষ্য করে।

**যার দান তার পুণ্য, যারে দেয় সেও ধন্য।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!**

যাহার ন্যায্য অধিকার আছে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অপরে ভোগ করা।

নেহাৎ ওকে না তাড়াতে পারি, ওর চতুস্পাঠী ভাংগব। দেখি, ও কেমন করে পণ্ডিতী করে খায়। অমনি আমি ছাড়ছিনে। বলে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই! কোথা ছিলি ব্যাটা এতদিন? আমি আজ সাত বছর এই দোর কামড়ে পড়ে আছি।

[ অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

তু° अनकर धनपर चोर राजा।

**যার ধন নেই তার নিধন ভালো।**

নির্ধন হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভালো।

**যার ধন সে ধন্য, যে দেয় তার হাত ধন্য ।**

যাহার অর্থ দান করা হয় তাহার তো পুণ্য হয়ই, যাহার হাত দিয়া দান দেওয়া হয় সেও পুণ্যের ভাগী হয় ।

**যার ধারি তার মরণ করো, (+যে ধারে তায় টিপে ধরো ) ।**

লোকে পাওনাদারের কবল হইতে নিষ্কৃতি চায় । সেজন্য তাহার মৃত্যু কামনাও করে ; কিন্তু খাতককে ধরিয়া রাখিতে চায় যাহাতে সে নিষ্কৃতি না পায় ।

তাঁর কাছে একটি অমূল্য উপদেশ পেয়েছি । তিনি উঠতে বসতে বলতেন, "হরি হে ত্রাণ করো । যার ধারি তার মরণ করো ।

[ প্রমথ চৌধুরী—আত্মকথা ।

**যার নাম ভাজা চা'ল তারি নাম মুড়ি ;**
**যার মাথায় পাকা চুল তারি নাম বুড়ি ।**

একই বস্তুর বিভিন্নভাবে পরিচয় দেওয়া যায় ।

স্মিথমুখে সুধীন্দ্র বললে "আমার দৃষ্টিশক্তি নিভে আসছে মনু ।"

"নিভে আসছে ? না, ক'মে আসছে ?"

"তার মানেই তাই । যার নাম ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি ।"

তু° জোহী মামূ বহী বাপকা সালা । [উপেন্দ্র গঙ্গো°—নাস্তিক ।

**যার নামে উপবাস, তারই সঙ্গে পরবাস ।**

যাহার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিলে অন্ন জোটে না সেজন্য যাহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়, তাহার সহিত নির্বান্ধব দেশে বাস করা অসম্ভব ।

বাধ্য হইয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সাহচর্য করা অসহনীয় ।

**যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা ।**

বেলেঘাটা কলিকাতার পূর্বাঞ্চলস্থিত পল্লী যেখানে পূর্বে খালের পথে নৌকায় ধান-চাউল আমদানি হইয়া স্থানীয় আড়তে বিক্রয় হইত । যাহার ব্যবসায় করিবার মতো মূলধনের অভাব তাহারাও এই ব্যবসায়-কেন্দ্রে দালালী ই° নানা উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে পারিত ।

**যার পরে যার খায়, তারি ভিটেয় ঘুঘু চরায় ।**

যাহার দ্বারা ভরণপোষণ হয় তাহারই সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা ।

**যার পুতের বিয়ে তার দেখতে মানা ।**

কন্যাগৃহে বিবাহ হয়, বরের মা যেখানে উপস্থিত থাকেন না ।

> বিশ্বাস যে মায়ের দেখা নিষিদ্ধ—অন্নপ্রাসনের মতো ।

**যার বিয়ে তার দেখতে মানা !**

অসম্ভব নিয়মের দৃষ্টান্ত,—কারণ বিবাহে বরই প্রধান অংশ গ্রহণ করে ।

**যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।**

কোনো ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা অপরের অধিক আগ্রহ ও ব্যস্ততা।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গো। বলে দরকার কি!—কথায় বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্‌শির ঘুম নেই।' 'দরকার কি?' তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি?

দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

**যার বেটার বিয়ে তার পাতে নেই ডাল।**

মান্য ব্যক্তির অনাদর।

তুঃ দুলহা কী পত্তল নহীঁ।

**যার মন যা চায়,—দুধ বেচে মদ খায়।** অর্থ সুস্পষ্ট

**যার মরণ যেখানে, না' ভাড়া ক'রে যায় সেখানে।**

যেখানে যাহার মৃত্যু নির্ধারিত, নিয়তি তাহাকে সেখানেই লইয়া যায়।

তুঃ জহাঁকী মিট্টী তহাঁ লে জাতী হৈ।

**যার মাটি তারে না আঁটি।**

যে জমির মালিক তাহার অত্যাচার প্রজা প্রতিরোধ করিতে পারে না।

**যার মাথা ভাঙে সেই চুন খোঁজে।**

লক্ষঃ যে বিপন্ন হয় তাহাকেই উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

**যার মাথায় পাগ, তার সেরা ভাগ।** পাগ=পাগড়ি—ক্ষমতার পরিচায়ক।

যাহার ক্ষমতা বা সম্মান অধিক তার দাবী অধিক।

**যার যতো খাঁই, তার ততো নাই।**

যাহার আকাংক্ষা যতো বেশী হয় ততোই অভাব বোধ করে।

লোভের শেষ নাই।

**যার যা রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।** রীত—রীতি, স্বভাব।

দ্রঃ ইল্লৎ যায় ধু'লে, স্বভাব যায় ম'লে।

**যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।**

দ্রঃ উপর থেকে প'ড়ে গেল জন ছয় সাত ইঃ।

**যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।** দ্রঃ যাদৃশী ভাবনা যস্য ইঃ।

যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ যে তাঁকেই চায় সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে, সে তাই পেয়ে থাকে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

**যার লাঠি তার মাটি।**

দ্র॰ জোর যার মুল্লুক তার।

১ম দস্যু। লুট কে না কচ্ছে? দোকানী লুট কচ্ছে খদ্দেরকে রাজা লুট কচ্ছে প্রজাকে……দুনিয়াতে লুট কে না করছে সর্দার? লাঠি যার মাটি তার। দ্বিজেন্দ্রলাল—সিংহল-বিজয়।

**যার শিল তার নোড়া, ভাঙি তারই দাঁতের গোড়া।**

লক্ষ॰ কাহারো অনিষ্টসাধন করিতে তাহারই সাহায্য গ্রহণ।

তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাঁহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে, তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া, প্রসন্নবাবুর পাটীগণিতের পদচ্যুতি তাহারই একটি দৃষ্টান্তস্থল!

তু॰ जिसकी जुती उसीका सिर। [বিপিন গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ।

**যার সঙ্গে যার ভাব, মুখ দেখলেও লাভ।**

যাহার প্রতি ভালবাসা থাকে তাহাকে কেবল চক্ষে দেখিলেও সুখ হয়।

দেখ, দেখ, প্রাণ ভরে দেখ। যার সঙ্গে ভাব, মুখ দেখলেও লাভ।

**যার সঙ্গে যার মজে মন, কি বা হাড়ি কি বা ডোম।** [প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

যাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহার সকল দোষ ও অযোগ্যতা উপেক্ষিত হয়।

যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনী-কুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে! বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর (স্ত্রীলোকের রূপ)।

তু॰ चुड़ैलपर दिल आ जाय तो परी क्या चीज हैं।

**যার সঙ্গে যেমন, শুঁটকি মাছ আর বাইগন।**

একটা নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আর একটা নিকৃষ্ট বস্তু বেশ মিশ খায়।

**যার হাতে খাইনি সে বড়ো রাঁধুনী.**
**যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড়ো ঘরনী,**
**যারে না দেখেছি সে বড়ো সুন্দরী,**
**যার কথা শুনিনি সে বড়ো কথারী।** কথারী—বাক্‌পটু।

যাহার যে সদ্‌গুণের কথা শোনা যায় তাহার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সুনাম প্রচারিত হইতে থাকে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

**যার হাতে মরিবে লক্ষ্মণ তারই অপযশ।**

লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হইলে, পাছে শেল বাহির করিবার সময় মৃত্যু ঘটে এই অপযশের ভয়ে কাহারও সাহস হয় নাই। পরে রামচন্দ্র স্বয়ং তাহা বাহির করিয়াছিলেন।

যাহার কার্যের ফলে দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয়, নির্দোষ হইলেও তাহাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হয়।

**যারে করো মর্ মর্, সে পায় দেবতার বর।**

পা০ মর্ মর্ বললে পরমায়ু বাড়ে।

যাহার মৃত্যু কামনা করা হয় ভগবান তাহাকে রক্ষা করেন।

**যারে ডর করি, তারে গড় করি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।**

যে ব্যক্তি বিরাগভাজন হয় তাহার সব কিছুই মন্দ বলিয়া মনে হয়।

**যারে না দেয় মৌলা, কি করবে তার আসফ্‌দ্দৌলা।**

আসফ্‌দ্দৌলা অযোধ্যার দানশীল নবাব। কথিত আছে যে এক অন্ধ ভিক্ষুক লক্ষ্ণৌয়ের রাজপথে চিৎকার করিত, 'যারে না দেয় মৌলা, তারে দেয় আসফ্‌দ্দৌলা।' নবাব পরীক্ষা করিবার জন্য একখানা রুটির মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা পুরিয়া ভিক্ষুককে দিলেন। পরদিনও ভিক্ষুক পূর্ববৎ ভিক্ষায় বাহির হইলে প্রকাশ পাইল যে, সে রুটিখানি ভারি দেখিয়া উহা কাঁচা আছে ভাবিয়া অপর এক ভিক্ষুককে বিক্রয় করিয়াছিল॥ নবাব তখন বুঝাইয়া দিলেন :—

ভগবানের দয়া না হইলে মানুষের দ্বারা দুঃখ দূর হয় না।

**যা রোচে তা পচে।**

রুচির সহিত যে বস্তু খাওয়া হয় তাহা সহজে হজম হয়।

তু০ रुचे सो पचे।

**যা শত্রু পরে পরে।**

এক শত্রুর দ্বারা আর এক শত্রুর বিনাশ,—যাহাতে নিজের কোনো ক্ষতি না হয়।

বিদূষক। এইবার বিক্রমাদিত্য ম'লো!
যক্ষের চক্ষে রক্ষে পাওয়া ভার!
ভাল হ'লো, যা শত্রু পরে পরে,
আমাকে আর বেশী কষ্ট পেতে হ'লো না।

তু০ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে। [রাজকৃষ্ণ রায়—রাজা বিক্রমাদিত্য।

**যাহা রয় বারোমাস, তাহা করো অভিলাষ।**

যে বস্তু দীর্ঘকাল থাকে তাহাই কামনা করা উচিত।

**যাহারে ডরাও তুমি সেই দেবী আমি।**

মনসা দেবী বার বার অপ্রত্যাশিত ভাবে আবির্ভূত হইয়া চাঁদ সদাগরের নানা লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন।

> যাহার জন্য সদা ভয় তাহাই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটা।

**যিনি খান চিনি, তারে জোগান চিনি, চিন্তামণি যিনি।**

দ্র০ কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে, চিনি নইলে খাবনি, ই০।

দুধ কেনবার কথা পাড়লেই বলে বসে আছে—টাকা আসবে কোথা থেকে?

বাবাজী বলে উঠলেন—"সে তুমি ভেব না মা,—"যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি।"

**যুক্তির শেষ শক্তি।** [ কেদার বন্দ্যো০—কবলুতি ( পেনসনের পর )।

যুক্তিতর্কের দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হইলে অবশেষে বলপ্রয়োগের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়।

তর্কেতে বস্তুতঃ সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

**যুগীর গানে ভণিতা নেই।** [ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

ভণিতা—কবিতা বা গীত রচয়িতার পরিচয়সূচক পংক্তি>ভূমিকা।

পূর্বকালে যোগীজাতি চারণের কাজ করিত,—গৌড়ের পাল রাজ বংশের কীর্তিগাথা গাহিয়া বেড়াইত। পরে তাহারা ভিক্ষাজীবী হইয়া গানের মতো সুর করিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইত। সে গানে কোনো বর্ণনা বা ভূমিকা থাকিত না,—কেবল যাচ্ঞা।

>(১) কোনো অবতারণা না করিয়া সরাসরি মূল বক্তব্যের উত্থাপন করা।

(২) "কারণ যুগীর গান গানের মধ্যেই পরিগণিত হয় না।" (সুশীল)

ঐ আসছে হরিহর। এসেই টাকাটা-সিকেটা চাইবে। আগে আগে সুখ-দুঃখের কথা পেড়ে শেষে কিছু চাইতো। এখন আর যুগীর গানে ভণিতা থাকে না।

**যুদ্ধং দেহি।** ( সং )

প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান।

যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে—তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধং দেহি। রবীন্দ্র—শেষের কবিতা।

**যেই বিয়ের ঘটা, তার আবার হলুদি-বাটা।**

দ্র০ ভারি তো বিয়ে, তার দু' পায়ে আলতা।

**যেই শিরে বাঁধো পাগড়ি, শ্মশানে যাবে গড়াগড়ি।**

মান-সম্ভ্রম চিরস্থায়ী হয় না,—মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়।

**যে এলো চ'ষে, সে রইলো ব'সে ;**
**যে এলো কোদাল ( কোঁথ ) পেড়ে তারে দাও ভাত বেড়ে।**

যে কঠিন কাজ করে তাহার উপেক্ষা এবং অন্যের সমাদর।

**যে কথা সেই কাজ।**

প্রস্তাব বা অঙ্গীকার অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা।

বন্ধুকে বলিলাম 'চল, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসি।' যে কথা, সেই কাজ। হুকা হাতে করিয়াই মহাপুরুষ দর্শনে গেলাম। [ ললিত°—পাগলা ঝোরা ( বঙ্কিম-চর্চ্চা )।

**যে কথা সেই কিরে।**

হি° কিরিয়া>কিরে=শপথ।

শপথ করিলে যেমন অকাট্য হয় কেবল মুখের কথাও তেমনি অলংঘ্য।

তু° A gentleman's word is as good as a bond.

**যে কয় রাম, তার সঙ্গে যাম।** যাবো>যামু, যাম্।

যে ধার্মিক তাহার সাহচর্যই বাঞ্ছনীয়।

**যে করবে ধরম-করম, তার মাথাতেই বাঁশ মারণ।**

যে ধর্মপরায়ণ তাহারই উপর অত্যাচার হইয়া থাকে।

রহিম বলিল—আর বুলিস কেন ভাই! আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল কর‍্যা নিলে। "যে করবে ধরম-করম—তার মাথাতেই বাঁশ মারণ।" [ তারাশঙ্কর—পঞ্চগ্রাম।

**যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ ;**
**তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস।**

ভগবানের করুণা পাইবার আশায় যে ধর্মাচরণ করে তাহার বহু বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটে ; যে তাহাতেও সংকল্প ত্যাগ করে না, ভগবান তাহারই প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তের ভগবান।

**যে করে দুঃখ ভোগ, তার হয় সুখ ভোগ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু° কান ছিদায় সো গুড় খায়।

**যে কাঠায় ( কাঁটায় ) মাপ, সেই কাঠায় ( কাঁটায় ) শোধ।**

কাঠা=রেক ; ধানচাল মাপিবার পাত্র। কাঁটা=দাঁড়িপাল্লা।

লক্ষ° পরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয় সেইভাবেই পরিশোধ হয়।

**যে কাল যায় সেই কালই ভালো।**

অতীত কাল বর্তমানের তুলনায় ভালো বলিয়া মনে হয়।

তু° *O tempora O moris.* ( লাটিন )

**যে কে সেই।**

পুনরায় পূর্বের মতো অবস্থা হওয়া।

কলকেতায় যখন প্রথম ফিল্‌টার করা জল হল তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই; তারপর যে কে সেই, সে ফিল্‌টার মশাই এখন ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। [ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। ]

**যেখানকার যা সেখানকার তা।**

যে স্থানের বস্তু সে স্থানেই তাহার শোভা, অন্যত্র তাহা মানায় না।

আমার ছেলের বিয়ে—আমি যেখানে ইচ্ছে দেবো,·····আমি রাজী হইনি, দুজনকে মানায় না ভাল ব'লে। হিন্দুস্থানী আর বাঙালীকে মানায়? যেখানকার যা সেখানকার তা। সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

**যেখানে অঙ্গ রাখি সেখানটি শীতলপাটি।**

সকল স্থানই সমান আরামদায়ক।

চন্দনেরি গন্ধভরা শীতল করা, ক্লান্তি-হরা,
যেখানে তার অঙ্গ রাখি সেখানটিতেই শীতলপাটি।

**যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি।** [ সত্যেন্দ্র দত্ত—দেশের মাটি।

যেখানে কোনো ব্যাপারের সূত্রপাত সেখানেই শেষ হওয়া।

তুং দিল্লীকী কমাই দিল্লীহীমেঁ গঁবাই।

**যেখানে গভীর নীর, সেখানে সদাই স্থির।**

গভীর জল সামান্য কারণে আলোড়িত হয় না,—স্থির হইয়া থাকে।

গভীর জ্ঞান বা বিদ্যা থাকিলে প্রকৃতি গম্ভীর হয়,—চপলতা থাকে না।

**"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই**
**পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।"** (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাব-শতক)

নিকৃষ্ট স্থানে উৎকৃষ্ট বস্তুও থাকিতে পারে।

**যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশী আহা।**

যেক্ষেত্রে আন্তরিক স্নেহ-মমতার অভাব সেখানে মৌখিক দরদ বেশী।

**যেখানে বসে সেখানে কি চষে?** বসে=বাস করে।

বাস্তু ভিটা চাষের যোগ্য নয়।

**যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।**

যখন বা যেখানে বিপদের আশংকা করা হয় ঠিক সেই সময়ে বা স্থানে বিপদ উপস্থিত হয়।

এই রে, জ্যাঠা মশাই এই দিকেই আসছেন যে! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয় দেখছি। নে, হুঁকোটা চটপট লুকিয়ে ফেল্‌।

**যেখানে যে ভাজুক বড়া, আমার খবর আছে।**

কোথায় লাভের সম্ভাবনা আছে লোভী ব্যক্তির তাহা অজ্ঞাত থাকে না।

**যেখানে যেমন থাকুক রাম, সিঁথেয় থাকুক এয়োত নাম।**

আত্মসুখী হিন্দু নারীর মনোভাবঃ—স্বামী কেবল বাঁচিয়া থাকিলেই হইল, নিজের যাহাতে সধবার সুখ-সুবিধা ভোগ করা চলে।

**যেখানে যেমন সেখানে তেমন।**

অবস্থা বা পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিতে হয়।

**যেখানে রাত, সেখানেই কাত।**

যেখানে রাত্রি হয়, স্থানের বিচার না করিয়া সেখানেই নিদ্রা যাওয়া।

তু০ फकीरको जहाँ रात हो गई वहीँ सराय हैं।

**যেখানে-সেখানে।**

ভালমন্দ বিচার না করিয়া যে কোনো স্থানে।

যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।

**যে খুঁজেছে সেই পেয়েছে।** [রবীন্দ্র—চিত্রা (পুরাতন ভৃত্য)।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেই ইষ্টলাভ হয়।

তু০ जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।

**যে খেতে জানে সে খাওয়াতেও জানে।**

ভোজনের আনন্দ যে বোঝে সে নিজে যেমন খাইতে ভালবাসে তেমন অপরকে খাওয়াইয়াও তৃপ্তি বোধ করে।

**যে ঘাস-জল সেই ঘাস-জল।**

ঘাস-জল—গরুর সাধারণ খাদ্য>মানুষের খাদ্যের বরাদ্দ বা উপার্জন।

লক্ষ০ মানুষের ভাগ্যে যাহা জোটে তাহা সর্বত্রই এক।

এ চাকরী ছেড়ে কোথায় আর যাবো বলো ভাই? এখানেও যে ঘাস-জল, সেখানেও সেই ঘাস-জল।

**যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ হয় না।**

দ্র০ ধ'রে-বেঁধে পিরীত আর মেজে-ঘ'ষে রূপ হয় না।

সে বঙ্গ গৃহের সাধারণ গ্রাম্য বালিকা,…স্বামীর কাছে যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ আদায় করিবার জন্য তাহার কোন উৎসাহই ছিল না।

তু০ माँगे मान न पाइये सकति सनेह न होय। [শৈলবালা—ঘৃণাহতা।

**যে চোর সে এক পাপী, যার চুরি যায় সে শতেক পাপী।**

চোরের তো কর্মভোগ আছেই, যাহার দ্রব্য চুরি হয় তাহাকে আরও বেশী ভুগিতে হয়। নানা অন্যায় সন্দেহে তাহার মন বিষাইয়া উঠে।

**যে ছাঁ-টা ওড়ে বাসাতেই ওড়ে।** দ্র° উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়।

**যে ছেলেটা চায় ( কাঁদে ) না সে ছেলেটা পায় না।**

দাবী না করিলে প্রাপ্তি ঘটে না।

**যে ছেলেটা ভাঁটা খেলে তার নাটার মতন চোখ।**

ভাঁটা—বালকগণের খেলিবার গুলি (মার্বেল)। নাটা—লাটা, করঞ্জা।

যে বালক ক্রীড়ায় পটু হয় সে চালাক-চতুর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হয়।

**"যে জন দিবসে, মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি।**
**আশু গৃহে, তার দেখিবে না আর, নিশীথে প্রদীপ ভাতি॥"**

দ্র° দিনে বাতি যার ঘরে ই°। [ ( কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাব-শতক )

**যে জানে না উত্তর-পূব, তার মনে সদাই শুভ।**

অজ্ঞানতাবশতঃ যে বেশী বিচার-বিবেচনা করিতে পারে না তাহার কখনো অমঙ্গল ঘটে না।

**যে ঝাড়ের বাঁশ তুমি নাগাল যদি পাই,**
**ঝাড়ে-মূলে মোরা তবে আগুন ভেজাই।**

কৃষ্ণের সর্বনাশা বাঁশী শুনিয়া ব্রজের গোপিকাগণের আক্রোশ প্রকাশ।

তু° न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसरी ।

**যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙে।**

লক্ষ° সকল আশ্রয় ও অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হওয়া।

জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল॥

**যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে।** [ বিজয় গুপ্ত—মনসামঙ্গল।

লক্ষ° নিজের আশ্রয় নিজেই নষ্ট করা।

তু° जिस डालीपर बैठे उसीको काटे ।

**"যে তিমিরে সেই তিমিরে।"** ( গোবিন্দচন্দ্র রায়—ভারত বিলাপ )

মূল কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে ?...
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদয় দিলে !...
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর দীপ-শিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে !

দুর্ভাগ্য বা দুরবস্থা হইতে উদ্ধার না পাওয়া।

তিনি (নিউটন)…প্রকৃতির দু একটা নিয়ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেখিতে পান নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা সত্ত্বেও…প্রকৃতি আজ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' থাকিয়া যাইবে।

**যে দামে কেনা সেই দামে বেচা।** [ চন্দ্রনাথ বসু—বেতালে বহু রহস্য।

বিনামূল্যে পাওয়া বিনামূল্যে যাওয়া।

'অর্থাৎ চোরাই মাল চুরি যাওয়া।' (সুশীল)

**যে দিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতা ধরে।**

পা৹ যেদিকে ছাট সেদিকে ছাতা (টোকা)।

লক্ষ৹ যেদিক হইতে বিপদ আসিবার ভয় সেদিকেই সতর্ক হওয়া উচিত।

যে বাগে পড়য়ে জল যেই বাগে ছাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা॥ ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল।

**যে দিকে দু'চোখ যায়।**

কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের অভিমুখে না যাইয়া লক্ষ্যহীন যাত্রা।

চিন্তামণি। আমি আর বাড়ী যাব না। ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে?
চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়। গিরিশ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

**যে দিকে বাতাস সেই দিকে পাল তোলে।**

লক্ষ৹ অনুকূল অবস্থার সুযোগ লইতে হয়।

**যে দিন যায় সে দিন আর আসে না।**

যে সুযোগ চলিয়া যায় তাহা আর পাওয়া যায় যায় না।

তু৹ গয়া বক্ত ফির হাথ নহীং আতা।

Opportunity never comes again.

**যে দেই শালা, পানি, শালি,—যম তারে পাড়ে গালি।** (ডাক)

শালা—গৃহের আশ্রয়। শালি—ধান>অন্ন।

অতিথিকে যে অন্নজল ও আশ্রয় দিয়া সৎকার করে তাহার প্রতি যমের আক্রোশ; কারণ সে এরূপ অতিথি-বৎসলের কোনো অনিষ্ট করতে অক্ষম।

**যে দেয় সে পায়।**

দানশীলতা বৃথা যায় না,—প্রতিদান পাওয়া যায়।

**যে দেশে কাক (মোরগ) নেই, সে দেশে কি রাত পোহায় না?**

রাত পোহাইবার সময় কাক, মোরগ ই৹ পক্ষীকুল ডাকিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অভাবে রাত পোহানো আটকায় না।

লক্ষ৹ আনুষঙ্গিকের অভাবে মুখ্য কর্ম পণ্ড হয় না।

তু৹ জহাঁ মুরগা নহীঁ হোতা বহাঁ ক্যা সবেরা নহীঁ হোতা?

**যে দেশে নাই গণক-জ্যোতিষা, গোধুলি লগন, যাত্রা ঊষা।** ( ডাক )

যেখানে ব্যবস্থা দিবার যোগ্য কেহ নাই, সেখানেও কাজ আটকায় না। বিবাহের জন্য গোধূলি লগ্ন এবং যাত্রার জন্য ঊষাকাল—এই সহজ ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লওয়া যায়।

**যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধির্গরীয়সী ( বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্ )।** (সং)

ক্ষে০ যেন তেন প্রকারেণ।

(১) যে কোনো উপায়ে কার্য সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(২) নানা উপায়ে মূর্খের ধনক্ষয় হইয়াই থাকে।

কিন্তু ইংরাজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ—বর্ত্তমান ভারত।

তু০ By hook or by crook.

**যে নারী কাটন নাহি কাটে, রাতি পোহালে পোপানকে সাটে,**
**কিছু বলিতে ধায় রোষে, ডাক বলে—পুরুষ-দোষে।** ( ডাক )

পোপান—পোলাপান (পূ০ ব০), ছেলেপুলে। সাটে—শাসন করে। স্বামীর দোষেই স্ত্রী এরূপ কুগৃহিণী হইয়া যায়।

**যে না হলো আপনায় রত, কেঁদে প্রেম বাড়াবো কতো ?**

দ্র০ যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ হয় না।

**যে পাতে খায় সেই পাত ছেঁড়ে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ जिस पत्तल पर खाया उसीको छेद किया।

**যে বয় তার দুনো বোঝা।**

যে ক্লেশ সহ্য করে তাহাকে অধিক ক্লেশ দেওয়া হয়।

**যে বাড়ী দেখে পিটের গুঁড়ো, ছাড়ে না তার দুয়ারের মুড়ো।**

পিটের গুঁড়ো—চা'লের গুঁড়া; সফেদা। মুড়ো—সম্মুখভাগ। যেখানে লাভের সম্ভাবনা দেখে লোভী ব্যক্তি সে স্থান ত্যাগ করে না।

**যে বিয়ের যে মন্ত্র।**

যেমন কাজ তাহার উপযুক্ত আয়োজন ও উপকরণ প্রয়োজন।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বাবা আমার! এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়। যে বিয়ের যে মন্ত্র!

[ তারাশঙ্কর—কবি।

**যে ভানে ভানুক,—চা'ল হলেই হলো।**

কাজ ঠিক হইলেই যথেষ্ট, যেই করুক তাহাতে কিছু যায় আসে না।

তুং आँधर कूट, बहिर कूट, चावलसे काम।

**যেমন কর্ম তেমনি ফল, ( +মশা মারতে গালে চড় )।**

মশা যদি গালের উপর বসে তাহাকে চড় মারিতে গেলে উড়িয়া যায়, চড়টা নিজের গালের উপরেই পড়ে।

> কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল লাভ হয়।

"আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয় বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" "কেন?"

"ও রকম বোকার মত লুকিয়ে বিয়ে করতে গেছল বলে।"

তুং जैसा बोवेगा वैसा पावेगा। [ "বনফুল"—জঙ্গম।

As you sow, so you reap.

এই প্রবাদের তুল্যার্থবোধক আরও কয়েকটি প্রবাদ আছে; যথা—

যেমন গাওনা তেমন পাওনা।

যেমন গাদন তেমন নাদন। গাদন=অতি-ভোজন।

যেমন তোমার কাজে আঠা, তেমনি আমার মুড়ির কাঠা।

যেমন দেয় তেমন পায়।

যেমন পাপ, তেমন তাপ। তাপ=অনুতাপ।

যেমন বুনোন, তেমন ফলন। বুনোন=বীজ বপন।

যেমন মতি, তেমনি গতি। যেমন মন, তেমন ধন।

**যেমন কলি ( গলি ) তেমনি চলি।** কলি=কলিকাল।

সময়ের যেমন ধারা অথবা যেমন পরিস্থিতি তদনুযায়ী চলিতে হয়।

**যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।**

যে যেমন অনিষ্টকর তাহার উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

নির্ম্মলা। বটে! আমার সঙ্গে এতদূর চালাকি, তাকে একটু জব্দ করতে পারিস চপল?

প্রমদা। তা' হলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় বটে।

এই প্রবাদের তুল্যার্থবোধক;— [ দ্বিজেন্দ্রলাল—বিরহ।

যেমন বুনো ওল ( আদাড়ে কচু ) তেমনি বাঘা তেঁতুল।

যেমন ভানু তেমন হনু। বিশল্যকরণী আনয়নের সময় সূর্য হনুমানের বগলদাবা হইয়া থাকা হেতু যথাসময়ে উদয় সম্ভব হয় নাই।

যেমন রোগ তেমন রোজা ( ওষুধ )।

**যেমন-তেমন গড়ো, চূণবালি দিয়ে মোড়ো।**

ঘরের গাঁথুনি ভালো না হইলেও ক্ষতি নাই, উপরে পরিপাটিরূপে চূণবালি ধরাইয়া ঢাকা দিলেই হয়।

বাহ্য চাকচিক্যের দ্বারা কাজের ভুলত্রুটি গোপন করা।

**যেমন-তেমন চষো, মই দিয়ে ঘষো।**

লাঙল দিয়া জমি ভালো চষা না হইলেও, যত্ন সহকারে মই চালাইলে প্রয়োজনানুযায়ী চৌরস করিয়া লওয়া যায়।

কাজের ভ্রমত্রুটি পরে সংশোধন করিয়া লইলে কোনো দোষ থাকে না।

**যেমন-তেমন চাকরি,—ঘি-ভাত।**

নির্দিষ্ট বেতনের চাকরি করিলে আয় অল্প হইলেও আরামে থাকা যায়।

বীমার দালালী ক'রে আর কি হবে? দু'মাস ঘোরাঘুরি ক'রে একজনকে গাঁথতে পারলে তবে কিছু ঘরে আসবে। তার চেয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা করো। কথায় বলে,—যেমন তেমন চাকরি, ঘি-ভাত।

**যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার হরিহর দাসে?**

যে কাহারও পরামর্শ না লইয়া নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিয়া বিপন্ন হয়, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।

**যে মাছটা ( শোলটা ) পালায় সেইটেই বড়ো।**

যে বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট ভাবিয়া মানুষ নিজের অদৃষ্টের দোষ দেয়।

তু° जो फल खाया नहीं वही मीठा है।

**যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধ'রে।**

চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সেই ব্যর্থতার সাহায্যে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে।

তু° Failures are but the pillars of success.

**যে মেয়ে সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।**

যাহাকে সপত্নীর সহিত বাস করিতে হয় সে স্বার্থপর ও ক্রূর হইয়া থাকে। সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে সে এতদূর ভিন্ন প্রকৃতির হয় যে মনে হয় ইহা তাহার জন্মগত,—বিধাতা তাহাকে পৃথক করিয়াই গড়িয়াছেন।

**যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাক্ষস ( রাবণ )।**

স্থানবিশেষে যে যখন অধিষ্ঠিত থাকে স্থান-মাহাত্ম্যের ফলে সে-ও অসাধু বা যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে।

নতুন ম্যানেজার যিনি এসেছেন, তিনিও বড়ো কম যান না। এসেই হাতে মাথা কাটতে শুরু করেছেন। হবেই তো,—লঙ্কায় যে যায় সেই হয় রাবণ।

**যে যারে দেখতে নারে, সে তার হাঁটনায় খোঁড়ে।**

হাঁটনায় খোঁড়ে—হাঁটিবার ভঙ্গীর নিন্দা করে।

> যাহার প্রতি বিরাগ জন্মে তাহার সব কিছুই মন্দ মনে হয়।

তুঃ Faults are thick where love is thin.

**যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।**

দ্রঃ যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

**যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে।**

নৈসর্গিক নিয়মে জীবমাত্রই প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহী।

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে? মাইকেল—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

**যে যেমন তারে তেমন।**

যে যেমন লোক তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত।

তুং জস মনই তস পনহী।

**যে রক্ষক সেই ভক্ষক।**

যে রক্ষাকর্তা তাহারই দ্বারা অনিষ্ট সাধন।

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগৎ
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে, যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? মাইকেল—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

**যে রাঁধুনী, তার পাণের সাজেও বাঁধুনি।**

যে একরকম কাজে পটু সে অন্যবিধ কাজেও পটু হইয়া থাকে।

**যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?**

লক্ষং যাহাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়, সাধারণ কর্তব্য পালনেও সে অবহেলা করে না।

ছবিতে মন বসে না, বেড়াতে ভালো লাগে না,—এ সব তো শুনে আসছি কলেজ লাইফের গোড়া থেকে। কিন্তু এ-সবে তোর নিজেরই লজ্জা হওয়া উচিৎ। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? শুধু বই আর বই। [ রণজিৎ সেন—আগামী পৃথিবী।

**যে শেখালে ভু, তারেই দিলি ভু?**

চোর-চোর খেলায় চোর 'ভু' বলিয়া পলাইয়া গিয়া লুকায়, অপরেরা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে।

> যে প্রতারণা শিখাইল তাহাকেই প্রতারণা করা। গুরুমারা বিদ্যা।

**যে সয় সেই বয়।**

যে ক্লেশ সহ্য করিতে পারে তাহার উপরেই বেশী অত্যাচার হয়।

তু॰ All lay loads on the willing horse.

**যে সয় সেই রয়।** পা॰ সহিলে সম্পত্তি, নহিলে বিপত্তি।

যাহার সহ্যগুণ আছে সেই সংসারে টিকিয়া যায়।

'যে কোনো কাজে হাত দিস, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটা ছন্দ গাঁথলে ঃ—
'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' অচিন্ত্য—

**যে সরষেতে ভূত ছাড়ে তারই মধ্যে ভূত।** [ পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

মন্ত্রপড়া সরিষা ভূতগ্রস্তের গায়ে ছড়াইয়া দিলে ভূত নাকি ছাড়িয়া যায়। কিন্তু সেই সরিষাতেও যদি প্রেতের প্রভাব থাকে তাহা দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় না।

লক্ষ॰ যে বস্তু দ্বারা কার্য সম্পাদন হয় তাহাই দোষযুক্ত হওয়া।

ভূত ছাড়্বে কেমন করে বল? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তারই মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে; যে মন দিয়ে সাধন ভজন কর্বে তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সাধন ভজন কি করে হবে?

**যে সার খাবে সে মাতও খাবে।** [ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

সার, মাত—গুড়ের উৎকৃষ্ট কঠিন অংশ ও নিকৃষ্ট তরল অংশ।

লক্ষ॰ কোনো বস্তুর কেবল উৎকৃষ্ট অংশ ভোগ করা অনুচিত।

**যে হয় সে হয়।**

যাহা হয় হইবে। ফলাফল সম্বন্ধে নির্বিকার-চিত্ত।

ভীম। শান্ত হও, কৃষ্ণা গুণবতি!

যে হয় সে হয়—কীচকে বধিব আমি। গিরিশ—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

**যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।** (সং)।

মূল ভার্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ যবনাধমঃ।
জামাতা হড্ডকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥

যোগ্যের সহিত যোগ্যের সংযোগ ঘটিয়া থাকে,—উত্তমের সহিত উত্তম এবং অধমের সহিত অধম।

বৈকুণ্ঠ। তবে শোনু! কেদারবাবুর একটি বিবাহযোগ্যা পরমা সুন্দরী শ্যালী আছে, তোর ত বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—এখন—

কেদার। যোগ্যং যোগ্যেন যোজায়েৎ। রবীন্দ্র—বৈকুণ্ঠের খাতা।

দ্র০ এই প্রবাদের তুল্যার্থবোধক আরও অনেকগুলি প্রবাদ আছে ;—

যেমন উননমুখো দেবতা তেমনি পাঁশের নৈবেদ্য।

তু০ ইটকী দেবী, ঝামেকা প্রসাদ !

Like saint like offering.

যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র গদাহাতি।

গদাহাতি—বলরাম ( কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ), যিনি গদাযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন।

তু০ জস দুলহা তস বনী বরাতা।

যেমন কপাল তেমন গোপাল।

যেমন গুরু তেমনি চেলা, ( +টক ঘোল তার ছেঁদা মালা )।

তু০ অংধা গুরু, বহরা চেলা।

Like master like servant.

যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা।

যেমন দাদা গুণমণি, তেমন বউ রাসমণি।

যেমন দান ( ভোজন ) তেমন দক্ষিণা।

যেমন দেবী, তেমন বাহন।

তু০ যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথাভূষণবাহনম্। ( সং )

জৈসা শীতলা তৈসে বাহন খর।

যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী। দ্যাবা, দেবী—স্বামী, স্ত্রী।

যেমন বাপ তেমন বেটা। তু০ Like father like son.

যেমন বিয়ে তেমন বাদ্যি।

যেমন মা তেমন ছা।

যেমন মা তেমন ঝি, তারে বাড়া নাতনীটি।

যেমন রাম তেমন সীতা, যেমন কানু তেমন রাধা।

যেমন সরা তেমন হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমোর বাড়ী।

যেমন হাঁড়ি তেমন সরা, যেমন নদী তেমন চড়া।

আমি বলছি না যে আমি রূপসী, আমার যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা হয়েছে।

অমৃত বসু—গ্রাম্য বিভ্রাট।

**যো-হুকুম**। ( হি০ )

'যে আজ্ঞা' >আজ্ঞাধীন অনুগত অনুচর। চাটুকার।

বাবুর নিজের ঘটে তো বুদ্ধি নেই, যো-হুকুম মোসাহেবের দল যা বোঝায় তিনি তাই বোঝেন।

**যৌবন জোয়ারের জল।**

জোয়ারে নদীর সাময়িক জলবৃদ্ধির ন্যায় যৌবন অতি স্বল্পক্ষণস্থায়ী।

জোয়ারের পানি নারীর যৌবন গেলে না ফিরিবে আর।

[ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।**

যৌবনে অমিতাচারী হইলে পরিণত বয়সে দেহমন অপটু হইয়া পড়ে।

**যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা ( সুন্দরী )।**

যৌবনকালে সকল প্রাণীর জীবন রূপৈশ্বর্যশালী ও সার্থক হয়।

ভক্তপ্রসাদ। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

মাইকেল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

## র

**রকম দেখে বাঁচি না, আমি বাঁচি তো আমার বে'ই বাঁচে না।**

কাহারও অসঙ্গত আচরণ অত্যন্ত অসহ্য মনে হওয়া।

**রক্তবীজের ঝাড়।**

রক্তবীজ—অসুররাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি। অস্ত্রাঘাতে তাহার দেহের রক্ত ভূতলে পড়িলে প্রতিটি রক্তবিন্দু হইতে এক-একটি অসুর জন্মিত। দেবী চন্ডিকা কর্তৃক সে যুদ্ধে নিহত হয়।

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমৎপততি মেদিন্যাস্ততঃ প্রমাণস্তদাসুরঃ॥ ( চণ্ডী )

>দ্রুত বর্ধনশীল বিপুল বংশ বা সম্প্রদায়।

সঙ্গীদের সংখ্যার হ্রাস নাই, রোজ রোজ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**রক্তের টান বড়ো টান।**

একই বংশজাত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ সর্বাধিক হয়।

তুঃ Blood is thicker than water.

**রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে বাঁচাতে পারে তারে?**

রক্ষা করা যাহার কর্তব্য, সর্বনাশ করা তাহার পক্ষে সহজ। সেজন্য তাহার প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

**রক্ষাকালীর বাচ্ছা।**

রক্ষাকালী—মহামারীর প্রকোপ হইলে রক্ষার জন্য জনসাধারণের দ্বারা যে অস্থায়ী কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা হয় >ঘোর কৃষ্ণবর্ণা নারী।

বাবাও আমার বেছে বেছে এমন একটি রক্ষেকালীর বাচ্ছার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যে বংশটাই কালো হয়ে গেল। ''বনফুল'—জঙ্গম।

**রগ ঘেঁষে যাওয়া।**

মাথার একেবারে পাশ দিয়ে যাওয়া। অতি অল্পের জন্য ব্যর্থ হওয়া।

এবার ডার্বিতে আমার নামে একটা ঘোড়া আর একটু হলেই উঠেছিল। ঠিক আমার পরের নম্বরটায় ঘোড়া উঠলো,—একেবারে রগ ঘেঁষে গেছে!

তুং Saved by the skin of one's teeth.

**রঘু, চৈতা, বলা,—তিন কলির চেলা।**

রঘু—নবদ্বীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) যিনি মুসলমান শাসনে বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য প্রাচীন স্মৃতিব্যবস্থার সংস্কার করিয়া 'নব্য স্মৃতি' নামে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। চৈতা—চৈতন্যদেব, যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করিয়া জাতিভেদ-মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বলা—বল্লাল সেন, যিনি কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

হিন্দু সমাজের প্রাচীনপন্থীদের মতে উপরোক্ত তিনজন কলিদেবের শিষ্যরূপে সামাজিক বিপ্লব প্রবর্তন করিয়া ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন।

হে বল্লাল, লোকে তোমাকে যে কলির চেলা কহে তাহা যথার্থ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক।

তুং শিরোমণিশ্চ চৈতন্য বল্লালো রঘুনন্দনঃ।

লোকানাং ধর্ম্মনাশায় কলেঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্ ।।

[ (সুশীলকুমার দে কর্তৃক উদ্ধৃত)

**রঙ চড়ানো।**

সুরাপান করিয়া মনের স্ফূর্তি বর্ধন। নেশা করা।

হরিশচন্দ্র অফিস হইতে ফিরিবার সময় যেদিন একটু রং চড়াইয়া আসিতেন, সে রাত্রিতে প্রতিবেশীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত; সারারাত্রি ঝগড়া গোলমাল চলিত। জলধর সেন—অভাগা।

**রঙ থাকলে রাঙা কড়ি, রঙ ফুরোলে গড়াগড়ি।**

যতক্ষণ প্রমোদোৎসব চলে সকলে আনন্দে মত্ত থাকে, উৎসব শেষ হইলে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

**রতনে রতন চেনে।**

লক্ষং সমশ্রেণীর ব্যক্তিরা পরস্পরের প্রকৃতি সহজেই বুঝিতে পারে।

তুং কদ্ উল্লকী উল্লহী জানতা হৈ।

**রথ দেখা, কলা বেচা।**

একটা কাজ করিতে গিয়া সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করা।

তু০ এক পংথ দো কাজ।

সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে, কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে—পুরীতে। মুজতবা আলী—দেশে বিদেশে।

**রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে। ( সং )**

জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রথারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি দর্শনে পুনর্জন্ম হয় না।

**রথো মাল।**

রথ ই০ উপলক্ষ্যে মেলায় যে নিকৃষ্ট বস্তু সস্তা দরে বিক্রয় হয়।

জানি না বেয়াই কোথা থেকে যে রথো মাল যোগাড় ক'রে তত্ত্ব পাঠান।

তু০ দীবালীকী মিঠাই।

**রন্ধনের (অর্চনের) চা'ল চর্বনে যায়।**

ভাত রাঁধিবার জন্য বা পূজার জন্য যে চা'ল রাখা হইয়াছে দুটি-চারটি করিয়া মুখে ফেলিয়া পাঁচজনে চিবাইতে চিবাইতে শেষ হইয়া যাওয়া।

>প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হইবার পূর্বে বস্তুর অপচয় হওয়া।

পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দিই গালি।
চব্বর্ণে উঠিয়া গেল পাব্বর্ণের চালি॥

[ ঈশ্বর গুপ্ত—পৌষ-পাব্বর্ণ।

**রন্ধ্রগত শনি।**

নবগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্রূর শনিগ্রহের জন্মরাশি হইতে অষ্টম স্থানে অবস্থান হেতু জাতকের অবধারিত মৃত্যু।

**রবি, গুরু, মঙ্গলের ঊষা,—আর সব ফাসাফুসা।** ( খনা )

যাত্রাপক্ষে নির্ভরযোগ্য সময় হইল—রবিবার, শুক্রবার এবং মঙ্গলের শেষ ( 'বুধে পা' ), বাকি সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

**রমানাথের এঁড়ে, ( + বইবেও না বইতে দেবেও না।)**

দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির ব্যক্তি যে নিজে কাজ করে না, অপরকেও করিতে দেয় না।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেডমাষ্টার জানতো, বড়মানুষের ছেলেরা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়বে না, কারেও পড়তে দেবে না।

[ দীনবন্ধু—সধবার একাদশী।

**র'য়ে-ব'সে।**

তাড়াতাড়ি না করিয়া। ধীরেসুস্থে।

খন্দে নাহি নিব বাড়ি রয়ে বসে দিও কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে ॥ কবিকঙ্কন—চণ্ডীমঙ্গল।

**রসাত্মক বাক্যই কাব্য।** দ্র০ বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

বাঁশরী। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তবে বলে সাহিত্য। [ রবীন্দ্র—বাঁশরী।

**রসের ঘরেই গৌর নাচে।**

যেখানেই কীর্তন গীত হইত চৈতন্যদেব তাহাতে যোগ দিতেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেন।

>যে পরিবারে সুখ সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ থাকে, পরিজনবর্গ সেখানে আনন্দে থাকে।

**রাই কুড়িয়ে বেল।**

লক্ষ০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু একত্রিক করিয়া বৃহৎ বস্তু গঠিত হয়।

তু০ Many a little makes a mickle.

**রাঁচি যাওয়া ( পাঠানো )।** দ্র০ বহরমপুর যাওয়া ( পাঠানো )।

**রাঁড়ীর স্বপ্ন পাঁজ আর তুলো।**

পাঁজ—কাপাস তুলার নুটি যাহা হইতে চরকায় সুতা কাটা হয়।

পূর্বকালে অসহায়া হিন্দু বিধবা সুতা কাটিয়া নিজের ভরণপোষণ চালাইত। তাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল তুলা ও তাহার পাঁজ।

>যাহার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহার চিন্তাই সর্বাধিক।

**রাঁড়ী হয়ে ভোগ বালাই, ডাক বলে আগে তারে সামলাই। (ডাক)।**

বিধবার পক্ষে ভোগের আকাংক্ষা সর্বনাশকর। তাহাকে বিপথ হইতে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

**রাঁড়ের ধন সরার লোণ।**

খোলা সরায় নুন রাখিলে তাহা জলো হাওয়ায় গলিয়া নষ্ট হয়।

লক্ষ০ অসহায়া বিধবার ধন পাঁচজনে লুটিয়া লয়।

**রাঁধতে দেরী সয় তো বাড়তে দেরী সয় না।**

রাঁধিতে যে দীর্ঘ সময় লাগে ততক্ষণ ভোক্তা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু রান্না ভাত বাড়িয়া দিতে সামান্য বিলম্বও সহ্য হয় না।

>দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর শেষের দিকে অধৈর্য হইয়া পড়িতে হয়।

**রাঁধুনী বামুনের পায়ে শোবার সময় জুতো।**

অবসর না পাইলে আরাম করা বা শখ মিটানো যায় না।

তু০ পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী !

**রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাকলে ভোজনের সুখ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**রা কাড়ে না যে, চোরের সর্দার সে।** রা=রব। রা কাড়া—সাড়া দেওয়া।

যে ব্যক্তি সাড়া দেয় না সে স্পষ্টতঃই আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই পাকা চোর।

**রাখবারও ধন নয়, পাঠাবারাও মন নয়।**

বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিতে ইচ্ছা করে না, অথচ চিরকাল পিত্রালয়ে থাকাও চলে না।

**রাখালের (চাষার) হাতে শালগ্রামের বিনাশ।**

শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক ; কিন্তু যে তাহার মর্যাদা বোঝে না সে তাহাকে নুড়িমাত্র জ্ঞানে অনাদর করে।

লক্ষ০ মূর্খের হাতে মহতের লাঞ্ছনা।

**রাখে কৃষ্ণ মারে কে, ( +মারে কৃষ্ণ রাখে কে )?**

মানুষকে রক্ষা করা না করা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না।

ও ত বলে, সুশীর জন্যেই আমি স্বামী ফিরে পেয়েছি—সে কোন কাজের কথা নয় ; রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

তু০ जाको राखै साईयाँ मारण सकै न कोय। [প্রভাত—সিঁদুর কৌটা।

**রাগই পুরুষের লক্ষণ।**

কোমলতা নারীসুলভ গুণ ; পুরুষের পক্ষে তাহা দুর্বলতা। পুরুষের গুণ তেজ,—যাহার বাহ্য অভিব্যক্তি ক্রোধ।

ব্য০ পুরুষের পক্ষে রাগ করা দূষণীয় নয়, তাহা স্বাভাবিক।

**রাগ চণ্ডাল। রাগ নামে চণ্ডাল, ভুখ নামে বেতাল।**

চণ্ডালকে অতি জঘন্য কাজ করিতে হয়।

>ক্রোধের বশে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া জঘন্য আচরণ করে।

তারপর, তুমি নাকি এত রাগ করেছিলে যে, তোমার মাথা ধরে উঠেছে ? ছি বাবা, রাগ চণ্ডাল, তাকে এত প্রশ্রয় দিও না।

[ তারাশঙ্কর—কালিন্দী।

**রাগের ঘরে বারো দেবতা খাটে।**

গৃহস্বামী কোপনস্বভাব হইলে দেবতারাও তাহার কাজ করিয়া দেয়। ক্রোধী লোককে সকলে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে।

**রাগে হাগে, ফেলতে ছ' মাস লাগে।**

ক্রোধের বশে যে অপকর্ম করিয়া ফেলে তাহার কুফল দূর করা কঠিন।

**রাঘব বোয়াল।**

বোয়াল—আঁষহীন বৃহদাকার মৎস্য যাহা সর্বপ্রকার মৎস্য খাইয়া থাকে। রাঘব—অতিকায় জলজন্তু যাহা তিমিঙ্গিল পর্যন্ত গিলিতে পারে।

তিমিঙ্গিলাগিলোপ্যেস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ।　(ভামিনীবিলাস)

লক্ষ০　অতিলোভী সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।

শুনেছি ব্যাটা রাঘব বোয়াল যা পায় তা গেলে।　[ অমৃতলাল—হারানিধি।

**রাঙা মূলো।**

এক জাতীয় মূলা যাহার বাহির লাল কিন্তু স্বাদ অতি বিশ্রী।

লক্ষ০　প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি।

**রাজা-উজীর মারা।**

বড়ো বড়ো বিষয়ের অসার আলোচনা ও বাজে গালগল্প করা।

তোমাদের মত হেরোমুদীর দোকানে বসে গুড়ুক ফুঁকতে ফুঁকতে রাজা-উজীর না মারলে কি আদব কায়দা শেখা যায়? নবকৃষ্ণ ঘোষ—সরযূ।

**রাজাকে কড়ি আর মড়াকে দড়ি না দিয়ে এড়ান নেই।**

যাহার যাহা অবশ্য প্রাপ্য তাহা না দিয়া নিস্তার নাই।

**রাজা খায় ডেড়ে, গণক খায় ভেঁড়ে, পুরুত খায় কেড়ে।**

ডেড়ে—ডেড়েমুষে; লুণ্ঠন ও শোষণ দ্বারা। ভেঁড়ে=ঠকাইয়া।

সাধারণ মানুষ নানাদিক দিয়া শোষিত হয়;—রাজা বলপ্রয়োগের দ্বারা, দৈবজ্ঞ অলীক স্তোকবাক্য দিয়া এবং পুরোহিত অধর্মের ভয় দেখাইয়া অত্যধিক অর্থ সংগ্রহ করে।

**রাজা গেল পাটনে,শূন্য হলো দেশ;**
**মাঝখানে ব'সে আছে নেড়া দরবেশ।**

পাটন—পত্তন, রাজ্য। দরবেশ—ফকির।

রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পাত্রগণ সহ রাজ্য পরিদর্শনে গেলে, সেই সুযোগে নগণ্য বিদেশী ক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়।

>কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে হীন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে।

**রাজাতে কাটিলে শির, কি করিবে কোন বীর?**

দ্র০　রাজা মারে দোহাই দেবো কার?

**রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।**

অত্যধিক যত্নে ও সাবধানে থাকিলে সত্বর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে।

**রাজা ধন বিলান কোথায় ? না অন্দরে ; কুড়ান কে ? না রাণী।**

কৃপণ রাজা মহা সমারোহে দান করেন. গ্রহণ করেন রাণী ; ফলে ধন বাহিরে যায় না। দানশীলতার খ্যাতিলাভের সহজ পন্থা।

**রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।** ( সং, কালিদাস—রঘুবংশম্ )।

প্রকৃতি বা প্রজাসমূহের সুখ-সন্তোষ বিধান করেন বলিয়া নাম রাজা।

**রাজা বিনা রাজ্য নাশ।**

অভিভাবকের অভাবে দারুণ বিশৃংখলা ঘটে।

তু০ অংধা রাজা চৌপট নগরী।

**রাজা মারে, দোহাই দেবো কার ?**

রাজার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই।

**রাজা যদি করে পাপ, প্রজার ঘটে মনস্তাপ।**

প্রজাগণ রাজার মঙ্গলাকাংক্ষী, সেজন্য রাজার পাপে ক্লেশ বোধ করে।

**রাজায় পড়লেই রাণী হয় না, পাতে পড়লেই পেটে পড়ে না।**

রাজার সঙ্গে বিবাহ হইলেই রাণী হয় না, নানা বাধা-বিঘ্ন থাকিতে পারে। ভোজ্যবস্তু সম্মুখে থাকিলেই সকল সময়ে খাওয়া ঘটে না।

>কোনও ঘটনারই স্থির নিশ্চয়তা নাই।

**রাজায়-রাজায় (গাঙে-গাঙে) দেখা হয়, তবু বোনে-বোনে দেখা হয় না।**

রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে থাকেন, নদ-নদী নিজ নিজ নির্দিষ্ট খাতে বহে, তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। বিবাহিতা ভগিনীগণের নিজ নিজ স্বামীগৃহে থাকা হেতু সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত।

**রাজার আকবাড়ী, শিয়ালের কামড়াকামড়ি।** বাড়ী=খেত।

আকের খেত মালিকের, কিন্তু চুরি করিয়া সেই আক খাইতে আসিয়া শিয়ালরা খেওখেয়ি করে। পরের বস্তু লইয়া বিবাদ।

**রাজার আঙুল মোটা, তাই দেয় কোঁটা কোঁটা।**

রাজা স্বভাবতঃ স্থূলকায়, তাহার স্থূল আঙুলের মাঝে ফাঁক থাকে না, সেজন্য জল ভালো গলে না।

ব্যা০ ধনী ব্যক্তির কৃপণতা।

**রাজার উক্তি সার যুক্তি।**

বড়লোকের কথা অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, প্রতিবাদ চলে না।

**রাজারও রেয়ৎ নয়, সাধুরও খাতক নয়।**

রেয়ৎ=প্রজা। সাধু=বণিক, মহাজন।

কাহারও আয়ত্তাধীন নয় এরূপ স্বাধীন ব্যক্তি।

আপিসের কর্ম্মচারিগণের মেলা দেখবার অনুমতি ছিল।......আজ সহরের পাঁচ প্রকার তামাশা দেখে আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন।... হাউসের চণ্ড, মুণ্ড ও লম্বোদর লিওপার্ডদের ত কথাই নাই; তাঁরা রাজারও রেয়েৎ নন, সেধেরও খাতক নন।

তুং ঊধোকা লেন ন মাধোকা দেন। [কালী সিংহ—কলকেতার হাটহুদ্দ।

**রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর দোষে গৃহ নষ্ট।** অর্থ সুস্পষ্ট।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিণীর দোষে গারস্থ নষ্ট লক্ষ্মীত ত্যজয়।।
শিষ্যের দোষে গুরু নষ্ট নারীর পাপে পতি।
তোর পাপে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি।।

শঙ্কর কবিচন্দ্র—অঙ্গদ রায়বার।

**রাজার নন্দিনী প্যারী, যা বলিস (করিস) তা শোভা পায়।**

শক্তিমানের আশ্রিত ব্যক্তির অন্যায় আচরণ বিনা প্রতিবাদে সহিতে হয়।

মোরা বেটা মোরা পাজি,
যা বলিস্ তায় আছি রাজি;—
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস্ তাই শোভা পায়।

**রাজার পুত বাঘ মেরে মুখে করে না রা,** [দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।
**তাঁতির পুত ছাগ মেরে নাচে তুলে পা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**রাজার বাড়ীর চেড়ী, দিনে সাতখানা শাড়ী।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**রাজার বেটা সিনান করে, তার নেংটি শুখায় না।**

রাজপুত্র যে কাপড় পরিয়া স্নান করে তাহা শুখানো হয় না, ফেলিয়া দেয়। বড়লোকের আমীরি চাল।

**রাজার মা কাটনা কাটে, সাতজন তার পাঁজ-ধরুণী।**

রাজার মা যখন শখ করিয়া চরকায় সুতা কাটিতে বসেন, তুলার নুটি হাতে-হাতে যোগাইবার জন্য দাসীরা হাজির থাকে।

বড়লোকের সাধ মিটাইতে আয়োজনের আধিক্য।

**রাজার মাকেও আড়ালে ডা'ন বলে।**

মহতেরও নিন্দা করিতে কেহ ছাড়ে না; সাক্ষাতে বলিবার সাহস না হইলে অসাক্ষাতে বলে।

রমা—গাঁয়ের লোকে ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক আড়ালে বলবেই। তুমি বলবে আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। কিন্তু ভগবান ত আছেন? শরৎ—রমা।

**রাজার মাটি, বেশ্যার পাটি।**

জমির সত্ত্বাধিকারী রাজা, কিন্তু তাহা ভোগদখল করে চাষী প্রজা। বেশ্যার ঘরে বিছানো শীতলপাটিতে সে নিজে শোয় না, তাহার উপপতির ব্যবহারে আসে।

নামে মাত্র মালিক, যে নিজে ভোগ করিতে পায় না।

**রাজার মায়ের কাঁথায় ঘুঙুর বাজে।**

সামান্য কাঁথাতেও ঘুঙুর লাগাইয়া অনাবশ্যক বাহার দেয়।

>বড়লোকের অর্থহীন বিচিত্র খেয়াল।

**রাজার যুবরাজ, মোহান্তের চেলা,**
**ফলনার জামাই,—এ তিন নয় ভালা।** ফলনা = অমুক।

যাহার নিজের যোগ্যতা কিছু নাই, অপরের সম্পর্ক লইয়া পরিচয় দিতে হয়—তাহারা অপদার্থ হইয়া থাকে।

**রাজার রাজ্যপাট, ক'দিন সে রয় ঠাট, ( যেন নাটুয়ার নাট )।**

রাজার বৈভব স্বল্পকাল স্থায়ী,—নটের অভিনয়ের মতো।

**রাজার রাণী, কানার কানী ( কাঙালের কাঠকুড়ানী )।**

সকলেই নিজের যোগ্য পত্নী পাইয়া সুখী হয়।

তু রাণীকো রাজা প্যারা, কানীকো কানা প্যারা।

**রাজার হাল দেবতায় ( স্বর্গে ) বয়, এক বলতে শতেক ধায়।**

রাজার কাজ করিবার লোকের অভাব হয় না ; প্রয়োজনের অধিক লোক জোটে।

তুং ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

**"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে।"**

মহতের সঙ্গগুণে বাঞ্ছিত লাভ হওয়া। [ মাইকেল—মেঘনাদ বধ।

দিদি নাকি দেবর-পুত্রের সঙ্গে নিজের ভাইটিকেও বিবাহ-বিপণিতে যাচাই করতে দিয়েছিলেন। খরিদ্দার সহজেই জুটে গেল। তাই 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন' গোপালদা'রও তীর্থ-দরশন ঘটে গেল বিনা খরচায়। সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয় ! (সন্ধি-বিচ্ছেদ)।

**রাজ্য পাইল রামচন্দর, কলা খাইল যতো বান্দর।**

রামচন্দ্র যখন লঙ্কারাজ্য জয় করিলেন তখন তাঁহার বানর-সেনারও লাভ হইয়াছিল,—যথেচ্ছ কদলী ভোজন।

ব্যং নেতার সাফল্যে অনুচরগণেরও যৎকিঞ্চিৎ লাভ হয়, নিতান্তই বঞ্চিত হয় না।

নির্মল বলে, ইস্কুল করছি একটা।...পতিত জমি আছে, ঘর তুলব।

সে কি ব্যবাজি? রাজ্য পাবে রামচন্দর, কলা খাবে যত বান্দর? এত স্বদেশি কাজকর্ম করে তোমার আজকে এই দশা?

দশাটা খারাপ কি দেখলেন?

কতই সব লাট-বেলাট হয়ে যাচ্ছে, তুমি পচা গাঁয়ে পড়ে মাষ্টারি করবে?

**রাত-উপোসে হাতীও কাৎ।** [ মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

উপবাসে সকলেরই শরীর দুর্বল হয়।

**রাত পোহালেই পেটের চিন্তা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তুং হুই ফজর, চুল্হেপর নজর।

**রাতে কাটে জাতসাপ, রাখতে নারে রোজার বাপ।**

জাতসাপ—শ্রেষ্ঠ জাতির বিষধর সর্প—কেউটে, গোখরো ইং।

জাতসাপ রাত্রে দংশন করিলে মৃত্যু অবধারিত।

রতা। ( দংশন অবলোকন করিয়া ) জাতসাপের দাঁত—রাতে কাটে জাতসাপ, রাখতে নারে ওঝার বাপ। তবে বন্ধনটা সময়মত হয়েছে, ইতে কিছু ভরসা হচ্চে। দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো।

**রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ী যা।**

রাতের কুটুম—রাত্রিকালে বিনা আহ্বানে যে গৃহস্থের বাড়ী আসে; চোর। চাঁড়াল—চণ্ডাল, শবদাহ করা যাহার জাতীয় উপজীবিকা।

অনাগত চোরকে উদ্দেশ করিয়া মৃত্যু অভিশাপ।

আমারও তো কাল রাত্তিরে হাত থেকে ঘটিটা প'ড়ে গেল, বললাম—"রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ি যা"। বিভূতি মুখো—নীলাঙ্গুরীয়।

**রাত্রৌ দণ্ডী, দিবা ছত্রী।** (সং)

এক ছাতার দুই প্রকার ব্যবহার করা যায়,—দিনে ছাতা, রাত্রে লাঠি।

তুং A chest of drawers by day, a bed by night.

**রাবণের গুষ্টি ( সংসার )।**

রাবণের ছিল—'এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি।'

>অত্যন্ত বৃহৎ পরিবার।

কিছুদূর হাঁটিয়া সে একটা মুদির দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সোয়াপাঁচেক সর্ষের তেলে একটা সংসারের চলা উচিত, কি বলেন?

মুদি যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল,—সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে! 'বনফুল'—জঙ্গম।

**রাবণের চিতা।**

রাবণবধের পর রাবণের সদ্যোবিধবা পত্নী মন্দোদরী রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাম এই অবগুণ্ঠনবতী নারীকে সীতা ভাবিয়া চিরায়তির আশীর্বাদ করেন। পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি বর দিলেন যে, রাবণের চিতা চিরকাল অনির্বাণ থাকিবে এবং তজ্জন্য মন্দোদরীর আয়তি কখনও বিনষ্ট হইবে না ; কারণ মৃত পতির চিতা যতক্ষণ নির্বাপিত না হয় পত্নী আয়তির চিহ্ন ত্যাগ করে না।

লক্ষ০ কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপার দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকা।

আর আর মাগীরা দিন রাত কচ কচ ঝক ঝক করিতেছেই তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতেছেই। কেরি—কথোপকথন।

**রাবণের দোষে হয় সমুদ্র-বন্ধন।**

একের অপরাধে অপরের দণ্ডভোগ।

**রাবণের ( +স্বর্গের ) সিঁড়ি।**

স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য রাবণ স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি তৈয়ারি আরম্ভ করেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রতার জন্য তাহা সম্পূর্ণ করা ঘটিয়া উঠে নাই।

>মহৎ সংকল্পের ব্যর্থতা।

**রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।** দ্র০ বরং রামান্ন রাবণাৎ।

**রা, বা, নারী,—তিন কায়েতের বৈরী।** রা—রব, কলরব। বা—বায়ু।

কায়স্থের জাতিগত জীবিকা মুহুরিগিরি। তাহার কাজে বিঘ্ন ঘটায় তিনটি ;—কোলাহল, যাহার জন্য মনোনিবেশ হয় না ; বায়ু, যাহাতে কাগজপত্র উড়িয়া যায় ; নারী, পুরুষের সকল কার্যেই যে হন্তারক হয় !

**রামঃ ! রামচন্দ্র ! রাম বলো ! রাম রাম !**

তাচ্ছল্যভরে কোনো কথা অস্বীকারে বা প্রত্যাখ্যানে প্রযুক্ত।

"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"

আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে।"

[রবীন্দ্র—চিত্রা (পুরাতন ভৃত্য)।

**রাম কামারের ধন রাম কামারেই শেষ।**

অপব্যয়ী ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি তাহার জীবিতকালেই নিঃশেষিত হয়।

**রাম খাই কি রাবণ খাই।**

এমন প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির যে রাম কিংবা রাবণকেও খাইয়া ফেলে !

ছেলেমেয়েরা এখনি ইস্কুল থেকে এসে রাম খাই কি রাবণ খাই করবে।

**রামচাঁদে তেঁতুল খায়, শ্যামচাঁদের জ্বর।**

একজনের কাজের ফলে আর একজনের দুর্ভোগ।

তু০ করে কল্লু মরে লল্লু।

**রাম না হতে রামায়ণ !**

রামচন্দ্রের জন্মের বহু পূর্বেই নাকি রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কিংবদন্তী মাত্র। বস্তুতঃ রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে মহাকাব্য রচনার আদেশ দিলে দেবর্ষি নারদের নির্দেশে তিনি লোকোত্তরচরিত্র অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন।

>অনাগত ঘটনার কাল্পনিক বর্ণনা।

কোনো ব্যাপার ঘটিবার পূর্বেই তাহার আলোচনা বা ব্যবস্থা অবলম্বন।

**রাম-পাখী।**

রাম—(১) গৌরবে প্রযুক্ত, যেমন রাম-দা, রাম-ছাগল।

(২) অভিরাম, সুন্দর। ( জ্ঞানেন্দ্র )

ব্যং যে পাখী পক্ষীকুলে শ্রেষ্ঠ—কুক্কুট।

**রামরাজত্ব। রামরাজ্য।**

ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক রাজার সুশাসনে সুখসমৃদ্ধিশালী রাজ্য।

সীতারাম কহিল, "আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে।" রবীন্দ্র—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

**রাম-শ্যাম, যদু-মধু।**

জনসাধারণ। অনাদরে রামা-শ্যামা।

এখনকার যুগে যেমন মাসিকপত্রের বাহুল্য ও প্রেসের সুবিধা রহিয়াছে পূর্বকালের কবিদের পক্ষে এই দুইটী উপকরণের সুবিধা ছিল না। তাই সে কালে রামা শ্যামার মত লোকে কবিতা লিখিতে যাইত না।

তুং Tom, Dick, & Harry. [মোং বরকতুল্লাহ্—পারস্য-প্রতিভা।

**রামা ধোপা, শ্যামা ধোপা,—সব বেটারই এক চোপা।**

চোপা=মুখ>দুর্বিনীত কথাবার্তা।

নিম্ন শ্রেণীর মূর্খ লোক মাত্রেরই উদ্ধত আচরণ হইয়া থাকে।

**রামীর মা, রামী, পুরুত-ঠাকরুণ, আর আমি।**

অল্প কয়েকজনের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া।

ভারী তো মেয়ের অন্নপ্রাশন না! সংক্ষেপে সারো। বেশী লোকজনেরও দরকার কি? রামীর মা, রামী, পুরুত-ঠাকরুণ আর আমি—ব্যস!

**রামে মারলেও মরেছি, রাবণে মারলেও মরেছি।** দ্রং বরং রামান্ন রাবণাৎ।

তুং दो तरह से मौत है।

**রামের বাণে মরি সেও ভালো, তবু বাঁদরের দাঁত-খিচুনি সয় না।**

রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসের উক্তিঃ—অধমের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া অপেক্ষা মহতের হস্তে মৃত্যুও ভালো।

**রায় বাঘিনী।**

হুগলী ( অধুনা হাওড়া ) জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার ( পেঁড়ো-বসন্তপুর ) সামন্তরাজ রুদ্রনারায়ণ মোগল সম্রাটকে প্রতীক রাজকর দিয়া বস্তুতঃ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্বে তিনি, ও পরে তাঁহার বীরাঙ্গনা পত্নী ভবশঙ্করী, পাঠান আক্রমণ প্রতিহত করেন। সম্রাট আকবর তজ্জন্য রাণী ভবশঙ্করীকে 'রায় বাঘিনী' উপাধি দিয়াছিলেন।

বীর্যবতী নারী। >উগ্র এবং হিংস্র-স্বভাবা নারী।

দধিমুখ। বাবা! রাণী তো নয়, যেন রায় বাঘিনী। কি চাউনি, যেন সদ্য বিষের খনি। অমরেন্দ্র দত্ত—হরিরাজ।

**রাশ টানা বা আলগা দেওয়া।** রাশ—ঘোড়ার লাগাম।

লক্ষ০ শাসনের কঠোরতা অথবা শিথিলতা ( প্রশ্রয় )।

তুমি যে একেবারে রাশ আলগা করে দিয়েছ—মেয়ে যা খুসি তাই করে, যার সঙ্গে ইচ্ছে তার সঙ্গেই মেশে। [ বুদ্ধদেব বসু—অভিনয়, অভিনয় নয় (বোন)।

**রাহুর গ্রাস।**

লক্ষ০ বিপদগ্রস্ত অবস্থা।

**রীত-দস্তুর কষি, তবে দপ্তরে বসি।** কষি=হিসাব করি।

রীত-দস্তুর—প্রচলিত রীতি বা নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য,—দালালী; আড়ৎদারী, তহবিয়ানা, মুহুরিয়ানা ই০। দপ্তর=সেরেস্তা, অফিস।

নিজের বা অপরের নানাবিধ প্রাপ্তি সম্বন্ধে হিসাব করিয়া নির্ধারিত হইবার পরে সেরেস্তার নিয়মিত কার্য আরম্ভ করা।

নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ হুঁসিয়ার কর্মচারী।

**রুপোর তীরে পাথর ছেঁদে।** রুপো—রৌপ্য, অর্থ।

লক্ষ০ অর্থের দ্বারা অতি কঠিন কার্যও সম্পন্ন হয়।

**রুয়ে কলা না কাটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।** (খনা)

কলার ঝাড় বসাইয়া তাহার পাতা বেশী না কাটিলে প্রচুর ফল হয় এবং তাহা হইতে অন্ন ও বস্ত্র উভয়েরই সংস্থান হয়।

তু০ এক শ' আট কলা রুয়ে ই০।

**রুষবেন জামাই নেবেন ঝি, এর বেশী আর করবেন কি?**

জামাই রাগ করিলে তাহার পত্নীকে লইয়া চলিয়া যাইবে,—যে অধিকার তাহার আছে; তাহার বেশী কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

**রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥** (সং, শ্রীশ্রীচণ্ডী)

চন্ডিকাদেবীর স্তোত্রের প্রত্যেক শ্লোকের শেষার্ধ, যাহাতে বিবিধ বর প্রার্থনা করা হয়; যথা—

বিদেহি দেবি কল্যাণং বিদেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।+

**রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ? চুল নিয়ে কি পেতে শোবে ?**

গুণ না থাকিলে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নাই ।

**রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ।**

যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুভূতি । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিসমূহ ।

যে কামনার নাম সৃষ্টি-কল্পনা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের যে মোহিনী মানুষের প্রাণে 'প্রেম' নামক মহাপিপাসার উদ্রেক করে······বাঙালী চরিত্রের সেই সুপ্ত প্রবৃত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল । মোহিত মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য ।

**রূপে কি কাম করে, গুণে সংসার তরে ।** অর্থ সুস্পষ্ট ।

**রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।**

লক্ষ্মী ( শ্রী ) সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের এবং সরস্বতী বিদ্যা ও সদ্‌গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—উভয়ের সমতুল্যা যে নারী । একাধারে রূপগুণবতী ।

বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা　　আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥　　ভারত—বিদ্যাসুন্দর ।

**রেঁধে-বেড়ে মরেন দুয়ো, হাত নেড়ে পরসালেন সুয়ো ।**

হিং পরোস্‌না>পরসানো—খাদ্য পরিবেশন করা ।

স্বামীর অনাদৃতা পত্নী বহু ক্লেশে অন্নব্যঞ্জন পাক করে আর প্রেয়সী পত্নী সামান্য একটু হাত নাড়িয়া তাহা পরিবেশন করে এবং তাহারই জন্য প্রশংসা লাভ করে ।

>কেহ নীরবে কঠোর শ্রম করিয়াও যশ পায় না, কেহ যৎসামান্য কাজ করিয়া প্রচুর সমাদর লাভ করে ।

**রেখে-ঢেকে বলা ।**

কোনো কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা,—কিছুটা গোপন রাখা ।

**রেখে দাও !**

বলিয়া কাজ নাই । কোনো কথা অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দেওয়ায় প্রযুক্ত ।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না—বলত, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস ।" [ রবীন্দ্র—শেষের কবিতা ।

**"রেতে মশা দিনে মাছি,**
**এই নিয়ে কলকাতায় আছি ।"** ( ঈশ্বর গুপ্ত )

স্বভাবকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে কলিকাতায় আসিয়া এই দুই ছত্রে শহরের তৎকালীন জঘন্য পরিবেশের বর্ণনা করিয়াছিলেন ।

**রেয়োর স্বর্গেও চিঁড়ে-দই।** রবাহুত>রেয়ো।

রেও-ভাট এক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী, যাহারা লোক-পরম্পায় সংবাদ পাইয়া ভোজন ও অর্থপ্রাপ্তির আশায় শ্রাদ্ধবাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও ফলার পাইয়াই সন্তুষ্ট হয়।

>দরিদ্র হীনবৃত্তি লোকের কোথাও সমাদর লাভ ঘটে না।

**রেলীর উনপঞ্চাশ।**

বিখ্যাত বিদেশী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রেলী ব্রাদার্স কর্তৃক আমদানিকৃত বিলাতের কলে প্রস্তুত অতি উৎকৃষ্ট সাদা সুতি থান। এই কাপড় হইতে প্রস্তুত ধুতি, শার্ট, কোট, পিরান ইং আভিজাত্যের পরিচায়ক ছিল।

রেলীর উনপঞ্চাশের প্রসিদ্ধি তখন বাংলাময়—অতবড় মান আর কোনো থান পায় নাই। কেদার বন্দ্যোং—দুঃখের দেওয়ালী (জাগৃহি)।

**রোকা কড়ি, চোখা মাল।** রোকা—রোক ; নগদ। চোখা=খাঁটি ; উৎকৃষ্ট।

ন্যায্য নগদ মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু,—উভয়ই সমান খাঁটি।

তুং खरी मजूरी चोखा काम।

**রোগ হলে দেবতার দোহাই।** দ্রং বিপদে প'ড়ে রাম নাম।

**রোগা চড়ুইয়ের মুলুক-জোড়া বাসা।**

অক্ষমের প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত আশা।

**রোগা মানুষের রাগ বেশী।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তুং A little pot is soon hot.

**রোগী মরে ঘরে, ওষুধ আছে সাগরে।** দ্রং আজ মরে লক্ষ্মণ ইং।

**রোগী ম'লে রোজা হাজির।**

প্রয়োজন শেষ হইলে পর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতি বৃথা।

তুং मरे पर बैद्य।

After death the doctor.

**"রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।"** (ভারতচন্দ্র)

লক্ষং ভবিষ্যতে সুফল পাইবার আশায় ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

**রোগের শেষ, অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ, রণের শেষ,—রাখবে না।**

এগুলির সামান্য মাত্রও অবশিষ্ট থাকিলে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে ; সেজন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করিয়া ছাড়িতে নাই।

**রোচে (+পচে) তো পুঁছে খা, মন হয় তো চলে যা।**

খাদ্যদ্রব্য রুচিকর এবং সহজপাচ্য বলিয়া বোধ হইলে তাহা চাহিয়াও খাইবে ; কোথাও যাইবার ইচ্ছা থাকিলে দ্বিধাবোধ করা অনুচিত।

**রোদ হয় বৃষ্টি হয়—শিয়াল-কুকুরের বিয়ে হয়।**

দুইটি বিপরীত প্রাকৃতিক ব্যাপার একই সংগে ঘটিতে দেখিলে অন্য একটা বিচিত্র ঘটনার কল্পনা করা হয়—স্বভাববৈরী শিয়াল-কুকুরের মিলন।

**রোদে ধান, ছায়ায় পান।** (খনা)

রৌদ্র পাইলে ধান পাকে; কিন্তু পান শুখাইয়া যায়, ছায়ায় ভালো হয়।

**রোদের তাত সয়, তো বালির তাত সয় না।**

লক্ষ০ প্রবলের পীড়ন সহ্য হয়, তাহার আশ্রিতের অত্যাচার অসহ্য।

**রোদের বেলা হেলায় যায়, বৃষ্টির বেলা ঘর ছায়।**

অবহেলায় সুযোগ নষ্ট করিয়া পরে অসুবিধার মধ্যে কাজ করা।

তু০ দিন গেল হেসেখেলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে।

**রৌদ্রে রান্ধে কাঠেখড়ে, বর্ষাকালে চাল আঁচড়ে।**
**ওদা হাতে কাড়ে লবণ, গুরু গেরাসে করে ভোজন।**
**এক বলিতে দু' বোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে ঠেলে।**
**কিছু বলিতে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নহে ভিখারী?** (ডাক)

উগ্রস্বভাব ও বে-হিসাবী গৃহিণী, যাহার দোষে গৃহস্থের দুর্গতি হয়ঃ—বর্ষাকালের জন্য শুষ্ক কাঠ-খড় সঞ্চয় না করিয়া পোড়াইয়া ফেলে এবং বর্ষার সময় তাহার অভাবে চালের খড় ছিঁড়িয়া পোড়ায়; ভিজা হাতে লবণ লইয়া অপচয় করে; গোগ্রাসে খায়; উদ্ধত জবাব দিয়া চলে; স্বামীর শয্যা পায়ে ঠেলে; গালাগালি করে।

# ল

**লক্ষ বাঁটুল, লক্ষ তীর,—তবে হয় হাত থির।**

সং বর্তুল>বাঁটুল=গুলতি, গুলি। থির—স্থির।

লক্ষ্যভেদ শিখিবার জন্য প্রথমে ধনুক দিয়া বাঁটুল ও পরে তীর ছুঁড়িতে হয়। বহুবার ইহার অভ্যাস করিলে লক্ষ্যভেদে সফল হওয়া যায়।

>অবিচলিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

**লক্ষ্মণ-ভোজন।**

ঋষি বিশ্বামিত্রের বরে লক্ষ্মণ চতুর্দশ বৎসর বনবাস কালে ভোজন ও নিদ্রা পরিহার করিয়াছিলেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবার পর তাঁহার উপবাস ভংগ হয়।

ব্যং অপরিমিত আহার,—যেন দীর্ঘ উপবাসের পারণ।

**লক্ষ্মণের ফল ধরা।**

বনবাস কালে রামচন্দ্র আহরিত ফলমূল ভাগ করিয়া লক্ষ্মণকে অংশ দিলে লক্ষ্মণ তাহা ভোজন না করিয়া তূণের মধ্যে রাখিয়া দিতেন।

ব্যং কোনো বস্তুর যথোপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকা।

তরকারির ঝুড়িটা বয়ে এনে অমন লক্ষ্মণের ফল ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা? ওটা নামিয়ে বঁটি নিয়ে বসো দেখি।

**লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।**

সৌভাগ্যলাভের পথ রুদ্ধ করা চরম মূর্খতা।

**লক্ষ্মী চঞ্চলা।**

লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলপ্রকৃতি, একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না।

লক্ষ০ ধনসম্পদ চিরস্থায়ী হয় না।

তু০ Riches have wings.

**লক্ষ্মীছাড়ার কুটুম কুটুমবাড়ী যায়,**
**হুড়ো থাকুক জলপিঁড়িটা, সন্তোষ না পায়।** হুতো থাকুক = দূরে থাকুক।

লক্ষ্মীছাড়া গৃহস্থের বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে তাহার সমাদর হয় না।

**লক্ষ্মীছাড়ার দাঁত নিশপিশ, কাঁচকলাটা ভাতে দিস।**

দাঁত নিশপিশ—খাইবার জন্য অস্থির।

হাভাতে সদাই খাইবার জন্য ছটফট করে। তাহাকে ভাতের সঙ্গে কেবল কাঁচকলা-ভাতে দিলেই যথেষ্ট।

হতভাগা লোক কোথাও সমাদর পায় না।

**লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বেশী।** দ্র০ অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ খিদে।

**লক্ষ্মীর কৃপা নেই ষষ্ঠীর কৃপা আছে।**

লক্ষ০ পরিবার প্রতিপালনের সংগতি নাই, কিন্তু বংশবৃদ্ধি বিলক্ষণ।

**লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা।**

কালপেঁচা—দেখিতে কুৎসিত ও স্বর কর্কশ বলিয়া দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

লক্ষ্মীর বাহন লক্ষ্মীপেঁচার পরিবর্তে কালপেঁচার অবস্থিতি।

লক্ষ০ ভাগ্যবানের গৃহে দুর্ভাগ্যের আবির্ভাব।

**লক্ষ্মীর বরযাত্র।**

বরের অনুগমনকারী বরযাত্রদলের ন্যায় লক্ষ্মীর অনুগৃহীত ব্যক্তির সাঙ্গোপাঙ্গ। সম্পদের বন্ধু।

সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী, অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**লক্ষ্মীর মা ( মা লক্ষ্মী ) ভিক্ষা মাগে।**

লক্ষ০ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির অলীক অভাবের অভিযোগ।

আপনার মতন লোকের মোটে পাঁচ টাকা চাঁদা? এর বেশী পারবেন না বললে কে শুনেছে? লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে—তাও কি হয় নাকি!

**লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী!**

ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর এবং বিশ্বেশ্বর শিবের দারিদ্র্য। >অসম্ভাব্য ব্যাপার। অবিশ্বাস্য কথা। অদৃষ্টের পরিহাস।

**লগন-চাঁদা।**

জ্যোতিষ মতে জন্মলগ্নে চন্দ্র থাকিলে জাতক বায়ুরোগগ্রস্ত হয়।

আমি লগনচাঁদা ছেলে—ভট্টাচায্যি মশাই কুষ্ঠি তয়ের করেই বলেছিলেন, এ ছেলে ঘোর উন্মাদ হবে। শরদিন্দু বন্দ্যো০—ব্যোমকেশের কাহিনী

তু০ A lunatic. [ ( অর্থমনর্থম্ )।

**লঘুগুরু জ্ঞান।**

ছোট-বড়োর প্রভেদ বুঝিয়া সম্মানার্হ ব্যক্তির সহিত কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি।

কলকাতার লোকেদের কেতাই বুঝি এই রকম, গুরু লঘু জ্ঞান তাদের লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রভাত—রত্নদীপ।

**লঘু পাপে গুরু দণ্ড।**

তুচ্ছ অপরাধের জন্য কঠিন দন্ড,—অতি কঠোর অন্যায় বিচার।

বিবেচনা করে যে দণ্ড দিবেন তাতেই আমি সম্মত আছি, কিন্তু যেন লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন—নব-নাটক।

**লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা।**

লঙকায় সোনা সস্তা শুনিয়া দরিদ্র বণিক সেথায় গেল, কিন্তু বর্ণ-সাদৃশ্যের জন্য সোনা ভাবিয়া হলুদের গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিল।

>দরিদ্র ব্যক্তির দ্রব্যমূল্যের জ্ঞান না থাকায় সহজেই প্রতারিত হয়।

**লঙ্কায় সোনা সস্তা ( +তংকায় এক বস্তা )।**

রাবণের রাজধানী লঙকাপুরী স্বর্ণনির্মিত বলিয়া বর্ণিত। তাহা হইতে অনুমাণ হয় যে তথায় সোণার প্রাচুর্য এবং প্রাচুর্যের জন্য অত্যন্ত সুলভ।

**লঙ্কার আগুন নেভে, তবু লেজের আগুন নেভে না।**

হনুমানের লেজের আগুন হইতে লঙকাপুরী পুড়িয়া শেষ হইলে আগুন নিভিল, কিন্তু হনুমানের লেজের আগুন নিভিল না।

লক্ষ০ বৃহৎ ব্যাপার মিটিয়া গেলেও ক্ষুদ্র ব্যাপার শেষ হয় না।

**লজ্জা নাই যায়, রাজা হারে তায়।**

অপকর্ম করিয়া যে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না, রাজা তাহাকে কঠিন দণ্ড দিয়াও নিরস্ত করিতে অক্ষম।

বেহায়াকে আঁটিয়া ওঠা যায় না।

**লড়াইয়ের পর সবাই বীর।**

যখন কিছু করিবার নাই তখন সকলেই কর্মপটুতার পরিচয় দেয় এবং কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

**লড়াইয়ের পর সেপাই হাজির।**

দ্র০ রোগী ম'লে রোজা হাজির।

**লড়িতে জেঠী, বলিতে বাঘ।** জেঠী = টিকটিকি।

লক্ষ০ যাহার বিক্রম নাই, কেবল বাক্যে বীরত্বই আছে।

**লতা চুরি, পাতা ( হাতা ) চুরি, শেষে রাজার হাতী চুরি।**

দ্র০ আতি-চোর, পাতি-চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।

**লতার ওপর লতা যায়, টেনে আনতে ছিঁড়ে যায়।**

একস্থানে কয়েকটা লতাগাছ জন্মিলে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন ভাবে জড়াইয়া যায় যে, একটাকে পৃথক করিয়া বাহির করা যায় না।

লক্ষ০ এতো জটিল এবং দূর সম্পর্ক যে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

**লব্‌স্টারকা বাবালোগ।**

ইং লব্‌স্টার = গলদা চিংড়ি। হি০ বাবালোগ — শিশুগণ।

দরিদ্র ফিরিঙ্গি পরিবারে ঘুষা চিংড়ি খাওয়া হয়, কিন্তু গলদা চিংড়ির বাচ্ছা বলিয়া প্রচার করা হয়।

>দরিদ্র কর্তৃক মিথ্যা আভিজাত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা।

**লম্বা দেওয়া।**

স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়া।

ভূদেব। এখানে ডাক্তারী ক'রে আর পোষায় না। এখান থেকে লম্বা দিতে হ'ল দেখছি। দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্র্যহস্পর্শ।

**ললাটের লিখন, না যায় খণ্ডন।**

বিধাতাপুরুষ সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিয়া তাহার ললাটে যাহা লিখিয়া দেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হয় না।

অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্যই ঘটিবে।

তু০ करम रेख न मिटे करे कोई लाखों चतुराई।

What is lotted cannot be blotted.

**লা ইলাহা ইল্লিল্লাহ্, মোহম্মদ রসূলিল্লাহ্।** (আ০)

কোরাণের পবিত্র বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার চিত্ত-বিপর্যয় ঘটিল। সে উচ্ছ্বসিত মুক্ত কণ্ঠে ইসলামের মূলমন্ত্র আবৃত্তি করিল—"লা ইলাহা ইল্লিল্লা, মোহম্মদ রসূলিল্লা।"—ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। সত্যরঞ্জন সেন—প্রাচ্য-গরিমা (পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ)

**লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।**

বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইবার পূর্বে বহু বাক্-বিতণ্ডা করিতে হয়।

বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। তা লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়লাম। গিরিশ—বলিদান।

**লাখ কথার এক কথা।**

খাঁটি কথা, যাহা বহু বাজে কথা অপেক্ষা মূল্যবান।

বেশ বলেচ বাবা, লাক কথার এক কথা। দীনবন্ধু—সধবার একাদশী।

**লাখ টাকা, লাখ টাকা,—দু'কুড়ি দশ টাকা।**

এমন হাল্কাভাবে লাখ টাকার উল্লেখ করা যেন তাহা অতি তুচ্ছ।

**লাগে টাকা, কলকে বেচে দেবো।**

দরিদ্র গাঁজাখোরের নিরুদ্বিগ্ন মনোভাব ;—টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার গাঁজার কলকে বেচিয়া অনায়াসে দিতে পারিবে।

**লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।**

কলিকাতার বড়বাজার অথবা আহীরিটোলানিবাসী গৌরীকান্ত সেন নামে ধনী ব্যবসায়ী বদান্য ও পরোপকারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ঋণের দায়ে অধমর্ণের জেল হইলে অথবা নিরীহ ব্যক্তির জরিমানা হইলে তিনি তাহা পরিশোধ করিতেন।

>ক্ষেং গৌরী সেনের টাকা—পরের ধন, যাহা যথেচ্ছ ব্যয় করা যায়।

যুদ্ধের বাজারে সব চেয়ে যে কটা রোজগারের পথ ছিল, তাহার মধ্যে একটা ছিল মিলিটারি কনট্রাক্ট,…এর খরচের কোন হিসাব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজ করিয়া দিতে হবে—একটা সময়ের মধ্যে—যত টাকা লাগে দেবে গৌরীসেন। [ বিভূতি মুখো০—তোমরাই ভরসা।

**লাগে তাক, না লাগে তুক্ (তুক্ক)।**

যদি লক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করে তা হলে স্থির লক্ষ্য বা টিপের বাহাদুরী আর না লাগে তা হলে তুক্ক অর্থাৎ অভ্যাস মাত্র বা শুদ্ধ আমোদ বুঝায় ; ফল সম্বন্ধে অনিশ্চিত হইয়া কাজ করিলে বা কপাল ঠুকিয়া কোন কাজে হাত দিলে, কর্ম্মকর্ত্তা সফল হইলে বাহাদুরী লয়, না হইলেও অপ্রস্তুত হইতে চাহে না, বলে আমোদ করিয়া একটা দেখা গেল। (জ্ঞানেন্দ্র)

ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকিলে কেবলমাত্র ভবিতব্যতা বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

দিয়ে তো দিই একটা দরখাস্ত,—লাগে তাক, না লাগে তুক।

তু০ लगा तो तीर, नहीं तो तुक्काही सही।

**লাগে তো লাগে না, না লাগে তো লাগে।**

লাগে—( ১ ) গায়ে গায়ে ঠেকা, ( ২ ) ভূমিতে বদ্ধমূল হওয়া।

বৃক্ষ রোপণের সময় বেশী ঘেঁষাঘেষি হইলে গাছ সজীব হয় না; দূরে দূরে বসাইলে ভালো হয়।

**লাঙল যার, জমি তার।**

যে নিজে জমি চাষ করে ন্যায়তঃ জমি তাহারই– মালিকের নয়।

**লাজ, মান, ভয়,—তিন থাকতে নয়।**

লোকে কুকর্ম করিতে পারে না, যতদিন তাহার লজ্জাবোধ থাকে, সম্ভ্রম রক্ষার ইচ্ছা থাকে এবং ধরা পড়িবার ভয় থাকে।

**লাজে বউ ভাত খায় না,—চালতা হেন গ্রাস!** অর্থ সুস্পষ্ট।

**লাজে মা কুঁকড়ি, বিপদের ধুকড়ি।**

স্ত্রীলোক অতিরিক্ত লজ্জায় সংকুচিত হইয়া থাকিলে বিপদ অধিক।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী বলিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও, দম লাও। সেই যে বলে—লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

**লাজের বুড়ী আগে হাঁটে।** [তারাশঙ্কর—জলসাঘর ( তারিণী মাঝি )।

লজ্জায় জড়সড় হইয়া থাকে, অথচ পথ চলিবার সময় সকলকে অতিক্রম করিয়া যায়।

**লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধো গিয়ে আপন কাজ।**

লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্বক নিজের কাজ করা উচিত।

**লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?**

পায়ের চাপে ঢেঁকি উঠানামা করে এবং ধান ভানে; চড়ের মৃদু আঘাতে তাহা হয় না।

লক্ষ০ কঠোর ব্যবহারে যে অভ্যস্ত, কোমল ব্যবহারে তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না।

তু০ लातोंके देव बातोंसे नहीं मानते।

**লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।**

লক্ষ০ অধমের অত্যধিক স্পর্ধা।

**লাভঃ পরং গোবধঃ।** ( সং )

বৈদ্য রোগীকে শুঁঠ ও গোক্ষুর নামক কাঁটাগাছের পাঁচন সেবনের ব্যবস্থা দিলে, গরু মারিয়া তাহার ক্ষুর দিয়া পাঁচন প্রস্তুত হইয়াছিল। ফলে গোবধের পাপ হইল নিরীহ বৈদ্যের।

লক্ষ০ কোনো কাজ করিয়া লাভের পরিবর্তে দণ্ডভোগ হওয়া।

পূজারী ব্রাহ্মণ……আপনা আপনি বিচার করিলেন, ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ।"

টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**লাভ-লোকসান জেনে, চাষ করে না বেণে।**

বণিকজাতি অত্যন্ত হিসাবী ; কৃষিকার্য শ্রমসাধ্য, লাভ অল্প ও অনিশ্চিত, তাই চাষ করে না।

**লাভানং শ্রেয়ঃ আরোগ্যম্।** ( সং, মহাভারত—বনপর্ব। )

জান ? বিশ্ব সংসারে আরোগ্য লাভই হ'ল শ্রেষ্ঠ লাভ। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—লাভানামুত্তমং কিম্ ?—সংসারে লাভের মধ্যে সর্বোত্তম লাভ কি ? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—'লাভানং শ্রেয় আরোগ্যং' অর্থাৎ আরোগ্য লাভই সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভ !

তারাশঙ্কর—আরোগ্য-নিকেতন।

**লাভে-মূলে হাবাত।** হাবাত—নিঃসম্বল।

ব্যবসা করিতে গিয়া নিজস্ব মূলধন এবং তাহা হইতে অর্জিত লাভ সমস্তই হারাইয়া সর্বস্বান্ত হওয়া।

তু০ गये ऊनके लेनको, आये बाल मुड़ाये।

**লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।**

গুড় বেচিয়া যে পরিমাণ লাভ হইত সে পরিমাণ গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলায় ক্ষতি হওয়া।

কোনো লাভের বস্তু ভোগ করিতে না পারা।

১ম অতিথি। তবে এ রাজ্য কার ?

বণিক। আপাততঃ কারুরই নয়। মীনারা আরাবলীর পার্বত্য প্রদেশ হতে নেমে দেশে যা পায় লুট করে নিয়ে যায়। রাজপুতেরা এদেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—তারাবাই।

**লাভে লোভ বাড়ে।**

কিঞ্চিৎ লাভ হইলে অধিক লাভ করিবার লোভ ক্রমেই বাড়ে।

**লাভে লোহা বয়।** দ্র০ গরজে লোহা বয়, অ-গরজে সোনাও বয় না।

**লাল কুত্তা শিয়ালেরই ভাই।**

যে কুকুর কেবল দেখিতেই সুন্দর সে শিয়ালেরই মতো ভীরু।

>সুকুমার ও সুবেশ ব্যক্তি পৌরুষহীন হয়।

**লাল চোখে দেহ জয়, হাসি মুখে মন জয়।**

কঠোরতার দ্বারা অপরের দৈহিক বশ্যতা লাভ করা যায়। কিন্তু মধুর ব্যবহারে মন বশীভূত হয়।

**লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।** (সং, চাণক্য)

মূল তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ॥

শিশুগণকে অধিক আদর দেওয়া ভালো নয়, তাড়না করা ভালো।

তু০ Spare the rod and spoil the child.

**লাল-পাগড়ি।**

লাল পাগড়িধারী কলিকাতা পুলিসের শান্ত্রীদল।

সকালে উঠিয়া একে একে অনেকেই গোপালের বাড়ী সেদিনকার অবস্থা জানিতে গেল। সেখানে গিয়া দারোগা বাবু ও লাল পাগড়ি দেখিয়া তাহাদের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল! নরেশ—শেষ পথ।

**লালপানি।**

ব্যা০ সুরা। মদ।

কেন দেবতা দিলে তাড়িয়ে দৈত্য—বল দেখি দাদা!—
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি, আর দৈত্য খেত সাদা।
[ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান (পাঁচটি এয়ার)।

**লালবাতি জ্বালা।**

অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কারবারের নিয়মিত দৈনিক লেন-দেন বন্ধ করিয়া রাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলো জ্বালিয়া কারবারের হিসাব পরীক্ষা করা হইত এবং বিপন্ন অবস্থা জ্ঞাপনের জন্য বাহিরের দিকে একটি লাল আলো জ্বালিয়া রাখার প্রথা ছিল।

ব্যবসায়ের পাওনাদারগণের প্রাপ্য আদায় দিবার সামর্থ্য না থাকা। দেউলিয়া হওয়া।

পীতাম্বর। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!

যোগেশ। কি! কি! কি!—কোন ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞা, রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে। গিরিশ—প্রফুল্ল।

তু০ গণেশ ওলটানো।

**লাল বুঝক্কড়।** ( হিং )

বুঝক্কড়—যে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি অথচ সব বোঝে এরূপ অভিমান আছে।

আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম বীরবলের পুত্রের নাম ছিল লাল। তিনিও পিতার মতো হাস্যরসিক ছিলেন। কথিত আছে যে, বাংলা দেশে বোকা তাঁতি অথবা চাঁই মশায়ের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে যেরূপ নানা উপকথা প্রচলিত আছে সেইরূপ বহু গল্প রচনা করিয়া তিনি নিজেকেই সেগুলির নায়ক বলিয়া পরিচয় দিতেন। যেমন—বর্ষার রাত্রে গ্রামের পথ দিয়া একটা হাতী চলিয়া গিয়াছিল। পরদিন কেহ দেখিয়া বুঝিল না যে, কাদার উপর এমন বৃহদাকার এবং এতো দূরে দূরে কোন জন্তুর পায়ের ছাপ পড়িয়াছে। লাল সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন এতো দূরে দূরে, তখন নিশ্চয় হরিণ লাফ দিয়া গিয়াছে এবং এতো বড়ো ছাপ এই জন্যে যে, তাহার পায়ে আটাপেষা জাঁতা বাঁধা ছিল:—

লাল বুঝক্কড় বূঝে ঔর ন বূঝে কোঈ,
পৈরোঁ চক্কী বাঁধকে হরিনা কূদা হোঈ।

কিন্তু তাহার চতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোকর মারার জন্য গ্রামস্থ সকলে লাল বুঝক্কড় বলিয়া ডাকিত। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**লাল হয়ে যাওয়া।**

স্বাস্থ্যোন্নতির ফলে দেহের শোণিতবৃদ্ধি-জনিত রক্তাভ বর্ণ।

লক্ষ০ প্রভূত ধনশালী হওয়া।

বলিলেন, তাঁর কোন এক আত্মীয় বর্ম্মামুল্লুকে চাকরি করিয়া লাল হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। শরৎ—শ্রীকান্ত।

**লিখতে লিখতেই সরে।**

দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখার অভ্যাস করিলে ক্রমে হাত সরে, অর্থাৎ হাতের আড়ষ্টতা দূর হইয়া লিখনপটুতা জন্মে।

>অভ্যাসের দ্বারা কর্মপটুতা জন্মে।

তু০ কূদতে কূদতে নচৈয়া হো জাতা হৈ।

**লিখিবে-পড়িবে মরিবে দুঃখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।**

ব্য০ বিদ্যাশিক্ষা করার বিড়ম্বনা এবং না করার সুখ।

মাছ একটা বড় দেখে মারি। ......বলি ধরগা যেঁয়ে, লিখিবি পড়িবি মরিবি দুঃখে, মচ্ছ ধরিবি খাইবি সুখে। তারাশঙ্কর—জলসাঘর।

তু০ লিখোগে পঢ়োগে হোগে খরাব, খেলোগে কূদোগে হোগে নবাব।

**লিখে রাখা।**

এতদূর সুনিশ্চিত যে কাগজে-কলমে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

বিবাহ স্থির নিশ্চয় রসিক, এ তুমি লিখে রেখে দাও।

[ বিভূতি মুখো০—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

**লুটের বিল।** বিল—অগভীর বিস্তীর্ণ জলাশয়।

মালিকের অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার সুযোগে যে বিলের মাছ যাঁহার ইচ্ছা ধরিয়া লইয়া যায়।

>বেওয়ারিস বস্তুর মতো সর্বসাধারণ যাহা অবাধে আত্মসাৎ করে।

বিশ্বনাথ চৌধুরী বড় প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তারপর ছেলে-দুটো গেল ম'রে, নাতিগুলো নেহাৎ শিশু, বিষয়-সম্পত্তি এখন লুটের বিল হয়ে দাঁড়িয়েছে,—যার যা ইচ্ছে হাতিয়ে নিচ্ছে।

**লুফে নেওয়া।**

উৎকৃষ্ট বস্তু মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্বেই ধরিয়া ফেলা।

লক্ষ০ সাগ্রহে গ্রহণ করা।

রায় বাহাদুর বলিলেন—"নেব না? নেব না? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে?" প্রভাত—পত্রপুষ্প (নিষিদ্ধ ফল)।

**লেখাজোখা নাই।** জোখা—ওজন করা।

এতো অধিক যে তাহার পরিমাণের কোনো হিসাব নাই।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখাজোখা নাহি তার।। বৃন্দাবনদাস—চৈতন্যভাগবত।

**লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**লেখাপড়া হুতুম্ তুম্ (যেমন-তেমন), কপালখানা গোড়া,**
**চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া।** হুতুম তুম্—কিছু না।

বিদ্যার কোনো মূল্য নাই, অদৃষ্টই প্রবল। ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিও দারিদ্র্য ভোগ করে, অথচ মূর্খ ইতর ব্যক্তিও সুখভোগ করে।

সদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে…। আমরা কেবল একটী কর্ম্ম লয়ে ঘণ্টিঘর্ষনা করিতেছি একি খাট দুঃখ? চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া! টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**লেখায়-জোখায় যে জন মরে, শুঁঠ-পিপুলে কি তার করে?**

জ্যোতিষের গণনায় যাহার মৃত্যু আসন্ন, ঔষধে তাহার রক্ষা হয় না।

**লেগে থাকলে মেগে খায় না।**

অধ্যবসায় থাকিলে কখনো দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয় না।

**লেজকাটা শিয়াল।**

ঈশপের নীতিকথায় বর্ণিত শৃগাল, যাহাকে ধরিয়া লেজ কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই লজ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য সে অন্য শৃগালগণকেও লেজ কাটিবার পরামর্শ দিয়াছিল।

>যে অপরকে নিজের মতো উপহাসাস্পদ হইবার জন্য পরামর্শ দেয়।

**লেজ গুটানো।**

পরাজিত বা ভীত হইলে কুকুরের লেজ ঝুলিয়া পড়ে।

>অত্যন্ত ভীত হওয়া।

হরিহর বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ঢের এমন বাঙালী আছে, যাদের গায়ে সাধারণ ইংরেজের চেয়ে বেশী জোর। তারাও যখন ও অবস্থায় পড়ে, তখন কি ল্যাজ গুটিয়ে পালান না ?" প্রভাত—রমাসুন্দরী।

তু০ To turn tail.

**লেজে খেলানো।**—দ্র০ খেলিয়ে তোলা।

"ব্যোমকেশ বাবু, আপনি শুনেছেন বোধ হয় যে, সুকুমারকে অ্যারেষ্ট করেছি। সে-ই যে আসল আসামী, তা আমি গোড়ায় বুঝে-ছিলুম—আমি শুধু তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলুম।" শরদিন্দু বন্দ্যো০—[ ব্যোমকেশের কাহিনী ( অর্থমনর্থম্ )।

**লেজে-গোবরে হওয়া।**

অলস বা অসুস্থ গরু যেখানে নাদে সেখানেই পড়িয়া থাকার ফলে লেজে ও গায়ে গোবর মাখামাখি হইয়া অতি কদর্য দেখায়।

লক্ষ০ অযোগ্যতাবশতঃ কোনো কার্য করিতে বিশৃংখলা।

ছেলের অন্নপ্রাসন দিতে লেজে-গোবরে হয়ে পড়লে, আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে দেবে কি ক'রে ?

**লেজে পা দেওয়া ( পড়া )।**

লেজ মাড়াইয়া দিলে সকল পশুই আহত হইয়া ক্রুদ্ধ হয়।

লক্ষ০ স্বার্থের হানি হওয়া।

লোক যতোই ভালো হোক, লেজে পা পড়লে কেউ তা সহ্য করে ?

তু০ To tread on one's toes.

**লেফাফা-দুরস্ত।**

চিঠির কাগজ বা লেখা যেমনই হউক পরিপাটিরূপে সুদৃশ্য খামের ভিতরে থাকিলে ভালো দেখায়।

>বাহ্য আদব-কায়দায় নিপুণ ও ত্রুটিহীন।

সে আচারে ব্যবহারে লেফাফা দুরস্ত হইয়াছিল। বিশেষ আপনার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা গোপন করিয়া বিজ্ঞতার ও ক্ষমতার ভান করিতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্টচক্র।

**লেবু বেশী কচলালে তিতো হয়।**

লেবুর রস বাহির করিতে বেশী চটকাইলে খোসার তিক্ত রসও বাহির হয়।

>কোনো বিষয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনার পরিণাম মন্দ হয়।

**লোকতঃ ধর্মতঃ।**

ধর্ম এবং সামাজিকতা—উভয় দিক দিয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়া।

"তা বেশ। যেমন আমরা আছি সেই রকমই থাকি। ভেন্ন হওয়া ত ভাল নয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই হিসাবেই খারাপ।"

[ প্রভাত—পত্রপুষ্প ( অদ্বৈতবাদ )।

**লোক, না পোক!**

সাধারণ মানুষ পোকার মতোই অতি নগণ্য।

'রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুকগে। লোক না পোক!'

তু০ মানুষ না ফানুস! [ অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

**লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই,**
**লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'রে যাই।** ( মেয়েলী )

নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বাঁচিয়া থাকা—নতুবা জীবন ধারণের স্পৃহা নাই!

**লোক হাসানো।**

অদ্ভুত আচরণের জন্য লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া।

**লোকে বলে আছি সুখে, আমি মরি আমার দুখে।**

**লোকে বলে সুখে আছি,—মাথার ওপর ওড়ে মাছি।**

দ্রঃ শালুক খেয়ে দাঁত কালো, লোকে বলে আছে ভালো।

**লোটা-কম্বল।**

নিঃস্ব গৃহহীন ভবঘুরের যৎসামান্য পথের সম্বল।

লোটা-কম্বল সম্বল ক'রে কোন মুল্লুক থেকে এসে সব লক্ষপতি হচ্ছে।

**লোণা লাগা।**

তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে লোণা লাগা কহিত। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ [ ( দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বর্ণনা )।

**লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।**

লোভের বশবর্তী হইয়া লোকে নানা পাপ করিয়া নিজের সর্বনাশ করে।

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি!
অর্থে লোভ; লোভে পাপ; পাপ নাশকারী।"

তু০ লালচ গুণ ঘর বিনাশ। [ মাইকেল - তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

**লোম বাছতে কম্বল উজাড়।** দ্রঃ কম্বলের লোম বাছা।

**লোমশো পুরুষো শ্রেষ্ঠঃ।** ( সং )

পুরুষের লোমাবৃত দেহ শক্তি ও তেজের পরিচায়ক।

**লো-লো আর করিস নে সই, লো কি এমনি এসেছে ?**
**তার আসবার সময় সই, কতো বাজনা বেজেছে।** ( মেয়েলী )

লো-লো—অনাদর-সূচক মেয়েলী সম্বোধন।

নববধূর এক সখী আর একজনকে বলিতেছে,—লো-লো বলিয়া বধূর অনাদর করিও না,—তাহার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। সে যখন প্রথম আসিল তাহার জন্য প্রচুর আড়ম্বর হইয়াছে।

**লোহাই লোহা কাটে।**

লক্ষ০ শক্তিমান ব্যক্তি শক্তিবানের দ্বারাই পরাভূত হয়।

তু০ लोहे को लोहाही काटता है।

Diamond cuts diamond.

**লোহা জব্দ কামারবাড়ী, মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**লোহা জানে আর কামার জানে।**

কোনো কঠিন কার্যে যাহারা সংশ্লিষ্ট থাকে, কেবল তাহারাই শ্রমের মর্ম বোঝে,—অপরে নয়।

তু০ लोहा जाने लुहार जाने, धौकनेवालेकी बला।

**লোহা-পাথরে যুদ্ধ করে, সোলাদিদি পুড়ে মরে।**

দিয়াশলাই প্রবর্তনের পূর্বে চকমকি পাথরের উপর এক খণ্ড লোহা ঠুকিলে যে স্ফুলিঙ্গ উঠিত তাহা শোলার উপর পড়িয়া আগুন জ্বলিত এবং একপ্রান্তে গন্ধক মাখানো কাঠি ঠেকাইলে আগুনের শিখা উঠিত।

তু০ ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।

**লোহার কার্তিক।**

ব্য০ বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ, কিন্তু যাহার গাত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

**ল্যাংবোট।** ইং Long-boat >

যে ক্ষুদ্র নৌকা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা থাকিয়া তাহার পশ্চাতে যায়।

লক্ষ০ অসহায় বা হীন অনুগামী।

বাঁধন খুলতে না পেরে 'ইয়েতি' আমায় শুদ্ধ সামনেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজের পেছনের ল্যাং-বোটের মত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—ঘনাদার গল্প ( টুপি )।

# শ

**শ-কার ব-কার করা।**

'শালা' ই০ অশ্লীল ও ইতরজনোচিত গালাগালি করা।

ভৈরব বাস্তবিকই রমেশের শুভানুধ্যায়ী; তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময়মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া 'শ'-কার 'ব'-কার চীৎকার করিয়া দুটা কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়।

[ শরৎ—পল্লী-সমাজ।

**শকুনি মামা।**

দুর্যোধনাদি কৌরবগণের মাতুল, যিনি অতি ক্রূর ছিলেন এবং নানা কুপরামর্শ দিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদের ধ্বংশের কারণ হইয়াছিলেন।

নকুড় নায়েবটা যে জুটেছে—সেই শেষে সর্ব্বনাশ করে তবে ছাড়বে—সাক্ষাৎ শকুনি মামা—সাতখান করে লাগাচ্ছে আর মকদ্দমা বাধাচ্ছে।

[ নবকৃষ্ণ ঘোষ—অপবাদ।

**শকুনির নজর ভাগাড় পানে।**

মৃত পশুর মাংস শকুনির খাদ্য; সেজন্য সর্বদা ভাগাড়ের উপর তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে।

লক্ষ০ নীচ ব্যক্তির মন সদাই কুচিন্তায় পূর্ণ থাকে।

**শকুনির শাপে কি গরু মরে?**

অনিষ্ট কামনা করিলেই অনিষ্ট হয় না।

**শক্ত ঘানি (পাল্লা)।**

ঘানি টানিয়া তেল বাহির করা অতি কষ্টসাধ্য কাজ।

লক্ষ০ অতি দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ, যাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

এ ত নিরীহ বাঙ্গালীর মেয়ে নয় যে, এক ধমক খেয়ে চুপটি করে রান্নাঘরের কোণে বসে থাকবে, আর স্বামী মশায় আমোদ করে বেড়াবেন! বিলাতী মেম সাহেব, শক্ত ঘানি!

প্রভাত—গল্পাঞ্জলি।

**শক্তের তিনকুল মুক্ত। শক্তের সকলেই ভক্ত।**

যে শক্তিমান তাহার কোনদিকে কোনও বাধাবিঘ্ন থাকে না।

তু০ জবরদস্ত সবকা জমাই।

**শক্তের ভক্ত (কুকুর), নরমের যম (বাঘ)।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ ধোবিনপর বস ন চলে, গধইয়াকে কান উমেঠে।

**শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে, অন্য লোক কোথায় লাগে ?**

শংকর চক্রবর্তী—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি।

অতি শক্তিমানও যে বিপদে অভিভূত হয়, সাধারণ লোকের তাহা হইতে রক্ষা হয় না।

**শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম।**

হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্রে বর্ণিত মূল দেবতাত্রয়ের অন্যতম বিষ্ণুর করধৃত বস্তু-চতুষ্টয়।

বেদসংহিতায় বিষ্ণু নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তিনি পুরাণোক্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু নন। তিনি আট আদিত্যের একটি আদিত্য মাত্র। অক্ষয় দত্ত—ভারতবর্ষীয় [ উপাসক সম্প্রদায়।

**শজনে শাক বলে, আমি সকল শাকের হেলা ;**
**আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির ( চোদ্দশাকের ) বেলা।**

শজনে শাক প্রকৃতপক্ষে শাক নয়—গাছের পাতা। দীনদুঃখীরা ইহা বিনা ব্যয়ে আহরণ করিয়া খায়। সেজন্য ইহার কোনো আদর নাই। কিন্তু শজনে শাকও চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় ব্যঞ্জনের অভাবে, অথবা চোদ্দশাকের সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য,—যদিও নির্দিষ্ট চোদ্দ শাকের মধ্যে ইহার স্থান নাই।

লক্ষ০ যে ব্যক্তি সর্বদা উপেক্ষিত, কিন্তু কাজ আটকাইলে যাহার সাহায্য প্রয়োজন হয়।

**শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।** ( সং ) অর্থ সুস্পষ্ট।

মূল স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সরলে সারল্যং কুর্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ॥

তু০ With foxes we must play the fox.

**শতং বদ মা লিখ।** ( সং )

মুখের কথার স্থায়িত্ব নাই, যতো ইচ্ছা বলা চলে ; কিন্তু যাহা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা স্থায়ী এবং সে কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বেশী লেখা নিরাপদ নয়।

ভাই, তোমাকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ এ সব কথা সম্বন্ধে 'শতং বদ মা লিখ' এই রীতিই প্রশস্ত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার—পিতাপুত্র।

**শতদল ভাসিয়ে জলে, শালুক-মালা পরেছি গলে।**

শতদল = রক্তপদ্ম, কমল। শালুক—শ্বেতপদ্ম, কুমুদ।

লক্ষ০ শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনাদর ও নিকৃষ্টের সমাদর।

**শত বৈদ্য সম পথ্য।** দ্র০ ওষুধের চেয়ে পথ্য ভালো।

**শতমারী ভবেদ্‌ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।** ( সং )

মারী—মারক বা রাসায়নিক শোধনকারক। প্রাচীনকালে বৈদ্যের কৃতিত্ব ছিল উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করায়—চিকিৎসায় নয়।

যিনি একশতবার জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ সহ গন্ধক ঘটিত 'রসসিন্দুর' নামক রসায়ন প্রস্তুত করণরূপ সর্বাপেক্ষা দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি বৈদ্য পদবাচ্য এবং ঐরূপ সহস্রবার কৃতকার্য হইলে চিকিৎসক পদবাচ্য হন। ( জ্ঞানেন্দ্র )

ব্যং মারী=সংহারক। চিকিৎসার দ্বারা শত রোগী সংহার করিলে বৈদ্য এবং সহস্র হইলে চিকিৎসক নামে পরিচিত হয়।

কোন ভাল হোমিওপ্যাথের সঙ্গে যদি কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে পারেন তাহলে কিছু শিখবেন। না হলে ঐ যে কথায় বলে শতমারি সহস্রমারি, কেবল মেরে মেরেই বেড়াবেন। শরৎ—চরিত্রহীন।

**শতেক কথায় সতীও ভোলে।**

ক্রমাগত প্রলোভনের কথা শুনিতে শুনিতে অতি সচ্চরিত্রা নারীরও নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

**শতেক ধেনু, হাজার কলা,—কি করবে আকাল শালা?** (খনা)

গৃহস্থের একশত গরু এবং এক হাজার কলাঝাড় থাকিলে দুর্ভিক্ষের সময়েও কোনো অভাব হয় না।

তুং এক শ' আট কলা রুয়ে, থাক গেরস্থ ঘরে শুয়ে। ( খনা )

**শত্রুকে উঁচু পিঁড়ে, পেটুককে সরু চিঁড়ে।**

শত্রুর অধিক সমাদর করিলে, ভয় পাইয়াছে ভাবিয়া অধিক অত্যাচার করে; পেটুককে উৎকৃষ্ট ভোজন দিলে লোভ পাইয়া বার বার আসে। উভয় ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়।

**শত্রুকে ছোটো ভেবো না।**

শত্রুকে দুর্বল ভাবিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করিলে সে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে।

তুং आग और बैरीको कम न समझो।

**শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে।**

সৌভাগ্য দেখিলে শত্রুর মনে যে ঈর্ষা জন্মে তাহাকে ব্যর্থ করিয়া নিশ্চিন্তে সুখভোগ করা।

"বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি? তোর কিসের অভাব? দুই স্ত্রী,...ছেলেপিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে।" রবীন্দ্র—গল্পগুচ্ছ (মুক্তির উপায়)।

**শত্রুর সঙ্গে করো পিরীত, লাঠি রাখো নিস্থাপিত।**

শত্রুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করায় দোষ নাই, কিন্তু তাহার সদ্ভাবের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মরক্ষায় সদা সচেতন থাকা কর্তব্য।

তুং Pray to God, but keep your powder dry.

**শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।** ( সং, মহাভারত—

মূল +সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ।। [ বিরাটপর্ব )

শত্রুরও গুণাবলী এবং গুরুজনেরও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা উচিত।

তুং Give the Devil his due.

**শনিতে সাত, মঙ্গলে তিন ; অন্য বারে দিনের দিন।** (খনা)

শনিবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাহা সাত দিন চলে, মঙ্গলবারে হইলে তিন দিন ; অন্য কোন বারের বৃষ্টি একদিন মাত্র স্থায়ী হয়।

আকাশ ঘিরিয়া বর্ষা নামিয়াছে···। অনিলের বাবা ··· ছাতা মুড়িতে মুড়িতে বলিতেছেন-- "আরম্ভ হল—শনিতে সাত মঙ্গলে তিন,—এখন সাতদিন নিশ্চিন্ত থাক।" বিভূতি মুখো০—নীলাঙ্গুরীয়।

**শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট,—**
**সহজে রাই কলঙ্কিনী, বুক চিতিয়ে হাঁট্।** ( মেয়েলী )

প্রতিদিনই হাট বসে, সুতরাং পথে সদাই লোকের ভীড়, কাজেই লোকচক্ষু এড়াইয়া চলা রাধার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া তাহার নামে কলঙ্ক যখন রটিয়াছেই তখন আত্মগোপনের চেষ্টা করা বৃথা—নির্ভয়েই চলাফেরা করা উচিত।

লজ্জা লুকাইবার উপায় না থাকিলে লজ্জা ত্যাগ করাই ভালো।

তুং এককান-কাটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায় ইং।

**শনিবারের মড়া দোসর চায় ( খোঁজে )।**

লৌকিক বিশ্বাস যে কেহ শনিবারে মরিলে সে অপর একজনকে সঙ্গী করিয়া লইতে চায় ; একজন মরিলে আরও একজন মরে।

অসৎ ব্যক্তি অপর ভাল লোককে আপনার দলে টানিতে চায়। (সুবল)

**শনির দশা ( দৃষ্টি )।**

জ্যোতিষ মতে শনিগ্রহ অত্যন্ত ক্রূর ও অনিষ্টকারী।

অমঙ্গলাকাংক্ষী ব্যক্তির কুদৃষ্টি। দুরদৃষ্ট।

মাতুলালয়ে সুরবালা ভিন্ন দিবাকরকে যত্ন করিবার কেহ ছিল না। আবার সে যত্নের মধ্যেও মহেশ্বরীর খরদৃষ্টি শনির দৃষ্টির মত অনেক জিনিস অনেক সময়েই শুকাইয়া বিরস করিয়া দিত। শরৎ—চরিত্রহীন।

**শনৈঃ পর্বতলংঘনম্ ।** (সং)

মূল শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলংঘনম্ ।
শনৈঃ কর্মশ্চ ধর্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ।।

সকল বৃহৎ কার্যই ধীর গতিতে হইয়া থাকে ।

তুঃ Rome was not built in a day.

**শব থাকতে কুশের পুতুল ।** দ্রঃ কুশপুত্তলিকা দাহ ।

আসল জিনিস থাকিতে নকল বা নিকৃষ্ট জিনিসের ব্যবহার অর্থহীন ।

**শবপোড়া-মড়াদাহ ।** দ্রঃ গুরুচন্ডালী ভাষা ।

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন । তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা । ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমবাবুর ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব পোড়া-মড়া-দাহের দল" রাখিলেন । অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে ; যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে,—কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না । তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা-ব্যবহার-দোষে দোষী । শিবনাথ শাস্ত্রী-রামতনু লাহিড়ী ইং ।

**"শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ।"** ( কৃত্তিবাস )
**( +আর শ্বশুর দমন শাশুড়ী ঠা'ন, শাশুড়ী দমন হাম ॥ )** ( মেয়েলী )

লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ অন্যান্য দেবগণ সহ যমরাজকেও পরাভূত করিয়াছিলেন, আর সেই শক্তিমান রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন রামচন্দ্র ।

ইহার পাদপূরণ করিয়া জাহাঁবাজ বধূ বলিতেছে,—তেমনি, যে শাশুড়ী শ্বশুরকে পদানত করিয়াছে তাহাকে দমন করি আমি ।

**শয়ন, উত্থান, পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া,**
**ক্ষেপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট, - এই নিয়ে কাল কাট ।**
**( +ইথে যদি করিস হেলা, চ'লে যাস ঠুঁটোর মেলা ;**
**তাও যদি না পারিস, ভগার খালে ডুবে মরিস । )**

সারা বৎসরে এই কয়টি ব্রতোপবাস করিলেই হিন্দুধর্ম পালিত হয় ঃ— চারটি শুক্লা একাদশী,—বিষ্ণুর শয়ন, উত্থান ও পাশ্বর্ পরিবর্তন ( যথাক্রমে আষাঢ়, কার্তিক, ও ভাদ্র ) এবং মাঘে ভীম একাদশী ; ক্ষেপার চৌদ্দ বা শিব-চতুর্দশী এবং ক্ষেপীর আট বা দুর্গাষ্টমী ।

এগুলি না ঘটিয়া উঠিলে ঠুঁটোর অর্থাৎ জগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার মেলায় যাইবে ; তাহাও না পারিলে ভগার খালে বা ভগীরথের আনা গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর জলে গঙ্গালাভ করা মুক্তির শেষ উপায় ।

**শয়নে পদ্মনাভ।** দ্র° ভোজনে চ জনার্দনম্ ।

বিষ্ণুর 'পদ্মনাভ' নাম স্মরণপূর্বক শয়ন ।

রবিবারে কুটীওয়ালারা··· অনেক বেলায় স্নান-আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন ··· কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।** (সং)

মূল পরোপকার সচ্চর্যাজ্ঞানং যথা ন ভাস্বরম্ ।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ ॥

শরীর নানা রোগের আবাসস্থান।

বিদ্যাভূষণ। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর তো কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি ? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ ।" [দীনবন্ধু নবীন তপস্বিনী।

**শরীর বুঝে শাল ( শূল ) দেওয়া।**

যাহাকে শূলে তুলিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে তাহার দেহের স্থূলতা বা কৃশতা দেখিয়া তদুপযোগী শূলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

>লোক বুঝিয়া তাহার সহিত যথাযোগ্য আচরণ করা কর্তব্য।

**শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।** ( সং, কালিদাস—কুমারসম্ভবম্ )

শরীর সুস্থ থাকিলে তবেই ধর্মাচরণ সম্ভব হয়।

**শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।**

মানবদেহ বিলক্ষণ সহনশীল; রীতিমত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়।

**শশা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভায়ের বোনকে টান ;**
**গুড় খেয়ে জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান।** ( মেয়েলী )

শশা বা অন্য কোনো ফল খাইয়া জল পান করিবার প্রয়োজন বা স্পৃহা হয় না; ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার স্নেহ সেইরূপ আন্তরিক হয় না। মিষ্টান্ন খাইয়া জলপানের যেরূপ স্বাভাবিক আকাংক্ষা হয়, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর স্নেহ সেইরূপ। ভ্রাতা অপেক্ষা ভগ্নীর স্নেহ গভীর ও অকৃত্রিম।

**শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্।** (সং)

মূল জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্যাঞ্চ গতযৌবনম্ ।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্ ॥

শস্য গৃহে আসিয়া পৌঁছিলে তবেই প্রাপ্তি বা লাভ বলিয়া বিশ্বাস হয়,—পূর্বে নয়।

তু° না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

**শাঁখা ঠন্‌ঠন্‌, টাকা ঝন্‌ঝন্‌,—লেখাপড়া ঢন্‌ঢন্‌ !**

পাঠদ্দশায় বিবাহের কুফল ঃ—এক দিকে ব্যয়বৃদ্ধি হয়, অপর দিকে বধূর শাঁখার শব্দে মনঃসংযোগে বাধা জন্মে,—লেখাপড়া হয় না।

**শাঁখা, পাথর, এঁড়ে,—তিন গেরস্থে ভেঁড়ে।**

পাথর—পাথরের থালা। ভেঁড়ে—ভাঁড়ায় ; প্রতারণা করে ; ঠকায়।

শাঁখা এবং পাথর অতি ভঙ্গপ্রবণ, দুরন্ত এঁড়ে গরুর দ্বারা বহু অনিষ্ট হয়। ইহাদের দ্বারা গৃহস্থের কিছু সাশ্রয় হইবে ভাবিলে ঠকিতে হয়।

**শাঁখা, শাড়ী, কেশ—তিনে নারীর বেশ।** দ্র০ ছাজা, বাজা, কেশ ই০।

বঙ্গনারীর কেশের ঐশ্বর্য তাহার স্বাভাবিক শোভা ; শাড়ী এবং শাঁখা এয়োতির চিহ্ন,—তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

**শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে, বেরাল বলে আমার ভাত বাড়ে।** ( মেয়েলী )

হেঁসেলে শাঁখা নড়ার শব্দ হইলে বিড়ালের সুখকর কল্পনা।

মনি অডার এল, মনে করলাম রাখাল না জানি রাঙা-দিদিমাকে কতই দিয়েছে ! শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে, বেড়াল ভাবে আমার ভাত বাড়ে ! আমার হয়েচে তাই। চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

তু০ কালা শোনে কাড়ার বাদ্যি, কালা বলে আমার বিয়ের বাদ্যি।

**শাঁখের করাত ( +আসতেও কাটে যেতেও কাটে )।**

কাঠ কাটিবার করাতের দাঁতগুলি একদিকে হেলানো থাকে, সেজন্য করাত টানিবার সময় কাটে না, ঠেলিয়া দিবার সময় কাটে। কিন্তু শাঁখা ই০ প্রস্তুত করিবার জন্য শাঁখ কাটিবার করাতের দাঁতগুলি খাড়া বা সোজা, সেজন্য আসিতে যাইতে দুইবারই অল্প অল্প কাটিয়া থাকে।

লক্ষ০ সকল অবস্থাতেই অনিষ্ট করিবার শক্তি।

কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে বুকের পাঁজর ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেন আসিতে যাইতে কাটে ।।
[ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**শাঁসেজলে।**

নারিকেল পাকিলে শাঁস পরিপুষ্ট ও কঠিন হয় এবং জল ঝাঁজ হইয়া পানের অযোগ্য হয়। কাঁচা (ডাব) অবস্থায় যখন শাঁস এবং জল উভয়ই সুস্বাদ থাকে, তখনই তাহার সমৃদ্ধ অবস্থা এবং খাইতেও উপাদেয়।

আনন্দ। তা গোরীশঙ্করকে পছন্দ না হয়, এই লম্বা ছুটীতে অনেক বুড়ো হাবড়া বড় চাকুরে, বুড়ো সবজজ, বুড়ো জমীদার কলকাতায় আসবে, তাদের ভেতর দোজপক্ষের হোক্‌, তেজপক্ষের হোক্‌, একটা শাঁসেজলে দেখে দিও। গিরিশ—আয়না।

লক্ষ০ অবস্থাপন্ন ; বিত্তবান।

**শাক, অম্বল, পান্তা,—তিন ওষুধের হন্তা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**শাককে শাক, 'উপরি' মূলো।** ( অশিষ্ট )

মূলো এবং তাহার শাক একসঙ্গে দুইই পাওয়া যায়।

লক্ষ০ একই কাজের ফলে দুই প্রস্ত লাভ বা ক্ষতি হওয়া।

তু০ आमके आम, गुठलीके दाम।

**শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।**

হিন্দু বিধবার পক্ষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। শাক চাপা দিয়া সেই মাছ লুকাইবার চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হয়; কারণ মাছ দেখা না গেলেও গন্ধে বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ০ দোষ গোপন করিবার বৃথা চেষ্টা।

আর কেন প্রাণ বিধুমুখি শাক দিয়ে মাছ ঢাক।

তু০ ছাই দিয়ে আগুন চাপা। ঢাক বাজায়ে ঢেকে রাখ ঢাকা রহে কি ?

**শাকে-মাছে এক করা।** [ গোপাল উড়ে—বিদ্যাসুন্দর।

শাকের সঙ্গে মাছ মিশিয়া গেলে শাক আঁইষ হইয়া যায়, জলে ধুইয়া শোধন করা কষ্টসাধ্য,—তাহাতে মাছের গন্ধ দূর হয় না।

লক্ষ০ মহা বিপর্যয় কাণ্ড বাধানো।

**শাকের বালি আর অন্তরের কালি।**

মনের পাপ কিছুতেই দূর হয় না।

**শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই, ধানের মধ্যে কটকী, আর বউয়ের মধ্যে ছোটকি।**

কটকী—ধানের প্রকারভেদ। ছোটকি—ছোটো বউ, অর্থাৎ নিজের স্ত্রী।

নিজেকে এবং নিজের সব কিছুকেই ভালো বলিয়া প্রচার।

**শানকির ওপর বজ্রাঘাত।** শানকি=ছোটো মেটে থালা।

ধাতুনির্মিত তৈজসপত্রাদি থাকিতে তুচ্ছ শানকির উপর বাজ পড়া।

লক্ষ০ নগণ্য সর্বহারার বিপদ বা লাঞ্ছনা।

**শান্তিপুরে লৌকিকতা।**

মধ্যযুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বীরনগর ( উলো ), গুপ্তিপাড়া ইং র মধ্যে ঘোর ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল এবং পরস্পরের নানারূপ নিন্দাবাদ প্রচারিত হইত। শান্তিপুরবাসীর নিন্দাসূচক দৃষ্টান্ত :—কুটুম্ব বিদায় চাহিলে গৃহস্বামী তাহার সঙ্গে নদীতীর পর্যন্ত যাইত এবং অতিথি নৌকায় উঠিলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া বলিত—থেকে গেলে ভালো হতো না ?

কপট সৌজন্য।

তু০ বেহাইয়ের কি বা ভাও, মুখে কয় রও রও, পায়ে ঠেলে নাও।

Newcastle hospitality.

**শাপাদপি শরাদপি। শাপেন চাপেন বা।** ( সং )

মূল অগ্রতো মে চতুর্বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরা ধনুঃ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি ॥

যুক্তি বা বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা উভয় প্রকারে বশীভূত করা।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্ব্বত্যাগী মঠাশ্রয় উদাসীন। "শাপেন চাপেন বা" রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই।

[ স্বামী বিবেকানন্দ—বর্ত্তমান ভারত।

**শাপে বর হওয়া।**

অনিষ্টজনক এমন কিছু ঘটা যাহার ফল হয় শুভ।

এমন গাঁয়ে আলাদা একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর।

[ শরৎ—শ্রীকান্ত।

**শামলা মাথায় কামলা খাটা,—**
**রাজা মশায়ের আঙুল চাটা।** শামলা=শালের পাগড়ি। কামলা=মজুর।

রাজার কর্মচারীবৃন্দ মূল্যবান পোষাক পরার জন্য সাধারণ্যে সম্মানিত হইলেও তাহারা প্রকৃত পক্ষে রাজার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ও চাটুকার মাত্র।

যে পরের ভৃত্য সে বাহ্যতঃ সম্মানভাজন ব্যক্তি হইলেও বৃত্তি অতি হীন।

**শালগ্রাম বাঁধা দিয়ে ( শালগ্রামের পইতে বেচে ) মদ খাওয়া।**

পইতে—স্থলবিশেষে শালগ্রাম শিলা স্বর্ণসূত্রে বেষ্টিত করা হয়।

>চরম অধঃপতন হইলে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না।

**শালগ্রামের শোয়া-বসা দুই সমান।**

শালগ্রাম শিলা গোল, সেজন্য শোয়া এবং বসার প্রভেদ বোঝা যায় না।

লক্ষ০ অবস্থা গতিকে দুঃখের ইতর-বিশেষ না হওয়া।

আমার আর সময় কোথায় বলো, শালগ্রামের শোয়া আর বসা ! অফিসে ছুটি থাকলেও কি কাজের কামাই আছে ? এক হপ্তায় ঘরের কাজ যা জ'মে ওঠে, তা একদিনের ছুটিতে শেষ করা যায় না।

তু০ सालगराम जैसे सोवे वैसे बैठे।

**শালা, তোর বোনের গলায় মালা ;**
**তোর বোনকে বিয়ে ক'রে আমার এত জ্বালা !** দ্র০ বড়ো কুটুম্ব।

শ্যালকের ভগিনীর প্রেমে অভিভূত অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যাজোক্তি।

**শালিকে মধ্যস্থ।**

শালিক পাখী টিয়া-ময়নার মতো পড়িতে শেখে এবং শিখানো বুলির আবৃত্তি করিতে পারে। যে ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য পূর্ব হইতে শালিক পাখীর মতো শিখাইয়া পড়াইয়া লওয়া হইয়াছে, নিরপেক্ষ বলিয়া তাহার পরিচয় দিয়া কৌশলে বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য মধ্যস্থ মানা।

**শালী-শালাজ আধেক মাগ।** ( অশিষ্ট )

এই দুইজন নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে পরিহাস ও রসালাপের সম্পর্ক থাকায় পত্নীর প্রায় সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

**শালুক (শামুক) খেয়ে দাঁত কালো, লোকে বলে আছে ভালো।**

শালুক বা কুমুদ ফুলের ডাঁটা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি অভাববশতঃ ইহা খাইয়া থাকে তাহাকেও বাহিরের লোক অবস্থাপন্ন ভাবে।

**শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।**

বহুবিধ জলজ লতাগুল্মের মধ্যে কোনটা শালুক কোনটা অখাদ্য, তাহা গরীব-দুঃখীরাই চিনিতে পারে, যাহারা ইহা খায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ তাহা পারে না, অথচ বিজ্ঞতার অভিমান লইয়া ভুল করিয়া বসে।

>বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক ভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ।

বিশ্বপতি কহিলেন,—সবিতার সঙ্গে অসীমের বিয়ে দিলে তুমি খুশী হও, নয়? গৃহিণী…বলিলেন,—কি যে বুদ্ধি, শালুক চেনেন গোপাল ঠাকুর! বড়লোকের বাবু মেয়ে ঘরে এনে আমি কি ধুয়ে খাব?　[ প্রফুল্ল সরকার—লোকারণ্য।

**শাশুড়ী নেই ননদ নেই,—কার বা করি ডর ;**
**আগে খাই পান্তাভাত, শেষে লেপি ঘর।** ( মেয়েলী )

গৃহস্থ-বধূ প্রাতঃকালে বাসি পাট সারিবার পর স্নান করিয়া পরে কিছু খায়। যে বধূকে শাসন করিবার শাশুড়ী-ননদ নাই, সে আগেই খাইয়া লয়।

>শাসনের অভাবে যথেচ্ছাচারিতা জন্মে।

তু° सास न नन्दी, आपही आनन्दी।

**শাশুড়ী মলো সকালে;—**
**খেয়েদেয়ে বেলা থাকে তো, কাঁদবো গিয়ে বিকালে।** ( মেয়েলী )

শাশুড়ীর প্রতি বধূর আন্তরিক মমতাবোধ থাকে না।

**শাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ, বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ।**

শাশুড়ী বধূকে দুধ খাইতে দেয় না ; নিজের জন্য যে দুধ রাখে তাহা কাঠি ডুবাইয়া মাপিয়া রাখে,—পাছে বধূ চুরি করিয়া খায়। বধূও দুধ খাইয়া জল মিশাইয়া সমান করিয়া রাখে। শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি!

**শাসন করে সে, সোহাগ করে যে।**

স্নেহ-ভালবাসার দ্বারাই শাসন করা যায়।

**শাস্ত্রেষু ভারতং সারম্।** ( সং, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ )

মহাভারত সকল শাস্ত্রের সারাংশ।

**শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা।**

লক্ষ০ বয়স্ক ব্যক্তির শিশুগণের সংসর্গে ছেলেমানুষী আচরণ।

খুড়ো নাকি ছেলেগুলোকে নিয়ে রায়েদের বাগানে কাঁচা আম পেড়ে খাচ্ছিলে ? শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে ছেলেগুলোর মাথা খাবে ?

**শিকলী-কাটা টিয়ে পোষ মানে না।**

কঠোর শাসন হইতে মুক্ত হইয়া কেহ আর কোনো বাধা-নিষেধ মানে না।

**শিকায় ওঠা ( তোলা )।**

যে বস্তুর এখনই প্রয়োজন নাই তাহা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখা।

>অবহেলা করিয়া কোনো বস্তু বা কাজ নস্ট বা বাতিল করা।

পুজো ফুজো ভট্‌চাযিগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ। [অমৃত বসু—একাকার

তু০ খটাই মেঁ ডালনা।

To put into cold storage. To shelve a matter.

**শিকের মাছ বেরালের হারাম।** ( আ০ ) হারাম=নিষিদ্ধ খাদ্য।

লক্ষ০ যাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় তাহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভান।

তু০ न मिली नारी तो सदा ब्रह्मचारी।

Grapes are sour.

**শিখলি কোথা ? না, দেখলাম যেথা।**

ভালো বা মন্দ যাহা শিক্ষা হয় পরের দেখিয়া এবং অনুকরণ করিয়া হয়।

**শিঙে ফোঁকা।**

শিঙা বাজাইতে যেরূপ ফুঁ দিতে হয়, সেইরূপ শেষ নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া। মরা।

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবিরে ভাই শিঙে ফুঁকে ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান [ খাও দাও নৃত্য কর।

**শিন্নিও খায়, ভরাও ডোবায়।**

জলপথের বিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পীরকে ( দ্র০ বদর বদর ) শিন্নি দিলেও নৌকাডুবি হওয়া।

> প্রাপ্য আদায় করিয়াও প্রতিদান না দেওয়া।

গুপীদত্ত উমেশ উকীলের কাছে বলেছে—"বেটা বেইমান বামুন—শিন্নিও খেলে, ভরাও ডোবালো,—এই ছ মাসের মধ্যে খুব কম হবে তো ১২।১৩ টাকা খাইয়েছি হে !" কেদার বন্দ্যো০—পাথেয় (দূরের আলো)।

**শিন্নি খেতে এগিয়ে কোঁৎকা দেখে পেছোয়।** কোঁৎকা=মোটা লাঠি।

লাভের আশা করিয়া পরে বেগতিক দেখিয়া ভয় পাওয়া।

**শিন্নি খেয়ে যেইজন নাহি খায় পানি।**
**গলায় গলগণ্ড হয় চক্ষে পড়ে ছানি॥**

প্রসাদ বা শিন্নি খাইয়া জলপান করা অবশ্য কর্তব্য।

**শিব গড়তে বাঁদর গড়া।**

ভালো জিনিস করিতে গিয়া নিপুণতার অভাবে মন্দ করিয়া ফেলা।

তোমার ছেলেদের চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে তোমার কোন চেষ্টাই নাই। .. একেবারে চেষ্টা নাই, এটা বলতে পারিনে বটে—কেন না শিব গড়তে গিয়ে অনেক সময় বাঁদর গড়ে ফেলেছে। মাণিক ভট্টাচার্য—প্রশান্ত।

**শিবনেত্র।**

ভাবালুতা বা তন্ময়তার জন্য চক্ষের তারকা স্থির ও ঊর্ধ্বমুখী হওয়া।

আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম—এখনি দে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। রবীন্দ্র—চণ্ডালিকা।

**শিবরাত্রের শলতে।**

শিব-চতুর্দশীর রাত্রে একটিমাত্র পলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ০ একমাত্র সন্তান, যাহার উপর বংশরক্ষা নির্ভর করে।

ওই একটা মেয়ে শিবরাত্রির শলতে, কখন আছে কখন নিভে যায়। [ গিরিশ—হারানিধি।

**শিবহীন যজ্ঞ।**

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ যজ্ঞের সময় স্বীয় জামাতা শিবকে আমন্ত্রণ না করার ফলে যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছিল।

>শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠান ব্যর্থ হওয়া।

এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া—সে ত আপনার প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে। [ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে।

**শিবের অসাধ্য ( +ব্যাধি )।**

যে কঠিন কাজ বা রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

এঃ এ যে চন্দ্রবোড়ার বাচ্ছা রে, এর বিষ ?—এই ব'লে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে মামা পুনরায় ব'লে গেলেন, শিবের অসাধ্য ! [ প্রবোধ সান্যাল—যত দূর যাই।

**শিবের ষাঁড় কি বাঘে মারে না ?**

দুরাত্মা মহতেরও খাতির রাখে না।

**শিয়রে রাজা ( রাজা থাকতে ) কোটালের দোহাই।**

>শক্তিমানের পরিবর্তে অক্ষমের উপর ভরসা রাখা।

হেড্ মাস্টার মশায়কে বলোগে' না, আমাকে কেন ? রাজা থাকতে কোটালের দোহাই !

**শিয়াল-গু যদি কাজে লাগে, শিয়াল গিয়ে সেই পাহাড়ে হাগে।**

লক্ষ্য০ সাধিলে অধমেরও গুমর বাড়ে।

তু০ কহেঁসে ধোবী গধেপর নহীঁ চঢ়তা।

**শিয়াল তাড়িয়ে বাঁয়ে করা।** দ্র০ বামশিয়ালী।

যাত্রাকালে শিয়ালকে ডান দিক হইতে তাড়া দিয়া বাম দিকে করা।

লক্ষ্য০ কৌশলে অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করার চেষ্টা।

**শিয়ালের মাংস খাওয়া।**

শৃগাল নিশাচর, রাত্রে ঘুমায় না। তাই অনুমান যে, শিয়ালের মাংস খাইলে রাত্রে ঘুম হয় না।

রাত দশটা বাজলো,—ছেলের চোখে এখনও ঘুম নেই। শিয়ালের মাস খেয়েছিস নাকি?

তু০ কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া।

**শিয়ালের যুক্তি।**

শিয়াল রাত্রে উদর পূর্ণ করিয়া গর্তে ফিরিবার সময় স্ফীত উদর লইয়া ঢুকিতে ক্লেশ পায় এবং পরদিন গর্ত বাড়াইয়া লইবে বলিয়া মনস্থ করে। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় সারাদিনের অনাহারে উদর শীর্ণ, বাহির হওয়া সহজ—গর্ত বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ হয় না। আবার সেই সংকট ঘটে দিনের পর দিন,—প্রতিকার আর হয় না।

সংকল্প হয় কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় না; ব্যর্থ জল্পনা-কল্পনা!

পুকুর-ধারের রাস্তাটা ফি বর্ষায় ডুবে যায়, মেরামতের কথাও হয়; কিন্তু সে সব শিয়ালের যুক্তি।

**শিরে সংক্রান্তি।**

রাশিচক্রের এক রাশি হইতে পরবর্তী রাশিতে সূর্যের প্রবেশকাল,—যখন বাংলা মাস শেষ হয়।

>নির্ধারিত সময়ের শেষাংশ।

সারা বছর নষ্ট ক'রে এখন পরীক্ষা শিরে সংক্রান্তি ক'রে পরীক্ষার পড়া প'ড়ে কি হবে?

তু০ The eleventh hour.

**"শিরে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?"** (কৃত্তিবাস)

হাতে-পায়ে সাপে কাটিলে সেই অঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ করিলে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মাথায় হইলে বাঁধন দিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়ার কোনো আশা থাকে না।

লক্ষ্য০ চরম বিপদ ঘটিলে তাহার কোনো প্রতিকারের উপায় থাকে না।

**শিলনোড়া ধুয়ে খাওয়া।**

এক সন্ন্যাসী নিঃসন্তান রাজার সাত রাণীকে একটি শিকড় বাটিয়া খাইতে দিয়াছিলেন। ছোট রাণীকে বাদ দিয়া ছয়জনে তাহা খাইল। পরে একজন দয়া করিয়া সেই শিলধোয়া জল খাইতে দেয়। ফলে ছোট রাণীর বুদ্ধু নামে এক বানর জন্মে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—ঠাকুরমার ঝুলি ( কলাবতী রাজকন্যা )।

লক্ষ০ উৎকৃষ্ট ঔষধের অতি সামান্য অংশ সেবন। [

**শিশিরে কি ফোটে ফুল বিনা বরিষণে? শিশিরের ভরসায় চাষ করা।**

লক্ষ০ অনোপযোগী বস্তু দ্বারা কোনও কাজ হয় না।

**শীত শীত শীত;—কাঁথাওয়ালার গুনগুনি, জামাওয়ালার গীত।**

যাহার যেরূপ আর্থিক অবস্থা সে সেই পরিমাণ আরাম পায়।

**শুঁড়ির কুড়ি, বেণের ছয়;—আর জাতের হয় বা না হয়।**

আপন আপন জাত-ব্যবসা দ্বারা সকলের সমান লাভ হয় না; শুঁড়ির লাভ কুড়িগুণ ( জল মিশাইয়া ), বেণের ছয়গুণ ( ভেজাল চালাইয়া ); অন্যান্য জাতের কাহারো কিছু হয়, কাহারো কিছুই হয় না।

**শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, ( +চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা )।**

যাহাকে সমর্থন করিবার অন্য কেহ থাকে না, সে অন্ততঃ নিজের দলের সমর্থন পায়।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিসনে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কি না বৌ-দিদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি। শরৎ—বিপ্রদাস।

তু০ दहीका गवाही चूड़ा।

**শুখাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা?**

লক্ষ০ দুর্বল কখনো শক্তিমানের আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না।

**শুধু হাত মুখে ওঠে না।** দ্র০ কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

তু০ खाली हाथ मुह तक नहीं जाता।

**শুনবে, দেখবে, বলবে না,—চলবে সোজা, টলবে না।**

দ্র০ দু' চোখ, দু' কান,—মুখ কিন্তু একটি।

**শুনলে সাড়া তো নিলে পাড়া।**

হুজুক-প্রিয় ব্যক্তি কোনো ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইয়াই তাহা লইয়া তুমুল হৈ চৈ বাধাইয়া পাড়া মাথায় করে।

**শুনলো বামনা চিঁড়ার নাম, থুইলো বামনা হাতের কাম।**

ব্রাহ্মণ ভোজন-প্রিয় জাতি, ভোজনের প্রসঙ্গ উঠিলে সব ভুলিয়া যায়।

**শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্।** (সং)

যাহা শুভ তাহা শীঘ্র সম্পন্ন করা কর্তব্য, অশুভের জন্য বিলম্ব।

"শুভকর্ম্মটি তা হলে শ্রাবণ মাসেই সেরে ফেলতে হয়। নইলে অগ্রহায়ণ মাসের আগে ত আর বিয়ের দিন নেই।"...

"আমিও তাই বলি। শুভস্য শীঘ্রং।" প্রভাত—পত্রপুষ্প।

**শুয়ে জাগে, খেয়ে হাগে,—সে মানুষ কোন কাজে লাগে?**

অনিদ্রা একটা রোগ, তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হয়। মলত্যাগ না করিয়া ভোজন করা একটা কু-অভ্যাস। পাকস্থলী বা তাহার নিম্নস্থ অন্ত্র পূর্ণ থাকিলে যথেষ্ট আহার করা যায় না, পরিপাক ক্রিয়াও ভালো হয় না, এবং তাহাতেও স্বাস্থ্যহানি হয়।

এইরূপে যাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহার দ্বারা কোনো কাজ হয় না।

**শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া।**

অলস ব্যক্তি গরুর মতো নিশ্চেষ্ট হইয়া কালহরণ কার।

**শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।** ( সং )।

নৈয়ায়িক কর্তৃক মৃত বৃক্ষের বর্ণনা। পক্ষান্তরে কবির বর্ণনা—নীরস তরুবরঃ পুরতো ভাতি।

রসহীন শ্রুতিকটু ভাষা।

চটকপূর্ণ বা রোচক এবং মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক হইলেই সাহিত্য ভাল হইল না,—সাহিত্যের উহা একটা মহাগুণও নয়।

এ কথায় কেহ এমন না বুঝেন আমরা "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"—গোছের নীরস সাহিত্যের পোষকতা করিতেছি। হারাণ রক্ষিত—[ সাহিত্য-সাধনা।

**শূন্য কথার মূল্য কি? রয়েছে ভাঁড় নেইকো ঘি।**

ঘিয়ের ভাঁড়ে ঘি না থাকিলে সে ভাঁড়ের কোনো মূল্য নাই।

লক্ষ০ ফাঁকা কথা সর্বথা ব্যর্থ।

এই যে তিন তিনটে প্রাণী বসে বসে খাচ্ছ, উপুড় হস্ত করবার নামটি নেই, তার আবার বাউটি সুট গয়না দেবেন! শূন্য কথায় মূল্য কি, রয়েছে ভাঁড় নেই ক ঘি! চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**শূন্য কলসী, শুখনো নাও, শুখনো ডালে ডাকে কাও,**
**যদি দেখ মাকুন্দ চোপা, এক পাও না বাড়াও বাপা।**
**এ সকলে পায়ে ঠেলুঁ, যদি না সমুখে দেখি কলু।** ( ডাক )।

কয়েকটি অযাত্রিক দৃশ্য ঃ—খালি কলসী, শুষ্ক ভূমিতে তুলিয়া রাখা নৌকা, গাছের শুষ্ক ডালে বসিয়া কাকের ডাক, গুম্ফশমশ্রুবিহীন পুরুষ ( চোপা=মুখ ), তৈলকার কলু।

**শূয়র, কুকুর, ভারী,—তিন চলে না ধীরি ধীরি।**

কুকুর ও বন্যশূকরের ছুটিয়া চলা প্রকৃতিগত। ভারবাহীকেও ক্লেশ লাঘবের জন্য বেগে চলিতে হয়।

**শূয়র চেনে কচু আর ঘেঁচু।**

শূকর আবর্জনার মধ্য হইতে বন্য ফলমূলাদি খুঁজিয়া খায়।

লক্ষ০ হীন ব্যক্তির কেবল নিকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানই থাকে।

**শূয়রীর সাত ছা, বাঘিনীর এক ছা।**

দুর্বল ও অধমের বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে।

**শেওড়াগাছের পেত্নী।**

কল্পনা করা হয় যে প্রেতিনী দেখিতে যেমন কুৎসিত তাহার যোগ্য বাসস্থানও বন্য শেওড়াগাছ।

> অপরিচ্ছন্ন ও কদাকার স্ত্রীলোক।

রূপ থাকলেই বামুন হয়, আর তাঁতি তেলির ঘরে সব শ্যাওড়াগাছের পেত্নী জন্মায়, এমন তো কিছু লেখাপড়া নেই ভাই ? [ আশাপূর্ণা দেবী—বলয়গ্রাস।

**শেখানো কথা নিয়ে দরবারে যায় ;**
**তা ফুরোলে কি বা কয় ?**

যাহার নিজের যোগ্যতা নাই পরের শিখানো কথা লইয়া সে অসহায় বোধ করে এবং বিশেষ কিছু করিতে পারে না।

**শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত ;**
**শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে।** (মেয়েলী)

মাতাপিতার শেষ বয়সে পুত্র হইলে শাসনের অভাবে সংসারে অশান্তি হয়। কিন্তু কন্যা হইলে তাহার সাহায্যে মাতাপিতার সুখ-সমৃদ্ধি হয়।

**শেষ বেশ। শেষ ভালো তো সব ভালো।**

কোনো ব্যাপারের পরিণাম শুভ হইলে অতীতের সকল ক্লেশ সহ্য হয়।

মুণ্ডন ও স্নান পূজাদি সারিয়া—তৃপ্তি ও সোয়াস্তির মধ্যে খিচুড়ি ভোগ সারা হইল। এতক্ষণে মামা সোৎসাহে বলিলেন—"কেমন উৎরেছে বলু, যার শেষ ভালো তার সব ভালো।" কেদার বন্দ্যো০—পাওনা।

তু০ अंत भला तो सब भला।

All's well that ends well.

**শেষ রক্ষাই রক্ষা।**

কোনো কার্য আরম্ভ করা সহজ, তাহার শেষাংশ কঠিন এবং তাহা সামলাইতে পারিলেই মঙ্গল।

**শেষের সুখই সুখ।**

প্রথমে সুখ ভোগ করিয়া পরে দুঃখে পড়িলে সে সুখের কোনো মূল্য নাই। দুঃখ ভোগের পর সুখ হইলে তাহাই প্রকৃত সুখ।

তু° He laughs best who laughs last.

**শোধ-বোধ।**

সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ।

অপরে যেরূপ আচরণ করিয়াছে বিনিময়ে তাহাই করা।

সিংহবাহু। সুরমা! রাণীকে আমি অন্ধ করেছিলাম। ভগবান আমায় অন্ধ করেছেন। শোধ-বোধ, কেমন—শোধ-বোধ?

তু° To be quits with. [ দ্বিজেন্দ্রলাল—সিংহল-বিজয়।

**শোনো গো শ্বশুর, ভাসুর, বলি তোমাদের পায়ে;—**
**আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায়ে।** (মেয়েলী)

নিজের মুরদ বুঝিয়া মানে মানে বিবাদে নিরস্ত হইবার জন্য আবেদন।

**শোলমাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে।**

ওজনের সময় মাছ নড়িলে ওজন বেশী হয়—তাহাতে মেছুনীর লাভ।

কৌশল বা অসাধুতা ব্যতিরেকেই অতিরিক্ত লাভ হওয়া।

**শ্মশান-ঘাটের পোড়া বাঁশ।**

শবদাহের জন্য ব্যবহৃত বাঁশ যাহা আধপোড়া অবস্থায় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ° অত্যন্ত জরাগ্রস্ত মৃত কল্প ব্যক্তি।

চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশানঘাটের শুকনো বাঁশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো।

**শ্মশান-বন্ধু।**

শবযাত্রী, যাহারা মৃতের সৎকার করিয়া বন্ধুর কর্তব্য পালন করে।

নদীর জলে চিতার চিহ্ন যতটা পারিল মুছিয়া দিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে সদ্যস্নাত শ্মশানবন্ধুর দল গ্রামে ফিরিল।

[ শৈলজানন্দ—গঙ্গা-যমুনা।

**শ্মশান-বৈরাগ্য।**

শ্মশানে শবদাহ হইতে দেখিয়া জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংসারের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মে সেইরূপ সাময়িক অবসাদ।

গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায় কারু কারু শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে।

[ কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্শা।

**শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।**

রাধা কৃষ্ণের মাতুলানী,—তাঁহাদের প্রণয় সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ। অথচ কৃষ্ণকে ত্যাগ করাও রাধার পক্ষে অসহনীয়,—এই উভয়-সংকট অবস্থা।

>দুইটি বিপরীতমুখী আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া দ্বিধাগ্রস্ত।

এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এদিকে কৃতঘ্নতা, ওদিকে ব্রহ্মহত্যা। দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী।

**শ্যামা স্ত্রী সুখদায়িকা।** (সং) দ্র০ ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, ই০।

**শ্রাদ্ধ ক'রে ভরে, বিয়ে দিয়ে মরে।**

পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে বহু ব্যয় হয়; কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট হইতে যে লৌকিকতা পাওয়া যায় তাহাতে পূরণ হইয়া কিছু লাভ থাকে; কিন্তু কন্যার বিবাহ অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া বিপন্ন হইতে হয়।

**শ্রাদ্ধ গড়ানো।**

লক্ষ০ অপ্রিয় ব্যাপার বহুদূর অগ্রসর হওয়া।

যে সকল ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী-ননদ বধূর হাতে নির্যাতিত হয়েন, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা লোকলজ্জাভয়ে কীল খাইয়া কীল চুরি করেন, ব্যাপারটা চাপিয়া যান, শ্রাদ্ধ আদালত পর্যন্ত গড়ায় না।

**শ্রীঘর।** [ ললিত বন্দ্যো০—কাব্য-সুধা।

শোভাসম্পদপূর্ণ মনোরম বাসগৃহ। ব্য০ জেলখানা।

আর মশাই, রেলের চাকরীতে আর সুখ নেই; ভূতগত খাটুনি। এক পা রেলে, এক পা জেলে, কখন কলিশন হয়ে যায়, কিছুই বলা যায় না—হলেই শ্রীঘর। প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী

**শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি।** (সং)

সৎকর্মে বহু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

অমৃতাচার্য। আপনি এক্ষণে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্যোগ দেখুন। "শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি।" মঙ্গলকার্যে অনেক বিঘ্ন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন-কুলসর্বস্ব।

তু০ कानीके व्याह को सौ जोखों।

Many a slip' twixt the cup and the lip.

**শ্বশুরবাড়ী গেলাম কাঁকালে ঘড়া,**
**বাপের বাড়ী এলাম ঢেঁকিতে বারা।** (মেয়েলী) বারা=ধান ভানা।

শ্বশুরবাড়ী থাকিতে জল তুলিতে হয়, বাপের বাড়ীতে ধান ভানিতে হয়,—স্ত্রীলোকের কোথাও সুখ নাই।

**শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনকে মারলে তিনজন গোসা।**

ঘরজামাই নিজের ছেলেকেও মারিতে পারে না; কারণ তাহাতে শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্ত্রীর রাগ হয়।

শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিলে পুরুষের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

**শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী, দিন পাঁচ-সাত আদর ভারি।**

**শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ ससुरार सुखकी सार, जो रहे दिन दो चार।

## ষ

**ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ। ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ। (সং)**

গোপন পরামর্শ বাহিরের লোক শুনিতে পাইলে গোপনীয়তা আর থাকে না,—সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে।

অশোকা এসেই বললে, "পোড়ারমুখী, এ করছিস কি?"

প্রহেলিকা তাড়াতাড়ি বললে, "চুপ! চুপ! ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।"

[ নরেশ—প্রহেলিকা।

**ষণ্ডামার্ক।**

দৈত্যকুলের গুরু শুক্রাচার্যের ভীষণাকৃতি দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক, যাঁহারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বলপ্রয়োগে তাঁহাকে কৃষ্ণনাম হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

>ষণ্ডামার্ক—গুণ্ডা ধরণের লোক।

**ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান।**

'ণ' ও 'ষ' প্রয়োগ সংক্রান্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম।

>হিতাহিত বোধ। কাণ্ডজ্ঞান।

**ষষ্ঠীর কৃপা।**

শিশুগণের রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় সন্তান লাভ হয়।

ছয়টি সন্তান খুব তাড়াতাড়ি প্রসব করিয়াই বিধু হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। ওপক্ষে গোপীমোহনের প্রতি ষষ্ঠীর কৃপা সমানভাবেই চলিয়াছিল।

[ অক্ষয় সরকার—পিতাপুত্র।

**ষষ্ঠী রাগ করেন তো ছেলে ধ'রে খাবেন।**

ষষ্ঠীদেবী শিশুর মাতাপিতার প্রতি কুপিত হইলেও তাহাদের সাক্ষাৎ-ভাবে অনিষ্ট করিতে পারেন না, কেবল শিশুর প্রাণহানি ঘটাইতে পারেন।

>নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতানুযায়ীই পরের অনিষ্ঠ করা যায়।

**ষাঁড়, রাঁড়, সন্ন্যাসী,—এই নিয়ে কাশী।**
**ষাঁড়, রাঁড়, সিঁড়ি,—তিন কাশীর বৈরী।**

শিবের রাজ্য কাশীতে তাঁহার বাহন ষণ্ড এবং ভিক্ষাজীবী হিন্দু সাধুদের প্রাদুর্ভাব। বহু হিন্দু বিধবা মুক্তি লাভের আশায় তথায় মৃত্যুর অপেক্ষায় বাস করিয়া থাকে। গঙ্গার ঘাটে বহু শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ সোপান আছে। এগুলি অনেক সময়ে বিপদের কারণও হইয়া থাকে।

**ষাঁড়াষাড়ির বান।**

ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার কোটালে ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশে সে প্রবলতম জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস হয়।

ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যুদ্ধকালে গর্জন ও প্রচন্ড বেগের সহিত তুলনায় এই নাম।

**ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতী বাঁধা যায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু॰ গধা খেত খায়, জুলাহা মারা জায়।

**ষাঁড়ের গোবর।**

হিন্দুর পক্ষে গোময় অতি পবিত্র। কিন্তু ষাঁড়ের বিষ্ঠা অশুদ্ধ এবং কোনো মাঙ্গলিক ব্যাপারে অব্যবহার্য।

লক্ষ॰ অযোগ্য অপদার্থ ব্যক্তি।

"তোমরা ভাব পন্ডিত মশায় শুধু কাব্য চর্চা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে—ষাঁড়ের গোবর। ঘটকালি যা আরম্ভ করলাম দেবর্ষি নারদ খানিকটা শিখে যেতে পারেন।" বিভূতি মুখো॰—স্বর্গাদপি গরীয়সী।

**ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।**

>প্রবল শত্রুকে দমন করিবার জন্য অনেক সময়ে নিজেকে কিছুই করিতে হয় না, সৌভাগ্যক্রমে কোনো প্রবলতর শত্রু তাহার বিনাশ সাধন করে।

**ষাঁড়ে-ষাঁড়ে ( বাঘে-মোষে ; রাজায়-রাজায় ) যুদ্ধ হয়,**
**উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।**

প্রবল পক্ষদের মধ্যে বিরোধকালে মাঝে পড়িয়া দুর্বলের সর্বনাশ হয়।

বাদশাহ। ইনি কুহকিনী– মনোমোহিনী। সকল কুহকে পরিত্রাণ আছে, এর কুহকে পরিত্রাণ নাই। দেখ, আমি কালিফ, এর নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ!

বেগম।...আবু, তুমি যথার্থই বিবেচনা করেছ, ইনি যাদুকর বটে। দেখ না, আমি মনেপ্রাণে ওঁর বাঁদী।

আবু। (স্বগত) রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়, এদের ত বাগ্‌যুদ্ধ চল্‌লো। গিরিশ—আবু হোসেন।

তু॰ দো মুল্লোমেঁ মূর্গী হলাল।

**ষেটের কোলে।** (মেয়েলী) ষষ্ঠী>ষাট, ষষ্ঠী বিভক্তিতে ষেটের।

ষষ্ঠীদেবীর আশ্রয়ে থাকিয়া এবং তাঁহারই দয়ায়।

ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল—আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায়? টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস।**

ষষ্ঠীদেবীর আশ্রিত।

ব্রাহ্মণী। বাছা! এমন কথা বলতে আছে? কিসের বয়স? কচি ছেলে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস। রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

**ষোল কলায় পূর্ণ।**

চন্দ্রবিম্বের ষোড়শ অংশকে কলা বলে। অমাবস্যার পর প্রতি রাতে এক একটি আলোকিত হইয়া পূর্ণিমাতে ষোলটি কলাই সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়। পরিপূর্ণ।

মৃণালিনী তাঁহার পিতামাতার আদরের মেয়ে।……পরে তিনি যখন স্বামী গৃহে আসিলেন, তখন শ্বাশুড়ীর আদর পাইয়া তাঁহার সোহাগের ষোলকলা পূর্ণ হইল। যতীন্দ্রমোহন সিংহ—ধ্রুবতারা।

# স

**সংক্রান্তি বামুন (পুরুষ)।**

বাংলা পঞ্জিকায় প্রতি মাসারম্ভে সংক্রান্তির সঞ্চার গণনা এবং ফলাফল নির্দেশের জন্য শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের চিত্র থাকে। চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গে কয়েকটি নক্ষত্রের সংখ্যা লিখিত থাকে। ঐ সংখ্যার মধ্যে যদি নিজের জন্মনক্ষত্র থাকে তাহার অবস্থান দেখিয়া মাসের শুভাশুভ জানা যায়।

ব্যং অতি শীর্ণকায় পুরুষ।

**সংসার আনন্দময়, যার মনে যে বা রয় (লয়)।**

পৃথিবীতে নানাবিধ আনন্দের অভাব নাই, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তাহা লাভ করিতে পারে।

**সই (নাম) পাতানো।** সখী>সই=অন্তরঙ্গ বান্ধবী।

দুইজন নিঃসম্পর্কীয়া অথবা দূর-সম্পর্কীয়া বালিকার মধ্যে স্থায়ী সখীত্ব স্থাপন। তাহারা পরস্পরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'সই' বলে। অনেক স্থলে মামুলী 'সই' শব্দের পরিবর্তে একটা বিচিত্র নাম গৃহীত হয়; যেমন—গঙ্গাজল, বকুলফুল, দেখনহাসি, চোখের বালি।

**সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো-বউয়ের নাত-জামাই।** (মেয়েলী)

নিঃসম্পর্কীয় বা অতি দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি, যাহার পরিচয় দেওয়া যায় না।

তুং মাসীমার কুটুম।

साले‍के ससुर और ससुरेके लबड़ घोंघों।

**সকল কথাই আছে চিতে,—**
**কাপড়টি ছিনিয়ে নে'ছ পোষমাসের শীতে।**

অতীতের দুর্ব্যবহারের স্মৃতি কখনও ভোলা যায় না।

**সকল কাজের কাজি।** কাজি=কর্মদক্ষ।

ব্যং যে সকল কর্মেই নিজের দক্ষতা প্রচার করে।

তুং Jack of all trades.

**সকল কুকুর স্বর্গে যাবে, কারা তবে এঁটো খাবে?**

যাহারা অধম তাহারা সকলে মহত্ত্ব অর্জন করিতে অক্ষম।

তুং सबही कूकर काशी जायँ तो पत्तल चाटे कौन?

**সকল গাছ কাটিকুটি, কাঁঠাল গাছে দিই মাটি।** (খনা)

কাঁঠাল কাঠ অতি মজবুত, সেজন্য অন্যান্য গাছের মতো নির্বিচারে কাটিয়া ফেলা হয় না, গোড়ায় সযত্নে মাটি ফেলিয়া দীর্ঘকাল রক্ষা করা হয়।

**সকল দিন হাটে-বাটে, রাত হলে (+বউ) ঘোমটা আঁটে।**

মিথ্যা লজ্জাশীলতার ভান।

**সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারা।**

লক্ষং অপটু ব্যক্তির নানা প্রকার কাজ অল্পস্বল্প করিবার চেষ্টা।

**সকল ব্রতই করলে যশী, বাকী শুধু ভীম একাদশী।** (মেয়েলী)

ব্যং মুখসর্বস্ব অক্ষম ব্যক্তির সম্বন্ধে মন্তব্য যে, সব কিছুই সে পারে, কেবল বিশেষ একটা কঠিন কাজ ছাড়া,—সুযোগ পাইলে তাহাও করিবে।

**সকল মেয়েই মেয়ে;—কেউ যাচ্ছে পাল্কী চ'ড়ে, কেউ রয়েছে চেয়ে।**

সমশ্রেণীর সকলেরই সমান সমাদর হয় না।

**সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।**

মুক্তি জীবের পরম কাম্য। মুক্তি লাভের আশায় নানাবিধ সৎকর্ম ও ধর্মচর্চা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম ভক্তি না থাকিলে সকলই ব্যর্থ হয়। অতএব ভক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক।

**সকাল বিকাল নিকাল যায়, তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

নিকাল (হিং)=বাহির। শৌচে যাওয়া।

তুং খায় না খায় সকালে নায় ইং।

**সকাল শুয়ে সকাল ওঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লোটে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সঙ্গগুণে লোহা ভাসে। সঙ্গদোষে দোষী, সঙ্গগুণে গুণী।**

লোহা ভারী হওয়া সত্ত্বেও হালকা কাঠের সাহায্যে জলে ভাসে।

**সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।**

**সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে। সঙ্গ যেমন, রঙ্গ তেমন।**

দ্র০ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

**সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।** ( সং, কালিদাস—কুমারসম্ভবম্ )

তন্বী কিশোরী উমার রূপ-বর্ণনার উপমা—মৃদু পবনে ঈষৎ আন্দোলিত নবপত্রমণ্ডিত লতার মতো।

স্বাস্থ্য আমার ভালো লাগে। আজকালকার মেয়েরা রিকেটি হতে ভালোবাসে। কিন্তু ঐ 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' আমার কেমন বরদাস্ত হয় না। নারায়ণ গঙ্গো০—স্বর্ণসীতা।

**সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ।** (সং) **সৎপুত্র কুলের প্রদীপ।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সৎমায়ের ছেদ্দা (ভালবাসা) পান্তাভাতে ঘি ;**
**( +মাথা মুড়িয়ে এসো বাবা, ঘোল ঢেলে দিই )।** (মেয়েলী)

পান্তাভাতে ঘি মাখিলে তাহা আরো বিস্বাদ হইয়া যায়। বিমাতার মিথ্যা স্নেহ সেইরূপ তৃপ্তিকর হয় না,—দণ্ডভোগের মতো হয়।

**সৎসঙ্গে কাশীবাস ( স্বর্গবাস ), অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।**

**সৎসঙ্গে থাকলে পরে খায় গুয়াপান,**
**অসৎসঙ্গে থাকলে পরে কাটা যায় কান।**

সৎসঙ্গের ফল শুভ, অসৎ সঙ্গের ফল অশুভ।

জ্যেঠার কথার উপর কথা কহিবে,......সে ছেলে ত সতী নয়। এ পরামর্শ উহাকে তবে দিল কে ? নিশ্চয়ই ঐ ছোটলোকের মেয়ে উমা। এইজন্যেই কথায় বলে,—'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।' [ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি।

তু০ अच्छी संगत बैठके खाये नागर पान,
खोटी संगत बैठके कटे नाक और कान।

**সততা উন্নতির সোপান।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ नीयतही बरकत है।

**সতী নারী গঙ্গাজল, অসৎ নারী বদ্ধ জল।**

সতী নারী নির্মল ও পবিত্র, অসতীর চরিত্র দূষিত।

**সতী নারীর চোখও নেই কানও নেই।**

সে রূপ দেখিয়াও মুগ্ধ হয় না, প্রলোভনের কথা শুনিয়াও ভোলে না।

**সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া,**
**অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুড়া।** গুড়া—গোড়া, গলুই।

সতীর সেবা ও পুণ্যফলে পতির মঙ্গল, তাহার অভাবে অমঙ্গল।

**সতীনের কাছে সাজা, 'পতির' কাছে মজা।** (মেয়েলী)

সতীনের হস্তে যে নিগ্রহ স্বামীর সোহাগে তাহার ক্ষতিপূরণ হয়।

**সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা চিবিয়ে খায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

পাঃ সতীনের চেয়ে সতীন-কাটার খোঁচা বেশী।

সতীন-কাঁটা—সতীনের সন্তান বা তাহার সম্পর্কিত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

তুং सौत भली, सौतिला बुरा।

**সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্।** (মেয়েলী)

দ্রঃ নিশির ডাক। সপত্নী সর্বদা অনিষ্ট চিন্তা করে, সেজন্য তাহার কোনো কথায় কর্ণপাত করিলে বিপদের সম্ভাবনা।

**সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত।**

প্রকৃতিগত মাৎসর্য বশতঃ সতীনের কোনো কিছুই ভালো বোধ না।

**সতীনের পুত হোক, পড়শীর ভাত হোক!** ভাত—সম্পদ।

যাহারা ঈর্ষার পাত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি কেহ কামনা করে না।

**সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো।**

যাহার উপর আক্রোশ তাহাকে বিপদের মুখে ফেলা।

**সতীনের বাটিতে গু গুলে খাওয়া।**

শত্রুর অনিষ্ট করাই কাম্য; তাহাতে নিজের অনিষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই।

**সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলেও তুলে থো।** (মেয়েলী)

সতীন কেবল অনিষ্টই করতে চায় সর্বদাই এই বিশ্বাস থাকে।

**সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য টলে।**

লক্ষহীরার পৌরাণিক কাহিনী হইতে, যাহাতে সতী নারীর অসম্ভব পণ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাকৃতিক বিধানেও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল—নিয়মিত সময়ে সূর্যোদয় হইতে পারে নাই।

সতী নারীর চরিত্রবলের প্রভাবে অসাধ্য সাধন হয়।

**সতী যায় রথে, অসতী যায় সোঁতে।** (মেয়েলী) সোঁতে—স্রোতে।

সচ্চরিত্রা নারী সমাদর পায়, অপরে অবহেলিত হয়।

**সত্যং ব্রূয়েৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।** (সং, মনুস্মৃতি)

মূল +প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদ্ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।

সত্য এবং প্রীতিকর বচন বলা উচিত; যাহা অপ্রিয় তাহা সত্য হইলেও বলা উচিত নয়।

**সত্যং শিবং সুন্দরম্।** (সং)

ধ্রুব, মঙ্গলময়, আনন্দস্বরূপ—পরব্রহ্মের লক্ষণ।

বিপদ সম্পদ আমার নিকট অভিন্ন। এ দুইই এক মঙ্গল হতে উদ্ভূত। বেদ বলেছেন—'তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্,' তিনি কেমন করে অশিবের জন্মদাতা হবেন, নিজে যিনি শিব।

**সত্য কথার ডালপালা নেই।** [ অনুরূপা দেবী—কুমারিল ভট্ট।

একটা মিথ্যা বলিলে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় বহু মিথ্যার অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু সত্য বলিলে তাহার পোষকতায় অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না,—সত্যের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত।

**সত্যবাদী দুইজন,—মূর্খ ও বালকগণ।**

মিথ্যা বলিতে চাতুরীর প্রয়োজন হয়। শিশু ও মূর্খে'তে তাহার অভাব থাকায় তাহারা মিথ্যা বলিতে অক্ষম।

**সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।** ( সং ) **সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়।**

মূল +সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ ।। ( কঠোপনিষৎ )

সত্যের জয় হয়, অসত্যের নয়।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি ( motto ) রূপে গৃহীত।

**সত্যি টিকটিকি।** দ্র০ টিকটিকি পড়া।

**সত্যের অপলাপ।**

সত্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না ঘটাইয়া ভাষার কৌশলে বিকৃত করা।

তু০ Terminological inexactitude.

**সত্যের দুয়ারে আগড় নেই।** আগড়=ঝাঁপ, কপাট।

সত্য কথাকে রোধ করা যায় না, তাহা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

**সত্যের বাড়া ধর্ম নেই, মিথ্যের বাড়া পাপ নেই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ साँच बराबर तप नहीं, झूट बराबर पाप।

**সত্যের মার (ভয়) নেই।** অর্থ সুস্পষ্ট।

দোষ থাকিলে দোষের স্বীকার করা ভাল, সত্যের মার নেই।

তু০ साँचको आँख कहाँ। [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**সন্নিপাতের তেষ্টা, মরণ কালের চেষ্টা।**

উভয়ই অলীক ও ব্যর্থ।

**সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।**

চুরির সুবিধা ঘটিলে সাধু ব্যক্তিও চোর হয়।

তু০ Opportunity makes the thief.

**স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥** (সং, কালিদাস—রঘুবংশম্)

মূল প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষনাদ ভরনাদপি।+

সন্তানের যে পালন-পোষণ করে না সে নামেই পিতা,—জন্মদাতা মাত্র।

**সবই টাকার খেলা।**

অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে সকল কার্য সফল হয়।

তু० टके का सारा खेल है।

**সব কর্তা কাকা, মূল কর্তা টাকা।**

পারিবারিক ব্যাপারের যাবতীয় ব্যবস্থা করে যৌথ পরিবারের প্রধান। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থসঙ্গতির উপর।

**সব গেল ম'রে, কর্তা হলো হরে।**

যোগ্য ব্যক্তিদের অবর্তমানে অযোগ্যই প্রধান হয়।

**সব চা'ল বাইশ পস্থরি।** পসুরি—পাঁচসের ওজন।

ভালো মন্দ সকল বস্তু তুল্যমূল্য।

তু० মুড়ি-মিছরি এক দর।

सब धान बाईस पसेरी।

**সব চেয়ে চুপ ভালো।** দ্র० বোবার শত্রু নাই।

**সব জন্তুই গোট বয় ধরা পড়েছে গাধা;**

**সব মেয়েই সতী আছে, ধরা পড়েছে রাধা।** (মেয়েলী)

দোষ-ত্রুটি সকলেরই অল্পবিস্তর থাকে; কিন্তু তাহা উপেক্ষিত হয়, নিন্দার ভাগী হয় বিশেষ একজন।

তু० ধরা পড়েছে জয় মিত্তির।

**সব জানি, কেবল মরবো কবে তাই জানি না।**

নিজের বুদ্ধি ও চাতুর্যের তারিফ করিয়া বলা,—যে কথা জানিবার উপায় নাই সেই একটা কথা ছাড়া আর কিছুই অজ্ঞাত নয়।

হাবার মা বলিল—"...আমি যা বলেছিলাম তাই। হাবার মা সব জানে, কেবল মরবে কবে গো তাই জানে না। প্রভাত—রত্নদ্বীপ।

**সব ঝিনুকে মুক্তা হয় না।**

স্বাতি নক্ষত্রের অবস্থিতি কালে বৃষ্টির জলবিন্দু সামুদ্রিক শুক্তিমুখে পড়িলে তাহা কালক্রমে মুক্তায় পরিণত হয়—এই কবি-প্রসিদ্ধি (দ্র०)।

লক্ষ০ সচরাচর ও সকল ক্ষেত্রে মহত্ত্বলাভ হয় না, অনুকূল পরিবেশ ও ঘটনায় তাহা সম্ভব হয়।

তু० সাধব নহি সর্বত্র মৌক্তিকং ন গজে গজে।

**সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।**

পৌষ (মকর) সংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমস্থিত সাগর দ্বীপ—যে স্থানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল—একটি প্রধান হিন্দু তীর্থ। এই তীর্থের মাহাত্ম্য এতো অধিক যে সারাজীবনে একবার মাত্র তথায় সঙ্গম-স্নান করিলেই যথেষ্ট পুণ্য হয়। পূর্বকালে এই স্থান অতি বিপজ্জনক ও পথ দুর্গম থাকা হেতু একাধিকবার যাওয়া সম্ভবও হইত না।

**সব নুড়ি শালগ্রাম হলে বাটনা বাটে কিসে?**

দ্র° সকল কুকুর স্বর্গে গেলে ই°।

নেপাল ও উত্তর-বিহারে প্রবাহিত গণ্ডকী নদীর অংশ বিশেষে প্রাপ্ত এবং নির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত শিলা শালগ্রাম নামে অভিহিত এবং বিষ্ণুমূর্তিরূপে পূজিত হয়; অন্য যে কোনো শিলাখণ্ডের সে মাহাত্ম্য নাই।

**সব পাখীতেই মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক!** দ্র° সব জন্তুই মোট বয় ই°।

মহিমবাবু বলিলেন, ব্যাবসা আমি একা করছি? জগৎ জুড়ে দেখগে কালোবাজারের ফলাও কারবার। সব পাখীই মাছ খায়—বদনাম শুধু মাছরাঙার। রামপদ মুখো°—মেঘলা আকাশ।

**সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকেই ধর্।**

বাংলা উপকথায় বর্ণিত রাক্ষসের দল তালগাছের মাথায় উপবিষ্ট মানুষকে ধরিবার জন্য একজনের কাঁধের উপর আর একজন করিয়া দাঁড়াইলে, এই কথা বলিবামাত্র সর্বনিম্নের লেজকাটা দলপতি ভয়ে পলাইয়া গেল এবং আর সকলে পড়িয়া মরিল।

>অনেকের মধ্যে বিশেষ একজনের প্রতি আক্রোশ।

সেখানে তো সবাই ছিল, একা আমারই দোষ? বেঁড়ে ব্যাটাকেই ধর!

**সব মাটি মাড়িয়ে চলা।**

অত্যন্ত মন্থর গতিতে হাঁটা।

চল্। আর একটু হেঁটে চল্ না। চল্‌ছিস যেন সমস্ত মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছিস্।

তু° পা গণে গণে চলা। দ্বিজেন্দ্রলাল—তারাবাই।

**সব লাল হো যায়গা।** (হি°)

ভারতের মানচিত্রে ইংরাজ-অধিকৃত অংশগুলির লোহিতবর্ণ দেখিয়া পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিং নাকি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; অর্থাৎ সারা দেশই ইংরাজের অধিকারে যাইবে।

>সব কিছু একাকার হইয়া যাওয়া।

তোমারই তো জিত হয়েছে। তুমি তো মাকে টেনে নিয়ে গেছ।… শেষে আমার মাকে নিয়েও তোমার কাছে আমার হার মানতে হোলো। বিনয়, একে একে 'সব লাল হো যায়গা' নাকি ? রবীন্দ্র—গোরা।

**সব শিয়ালের এক রা।** রা=রব।

সমশ্রেণীর সকলের একই মনোভাব,—একই কথা বলে।

কেউ আর এখন হাত পাতে না,—বলে লড়কে লেংগা। সব শিয়ালের এক রা।

**সব হাঁড়িতে কাটি দেওয়া।**

লক্ষ০ সকল ব্যাপারে অনধিকার-চর্চা।

"এক রত্তি মেয়ে, তুই সকল হাঁড়িতে কাটী দিস কেন লো কামিনী।"

তু০ To have a finger in every pie. [ বঙ্কিম—ইন্দিরা।

**সব হাটের হেটো।**

লক্ষ০ যাহার সর্বত্র গতিবিধি আছে, সকল খবর রাখে।

**সবাই জানে সব তত্ত্ব,—কাপড়খানা মধ্যস্থ।**

বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত থাকিলেও অংগ-সংস্থান কাহারও অবিদিত নয়। যাহা সকলেই জানে তাহা গোপনের চেষ্টা বৃথা।

তু০ An open secret.

**সবাই মিলে খাবে ননি, বাঁধা যাবে নীলমণি।** দ্র০ যত দোষ নন্দ ঘোষ।

>অপরের দোষে দণ্ডভোগ করা।

**"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"** ( চণ্ডীদাস )

মানুষের চরিত্রেই সর্বোচ্চ মহত্ত্বের বিকাশ।

ওদিকে দাওয়ার উপর ছিল রসিকদাস বসিয়া, সে বলিয়া উঠিল, তাই হয় গো রাইকমল, তাই হয়। মানুষের মধ্যে দিয়েই তার পুজো করতে হয়। জান, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। তারাশঙ্কর—[ রাইকমল।

তু০ Rank is but the guinea stamp ;

Man is the gold for a' that—*Burns.*

**সবুরে মেওয়া ফলে।**

ধৈর্য ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

মনে ভাবে, শান্ত হ'য়ে থাকবো কিছুক্ষণ ;
সবুর করলে মেওয়া ফলে জানি বিলক্ষণ !

তু০ सब्रकी डाल मे मेवा लगता है। [যোগীন্দ্র সরকার—হাসিরাশি।

Tarry long brings much home.

**সবে ধন নীলমণি।**

শিশু কৃষ্ণের তুল্য একমাত্র সন্তান এবং অমূল্য সম্পদ স্বরূপ।

"মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম্ম নয়।" কর্ত্তা প্রত্যুত্তর দিতেন,—"ও আমার সবে ধন নীলমণি—ভুলাইয়া টুলাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া শেখান। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**সভা বুঝে কীর্ত্তন।**

শ্রোতার যোগ্যতা ও রুচির উপযোগী কথা বলা উচিত।

**সময় কারো হাতধরা নয়। সময় যায় জলের মতন।**

সময় কাহারও আয়ত্তাধীন নয়, নদীর স্রোতের মতো বহিয়া যায়।

তু০ Time and tide wait for no man.

**সময়গুণে আত্মপর, খোঁড়া ঘোড়া গাধার দর।** পা০ খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।

সময় বা অবস্থা ভেদে সব কিছুরই তারতম্য ঘটিয়া থাকে,—আত্মীয় পর হয়, পর আত্মীয় হয়; দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ঘোড়া খোঁড়া হইলে অকর্মণ্য হয়,—গাধার সমান। আবার প্রয়োজনের সময় খোঁড়া গাধারও মূল্য ঘোড়ার সমান হয়।

**সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বারমাস।**

কোনো কাজ উপযুক্ত সময়ে না করিলে পরে দুঃখ পাইতে হয়।

তু০ A stitch in time saves nine.

**সময়ে বহিন, ভাগিন, আপন সোদর ভাই;**
**ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যদি গাঁটে পয়সা নাই।**

দ্র০ সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয় ই০।

**সময়ে মূর্খের কথা, বিদ্বানে লাগায় ধাঁধাঁ।**

মূর্খও এক এক সময়ে যুক্তিপূর্ণ বা জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে পারে।

**সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর।** দ্র০ যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

**সমুদ্র পেরিয়ে গোষ্পদে ডুবে মরা।**

লক্ষ০ বহু দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন করিয়া শেষে তুচ্ছ ব্যাপারে বিপন্ন।

"সন্দেশের পাকটার দিকে নজর রেখে যেও সুদাম। দেখো যেন সমুদ্র পেরিয়ে গোষ্পদে না ডুবতে হয়।" বিভূতি মুখো০—বর্ষায়।

**সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য (শিশির বিন্দু)।** পাদ্য=পা ধুইবার জন্য।

পা-ধোয়া জল সমুদ্রে মিশিলে সমুদ্রের কোনো লাভ বা বৃদ্ধি হয় না।

লক্ষ০ বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের যোগ হওয়া ব্যর্থ হয়।

তু০ A drop in the ocean.

**সমুদ্রে শয্যা ( বাস ), শিশিরে কি ভয় ?**

লক্ষ০ যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করে সামান্য ক্লেশে তাহার কিছুই হয় না।

**সম্পদে বন্ধুলাভ, বিপদে পরীক্ষা।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ Prosperity brings friends, adversity tries them.

**সম্বল রেখে খেয়ো, বেলা থাকতে বাড়ী যেয়ো।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সয়-বেশী বড়ো, না কয়-বেশী বড়ো ?**

যে অধিক কষ্টসহিষ্ণু সে বড়ো, না যে বাক্‌সর্বস্ব সে বড়ো ?

**সরকারে খায়, মসজিদে ঘুমায়।**

অত্যন্ত দীনহীন ব্যক্তি, যাহার নিজের অন্নসংস্থান নাই, গৃহও নাই।

তু০ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

মাংগকে খানা ঔর মসজিদ মেঁ সোনা।

**সরফরাজি করা।**

সরফরাজ খাঁ—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার মুর্শিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র, পরে মুর্শিদাবাদে নবাব হইয়াছিলেন। রাজকার্যে অযোগ্যতার জন্য তিনি সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি আলিবর্দি খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হইয়াছিলেন।

>অযোগ্য ব্যক্তির অত্যধিক চালাকি।

সাধুটা গেল কোথায় ? ও তো নির্ঘাৎ পুলিশে খবর দেবে। ওকে ধরো। সাবড়ে দাও এক কোপে।

ডাকাতদের যে সর্দার সে আপত্তি করলে, বললে নিরীহ সন্ন্যাসী মানুষ।…ওকে মেরে কাজ নেই।

রাখো তোমার সরফরাজি। ওকে না কেটে ফেললে পুলিশের হাতে ও সাবুদ হবে। অচিন্ত্য—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

**সরসা বিরসায়তে।** ( সং )

মূল কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

আনন্দদায়ক বস্তুও বলপ্রয়োগের ফলে নিরস হইয়া পড়ে।

**সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।** ( সং, ছান্দোগ্য উপনিষৎ )

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমুদয় এক ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মাটির সঙ্গে কীট পতঙ্গের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে অনুভব করলেন একাত্মতা। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—বেদান্তের এই বাণীর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। তাই তোর যে খাওয়া আমারও খাওয়া। তোর যে তৃপ্তি তা আমারও তৃপ্তি। অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

**সর্পে রজ্জুভ্রম।**

পাং রজ্জুতে সর্পভ্রম।

দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্য হইতে উৎপন্ন মনের ভ্রম।

শান্তি।..... আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জুভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক আসনে উপবেশন করেন। [ বঙ্কিম—আনন্দমঠ।

তুং What we see is deceitful.

**সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।** ( সং, মনুস্মৃতি )

যা পরাধীন তাই দুঃখ, যা স্বাধীন, আত্মনির্ভর, তাই সুখ।

**সর্ব ঘটে থাকা (কাঁঠালি কলা)।** [ অচিন্ত্য—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

দেবপূজা ইং শুভকর্মে মঙ্গলচিহ্ন স্বরূপ জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপরে কাঁঠালি কলা রক্ষিত হয়,—অন্য জাতীয় কলা পবিত্র নয়।

>কাঁঠালি কলার মতো অপরিহার্য বস্তু বা ব্যক্তি সর্বত্র বিরাজ করে।

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। [ রামপ্রসাদ—পদাবলী।

**সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।** ( সং, হিতোপদেশঃ )

মূল বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যো সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥

অতিথিকে গুরুর তুল্য সেবা করা কর্তব্য।

**সর্বদোষ হরে গোরা।**

দেহের গৌর বর্ণ আকৃতিগত সকল ত্রুটি ঢাকিয়া দেয়।

সহরের সৌখীন লোকে ধবধবে রংটা আগে চায়। সর্ব্বদোষ হরে গোরা! কেন না, তাহারা সদাসর্ব্বদা সাহেব-মেম দেখে। ললিত বন্দ্যোং—[পাগলা ঝোরা।

**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।** ( সং, গীতা )

মূল +অহং ত্বংচ সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইওনা।" (বঙ্কিম-অনুবাদিত)

**সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।** ( সং, পঞ্চতন্ত্রম্ )

চরম বিপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক অংশ ত্যাগ করে।

তুং Half is greater than the whole,

**সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।** ( সং, চাণক্য )

মূল অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ।।

কোনো কিছুরই আতিশয্য ভালো নয়।

তু॰ Too much of anything is good for nothing.

**সর্বস্ব খুইয়ে পাকা সেতখানা।** সেতখানা ( ফা॰ ) = পাইখানা।

লক্ষ॰ তুচ্ছ বস্তুর জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা।

**সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার।**

আসল বস্তুটি নিজের আয়ত্তে রাখিয়া আর সবকিছু অপরকে দান করার মিথ্যা স্তোকবাক্য।

**সর্বাঙ্গে আশ্‌লা, গোদাপায়ে পাশ্‌লা!**

পাশ্‌লো—পাশুলি, পদাঙ্গুলির ভূষণবি॰। আশলা—সহ॰ শব্দ।

সারা দেহে গহনা নাই, কেবল গোদা পায়ে গহনা পরিলে বিসদৃশ হয়।

লক্ষ॰ সকল দিক উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র বিষয়ে অনাবশ্যক যত্ন।

পুকুরটা একবার ঝালালে বরং ভালো করতে। তা নয়, সর্বাঙ্গে আশলা গোদা পায়ে পাশলা, শান বাঁধানো ঘাট ক'রে কি বা হলো!

**সর্বাঙ্গে ঘা ( ব্যথা ) ওষুধ দেবো কোথায়?**

লক্ষ॰ এতদূর দুরবস্থা যে তাহার প্রতিকারের কোনো উপায় নাই।

চারদিকে দেনা, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না, ওদিকে মামলা,—কোন দিক সামলাই? আমার যা অবস্থা,—সর্বাঙ্গে ঘা, ওষুধ দেবো কোথায়?

**সশরীরে স্বর্গলাভ।**

মৃত্যু না হইলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া জীবিতাবস্থাতেই তাহা ঘটিলে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইত।

>আশাতীত সুখ বা সৌভাগ্যলাভ।

"ইহার বাড়া কি সম্মান আর আমাদের আছে? আমরা পথের কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ!"
[ রমেশ—সমাজ।

**সসেমিরে অবস্থা।**

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের একটি উপাখ্যানে বর্ণিত উন্মাদরোগগ্রস্ত রাজপুত্রের বাক্‌রোধ এবং চারিটি শ্লোকের আদ্যাক্ষর 'স-সে-মি-রা' মাত্র উচ্চারণ করা হইতে—সংকটাপন্ন বা মৃতকল্প অবস্থা।

কেন বলো ভাই, আমাতে কি আমি আছি? রোগে-শোকে একেবারে সসেমিরে হয়ে আছি।

**সস্তা,—বাড়ী গিয়ে পস্তা। সস্তার তিন অবস্থা।**

কোনো বস্তু কিনিবার সময় তাহার মূল্য অল্প বোধ হইলে বিনা বিচারে লওয়া হয় ; পরে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া আফসোস করিতে হয়।

সুলভ বস্তু অপদার্থ হয়।

তু° মঁহগ রোবে একবার, সস্তা রোবে বার বার।

**সস্তায় কিস্তি পেয়ে পাটনা যাত্রা।** ক্ষে° সস্তার কিস্তি।

অল্প ভাড়ায় নৌকা পাইয়া, বিনা প্রয়োজনে পাটনা যাওয়ার গল্প।

>কেবলমাত্র সুলভ বলিয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করা।

**সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ।** ( সং )

পতিপত্নীর মিলিতভাবে সৎকর্ম করা কর্তব্য এবং এই কারণে পত্নী পতির সহধর্মিণী বলিয়া বর্ণিত।

এই বরেণ্য অতিথিদ্বয়কে আমি আদর্শ দম্পতি বলতে পারি। এঁদের রুচি এক, প্রবৃত্তি এক, মত এবং পথ এক, সুতরাং ধর্ম্মও এক। সেই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শাস্ত্রের অনুশাসন—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ—এত সহজে এবং সুন্দর ভাবে পালন করতে সক্ষম হন।

**সহ্যগুণ বড়োগুণ, তরকারিতে যেমন নুন।** [ উপেন্দ্র গঙ্গো°—অভিজ্ঞান।

ব্যঞ্জনে লবণ না পড়িলে তাহা বিস্বাদ হয়। সেইরূপ ক্লেশ বা নিন্দা সহিতে না পারিলে অন্য বহু গুণ থাকা ব্যর্থ হয়।

**সাঁকো থেকে পড়ে, ওমনি জুম্মার গোসলও করে।** দ্র° উচোট খেয়ে প্রণাম।

জুম্মার গোসল—শুক্রবারের বিশেষ নমাজ পাঠের পূর্বে ধর্মপরায়ণ মুসলমানের অঙ্গ প্রক্ষালন।

**সাঁঝ-শলতে দেওয়া।**

হিন্দু গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য ঃ—সন্ধ্যাকালে গৃহে ধূপ, ধুনা ও প্রদীপ জ্বালিয়া শঙ্খবাদন। সন্ধ্যা দেওয়া।

ব্রহ্মা। তাঁর একান্ত আসিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু বাড়ীতে লোক জন না থাকায় সাঁঝ শলতে কে দেয় ভেবে আনতে পারলেম না।

তু° দিয়াবত্তী দিখানা। [দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

**সাঁঝের বেলা শাশুড়ী ম'লো, কাঁদবো চৌপহর।**

চৌপহর—চার প্রহর ; অহোরাত্রের অর্ধেক—সারারাত।

শাশুড়ীর শোকে বধূ সারারাত কাঁদিবার সময় পাইয়া খুশী !

**সাঁতার না জানলে বাপের পুকুরেও ডুবে মরে।**

প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘ্য ও নির্মম,— কাহারও খাতির রাখে না।

**সাক্ষীগোপাল।**

"পুরীর মন্দির পথে যে গোপাল বিগ্রহ আছে তাহাকে সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করিয়া ফিরিবার বিধি আছে।" ( সুশীল )

>যে কেবল উপস্থিত থাকিয়া নীরব সাক্ষীর মতো পরের কার্যকলাপ দেখে মাত্র, নিজে কিছু করিতে পায় না বা পারে না।

মানসিংহ। যুবরাজ! সেনাপতি আমি।

সেলিম। আর আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষিগোপাল হয়ে এসেছি?

[ দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

**সাগর-ছেঁচা মাণিক।**

গোটা সমুদ্রের মধ্য হইতে প্রাপ্ত একটিমাত্র রত্ন যাহার মূল্য সর্বাধিক।

তু° সাত রাজার ধন এক মাণিক।

**সাগরও শুখায় না, পাপও লুকায় না।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সাচ্চা ( হক ) কথা কবো, ঘোড়ায় চ'ড়ে যাবো।**

যে উচিত কথা কহে সে কিছুতে ভীত নয়,—বীরের মতো নির্ভয়।

**সাজ করতে দোল ফুরালো।**

উদ্যোগ-আয়োজনে অধিক বিলম্ব হওয়ার ফলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া।

বাঞ্ছারাম। আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল। বেনীবাবু স্থিরপ্রজ্ঞ—নীতিশাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তাঁর সঙ্গে তখন একদিন বালীতে গিয়া তর্ক করা যাইবেক। এখন আপনারা গাত্রোত্থান করুন।

[টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**সাজতে-গুজতে ফিঙে রাজা।**

বিধাতা নাকি পক্ষীকুলকে বলিয়াছিলেন প্রভাতে যে সর্বাগ্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে তাহাকে তাহাদের রাজা করিবেন। সাজসজ্জা করিতে অপর পক্ষীদের বিলম্ব হইল; এদিকে ফিঙে বিনা সজ্জায় সর্বাগ্রে যাইয়া রাজা হইল।

>দীর্ঘসূত্রতার কুফল।

**"সাজানো বাগান শুখিয়ে গেল!"**

নিজ অধ্যাবসায়ের ফলে লব্ধ সুখ-সমৃদ্ধি ধ্বংশ হওয়ায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের উক্তি।

**সাজার ( ভাগের ) কড়ি সাঙায় ( ভাগে ভাগে ) যায়।** সাঙা=ভার।

যে অর্থে বহুজনের অংশ আছে কোনো একজনের তাহাতে দরদ থাকে না, সেজন্য পৃথক পৃথক অংশে যায় অথবা সাধারণ ভারবাহীকে দিয়া একত্রে বহন করানো যায়; যাহাতে ক্ষতি যদি হয় কাহারো একার হয় না।

>যৌথ সম্পত্তিতে কাহারো মমতা থাকে না।

তু° সাঝে কী সূই সাংগমেঁ চলে।

**সাজালে গোজালে বাঁদীর পোলাও রাজা সাজে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সাড়ে চুয়াত্তর। ৭৪॥০**

মুঘল সম্রাট আকবর মেওয়ারের রাণা উদয়সিংহের সময়ে রাজধানী চিতোর জয় করিয়াছিলেন। "যুদ্ধে যত রাজপুত মারা যায় সকলের পৈতার ওজন ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল। ইহা হইতে রাজস্থানে একটা নিয়ম হইল, পত্রের উল্টোপিঠে ৭৪॥ এই অঙ্ক লেখা থাকিলে যার পত্র সে ভিন্ন অন্য কেহ খুলিলে তাহার উপর চিতোর হত্যার পাপ লাগিবে। পরে বাংলা দেশেও ঐ প্রথা আসে। (টড কৃত 'রাজস্থান', কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত "রাজপুত কাহিনী") মতান্তরে, ঐ সময়ে চিতোরের যে রাজপুত রমনীগণ জহর-ব্রত পালন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহাদের ত্যক্ত অলঙ্কাররাশির ঐ পরিমাণ ওজন ছিল।

"হ্যাঁরে, তুই চিঠি খুলে পড়িস নে তো? খবরদার; আর এই ৭৪॥ দেওয়া রইল, পড়লে বুকে ব্যথা হবে। বিভূতি মুখো০—বর্ষায়।

**সাত-কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার বাবা (পিতা, ভার্যা)!**

কোনো ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার ভান।

তু০ सारी रात कहानी सुनी और सुबह को पूछा जुलेखा औरत थी या मर्द।

**সাত কালার ঘর, গোসাঁই রক্ষে কর্।**

একাধিক কালার সহিত একত্রে বাস করিতে হইলে সর্বদা উচ্চ কণ্ঠে বাক্যালাপ করিতে হয় এবং তাহাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

**সাত কামুয়ার কাম নেই।**

যে নানাপ্রকার কাজ জানে সে কোনও কাজ পায় না।

তু০ बहु गुनी, बहु दुखी।

Jack of all trades, master of none,

**সাত কুঁড়ুলী নড়ে-চড়ে, ধুকড়ি ভ'রে বাতাস করে। (মেয়েলী)**

বায়ুর চলাচল বন্ধ হইয়া অসহ্য গুমোট হইলে তাহার প্রতিকারের আশায় মেয়েলী তুক। এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া কল্পনা করা হয় যে এখন প্রচুর বায়ু বহিতেছে।

**সাত খুন মাফ।**

সকল অপরাধের ক্ষমা। অত্যধিক প্রশ্রয়।

রাধেশ বিদায় লইবার জন্য উঠিতেই কমলা ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল,—"কথায় কথায় এত রাত্তির হয়ে গেছে! শেষকালে শোভা সত্যি সত্যিই আমার ওপর রেগে যাবে দেখছি।"

রাধেশ হাসিয়া কহিল,—সে ভয় নেই বৌদি, তোমার নাম করলে সাত খুন মাপ। নবকৃষ্ণ ঘোষ—অপবাদ।

**সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী !**

সাতগেঁয়ে – সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ নামক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-প্রধান নগরের চতুর নাগরিক। মামদো—মুসলমানের প্রেতাত্মা।

"প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সপ্তগ্রামের নিকট ( মুসলমান-প্রধান ) মামুদাবাদের সকল চাতুর্য ব্যর্থ হইত।" ( জ্ঞানেন্দ্র )

ভূতের ভয় দেখাইয়া অথবা আজগুবি কথা বলিয়া চতুর ব্যক্তিকে সন্ত্রস্ত বা প্রতারিত করা যায় না।

**সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।**

পা০ সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢোকানো।

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত বহু বস্তুর একত্র সমাবেশ করা।

সিতিকণ্ঠ তাঁহার 'সাত ঘাটের জল এক করিয়া'…অতিরিক্ত সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া দেড়শত লোক দিয়া ফুলশয্যা পাঠাইয়াছিলেন। [ নবকৃষ্ণ ঘোষ—সরযূ।

**সাত ঘাটের জল খাওয়া ( খাওয়ানো )।**

লক্ষ০ নানা দুর্দশা ভোগ।

গৃহমধ্যে বিচিত্র সুরে ও স্বরে গৃহদাহের কোলাহল চলিতেছে,—সবটাই বীররস।—"বেটা আমার কাছে চালাকি মেরে যাবে! সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়বো"—ইত্যাদি। কেদার বন্দ্যো০—পাওনা।

তু০ সাত ঘাটকা পানী পীনা।

**সাত চড়েও রা কাড়ে না ( কথা কয় না )।**

নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ,শত অত্যাচারেও যে প্রতিবাদ করিতে পারে না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপেগুণে অগ্রগণ্যা—
অথচ সাত চড় মারলেও কথা কন না। দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

**সাত চোরে মসুরি বাঁটা।** দ্র০ চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।

**সাত চোরের মার।**

সাতটা চোরকে যতখানি প্রহার দেওয়া যায়, একজন লোকের উপর ততখানি মার। বেদম প্রহার।

সামান্য কিলটা চড়টার কথা ছাড়িয়া দিই, সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু যাহাকে 'সাত চোরের মার' বলে সেইরূপ দুর্জ্জয় প্রহারও তাঁহার ভাগ্যে বিরল নয়—প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। শরদিন্দু বন্দ্যো০—কাঁচামিঠে।

**সাতদিনের ভানুমতী।** দ্র০ ভানুমতীর খেল।

স্বল্পকাল-স্থায়ী হুজুক।

তু০ A nine-day wonder.

**সাত ধরুণীতে পো মারে।** দ্র০ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

ধরুণী—যে নারী প্রসূতীকে প্রসবকালে সাহায্য করে।

**সাত নকলে আসল খাস্তা (ভেস্তা)।**

কোনো বিষয়ের বার বার পুনরাবৃত্তি বা আলোচনা হইলে মূল ব্যাপার বিকৃত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন। রেজাউল করিম—

**সাত পাকের বিয়ে চোদ্দ পাকেও খোলে না।** [ সাধক দারা শিকোহ্।

সাত পাক—সপ্তপদী, হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানের অপরিহার্য অংগ, যাহাতে বর-বধূকে একসংগে সপ্তপদ গমন করিতে হয় অথবা বধূকে বরের চারিদিকে সাতবার ঘুরিতে হয়।

হিন্দু বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য, কোনো অবস্থাতেই যাহা ছিন্ন হয় না।

"সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

...শ্যামা বলে উঠল, "...তা পছন্দ না হলেই বা কি, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উলটো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।"

**সাত পাথর আমানি, যতো পারো ভাত।** [ রবীন্দ্র—যোগাযোগ।

নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রচুর আমানি খাইবার পর যতো ইচ্ছা ভাত খাও।

অলীক বদান্যতার ভান।

**সাত পুত তেরো নাতি, তবে করো আখের খেতি।**

আখের চাষ করিতে প্রচুর লোকবল লাগে।

**সাত ভাই চম্পা।**

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত রাজার সাত পুত্র ও এক কন্যা, যাহাদিগকে জন্মমাত্র বিমাতারা বাগানে পুঁতিয়া প্রচার করিত যে রাণী কাঠের পুতুল প্রসব করিয়াছে। কালক্রমে তাহারা সাতটি চাঁপা ফুল ও একটি পারুল ফুলের আকার পায়। পরে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে।

>সৌভাগ্যবান সুখী পরিবার।

**সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোটে (কোলে) সবাই টানে।**

তাঁতের কাপড় বুনিবার সময় তাঁতি প্রত্যেকবার মাকু চালাইবার পর পড়েনের সুতা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া সাজাইয়া থাকে।

লক্ষ০ সকলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

তু০ নিজের কোলে ঝোল টানা।

**সাত ভাই যারা, রণে জেতে তারা।**

সংখ্যাগরিষ্ঠের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

**সাত রাঁড় এক এয়ো,**
**যাকে গড় করি সেই বলে—আমার মতন হয়ো।** (মেয়েলী)

লক্ষ৹ একজনের সৌভাগ্যে বহুজনের ঈর্ষা জন্মে।

**সাত রাজার ধন এক মাণিক।**

এমন মহামূল্য বস্তু যে সাতজন রাজার ঐশ্বর্য তাহার সমতুল্য।

বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যাহা ধরিয়া বসেন, "সাগর ছেঁচিয়া সাত রাজার ধন এক মাণিক" আনিতে হলেও, মাতামহ তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা।

**সাত শ' রাক্ষসীর প্রাণ।**

বাংলা রূপকথায় উল্লেখিত ভ্রমর, যাহা বহু রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রাণের আধার ছিল এবং অতি দুর্গম স্থানে রক্ষিত থাকিত। এই ভ্রমরটি মারিতে পারিলে সমস্ত রাক্ষস-গোষ্ঠীর মৃত্যু ঘটিত।

লক্ষ৹ সযত্নে রক্ষিত অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

আর যাই করো,—দিদির এই খাতাটিতে কেউ হাত দিলে রক্ষে থাকবে না। কি জানি কি সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ আছে ওতে।

**সাত সতীনে নড়ে-চড়ে, বেড়া আগুনে পুড়ে মরে।**

বহু প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে পারস্পরিক ঈর্ষার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়।

**সাত-সতেরো।**

বহু ও বিভিন্ন প্রকারের।

...চন্দন ঘষা, দুর্ব্বা বাছা,—সাত-সতেরো কাজের বেড়ে তাকে এমনি জড়িয়ে ধরলে যে, সে আর ছাড়া পেত না।

**সাত সমুদ্র তেরো নদী পার।** [ সুরেন্দ্র গঙ্গো৹—বৈরাগ যোগ।

অত্যন্ত দূরবর্তী ও দূরধিগম্য স্থান।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙগালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।...রাজকোষের ধনরত্ন বাঙগলা দেশেই সঞ্চিত হইত;...দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা।

**সাত সরষে মাথায় দিয়ে (গঙ্গা+) স্নান করা।**

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপের স্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করা।

>বিপদ বা বিড়ম্বনা হইতে নিস্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া।

মায়া দুটার বিবাহ দিতে পারিলে আমি সাতটা সর্ষা দিয়া স্নান করি।

**সাত হাটের কানা কড়ি।** দ্র০ কানা কড়ি। [ কেরী—কথোপকথন।

পা০ বারো হাটের বাছ কড়ি।

লক্ষ০ সংসারে নানা দুর্ভোগের ফলে যে ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ হইয়াছে।

**সাত হাত কাপড়ের ন'হাত দশী।** দ্র০ বারো হাত কাঁকুড়ের ই০।

**সাতুর মা বলে পাঁচুর মা মড়ুঞ্চে।** (মেয়েলী) মড়ুঞ্চে=মৃতবৎসা নারী।

যাহার ছয়টি সন্তান নষ্ট হইয়া সপ্তমটি জীবিত আছে সে জীবিত পঞ্চম সন্তানের জননীকে মৃতবৎসা বলিতেছে।

তু০ চালুনি ছুঁচের বিচার করে।

**সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সাতেও ছুঁ, পাঁচেও ছুঁ।**

শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী ব্যক্তি যে অপরের ব্যাপারে লিপ্ত থাকে না।

আমি বউ মানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

তু০ तीन में न तेरह में। [ দীনবন্ধু—লীলাবতী।

**সাতে-পাঁচে মিলে হয় চোদ্দ, দু'টাকা না হয় নাই দিলে সত্ত।**

মহাজন সরলমনা খাতককে বুঝাইতেছে ঃ—আমার পাওনা সাত আর পাঁচে চোদ্দ টাকা হয় ; তাহার মধ্যে বারো টাকাই এখন দাও, বাকী দু' টাকা পরে দিলেও চলিবে।

ভুল হিসাবের দ্বারা প্রতারণা, সেই সঙ্গে মহানুভবতার ভান।

**সাদা চুল যমের পরোয়ানা।**

মাথার পাকা চুল বার্ধক্যের লক্ষণ এবং মৃত্যুর অগ্রদূত।

তু০ धौला बाल मौतकी निशानी।

**সাদা চোখে।**

যখন সুরাপানে রক্তচক্ষু নয়, প্রকৃতিস্থ সহজ অবস্থায়।

ওর মনটা ছিল একেবারে খাঁটি নিষ্ঠাবান হিন্দুর। তাই পুজা-পার্ব্বণের দিনে সাদা চোখে যে আসর জমানো যায় না তা ও জানত।

**সাদার উপর কালির দাগ।** [ হেমেন্দ্রলাল রায়—শিল্পীর খেয়াল।

নির্মল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ক্ষুদ্র কলংকও বৃহৎ দেখায়।

সন্ন্যাসীর অল্প দোষ সর্বলোকে কয়।
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।।

**সাধ আছে সাধ্য নেই।** [ কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।

**সাধও করে, মনও পোড়ে।** দ্র০ খাইশ আছে রুচ নেই।

তু০ जी चलता है पर टट्टू नहीं चलता।

**সাধ ক'রে ? সাধে কি ?**

স্বেচ্ছায় নয়,—বাধ্য হইয়া। অবস্থাগতিকে।

সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

**সাধ ক'রে বাদ আনা।** দ্র॰ চুলকে ঘা করা। [দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান।

**সাধ ক'রে বিঁধালাম কান, কাঠি দিতে দিতে গেল প্রাণ।** (মেয়েলী)

সখ মিটাইতে গিয়া অনেক সময়ে পরে বহু দুর্ভোগ ঘটে।

**সাধ যায় বাদশা হতে, খোদা দেয় না মেগে খেতে।**

দরিদ্রের অত্যুচ্চ মনোরথ যাহা পূর্ণ হইবার নয়।

তু॰ মন মৌজী, করম দরদ্রী।

**সাধ যায় বোষ্টম হতে, 'প্রাণ যায়' মোচ্ছব দিতে!**

মহোৎসব > মচ্ছব—বৈষ্ণবগণের পর্বোপলক্ষ্যে সামাজিক অনুষ্ঠান।

আরামটুকু ভোগ করিবার আগ্রহ আছে কিন্তু দায়িত্ব পালনে ভীত।

**সাধলে জামাই খান না, না সাধলেও পান না।**

প্রত্যাখ্যান করা বস্তু পাইবার জন্য পরে সাধিতে হয়।

তু॰ পাঁড়েজী পছতায়, বহী চনাগুড় খায়।

Those who will not when they may,
When they will, shall have nay.

**সাধলে জামাই না খায় কোষ, শেষকালেতে ভুতি চোষ্।**

পা॰ সাধলে জামাই খান না পিটে, শেষে মরেন ঢেঁশকেল চেটে।
সাধলে জামাই ঘি-ভাত খায় না,
শেষে জামাই নুন-ভাতও পায় না।

প্রথমে যে বস্তু প্রত্যাখ্যান করা হয়, পরে তাহা আর পাওয়া যায় না; অগত্যা নিকৃষ্ট বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

আমাদের দেশে যে মেয়েরা বলে, 'সাধলে জামাই খায় না, শেষকালে আর পায় না,'—বন্ধু! তোমার অবস্থা দেখি সেই রকমই। আজ আর বুঝি ক্ষুধার জ্বালায় লাজলজ্জায় জলাঞ্জলি না দিয়ে পারলে না? [ অনুরূপা দেবী—উল্কা।

তু॰ মান মনাই, খীর ন খাই,
জুঠী পাতর চাটন আই।

**সাধলে পরে গুমর বাড়ে, হয় বড়ো মান।**

দ্র॰ শিয়াল-গু যদি কাজে লাগে ই॰।

**সাধিলেই সিদ্ধি অর্জিলেই ঋদ্ধি;**

সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, উপার্জন করিলেই সমৃদ্ধি হয়।

**সাধু যার উদ্দেশ্য, ভগবান তার সহায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

"...সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে?...সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হলো।" "আপনি!"

"হাঁ সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়।" রবীন্দ্র—চার অধ্যায়।

**সাধু সঙ্গে সাধু হয়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ संगतसे फल होत है, संगतसे फल जाय।

**সাধে কি বৈরাগী নাচে, তার ভাতের থালা হাতের কাছে।**

বৈরাগী মনের আনন্দে নাচগান করিয়া বেড়ায়; কেন না সে নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী নয়,—তাহার অন্ন-সংস্থান আছে।

**সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটলো কাঁটা।**

**সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হলো কাণা।**

সুখের অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া বিপত্তি।

**সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।**

লক্ষ০ এরূপ কৌশল করা, যাহাতে সহজে কার্যোদ্ধার হয় অথচ নিজের কোনও ক্ষতি না হয়।

বিবাহ ভাঙিবার কথাটা তার দিক হইতে না উঠিয়া যদি অন্য কোনও দিক হইতে ওঠে এবং বিবাহ ভাঙিয়া যায়—অর্থাৎ সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে—তবেই ভাল হয়। নরেশ—বেতারে বর।

তু০ साँप मरे लाठी न टूटे।

**সাপকে মারলে শিবকেও লাগে।**

সাপ শিবের অঙ্গভূষণ; তাহাকে মারিতে গেলে শিবকেও আঘাত লাগে।

লক্ষ০ কাহারও অনিষ্ট করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরও অনিষ্ট ঘটে।

**সাপ বেড়ায় আনাচে-কানাচে।**

লক্ষ০ দুর্জন গোপনেই পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে।

**সাপ ম'লেই সোজা।**

লক্ষ০ খলের দুষ্ট স্বভাব তাহার জীবিতকালে দূর হয় না।

**সাপ হয়ে কাটে, রোজা হয়ে ঝাড়ে।**

লক্ষ০ শত্রুতা করিয়া পরে হিতৈষণার ভান করা।

**সাপে-নেউলে।** দ্র০ অহি-নকুল সম্বন্ধ।

**সাপের গালে চুমো, বেঙের গালে চুমো।** দ্র০ বরের ঘরের মাসী ই০।

**সাপের চেয়ে শলুইয়ের বিষ বেশী।** দ্র০ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো।

**সাপের ছুঁচো ধরা ( +গিলতেও পারে না, ফেলতেও পারে না )।**

ছুঁচোর গায়ের দুর্গন্ধের জন্য সাপ তাহা ফেলিতে চায় কিন্তু পারে না ; কারণ সাপের দাঁত ভিতর দিকে বাঁকানো থাকায় তাহাতে আটাইয়া যায়।

লক্ষ০ উভয় সংকটে পড়া।

**সাপের পাঁচ-পা দেখা।**

সাপ সরিসৃপ, পা থাকে না। কিন্তু অহংকারে অন্ধ হইলে মানুষ কল্পনায় অসম্ভব বস্তুও দেখে।

লক্ষ০ অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছৃংখল হওয়া।

এখন আর ঠেকারে মাটিতে পা পড়েনা,—একেবারে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী।

তু০ দিনে তারা দেখা।

**সাপের বিয়েতে বেঁজি পুরুত।**

লক্ষ০ শত্রুর সংস্রব অতি বিপজ্জনক।

The fox should not be the jury at a goose's trial.

**সাপের মাথায় ঈশের মূল।** দ্র০ জোঁকের মুখে নুন।

ঈশের মূল—সর্পবিষঘ্ন গুল্মবিশেষের মূল, যাহার গন্ধে সর্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

রঞ্জনও সমানে তাল দিয়া বলিল, খেতে দাও বলছি, গাল খেয়ে পেট ভরবে না আমার।

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিয়া উঠিল, দোব—ছাই দোব মুখে তোমার। কমলির এঁটো কুল খেয়ে পেট ভরে নাই তোমার ?

সাপের মাথায় যেন ঈশের মূল পড়িল। উদ্ধত রঞ্জনের রক্ত চক্ষু নত হইয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল। তারাশংকর—রাই-কমল।

**সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়।**

লক্ষ০ কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগে অসম্ভবকে সম্ভব করা।

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে ত রসিকরাজ। [ চণ্ডীদাস—পদাবলী।

**সাপের রোজা সাপেই মরে।**

যে সর্বদা বিপজ্জনক বস্তুর সংস্রবে থাকে, অসতর্কতার ফলে তাহাতেই তাহার বিপদ ঘটে।

**সাপের লেজে পা দেওয়া।**

লক্ষ০ খলের অনিষ্টসাধনের দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিপজ্জনক কার্য করা।

**সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।**

যে যাহার ঘনিষ্ট সংস্রবে থাকে তাহার স্বভাব-প্রকৃতি ভালো জানে।

**সাবধানের মার ( বিনাশ ) নেই।**

সতর্ক থাকিলে বিপদ ঘটে না।

ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি, এসে পড়লো বলে।

কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছো, সামান্য অসুখ দু'দিনেই সেরে যাবে।

তবু সাবধানের মার নেই। সুধীরঞ্জন মুখো০—দূরের মিছিল।

তু০ Safe bind, safe find.

**সাম, দান, দণ্ড, ভেদ।**

রাজ্য শাসনের চতুর্মুখী নীতি ঃ—বিপক্ষগণকে সংযত রাখিবার চারটি উপায়—সন্ধি, ভূমী বা অর্থ দান, দণ্ড প্রয়োগ এবং পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দুর্বল করা। ( মনুস্মৃতি )

নৃপতি হুসেন সাহ হন ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥

**সারাপথ তাড়াতাড়ি,খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।** [শ্রীকরণ নন্দী—অশ্বমেধ পর্ব

দীর্ঘ পথ ছুটাছুটি করিয়া গিয়া খেয়াঘাটে পোঁছাইয়া দেখা যে নৌকা ছাড়িয়া গিয়াছে।

>সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থতার গ্লানি।

**সাহসে ভজতে লক্ষ্মীঃ।** ( সং ) **সাহসের ভরা ডোবে না।**

সাহসপূর্বক যাহা করা যায় তাহা ব্যর্থ হয় না।

**সিংহচর্মাবৃত গর্দভ।**

জাতক ও ঈশপের উপাখ্যান হইতে।

লক্ষ০ মহতের বাহ্য অনুকরণ দ্বারা অধমের মিথ্যা পরিচয় দিবার চেষ্টা।

আজ আর রবিবাবু, দ্বিজু রায় সেখানে কল্কে পাইবে না—"মান্য অতিথি" মল্লিক সাহেব কি বাঙলা গান সহ্য করিতে পারিবেন?...আজ সব ইংরাজী গৎ বাজিতেছে—কথাবার্ত্তা সমস্তই আজ ইংরাজীতে। লজ্জাও নাই এই সব সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভগণের! প্রভাত—সত্যবালা।

**সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস।** দ্র০ অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।

এক বাঘ নদীর পারে এক হৃষ্টপুষ্ট ছাগকে দেখিয়া তাহাকে খাইবার জন্য নদী পার হইয়া নিকটে গেল। তখনও ছাগকে অবিচলিত দেখিয়া বাঘ তাহার পরিচয় চাহিলে সে বলিল—

আমি সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছি গোটা পঞ্চাশ;
এখন ভিজে বাঘ খাবো ব'লে বনে করেছি বাস।

বাঘ দেখিল, নদী পার হইতে সে ভিজিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাকেই খাইবার জন্য সিংহের মাতুল মশায়ের লোভ হওয়া স্বাভাবিক। এই ভাবিয়া সে ভয়ে পলায়ণ করিল।

ব্য০ বিরাট গাম্ভীর্য-মন্ডিত ভীতিপ্রদ মূর্তি।

**সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।**

গাঁজা সেবনে মানুষের অধঃপতন ঘটে। নেশার মধ্যে সিদ্ধি ( ভাঙ ) বরং অনেক ভালো।

**সুখ-টান।**

ধূমপান কালে আরাম করিয়া সর্বশেষ দীর্ঘ টান।

ব্যোমকেশ চিন্তাক্রান্ত মুখে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়া সেটা বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর আবার লম্বা হইয়া শুইল।

[ শরদিন্দু বন্দো৹—চিড়িয়াখানা।

**সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।**

আরাম ছাড়িয়া ইচ্ছা করিয়া ক্লেশ ভোগ করার দুর্মতি।

কেন রে বাপু, বাইরে কেমন খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াস, ইচ্ছে করে সরকারের শত্রুর কাজ করে জেলে যাওয়ার দরকার কি? ওই যে বলে না—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, এ হয়েছে ঠিক তাই।

[ প্রভাবতী দেবী—তীর্থযাত্রী।

**সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো।**

শারীরিক আরাম অপেক্ষা মানসিক শান্তি শ্রেয়ঃ।

পিরীত গেছে পাপ গেছে।

হয়ে পরের পদানত  চক্ষের জলে নিত্য যেত

যাহক্ মেনে এতদিনে গায়ে বাতাস লেগেছে।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে॥

[ রাম বসু—কবির গান।

**সুখের পায়রা।**

পারাবত মনুষ্য আবাসে বাস করে, যতদিন শস্যকণা খাইতে পায়। লক্ষ৹ সুদিনের বন্ধু বা আত্মীয়, অসময়ে যে ত্যাগ করিয়া যায়।

"লোকজন কেউ এলে বড্ড অস্বোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চলে গেছে।"

"বনফুল"—জঙ্গম।

তু৹ বসন্তের কোকিল।

**"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।"** ( জ্ঞানদাস )

সুখলাভের আশা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় খেদ।

**সুজন-পিরীত সোনা, ভেঙে গড়া যায়,**
**কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙিলে ফুরায়।**

সজ্জনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়, বিরাগ দেখা দিলেও তাহা সহজে দূর হয়।

**সুদের কড়ি ভারে যায়।**

তেজারতি কারবারে এতো সুদ পাওয়া যায় যে তাহা বাঁকে বহিতে হয়। কুশীদজীবীর প্রচুর আয় হয়।

**সুধু মেঘে মাটি ভেজে না।**

লক্ষ০ সাধু সংকল্পমাত্র থাকিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

**সুনাম কচ্ছপ-গতি, দুর্নাম পবন-গতি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সুনাম মূলধনের বাড়া।**

ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রচুর মূলধন খাটাইলে লাভ অধিক হয়। কিন্তু সাধুতার খ্যাতি ( বাজার-সম্ভ্রম ) থাকিলে অধিক উন্নতি ও স্থায়িত্ব হয়।

**সুবচনীর ( +খোঁড়া ) হাঁস।** শুভচণ্ডী >অপ০ সুবচনী।

বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সুবচনী পূজা হয়। পূজার কথায় বর্ণিত দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের মাংস খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। রাজার হাঁসের পাল যখন গৃহে ফিরিতেছিল, যে খোঁড়া হাঁসটি পিছনে পড়িয়াছিল তাহাকে মারিয়া সে মাংস খাইল। ব্রাহ্মণপুত্র ধৃত হইয়া রাজ কারাগারে বন্দী হইল। তাহার মাতা সুবচনী দেবীর আশ্রিতা। দেবীর স্বপ্নাদেশে রাজা ব্রাহ্মণপুত্রকে মুক্তি দিয়া তাহাকে স্বীয় কন্যা দান করেন।

>অনুকম্পার পাত্র দুর্বল অক্ষম ব্যক্তি।

প্রথম নাগরিক। দোহাই বাবা ভূত! আমি আমার গিন্নির শিব-রাত্রের সল্‌তে, তার শুভচুন্নির হাঁস। মনোমোহন রায়—রিজিয়া।

**সুমানুষের রা, অমানুষের পা।**

কথাবার্তা শুনিয়া ভদ্রলোক চেনা যায়, ছোটলোকের পা দেখিয়া।

**সুযোগ পেলে ছাড়তে নেই।**

যখন যে সুযোগ আসে তখনই তাহার সদ্‌ব্যবহার করা উচিত; পরে সে সুযোগ আর না আসিতে পারে।

তু০ Strike the iron while it is hot.

**সুযোগ পেলে ছাড়ে না নাগে আর বাঘে।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সুযোগ পেলে সাধুও চোর হয়।** দ্র০ সন্ন্যাসী চোর নয় ই০।

**সূচীভেদ্য অন্ধকার।**

এমন নিবিড় অন্ধকার যে মনে হয় যেন তাহা জমাটবাঁধা কঠিন পদার্থ।

চারিদিক ভীষণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সুমুখের জিনিস পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। [ হরিসাধন মুখো০ কংকণ-চোর।

**সূর্য কোন দিকে উঠেছে!**

অপ্রত্যাশিত সুখকর ঘটনার জন্য বিস্ময় প্রকাশ।

যেন তাহার সহিত অকস্মাৎ দেখা, এমনই ভঙ্গি করিয়া কহিল, ওই গোলাম মোড়ল যে হে! এ্যাঁ, একি ভাগ্যি আমার! আজ সূয্যি কোন্‌ দিকে উঠেছে বল দেখি? তারাশঙ্কর—রসকলি ( শ্মশান-বৈরাগ্য )।

**সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি ?** ( মেয়েলী )

মল পরিয়া হাস্যাস্পদ হইবার পর বাধ্য অপ্রস্তুত হইয়া মল খোলা।

অশোভন কাজ করিয়া পরে বাধ্য হইয়া সংশোধন করা মূঢ়তা।

**সেই ধানে সেই চাল, গিন্নী বিনা আলথাল।**

যে পরিমাণ ধান হইতে যতটা চাল হয় তাহাই হইল, কোনো ক্ষতি হইল না ; অথচ গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতির ফলে বিশৃংখলাও ঘটিল।

অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির অভাবে কাজের অব্যবস্থা হয়।

**সেই পথ !**

কার্যোপলক্ষ্যে কোথাও গিয়া ফিরিতে অযথা বিলম্ব করা।

এক গ্লাস জল আনতে গেছে, তো সেই পথ !

**সেকরা-বাড়ীর বেরাল ঠুকঠুকনিতে ভয় পায় না।**

যে ক্লেশ যাহার অভ্যস্ত থাকে তাহা সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারে।

**সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।**

লক্ষ° প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক সামান্য অনিষ্টের গুরুতর প্রতিশোধ।

আমাকে অমন খালি খালি বিরক্ত করিসনি বলছি। আমার রাগ জানিস তো,—সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা !

**"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"** ( ভারত—অন্নদামঙ্গল )

যে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা কয়, তাহার সকল কথা সত্য হয় না, বহু মিথ্যা কথা থাকে।

**সে গুড়ে বালি !**

গুড়ের সহিত বালি মিশিয়া গেলে খাদ্যের অনোপযোগী হইয়া যায়।

লক্ষ° সুখ বা সৌভাগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকা।

'এখন মনে ক'চ্ছ, ছোট ভাই ইংরেজী পড়ে লায়েক হয়ে জজীয়তী পাবে, আর কত সুখে থাকবে। সে গুড়ে বালি জেনো ! ঐ মুখেই যত মিষ্টি কথা, কাজের বেলায় দেখবে ঠিক বিপরীত।' [ সতীশ চক্রবর্ত্তি—রায় পরিবার।

**সেচ দিয়ে করে চাষ, তার লক্ষ্মী বারোমাস।**

প্রয়োজনমত বৃষ্টির জলের অভাবে নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া জল ছেঁচিয়া চাষ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

**সেজেগুজে রইলাম ব'সে, নিতে এলো না চোপার দোষে।**

নিজের স্বভাবগত দোষের জন্য সমাদর লাভে বঞ্চিত হওয়া।

**সেজেগুজে রইলেন রাই, এ লগনে বিয়া নাই।**

উপযুক্ত সময় ভিন্ন কিছু হয় না ; পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা বৃথা।

**সেদিন আর নেই বামনী, এখন আগে ভাত পরে আমানি।**

পাঠ সে দিন আর নেই রে নাতি, মণ্ডা খাওয়া পাত পাতি।

পূর্বে আমানি খাইয়া পেট ভরাইতে হইত, শেষে যৎকিঞ্চিৎ ভাত। এখন ভাত বেশী, শেষে সামান্য আমানি। অথবা, আগে হাত পাতিয়া দু-একটি মণ্ডা লইয়া খাইতে হইত, এখন পাত পাতিয়া বসিয়া অনেক খাওয়া।

>পূর্বেকার দুরবস্থা ঘুচিয়া সুদিনের আবির্ভাব।

**সেপাই করে লড়াই, সেনাপতি করে বড়াই।**

সাধারণ সৈন্য যুদ্ধ জয় করে আর সেনাপতি তাহার জন্য গর্ব করে।

>একের কৃতিত্বের গৌরব অপরে দাবি করে।

তুং লড়ে সিপাহী, নাম হো সরদারকা।

**সেবকান্নং পুরাতনম্।** ( সং, চাণক্য )

মূল নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে।।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতন বস্তু বাঞ্ছনীয়; কেবল ভৃত্য এবং চাউল পুরাতন হইলে ভালো।

তুং পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।

**সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।**

এরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশ যে, কঠোর শাসনের জন্য গুরু-শিষ্যের মধ্যেও স্বাভাবিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

**সেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।**

পাঠ সেয়ানা ধাতের ছা, জেগেও কাড়ে না রা।

লক্ষ০ অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি যে সহজে ধরা দেয় না।

**সেয়ান ঠকলে বাপকেও বলে না।** দ্র০ আপনার হারা, স্ত্রীর মারা।

**সেয়ান পাগল ( +বোঁচকা আগল )।**

প্রকৃতই যে পাগল সে নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে পারে না। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে যে সদা সচেতন অথচ সরলতার ভান করে সে অতি চতুর।

**সেয়ান শত্রুর উপায় নাশে।**

চতুর ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে শত্রুর সহিত বৈরতা করে না, শত্রুর অনিষ্ট করিবার শক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

**সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি ( +মুটম হাত এড়াএড়ি )।**

মুটম হাত-মুঠাকরা হাতের একহাত দৈর্ঘ্য,—পূর্ণ একহাত অপেক্ষা মোটামুটি একগিরা কম।

দুইজন সমান চতুর ব্যক্তি যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, তাহা সৌহার্দ্যের বাহ্য প্রকাশ নয়, পরস্পরের অনিষ্ট-চিন্তাই প্রবল। তাই এ উহাকে নিকটে আকর্ষণ করে না, যতদূর সম্ভব দূরে রাখিবার চেষ্টা করে।

>দুইজন সমকক্ষ চতুর ব্যক্তির প্রতিযোগিতা।

দুর্যোধন। [ দুঃশাসনকে ] ধর।

কৃষ্ণ। আমাকে ধর্ব্বে। হারে মূর্খ! আমি নিজে ধরা না দিলে কেউ আমায় কি ধর্ত্তে পারে?—মামা! এবার সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি।

তু° Greek meeting Greek.          [ দ্বিজেন্দ্রলাল—ভীষ্ম।

**সেরকে পসুরি চুরি।** পসুরি—পাঁচসের ওজন।

একসেরের মধ্যে পাঁচসের চুরি! অপরিমিত চুরি।

**সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।**

অতীত কালের যাহা কিছু ভালো ছিল অন্তর্হিত হওয়ায় আক্ষেপ।

ছেলে মানুষ বৌটা নিশ্চয়ই আর জেগে নেই। সে সব দিন কি আছে ভাই—বৌ সারারাত জানালায় বসেই কাটিয়ে দিল সোয়ামীর পথ চেয়ে? সে রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।          অচিন্ত্য—আকস্মিক।

**সেলাম আলেকুম।**

আ° আস্‌সলাম আলয়কুম—ইসলামী রীতিতে অভিবাদন-বচন। প্রত্যভিবাদনে—আলায়কম সেলাম।

লুঙ্গীপরা একজন মাঝবয়সী লোক খুব নম্রভাবে অভিবাদন করিল "সেলাম ওয়ালেকম্।"          বিভূতি মুখো°—বর্ষায়।

**সেলাম দেওয়া।**

সমকক্ষ অথবা অধীনস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আহ্বান জানাইবার শিষ্ট ভাষা।

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

**সোঽহং।** (সং, বেদান্ত)          [ দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ।

আমিই তিনি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি।

আমার কাছে ও সব বুজরুকি চলবে না। ইষ্টুপিটরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী—ঘোষালের ত্রিকথা।

**সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না।**

লক্ষ° সহজ সরল ব্যবহারের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না।

বেশ, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না, সে আমিও জানি। …এবার আমার যা মনে আছে তাই করব।          [ শৈলবালা ঘোষজায়া—মুচি।

তু° सीधी उंगलियों घी नहीं निकलता।

**সোনা-দানা দুধের বাটি, দুয়ো মাগীর ওঁচলা-মাটি।**

যে অনাদৃত সে উৎকৃষ্ট বস্তু পাইলেও নিকৃষ্ট ভাবে,—সুখী হয় না।

মল্লিকা। রাজরাণীই হন, আর রাজকন্যাই হন, সোয়ামীর সুখ না থাকলে কোন সুখ ভাল লাগে না। সোনা দানা ই০। দীনবন্ধু—[ নবীন তপস্বিনী।

**সোনা ফেলে কাচে আদর।** অর্থ সুস্পষ্ট

**সোনায় সোহাগা।**

সোহাগা সংযোগে সোনা উত্তপ্ত করিলে সহজে গলিয়া যায়।

যোগ্য বস্তুর সহিত মিলন হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

অমরেশ হেসে বললে, আমি কবিতাও লিখি।

লেখেন? তবে ত' সোনায় সোহাগা! প্রবোধ সান্যাল—অগ্রগামী।

তু০ सोनेमे सुहागा।

**সোনার অঙ্গে দিলে সোনা, তবেই সোনা অতুলনা।**

স্বর্ণালংকার দেহের শোভাবৃদ্ধি করে; আবার সুন্দর দেহে ধারণ করিলে সোনার ঔজ্জ্বল্য যেন বৃদ্ধি পায়।

**সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি।**

বাংলা রূপকথায় রাজকন্যা মায়ার প্রভাবে যে সোনার ও রুপার কাঠির স্পর্শে জাগে ও ঘুমায়।

লক্ষ০ যাহার প্রভাবে পরিচালিত হইতে হয় এরূপ বস্তু বা ব্যক্তি।

বক্রেশ্বর বাবু কালস সাহেবের সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছিলেন।

**সোনার কৌটায় ভোমরা-ভোমরী।** [টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসীর প্রাণ তাহার দেহের মধ্যে থাকিত না, একটি সোনার কৌটার মধ্যে ভোমরা রূপে লুক্কায়িত ছিল। সেই ভোমরাকে মারিলে তবেই রাক্ষসীর মৃত্যু হইবে।

বাড়ীর শতরঞ্জি ও বাসন—এই দুইয়ের দখল হইল শৈলজা ঠাকুরাণীর প্রাণ। লোকে বলে, ও হ'ল সোনার কৌটায় ভোমরা ও ভোমরী। ঠাকরুণের প্রাণ আছে ওর মধ্যে। তিনি সাধ্যমতে এই জিনিসগুলি বাহির করেন না। তারাশঙ্কর—ধাত্রী দেবতা।

তু০ সাত শ' রাক্ষুসীর প্রাণ।

**সোনার খাটে গা ( মাথা ), রুপোর খাটে পা।**

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত সুখ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক।

সোনার খাটে গা, আর রুপোর খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে, পাঁচ রাণীতে বসিয়া সিঁথিপাটি করিতেছিলেন।

[ দক্ষিণারঞ্জন—ঠাকুরমার ঝুলি ( দুধের সাগর )।

**সোনার চাঁদ।**

চাঁদের শুভ্র আলো দেখিয়া মনে হয় চাঁদ রৌপ্যনির্মিত। সোনায় নির্মিত হইলে আরো সুন্দর হইত।

লক্ষ০ রূপে-গুণে পরম সুন্দর পুরুষ বা নারী।

সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে! খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। রবীন্দ্র—শেষের কবিতা।

**সোনার থালে খুদের জাউ।** জাউ=মণ্ড; মাড়।

যাহার অবস্থা ভালো, অথচ দরিদ্রের মতো জীবন যাপন করে।

>অতি কৃপণ ধনী।

**সোনার দোয়াত-কলম হোক।**

লক্ষ০ শিক্ষিত পুরুষকে উন্নতিলাভের আশীর্বাদ।

দোহাই দারগা সাহেব! তোমার সোনার দোত কলম হোক, তুমি বিলক্ষণ জানো সেখানে কাজের জন্য আমায় মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।

[ অনুরূপা দেবী—পোষ্যপুত্র।

**সোনার পাথরবাটি।**

দ্র০ কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাটিও হবে, অথচ ভাল লেখা-পড়া গান বাজনা জানবে, এমন সোনার পাথরবাটি কোথায় আছে? প্রভাত—রত্নদীপ।

**সোনার বাটিতে বিষ রাখলে অমৃত হয় না।**

লক্ষ০ অনিষ্টকর বস্তু কোনো অবস্থাতেই মঙ্গলকর হয় না।

**সোনা-হেন মুখ ক'রে।**

মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে এমন প্রসন্নচিত্তে।

"এদানী শুনছি, উকীলের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, উকীলদের মধ্যে বিরিফের জন্যে এমনি খেয়োখেয়ি প'ড়ে গেছে যে, এখন যদি ফী দিয়ে আধাআধি বখরাও চাই, তাও তারা সোনাহেন মুখ ক'রে দেবে।"

তু০ With a good grace, [ প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**সোম, শুক্র, মঙ্গলের উষা,—তাতে না বিচারে দিশা।**

সোমবার, শুক্রবার ও মঙ্গলবারের উষা (দ্র০ মঙ্গলে উষা ই০) সকলদিকেই যাত্রা শুভ, কোনো বিচারের প্রয়োজন নাই।

**সোম-শুক্রে পরে শাড়ী, ধন হয় তার আড়িআড়ি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**সোয়াদের কৌটা, অসোয়াদের গোটা।**

নিকৃষ্ট বস্তুর অধিক পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্পও ভালো।

তু০ ঘন দুধের ফোঁটা, বড়ো মাছের কাঁটা।

**সোয়ামী মারি, জলুই মারি, জলার ধারে ঘর ;**
**আপন সোয়ামী মারি আমি, কোন বেটাকে ডর !**

জলার ধারে বাস করিলে যেমন জোঁক মারিতে হয়, তেমনি নিজের স্বামীকেও মারিবার অধিকার স্ত্রীর আছে।

**সোয়ামীর কড়ি দিয়ে ভাইয়ের নাম ;**
**খাড় গড়ায়ে দে, নাইহার যাম।** (মেয়েলী) নাইহার (হিং) = পিত্রালয়।

স্বতন্ত্রা স্ত্রীর আচরণ ঃ—স্বামীর অর্থ খরচ করিয়া বলে ভাইয়ের। আবার বাপের বাড়ী যাইবার আবদার তুলিয়া গহনা গড়াইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

**সোয়ামীর নাম সবাই জানে, লাজে নাহি কয়।**

পতির নাম সকলেই জানে, কিন্তু হিন্দু নারী প্রকাশ্যে তাহা উচ্চারণ করে না,—সামাজিক নিষেধ ও লজ্জার জন্য।

>লোকে অনেক কথা জানিয়াও সংকোচবশতঃ প্রকাশ করে না।

**স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥** (সং)

মূল নৃপস্য চিত্তং কৃপণস্য বিত্তং মনোরথং দুর্জনমানবানাং। +

নারীর চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য সকলের অজ্ঞাত।

"লাবণ্য যে শচীনকে ভালবেসে বিয়ে ক'রছে না এ কথা আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি। কিন্তু শচীনকে সে প্রেমপত্র লিখেছে—কথাটা কেমন কেমন ঠেকছে হে!

"অনায়াসে ঠেকতে পারে। 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং।'

তুং তিরিয়া চরিত জানৈ ন কোঈ। [নরেশ—বেতারে বর।

**স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা।** ( সং ) দ্রং ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

**স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী** ( সং )

মূল আত্মবুদ্ধিঃ শুভংকরী গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধিঃ বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী॥

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হওয়ায় সর্বনাশকর।

মঞ্জরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমার পরামর্শ! তুমিই একদিন বলেছিলে, মনে আছে ঠাকুরপো,—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়করী!'

**স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে পুত্র।** [ অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

নারী গৃহস্থালীর লক্ষ্মীস্বরূপা, তাহার পুণ্যে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। পুরুষের সুকৃতির ফলে পুত্র জন্মিয়া তাহার সহায়ক হয় এবং উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখে।

**স্ত্রী মরে, শ্রী চড়ে,—ঘরে-ঘরে উলু পড়ে।**

পত্নীর মৃত্যুতে পুরুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং পুনরায় পত্নীলাভ ঘটে।

তুং অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।

**স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।** ( সং )।

হীনকুলোদ্ভবা নারীও রূপগুণসমন্বিতা হইলে পত্নীরূপে গ্রহণযোগ্যা।

**স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।**

লজ্জাশীলা নারীর বিনম্র বদনের লালিমা এবং আনত নেত্রের কোমল দীপ্তিতে যে শোভা বিকশিত হয় শত অলংকারেও তেমন হয় না।

**স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ।** ( সং, চাণক্য )

মূল হস্তী হস্তসহস্রেন শতহস্তেন বাজিনঃ।

শৃঙ্গিনো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ ॥

দুর্জন হইতে দূরে থাকাও নিরাপদ নয়, বর্জন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।

**স্নেহ নিম্নগামী।**

বয়সে বা সম্পর্কে যে ছোটো স্নেহ তাহার প্রতিই হইয়া থাকে।

রাখাল বলিল, নামলাম ইষ্টিশানে। তা বলি, দেখে যাই ভাগ্নেকে একবার। স্নেহ নীচগামী, বিবেচনা কর, তোমাদের তো মামাকে দেখতে সাধ হয় না।

তারাশঙ্কর—জলসাঘর ( রাখাল বাঁড়ুজ্জে )।

**স্বখাত সলিলে ডুবে মরা।**

নিজ কৃতকর্মের ফলে নিজের সর্বনাশ হওয়া।

দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

দাশরথি রায়—গান।

**স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥** (গীতা)

স্বধর্ম—ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাই তার স্বধর্ম্ম। ( বঙ্কিম )

নিজের প্রকৃতি ও বিবেক অনুযায়ী কার্য করা কর্তব্য, তাহার বিপরীত কিছু করায় সর্বনাশ ঘটে।

**স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।** ( সং )

নিজ কৃতিত্বের ফলে নিজ নামে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,—পরের পরিচয়ে নয়,—সেই ধন্য।

"নিজের চেষ্টায় টাকা রোজগার করেছি, কারো দুয়ারে ভিক্ষা করতে যাইনি… । বলং বলং বাহু বলং! কি বল, হরিশ খুড়ো!"

"তা ত বটেই। তুমি হোলে 'স্বনামা পুরুষো সিংহম্!"

জলধর সেন—আমার বর।

**স্বপ্নে রাজার হয়েছি রাণী,**
**ফেলে দে আমার নেকড়া-কানি।** ( মেয়েলী )

ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের অলীক কল্পনার বশে বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া।

**স্বর্গে বাতি দেওয়া।** ( দ্রঃ আকাশ-প্রদীপ )।

লক্ষ০ নিজ বংশের গৌরব বৃদ্ধি করা।

**স্বর্গের সিঁড়ি।**

লক্ষ০ শ্রেষ্ঠ সুখে উপনীত হইবার উপায়।

আজ ত সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

**স্বাতীনক্ষত্রের জল, (+পাত্রগুণে ফল)।** [দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো।

আকাশে স্বাতীনক্ষত্র থাকিলে বৃষ্টির জল সামুদ্রিক শুক্তির মুখে পড়িয়া মুক্তা জন্মে, পাত্রান্তরে পড়িলে ব্যর্থ হয়।

লক্ষ০ একই বস্তু বিভিন্ন আধারে থাকিলে বিভিন্নরূপ পরিনতি ঘটে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে প'ড়লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্ব পিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুপ্তমন্ত্র রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্যদিকে চেয়ে দেখেনা। শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

**"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়!"**

অর্থসুস্পষ্ট। [ রঙ্গলাল বন্দ্যো০—পদ্মিনী উপাখ্যান।

**স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।**

ধনী ব্যক্তির পত্নীও সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

**স্বাস্থ্য পান করা।** ই০ To drink the health>

অপরের কুশল কামনা করিয়া ইউরোপীয় প্রথায় মদ্যপান করা।

খাশা মেয়ে, বললেন ছকুবাবু। চোঁ চোঁ করে' তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে' ফেললেন খানিকটা। "বনফুল"—ভীমপলশ্রী।

# হ

**হই গিন্নী, না ছুঁই হাঁড়ি।** (মেয়েলী) দ্র০ ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

**হওয়া পুত ম'রে যায়, হবু পুতের মল গড়ায়।** (মেয়েলী)

পা০ হওয়া পুত্রের বনবাস, আবার হবে তার আশ।

লক্ষ০ বর্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের আশা।

**হওয়া ভাতে কাঠি দেওয়া।** দ্র০ কাঁড়ানো চালে তিন ঘা পাড়।

**হংসমধ্যে বকো যথা।** (সং)

মূল মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা।।

যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন ব্যক্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক।

গোলোকনাথ শর্ম্মা—হিতোপদেশ।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) বাপরে এত বড়লোকের মেলা, তার মধ্যে আমি কি করবো? "হংস মধ্যে বকো যথা"। শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়ন-তারা।

তু০ जैसे बगुला सोहत नहीं हंसमन्डली माहिँ।

**হক কথা কইবো, বন্ধু চটে চটবে ;**
**পেট ভ'রে খাবো, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।**

পরিণামের চিন্তা না করিয়া নিজের ইচ্ছামত পথে চলার সংকল্প।

**হক কথার মার নেই।**

উচিত কথা বলিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

তু০ साँचको आँच कहाँ।

**হকের ধন।**

যে বস্তুতে নিজের ন্যায়সংগত স্বত্তবস্বামীত্ব বর্তমান।

তাহার হকের ধন অন্যে লুটিয়া খাইবে ইহা অসহ্য।

[ অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।

**হচ্চে হবে।**

দীর্ঘসূত্রতা। কোনো কাজ করায় ত্বরান্বিত না হওয়া।

রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন। হচ্চে হবে—খাচ্চি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নান-আহার করেন। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**হট্টমেলার দেশ।** হট্ট=হঠকারী; দাম্ভিক।

যে দেশের জনগণ ঐশ্বর্যমদমত্ত হইয়া অদ্ভুত আচরণ করিয়া থাকে।

আমার খুকুর বিয়ে দেবো হট্টমেলার দেশে।
তারা গাইবলদে চষে;
তারা দুধে আঁচায়, ঘোলে ছোঁচায়, ঘোড়ায় চড়ে বাহ্যে যায় ইং।

**হণ্ডল-মণ্ডল।** [ ঘুম পাড়ানিয়া গান।

নানা বস্তুর একত্রে বিশৃংখল অবস্থান। অগোছাল। এলোমেলো।

তু॰ Higgardly piggardly.

**হতগজ। হজগজ।** দ্র॰ অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।

নানা অসার, অবান্তর ও অসংবদ্ধ কথা।

অফিসে কাটাও তামাক, গল্প গুজবে,—
পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে,
( শেষে ) ক'রে গোটা কত সই।

**হ পর্যন্ত হয়ে ক্ষিয় বাকী।** [ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—হাসির গান।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্বে প্রাচীন প্রথায় ক্ষ ( ক্ষিয় ) পৃথক বর্ণ বলিয়া গণ্য হইত এবং 'হ' বর্ণের পরে বর্ণমালার শেষ বর্ণরূপে স্থান পাইত। দেবনাগরীতে এইরূপ তিনটি বর্ণ—ক্ষ, ত্র, জ্ঞ।

লক্ষ॰ কোনো কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকা।

অনেক অনেক কর্ম্ম হ পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিলেও ফিরিয়া যায়।

**হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী।** [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

বাংলা উপকথায় বর্ণিত স্থূলবুদ্ধি রাজা এবং তাহারই উপযুক্ত মন্ত্রী—নির্বোধের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

অন্যায় হয়ে গেলে কাউকে তো শাস্তি দিতেই হবে ভাই। হবুচন্দ্র রাজার বিচার এই কথাই বলে। চুরি করতে গিয়ে চোর যদি দেয়াল চাপা পড়ে মরে তা হলে কুমোরকে ধরে ফাঁসি দাও। আইনের মর্যাদা তো রাখতে হবে। নারায়ণ গঙ্গো॰—ভাঙা বন্দর (কবর)।

**হবি তো হ'।**

দৈবক্রমে এমন ঘটনা ঘটা যাহা বিশেষভাবে অবাঞ্ছিত অথবা ক্ষতিকর।

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! আর হবি তো হ' কান্তি বাবুর বাড়ীর এত নিকটে!……এখানে একটা গোলমাল হইলে কান্তিবাবুর বাড়ী হইতেই তো লোক ছুটিয়া আসিবে। নরেশ—অভয়ের বিয়ে।

**হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব।** ( সং, মনুস্মৃতি ; বিষ্ণুপুরাণ ; মহাভারত আদিপর্ব )

মূল ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ।।

ঘৃত-সিঞ্চিত অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়া।

শ্রীশ।......তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। ... ... তাঁর সম্বন্ধে কৌতুহল কিছুতেই থামাতে পারচিনে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ই°"। রবীন্দ্র—চিরকুমার সভা।

**হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।** দ্র° অজাত পুত্রের নামকরণ।

**হয়কে নয় করা।** দ্র° দিনকে রাত করা।

**হয়তো কট্‌কট নয়তো ঝন্‌ঝন।**

কখনো কট্‌কটে করিয়া কঠিন বন্ধন, কখনো আবার একেবারে আলগা—ঝন্‌ঝন্ করে। কখনো অত্যন্ত অধিক, কখনো অত্যন্ত কম।

আধিক্য অথবা স্বল্পতার চরম মাত্রা।

"তোমার দেখছি, হয়তো কট্‌কট্ নয়তো ঝন্‌ঝন্। ছেলেদের যখন শাসন করো, মেরে আধমরা করে ছাড়ো। আবার যখন একেবারে রাশ ছেড়ে দাও, ওরা জিনিসপত্র ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্ করে,—দেখেও দেখোনা।"

**হ—য—ব—র—ল।**

বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালার চারটি অন্তাস্থ বর্ণ য, র, ল, ব এবং বর্ণমালার শেষ ( মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণ ) হ—এই পাঁচটি সন্ধি-প্রকরণের কোনো কোনো নিয়মে একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে।

(১) বাংলা বর্ণমালার য, র, ল, ব, হ বিশৃংখল ভাবে বিন্যস্ত।

(২) 'হযবরট লণ্' এই পাণিনির ব্যাকরণ সূত্র পর্যন্ত সামান্য বিদ্যা। ( সুশীল )

>বিবিধ বস্তুর বিশৃংখল ভাবে একত্র সমাবেশ।

এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজ্য-নীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ—য—ব—র—ল হইয়া একত্রে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকিত। [ রবীন্দ্র—সমালোচনা।

**হর-বর-সর করা।**

তাড়াতাড়ি বিশৃংখলার সহিত গোলমেলে কাজ করা।

দমসম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্ম্মে আসিত—কতক সাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তার পরে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে দিয়া হর-বর-সর করিতাম। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**হরি ঘোষের গোয়াল।**

খৃ০ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার দেওয়ান হরি ঘোষ হেদুয়া দীঘির অনতিদূরে বাস করিতেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (দ্র০) যখন বাংলায় প্রায় এককোটি লোকের অনাহার ও মহামারিতে মৃত্যু হয় তখন কলিকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ত্রাণকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হরি ঘোষও বহু অক্ষম ব্যক্তিকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রমথনাথ মল্লিক—

>ব্যং বহু অপদার্থ ব্যক্তির সঙ্গমস্থল। [ সুবর্ণবণিক সমাচার, শ্রাবণ ১৩২৮।

তোমার বাড়ী চায়ের সময় বিস্তর লোক জমে দেখছি,—একেবারে হরি ঘোষের গোয়াল!

**হরিণবাড়ী।**

যে স্থানে কলিকাতার (আলিপুর) প্রধান কারাগার বর্তমানে অবস্থিত সেখানে পূর্বে হরিণবাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র পশুশালা থাকায় কেন্দ্রীয় জেলখানার এই নাম।

থেকেছেন কখনো কলকাতায়?

একটু হেসে বলে, একবার ছিলাম বছর দেড়েক।

কোথায়? কোন ঠিকানায় থাকতেন?

হরিণ বাড়ীর জেলে। হেসে উঠে নির্মল বলে।

**হরিণের শিঙে মাছি বসে না।** [ মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।

হরিণ অত্যন্ত চঞ্চল-স্বভাব, সেজন্য মাছিও বসিবার সুযোগ পায় না।

লক্ষ০ যে সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকে তাহার দেহে রোগ জন্মিতে পায় না।

তু০ The rolling stone gathers no moss.

**হরিপদে থাকলে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।**

ভগবদ্‌ভক্তি থাকিলে মনে সদা সুখ থাকে।

**হরি বললেই কাঁড়া চাল।**

ভিক্ষা দ্বারা বিনা আয়াসে জীবিকার্জন হয়।

**হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বাড়ে মান।**

ঈশ্বরের দয়ায় রোগী নিরাময় হয়, কিন্তু সুখ্যাতি হয় চিকিৎসকের।

**হরিবাসর।** বাসর=দিবস।

যে দিনটি (সচ০ রবিবার অথবা একাদশী ই০ তিথি) ভগবদালোচনাদিতে ব্যয়িত হয়।

দিদিমা এক একদিন হরিবাসর করিতেন; সমস্ত রাত্রি কথা এবং কীর্ত্তন হইত, তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রে ঘুমাইতে পারিতাম না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী।

**হরিভক্তি উড়ে যাওয়া।**

এরূপ দারুণ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হওয়া যে, ভগবদ্ভক্তির মতো উচ্চ ভাব পর্যন্ত মন হইতে অন্তর্হিত হয়।

অদ্বৈতগৃহিণী যখন দেখিল যে, তাহার অকর্মণ্য স্বামীটী যথাসর্বস্ব ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হরিপাদপদ্ম সার করিল, তখন তাহার হরিভক্তি উড়িয়া গেল, রাগে তাহার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

**হরিমটর।** [ জলধর সেন—আমার বর (রাধারাণীর ইচ্ছা)।

(১) খাদ্যের অভাবে 'হরিমটর' নামে কোনো অস্তিত্বহীন কল্পিত দানা খাইয়া দিনপাত করা।

(২) "হরিনামরূপ মটরদানা। অর্থাৎ হরিসংকীর্ত্তনে উপবাসে দিন যাপন; ব্যঙ্গে, অভাবে উপবাস।" ( সুশীল )

'বলি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, না তিনদিন থেকে হরিমটর চল্‌চে? কী চেহারা হয়েচে তোমার?' প্রবোধ সান্ন্যাল—প্রিয় বান্ধবী।

**হরির লুট।**

স্বল্প ব্যয়ে এবং বিনা কোনো অনুষ্ঠানে পূজা, যাহাতে তুলসীতলায় নারায়ণের নামে বাতাসা নিবেদন করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে ( সচ০ শিশুগণ ) তাহা কুড়াইয়া লয়।

"...যত টাকার সন্দেশ আর বাতাসা পাওয়া যায় আনিয়ে গোবিন্দ দেবের ভোগ দিইয়ে হরির লুট দেবার ব্যবস্থা করে' দিন গে।

ব্য০ বেপরোয়াভাবে অপচয় করা। [ চারু বন্দ্যো০—নষ্টচন্দ্র।

**হরির লুটের ছেলে।**

নবজাত শিশু ও প্রসূতীকে আগুনের সেঁকতাপ দিবার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে যে শিশুকে হরির লুট দিবার মতো কেবলমাত্র তুলসী তলায় একবার শোয়াইয়া তুলিয়া লইবার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়।

মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচতো!! সে তাপসেঁক, দাগা, ফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতী ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিরলুটের তুলসীতলার খোকা ও মা দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াত বলে। স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**হরিষে বিষাদ।**

আনন্দ অনুষ্ঠানের নিরানন্দ পরিণতি।

তু০ কুলেলমেঁ গুলেল।

**হরিহর আত্মা।**

শিব ও বিষ্ণুর অভিন্নতা প্রমাণের জন্য উভয়ের এক দেহে মিলিত মূর্তি।

>অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

আমার বাবাতে আর হরিদাসীর শ্বশুরে একেবারে হরিহর আত্মা ছিল।

তু৹ To be hand and glove with. [প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী।

**হরেদরে হাঁটু-জল ( এক হাঁটু )।**

জল কোথাও বেশী কোথাও কম হইলেও গড়পড়তায় অধিক নয়।

মেজ ঠাকুর জামাই যেমন 'কালে ভদ্রে' আইসেন—ইনি তেমনই যখন তখন আসিলে 'হরে দরে হাঁটু জল' দাঁড়াইবে।

**হরের্নামৈব কেবলম্।** (সং) [ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্টচক্র।

মূল হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

কলিযুগে অবিরত হরিনাম গ্রহণ ভিন্ন জীবের মুক্তি নাই।

**হর্তা-কর্তা-বিধাতা।**

হিন্দুশাস্ত্রে পরমেশ্বরের অংশত্রয়,—হর্তা ( ধ্বংশকারী রুদ্র ), কর্তা ( পালক বিষ্ণু ) ও বিধাতা ( সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা )।

>অসীম শক্তিশালী ব্যক্তি, যিনি সকল ক্ষমতার আধার।

এ গাঁয়ের মালিক যেই হোক, সাক্ষাৎ হর্তা কর্তা বিধাতা হলো গোমস্তা নকুড় বিশ্বাস।

**হস্তামলকবৎ।**

হস্তে ধৃত আমলকি সম্বন্ধে যেমন অনায়াসে সব কিছু জানা যায়।

লক্ষ৹ কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান।

সমরকেতু বলিলেন—দেব! আপনি সর্বজ্ঞ। ভূত ও ভবিষ্যৎ—হস্তামলকবৎ আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তির অধীন।

**হস্তীমূর্খ।** [ হরিসাধন মুখো৹—কঙ্কণ-চোর।

বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ— দেবতাদের জননী অদিতি। তাঁহার কনিষ্ঠ ( অষ্টম ) সন্তান একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড। বিশ্বকর্মা তাহা হইতে নির্মাণ করিলেন বিবস্বৎ ( আদিত্য বা সূর্য )। যে রাশীকৃত ছাঁট বাহির হইল তাহা হইতে জড়পিণ্ডবৎ হস্তীর জন্ম।

>হস্তীর মতো আকারে স্থূল, সুতরাং বুদ্ধিতেও স্থূল।

একটা তুচ্ছ মেয়েছেলের এই সামান্য চাতুরীটুকু ভেদ করিতে পারিবে না সে, এত বড় হস্তীমূর্খ কিংশুক নয়। নরেশ—বেতারে বর।

**হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ !**

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত ক্ষুধিত রাক্ষস-রাক্ষসীর চীৎকার।

রূপকথার রাক্ষস যেমন নাসিকা উন্নত করিয়া আছে, আমিষের ঘ্রাণ পাইলেই গর্জন করিয়া উঠে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ"—ইহারা তেমনি কোথাও একটুকরো নূতন জমির সন্ধান পাইলেই দলে দলে চীৎকার করিয়া উঠে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ।" রবীন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য।

তু° Fee, Fie, Foe, Fum ! I smell the smell of a little child.

**হাঁচি জিঠি যে জন বাছে, বিঘ্নের সময় সে জন বাঁচে।** ( ডাক )

**হাঁচি-টিকটিকির বাধা, যে না মানে সে গাধা।** ( খনা )

যাত্রাকালে কেহ হাঁচিলে বা টিকটিকি ডাকিলে তাহা অশুভ ;—ইহা মানিয়া চলা উচিত।

যেন মতে ময়নামতী হস্তে ঝারি-নৈল।
হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল ॥

[ মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

**হাঁটার আগে হামাগুড়ি।** অর্থ সুস্পষ্ট।

**হাঁটিতে যে গাও নড়ে, তাও কাজের লেখায় ধরে।**

কাজ করিবার সময় সামান্য চলাফেরা করিলে দেহ যতটুকু নড়ে তাহাকেও একটা পৃথক কাজ ধরিয়া মোট কাজের হিসাব দেওয়া।

> চতুর ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য অযথা বাড়াইয়া বলিতে বিলক্ষণ পটু।

**হাঁটি হাঁটি ( চলি চলি ) পা পা।**

শিশুর হাঁটিতে শিখিবার কালে উৎসাহ-বাণী।

"চলি চলি পা পা" টলি টলি যায়,
গরবিণী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।

[ রবীন্দ্র—শিশু ( হাসিরাশি )।

**হাঁটুর বয়স।**

যে বয়সে মানুষের দৈর্ঘ্য পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হাঁটুর উচ্চতার সমান হয় ;—নিতান্ত শিশু।

"তাস পেড়েছ নাকি ? বাঁটো, বাঁটো। তোমাদের সঙ্গে খেলতেও ইচ্ছে করে না। হাঁটুর বয়িসী সব। লোকে দেখলেই বা বলবে কি ?"

[ সরোজ রায়চৌধুরী—মধুচক্র।

**হাঁড়ি খাওয়া।**

রন্ধনশালা হইতে চুরি করিয়া খাওয়া।

"এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না।" বঙ্কিম—কমলাকান্তের দপ্তর ( বিড়াল )।

**হাঁড়ি ঠেলা।**

ক্লেশকর রন্ধনকার্য করা।

আমার কপালে যা আছে হবে, আমি মল্লিক-বাড়ীর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে দিন কাটাব। দ্বারিকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্যে আগমন।

**হাকিম টলে ( নড়ে ) তো হুকুম টলে ( নড়ে ) না।**

(১) অন্য যে কোনো দুর্বলতা থাকুক, নিজের সংকল্প হইতে বিচলিত না হওয়ার দৃঢ়তা। (২) "বিচারকের বদল হয় কিন্তু তিনি যে আদেশ দিয়া যান তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।" ( জ্ঞানেন্দ্র )

**হাটে কান কাটে, ঘরে চুপ-চুপ।**

প্রকাশ্যভাবে যে নিন্দা প্রচারিত হয় তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা।

**হাটে গিছলো জায়ের ( সতীনের ) মা, দেখে এলো বাঘের পা ;**
**সে দেখলো, আমি শুনলেম,—মরি-বর্তি বাঘ দেখলেম।** (মেয়েলী)

একজন দৈবক্রমে বাঘের পায়ের ছাপ দেখিয়া আসিয়া যে গল্প করিয়াছে তাহা শুনিয়া আর একজনের চাক্ষুষ বাঘ দেখার কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

লোকে পরের মুখে যে কথা শোনে তাহাকেই অতিরঞ্জিত করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা বলিয়া প্রচার করে।

**হাটের নেড়া হুজুক চায় ( খোঁজে )।**

(১) নিঃস্ব নিষ্কর্মা ব্যক্তি, যাহার কোনো দায়-দায়িত্ব নাই, সেও হাটে যায়,—বেচাকেনা করিবার জন্য নয়, একটা কিছু হুজুক পাইলে তাহাতে মাতিয়া আমোদ পাইবার জন্য।

(২) যে হাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কেবল হুজুক চায় ; একটা হুজুক উপস্থিত হইলে সকলে তাহা লইয়া পড়ে। আর তাহার চুরির সুবিধা হয়। (সুবল)

**হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান।**

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কোনো বিষয়ের চর্চা বা আলোচনা।

মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণ-প্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সঙ্কলিত দর্শন-শাস্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃত হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান। অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

**হাটে রাঁধে, হাটে খায়,— শয়ন করে যথায় তথায়।** অর্থ সুস্পষ্ট।

তু০ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

**হাটে হাঁড়ি ভাঙা।**

সামাজিক অপরাধের জন্য দণ্ডদানের প্রাচীন গ্রাম্য প্রথা :—একটি হাড়িতে সিঁদুর মাখাইয়া সহজিয়া সিদ্ধাচার্য লুইপাদের পূজা হইত। পরে ভোজের জন্য যে খাসী কাটা হইত তাহার নাড়িভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পুরিয়া হাটে লইয়া গিয়া ভাঙা হইত। এইরূপে যাহাদের কলঙ্ক প্রচারিত হইত তাহারা সমাজে 'ঠেকো' বা অস্পৃশ্য হইয়া যাইত।　　পাঁচকড়ি বন্দ্যো°—গোড়ার কথা,

>গোপন কলঙ্ক সাধারণে প্রচার করা।　　[ "বঙ্গবাণী", ফাল্গুন, ১৩২৯।

তুং ভঁডা ফোড়না।

**হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করা।**

নির্দয়ভাবে প্রহার করা।

"আচ্ছা, সাজ্ তোর এক কলিকা তামাক, যদি ভাল হয় তবে কিছু বলবো না, মন্দ হলে তোর হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করবো।"　　তারক গঙ্গো°—স্বর্ণলতা।

**হাড় খাই, মাস খাই, চাম নিয়ে ডুগডুগি বাজাই।**

চরম সর্বনাশ সাধনের ভীতি প্রদর্শন।

**হাড়গোড় ( হাঁটু ) ভাঙা দ।**

বাংলা 'দ' অক্ষরটি দুই স্থানে দুমড়াইয়া তিন ভাঁজ করা।

>অতি শীর্ণ ভাঙাচোরা দেহ।

"তুমি বেশ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড় ভাঙ্গা দ।"

**হাড়পাকের বোঝা।**　　[ দীনবন্ধু—সধবার একাদশী।

যে বোঝা শুষ্ক হাড় এবং পাক দিয়া গুটানো দড়ার মতো শীর্ণ নিরস বস্তুতে পূর্ণ।

>ব্যবহারের অনোপযোগী ভারী এবং কদর্য বস্তুর সমষ্টি।

এই সব পুরানো বাক্স-পেটরাগুলো মিছে জমিয়ে রেখেছ কেন? হাড়পাকের বোঝা ফেলে দিলে যে ঘরটার একটু চেহারা ফেরে।

**হাড়ী ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।**

মনসাদেবী পুরাণমতে কশ্যপমুনির কন্যা, নাগরাজ বাসুকির ভগিনী এবং জরৎকারুমুনির পত্নী। কিন্তু বাংলা দেশে যে মনসার পূজা হয় তিনি অনার্য দেবতা, নাগোপাসক দ্রাবিড়জাতি হইতে আগত এবং বাংলার নিজস্ব দেবতা শিবদুর্গার কন্যা বলিয়া গৃহীত। তিনি নাকি শিবঠাকুরের ঔরসে ডোমনী-রূপিনী চণ্ডী বা পার্বতীর গর্ভজাত। তিনি অন্ত্যজ জাতিগণের মধ্যে তান্ত্রিক অভিচারের দেবীরূপে পূজিত। ( বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল। )

ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রদ্বারা রোগের চিকিৎসাকালে মন্ত্রপাঠ সহ বলা হয়—'কামরূপ-কামাখ্যার আজ্ঞা, হাড়ী-ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা' ইত্যাদি।

**হাড়ীর উপর ডোম কুলীন, ডোমের উপর হাড়ী কুলীন।**

অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদ বিচার আছে।

যে যতই হীন হউক অপরকে আরও হীন জ্ঞান করে।

**হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।**

অধমের ধন হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না,—অপব্যয় হইয়া যায়।

**হাড়ে দুর্বো গজানো।**

জমিতে চাষ না দিয়া ফেলিয়া রাখিলে দুর্বাঘাস জন্মিয়া জমি নষ্ট হয়।

লক্ষ০ আলস্য ও অকর্মণ্যতার ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া।

**হাড়ে ( গায়ে ) বাতাস লাগা।**

বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করা।

"কি করিব, এমন ঠাঁই নাই যে সেখানে গিয়া থাকিলে দশ পাঁচদিন গায় বাতাস লাগে।" কেরি—কথোপকথন।

**হাড়ে ভেল্‌কি খেলা।**

যাদুকর যাদুদণ্ড রূপে যে অস্থিখণ্ড ব্যবহার করে তাহা হনুমানের হাড় এইরূপ বিশ্বাস।

কোনো কোনো বিশেষ হাড়ের গুণে নাকি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে।

>অতি চতুর বা কর্মঠ ব্যক্তি, যে অসাধ্য সাধনে সক্ষম।

আহা! কি মন্ত্রী পাইয়াছেন!......তার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেলকি হয়। [ টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

**হাড়ে হাড়ে।**

গভীর ভাবে। সম্পূর্ণরূপে।

সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। বঙ্কিম—বিবিধ প্রবন্ধ (সাংখ্য দর্শন)।

**হাড্ডি কখনও গোস্ত নয়, খুট্টি কখনও দোস্ত নয়।**

খুট্টি—বাঙালী মুসলমান সমাজের মিঞা বা উচ্চশ্রেণী।

হাড় যেমন মাংসের মতো নরম হয় না, উচ্চ সম্প্রদায় চাষীদের বন্ধু হয় না। সমাজের দুটি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারে না।

**হাত-আল্‌সে পায়েরে দোষে।**

অলস ও অকর্মণ্য ব্যক্তি, যে কোনো হাতের কাজ করিতে পারে না, সে পায়ের দোষ দেয়।

লক্ষ০ নিজের দোষ সকলে পরের উপর চাপায়।

**হাত-আলস্যে গোঁফ নষ্ট।**

আলস্যবশতঃ একটু হাত নাড়িতেও না পারিলে যত্নের অভাবে গোঁফের বাহার থাকে না।

>আলস্যের ফলে বহু দুর্দশা ভোগ করিতে হয়।

তু০ हाथ पायके आलसी, मुँहमें मूछ जाय।

**হাত ছোটো, আম ( আম্ব ) বড়ো।**

লক্ষ০ আকাংক্ষা বৃহৎ কিন্তু ক্ষমতা অল্প।

আপাতে হইনু জরা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ ॥ ভারত—বিদ্যাসুন্দর।

তু০ कुवत् थोड़ी मंजिल भारी।

**হাত ঝাড়লে পর্বত।**

ইচ্ছা করিলে অনায়াসে প্রচুর দিতে পারা যায় এরূপ সচ্ছল অবস্থা।

রাখাল বলিল—আমার এক পয়সাও সম্বল নেই, ভাই, থাকলে দিতাম। ভিক্ষুক বলিল—আপনি রাজা, আপনার হাত ঝাড়লে আমাদের পর্ব্বত। [ চারু বন্দ্যো০—পরগাছা।

**হাত দিয়ে জল গলে না।**

হাতের আঙুলের মধ্যে এতটুকুও ফাঁক না রাখা যে তাহাতে জলও যাইতে পারে। অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব।

জাফর আলি, আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেছে। [ শরৎ—পল্লী-সমাজ।

তু০ इन तिलों तेल नहीं निकलता।

Close-fisted.

**হাত ধুয়ে খালাস ( বসা )।**

কার্য শেষ করিয়া বা দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করা।

তোমরা দু'টাকা আনিয়া দিয়াই ব্যস—
( যাও ) ব'সগে হাত পা ধুয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল—
[ হাসির গান ( তোমরা ও আমরা )।

**হাত ধুয়ে ব'সে থাকা।**

ভোজন বা কোনো কাজের জন্য হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা।

অনেক কাগজ পত্রে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম প্রমাণ হওয়ায় কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থেরা পৈতা লইবার জন্য হাত ধুয়ে বসেছে।

**হাত নলি-নলি, পা সরুয়া,**
**পেট গজন্দর, গাল ফুলুয়া।** [দ্বারকা বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্তে আগমন।

হাত-পা সরু, পেট মোটা, গাল ফোলা,—রুগ্ন কদাকার চেহারা।

**হাত-পা পেটের ভিতর ঢোকা।**

আতঙ্কে নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকা।

আমরা কোণে বসে, পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি,····· আর ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেধচ্ছে। [ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

**হাত-পা বেঁধে জলে ফেলা।**

এরূপ ভাবে ঘোর দুর্দশাগ্রস্ত করা যে উদ্ধারের কোনো উপায় থাকে না।

মেয়েটি আমার সোনার চাঁপা, বাপ হয়ে হাত-পা বেঁধে কি জলে ফেলে দেব? গিরিশ—আয়না।

**হাত মুখ চেনে।**

পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকিলে কখনো অমিল হয় না।

**হাতিয়ার আপনা নয়, কোটাল নয় মিতা;**
**ঘরের স্ত্রী আপন নয়, না কইও নির্ণয় কথা।** নির্ণয়=গোপন।

কাহাকেও আপন জন ভাবিয়া বিশ্বাসপূর্বক মনোগত ভাব জানিতে দেওয়া নিরাপদ নয়।

**হাতী চ'ড়ে ভিক্ষে মাগি, ইচ্ছেয় না দাও ঘর ভাঙি।**

>প্রবল ব্যক্তি যাহা চায় বলপ্রয়োগেও আদায় না করিয়া ছাড়ে না।

**হাতী যখন খানায় পড়ে, চামচিকেতেও লাথি মারে।**

মহতের পতন হইলে, যে অতি হীন সেও অপমান করে।

মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।। ভারত—অন্নদামঙ্গল।

**হাতীর গলায় ঘণ্টা।**

অতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এইরূপ দুইটি বেমানান বস্তুর একত্র সমাবেশ।

তু০ উটকে মুহমেঁ জীরা।

**হাতীর গা হাতী দেখতে পায় না।**

হাতী নিজের বিশাল দেহ এবং অমিত শক্তির কথা জানিলে অনর্থ বাধাইতে পারিত।

লক্ষ০ নিজের গুণাবলী না জানিলে তাহার সদ্ব্যবহার হয় না।

তু০ নিজ সুগন্ধ গুণ মৃগ নহীঁ জানে।

**হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে গেলে।**

লক্ষ০ মহতের পরিচয় পাইলে ক্ষুদ্রের আত্মশ্লাঘা দূর হয়।

তু০ ঊঁট জবতক পহাড়কে নীচে নহীঁ জাতা তবতক জানতা—
মুঝসে উঁচা কোঈ নহীঁ।

**হাতীর পায়ে কুলের আঁটি।**

লক্ষ০ ক্ষুদ্র বস্তুও বৃহৎকে বিপন্ন করিতে পারে।

**হাতীর মিন্ মিন্, ঘোড়ার দৌড়।**

মহতের কর্মশক্তি ক্ষুদ্রের অপেক্ষা অধিক হয়।

**হাতুড়ে বদ্যি ( ডাক্তার )।**

রোগ না বুঝিয়া হাতড়াইয়া বা কেবল মাত্র আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া যে চিকিৎসা করে। অশিক্ষিত আনাড়ি চিকিৎসক। ই০ A quack.

**হাতুড়ে বদ্যি যমের দোসর।**

অজ্ঞ মূর্খ চিকিৎসক রোগীর মৃত্যুর কারণস্বরূপ হয়।

তু০ নীম হকীম খতরে জান।

**হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাও নীলাচল।**

নীলাচল—নীলগিরির এক প্রান্তে অবস্থিত পুরী তীর্থ, যেখানে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে।

পুরী যাওয়া পূর্বে অতি ব্যয়সাধ্য ছিল এবং দীর্ঘপথ হাঁটিতে হইত।

লক্ষ০ যোগ্যতা থাকিলে তবেই কঠিন কাজের চেষ্টা করা কর্তব্য।

**হাতে কলমে।**

কেবল মুখের কথায় নয়, নিজের হাতে কাজ করিয়া শিক্ষা বা প্রমাণ।

সরযূকে সে নিজে শিক্ষা দিয়া পন্ডিত করিয়া তুলিয়া, হাতে-কলমে দেখাইবে যে উচ্চশিক্ষা ও সাংসারিক বিদ্যার কি চমৎকার সমন্বয় হইতে পারে।

নরেশ—বিপর্যয়।

**হাতে কাজ করো, মুখে হরি বলো।**

কার্যে নিযুক্ত থাকা কালেও ধর্মাচরণ করিয়া যাওয়া কর্তব্য।

**হাতে কালি মুখে কালি, বাছা আমার লিখে এলি।**

কালি মাখামাখি করিয়া আসিলেই বুঝা যে ছেলে লেখাপড়া করিতেছে।

>বাহ্য প্রমাণ।

**হাতে-খড়ি।**

'বিদ্যারম্ভ' নামে হিন্দু সংস্কার বি০, যাহাতে শুভদিনে শিশুর হাতে খড়ি ধরিয়া এবং গুরু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ভূমিতে লিখন-শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয়।

কোনো কিছু শিক্ষার বা অভ্যাসের সূত্রপাত।

"বাহারে! ব্রাহ্মণ পুত্র হ'য়ে অসঙ্কোচে পৈতা ত্যাগ করলি! ত্যাগ স্বীকারের এ হাতে খড়ি নাকি?" স্বর্ণকুমারী দেবী—স্বপ্নবাণী।

**হাতে খেলে হাড়ীর ভাতও মাহাঙ্গা হয় ।**

হাড়ী অস্পৃশ্য ; কিন্তু তাহার ছোঁয়া ভাত খাইতে চাহিলেও দেয় না—গুমর বাড়ে ।

লক্ষ০ তুচ্ছ নিকৃষ্ট বস্তুরও চাহিদা হইলে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায় ।

তু০ ছুঁচোর গু যদি কাজে লাগে ই০ ।

**হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই ।**

প্রাচুর্য সত্ত্বেও দারিদ্র্য প্রচার ।

**হাতে দড়ি ।**

অপরাধের দায়ে ধৃত হইয়া বন্ধন-দশা । নিগ্রহ ভোগ ।

ভাই হয়ে কি আর হাতে দড়ি দেবে ? থানায় যাবে ?

[ প্রভাত—নবীন সন্ন্যাসী ।

**হাতে-নাতে ( মাথে ) ধরা ।**

অপরাধ করার সময়েই অপরাধীকে ধরা ।

তু০ To catch red-handed.

**হাতে না মেরে ভাতে মারা ।**

শারীরিক দণ্ড না দিয়া তাহার পরিবর্তে অন্নে বঞ্চিত করিয়া নির্যাতন । পরোক্ষভাবে ক্লেশ দেওয়া ।

"অপরাধ হয়ে থাকে, দণ্ড দেবেন ; কিন্তু গরীবকে হাতে না মেরে ভাতে মারবেন না বাবু । এ দোকানটুকু গেলে গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে মরবো ।"

**হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ।**

পাঁজি কাছে থাকিলে আজ কি বার তাহা সহজেই জানা যায় ।

সহজে প্রমাণ বা মীমাংসার উপায় থাকিলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ।

কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষেয় সার ধন রমণী,
রমণী দুঃখিনী নয় জান ।
পুরুষেতে যেমন সুখী, আমায় দিয়ে দেখ না সখি,
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন ।।

[ দাশরথি রায়—শ্রীরাধার মানভঞ্জন ।

**হাতে-বহরে ।**

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে । লম্বা ও চওড়া—দুই দিকেই ।

একটি যুবতী গজেন্দ্রগমনে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন । আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম । কেননা হাতে-বহরে স্ত্রী-জাতির এ হেন নমুনা সে দেশেও অতি বিরল ।

প্রমথ চৌধুরী—চার-ইয়ারী কথা ।

**হালে পানি পায় না।**

নৌকার হাল জলের নাগাল না পাইলে নৌচালনা সম্ভব হয় না।

লক্ষ০ শত চেষ্টাতেও সামর্থে কুলায় না।

মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়াও কিছু হইল না, শেষ পর্যন্ত নটবর দেখিল আর হালে পানি পায় না। বুঝিল, মিথ্যার জয় চিরকাল হয় না।

তু০ To catch a crab. [ সত্যরঞ্জন সেন—মিথ্যার জয়!

**হাসতে যতক্ষণ, কাঁদতেও ততক্ষণ।**

যাহার হৃদয়াবেগ অতি প্রবল,—সামান্য কারণে হাসে বা কাঁদে।

**হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা ( পেটে খিল ধরা )।**

অপরিমিত হাসির ফলে দৈহিক ক্লেশ অনুভব করা। হিতে বিপরীত।

**হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তো ঝরে।** দ্র০ কুচ-বরণ কন্যা ই০।

ছোটরাণী হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে। দীনবন্ধু—জামাই বারিক।

**হাসিমুখে দান, কেড়ে নেয় প্রাণ।**

স্বেচ্ছায় এবং প্রসন্ন চিত্তে দান করিলে গ্রহিতা অধিক তৃপ্তি পায়।

তু০ A gift with a kind countenance is a double present.

**হসিয়া চায় আউড় দৃষ্টি, ডাক বলে সেই সে নষ্টি।** ( ডাক )

যে নারী হাসিয়া কটাক্ষ হানে সে দুশ্চরিত্রা।

**হাসির ( কথার ) মার বড়ো মার।**

বিদ্রূপের হাসি অথবা বাক্যবাণে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা হয়।

মহাদেব কহিলেন, বাবা হাসির মার বড় মার। দীনবন্ধু—

**হা-হুতাশে জীবন ক্ষয়, ধীরে সুস্থে লভে জয়।** [যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ।

তু০ সবুরে মেওয়া ফলে।

**"হিং টিং ছট্।"**

হিন্দু পূজার মন্ত্রের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত। হবচন্দ্র রাজা কর্তৃক এক বিচিত্র স্বপ্নে শ্রুত এই অর্থহীন মন্ত্র বা বচনের যে ব্যাখ্যা হইল তাহাও সমান অর্থহীন।

>কোনো অর্থহীন শব্দসমষ্টি যাহা পূজামন্ত্রের সহিত ধ্বনিসাদৃশ্য হেতু ইতর সাধারণের অকারণ শ্রদ্ধা পায়।

**হিংসায় সব করতে পারে, হিংসায় পুত বিয়োতে নারে।**

ঈর্ষা একটা নিকৃষ্ট বৃত্তি ; তাহা দ্বারা অনিষ্ট সাধন হইতে পারে, কোনো ভালো কাজ হয় না।

**হিংসা রে ভাই, শুখিয়ে কেন যাই ?**

পরের মঙ্গলে ঈর্ষান্বিত হইলে দেহমন বিকল হইয়া পড়ে ।

**হিঁদু যদি মোছল হয়, গোস্ত টানে বেশী ।** মোছল—মুসলমান ।

যাহা নূতন শেখা হয় তাহার জন্য অত্যধিক আগ্রহ জন্মে ।

তু॰ নয়া মুসলমান অল্লাহী অল্লাহ্ পুকারে ।

**হিঁদুর দাড়ি, মুসলমানের নারী, গাঙের কূলে বাড়ী, বনে চরা গাই,—এ চারে বিশ্বাস নাই ।** দ্র॰ ওলউঠার নাড়ি, হিঁদুর দাড়ি ই॰ ।

**হিঁদুর (তোদের ) যে বোল মোদের সে বোল,—ধান ফোল ফোল ।**

সকল চাষীর একই কামনা,—ফসল পরিপুষ্ট হইয়া পাকুক ।

>বিভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো মূলগত প্রভেদ নাই ।

**হিতং মনোহারিং চ দুর্লভং বচঃ ।** ( সং, ভারবি—কিরাতার্জুনীয়ম্ )

একাধারে শ্রুতিমধুর এবং হিতকর—এরূপ উপদেশ-বাণী অতি বিরল ।

**হিতে বিপরীত ।** দ্র॰ উল্‌টা উৎপত্তি ।

**হিমসিম খাওয়া ।**

অত্যন্ত ক্লেশ পাওয়া । ক্লান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়া ।

এক একটা মাছ ডাঙগায় তুলিতে অনেক বড় বড় জোয়ান হিমসিম খাইয়া যাইতে লাগিল । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বেণের মেয়ে ।

**হিল্লী দিল্লী ( + লাহোর ) করা ।** হিল্লী—সহ॰ শব্দ ।

দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ানো ।

পান্নালাল । খুব জবর ঘোরা গেল বাবা ! হিল্লী হ'ল ডিল্লীও হ'ল,—এইবার মক্কা হলেই বাস্—খতম ! মনোমোহন রায়– রিজিয়া ।

**হিসাবের ( লেখার ) কড়ি ( গরু ) বাঘে খায় না ।**

গরু চরাইবার সময় মধ্যে মধ্যে গণিয়া দেখিলে হারাইবার ভয় কম ।

>লিখিত হিসাব থাকিলে তাহাতে ভুল হইতে পারে না ।

প্রতিবাদ করিলে উত্তর দিতেন—"বাপু হে, আমার পাকা খাতায় লেখা রয়েছে, তুমি বল্লেই হবে ? জান ত কথাই আছে, লেখার কড়ি বাঘে না খায় ।" প্রভাত—গল্পাঞ্জলী ( মাদুলী ) ।

**হীরার ধার ।**

হীরা অতি কঠিন পদার্থ,—তাহার দ্বারা কাচ কাটা হয় ।

লক্ষ॰ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ।

বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত মূর্খ ছেলে, তত বড় স্পীচ ঝাড়ে ।

বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী ।

**হীরের আংটি কি বাঁকা হয় ?**

লক্ষ° উৎকৃষ্ট বস্তু বা মহৎ ব্যক্তির সামান্য দোষ ধর্তব্য নয়।

**হুঁ-হুঁ জ্বরা,—কুঁড়ে-পাথরা।** দ্র° কুঁড়ে পাথর ঠাসা।

যাহার কম্প দিয়া জ্বর আসে, বিজ্বরে সে ভাত খায় প্রচুর।

**হুকম্‌দার ?**

সন্দেহভাজন পথচারির পরিচয় জানিবার জন্য প্রহরীর প্রশ্ন।

চারুবাবু এই সময়টিতে নিত্য বারান্দায় বসে থাকতেন…কয়েকজন অনুগত লোক নিয়ে গল্প করতেন। রাত্রি আরও একটু গাঢ় হলে রাস্তায় যে কেউ আসুক জিজ্ঞাসা করতেন—Halt, Who comes there—হুকুমদার ? তারপর বিশুদ্ধ বাংলায় বলতেন—কে যায় ?

[তারাশঙ্কর—আরোগ্য-নিকেতন।

**হুকুমে হাকিম চলে।**

বিচারকেরও যথেচ্ছাচারিতার শক্তি নাই,—আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য।

**হুতোম্‌থুমো। হুতোম ( হুমো ) বুড়ো।**

গম্ভীর রবকারী বৃহদাকার পেঁচার তুল্য ভীতিকর কল্পিত জীববি°।

ও পথে যেও না যাদু হুতোম থুমোর ভয়। (ছেলেভুলানো ছড়া)।

**হুনর ( হিকমৎ )-এ চীন, হুজ্জৎ-এ বাংগালা।** ( ফা° )

হুনর্‌, হিক্‌মৎ = শিল্পপটুত্ব। হুজ্জৎ = তকরার ; কুতর্ক।

চীনাদের শিল্পপটুত্ব এবং বাঙালীর কলহপ্রিয়তা চির-প্রসিদ্ধ।

সাধারণে কথায় বলে হুনরে চীন ও হুজ্জতে বাঙগাল, কিন্তু হুতোম বলেন হুজুকে কল্‌কেতা। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম পেঁচার নক্সা।

**হুমুরের ঘর ডুমুরে ছায়, তিনজনেতে মট্‌কায় যায়।**

আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি নিজের অল্প বিষয়েরও অধিক করিয়া প্রচার করে। চাল ছাওয়ান হইল একজনের দ্বারা, কিন্তু প্রচার করিল যে শুদ্ধ মটকা ছাইতে তিনজনের আবশ্যক হইয়াছিল।

**হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা।** [ কানাইলাল ঘোষাল—প্রবাদ-সংগ্রহ।

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিবার প্রণালী বি°—গর্তের তলায় এবং অপরাধীর মস্তকের উপর কাঁটা রাখিয়া জীবন্ত সমাধি।

রাজ্যের কতকগুলা জল্লাদ হৈ হৈ করিয়া গিয়া ঘেসেড়ার বাড়ী, সুপকারের বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া রাণীর পোড়ারমুখী দুই বোন্‌কে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুতিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

দক্ষিণারঞ্জন—ঠাকুরমার ঝুলি ( কিরণমালা )।

**হেগো রোগী মুখে দড়ো ( টন্‌কো )।**

রুগ্ন ক্ষীণজীবী মানুষ কাজে অক্ষম হইলেও বচন ঝাড়িতে পটু।

**"হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।"** ( ভারত—অন্নদামঙ্গল )

দেবী অন্নপূর্ণার প্রভাবে কাশীতে শিবের ভিক্ষা না জোটায় খেদোক্তি।

ব্যং ধনবানের মিথ্যা দারিদ্র্য প্রচার।

**হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা,—ঝেঁৎলা কেটে ইজের পরেঙ্গা।**

ঝোঁৎলা—জলজ ঘাস ইং বুনিয়া তৈয়ারি নিকৃষ্ট মাদুর বা চাটাই।

ইজের বা পায়জামা অভিজাত মুসলমানের পরিচ্ছদ। দরিদ্র বাঙালী মুসলমান দম্ভ করিয়া বলিতেছে যে, সেও নবাবের জাত; কাপড়ের অভাবে সে ঝেঁৎলা দিয়া জাতীয় পোষাক পায়জামা বানাইয়া লইয়া পরিবে এবং নবাব-বাদশাহের মতো বেপরোয়া ভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।

>অক্ষমের মিথ্যা আস্ফালন।

**হেনা-চন্দন কে না পরে, কপাল গুণে চন্দন ঝলমল করে।**

প্রসাধন দ্রব্য সকলেই অল্প বিস্তর ব্যবহার করে; কিন্তু দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকিলে তবেই তাহার শোভা বৃদ্ধি হয়।

তুং सुरमा सब लगाते हैं, पर चिकवन भाँत भाँत।

**হেলায় গেল বেলা, জনে শুখোক ধান,**
**ওঠ কলসী জলকে চল, ঢেঁকি কুটুক ধান।**

সারাদিন আলস্যে কাটাইয়া গৃহিণীর ফাঁকি দিয়া গৃহকর্ম সারিবার ব্যবস্থা ঃ—জোনাকীর আলোয় অথবা জ্যোৎস্নায় ধান আপনি শুখাইবে, আর সেই ধান ঢেঁকি নিজেই ভানিয়া দিবে। গৃহিণী একটিমাত্র কাজ নিজে করিবেন,—ঘাটে গিয়া জল আনা; কারণ সেই সুযোগে একটু আড্ডা দেওয়া হইবে।

**হেলে ( ঢোঁড়া ) ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়!**

যে অতি সহজ কাজও পারে না তাহার কঠিন কাজ করিবার চেষ্টা।

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পাচ্ছো না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পাচ্ছো না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছ ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে! হেলে ধরতে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও! দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান।

তুং बिच्छूका मंत्र न जाने, साँपके पिटारेमें हाथ दे।

**হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসার সঙ্গে বাদ!** মনসা—সাপের দেবতা।

প্রবলের সঙ্গে শত্রুতা করিবার দুঃসাহস।

**হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে।**

ভূমীর উপস্বত্ত্বভোগী নিষ্কর্মা ভদ্রলোক ক্ষেতে থাকিয়া জন খাটায়।

>একজন শ্রম করে, আর একজন সেই শ্রমের ফল পাইতে আগ্রহী।

**হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে।** তুল=ওজন-দাঁড়ি।

যথাসাধ্য শ্রম করিলেই উপযুক্ত ফল লাভ হয় না,—তাহা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে।

**হেসে চাকি বসেন পাটে, শস্য সেবার হয় না মাঠে।** (খনা) চাকি—সূর্য।

বর্ষাকালে সন্ধ্যার বৃষ্টি ধানের পক্ষে উপকারী। মেঘমুক্ত সূর্য অস্ত গেলে ফসল হয় না।

**হেসে নাও, দু' দিন বৈ তো নয়।**

জীবন স্বল্পকালস্থায়ী, এই সময়টুকু আনন্দে অতিবাহিত করা উচিত।

**হেসে হেসে কথা কয়, সে বুঝি পেয়াদা নয়।**

আদালতের বা জমিদারের পেয়াদা সাধারণের প্রতি নানা অত্যাচার করে। অনেক সময় তাহারা সদয় আচরণের দ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া অনিষ্ট সাধন করে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে বিশ্বাস করা অনুচিত।

**হোদল কুৎকুৎ।**

দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক "নবীন তপস্বিনী" নাটকে কল্পিত আরবদেশীয় জন্তু বি০। >অতি স্থূলকায় কদাকার ব্যক্তি।

চেহারাও ছিল তেমনি ভুষুণ্ডির মত, ইয়া ভুঁড়ি, ঝাঁটার মত গোঁফ, বেঁটে চৌকো চেহারা,—প্রায় একটা পিপে। হোদল কুৎকুৎ আর কাকে বলে?

অচিন্ত্য—আকস্মিক।

**হোমরা চোমরা।** (ফা০) ওমরাহ্>হোমরা। চোমরা সহ০ শব্দ।

গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিপ০ হেঁজিপেঁজি।

তাঁর বাড়ী, তাঁর মোটর গাড়ী, তাঁর গতিবিধি, চাল চরিত্র সকলই ছিল বেশ জাঁকাল। এক কথায় তিনি ছিলেন কলিকাতার হোমরা চোমরাদের একজন।

নরেশ—নিষ্কণ্টক।

**হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান।**

ই-ঈ, উ-ঊ ই০ বর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান।

>ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ই০ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

আমার একটি জমিদার ষণ্ডা কুটুম্ব আছে। হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলা টাকা আছে। টেকচাঁদ—আলালের ঘরের দুলাল।

# সমাপনিকা

অবুঝ কৈশোরের একটা ভীরু দুরাকাংক্ষা দীর্ঘ ষাট বৎসর পরে ফলবতী হইতে দেখিলে যে সাফল্যের আনন্দবোধ স্বাভাবিক, সেই দুর্লভ অনুভূতি লইয়া 'প্রবাদ-রত্নাকর' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতেছি, একটা সুকঠিন ব্রত উদযাপিত হইতেছে—দীর্ঘ শ্রমের বিরতি ঘটিতেছে।

এইরূপ একখানি কোষগ্রন্থ প্রণয়নের কল্পনা কি ভাবে দুঃসাহসিক সংকল্পে পরিণত হইয়াছিল ভূমিকায় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত আছে। সেই সংকল্পকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ নানাস্থান হইতে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। তাহাতে যে শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা কেবল নিজের লঘু কৌতুহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নয়, বাংলা ভাষার প্রবাদ-বচন ও বাগ্‌ধারা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুর মনে স্বভাবতঃ যে সকল প্রশ্ন জাগিয়া থাকে তাহার সদুত্তর পাইবার চেষ্টায়। সে শ্রম কতদূর সার্থক হইয়াছে সুধীসমাজ তাহা বিবেচনা করিবেন।

অবশ্য, এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী আমার নাই। ইহাতে নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস নাই। জাতির প্রবাদ-ভান্ডার সর্বসাধারণের সম্পদ। পূর্বসূরীগণের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের ফলে এ ভান্ডার পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই রত্নসম্পদ আহরণের ব্যাপারে আমার কোনো অংশ নাই বলিলেও চলে। আমি কেবল সংগৃহীত রত্নরাজির স্বরূপ প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি। আর, মালাকরের ন্যায় বহু মনোরম উদ্যান হইতে কুসুম চয়ন করিয়া তাহার সজ্জা রচনার চেষ্টা হইয়াছে।

গ্রন্থের সম্পাদনা এক প্রকার একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে,—নূন্যতম সহযোগিতার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন বোধ হয় নাই। ইচ্ছার ভার ভারি হয় না;—তাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা এই মনোরম কার্যের ভার কোনো সময়েই ক্লেশজনক বা বিরক্তিকর মনে হয় নাই। তথাপি জীবনের ঘনায়মান গোধূলি ছায়ায় উদ্যমের শিথিলতা অনিবার্য ভাবে আসিয়া পড়ে এবং এই ক্লান্তির লগ্নে মুক্তিলাভের স্বস্তিবোধ নিতান্ত স্বাভাবিক।

এই অবসরে যাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহায়তায় গ্রন্থ সমাপন সম্ভব হইল তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আবার অপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান লাভ করার জন্য মন যে ক্ষণিক অভিমানে পীড়িত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত বোধ করিতেছি। কিছু অতিরিক্ত বিলম্ব হওয়ার জন্য ত্রুটি স্বীকারও করিতে হইতেছে।

এই বিলম্বের মুখ্য কারণ হইল বয়সের বাধা,—শারীরিক সাধারণ অস্বাচ্ছন্দ্যতা, তথা দেহের অপটুতা। উভয় চক্ষে ছানি পড়ায় ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিক্ষীণতা হেতু দীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগের পর অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনবার হাসপাতালে গিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাহাতেও সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়ায় ভবিষ্যতে আবার একবার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহার উপর আছে বাতের বেদনা—যাহা নিতান্ত দুঃসহ না হইলেও অনিয়মিত ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে একটা স্থায়ী অস্বস্তি রহিয়া গিয়াছে।

মুদ্রণকার্য প্রয়োজনমত ত্বরান্বিত করার পক্ষে আর একটা প্রধান অন্তরায় হইল অর্থকৃচ্ছ্রতা। অবশ্য, সূচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্য এই গ্রন্থ প্রকাশনে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছিল; নতুবা এই ব্যয়সাধ্য কার্যের গুরুভার বহন করিবার সাহস হইত না। সে কারণে সদাশয় সরকারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এই অর্থসাহায্য বাৎসরিক কিস্তিতে প্রদত্ত হওয়ায় মুদ্রণকার্যের অগ্রগতি কিছু মন্থর হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ সেই কারণে গ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই অর্থ নিয়মিতভাবে প্রকাশকের নিকট আসিতেছিল। কিন্তু মোট কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর হইয়াছে পূর্বে তাহার কোনো আভাস না পাওয়ায়, সরকারী দাক্ষিণ্যের প্রবাহ যখন সহসা বিনা এত্তালায় রুদ্ধ হইয়া গেল তখন বিলক্ষণ বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম; কারণ অবশিষ্ট ব্যয় নির্বাহের মতো নিজের সংগতি ছিল না।

এই সংকটকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট দেশের কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কতিপয় বিদ্যোৎসাহী তথা বদান্য ব্যক্তির নিকট অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল সৌজন্যপূর্ণ প্রত্যাখ্যান-লিপি আসিয়াছে তাহা প্রচুর প্রশস্তি ও উৎসাহবাণী বহণ করিয়া আনিয়াছে। আর কয়েকটি ক্ষেত্রে 'মৌনম্ অসম্মতিলক্ষণম্' এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

এইরূপ উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু একটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজি সুধীসমাজের মধ্যমণি ডক্টর জন্‌সনেরও অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া যে গ্লানিকর অনুভূতি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার অংশভাগী কল্পনা করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, এই উৎসাহভঙ্গের অবসাদ হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া আরব্ধ কার্য যে অব্যাহত রাখিতে পারিলাম তাহা প্রকাশকের উদারতা এবং অপ্রত্যাশিত দিক হইতে সাময়িক ভাবে অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির ফলে।

কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া এখন দেখিতেছি নিজের কথাই পাঁচ কাহণ হইয়া গিয়াছে, অতএব প্রসঙ্গান্তরে যাইতে হয়।

গ্রন্থ সমাপনে বিলম্ব ঘটার জন্য একদিকে যেমন ক্ষুণ্ণ বোধ করিয়াছি, তেমন অন্যদিকে কিছু সুবিধাও হইয়াছে। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের অবকাশে কিছু কিছু সমালোচনা গোচরে আসায় কিঞ্চিৎ উপকৃত হইয়াছি। অনুকূল সমালোচনা ও সৎ পরামর্শের ফলে গ্রন্থের সুষ্ঠু সম্পাদনায় প্রভূত উৎসাহ ও সহায়তা পাওয়া গিয়াছে। আবার, যে সকল প্রস্তাব বা বিরূপ মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারি নাই, সে সকল প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য নিবেদনের একটু সুযোগ পাইলাম।

বলা হইয়াছে যে প্রত্যেকটি বচন ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা করিতে গেলে গ্রন্থের অযথা কলেবর বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে প্রবাদ-বচনের ভাষার একটা নিজস্ব বৈচিত্র্য আছে, এবং এই বৈচিত্র্যের জন্যই এক একটি বিশেষ বাক্য প্রবাদের মর্যাদা পাইয়াছে। সুতরাং কেবল আক্ষরিক অর্থ করিলেই বচনের সম্পূর্ণ মর্মগ্রহণ করা যায় না। আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন অর্থ নিহিত থাকে তাহাই প্রকৃত অর্থ। বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা নয় তাঁহাদের পক্ষে এই অপ্রকট অর্থ গ্রহণ করা সহজ নয়। আর, সেই শ্রেণীর বাংলাভাষা শিক্ষার্থীর কিঞ্চিৎ সহায়তা করাও এই কোষগ্রন্থ প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই কারণে বহু প্রবাদের একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে আক্ষরিব অর্থ হইতে প্রবাদের মর্মগ্রহণ করা সম্ভব মনে হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে "অর্থ সুস্পষ্ট" বলিয়া সংক্ষেপে সারা হইয়াছে।

আরো একটা কথা আছে। প্রবাদ-ভাণ্ডারে যেমন নিত্যই দুই-চারটি করিয়া নূতন প্রবাদের আমদানি হইতেছে, তেমন অনেকগুলি আবার অচল মুদ্রার স্তূপে গিয়া জমিতেছে। তাই দেখি, 'কতো সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে'—এক কালের বহু-প্রচলিত এই খাঁটি মেয়েলী

"এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায়···দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরো ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে।···কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে. এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় ( স্বামীখাকী ) পরিবর্তন করিয়া ছন্দ পূরণ করিয়াছিলাম।" আমিও ইতিপূর্বে এই কৈফিয়তই দিয়াছি। সুতরাং পর্বতের আড়ালে আছি।

পরিশেষে এমন একটি ত্রুটি স্বীকার করিতে হইতেছে যাহার কোনো কৈফিয়ৎ নাই। অতি পরিতাপের কথা যে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে আজও এই কলঙ্ক সম্পূর্ণ পরিহার করা সম্ভব হইল না। মুদ্রাকর-প্রমাদ মাত্র বলিলেই দায়িত্বের লাঘব হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঘটিয়া থাকে একাধিক ব্যক্তির সহযোগিতায়। তথাপি সচরাচর এই ত্রুটি স্বীকার করাও প্রয়োজন মনে হয় না। কিন্তু নির্ভুল তথ্য পরিবেশন যে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য তাহার ভ্রম-ত্রুটি স্বীকার ও সংশোধন অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয় বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে বহু অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। তবে তাহার অধিকাংশই তেমন বিভ্রান্তিকর নয়,—একটু অনুকম্পার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারে মাত্র। অতএব, কেবল মারাত্মক ধরণের ভ্রমগুলি সাধ্যমত সংশোধন করা হইল। আবার, স্থানে স্থানে বর্ণানুক্রমের ত্রুটি থাকিয়া যাওয়ার ফলে কিছু অসুবিধা অবশ্যই ঘটিবে। তবে ব্যবহারকালে ক্রমশঃ তাহার সংশোধন হইয়া যাইবে—এই ভরসা।

কলিকাতা
রাস পূর্ণিমা
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
২১ নভেম্বর, ১৯৬১

**সত্যরঞ্জন সেন**

# পরিশিষ্ট—ক

## প্রবাদ-সংখ্যা

এই গ্রন্থে গৃহীত প্রবাদ-বচনাদির সংখ্যা প্রদত্ত হইল। বহু প্রবাদের নানা পাঠভেদ পাওয়া যায়। যে সকল শব্দগত প্রভেদ প্রধানতঃ প্রাদেশিক এবং যাহার সংখ্যা নির্ণয় হয় না, তাহার অধিকাংশ এই সংগ্রহে স্থান পায় নাই। যেগুলি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বোধ হওয়ায় প্রবাদের সঙ্গেই বন্ধনির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলিও গণনার মধ্যে আসে নাই। যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় স্বতন্ত্র প্রবাদরূপে গণ্য হইতে পারে এবং পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাহাই গণনায় ধরা হইয়াছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ | ২৮১ | ড | ২৬ |
| আ | ৫০৬ | ঢ | ৩৮ |
| ই | ৪৭ | ত | ১২২ |
| ঈ | ৯ | থ | ২৪ |
| উ | ১০২ | দ | ২৫৭ |
| ঊ | ৯ | ধ | ১০৯ |
| ঋ | ৭ | ন | ৩০৭ |
| এ | ২৭৫ | প | ৩৮২ |
| ঐ | ৩ | ফ | ৩৭ |
| ও | ২২ | ব | ৫২৩ |
| ঔ | ৪ | ভ | ১৪৮ |
| ক | ৬৪৯ | ম | ৩৬০ |
| খ | ১৪৪ | য | ২৫০ |
| গ | ২৬০ | র | ১২৭ |
| ঘ | ১৩৫ | ল | ৯৫ |
| চ | ২২১ | শ | ১৩৫ |
| ছ | ৯৩ | ষ | ১৬ |
| জ | ১৩০ | স | ২৯৩ |
| ঝ | ৩৫ | হ | ১৭৪ |
| ট | ৫৪ | | |
| ঠ | ২৩ | মোট— | ৬৪৩২ |

# পরিশিষ্ট—খ

## দৃষ্টান্ত-পঞ্জী

**অক্ষয়কুমার দত্ত**—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

**অক্ষয়কুমার নন্দী**—আমার ব্যবসা-জীবন।

**অক্ষয়চন্দ্র সরকার**—পিতাপুত্র। সাহিত্য-সাধনা।

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**—আকস্মিক। কল্লোল-যুগ। ছিনিমিনি। নেপথ্য। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। পলায়ন। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। যায় যদি যাক।

**অনুরূপা দেবী**—উল্কা। কুমারিল ভট্ট। জ্যোতিঃহারা। ডঙ্কা। পোষ্যপুত্র। মা। মন্ত্রশক্তি। রামগড়।

**অমরেন্দ্রনাথ দত্ত**—নির্ম্মলা। হরিরাজ।

**অমৃতলাল বসু**—অবতার। একাকার। কালাপানি। কৃপণের ধন। কৌতুক-যৌতুক। গ্রাম্য-বিভ্রাট। চোরের উপর বাটপাড়ি। নবযৌবন। বাহবা বাতিক। বিজয়-বসন্ত। বিবাহ-বিভ্রাট। বিষাদ। যাদুকরী। সাবাস আটাশ।

**অশ্বিনীকুমার দত্ত**—ভক্তিযোগ।

**আক্রাম খাঁ**—মোস্তাফা-চরিত।

**আশাপূর্ণা দেবী**—বলয়গ্রাস।

**ইন্দিরা দেবী**—স্পর্শমণি।

**ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**—কবিতাবলী।

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**—বত্রিশ সিংহাসন। ভ্রান্তিবিলাস। শকুন্তলা। সীতার বনবাস।

**উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**—অভিজ্ঞান। অমলা। অমূল তরু। নাস্তিক। রাজপথ।

**কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য**—শ্যামাসঙ্গীত।

**কাঙ্গাল হরিনাথ**—গান।

**কালিদাস রায়**—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য। ব্রজবেণু।

**কালীকৃষ্ণ দাস**—কামিনীকুমার।

**কালীপ্রসন্ন সিংহ**—কলকাতার হাট্‌হদ্দ। হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

কাশীরাম দাস—মহাভারত। কৃত্তিবাস ওঝা—রামায়ণ।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—রাই উন্মাদিনী। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সম্ভাব-শতক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আই হ্যাজ্। আমরা কি ও কে। কবলুতি। কোষ্ঠীর ফলাফল। দুঃখের দেওয়ালি। পাওনা। পাথেয়। ভাদুড়ী মশাই।

( উইলিয়ম ) কেরি—কথোপকথন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—কিন্নরী। খাঁজাহান। মিডিয়া। রামানুজ।

ক্ষেমানন্দ ( কেতকাদাস )—মনসামঙ্গল।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস-সাহিত্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—আবুহোসেন। আয়না। গৃহলক্ষ্মী। চৈতন্যলীলা। জনা। নসীরাম। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। প্রফুল্ল। বলিদান। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। মণিহরণ। মায়াবসান। হারানিধি।

গোপাল উড়ে—গান। বিদ্যাসুন্দর।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—কস্তুরী। ভারত-বিলাপ।

গোবিন্দদাস—পদাবলী। গোবিন্দ দাস ( কর্ম্মকার )—কড়চা।

গোলোকনাথ শর্ম্মা—হিতোপদেশ।

ঘনরাম চক্রবর্তী—ধর্ম্মমঙ্গল। ঘনশ্যাম দাস—রামায়ণ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর-চরিত।

চণ্ডীদাস—পদাবলী। ( বড়ু ) চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চন্দ্রনাথ বসু—প্রথম নীতিপুস্তক। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ। ফুল ও ফল। বেতালে বহু রহস্য।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। চারুচন্দ্র দত্ত—দুনিয়াদারী।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোকলতা। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী। দুই তার। নষ্টচন্দ্র। পরগাছা। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস। হেরফের।

জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল। "জরাসন্ধ"—লৌহ কপাট।

জলধর সেন—অভাগী। আমার বর। আশীর্ব্বাদ।

জ্ঞানদাস—পদাবলী।

টেকচাঁদ ঠাকুর—অভেদী। আলালের ঘরের দুলাল। মদ খাওয়া বড় দায়।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আরোগ্য-নিকেতন। কবি। কালিন্দী। গণদেবতা। জলসা ঘর। দিল্লীকা লাড্ডু। ধাত্রী দেবতা। পাষাণপুরী। বেদেনী। মন্বন্তর। রসকলি। রাইকমল। সন্দীপন পাঠশালা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ভূত ও মানুষ (বীরবালা, নয়নচাঁদের ব্যবসা)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—ঠাকুরমার ঝুলি।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—নবীনা।

দাশরথি রায়—কবিতাবলী। পাঁচালী।

দীনবন্ধু মিত্র—নবীন তপস্বিনী। নীলদর্পন। বিয়ে পাগলা বুড়ো। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ। লীলাবতী। সধবার একাদশী।

দীনেন্দ্র কুমার রায়—পল্লীচিত্র।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী।

দেবেন্দ্র নাথ সেন—অশোক-গুচ্ছ। গোলাপ-গুচ্ছ।

দেবেশ দাস—রাজোয়ারা।

দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

দ্বিজ ঈশান—কমলা।

দ্বিজ কানাই—মহুয়া।

দ্বিজ রামভদ্র—সত্যনারায়ণের ব্রতকথা।

দ্বিজ লক্ষ্মণ—রামায়ণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—আষাঢ়ে। কল্কি অবতার। চন্দ্রগুপ্ত। তারাবাই। ত্র্যহস্পর্শ। দুর্গাদাস। পাষাণী। পূনর্জ্জন্ম। প্রতাপসিংহ। প্রায়শ্চিত্ত। বঙ্গনারী। বরুণা। বিরহ। ভীষ্ম। মেবার-পতন। সাজাহান। সিংহল-বিজয়। সোরাব-রুস্তম। হাসির গান।

ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অন্তঃশীলা।

নজরুল ইস্‌লাম—বাঁধন-হারা। সর্ব্বহারা।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—অপবাদ। শান্তি। সরযূ।

নবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ।

নয়নচাঁদ ঘোষ—চন্দ্রাবতী।

নরচন্দ্র রায়—শ্যামাসঙ্গীত।

নরহরি সরকার—পদাবলী।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—অভয়ের বিয়ে। খেয়ালের খেসারত। দুষ্টগ্রহ। নিষ্কণ্টক। প্রহেলিকা। বিপর্য্যয়। বেতারে বর। ব্রতী। রবীন মাষ্টার। শুভা। শেষ পথ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - উপনিবেশ। গন্ধরাজ। ভাঙ্গা বন্দর। স্বর্ণসীতা।

নারায়ণ চৌধুরী—বাংলার সাহিত্য।

**নিরুপমা দেবী**—অন্নপূর্ণার মন্দির। দিদি। শ্যামলী।

**"পরশুরাম"**—কজ্জলী। গড্ডলিকা। গল্পকল্প। হনুমানের স্বপ্ন।

**পাঁচকড়ি ঘোষ**—মেঘদূত।

**প্রফুল্ল সরকার**—বালির বাঁধ। লোকারণ্য।

**প্রবোধ সান্যাল**—অগ্রগামী। আলো আর আগুন। নদ ও নদী। যতদূর যাই।

**প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়**—গরীব স্বামী। গল্পপঞ্জী। গল্পবীথি। গল্পাঞ্জলি। ডাগর মেয়ে। দেশী ও বিলাতী। নবকথা। নবীন সন্ন্যাসী। নয়নমণি। পত্রপুষ্প। রত্নদীপ। রমাসুন্দরী। ষোড়শী। সত্যবালা। সিন্দুর কৌটা।

**প্রভাবতী দেবী**—ঘূর্ণি হাওয়া। তীর্থযাত্রা। মুক্তিস্নান। শতাব্দীর প্রতীক।

**প্রমথ চৌধুরী**—আত্মকথা। ঘোষালের ত্রিকথা। চার ইয়ারি কথা। বীরবলের হালখাতা।

**প্রমথনাথ বিশী**—ধনেপাতা। **প্রমথনাথ রায় চৌধুরী**—চিতরোদ্ধার।

**প্রমথনাথ শর্ম্মা** নববাবুবিলাস। নববিবিবিলাস।

**প্রেমাঙ্কুর আতর্থী**—প্রবাসী।

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**—কুয়াসা। ঘনাদার গল্প। শৃঙ্খল।

**ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়**—মন জানে।

**বংশীদাস**—পদ্মাপুরাণ।

**বংশীবদন**—মনসামঙ্গল।

**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—আনন্দমঠ। ইন্দিরা। কমলাকান্তের দপ্তর। কৃষ্ণচরিত্র। দেবী চৌধুরাণী। বিবিধ প্রবন্ধ। বিষবৃক্ষ। মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত। রজনী। রাজসিংহ। লোকরহস্য। সাম্য। সীতারাম।

**"বনফুল"**—জঙ্গম। তৃণখণ্ড। দ্বৈরথ। বিন্দু-বিসর্গ। ভীমপলশ্রী। রাত্রি। সপ্তর্ষি।

**বিজয়চন্দ্র মজুমদার**—পঞ্চক-মালা। **বিজয় পণ্ডিত**—মহাভারত।

**বিদ্যাপতি**—পদাবলী।

**বিনয় ঘোষ**—বাংলার নবজাগৃতি। সোভিয়েট সভ্যতা।

**বিপিনবিহারী গুপ্ত**—পুরাতন প্রসঙ্গ।

**(স্বামী) বিবেকানন্দ**—পত্রাবলী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। হিন্দু ধর্ম্মের নবজাগরণ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—অপরাজিত। আদর্শ হিন্দু হোটেল। আরণ্যক। ইছামতী। উর্ম্মি-মুখর। জন্ম ও মৃত্যু। তালনবমী। পথের পাঁচালী। মেঘ-মল্লার।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—তোমরাই ভরসা। দৈনন্দিন। নীলাঙ্গুরীয়। বর্ষায়। রাণুর কথামালা। রাণুর তৃতীয় ভাগ। রাণুর প্রথম ভাগ। স্বর্গাদপী গরীয়সী।
বিষ্ণু পাল—মনসামঙ্গল।
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—নিসর্গ-সন্দর্শন। প্রেম-প্রবাহিনী। বঙ্গসুন্দরী। সঙ্গীত-শতক।
বুদ্ধদেব বসু—অভিনয়, অভিনয় নয়। উত্তরতিরিশ। নতুন নেশা।
বৃন্দাবনদাস—চৈতন্যভাগবত।
(স্বামী) ব্রহ্মানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।
ভারতচন্দ্র রায় (গুণাকর)—অন্নদামঙ্গল। বিদ্যাসুন্দর।
মনোজ বসু—নবীন যাত্রা।
মনোমোহন রায়—রিজিয়া।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—একেই কি বলে সভ্যতা? কৃষ্ণকুমারী নাটক। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। পদ্মাবতী নাটক। বীরাঙ্গণা কাব্য। বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ। ব্রজাঙ্গণা কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক।
মাণিক গাঙ্গুলী—ধর্ম্মমঙ্গল।
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—অতসী মামী। অহিংসা।
মাণিক ভট্টাচার্য্য—প্রশান্ত।
মানকুমারী বসু—কাব্য-কুসুমাঞ্জলি।
মালধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
(কবিকঙ্কন) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।
মুজতবা আলী—দেশে বিদেশে। ময়ূরকণ্ঠী।
মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার—প্রবোধচন্দ্রিকা।
মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য।
যতীন্দ্রমোহন সিংহ—ধ্রুবতারা।
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—পদ্যপাঠ।
"যাযাবর"—দৃষ্টিপাত।
যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু—কালাচাঁদ।
যোগীন্দ্রনাথ সরকার—গল্প-সঞ্চয়। হাসিখুসি। হাসিরাশি।
"রঞ্জন"—শীতে উপেক্ষিতা।
রণজিৎ সেন—আগামী পৃথিবী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মপরিচয়। আধুনিক সাহিত্য। কড়ি ও কোমল। কথা ও কাহিনী। কথিকা। গল্পগুচ্ছ। গল্প চারিটি। গল্পদশক। গৃহ-প্রবেশ। গোরা। চণ্ডালিকা। চার অধ্যায়। চিত্রা। চিরকুমার সভা। ছিন্নপত্র। জাপানযাত্রী। নষ্টনীড়। নৌকাডুবি। পথে ও পথের প্রান্তে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। প্রায়শ্চিত্ত। ফাল্গুনী। বাঁশরী। বিচিত্র প্রবন্ধ। বৈকুণ্ঠের খাতা। বৌ-ঠাকরাণীর হাট। ভানুসিংহের পদাবলী। মানসী। মালঞ্চ। য়ুরোপ প্রবাসির পত্র। যোগাযোগ। রাজা ও রাণী। রাশিয়ার পত্র। শিশু। শেষরক্ষা। শেষের কবিতা। সমালোচনা। স্বদেশ।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—মায়াজাল। রমাই পণ্ডিত—শূন্যপুরাণ।

রমেশচন্দ্র দত্ত—সংসার। সমাজ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ধ্রুবা।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—নানা প্রবন্ধ।

রাজকৃষ্ণ রায়—প্রহ্লাদ-চরিত্র। রাজা বিক্রমাদিত্য। হিরণ্ময়ী।

রাজনারায়ণ বসু—বিবিধ প্রবন্ধ। সেকাল ও একাল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক।

রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু )—গান।

রামপদ মুখোপাধ্যায়—প্রেম ও পৃথিবী। মেঘলা আকাশ।

রামপ্রসাদ সেন ( কবিরঞ্জন )—পদাবলী। রাম বসু—কবির গান।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা। নানা কথা।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী—শিবায়ণ। রূপচাঁদ পংক্ষী—গান।

রেজাউল করিম—সাধক দারা শিকোহ্।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কাব্যসুধা। পাগলা ঝোরা।

লালু নন্দলাল—কবির গান। লোচনদাস—পদাবলী।

শঙ্কর কবিচন্দ্র—অঙ্গদ রায়বার।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্বামী-শিষ্য সংবাদ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কাশীনাথ। গৃহদাহ। চরিত্রহীন। দত্তা। দেনা-পাওনা। নববিধান। নিষ্কৃতি। পল্লীসমাজ। বিপ্রদাস। বৈকুণ্ঠের উইল। মেজদিদি। রমা। রামের সুমতি। শুভদা। শেষ প্রশ্ন। শ্রীকান্ত। ষোড়শী।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—কাঁচামিঠে। কালকূট। চিড়িয়াখানা। বুমেরাং। ব্যোমকেশের কাহিনী। ব্যোমকেশের ডায়েরী।

শিবনাথ শাস্ত্রী—নয়নতারা। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। সাহিত্য-রত্নাবলী।
শিবরাম চক্রবর্ত্তী—উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। দেবতার জন্ম।
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—গঙ্গা-যমুনা। শোভাযাত্রা। হোমানল।
শৈলবালা ঘোষজায়া—ঘৃণাহতা। জন্ম-অভিসপ্তা। তেজস্বতী। সেখ আন্দু।
শ্রীকিরণ নন্দী—অশ্বমেধ পর্ব্ব। শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।
সজনীকান্ত দাস—মধু ও হুল। সঞ্জয়—মহাভারত।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পালামৌ।
সতীনাথ ভাদুড়ি—চিত্রগুপ্তের ফাইল। জাগরী।
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—রায় পরিবার।
সত্যরঞ্জন সেন—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস। প্রাচ্য গরিমা। মিথ্যার জয়।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—কুহু ও কেকা।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—শ্রীমদ্বিবেকানন্দ-চরিত।
সরোজকুমার রায় চৌধুরী—মধুচক্র। হংসবলাকা।
সীতা দেবী—ক্ষণিকের অতিথি। পরভৃতিকা। মহামায়া।
সুকুমার রায়—আবোল তাবোল। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—দূরের মিছিল।
সুধীর রায় ও অপর্ণা দেবী—কীর্ত্তন-পদাবলী।
সুবোধ ঘোষ—কাঞ্চন-সংসর্গাৎ। কিংবদন্তীর দেশে। তিলাঞ্জলি। শ্রেয়সী।
সুবোধ বসু—পদধ্বনি। পদ্মা প্রমত্তা নদী।
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বৈরাগ যোগ।
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মিলন-মন্দির।
স্বর্ণকুমারী দেবী—স্বপ্নবাণী।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বাল্মীকির জয়। বেণের মেয়ে।
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—কঙ্কন-চোর। হরু ঠাকুর—কবির গান।
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—কামিনী ও কাঞ্চন। সাহিত্য-সাধনা।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাজিমাৎ। বাঙ্গালীর মেয়ে। ভারত-সঙ্গীত।
হেমেন্দ্রকুমার রায়—আলেয়ার আলো। ঝড়ের যাত্রী। শিল্পীর খেয়াল।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অদৃষ্টচক্র।
অজ্ঞাত—নিবাতকবচ বধ। মাণিকচন্দ্র রাজার গান। রামায়ণ-তত্ত্ব।

# পরিশিষ্ট গ

## উদ্ধৃতি-পঞ্জী

কালিদাস—কুমারসম্ভবম্। মেঘদূতম্। রঘুবংশম্।

ঘটকর্পর—নীতিসার।

চাণক্য—শ্লোকমালা।

জয়দেব গোস্বামী—গীতগোবিন্দম্।

নারায়ণ—হিতোপদেশঃ।

বররুচি—নীতিরত্নম্।

বাল্মীকি—রামায়ণম্।

বিষ্ণুশর্ম্মা—পঞ্চতন্ত্রম্।

বেদব্যাস—মহাভারতম্।

ভবভূতি—উত্তররামচরিতম্।

ভর্ত্তৃহরি—নীতিশতকম্।

ভারবি - কিরাতার্জুনিয়ম্।

শঙ্করাচার্য্য—প্রশ্নোত্তরমালা। মোহমুদ্গরম।

হলায়ুধ—ধর্ম্মবিবেকঃ।

উপনিষৎ—কঠ, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক।

পুরাণ—অগ্নি, কালিকা, বরাহ, বামন, বৃহন্নারদীয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

ভামিনীবিলাসঃ।

ভোজপ্রবন্ধম্।

মনুস্মৃতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

হরিবংশম্।

# পরিশিষ্ট—ঘ

## প্রমাণ-পঞ্জী


কানাইলাল ঘোষাল—প্রবাদ-সংগ্রহ।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—রাজপুত-কাহিনী।

কালীমোহন বিদ্যারত্ন—বরাহমিহির ও খনা।

কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী (রসসাগর)—সমস্যাপূরণ।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—বাংলায় মনসা পূজা ( প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯। )

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

নগেন্দ্রনাথ বসু (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গোড়ার কথা (প্রবন্ধ), বঙ্গবাণী ১৩২৯।

পূর্ণচন্দ্র দে (উদ্ভট্‌সাগর)—উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ।

প্রমথনাথ মল্লিক—সুবর্ণবণিক সমাচার, শ্রাবণ ১৩২৮।

বক্রেশ্বর ন্যায়রত্ন—ডাকপুরুষের বচন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—সাহিত্যদর্পণ।

রাজশেখর বসু—চলন্তিকা।

লালমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধ-নির্ণয়।

সুশীলকুমার দে—বাংলা প্রবাদ।

—কায়স্থ কৌস্তভ।

**अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी**—हिन्दुस्थानी मुहावरे।

**विश्वम्भरनाथ क्षेत्री**—लोकोक्ति कोष।

**Benoy Krishna Deb**—The Early History and Growth of Calcutta.

**(S. W.) Fallon**—A Dictionary of Hindustani Proverbs.

**J. D. A**—Some Chittagong Proverbs.

**Sukumar Sen**—Women's Dialect in Bengali—Journal of the Department of Letters, Calcutta University, 1928.

**(Col. James) Todd**—Annals and Antiquities of Rajasthan.

# পরিশিষ্ট—ঙ

## অশুদ্ধি-সংশোধন

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61 | শেষ লাইন | মাষ্টার মহাশয় | নবকথা (মাষ্টার মহাশয়) |
| 79 | ১৮ | সান | সম্মান |
| 159 | ২২ | বন্দ্যো০ | মুখো০ |
| 160 | ৬ | সী | সী |
| 169 | ১ | মৌলবীর | হিঁদুর |
| 169 | ৪ | মুসলমানের | হিন্দুর |
| 182 | ১৮ | মেরে | মেয়ে |
| 202 | ২২ | পুরাতন ভৃত্য | চিত্রা ( পুরাতন ভৃত্য ) |
| 211 | ১৩ | গায় | গলায় |
| 211 | ২২ | ফ ও ফু | ফল ও ফুল |
| 232 | ৫ | ইস্‌লামিয়া শাসন | ইস্‌লামিক অনুশাসন |
| 237 | ১০,১১ | কানকাটা মানকাটা ই০ | ২ লাইন পরে বসিবে |
| 240 | ৯ | সাড়েই | মাড়েই |
| 240 | শেষ লাইন | সরল বচ্ছিয়া ই০ | দুই লাইন উপরে বসিবে |
| 241 | ১৯ | মাতাদিগের | মাতাপিতার |
| 245 | ৬ | পিতা ঋণকারী শত্রু | ঋণত্রর্তা পিতা শত্রু |
| 247 | ২৪ | বেদে ই০......হয় না | বেদের ছেলেমেয়ে নানা খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জন করে |
| 248 | ১৮ | তাই সে বলিতে চাহে | তাই সে বলে, মা বলিতে চাহিতেছে |
| 250 | ৭ | —কার্য হয় | বাদ যাইবে |
| 255 | ৩১ | থাক কোথা। | থাকবো কোথা ? |
| 258 | ৩০-৩১ | কোন কিছু...কেনার মত | ছাগল যেমন নির্বিচারে সব কিছু খায় সেইরূপ |
| 269 | ৯-১০ | কুল পাড়ে | নাড়া দেয় |
| 325 | ২৪ | (হিং টিং ছট্) | সোনার তরী (হিং টিং ছট্) |
| 339 | ৫ | রস-সাহিত্য | বৈষ্ণব রস-সাহিত্য |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 | ৫ | নয়নচাঁদের ব্যবসা | ভূত ও মানুষ (নয়নচাঁদের ব্যবসা) |
| 368 | ১৬ | বীরবালা | ভূত ও মানুষ (বীরবালা) |
| 369 | ৮ | ( রেফ ) | বাদ যাইবে |
| 462 | ২৫ | মাষ্টার মহাশয় | নবকথা (মাষ্টার মহাশয়) |
| 471 | ১৩ | পথ ও পাথেয় | পথে ও পথের প্রান্তে |
| 478 | ১ | দয়া করে নুন | দয়া করে দেয় নুন |
| 484 | ১৮ | বীরবল | প্রমথ চৌধুরী |
| 494 | ২২ | জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ তুঘলকের | জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁর ( মোহাম্মদ তুঘলক ) |
| 512 | ২৬ | হইলে পর | হইবার পূর্বে |
| 515 | ২৫ | কাব্যকুসুমাঞ্জলি | মানকুমারী বসু—কাব্যকুসুমাঞ্জলি |
| 546 | ১৫ | ঈশ্বর গুপ্ত | রামনিধি গুপ্ত |
| 547 | ১৫ | পারে | পাত্রের |
| 574 | ২৪ | রক্ষিত | ভক্ষিত |
| ,, | ২৬ | না দিলে | না হলে |
| 575 | ৩১ | আধুনিক বাংলা | আধুনিক বাংলা সাহিত্য |
| 588 | ২৬ | বেঁড়ে | চোরা |
| 605 | ৫ | **পুরী যাক পুরুষ থাক ।** | পরে বসিবে—পুরুষ-বংশের স্তর বা থাক । ই০ generation |
| 605 | ৬-৭ | পরিবারস্থ পুরুষদের | তৎকালীন বংশধরগণের |
| 624 | ২৭ | দাস | রায় |
| 653 | ২ | বেগুন নানা ব্যঞ্জনে | বেগুন, যাহা নানা ব্যঞ্জনে |
| 672 | ২৩ | বিষ ঝেড়ে দিব জানিবার | বিষ ঝেড়ে দিব জানিস না ? |
| 707 | ১৭ | ( ঈশ্বর গুপ্ত ) | ( রামনিধি গুপ্ত ) |
| 724 | ৭ | অর্থ সুস্পষ্ট | ১০ লাইনে বসিবে । |
| 736 | ২৩ | বাল আদমের | বাবা আদমের |
| 767 | ১৯ | ন্যায্য অংশের | প্রাপ্য আদায়ের |
| 774 | ১৫ | ঘাপ | ঘাব |
| 813 | ১২ | লাইনের শেষে বসিবে | এক্ষনে পাগড়ির ব্যবহার নাই । |
| 869 | ৬ | খাড় | খাড়ু |

# কয়েকটি অভিমত

**আচার্য ডক্টর যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি :**—বইখানির দ্বারা বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর পরম উপকার হইবে।

**ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্ব পাকিস্তান :**—ইহাকে একটি মহাজাতীয় কাজ বলিয়া মনে করি।...এই বিরাট প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্যকামনা করি।

**শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর :**—প্রবাদগুলির যে প্রয়োগ দেখাইয়াছেন তাহাতেই গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।...প্রত্যেক স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারে একখানি করিয়া এই পুস্তক থাকা উচিত।

**যুগান্তর :**—পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতেই প্রবাদ-বচন, ইডিয়ম প্রভৃতি ছোট বড় বহু প্রকারের অভিধান আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাংলা ভাষায় এরূপ কোন কোষগ্রন্থ নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি এই লজ্জাকর অভাব বহুল পরিমাণে দূর করিবে।

**আনন্দবাজার পত্রিকা :**—ভাষা, সাহিত্য এবং সমাজকে বুঝিতে হইলে প্রবাদ-বচনসমূহের অর্থ ও মর্ম অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থকার সেই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আপনার কার্যে প্রভূত অধ্যবসায় ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। সংগৃহীত প্রবাদ বচনসমূহের অর্থ যাহাতে সহজে বোঝা যায় তজ্জন্য সরল ভাষায় প্রত্যেকটির তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে এবং সাহিত্যে সেইগুলির ব্যবহারের দৃষ্টান্তও অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে।...মোটের উপর বাঙলা শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হইবে।

**Amrita Bazar Patrika :** This is a Dictionary of Bengali proverbs and idioms......all alphabetically arranged and exhaustively annotated. Quotations from standard authors illustrating the proper use of the idioms......and Hindi and English parallels make the publication really useful......The first of its kind, the book must supply a long-felt want. School and College Students, Teachers and Writers will find it immensely helpful. As a dictionary of Bengali usage the book is decidedly without a rival.